যে ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া স্বয়ং দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন, তিনি পাপী, সমাজের নিন্দাজনক এবং নক্ষত্রসূচক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

নক্ষত্রসূচকোদ্দিষ্টমুপহাসং করোতি যঃ।
স ব্রজত্যন্ধতামিস্রং সার্দ্ধমৃক্ষবিড়ম্বিনা ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রকৃতজ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে নক্ষত্রসূচক বলিয়া উপহাস করেন এবং যিনি নক্ষত্রসূচক এই উভয়ই অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করেন।

স্পষ্টার্থ,—যে ব্যক্তি জ্যোতির্ব্বিদের বাক্য উপহাস করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অবমাননা করে, এই উভয় ব্যক্তিই অন্ধকারময় ঘোর নরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে ॥ ২৩ ॥

নগরদ্বারলোষ্টস্য যদ্বৎ স্যাদুপযাচিতম্।
আদেশস্তদ্বদজ্ঞানাং যঃ সত্যঃ স বিভাব্যতে ॥ ২৪ ॥

নগরের দ্বারস্থ হইয়া মৃত্তিকার ঢেলার নিকট বাঞ্ছা করিলে যেরূপ, আর জ্যোতিষশাস্ত্রে অজ্ঞব্যক্তির নিকট প্রশ্নকরিলেও সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। বস্তুত সত্য কখনই অপ্রকাশ থাকে না, সর্ব্বত্রই সত্যের জয় হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সম্পত্ত্যা যোজিতাদেশস্তদ্বিচ্ছিন্নকথাপ্রিয়ঃ।
মত্তঃ শাস্ত্রৈকদেশেন ত্যাজ্যস্তাদৃগ্মহীক্ষিতা ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি কোন ঘটনা ঘটিবার পর প্রতারণা করিয়া বলে যে তাহারই ভবিষ্যৎবাক্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি এবং যেব্যক্তি প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথ অবলম্বন করে ও যেব্যক্তি শাস্ত্রের কিয়দংশমাত্র অবগত হইয়া শাস্ত্রাভিমানী হইয়া গর্ব্বিত হয়, এমৎ-সকল ব্যক্তি রাজা কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য ॥ ২৫ ॥

যস্তু সম্যগ্বিজানাতি হোরাগণিতসংহিতাঃ।
অভ্যর্চ্চ্যঃ স নরেন্দ্রেণ স্বীকর্ত্তব্যো জয়ৈষিণা ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি হোরা, গণিত এবং সংহিতাশাস্ত্র উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া পারদর্শী হইয়াছেন, এইরূপ জ্যোতির্ব্বিদকে জয়াভিলাষী রাজা আদর ও রাজসভায় নিযুক্ত করিবেন ॥ ২৬ ॥

ন তৎসহস্রং করিণাং বাজিনাং বা চতুর্গুণম্।
করোতি দেশকালজ্ঞো যদেকো দৈবচিন্তকঃ ॥ ২৭ ॥

একজন দেশকালাভিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজার যে কার্য্য করিতে সক্ষম, সেই কার্য্য একহাজার হস্তী ও চারিহাজার অশ্বদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না ॥ ২৭ ॥

দুঃস্বপ্নদুর্ব্বিচিন্তিতদুঃপ্রেক্ষিতদুঃকৃতানি কর্ম্মাণি।
ক্ষিপ্রং প্রযান্তি নাশং শশিনঃ শ্রুত্বা ভসংবাদম্ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রের নক্ষত্র ভোগের কথা শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, অমঙ্গল দর্শন এবং সকলপ্রকার মন্দকার্য্য শীঘ্র নাশ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ন তথেচ্ছতি ভূপতেঃ পিতা জননী বা স্বজনোঽথবা সুহৃৎ। স্বযশোঽভিবিবৃদ্ধয়ে যথা হিতমাপ্তঃ সবলস্য দৈববিৎ ॥ ২৯ ॥

যেরূপ যথার্থবাদী জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজার ও তাঁহার প্রজার এবং সৈন্যের হিতাভিলাষী হইবেন তদ্রূপ ঐ রাজার পিতা, মাতা, স্বজন এবং বন্ধুগণও হিতাকাঙ্ক্ষী হন না ॥ ২৯ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
সাম্বৎসরসূত্রং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ আদিত্যাচারঃ।

আশ্লেষার্দ্ধাদ্দক্ষিণমুত্তরময়নং রবের্ধনিষ্ঠাদ্যম্।
ন্যূনং কদাচিদাসীদ্ যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু ॥ ১ ॥

প্রাচীনশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, কোন একসময় অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্দ্ধভাগে রবির আগমনে দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠানক্ষত্রের আরম্ভে রবির আগমনে উত্তরায়ন আরম্ভ হইত ॥ ১ ॥

সাম্প্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ।
উক্তাভাবো বিকৃতিঃ প্রত্যক্ষপরীক্ষণৈর্ব্ব্যক্তিঃ ॥ ২ ॥

বর্ত্তমানকালে কর্কটের আদিতে রবির আগমনে দক্ষিণায়ন এবং মকরের আরম্ভে রবির আগমনে উত্তরায়ন আরম্ভ হইতেছে, কিন্তু এই অয়ন আরম্ভের যে বিকৃতি অর্থাৎ অন্যথা তাহা প্রত্যক্ষ করিলেই স্পষ্ট জানা যাইবে ॥ ২ ॥

দূরস্থচিহ্নবেধাদুদয়েঽস্তময়েঽপি বা সহস্রাংশোঃ।
ছায়াপ্রবেশনির্গমচিহ্নৈর্ব্বা মণ্ডলে মহতি ॥ ৩ ॥

চক্রবালের যেস্থানে রবির উদয় বা অস্ত হয়, ঐস্থানের কোন এক দূরবর্ত্তী চিহ্নদ্বারা অথবা বৃহৎগোলাকার একটী বৃত্ত করিয়া তাহার মধ্যস্থানে শঙ্কু পুতিয়া রাখিয়া ঐ শঙ্কুর শেষভাগের ছায়াদ্বারা সূর্য্যের গতির (অয়নের) বিকৃতি অর্থাৎ পরিবর্ত্তন জানা যাইবে ॥ ৩ ॥

অপ্রাপ্য মকরমর্কো বিনিবৃত্তো হন্তি সাপরাং যাম্যাম্।
কর্কটকমসম্প্রাপ্তো বিনিবৃত্তশ্চোত্তরাং সৈন্দ্রীম্ ॥ ৪ ॥

রবি মকররাশির আরম্ভ পর্য্যন্ত গমন না করিয়া যদি প্রত্যাবৃত্ত হন তাহা হইলে পশ্চিম ও দক্ষিণদেশবাসী লোক সকল বিনাশ হইবে। আর যদি রবি কর্কটরাশির আরম্ভ পর্য্যন্ত গমন না করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন তাহা হইলে উত্তর ও পূর্ব্বদেশবাসী লোকসকল বিনাশ হইবে ॥ ৪ ॥

উত্তরময়নমতীত্য ব্যাবৃত্তঃ ক্ষেমশস্যবৃদ্ধিকরঃ।
প্রকৃতিস্থশ্চাপ্যেবং বিকৃতগতির্ভয়কৃদুষ্ণাংশুঃ ॥ ৫ ॥

রবি তাহার স্বাভাবিক গতি অনুসারে উত্তরায়ণের শেষসীমা

পর্য্যন্ত গমন করিয়া যদি পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে দেশের কল্যাণ ও শস্যবৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তাহার প্রকৃত গতির কিম্বা স্বাভাবিক সুখের বিপরীত হইলে মানবগণের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সতমস্কং পর্ব্ব বিনা ত্বষ্টা নামার্কমণ্ডলং কুরুতে।
স নিহন্তি সপ্ত ভূপান্ জনাংশ্চ শস্ত্রাগ্নিদুর্ভিক্ষৈঃ ॥ ৬ ॥

যদি পর্ব্বকাল ব্যতিরেকে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ভিন্ন সময়ে ত্বষ্টানামক কেতু সূর্য্যমণ্ডলকে অন্ধকার করে তাহা হইলে সাতজন নরপতির ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের শস্ত্র, অগ্নি এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তামসকীলকসংজ্ঞা রাহুসুতাঃ কেতবস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ।
বর্ণস্থানাকারৈস্তান্ দৃষ্ট্বার্কে ফলং ব্রূয়াৎ ॥ ৭ ॥

তামস ও কীলক প্রভৃতি করিয়া তেত্রিশটী রাহুর পুত্রকে কেতু বলে, সূর্য্যমণ্ডলে ঐসকল কেতুর বর্ণ, অবস্থান এবং আকার দৃষ্টে পৃথিবীর শুভাশুভ ফল বলিবে ॥ ৭ ॥

তে চার্কমণ্ডলগতাঃ পাপফলাশ্চন্দ্রমণ্ডলে সৌম্যাঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষকবন্ধপ্রহরণরূপাঃ পাপাঃ শশাঙ্কেঽপি ॥ ৮ ॥

উপরোক্ত কেতুসকলের চিহ্নসকল সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হইলে মানবগণ দুঃখভোগ করিবে, আর যদি ঐসকল চিহ্ন চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানবগণ সুখী হইবে, কিন্তু ঐ সকল চিহ্ন যদি মস্তক হীন দেহের, কাকের কিম্বা অস্ত্রের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অধিক অশুভ এবং ঐরূপ চিহ্ন চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্ট হইলেও অমঙ্গল বলিয়া জানিবে ॥ ৮ ॥

তেষামুদয়ে রূপাণ্যম্ভঃ কলুষং রজোবৃতং ব্যোম।
নগতরুশিখরবিমর্দী সশর্করো মারুতশ্চণ্ডঃ ॥ ঋতুবিপরীতাস্তরবো দীপ্তা মৃগপক্ষিণো দিশাং দাহঃ। নির্ঘাতমহীকম্পাদয়ো ভবন্ত্যত্র চোৎপাতাঃ ॥ ৯—১০ ॥

যদি সূর্য্যমণ্ডলে ঐসকল কেতু প্রভৃতির উদয়ের চিহ্নসকল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে জল মলিন ও আকাশ ধূলিতে পরিপূর্ণ হইবে এবং পর্ব্বতের ও বৃক্ষের অগ্রভাগ ভগ্ন করিতে পারে এরূপ প্রচণ্ড বাতাস, কঙ্কর ও বালির সহিত প্রবল বেগে বহিতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন যে যে ঋতুতে অর্থাৎ যে যে কালে যে যে বৃক্ষের ফল ও পুষ্প হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত হয় এবং বন্যপশুপক্ষী উত্তাপিত হয়, দিগ্দাহ অর্থাৎ চক্রবালের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় ও বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত এবং ভূমিকম্প এইসকল উৎপাত হইলে মানবগণের দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৯—১০ ॥

ন পৃথক্‌ফলানি তেষাং শিখিকীলকরাহুদর্শনানি যদি।
তদুদয়কারণমেষাং কেত্বাদীনাং ফলং ব্রূয়াৎ ॥ ১১ ॥

উপরোক্ত তেত্রিশটী কেতু ভিন্ন যদি সূর্য্যমণ্ডলে অপরকেতু অর্থাৎ অন্যপ্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় অথবা সূর্য্য-গ্রহণ হয়, তাহাহইলে উপরোক্ত কেতুচিহ্নের ফল হইতে পৃথক্ ফল হইবে। এইফল রাহুচারে ও কেতুচারে দৃষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

যস্মিন্ যস্মিন্ দেশে দর্শনমায়ান্তি সূর্য্যবিম্বস্থাঃ।
তস্মিংস্তস্মিন্ ব্যসনং মহীপতীনাং পরিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥

ঐসকল চিহ্ন যে যে দেশ হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে সেই সেই দেশের রাজা নানারূপ ক্লেশভোগ করিবে ॥ ১২ ॥

ক্ষুৎপ্রম্লানশরীরা মুনয়োঽপ্যুৎসৃষ্টধর্ম্মসচ্চরিতাঃ।
নির্ম্মাংসবালহস্তাঃ কৃচ্ছ্রেণায়ান্তি পরদেশান্ ॥ ১৩ ॥

ঋষিগণ আহারাভাবে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম এবং সদাচার পরিত্যাগ করত অন্নভাবে শীর্ণদেহ বালকগণকে ক্রোড়ে করিয়া ভিন্নদেশে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

তস্করবিলুপ্তবিত্তাঃ প্রদীর্ঘনিঃশ্বাসমুকুলিতাক্ষিপুটাঃ।
সন্তঃ সন্নশরীরাঃ শোকোদ্ভববাষ্পরুদ্ধদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

তস্কর কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের ধনসকল অপহৃত হওয়ায় দীর্ঘনিশ্বাসে, অর্দ্ধনিমিলীত নয়নে ও শীর্ণদেহে এবং শোকাশ্রুদ্বারা দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া অতিকষ্টে ভিন্নদেশে গমন করিতে থাকেন ॥ ১৪ ॥

ক্ষামা জুগুপ্সমানাঃ স্বনৃপতিপরচক্রপীড়িতা মনুজাঃ।
স্বনৃপতিচরিতং কর্ম্ম চ পরাকৃতং প্রব্রুবন্ত্যন্যে ॥ ১৫ ॥

যেসকল ব্যক্তি অস্থিচর্ম্মসার এবং যাচ্ঞা করিতে লজ্জিত তাহারা স্বদেশীয় রাজা ও অপরদেশীয় রাজাদ্বারা প্রপীড়িত হন এবং কেহ কেহ বা স্বদেশীয় রাজার চরিত্র এবং স্বীয় পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

গর্ভেষ্বপি নিষ্পন্না বারিমুচো ন প্রভূতবারিমুচঃ।
সরিতো যান্তি তনুত্বং কচিৎ কচিজ্জায়তে শস্যম্ ॥১৬॥

যদিও ঐদেশে উত্তম বৃষ্টির লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তথাপি ঐ মেঘে স্বল্পবৃষ্টি পতন হইবে ও নদীসকল শুষ্ক হইবে এবং ক্ষেত্রের মধ্যে কোন কোন স্থানে দুই একটী করিয়া ধান্য দেখা যাইবে ॥ ১৬ ॥

দণ্ডে নরেন্দ্রমৃত্যুর্ব্ব্যাধিভয়ং স্যাৎ কবন্ধসংস্থানে।
ধ্বাঙ্ক্ষে চ তস্করভয়ং দুর্ভিক্ষং কীলকেঽর্কস্থে ॥ ১৭ ॥

যদি সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে রাজার মৃত্যু হয়, যদি মস্তকবিহীন মানবের দেহের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে প্রাণীগণের রোগভয় এবং কাকের আকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে চোর ভয়, আর বর্ষা নামক অস্ত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

রাজোপকরণরূপৈশ্ছত্রধ্বজচামরাদিভির্ব্বিদ্ধঃ।
রাজান্যত্বকৃদর্কঃ স্ফুলিঙ্গধূমাদিভির্জ্জনহা ॥ ১৮ ॥

যদি সূর্য্যমণ্ডলে ছত্রের, ধ্বজের এবং চামরের ও রাজোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই দেশের রাজা সিংহাসনচ্যুত হইবে

এবং অন্যদেশের রাজা ঐ রাজত্ব করিবে। আর যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ধূম্র এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লোকসকল বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ১৮॥

একো দুর্ভিক্ষকরো দ্ব্যাদ্যাঃ স্যুর্নরপতের্ব্বিনাশায়।
সিতরক্তপীতকৃষ্ণৈস্তৈর্ব্বিদ্ধোঽর্কোঽনুবর্ণঘ্নঃ॥ ১৯॥

সূর্য্যমণ্ডলে একটী চিহ্ন দৃষ্ট হইলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, যদি দুইটী কিম্বা ততোঽধিক চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে নরপতির বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ চিহ্ন শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রজাতির বিনাশ হইয়া থাকে॥ ১৯॥

দৃশ্যন্তে চ যতস্তে রবিবিম্বস্যোত্থিতা মহোৎপাতাঃ।
আগচ্ছতি লোকানাং তেনৈব ভয়ং প্রদেশেন॥ ২০॥

সূর্য্যমণ্ডলের ঐসকল চিহ্ন যে যে দেশ হইতে দৃষ্ট হইবে সেই সেই দেশের লোকের ভয় উপস্থিত হইবে॥ ২০॥

ঊর্দ্ধকরো দিবসকরস্তাম্রঃ সেনাপতিং বিনাশয়তি।
পীতো নরেন্দ্রপুত্রং শ্বেতস্তু পুরোহিতং হন্তি॥ ২১॥

যদি রবির কিরণ তাম্রবর্ণ হয় তাহাহইলে সেনাপতি, পীতবর্ণ হইলে রাজপুত্র এবং শ্বেতবর্ণ হইলে রাজ-পুরোহিতের বিনাশ হইয়া থাকে॥২১॥

চিত্রোঽথবাপি ধূম্রো রবিরশ্মির্ব্যাকুলাং করোতি মহীম্।
তস্করশস্ত্রনিপাতৈর্যদি সলিলং নাশু পাতয়তি॥ ২২॥

যদি সূর্য্যের কিরণ নানাবর্ণে রঞ্জিত অথবা ধূম্রবর্ণ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইবে ঐ বৃষ্টি না হইলে তস্কর ও শস্ত্রদ্বারা মানবগণ ব্যাকুলিত হইবে॥ ২২॥

তাম্রঃ কপিলো বার্কঃ শিশিরে হরিকুঙ্কুমচ্ছবিশ্চ মধৌ।
আপাণ্ডুকনকবর্ণো গ্রীষ্মে বর্ষাসু শুক্লশ্চ॥ শরদি কমলোদরাভো হেমন্তে রুধিরসন্নিভঃ শস্তঃ। প্রাবৃট্‌কালে স্নিগ্ধঃ সর্ব্বর্ত্তু নিভোঽপি শুভদায়ী॥ ২৩—২৪॥

যদি সূর্য্যের কিরণ শিশিরকালে (মাঘ ফাল্গুনে) তাম্র কিংবা পিঙ্গলবর্ণ; বসন্তকালে (চৈত্র ও বৈশাখ মাসে) হরিৎ ও কুঙ্কুমের বর্ণ, গ্রীষ্মকালে (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে) ঈষৎ শ্বেতবর্ণ বা স্বর্ণ বর্ণ, বর্ষাকালে (শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে) শ্বেতবর্ণ, শরৎকালে (আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে) পদ্মের মধ্যস্থিত পীতবর্ণ এবং হেমন্তকালে (অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে) রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে মানবের শুভফল হইয়া থাকে। আর যদি বর্ষাকালে রবির কিরণ স্নিগ্ধ হয়, তাহা হইলে শুভ এবং ঐরূপ অবস্থায় যদি উপরোক্ত ঋতুসকলের কোন একবর্ণ হয়, তাহাহইলেও শুভফল হইয়া থাকে॥ ২৩—২৪॥

রুক্ষঃ শ্বেতো বিপ্রান্ রক্তাভঃ ক্ষত্রিয়ান্বিনাশয়তি।
পীতো বৈশ্যান্ কৃষ্ণস্ততোঽপরান্ শুভকরঃ স্নিগ্ধঃ॥ ২৫॥

বর্ষাকালে সূর্য্যের কিরণ রুক্ষ হয় ঐসময় যদি কিরণ শ্বেতবর্ণ হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্র বিনাশ হইবে, যদি ঐ কিরণ স্নিগ্ধ হয় তাহাহইলে ঐসকল জাতির শুভ হইয়া থাকে॥ ২৫॥

গ্রীষ্মে রক্তো ভয়কৃদ্বর্ষাস্বসিতঃ করোত্যনাবৃষ্টিম্।
হেমন্তে পীতোঽর্কঃ করোত্যচিরেণ রোগভয়ম্॥ ২৬॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্য রক্তবর্ণ হইলে ভয়, বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি এবং হেমন্তকালে পীতবর্ণ হইলে শীঘ্র রোগ ভয় হইবে॥ ২৬॥

সুরচাপপাটিততনুর্নৃপতির্ব্বিরোধপ্রদঃ সহস্রাংশুঃ।
প্রাবৃট্‌কালে সদ্যঃ করোতি বিমলদ্যুতির্বৃষ্টিম্॥ ২৭॥

যদি ইন্দ্রধনুদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যদেশ ভেদ হয় তাহাহইলে রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, আর বর্ষাকালে যে দিবস সূর্য্যমণ্ডল নির্ম্মল দৃষ্ট হইবে সেই দিবস সদ্যই বৃষ্টি হইবে॥ ২৭॥

বর্ষাকালে বৃষ্টিং করোতি সদ্যঃ শিরীষপুষ্পাভঃ।
শিখিপত্রনিভঃ সলিলং ন করোতি দ্বাদশাব্দানি॥ ২৮॥

বর্ষাকালে যদি সূর্য্যের বর্ণ শিরীষপুষ্পের ন্যায় হয় তাহাহইলে সদ্যই বৃষ্টি হইবে, আর যদি ময়ূরের পুচ্ছের বর্ণের ন্যায় বর্ণ হয় তাহাহইলে আগামী দ্বাদশবৎসরের মধ্যে বৃষ্টি হইবে না॥ ২৮॥

শ্যামেঽর্কে কীটভয়ং ভস্মনিভে ভয়মুশন্তি পরচক্রাৎ।
যস্যর্ক্ষে সচ্ছিদ্রস্তস্য বিনাশঃ ক্ষিতীশস্য॥ ২৯॥

বর্ষাকালে যদি সূর্য্য শ্যামবর্ণ হয় তাহাহইলে ধান্যের কীট ভয়, যদি ভস্মের বর্ণ হয় তাহাহইলে ভিন্নদেশের রাজা কর্ত্তৃক ভয় উপস্থিত হইবে। যে সময় সূর্য্যমধ্যে ছিদ্র দৃষ্ট হইবে সেই সময় রবি যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই নক্ষত্র যে রাজার জন্মনক্ষত্র হইবে তাহার বিনাশ হইবে॥ ২৯॥

শশরুধিরনিভে ভানৌ নভস্তলস্থে ভবন্তি সংগ্রামাঃ।
শশিসদৃশে নৃপতিবধঃ ক্ষিপ্রং চান্যো নৃপো ভবতি॥৩০॥

সূর্য্যের উদয় এবং অস্তকাল ভিন্ন অন্য কোন সময় যদি সূর্য্যের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং সূর্য্য যদি চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহা হইলে রাজার মৃত্যু হইবে এবং তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্য রাজা হইবে॥ ৩০॥

কুম্ভাকৃদ্ঘটনিভঃ খণ্ডো নৃপহা * বিদীধিতির্ভয়দঃ।
তোরণরূপঃ পুরহা ছত্রনিভো দেশনাশায়॥ ৩১॥

সূর্য্য ঘটাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ এবং মারীভয় উপস্থিত হয়, খণ্ডিত দৃষ্ট হইলে রাজার বিনাশ, কিরণহীন দৃষ্ট হইলে ভয়, ফটকাকার দৃষ্ট হইলে নগরের বিনাশ এবং ছত্রাকার দৃষ্ট হইলে দেশ বিনাশ হইবে॥৩১॥

ধ্বজচাপনিভে যুদ্ধানি ভাস্করে বেপনে চ রুক্ষে চ।
কৃষ্ণা রেখা সবিতরি যদি হন্তি নৃপং ততঃ সচিবঃ॥৩২॥

যদি সূর্য্য পতাকা ও ধনুর সদৃশ দৃষ্ট হয় অথবা সূর্য্যকিরণ কম্পিত ও

* জনহা ইতি পাঠান্তরং।

রুক্ষ হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আর যদি সূর্য্যমণ্ডলে নালবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয় তাহাইহলে মন্ত্রির হস্তে রাজার মৃত্যু হইবে। কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে অগ্রে রাজার মৃত্যু, পরে মন্ত্রির মৃত্যুহইয়া থাকে॥ ৩২॥

দিবসকরমুদয়সংস্থিতমুল্কাশনিবিদ্যুতো যদা হন্যুঃ।
নরপতিমরণং বিন্দ্যাৎ তদান্যরাজপ্রতিষ্ঠাং চ॥ ৩৩॥

যদি সূর্য্য উদয়কালে উল্কা, বজ্র অথবা বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক আহত হয় তাহাইলে রাজার মৃত্যু হইবে এবং অপর রাজা ঐসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন টীকাকার বলেন যে উদয়কালের ন্যায় অস্তকালেও উক্তরূপ ঘটিলে ঐরূপ ফল হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

প্রতিদিবসমহিমকিরণঃ পরিবেষী সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োরথবা।
রক্তোঽস্তমেতি রক্তোদিতশ্চ ভূপং করোত্যন্যম্॥৩৪॥

সূর্য্য কতিপয়দিবস উদয়াস্তকালে পরিবেষযুক্ত হইলে কিংবা আরক্তবর্ণ হইয়া উদয় হইলে রাজা সিংহাসনচ্যুত হইবে এবং ভিন্নদেশের রাজা তাহার সিংহাসন অধিকার করিবে॥ ৩৪॥

প্রহরণসদৃশৈর্জ্জলদৈঃ স্থগিতঃ সন্ধ্যাদ্বয়েঽপি রণকারী।
মৃগমহিষবিহগখরকরভসদৃশরূপৈশ্চ ভয়দায়ী॥ ৩৫॥

সূর্য্য উদয়াস্তকালে যদি যুদ্ধের অস্ত্রাদির আকারবিশিষ্ট মেঘসকল দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তাহাইহলে যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। আর যদি ঐ মেঘসকল, হরিণ, মহিষ, পক্ষি, গর্দ্দভ এবং উট্‌শাবকসদৃশ হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে তাহাইহলে মানবগণের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥৩৫॥

দিনকরকরাভিতাপাদৃক্ষমবাপ্নোতি সুমহতীং পীড়াম্।
ভবতি চ পশ্চাচ্ছুদ্ধং কনকমিব হুতাশপরিতাপাৎ॥৩৬॥

সুবর্ণ যেরূপ অগ্নিসন্তাপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে সেইরূপ নক্ষত্রগণ সূর্য্যসন্তাপে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পশ্চাৎ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৩৬॥

দিবসকৃতঃ প্রতিসূর্য্যো জলকৃদুদগ্দক্ষিণে স্থিতোঽনিলকৃৎ।
উভয়স্থঃ সলিলভয়ং নৃপমুপরি নিহন্ত্যধো জনহা॥ ৩৭॥

সূর্য্যের উত্তরদিকে যদি প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হয় তাহাইহলে বৃষ্টি, দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হইলে বাতাস এবং উভয়পার্শ্বে দৃষ্ট হইলে জলপ্লাবনের ভয় হইয়া থাকে। আর যদি সূর্য্যের উপরিভাগে প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হয় তাহাইহলে রাজার এবং অধোভাগে দৃষ্ট হইলে প্রজার বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

রুধিরনিভো বিয়ত্যবনিপান্তকরো ন চিরাৎ।
পরুষরজোঽরুণীকৃততনুর্যদি বা দিনকৃৎ॥ ৩৮॥

আকাশের উপরিভাগে অকস্মাৎ সূর্য্য রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অথবা রুক্ষ ধূলীরাশিদ্বারা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে শীঘ্রই রাজার বিনাশ হইয়া থাকে॥৩৮॥

অসিতবিচিত্রনীলপরুষো জনঘাতকরঃ।
খগমৃগভৈরবখররুতৈশ্চ নিশাদ্যমুখে॥ ৩৯॥

উদয়াস্তকালে সূর্য্য যদি কৃষ্ণবর্ণ, নানাবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ অথবা রুক্ষ দৃষ্ট হয় এবং উদয়কালে ও অস্তকালে পক্ষি ও মৃগ প্রভৃতি বন্যপশুসকল ভয়ঙ্কর শব্দ করে তাহাইহলে মানবগণ বিনাশ পায়॥ ৩৯॥

অমলবপুরবক্রমণ্ডলঃ স্ফুটবিপুলামলদীর্ঘদীধিতিঃ।
অবিকৃততনুবর্ণচিহ্নভৃজ্জগতি করোতি শিবং দিবাকরঃ॥৪০

সূর্য্যমণ্ডল যদি নির্ম্মল এবং স্বাভাবিক আকারবিশিষ্ট হয় ও কিরণ নির্ম্মল, বিস্তীর্ণ এবং দীর্ঘ হয় আর ঐ মণ্ডল যদি চিহ্নবিহীন হয় তাহাইহলে মানবের শুভ হইবে॥ ৪০॥ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামাদিত্যচারস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ চন্দ্রচারঃ।

নিত্যমধঃস্থস্যেন্দোর্ভাভির্ভানোঃ সিতং ভবত্যর্দ্ধম্।
স্বচ্ছায়য়ান্যদসিতং কুম্ভস্যেবাতপস্থস্য॥ ১॥

সূর্য্যের অধোভাগে অবস্থিত চন্দ্রমার অর্দ্ধভাগ সূর্য্যরশ্মিদ্বারা শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ আলোকিত হইয়া থাকে। অপর অর্দ্ধভাগ স্বীয় ছায়াদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অন্ধকার হইয়া থাকে, যেরূপ সূর্য্যালোকে সংস্থাপিত একটী ঘটের সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী ভাগ আলোকদ্বারা শুভ্র ও অপর অর্দ্ধভাগ স্বীয় ছায়াদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১॥

সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশম্।
ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদরনিহতা ইব মন্দিরস্যান্তঃ॥ ২॥

যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মিদ্বারা অন্ধকারগৃহ আলোকিত হয় সেইরূপ জলময় চন্দ্রমার উপরিভাগে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২॥

ত্যজতোঽর্কতলং শশিনঃ পশ্চাদবলম্বতে যথা শৌক্ল্যম্।
দিনকরবশাত্তথেন্দোঃ প্রকাশতেঽধঃপ্রভৃত্যুদয়ঃ॥ ৩॥

চন্দ্র সূর্য্যের নিম্নভাগ হইতে যে পরিমাণ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবে সেই পরিমাণ চন্দ্রের পশ্চিমভাগ শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩॥

প্রতিদিবসমেবমর্কাৎ স্থানবিশেষেণ শৌক্ল্যপরিবৃদ্ধিঃ।
ভবতি শশিনোঽপরাহ্ণে পশ্চাদ্ভাগে ঘটস্যেব॥ ৪॥

এইরূপ প্রতিদিন চন্দ্রমার স্থান পরিবর্ত্তনানুসারে সূর্য্যরশ্মিদ্বারা চন্দ্রের আলোক ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যেরূপ সূর্য্যালোকে স্থাপিত ঘটের পশ্চিমভাগ অপরাহ্নে আলোকিত হয়॥ ৪॥

ঐন্দ্রস্য শীতকিরণো মূলাষাঢ়াদ্বয়স্য বা যাতঃ।
যাম্যেন বীজজলচরকাননহা বহ্নিভয়দশ্চ॥ ৫॥

চন্দ্র যদি জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করেন তাহাইহলে শস্যাদির বীজ, জলচরপ্রাণী এবং বন বিনাশ হয় ও অগ্নির ভয় উপস্থিত হয়॥ ৫॥

দক্ষিণপার্শ্বেন গতঃ শশী বিশাখানুরাধয়োঃ পাপঃ।
মধ্যেন তু প্রশস্তঃ পিত্র্যস্য বিশাখয়োশ্চাপি ॥ ৬ ॥

যদি চন্দ্র বিশাখা এবং অনুরাধা নক্ষত্রের দক্ষিণভাগ দিয়া গমন করে তাহা হইলে অনিষ্ট হইবে, যদি মঘা ও বিশাখার মধ্য দিয়া গমন করে তবে শুভফল হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ষড়নাগতানি পৌষ্ণাদ্ দ্বাদশ রৌদ্রাচ্চ মধ্যযোগীনি।
জ্যেষ্ঠাদ্যানি নবর্ক্ষাণ্যুড়ুপতিনাতীত্য যুজ্যন্তে ॥ ৭ ॥

চন্দ্রের পূর্ব্বদিকে ছয়টী ঘর রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী এবং মৃগশিরা, মধ্যে দ্বাদশটী ঘর আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরাফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা এবং অনুরাধা, আর পশ্চিমদিকে নয়টী ঘর জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং উত্তরভাদ্রপদ, যখন চন্দ্র ঐ সকল ঘরের মধ্যে উপস্থিত হন তখন উল্লিখিত ঘরের সহিত চন্দ্রের যোগ বলা যাইবে। অর্থাৎ রেবতী হইতে মৃগশিরা পর্য্যন্ত ছয়টী নক্ষত্রে চন্দ্র আগমন না করিয়া যখন উত্তরাভাদ্রপদ নক্ষত্রকে অতিক্রম করে সেই সময় রেবতী হইতে মৃগশিরাপর্য্যন্ত ছয়টী ঘরের চন্দ্র যোগ, আর যৎকালে চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্র অতিক্রম করে তখন আর্দ্রা অবধি অনুরাধাপর্য্যন্ত দ্বাদশটী ঘরের চন্দ্র যোগ এবং যখন অনুরাধা অতিক্রম করে তখন জ্যেষ্ঠা হইতে উত্তরাভাদ্রপদ নক্ষত্রপর্য্যন্ত নয়টী ঘরের চন্দ্র যোগ বলা যায়।

স্পষ্টার্থ—যখন মৃগশিরা অতিক্রম করিয়া আর্দ্রার দিকে চন্দ্র অগ্রসর হইবে তখন চন্দ্রের দ্বাদশ ঘরের যোগ হইবে, আর যখন অনুরাধা অতিক্রম করিয়া জ্যেষ্ঠার দিকে চন্দ্র অগ্রসর হইবে তখন নবম ঘরের চন্দ্রযোগ হয় এবং যখন উত্তরাভাদ্রপদ অতিক্রম করিয়া রেবতীর নিকট অগ্রসর হয় তখন ষষ্ঠঘরের চন্দ্র যোগ হইয়া থাকে, উক্ত তিনস্থানকে মধ্যস্থান বলে ॥ ৭ ॥

উন্নতমীষচ্ছৃঙ্গং নৌসংস্থানে বিশালতা চোক্তা।
নাবিকপীড়া তস্মিন্ ভবতি শিবং সর্ব্বলোকস্য ॥ ৮ ॥

যদি চন্দ্রের শৃঙ্গ ঈষৎ উন্নত ও বিস্তীর্ণ হইয়া নৌকার ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহাহইলে নাবিকদিগের পীড়া হয় ও অপরাপর লোকের শুভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অর্দ্ধোন্নতে চ লাঙ্গলমিতি পীড়া তদুপজীবিনাং তস্মিন্।
প্রীতিশ্চ নির্নিমিত্তং মনুজপতীনাং সুভিক্ষং চ ॥ ৯ ॥

চন্দ্রের উত্তর শৃঙ্গ যদি অর্দ্ধোন্নত হইয়া লাঙ্গলাকৃতি দৃষ্ট হয় তাহাহইলে কৃষকদিগের পীড়া হইবে এবং কারণ বিনা রাজাদিগের পরস্পর মিত্রতা, অপর অপর লোকের সুখ ও সুভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

দক্ষিণবিষাণমর্দ্ধোন্নতং যদা দুষ্টলাঙ্গলাখ্যং তৎ।
পাণ্ড্যনরেশ্বরনিধনকৃদুদ্যোগকরং বলানাং চ ॥ ১০ ॥

যদি চন্দ্রের দক্ষিণশৃঙ্গ অর্দ্ধোন্নত হয় তাহাহইলে তাহাকে দুষ্টলাঙ্গল বলে, এইরূপ হইলে পাণ্ডুদেশের অর্থাৎ দক্ষিণভারতবর্ষের রাজার মৃত্যু হইবে ও সৈন্যগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিবে ॥ ১০ ॥

সমশশিনি সুভিক্ষক্ষেমবৃষ্টয়ঃ প্রথমদিবসসদৃশাঃ স্যুঃ।
দণ্ডবদুদিতে পীড়া গবাং নৃপশ্চোগ্রদণ্ডোঽত্র ॥ ১১ ॥

অমাবস্যার পর যে প্রতিপদ সেই দিবস যদি চন্দ্রের উভয় শৃঙ্গ সমান উচ্চ হয় তাহাহইলে সুভিক্ষ, সুবৃষ্টি এবং শুভ হইয়া থাকে। আর যদি চন্দ্রের শৃঙ্গ ঐ দিবস দণ্ডাকার দৃষ্ট হয় তাহা হইলে গোসকলের পীড়া ও রাজা উগ্রদণ্ডকারী হইবে ॥ ১১ ॥

কার্ম্মুকরূপে যুদ্ধানি যত্র তু জ্যা ততো জয়স্তেষাম্।
স্থানং যুগমিতি যাম্যোত্তরায়তং ভূমিকম্পায় ॥ ১২ ॥

যদি চন্দ্র ধনুরাকৃতি দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যুদ্ধ হইবে, আর যে দেশে ঐ ধনুর জ্যা অর্থাৎ দড়ি দৃষ্ট হইবে সেই দেশের লোক যুদ্ধে জয়ী হইবে, চন্দ্র যদি দক্ষিণ উত্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া শকটের যুগের আকার দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ভূমিকম্প হইবে ॥ ১২ ॥

যুগমেব যাম্যকোট্যাং কিঞ্চিৎ তুঙ্গং স পার্শ্বশায়ীতি।
বিনিহন্তি সার্থবাহান্ বৃষ্টেশ্চ বিনিগ্রহং কুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুগের দক্ষিণ শৃঙ্গাগ্র কিঞ্চিৎ উন্নত এবং পার্শ্বে নত হইলে ব্যবসায়ীগণের মৃত্যু ও অনাবৃষ্টি হইবে ॥ ১৩ ॥

অভ্যুচ্ছ্রায়াদেকং যদি শশিনোঽবাঙ্মুখং ভবেচ্ছৃঙ্গম্।
আবর্জ্জিতমিত্যসুভিক্ষকারি তদ্গোধনস্যাপি ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রের উভয় শৃঙ্গমধ্যে যদি একটী শৃঙ্গ উন্নত এবং কোন্ নত হয় তাহাহইলে গোসকল বিনাশ হইবে ॥ ১৪ ॥

অব্যুচ্ছিন্না রেখা সমন্ততো মণ্ডলা চ কুণ্ডাখ্যম্।
অস্মিন্মাণ্ডলিকানাং স্থানত্যাগো নরপতীনাম্ ॥ ১৫ ॥

যদি চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার রেখা দৃষ্ট হয় তাহাহইলে মাণ্ডলিক রাজা অর্থাৎ গ্রামের প্রধান স্থান পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫ ॥

প্রোক্তস্থানাভাবাদুদগুচ্চঃ শস্যবৃদ্ধিবৃষ্টিকরঃ।
দক্ষিণতুঙ্গশ্চন্দ্রো দুর্ভিক্ষভয়ায় নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ১৬ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত আকার ভিন্ন চন্দ্রের উত্তর শৃঙ্গ উচ্চ হয় তাহাহইলে শস্য ও সুবৃষ্টি হইবে এবং দক্ষিণশৃঙ্গ ঐরূপ উচ্চ হইলে দুর্ভিক্ষ ও ভয় উপস্থিত হইবে ॥ ১৬ ॥

শৃঙ্গেণৈকেনেন্দুং বিলীনমথবাপ্যবাঙ্মুখং শৃঙ্গং *।
সম্পূর্ণং চাভিনবং দৃষ্ট্বৈকো জীবিতাদ্ ভ্রশ্যেৎ ॥ ১৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি অমাবস্যার পর প্রতিপদের দিন চন্দ্রের একটী শৃঙ্গ দেখে, অথবা একটী শৃঙ্গ নিম্নদিকে নত দেখে কিম্বা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দর্শন করে তাহাহইলে সে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

* অবাঙ্মুখমশৃঙ্গং ইতি পাঠান্তরং।

সংস্থানবিধিঃ কথিতো রূপাণ্যস্মাদ্ভবন্তি চন্দ্রমসঃ।
স্বল্পো দুর্ভিক্ষকরো মহান্ সুভিক্ষাবহঃ প্রোক্তঃ ॥১৮॥

চন্দ্রের আকার বর্ণিত হইল, এইক্ষণ তাহার সাধারণত রূপ বর্ণন করা যাইতেছে। যদি চন্দ্র ছোট দেখা যায় তবে দুর্ভিক্ষ এবং বড় দৃষ্ট হইলে সুভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

মধ্যতনুর্ব্বজ্রাখ্যঃ ক্ষুদ্ভয়দঃ সংভ্রমায় রাজ্ঞাঞ্চ।
চন্দ্রো মৃদঙ্গরূপঃ ক্ষেমসুভিক্ষাবহো ভবতি ॥ ১৯ ॥

যদি চন্দ্রের মধ্যস্থান ছোট দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ক্ষুধার ভয় হইবে এবং রাজারা চিন্তাযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইবে। আর মৃদঙ্গের ন্যায় মধ্যস্থান যদি বড় দৃষ্ট হয় তাহাহইলে দেশের সৌভাগ্য এবং সুভিক্ষ হওয়ায় মানবগণ স্বচ্ছন্দে থাকিবে ॥ ১৯ ॥

জ্ঞেয়ো বিশালমূর্ত্তির্নরপতিলক্ষীবিবৃদ্ধয়ে চন্দ্রঃ।
স্থূলঃ সুভিক্ষকারী প্রিয়ধান্যকরস্তু তনুমূর্ত্তিঃ ॥ ২০ ॥

চন্দ্র যদি বিস্তীর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে রাজার লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়, আর যদি স্থূল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে সুভিক্ষ, আর যদি ছোট দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শস্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

প্রত্যন্তান্ কুনৃপাংশ্চ হন্ত্যুড়ুপতিঃ শৃঙ্গে কুজেনাহতে শস্ত্রক্ষুদ্ভয়কৃদ্যমেন শশিজেনাবৃষ্টিদুর্ভিক্ষকৃৎ। শ্রেষ্ঠান্ হন্তি নৃপান্মহেন্দ্রগুরুণা শুক্রেণ চাল্পান্ নৃপান্। শুক্লে যাপ্যমিদং ফলং গ্রহকৃতং কৃষ্ণে যথোক্তাগমম্ ॥ ২১ ॥

শুক্লপক্ষে যদি চন্দ্রের শৃঙ্গ মঙ্গলকর্ত্তৃক আহত হয় তাহাহইলে ম্লেচ্ছ-দেশের ক্রূর স্বভাব রাজার বিনাশ হইবে, শনিকর্ত্তৃক আহত হইলে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। বুধকর্ত্তৃক আহত হইলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইবে। বৃহস্পতিকর্ত্তৃক আহত হইলে প্রধান রাজার মৃত্যু হয়, শুক্র-কর্ত্তৃক আহত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বিনাশ হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের ফল পরে বলা হইবে ॥ ২১ ॥

ভিন্নঃ সিতেন মগধান্ যবনান্ পুলিন্দান্ নেপালভৃঙ্গি-মরুকচ্ছসুরাষ্ট্রমদ্রান্। পাঞ্চালকৈকয়কুলূতকপুরুষাদান্ হন্যাদুশীনরজনানপি সপ্তমাসাৎ ॥ ২২ ॥

শুক্র যদি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্য দিয়া গমন করে তাহাহইলে মগধ, যবন, পুলিন্দ, নেপাল, ভৃঙ্গি, মরু অর্থাৎ মারোয়ারি, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, মদ্র, পাঞ্চাল, কৈকয়, কুলূত, রাক্ষস এবং উশীনর (কান্দাহার) এই সকল দেশের লোকসকল সাতমাসের মধ্যে বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গান্ধারসৌবীরকসিন্ধুকীরান্ ধান্যানি, শৈলান্দ্রবিড়া-ধিপাংশ্চ। দ্বিজাংশ্চ মাসান্দশ শীতরশ্মিঃ সন্তাপয়েদ্বাক্-পতিনা বিভিন্নঃ ॥ ২৩ ॥

বৃহস্পতিকর্ত্তৃক চন্দ্রমণ্ডল যদি বেধিত হয় তাহাহইলে গান্ধার, সৌবী-রক, সিন্ধু এবং কীর (কাশ্মীর) এই সকল দেশের লোক এবং দ্রাবিড়-দেশের রাজা, ব্রাহ্মণ, ধান্যাদিশস্য এবং পর্ব্বত দশমাসপর্য্যন্ত ইহাদিগের হানি হইবে ॥ ২৩ ॥

উদ্যুক্তান্ সহ বাহনৈর্নরপতীন্ ত্রৈগর্ত্তকান্মালবান্। কৌলিন্দান্ গণপুঙ্গবানথ শিবীনাযোধ্যকান্ পার্থিবান্। হন্যাৎ কৌরবমৎস্যশুক্ত্যধিপতীন্ রাজন্যমুখ্যানপি প্রালেয়াংশুরসৃগ্‌গ্রহে তনুগতে ষণ্মাসমর্য্যাদয়া ॥ ২৪ ॥

চন্দ্র মঙ্গলকর্ত্তৃক ভিন্ন হইলে ত্রিগর্ত্তের (লাহোর), মালবদেশের অশ্বাদিবাহনযুক্ত যুদ্ধে জয়েচ্ছু রাজার এবং কুলিন্দদেশের প্রধান ও শিবি, অযোধ্যা, কুরু (দিল্লী), মৎস্য এবং শক্তি এইসকল দেশের রাজার ছয়মাসের মধ্যে বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যৌধেয়ান্ সচিবান্ সকৌরবান্ প্রাগীশানথচার্জুনায়নান্। হন্যাদর্কজভিন্নমণ্ডলঃ শীতাংশুর্দ্দশমাসপীড়য়া ॥ ২৫ ॥

শনিকর্ত্তৃক চন্দ্র আহত হইলে যুদ্ধার প্রধান, কুরুদেশীয় প্রধান, অর্জ্জুনদেশীয় প্রধান এবং পূর্ব্বদেশের মানবগণ ইহারা দশমাসপর্য্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

মগধান্মথুরাংশ্চ পীড়য়েদ্ বেণায়াশ্চ তটং শশাঙ্কজঃ। অপরত্রকৃতং যুগং বদেদ্ যদি ভিত্ত্বা শশিনং বিনির্গতঃ ॥২৬॥

বুধ যদি চন্দ্রমণ্ডলের মধ্য দিয়া গমন করে তাহাহইলে মগধ, মথুরা এবং বেণানদীর তীরবাসী লোক সকলের বিনাশ হয়, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশবাসী লোক সকলের সত্যযুগের ন্যায় সুখ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ক্ষেমারোগ্যসুভিক্ষবিনাশী শীতাংশুঃ শিখিনা যদি ভিন্নঃ। কুর্য্যাদায়ুধজীবিবিনাশং চৌরাণামধিকেন চ পীড়াম্ ॥২৭॥

চন্দ্র কেতুকর্ত্তৃক, ভিন্ন হইলে সৌভাগ্য, আরোগ্য এবং সুভিক্ষের বিনাশ হইয়া থাকে। আর শিল্পীদিগের নাশ ও চোরদিগের অতিশয় পীড়া হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

উল্কয়া যদা শশী গ্রস্ত এব হন্যতে।
হন্যতে তদা নৃপো যস্য জন্মনি স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে উল্কাপাতদ্বারা খণ্ডিত হইলে ঐ চন্দ্র যে নক্ষত্রে অব-স্থিত হইবে সেই নক্ষত্র যে রাজার জন্মনক্ষত্র হইবে সেই রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ভস্মনিভঃ পরুষোঽরুণমূর্ত্তিঃ শীতকরঃ কিরণৈঃ পরিহীনঃ। শ্যাবতনুঃ স্ফুটিতঃ স্ফুরণো বা ক্ষুৎসমরাময়চৌরভয়ায় ॥২৯॥

চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণ যদি ভস্মের ন্যায় বা তীক্ষ্ণকিরণ বা রক্তবর্ণ, অথবা কিরণশূন্য কিম্বা কপিলবর্ণ এবং স্ফুটিত দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ক্ষুধার, যুদ্ধের, রোগের এবং চোরের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

প্রালেয়কুন্দকুমুদস্ফটিকাবদাতো যত্নাদিবাদ্রিসুতয়া পরিমৃজ্য চন্দ্রঃ। উচ্চৈঃকৃতো নিশি ভবিষ্যতি মে শিবায় যো দৃশ্যতে স ভবিতা জগতঃ শিবায় ॥ ৩০ ॥

যদি চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণ শ্বেত, তুষার, কুন্দপুষ্প, শ্বেতকুমুদ এবং স্ফটিক-

সদৃশ হয় তাহাহইলে দেশের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ পার্ব্বতী আপনার পতি সদাশিবকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত অতি যত্নসহকারে চন্দ্রকে যেরূপ নির্ম্মল করিয়াছিল সেইরূপ চন্দ্র দৃষ্ট হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে॥ ৩০॥

যদি কুমুদমৃণালহারগৌরস্তিথিনিয়মাৎ ক্ষয়মেতি বর্দ্ধতে বা। অবিকৃতগতিমণ্ডলাংশুযোগী ভবতি নৃণাং বিজয়ায় শীতরশ্মিঃ॥ ৩১॥

তিথিনিয়মানুসারে ক্ষয় বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সময় চন্দ্রমণ্ডল যদি কুমুদ, মৃণাল এবং মতির হারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হয় ও চন্দ্রের গতি কিংবা মণ্ডল বা কিরণ অবিকৃতরূপে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে॥ ৩১॥

শুক্লে পক্ষে সম্প্রবৃদ্ধে প্রবৃদ্ধিং ব্রহ্মক্ষত্রং যাতি বৃদ্ধিং প্রজাশ্চ। হীনে হানিস্তুল্যতা তুল্যতায়াং কৃষ্ণে সর্ব্বং তৎফলং ব্যত্যয়েন॥ ৩২॥

যদি শুক্লপক্ষে চন্দ্র বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য মানবগণের অধিক শুভ, আর যদি হীন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে উক্ত ব্রাহ্মণাদির হানি এবং সমভাব থাকিলে ঐসকলের সমভাব হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষে এইরূপ হইলে বিপরীত ফল ঘটিবে॥৩২॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
চন্দ্রচারশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ রাহুচারঃ।

অমৃতাস্বাদবিশেষাচ্ছিন্নমপি শিরঃ কিলাসুরস্যেদম্।
প্রাণৈরপরিত্যক্তং গ্রহতাং যাতং বদন্ত্যেকে॥ ১॥

অনেকে বলেন, রাহুনামক অসুর ছিন্নশিরা হইয়াও অমৃতপানবশতঃ প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া গ্রহরূপে অবস্থিতি করিতেছে॥ ১॥

ইন্দ্বর্কমণ্ডলাকৃতিরসিতত্বাৎ কিল ন দৃশ্যতে গগনে।
অন্যত্র পর্ব্বকালাদ্ বরপ্রদানাৎ কমলযোনেঃ॥ ২॥

ইহার আকৃতি চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত গগনতলে ইহাকে দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল ব্রহ্মার বরপ্রভাবে গ্রহণসময়ে লক্ষিত হইয়া থাকে॥ ২॥

মুখপুচ্ছবিভক্তাঙ্গং ভুজঙ্গমাকারমুপদিশন্ত্যন্যে।
কথয়ন্ত্যমূর্ত্তমপরে তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যম্॥ ৩॥

কেহ কেহ বলেন, রাহুর আকৃতি ভুজঙ্গের ন্যায় এবং ইহার মস্তক পুচ্ছদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রাহু মূর্ত্তিহীন, অন্ধকারময় ছায়ামাত্র এবং সিংহিকার পুত্র বলিয়া সৈংহিকেয় নামে পরিচিত॥ ৩॥

যদি মূর্ত্তো ভ-বিচারী শিরোঽথবা ভবতি মণ্ডলী রাহুঃ।
ভগণার্দ্ধেনান্তরিতো গৃহ্লাতি কথং নিয়তচারঃ॥ ৪॥

যদি রাহু মূর্ত্তিমান্ বা শিরোবিশিষ্ট অথবা যথানিয়মে নক্ষত্রচক্রচারী হয়, তাহা হইলে কিরূপে অর্দ্ধ ভগণ অর্থাৎ ১৮০ অংশ অন্তরে অবস্থিত হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে॥ ৪॥

অনিয়তচারঃ খলু চেদুপলব্ধিঃ সংখ্যয়া কথং তস্য।
পুচ্ছাননাভিধানোঽন্তরেণ কস্মান্ন গৃহ্লাতি॥ ৫॥

যদি রাহু অনিয়তচারী হয়, তাহাহইলে কিরূপে তাহার স্থিতিস্থান নিরূপণ করা যাইতে পারে? তাহাহইলে তাহার পুচ্ছ ও মুখের মধ্যগত শরীরদ্বারা চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে না কেন?॥ ৫॥

অথ তু ভুজগেন্দ্ররূপঃ পুচ্ছেন মুখেন বা স গৃহ্লাতি।
মুখপুচ্ছান্তরসংস্থং স্থগয়তি কস্মান্ন ভগণার্দ্ধম্॥ ৬॥

যদি রাহু সর্পাকৃতি হয় এবং সে মুখ বা পুচ্ছদ্বারা গ্রাস করে, তাহাহইলে মুখ ও পুচ্ছের অন্তর্গত শরীরদ্বারা রাশিচক্রের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদিত করে না কেন?॥ ৬॥

রাহুদ্বয়ং যদি স্যাদ্ গ্রস্তেঽস্তমিতেঽথবোদিতে চন্দ্রে।
তৎসমগতিনান্যেন গ্রস্তঃ সূর্য্যোঽপি দৃশ্যেত॥ ৭॥

যদি দুইটী রাহু হইত, তাহাহইলে কি অস্তসময়ে কি উদিতসময়ে যখন চন্দ্র একটী কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয় তখন তৎসমাপ্তিতে দ্বিতীয় রাহুদ্বারা সূর্য্যকে গ্রাসিত হইতে লক্ষিত হয় না কেন?॥ ৭॥

ভূচ্ছায়াং স্বগ্রহণে ভাস্করমর্কগ্রহে প্রবিশতীন্দুঃ।
প্রগ্রহণমতঃ পশ্চান্নেন্দোর্ভানোশ্চ পূর্ব্বার্দ্ধাৎ॥ ৮॥

বস্তুতঃ গ্রহণের কারণ এই যে, চন্দ্রগ্রহণসময়ে চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় প্রবিষ্ট হয় এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ে চন্দ্র সূর্য্যেতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিকে আচ্ছাদিত করে, এই হেতু চন্দ্রগ্রহণকালে চন্দ্রের পশ্চিমদিক্ এবং সূর্য্যগ্রহণসময়ে সূর্য্যের পূর্ব্বদিক্ গ্রাসিত হয়॥ ৮॥

বৃক্ষস্য স্বচ্ছায়া যথৈকপার্শ্বেন ভবতি দীর্ঘা চ।
নিশি নিশি তদ্বদ্ ভূমেরাবরণবশাদ্দিনেশস্য॥ ৯॥

যেরূপ কোন বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের উভয়দিকে পতিত না হইয়া একপার্শ্বে পতিত হয় এবং ঐ ছায়া সর্ব্বদা সমভাবে দীর্ঘ থাকে না, সেইরূপ সূর্য্যের গতিবশতঃ পৃথিবীর ছায়া প্রতিরাত্রিতেই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে॥ ৯॥

সূর্য্যাৎ সপ্তমরাশৌ যদি চোদগ্দক্ষিণেন নাতিগতঃ।
চন্দ্রঃ পূর্ব্বাভিমুখশ্ছায়ামৌর্বীং তদাবিশতি॥ ১০॥

যদি পূর্ব্বাভিমুখী চন্দ্র সূর্য্যহইতে সপ্তম রাশিতে অবস্থিতি করে এবং উত্তর বা দক্ষিণ দিকে গমন না করে, তাহাহইলে সেই চন্দ্র পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করিবে॥ ১০॥

চন্দ্রোঽধঃস্থঃ স্থগয়তি রবিমম্বুদবৎসমাগতঃ পশ্চাৎ।
প্রতিদেশমতশ্চিত্রং দৃষ্টিবশাদ্ভাস্করগ্রহণম্ ॥ ১১ ॥

রবির অধঃস্থিত চন্দ্র পশ্চিমদিক্ হইতে আগমনপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় রবিকে আচ্ছাদিত করিলেই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। লোকের দৃষ্টির বিভিন্নতাবশতঃ ঐ সূর্য্যগ্রহণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষিত হয় ॥ ১১ ॥

আবরণং মহদিন্দোঃ কুণ্ঠবিষাণস্ততোঽর্দ্ধসঞ্ছন্নঃ।
স্বল্পং রবের্যতোঽতস্তীক্ষ্ণবিষাণো রবির্ভবতি ॥ ১২ ॥

যে চন্দ্রকে গ্রাস করে, তাহার মণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ, সুতরাং চন্দ্র অর্দ্ধগ্রস্ত হইলে যে শৃঙ্গ (অবশিষ্টাংশ) প্রকাশিত থাকে, তাহা শম্বুচিত দেখা যায় এবং রবিকে যে গ্রাস করে, তাহার মণ্ডল রবি অপেক্ষা ক্ষুদ্র সুতরাং সূর্য্যগ্রহণসময়ে তৎশৃঙ্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

এবমুপরাগকারণমুক্তমিদং দিব্যদৃগ্‌ভিরাচার্য্যৈঃ।
রাহুঃ কারণমস্মিন্নিত্যুক্তঃ শাস্ত্রসদ্ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

দিব্যদৃষ্টি আচার্য্যগণ এইরূপে গ্রহণের কারণ নিরূপণ করিয়াছেন। রাহুই যে গ্রহণের কারণ, ইহা শাস্ত্রসাধিত নহে ॥ ১৩ ॥

যোঽসাবসুরো রাহুস্তস্য বরো ব্রহ্মণায়মাজ্ঞপ্তঃ।
আপ্যায়নমুপরাগে দত্তহুতাংশেন তে ভবিতা ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা রাহুনামক অসুরকে এই বর দিয়াছিলেন যে, গ্রহণসময়ে মানবগণ দান ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে তুমি তৃপ্তিলাভ করিবে ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ কালে সান্নিধ্যমস্য তেনোপচর্য্যতে রাহুঃ।
যাম্যোত্তরা শশিগতির্গণিতেঽপ্যুপচর্য্যতে তেন ॥১৫॥

পূর্ব্বোক্ত কারণেই গ্রহণসময়ে রাহু সান্নিধ্য হয় এবং তৎকালে লোকে রাহুকে পূজা করিয়া থাকে; (বস্তুতঃ চন্দ্রের উন্নত গতিকেই রাহু বলে) চন্দ্রের গতি দক্ষিণোত্তরা, গণিতশাস্ত্রে ইহা কথিত আছে ॥১৫॥

ন কথঞ্চিদপি নিমিত্তৈর্গ্রহণং বিজ্ঞায়তে নিমিত্তানি।
অন্যস্মিন্নপি কালে ভবন্ত্যথোৎপাতরূপাণি ॥ ১৬ ॥

উপরে যাহা কথিত হইল, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেই গ্রহণ হয় না, তবে কোন কোন সময়ে উৎপাতরূপ ধূমকেতু প্রভৃতি দ্বারা গ্রহণ সংঘটিত হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

পঞ্চগ্রহসংযোগান্ ন কিল গ্রহণস্য সম্ভবো ভবতি।
তৈলঞ্চ জলেঽষ্টম্যাং ন বিচিন্ত্যমিদং বিপশ্চিদ্ভিঃ ॥ ১৭ ॥

কেহ কেহ বলেন পঞ্চগ্রহের সংযোগ ব্যতিরেকে গ্রহণের সম্ভব হয় না এবং কেহ কেহ অষ্টমী তিথিতে জলের মধ্যে তৈল নিক্ষেপপূর্ব্বক গ্রহণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই মত যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন না ॥ ১৭ ॥

অবনত্যার্কে গ্রাসো দিগ্‌জ্ঞেয়া বলনয়াবনত্যা চ।
তিথ্যবসানাদ্বেলাকরণে কথিতানি তানি ময়া ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রে অবনতিদ্বারা সূর্য্যগ্রাসের পরিমাণ অবগত হওয়া যায় এবং বলনা ও অবনতি দ্বারা দিক্ নিরূপিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন্ দিকে গ্রহণ আরম্ভ হইবে ও কোন্ দিকে শেষ হইবে, তাহা জানা যায়, আর প্রতিপদ্ তিথি গণনাদ্বারা গ্রহণ কোন্ সময়ে আরম্ভ ও কোন্ সময়ে শেষ হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আমি মৎপ্রণীত গণিতশাস্ত্রে এই-বিষয়ের গণনা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিয়াছি ॥ ১৮ ॥

ষণ্মাসোত্তরবৃদ্ধ্যা পর্ব্বেশাঃ সপ্ত দেবতাঃ ক্রমশঃ।
ব্রহ্মশশীন্দ্রকুবেরা বরুণাগ্নিযমাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ১৯ ॥

সৃষ্টির প্রথম হইতে ব্রহ্মা, শশী, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও যম এই সপ্ত দেবতা যথাক্রমে প্রতি ছয় ছয় মাসের পর্ব্বদিনের অধিপতি হইয়া আসিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রথম ছয় মাসের, চন্দ্র দ্বিতীয় ছয়মাসের, ইন্দ্র তৃতীয়, কুবের চতুর্থ, বরুণ পঞ্চম, অগ্নি ষষ্ঠ এবং যম সপ্তম ছয়মাসের অধীশ্বর। এইরূপে ৪২ মাস গত হইলে পুনরায় ব্রহ্মা, চন্দ্র ইত্যাদিরূপে অধিপতি হয়। এইপ্রকার পুনঃ ঐ সপ্তদেবতাই অধীশ্বর হইয়া আসিতেছেন ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মে দ্বিজপশুবৃদ্ধিঃ ক্ষেমারোগ্যানি শস্যসম্পচ্চ।
তদ্বৎ সৌম্যে তস্মিন্ পীড়া বিদুষামবৃষ্টিশ্চ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা পর্ব্বদিনের অধিপতি হইলে, ব্রাহ্মণ ও পশুদিগের উন্নতি, কল্যাণ ও আরোগ্যলাভ হইবে এবং বসুন্ধরা শস্যে পরিপূর্ণা হইবে। চন্দ্র পর্ব্বদিনের অধীশ্বর হইলে উক্ত ফল হইয়া থাকে এবং বিদ্বান্‌গণের পীড়া ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় ॥ ২০ ॥

ঐন্দ্রে ভূপবিরোধঃ শারদশস্যক্ষয়ো ন চ ক্ষেমম্।
কৌবেরেঽর্থপতীনামর্থবিনাশঃ সুভিক্ষং চ ॥ ২১ ॥

ইন্দ্র পর্ব্বদিনের অধীশ্বর হইলে, রাজগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, শারদীয় শস্য বিনাশ পায় এবং কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। যদি কুবের পর্ব্বদিনের অধিপতি হন, তাহাহইলে অর্থপতিগণের অর্থ-বিনাশ হয় এবং রাজ্যে সুভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বারুণমবনীশাশুভমন্যেষাং ক্ষেমশস্যবৃদ্ধিকরম্।
আগ্নেয়ং মিত্রাখ্যং শস্যারোগ্যাভয়াম্বুকরম্ ॥ ২২ ॥

বরুণ পর্ব্বদিনের অধিপতি হইলে, রাজাদিগের অসাবধান হয়, কিন্তু অন্যের মঙ্গল হইয়া থাকে এবং পৃথিবীতে প্রচুর শস্য জন্মে। আর অগ্নি অধিপতি হইলে, ধরাতলে শস্য, আরোগ্য, অভয় ও বহুবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যাম্যং করোত্যবৃষ্টিং দুর্ভিক্ষং সংক্ষয়ং চ শস্যানাম্।
যদতঃ পরং তদশুভং ক্ষুন্মারাবৃষ্টিদং পর্ব্ব ॥ ২৩ ॥

যম পর্ব্বদিনের অধীশ্বর হইলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও শস্যক্ষয় হয় এবং তাহার পর পর্ব্বে ক্ষুধা, মারিভয় ও অনাবৃষ্টিরূপ অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বেলাহীনে পর্ব্বণি গর্ভবিপত্তিশ্চ শস্ত্রকোপশ্চ।
অতিবেলে কুসুমফলক্ষয়ো ভয়ং শস্যনাশশ্চ ॥ ২৪ ॥

যদি গণিত সময়ের পূর্ব্বে গ্রহণ আরম্ভ হয়, তাহাহইলে গর্ভনাশ ও

রাজ্যে যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে এবং গণিতকালের পরে হইলে ফল, ফুল বিনাশ পায়, রাজভয় উপস্থিত হয় ও শস্য বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

হীনাতিরিক্তকালে ফলমুক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রদৃষ্টত্বাৎ।
স্ফুটগণিতবিদঃ কালঃ কথঞ্চিদপি নান্যথা ভবতি ॥ ২৫ ॥

আমি প্রাচীন শাস্ত্রদৃষ্টে ঐরূপ গণিতকালের পূর্ব্বে বা পরে গ্রহণ প্রভৃতির ফল বলিলাম, বস্তুতঃ গণিতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া গ্রহণের যে কাল নির্ণয় করেন, কদাচ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না ॥ ২৫ ॥

যদ্যেকস্মিন্ মাসে গ্রহণং রবিসোময়োস্তদা ক্ষিতিপাঃ।
স্ববলক্ষোভৈঃ সঙ্ক্ষয়মায়ান্ত্যতিশস্ত্রকোপশ্চ ॥ ২৬ ॥

যদি একমাসের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাহইলে রাজগণ তাঁহাদিগের স্বস্ব সেনাগণের পরস্পর কলহ নিবন্ধন বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

গ্রস্তাবুদিতাস্তমিতৌ শারদধান্যাবনীশ্বরক্ষয়দৌ।
সর্ব্বগ্রস্তৌ দুর্ভিক্ষমরকদৌ পাপসন্দৃষ্টৌ ॥ ২৭ ॥

সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত কিম্বা অস্তমিত অবস্থায় গ্রাসিত হইলে, শরৎকালীন ধান্য ও নৃপতিগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর পূর্ণগ্রাসাবস্থায় পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ ও মরক উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অর্দ্ধোদিতোপরক্তো নৈকৃতিকান্ হন্তি সর্ব্বযজ্ঞাংশ্চ।
অগ্ন্যুপজীবিগুণাধিকবিপ্রাশ্রমিণোঽহ্যুগাভ্যুদিতঃ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য অর্দ্ধোদিতাবস্থায় গ্রাসিত হইলে, শঠগণ ও যজ্ঞসকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আর আকাশমণ্ডলের ছয়ভাগের প্রথমভাগে চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হইলে অগ্নিহোত্রী, গুণবান্, বিদ্বান ও আশ্রমীরা বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

কর্ষকপাষণ্ডিবণিক্ক্ষত্রিয়বলনায়কান্ দ্বিতীয়েঽংশে।
কারুকশূদ্রম্লেচ্ছান্ খতৃতীয়াংশে সমন্ত্রিজনান্ ॥ ২৯ ॥

যখন চন্দ্র বা সূর্য্য আকাশের দ্বিতীয়ভাগে উদিত থাকে, তখন গ্রহণ হইলে কৃষক, নাস্তিক, বণিক্, ক্ষত্রিয় ও সেনাধ্যক্ষগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তৃতীয় ভাগে গ্রহণকালে শিল্পকর, শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও মন্ত্রিগণ বিনাশ পায় ॥ ২৯ ॥

মধ্যাহ্নে নরপতিমধ্যদেশহা শোভনশ্চ ধান্যার্ঘ্যঃ।
তৃণভুগমাত্যান্তঃপুরবৈশ্যঘ্নঃ পঞ্চমে খাংশে ॥ ৩০ ॥

চন্দ্র বা সূর্য্য আকাশের চতুর্থভাগে গ্রাসিত হইলে মধ্যদেশ ও নরপতিরা বিনাশ পায়। ভূমি শোভাশীল হয় এবং ধান্য মহার্ঘ্য হইয়া থাকে, আর পঞ্চমভাগে গ্রহণ হইলে তৃণভোজী, অমাত্য, অন্তপুর ও বৈশ্যগণ বিনাশ পায় ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীশূদ্রান্ ষষ্ঠেঽংশে দস্যুপ্রত্যন্তহাস্তময়কালে।
যস্মিন্ খাংশে * মোক্ষস্তৎপ্রোক্তানাং শিবং ভবতি ॥৩১॥

গগনতলে ষষ্ঠভাগে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইলে, স্ত্রী ও শূদ্রগণ বিনাশ পায় এবং অস্তকালে গ্রহণ হইলে দস্যু ও নগরের প্রান্তবাসী ম্লেচ্ছগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গগনতলের ছয় ভাগের মধ্যে যে ভাগে মুক্তি হয়, সেই ভাগে গ্রহণারম্ভকালে যাহাদিগের ফল কথিত হইল, তাহাদিগের কল্যাণলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

দ্বিজনৃপতীনুদগয়নে বিট্শূদ্রান্ দক্ষিণায়নে হন্তি।
রাহুরুদগাদিদৃষ্টঃ প্রদক্ষিণং হন্তি বিপ্রাদীন্ ॥ ৩২ ॥

উত্তরায়ণে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হয় এবং দক্ষিণায়নকালে যদি সূর্য্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাহইলে বৈশ্য ও শূদ্রগণ বিনাশ পাইবে। আর সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রমণ্ডলের উত্তরদিকে গ্রাস হইলে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বভাগে গ্রহণ হইলে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণভাগে গ্রহণ হইলে বৈশ্য এবং পশ্চিমভাগে গ্রহণ হইলে শূদ্রগণের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ম্লেচ্ছান্ বিদিক্স্থিতো যায়িনশ্চ হন্যাদ্ধুতাশসক্তাংশ্চ।
সলিলচরদন্তিঘাতো যাম্যেনোদগ্গবামশুভঃ ॥ ৩৩ ॥

চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের কোন কোনে গ্রাস হইলে ম্লেচ্ছ, যুদ্ধযাত্রী, অগ্নিদ্বারা কার্য্যকারী অর্থাৎ কর্ম্মকারাদি বিনাশ হইবে। আর দক্ষিণদিকে গ্রাস হইলে জলচরজন্তু ও হস্তীর বিনাশ হইবে এবং ঐ সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলের উত্তরভাগে গ্রাস হইলে গোসকলের অশুভ জানিতে হইবে ॥৩৩॥

পূর্ব্বেণ সলিলপূর্ণাং করোতি বসুধাং সমাগতো দৈত্যঃ।
পশ্চাৎ কর্ষকসেবকবীজবিনাশায় নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ৩৪ ॥

চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে গ্রাস হইলে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীকে জলপূর্ণা করে, ঐ মণ্ডলের পশ্চিমে গ্রাস হইলে কৃষি, সেবক ও শস্যের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

পাঞ্চালকলিঙ্গশূরসেনাঃ কাম্বোজোড্রকিরাতশস্ত্রবার্ত্তাঃ।
জীবন্তি চ যে হুতাশবৃত্ত্যা তে পীড়ামুপযান্তি
মেষসংস্থে ॥ ৩৫ ॥

মেষরাশিতে চন্দ্র বা সূর্য্যের অবস্থানকালে যদি সেই চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে, পাঞ্চাল, কলিঙ্গ, শূরসেন, কাম্বোজ ও ওড্রদেশে উপদ্রব হইবে এবং কিরাত, সৈন্য ও অগ্নিব্যবসায়ী কর্ম্মকারাদি ইহারা পীড়িত হয় ॥ ৩৫ ॥

গোপাঃ পশবোঽথ গোমিনো মনুজা যে চ মহত্ত্বমাগতাঃ।
পীড়ামুপযান্তি ভাস্করে গ্রস্তে শীতকরেঽথবা বৃষে ॥ ৩৬ ॥

বৃষরাশিতে সূর্য্য বা চন্দ্রের অবস্থিতিকালে যদি সেই চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে গোরক্ষক, পশু ও তাহাদিগের অধিপতি ও প্রধান প্রধান বিখ্যাত ব্যক্তিরা পীড়া অনুভব করে ॥ ৩৬ ॥

মিথুনে প্রবরাঙ্গনা নৃপা নৃপমাত্রা বলিনঃ কলাবিদঃ।
যমুনাতটজাঃ সবাহ্লিকা মৎস্যাঃ সুহ্মজনৈঃ সমন্বিতা॥৩৭॥

মিথুনরাশিতে যখন চন্দ্র বা সূর্য্য অবস্থিতি করেন তখন যদি গ্রহণ হয়, তাহাহইলে সাধ্বী স্ত্রী, রাজকুমার, অধীনস্থ বলশালী ক্ষুদ্ররাজা,

* যস্মিন্ বাংশে ইতি পাঠান্তরং।

পণ্ডিত, যমুনাতটবাসী মনুষ্য এবং বাহ্লিক ও মৎস্যদেশের রাজা প্রজার সহিত বিনাশ পাইবে ॥ ৩৭ ॥

আভীরাঞ্ছবরান্ সপহ্লবান্ মল্লান্ মৎস্যকুরুঞ্ছকানপি।
পাঞ্চালান্ বিকলাংশ্চ পীড়য়ত্যন্নং চাপি নিহন্তি কর্কটে ॥ ৩৮ ॥

কর্কটরাশিতে যখন সূর্য্য অথবা চন্দ্র অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে যদি সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহাহইলে আভীর, শবর, পহ্লব, মল্ল, মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল ও বিকল এই সকল দেশবাসী লোকের পীড়া এবং অন্নের বিনাশ হয় ॥ ৩৮ ॥

সিংহে পুলিন্দগণমেকলসত্ত্বযুক্তান্ রাজোপমান্নরপতীন্ বনগোচরাংশ্চ। ষষ্ঠে তু শস্যকবিলেখকগেয়সক্তান্ হন্ত্যশ্মকত্রিপুরশালিযুতাংশ্চ দেশান্ ॥ ৩৯ ॥

যখন সিংহরাশিতে চন্দ্র বা সূর্য্য অবস্থিতি করেন তখন সূর্য্য বা চন্দ্রের গ্রহণ হইলে পুলিন্দ অর্থাৎ পর্ব্বতবাসী অসভ্যলোক, অন্নবলযুক্ত রাজা, বনবাসী, ইহাদিগের বিনাশ হইয়া থাকে। আর কন্যারাশিতে সূর্য্য বা চন্দ্রের অবস্থিতিকালে গ্রহণ হইলে শস্য, কবি, লেখক ও গায়ক ইহাদিগের বিনাশ এবং অশ্মক ও ত্রিপুরাদেশের শস্যক্ষেত্রের বিনাশ হইবে ॥ ৩৯ ॥

তুলাধরেঽবন্ত্যপরান্ত্যসিন্ধূন্* বণিগ্দশার্ণান্ মরুকচ্ছপাংশ্চ। অলিন্যথোডুম্বরমদ্রচোলান্ দ্রুমান্ সযৌধেয়বিষায়ুধীয়ান্ ॥ ৪০ ॥

যখন তুলারাশিতে সূর্য্য বা চন্দ্রের অবস্থিতি হয়, তখন যদি গ্রহণ লাগে, তাহাহইলে পশ্চিমপ্রান্তবাসী, সিন্ধুদেশবাসী, বণিক্, দশার্ণদেশবাসী, মরুদেশবাসী ও কচ্ছদেশবাসী ইহাদিগের পীড়া উপস্থিত হয়। আর বৃশ্চিকরাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকালে গ্রহণ হইলে ওড়ুম্বর, মথুরা, চোল এবং যৌধেয় এই সকল দেশবাসী লোক ও সবিষ অস্ত্রসমন্বিত সেনাগণের বিনাশ হইবে ॥ ৪০ ॥

ধন্বিন্যমাত্যবরবাজিবিদেহমল্লান্ পাঞ্চালবৈদ্যবণিজো বিষমায়ুধজ্ঞান্। হন্যান্ মৃগে তু ঝষমন্ত্রিকুলানি নীচান্ মন্ত্রৌষধীষু কুশলান্ স্থবিরায়ুধীয়ান্ ॥ ৪১ ॥

ধনুরাশিতে চন্দ্র বা সূর্য্যের অবস্থিতিকালে গ্রহণ হইলে মন্ত্রী, উত্তম অশ্ব এবং বিদেহ, মল্ল, পাঞ্চাল এই সকল দেশবাসী, বৈদ্য, বণিক্, তীব্র-অস্ত্রধারী, সুশিক্ষিত ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ হয়। আর মকররাশিতে সূর্য্য বা চন্দ্রের অবস্থানকালে যদি চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে মৎস্য, মন্ত্রীর পরিবারমণ্ডল, ভোজবিদ্যাপারদর্শী, বৈদ্য ও বৃদ্ধসৈন্য ইহাদিগের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

* অপরান্ত্যসাধূন্ ইতি পাঠান্তরং।

কুম্ভেঽন্তর্গিরিজান্ সপশ্চিমজনান্ ভারোদ্বহাংস্তস্করান্ আভীরান্দরদার্য্যসিংহপুরকান্ হন্যাত্তথা বর্ব্বরান্। মীনে সাগরকূলসাগরজলদ্রব্যাণি মান্যান্ জনান্প্রাজ্ঞান্বার্য্যুপজীবিনশ্চ ভ-ফলং কূর্ম্মোপদেশাদ্বদেৎ ॥ ৪২ ॥

যখন কুম্ভরাশিতে সূর্য্য বা চন্দ্রের অবস্থিতি হয়, তখন যদি চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে পর্ব্বতবাসী, পাশ্চাত্যলোক, ভারবাহী, দস্যু, রাখাল, সর্প, উপযুক্ত মনুষ্য, সিংহ, বর্ব্বরদেশবাসী ও নগরবাসী লোকের বিনাশ হইবে। আর মীনরাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকালে গ্রহণ হইলে, সাগরকূলবাসী, সাগরের জলজদ্রব্য, মান্যব্যক্তি, প্রাজ্ঞব্যক্তি, জলোপজীবী ইহাদিগের বিনাশ হয়। অতঃপর কূর্ম্মভাগের লিখিত দেশবিভাগানুসারে নক্ষত্রফল বলিব। অর্থাৎ কূর্ম্মবিভাগে যে যে দেশ যে সকল নক্ষত্রের বিভাগে পরিগণিত হইয়াছে, সেই সেই নক্ষত্রে গ্রহণ হইলে, সেই সেই দেশের শুভাশুভ ফল জানিবে ॥ ৪২ ॥

সব্যাপসব্যলেহগ্রসননিরোধাবমর্দ্দনারোহাঃ।
আঘ্রাতো মধ্যতমস্তমোঽন্ত্য ইতি তে দশগ্রাসাঃ ॥ ৪৩ ॥

সূর্য্য ও চন্দ্রের দশবিধ গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহাদিগের নাম এই—সব্য, অপসব্য, লেহ, গ্রসন, নিরোধ, অবমর্দ্দন, আরোহ, আঘ্রাত, মধ্যতম ও তমোঽন্ত্য। এই দশপ্রকার গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৪৩ ॥

সব্যগতে তমসি জগজ্জলপ্লুতং ভবতি মুদিতমভয়ঞ্চ।
অপসব্যে নরপতিতস্করাবমর্দ্দৈঃ প্রজানাশঃ ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের বামদিকে গ্রহণ আরম্ভ হইলে, তাহাকে সব্যগ্রহণ বলে। এই গ্রহণে জগৎ জলপ্লাবিত হইবে এবং সকলেই আনন্দিত ও ভয়বিহীন হইবে। আর যদি সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলের দক্ষিণদিকে গ্রাস আরম্ভ হয়, তাহাহইলে এই গ্রহণকে অপসব্য গ্রহণ বলা যায়, এই গ্রহণে রাজা ও তস্করের উপদ্রবে প্রজাবর্গের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

জিহ্বেবলেঢ়ি পরিতস্তিমিরনুদো মণ্ডলং যদি স লেহঃ।
প্রমুদিতসমস্তভূতা প্রভূততোয়া চ তত্র মহী ॥ ৪৫ ॥

যদি রাহু চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলকে গ্রাস না করিয়া চতুর্দ্দিকে জিহ্বাদ্বারা লেহন করে, অর্থাৎ চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিক কিঞ্চিৎ অন্ধকারাবৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া উঠে, তাহাহইলে এই গ্রহণকে লেহগ্রহণ বলে। এই গ্রহণে সর্ব্বভূত আহ্লাদিত হয় এবং পৃথিবীতে প্রভূত জল হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

গ্রসনমিতি যদা ত্র্যংশঃ পাদো বা গৃহ্যতেঽথবাপ্যর্দ্ধম্।
স্ফীতনৃপবিত্তহানিঃ পীড়া চ স্ফীতদেশানাম্ ॥ ৪৬ ॥

যে গ্রহণে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলের তৃতীয়ভাগ, চতুর্থভাগ অথবা অর্দ্ধভাগ গ্রাস করে, সেই গ্রহণকে গ্রসন বলা যায়। এইরূপ গ্রহণ হইলে, রাজগণের বিপুলবিত্ত নষ্ট হয় এবং সমৃদ্ধিশালী দেশসকল বিনাশ পায় ॥ ৪৬ ॥

পর্য্যন্তেষু গৃহীত্বা মধ্যে পিণ্ডীকৃতং তমস্তিষ্ঠেৎ।
স নিরোধো বিজ্ঞেয়ঃ প্রমোদকৃৎ সর্ব্বভূতানাম্ ॥ ৪৭ ॥

যে গ্রহণে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তভাগে গ্রাস আরম্ভ হইয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ডাকার হইয়া থাকে, সেই গ্রহণকে নিরোধ বলিয়া থাকে। এই গ্রহণে সর্ব্বভূতের প্রমোদ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

অবমর্দ্দনমিতি নিঃশেষমেব সম্প্রাপ্য যদি চিরং তিষ্ঠেৎ।
হন্যাৎ প্রধানদেশান্ প্রধানভূপাংশ্চ তিমিরময়ঃ ॥ ৪৮ ॥

গ্রহণকালে যদি সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল গ্রস্ত হইয়া অনেককাল স্থিত হয়, তাহাহইলে ঐ গ্রহণকে অবমর্দ্দন বলা যায়। এই গ্রহণে প্রধান প্রধান দেশ ও প্রধান প্রধান রাজা বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

বৃত্তে গ্রহে যদি তমস্তৎক্ষণমাবৃত্য দৃশ্যতে ভূয়ঃ।
আরোহণমিত্যন্যোহন্যমর্দ্দনৈর্ভয়করং রাজ্ঞাম্ ॥ ৪৯ ॥

যদি গ্রহণ নিবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল অন্ধকারাবৃত দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে এই গ্রহণকে আরোহণ বলা যায়। এই গ্রহণে রাজগণের পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রাণীর ভয় হইয়া থাকে এবং সেই স্থানে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয় ॥ ৪৯ ॥

দর্পণ ইবৈকদেশে সবাষ্পনিঃশ্বাসমারুতোপহতঃ।
দৃশ্যেতাঘ্রাতং তৎ সুবৃষ্টিবৃদ্ধ্যাবহং জগতঃ ॥ ৫০ ॥

কোন দর্পণোপরি নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, সেই দর্পণে যেমন বাষ্প পতিত হয়, সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলে সেইরূপ অতিসামান্য অন্ধকার দৃষ্ট হইলে, তাহাকে আঘ্রাতগ্রহণ বলিয়া থাকে, এই গ্রহণে সুবৃষ্টি হইয়া জগতের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় ॥ ৫০ ॥

মধ্যে তমঃপ্রবিষ্টং বিতমস্কং মণ্ডলঞ্চ যদি পরিতঃ।
তন্মধ্যদেশনাশং করোতি কুক্ষ্যাময়ভয়ঞ্চ ॥ ৫১ ॥

যদি চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যভাগ অন্ধকারাবৃত হইয়া মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত থাকে, তাহাহইলে উক্ত গ্রহণকে মধ্যতমগ্রহণ বলা যায়, এই গ্রহণে মধ্যদেশ বিনাশ পায় এবং লোকসকলের উদরাময় ভয় হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

পর্য্যন্তেষ্বতিবহুলং স্বল্পং মধ্যে তমস্তমোহন্ত্যাখ্যে।
শস্যানামীতিভয়ং ভয়মস্মিংস্তস্করাণাঞ্চ ॥ ৫২ ॥

যদি চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে গাঢ় অন্ধকার এবং মধ্যস্থলে অল্প অল্প অন্ধকারাবৃত দেখা যায়, তাহাহইলে সেই গ্রহণকে অন্ত্যতমগ্রহণ বলা যায়, এই গ্রহণে শস্যের ঈতিভয় * ও তস্করভয় উপস্থিত হয় ॥ ৫২ ॥

শ্বেতে ক্ষেমসুভিক্ষং ব্রাহ্মণপীড়াঞ্চ নির্দ্দিশেদ্রাহৌ।
অগ্নিভয়মনলবর্ণে পীড়া চ হুতাশবৃত্তীনাম্ ॥ ৫৩ ॥

চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণকালে যদি চন্দ্র অথবা সূর্য্যমণ্ডল শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজ্যের মঙ্গল ও সুভিক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু ব্রাহ্মণগণের পীড়া হয়, আর যদি ঐ চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যমণ্ডল অনলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে অগ্নিভয় এবং যাহারা অগ্নিব্যবসায়ী, তাহাদিগের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

হরিতে রোগোল্বণতা শস্যানামীতিভিশ্চ বিধ্বংসঃ।
কপিলে শীঘ্রগসত্ত্বম্লেচ্ছধ্বংসোঽথ দুর্ভিক্ষম্ ॥ ৫৪ ॥

চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণকালে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল যদি হরিতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজ্যমধ্যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব ও ঈতিদোষে শস্য ধ্বংস হয়। আর কপিলবর্ণ দৃষ্ট হইলে ম্লেচ্ছধ্বংস ও দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

অরুণকিরণানুরূপে দুর্ভিক্ষাবৃষ্টয়ো বিহগপীড়া।
আধূম্রে ক্ষেমসুভিক্ষমাদিশেন্মন্দবৃষ্টিঞ্চ ॥ ৫৫ ॥

গ্রহণকালে চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল সূর্য্যকিরণের ন্যায় দৃষ্ট হইলে রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি ও পক্ষিগণের পীড়া হইবে। ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজ্যের মঙ্গল,সুভিক্ষ ও মন্দবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

কাপোতারুণকপিলশ্যাবাভে ক্ষুদ্ভয়ং বিনির্দ্দেশ্যম্।
কাপোতঃ শূদ্রাণাং ব্যাধিকরঃ কৃষ্ণবর্ণশ্চ ॥ ৫৬ ॥

যদি গ্রহণকালে চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল কপোতবর্ণ, অরুণবর্ণ, কপিলবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ হয়, তাহাহইলে ক্ষুদ্ভয় অর্থাৎ লোকের খাদ্যকষ্ট হইয়া থাকে। কপোতবর্ণ হইলে শূদ্রগণের ভয় এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে দেশমধ্যে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

বিমলকমণিপীতাভো বৈশ্যধ্বংসী ভবেৎ সুভিক্ষায়।
সার্চ্চিষ্মত্যগ্নিভয়ং গৈরিকরূপে তু যুদ্ধানি ॥ ৫৭ ॥

যদি গ্রহণকালে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যমণ্ডল বিমলমণির ন্যায় পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে বৈশ্যগণের ধ্বংস এবং সুভিক্ষ হয়। আর যদি তেজস্বী দেখা যায়, তাহাহইলে অগ্নিভয় এবং গৈরিকধাতুর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

দূর্ব্বাকাণ্ডশ্যামে হারিদ্রে বাপি নির্দ্দিশেন্মরকম্।
অশনিভয়সম্প্রদায়ী পাটলীকুসুমোপমো রাহুঃ ॥ ৫৮ ॥

চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণকালে যদি চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল দূর্ব্বার ন্যায় শ্যামবর্ণ দেখা যায় অথবা হরিদ্রাবর্ণ হয়, তাহাহইলে সেই রাজ্যে মরক হইয়া থাকে, আর যদি পাটলপুষ্পের ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে বজ্রপাতের ভয় জানা যায় ॥ ৫৮ ॥

পাংশুবিলোহিতরূপঃ ক্ষত্রধ্বংসায় ভবতি বৃষ্টেশ্চ।
বালরবিকমলসুরচাপরূপভৃচ্ছস্ত্রকোপায় ॥ ৫৯ ॥

গ্রহণকালে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যমণ্ডল যদি ধূলিধূসরিত হয়, তাহাহইলে ক্ষত্রিয় বিনাশ এবং বৃষ্টির অভাব হয়। আর যদি প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ, পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা ইন্দ্রধনুর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে অস্ত্রযুদ্ধ জানা যায় ॥ ৫৯ ॥

---

* অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী ও রাজার দৃষ্টি এই ষড়্‌বিধ উপদ্রবকে ঈতি বলা যায়।

পশ্যন্ গ্রস্তং সৌম্যো ঘৃতমধুতৈলক্ষয়ায় রাজ্ঞাঞ্চ।
ভৌমঃ সমরবিমর্দ্দং শিখিকোপং তস্করভয়ঞ্চ ॥ ৬০ ॥

যদি গ্রহণকালে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের প্রতি বুধের দৃষ্টি থাকে তাহাহইলে রাজ্যে ঘৃত, তৈল ও মধুর ক্ষয় হয় এবং রাজগণের বিনাশ হইয়া থাকে; আর মঙ্গলের দৃষ্টি হইলে যুদ্ধ, অগ্নিভয় ও তস্করভয় জানা যায় ॥ ৬০ ॥

শুক্রঃ শস্যবিমর্দ্দং নানাক্লেশাংশ্চ জনয়তি ধরিত্র্যাম্।
রবিজঃ করোত্যবৃষ্টিং দুর্ভিক্ষং তস্করভয়ঞ্চ ॥ ৬১ ॥

গ্রহণকালে যদি চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের প্রতি শুক্রের দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে পৃথিবীর শস্যবিনাশ ও নানাপ্রকার ক্লেশ হইয়া থাকে। আর শনির দৃষ্টি হইলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও তস্করভয় হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

যদশুভমবলোকনাভিরুক্তং গ্রহজনিতং গ্রহণে প্রমোক্ষণে বা। সুরপতিগুরুণাবলোকিতে তচ্ছমমুপযাতি জলৈরিবাগ্নিরিদ্ধঃ ॥ ৬২ ॥

ইতিপূর্ব্বে গ্রহণে, গ্রহণমোক্ষণে ও অবলোকনে যে সকল দোষ উক্ত হইয়াছে, যদি গ্রহণকালে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে সেই সকল দোষের খণ্ডন হইয়া শুভ বৃদ্ধি পায়। যেমন অগ্নি জলদ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ বৃহস্পতির দৃষ্টিদ্বারা সকলদোষের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

গ্রস্তে ক্রমান্নিমিত্তৈঃ পুনর্গ্রহো মাসষট্কপরিবৃদ্ধ্যা।
পবনোল্কাপাতরজঃ-ক্ষিতিকম্পতমোঽশনিনিপাতৈঃ ॥ ৬৩॥

যদি গ্রহণকালে প্রবলবায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাহইলে ছয়মাস পরে পুনর্ব্বার গ্রহণ হইবে। এইরূপ উল্কাপাত হইলে একবৎসর পরে, ধূলিবৃষ্টি হইলে ১৮ মাস পরে, ভূমিকম্প হইলে ২৪ মাস পরে, অন্ধকার দর্শন হইলে ৩০ মাস পরে এবং বজ্রপাত হইলে ৩৬ মাস পরে পুনর্ব্বার গ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

আবন্তিকা জনপদাঃ কাবেরীনর্ম্মদাতটাশ্রয়িণঃ।
দৃপ্তাশ্চ মনুজপতয়ঃ পীড্যন্তে ক্ষিতিসুতে গ্রস্তে ॥ ৬৪ ॥

যদি মঙ্গলের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে অবন্তীদেশবাসী, কাবেরী ও নর্ম্মদাতীরবাসী এবং গর্ব্বিত নৃপতিবর্গ ইহারা পীড়িত হয় ॥ ৬৪ ॥

অন্তর্ব্বেদীং সরযূং নেপালং পূর্ব্বসাগরং শোণম্।
স্ত্রীনৃপযোধকুমারান্ সহ বিদ্বদ্ভির্বুধো হন্তি ॥ ৬৫ ॥

যদি বুধের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশবাসী, সরযূনদীরতীরবর্ত্তী, নেপালদেশবাসী, পূর্ব্বসাগরের তীরবর্ত্তী, সোণনদীর তটবাসী, স্ত্রীগণ, রাজবর্গ, যোদ্ধাবালক ও বিদ্বান্ ইহাদিগের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

গ্রহণোপগতে জীবে বিদ্বন্নৃপমন্ত্রিগজহয়ধ্বংসঃ।
সিন্ধুতটবাসিনামপ্যুদগ্দিশং সংশ্রিতানাঞ্চ ॥ ৬৬ ॥

বৃহস্পতির গ্রহণ হইলে বিদ্বান্, রাজা, মন্ত্রী, হস্তী অশ্ব, সিন্ধুনদের তটবর্ত্তী এবং উত্তরদেশবাসী ইহাদিগের ধ্বংস হয় ॥ ৬৬ ॥

ভৃগুতনয়ে রাহুগতে দসেরকাঃ কৈকয়াঃ সযৌধেয়াঃ।
আর্য্যাবর্ত্তাঃ শিবয়ঃ স্ত্রীসচিবগণাশ্চ পীড্যন্তে ॥ ৬৭ ॥

শুক্র রাহুগ্রস্ত হইলে দসেরকদেশবাসী, কৈকয়দেশবাসী, যৌধেয়দেশবাসী, আর্য্যাবর্ত্তবাসী ও শিবিদেশবাসী ইহাদিগের বিনাশ হয় এবং স্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পীড়া উপস্থিত হয় ॥ ৬৭ ॥

সৌরে মরুভবপুষ্করসৌরাষ্ট্রা ধাতবোঽর্বুদান্ত্যজনাঃ।
গোমন্তপারিযাত্রাশ্রিতাশ্চ নাশং ব্রজন্ত্যাশু ॥ ৬৮ ॥

যদি শনিগ্রহ রাহুগ্রস্ত হয়, তাহাহইলে মরুদেশবাসী, পুষ্করদেশবাসী, সৌরাষ্ট্রদেশবাসী, ধাতুসকল, অর্ব্বুদপর্ব্বতবাসী অন্ত্যজাতি, গোমন্তপর্ব্বতবাসী ও পারিযাত্রপর্ব্বতবাসী ইহারা শীঘ্র বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

কার্ত্তিক্যামনলোপজীবিমগধান্ প্রাচ্যাধিপান্ কোশলান্ কল্মাষানথ শূরসেনসহিতান্ কাশীংশ্চ সন্তাপয়েৎ। হন্যাচ্চাশু কলিঙ্গদেশনৃপতিং সামাত্যভৃত্যং তমোদৃষ্টং ক্ষত্রিয়তাপদং জনয়তি ক্ষেমং সুভিক্ষান্বিতম্ ॥ ৬৯ ॥

যদি চান্দ্রকার্ত্তিকমাসে চন্দ্র অথবা সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে অগ্নিজীবী, মগধদেশবাসী, পাশ্চাত্যরাজবর্গ, কোশলদেশবাসী, কল্মাষদেশবাসী, শূরসেনদেশবাসী ও কাশীবাসী ইহাদিগের কষ্ট উপস্থিত হয় এবং কলিঙ্গদেশের রাজা, মন্ত্রী ও ভৃত্যগণের সহিত বিনাশ পাইবে, ক্ষত্রিয়গণের সন্তাপ উপস্থিত হইবে কিন্তু পৃথিবীতে সুভিক্ষ থাকিবে ॥৬৯॥

কাশ্মীরকান্ কৌশলকান্ সপুণ্ড্রান্ মৃগাংশ্চ হন্যাদপরান্তকাংশ্চ। যে সোমপাস্তাংশ্চ নিহন্তি সৌম্যে সুবৃষ্টিকৃৎ ক্ষেমসুভিক্ষকৃচ্চ ॥ ৭০ ॥

চান্দ্র অগ্রহায়ণমাসে চন্দ্র অথবা সূর্য্যগ্রহণ হইলে কাশ্মীরদেশবাসী, কোশলদেশবাসী ও পুণ্ড্রদেশবাসী ইহাদিগের ক্লেশ হইবে, মৃগাদি চতুষ্পদ জন্তুরা বিনাশ পাইবে, পশ্চিমদেশবাসী ও সোমপায়ী ইহাদিগের ধ্বংস হইবে কিন্তু পৃথিবীতে সুবৃষ্টি ও সুভিক্ষ হইবে ॥ ৭০ ॥

পৌষে দ্বিজক্ষত্রজনোপরোধঃ সসৈন্ধবাখ্যাঃ কুকুরা বিদেহাঃ। ধ্বংসং ব্রজন্ত্যত্র চ মন্দবৃষ্টিং ভয়ঞ্চ বিন্দ্যাদসুভিক্ষযুক্তম্ ॥ ৭১ ॥

যদি চান্দ্র পৌষমাসে চন্দ্র অথবা সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ক্লেশ হয়, সিন্ধুদেশবাসী, কুকুরদেশবাসী ও বিদেহদেশবাসী ইহাদিগের ধ্বংস হইয়া থাকে এবং পৃথিবীতে মন্দবৃষ্টি, ভয় ও দুর্ভিক্ষ হয় ॥৭১॥

মাঘে তু মাতৃপিতৃভক্তবশিষ্ঠগোত্রান্ স্বাধ্যায়ধর্ম্মনিরতান্ করিণস্তুরঙ্গান্। বঙ্গাঙ্গকাশিমনুজাংশ্চ দুনোতি রাহুর্বৃষ্টিঞ্চ কর্ষকজনানুমতাং করোতি ॥ ৭২ ॥

যদি চান্দ্র মাঘমাসে চন্দ্র অথবা সূর্য্যের গ্রহণ হয় তাহাহইলে পিতৃমাতৃভক্ত, বশিষ্ঠগোত্রীয়, স্বাধ্যায়তৎপর, ধর্ম্মনিরত মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব, বঙ্গদেশবাসী, অঙ্গদেশবাসী ও কাশীবাসী ইহাদিগের ক্লেশ হইয়া থাকে এবং কৃষিকার্য্যের উপযোগী বৃষ্টি হয় ॥ ৭২ ॥

তাহার পীড়াদিজন্য ক্লেশভোগ হয় না। যোগাভ্যাসবলে সাধকের ভূচরী বিদ্যা সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সকল স্থানেই তাহার গমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। যেমন ভূতলে বসিয়া ভেকের নিকট করতালিদ্বারা তাড়ন করিলে সেই ভেক লম্ফে লম্ফে গমন করিতে থাকে, বায়ুসাধকের প্রথমাবস্থাতেও বায়ুর অবরোধহেতু সাধকের সেইরূপ গতি হয়॥ ৪৬॥

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্‌যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৪৭॥

যোগসাধনের কালে অনিবার্য্য নানাপ্রকার অতি দারুণ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি যোগী ব্যক্তি যোগাভ্যাস ত্যাগ করিবে না, প্রাণপণ করিয়াও যোগসাধন করিবে॥ ৪৭॥

ততো রহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে॥ ৪৮॥

যদি যোগসাধনে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সাধক কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বিঘ্নবিনাশার্থ দীর্ঘমাত্র প্রণব জপ করিবে। অষ্টাক্ষরযুক্ত প্রণবকে দীর্ঘমাত্র প্রণব বলা যায়॥ ৪৮॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতং।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ॥ ৪৯॥

বুদ্ধিমান্ যোগী যোগাভ্যাসদ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল এবং ইহজন্মকৃত কর্ম্মফল সকল বিনাশ করিতে পারে॥ ৪৯॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুঙ্গবঃ॥ ৫০॥

যোগী ব্যক্তি ষোড়শবার প্রাণায়াম করিলে ইহ জন্মকৃত ও জন্মান্তরীণ নানাপ্রকার পুণ্যপাপকর্ম্মার্জ্জিত ফল বিনাশ করিয়া থাকেন॥৫০॥

পাপতুলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥৫১॥

যেমন প্রলয়াগ্নিসংযোগে ক্ষণকালমধ্যে রাশীকৃত তুলা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ প্রাণায়ামদ্বারা সাধকের সর্ব্বপাপ বিনাশ পায়। অনন্তর সেই যোগী সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পুণ্যফলও বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৫১॥

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধ্বৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥৫২॥

যোগী ব্যক্তি প্রাণায়ামবলে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পাপপুণ্যরূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং তাহার ত্রিভুবন বিচরণের শক্তি জন্মে॥ ৫২॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্ত্বীপ্সিতা ধ্রুবং॥৫৩॥

প্রাণায়াম সাধক যোগীর উক্তরূপ অবস্থা হইলে যদি উক্ত সাধক তিন ঘটিকাকালমাত্র যোগসাধন করে, তাহা হইলেই তাহার সমস্ত অভিলষিত কার্য্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ। দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং। বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা। ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং॥৫৪॥

যোগীর প্রাণসংযম সিদ্ধ হইলে তাহার বাক্যসিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন ও পরশরীরে প্রবেশ, এই সকল কার্য্যের ক্ষমতা জন্মে। আর যদি অন্য কোন ধাতুতে উক্ত যোগীর বিষ্ঠা বা মূত্র লেপন করা যায়, তাহা হইলে সেই ধাতু সুবর্ণ হইয়া যায়। উক্ত যোগী সর্ব্বজন সমক্ষে সহসা অন্তর্দ্ধৃত হইতে পারে এবং অনায়াসে শূন্যপথে গমনাগমন করিতে শক্ত। একমাত্র যোগপ্রভাবেই এই সকল শক্তি জন্মিয়া থাকে॥ ৫৪॥

যদা ভবেদ্‌ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫৫॥

যখন প্রাণায়ামসাধক যোগীর ঘটাবস্থা হয়, তখন ত্রিভুবনে সেই যোগীর অলভ্য কিছুই থাকে না, সে যখন যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহা লাভ করিতে পারে॥ ৫৬॥

প্রাণাপান-নাদবিন্দু-জীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট-উচ্যতে॥ ৫৬॥

যে সময়ে প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই সকলের একত্র সংঘটন হয়, তখনই যোগীর ঘটাবস্থা হইয়া থাকে। উক্ত প্রাণাদির একত্র সংঘটন হয় বলিয়াই উক্ত অবস্থাকে ঘটাবস্থা কহে॥ ৫৬॥

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ।
প্রত্যাহারস্তদেব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং॥ ৫৭॥

যখন যোগী ব্যক্তি এক প্রহরকাল পর্য্যন্ত বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তখনই তাহার প্রত্যাহার হইয়া থাকে। সাধকের প্রত্যাহারের ক্ষমতা জন্মিলে কদাচ তাহার অন্যথা হয় না॥ ৫৭॥

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যৈর্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ॥ ৫৮॥

যোগী ব্যক্তি জগতে যে যে পদার্থ জানে, সেই সমুদায়কেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, অর্থাৎ যোগীজন জগতে আত্মা ভিন্ন কিছুই দেখে না। উক্তরূপ যোগীর যখন যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, তখনই সেই ইন্দ্রিয়ের জয় হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং। দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ। স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ॥ ৫৯॥

প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যদি সাধক এক প্রহরকার কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ একপ্রহরকাল পর্য্যন্ত যদি তাহার প্রাণবায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই যোগীর শরীরে এইরূপ সামর্থ্য হয় যে, সে ঐ সামর্থ্যবলে অঙ্গুষ্ঠমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া

দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তখন উক্ত যোগী আপন শক্তির গোপনের নিমিত্ত উন্মত্তবৎ হয়॥ ৫৯॥

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ। যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং। বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ॥ ৬০॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পর যোগীর পরিচয়াবস্থা হইয়া থাকে। যখন প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া কেবল সুষুম্নার মধ্যগত ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহাকেই পরিচয়াবস্থা কহে। সুষুম্নাই প্রাণবায়ুর প্রকৃত পরিচিত, এই পরিচিত সুষুম্নাতে প্রাণবায়ু প্রবিষ্ট হয় বলিয়া এই অবস্থাকে পরিচয়াবস্থা বলা যায়॥ ৬০॥

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতং। যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ। ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং॥ ৬১॥

যখন বায়ুসংযমশক্তি গ্রহণ করিয়া অভ্যাসবশত সাধক সমস্ত চক্রভেদ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সেই সাধকের কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই দুঃখত্রয়ের অনুভব হইয়া থাকে॥ ৬১॥

ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥ ৬২॥

অনন্তর সাধক কর্ম্ম সকল বিনাশ করেন, অর্থাৎ যেন আর কর্ম্মবশত কোন ফল ভোগ করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজন্য ফলভোগের নিমিত্ত বারম্বার জন্মগ্রহণ অপেক্ষা করে, তথাপিও যোগী ব্যক্তি আপন ক্ষমতাপ্রভাবে শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মের ফল ভোগার্থ কায়ব্যূহ অর্থাৎ অনেক শরীর বিস্তার করিয়া একদা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই যোগীর পুনর্জ্জন্মগ্রহণের আবশ্যক হয় না॥ ৬২॥

অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিঃ স্যাত্ততভূতভয়াপহা॥ ৬৩॥

এই সময়ে যোগী ব্যক্তি প্রতি চক্রে পঞ্চবার বায়ুধারণ অর্থাৎ এক এক চক্রে পাঁচবার করিয়া কুম্ভক করেন, তাহা করিলেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধ হইয়া থাকে, কখনও পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে তাহার মৃত্যু শঙ্কা থাকে না॥ ৬৩॥

আধারে ঘটিকাঃ পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ। তদূর্দ্ধং ঘটিকাঃ পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা। ভ্রূমধ্যোর্দ্ধং তথা পঞ্চঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ। তথা ভূরাদিনা নষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥ ৬৪॥

সাধক মূলাধারচক্রে চিত্ত ও জীবকে স্থাপনকরিয়া পঞ্চঘটিকা কুম্ভক করিবে। এইরূপে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে চিত্তসহ জীব রাখিয়া পঞ্চঘটিকা, নাভিদেশে মণিবন্ধচক্রে পঞ্চঘটিকা, হৃদয়ে অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে পঞ্চঘটিকা এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে সচিত্ত জীব রাখিয়া পঞ্চঘটিকা কাল কুম্ভক করিবে। ইহার নাম ভূচরীসিদ্ধি, এই যোগসাধন করিতে পারিলে পৃথিব্যাদি হইতে যোগীর বিনাশ হইতে পারে না॥ ৬৪॥

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে॥ ৬৫॥

সুবুদ্ধি সাধক যদি পঞ্চভূতের ধারণা অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে একশত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না॥ ৬৫॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ।
অনাদিকর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্বামৃতং পিবেৎ॥ ৬৬॥

তৎপর যখন যোগীর ক্রমশ অভ্যাসদ্বারা যোগাভ্যাসের নিষ্পত্ত্যবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সেই যোগীর বাসনার মূলীভূত কর্ম্মবীজ সকল বিনাশ পায়, তাহাতেই সেই ব্যক্তি কর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ অমৃত রস পান করিতে পারে॥ ৬৬॥

যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা। জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ। তদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ। গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্। সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্বাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে॥ ৬৭॥

যখন জীবন্মুক্ত প্রশান্তচিত্ত ধীরপ্রকৃতি যোগীর স্বীয় অভ্যস্ত কর্ম্মদ্বারা সমাধির নিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ যোগসাধনদ্বারা সমাধি উপস্থিত হয়, তখন সেই নিষ্পন্নসমাধি যোগী আপন ইচ্ছানুসারে সচেতন বায়ুক্রিয়াশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া জ্ঞানশক্তিতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন হয়॥ ৬৭॥

ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভোগহানির্ভবেৎ ধ্রুবং॥ ৬৮॥

এইক্ষণ যোগী জনের সংসারক্লেশ নিবারণার্থ যেরূপ বায়ুসাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে, এই প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে এই সংসারে প্রারব্ধকর্ম্মভোগের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহার আর পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ হয় না॥ ৬৮॥

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৬৯

যোগাভিজ্ঞ সাধক আপন জিহ্বা তালুমূলে সংস্থাপন করিয়া প্রাণবায়ু পান করিবে। এই পর্য্যন্ত করিতে পারিলেই সেই সাধকের যোগ সমাপ্তি হয়, তখন তাহার আর যোগাভ্যাসের আবশ্যক থাকে না, যাবৎ উক্তরূপ যোগ সমাপ্তি না হয়, তাবৎ যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য, নচেৎ পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল নষ্ট হইয়া যায়॥ ৬৯॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৭০ ॥

প্রাণ ও আপন বায়ুর বিধানজ্ঞ যোগসাধনপটু সাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া শীতল বায়ু পান করিবে, তাহা হইলেই সেই সাধক অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৭০ ॥

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ ॥ ৭১ ॥

যে সুবুদ্ধি সাধক পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রতিদিন সরস বায়ু পান করিতে পারে, তাহার শ্রম, দাহ জরা ও রোগাদি বিনাশ পায়। ৭১ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ॥৭২॥

যে সাধক রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ভ্রূমধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত সলিল পান করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ক্রিয়া তিনমাস আচরণ করিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। ৭২ ॥

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

সুদক্ষ যোগসাধক পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে জিহ্বাদ্বারা তালুমূলস্থ ছিদ্রকে আচ্ছাদন করিয়া কুণ্ডলীকে ধ্যান করতঃ বায়ুর সহিত অমৃত-ধারা পান করিবে। এইরূপ ছয়মাসকাল যোগাভ্যাস করিলে সেই ব্যক্তি মহাকবি হইতে পারে। ৭৩ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥ ৭৪ ॥

যদি কোন যোগসাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া প্রাতঃ-কালে ও সায়ংকাল কুণ্ডলীমুখে বায়ু আগত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান করত ঐ বায়ু পান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ক্ষয়রোগ বিনাশ হয়। ৭৪ ॥

অহর্নিশং পিবেদ্‌যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু ॥ ৭৫ ॥

যে যোগসাধক আপন মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া দিবারাত্রি অত-ন্দ্রিতভাবে সহস্রারগলিত অমৃতরস পান করে, সেই যোগী দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রুতি হইতে পারে। ৭৫ ॥

দন্তৈ দন্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ ॥৭৬॥

যদি কোন যোগসাধক দন্তদ্বারা দন্ত আক্রমণ করিয়া জিহ্বাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ অল্পে অল্পে প্রাণ বায়ু পান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে। ৭৬ ॥

ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগং নাশয়তে হি সঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বে যে সকল বায়ুসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, ঐ প্রণালী অনুসারে যে ব্যক্তি ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন যোগসাধন করিতে পারে, সেই যোগী সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। ৭৭ ॥

সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবং।
অণিমাদি গুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং ॥ ৭৮ ॥

সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক বৎসরকাল যোগ অভ্যাস করিলে তাহার অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় এবং সে ভূত সকল জয় করিয়া সাক্ষাৎ ভৈরবস্বরূপ হইতে পারে। ৭৮ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি কোন সাধক ব্যক্তি আপন রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ক্ষণার্দ্ধ কাল থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই যোগী ক্ষণকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও জরা হইতে মুক্ত হইতে পারে, এমন কি তাহার মৃত্যুভয়ও থাকে না। ৭৯ ॥

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ৮০ ॥

সাধক যদি আপন রসনাকে প্রাণ বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাকে নিস্পীড়ন করত চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে কদাচ সেই সাধকের মৃত্যু ঘটে না। আমার এই বাক্য সত্য জ্ঞান করিবে। কখনও ইহার অন্যথা হয় না। ৮০ ॥

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোঽদ্বিতীয়কঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ যোগসাধনের প্রক্রিয়া উক্ত হইল, এই প্রক্রিয়ার প্রণালী অনুসারে যোগাভ্যাস করিলেই সেই সাধক চিরকাল দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় রূপযৌবনসম্পন্ন থাকে। কখনও তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা মূর্চ্ছা হয় না। ৮১ ॥

অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে পারিলে সেই যোগীন্দ্র ব্যক্তি ধরণীমণ্ডলে সর্ব্বপ্রকার আপদ বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে, অর্থাৎ উক্ত যোগী আপন ইচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়, কোনস্থানে যাইতেও তাহার বাধা থাকে না। ৮২ ॥

ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ম্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্যেতদাচরণেন সঃ ॥ ৮৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগসাধন করিতে পারিলে তাহার আর ইহ-সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, স্বর্গলোকে দেবগণের সহিত সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিয়া কালযাপন করিতে পারে, আর এই যোগাচরণ বলে সেই যোগী পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হয় না। ৮৩ ॥

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ। তেভ্যশ্চ-তুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং। সিদ্ধাসনং তথা পদ্মা-সনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং ॥ ৮৪ ॥

শাস্ত্রে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানসাধ্য চতুরশীতিপ্রকার আসন উক্ত আছে, ঐ সকল আসনও আমিই বলিয়াছি, এইক্ষণ সেই সকল আসনের মধ্যে চারিটি আসন আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি। সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন, এই চতুর্ব্বিধ আসনই শ্রেষ্ঠ এবং এই আসন সকল গ্রহণ করিয়া যোগিগণ কার্য্য করিবে ॥ ৮৪ ॥

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ। মেঢ্রো-পরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা। ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ। এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বে যে আসন চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাদিগের লক্ষণ কহিতেছি। প্রথমতঃ সিদ্ধাসনই বক্তব্য; সাধক যত্নসহকারে এক পাদমূলদ্বারা যোনিদেশকে নিষ্পীড়ন করত অপর পাদমূল শিশ্নোপরি স্থাপনকরিবে। অনন্তর নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্ব্বক উর্দ্ধদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য নিরীক্ষণ করিবে। বিশেষত আপন শরীর সরল ভাবে রাখিবে। কোন নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সমস্ত উদ্বেগশূন্য হইয়া এই আসন করিবে। এই আসন যোগিগণের সিদ্ধি প্রদান করে, অতএব ইহাকে সিদ্ধাসন বলিয়া জানিবে ॥ ৮৫ ॥

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরং ॥ ৮৬ ॥

উক্ত সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে শীঘ্র যোগী জনের যোগনিষ্পত্তি হয়, অতএব প্রাণায়ামপরায়ণ সাধক সর্ব্বদা এই সিদ্ধাসন অভ্যাস করিবে ॥ ৮৬ ॥

যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমা গতিঃ। নাতঃ-পরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্যতে ভুবি। যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৭ ॥ ইতি সিদ্ধাসনং ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাসন অভ্যাস করিতে পারিলে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভকরিতে পারে, অর্থাৎ সিদ্ধাসনাভ্যাসকারী যোগী মুক্তিপদ লাভকরে। ভূমণ্ডলে নানাপ্রকার আসন বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সিদ্ধাসন হইতে গোপনীয় আসন আর নাই। এই আসনের অনুধ্যানমাত্র যোগী ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ। ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ। নাসাগ্রে বিন্যসে-দ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া। উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ। যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ। যথাশক্ত্যৈব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ। ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ৮৮ ॥

এইক্ষণ পদ্মাসন কথিত হইতেছে। বাম ঊরুর উপরি উত্তান দক্ষিণ চরণ ও উত্তান বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ ঊরুর উপরি উত্তান বাম চরণ ও উত্তান দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবে এবং সাধক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন-পূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংযোজিত করিয়া চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নতকরত আপন শক্তিঅনুসারে অল্পে অল্পে বায়ু পূরণ করিবে ও যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া ক্রমশ ঐ বায়ু রেচন করিবে। ইহারই নাম পদ্মাসন, এই আসন অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় ॥ ৮৮ ॥

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং ॥ ৮৯ ॥

উক্ত পদ্মাসন সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্লভ। যে সে ব্যক্তি এই আস-নের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, কেবল যাহারা বুদ্ধিমান্ সাধক, তাহারাই এই পরম হিতকর আসনের অনুষ্ঠান করিয়া যথোক্ত ফললাভ করিতে পারে ॥ ৮৯ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বোক্ত পদ্মাসন বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণবায়ু নাড়ী ছিদ্র মধ্যে সমানভাবে পরিচালিত হইতে পারে। প্রাণায়ামকালে এই আসন করিলে বায়ুর সরল গতি হয়, তাহাতেই সাধকের নিশ্চয় কার্য্য-সিদ্ধি হয় ॥ ৯০ ॥

পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥৯১॥
ইতি পদ্মাসনং ॥ ২ ॥

যোগী ব্যক্তি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে সেই যোগী সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহা নিশ্চয় জানিবে, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৯১ ॥ ইতি পদ্মাসন।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং। স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরোন্যসেৎ। আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং। দেহাবসাদহরণং পশ্চিমো-ত্তানসংজ্ঞকং ॥ ৯২ ॥

অনন্তর উগ্রাসন কথিত হইতেছে। আপন চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া পরস্পর অসংযুক্ত করিয়া রাখিবে এবং উভয় হস্তদ্বারা ঐ উভয় পাদ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উভয় জানুর উপরি মস্তক স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলেই উগ্রাসন হয়। এই আসনবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে সাধকের উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় ও দেহের অবসন্নতা দূর হইয়া যায়। এই আসনের নামান্তর পশ্চিমোত্তান। এই আসন উপুড় হইয়া সাধন করিতে হয় বলিয়াই ইহার পশ্চিমোত্তান নাম হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

মিত্র) এবং বিশাখা (যাহার অধিপতি শক্রাগ্নি) এই সকল নক্ষত্রের মধ্য দিয়া গমন করেন তাহাহইলে তাহাকে পাপাগতি বলে। বুধের সাতটী গতির বিষয়ে বলা হইল, এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত গতি অনুসারে উদয় এবং অস্তকালের দিনসংখ্যা বলা হইতেছে॥ ১২॥

চত্বারিংশত্রিংশদ্ দ্বিসমেতা বিংশতির্দ্বিনবকঞ্চ।
নবমাসার্দ্ধং দশ চৈকসংযুতাঃ প্রাকৃতাদ্যানাম্॥ ১৩॥

বুধের প্রাকৃতা গতি চল্লিশদিনে, মিশ্রাগতি ত্রিশ দিনে, সংক্ষিপ্তা বাইশ দিনে, তীক্ষ্ণা আঠার দিনে, যোগান্তা নয় দিনে, ঘোরা পোনার দিনে এবং পাপাগতি এগার দিনে উদয়াস্ত শেষ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

প্রাকৃতগত্যামারোগ্যবৃষ্টিশস্যপ্রবৃদ্ধয়ঃ ক্ষেমম্।
সঙ্ক্ষিপ্তমিশ্রয়োর্মিশ্রমেতদন্যাসু বিপরীতম্॥ ১৪॥

বুধের প্রাকৃত গতিকালে আরোগ্য, বৃষ্টি, শস্য, বৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয় এবং সংক্ষিপ্তা অথবা মিশ্রা গতিকালে ঐসকল ফল মধ্যরূপ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট চারিটী অর্থাৎ তীক্ষ্ণা, যোগান্তা, ঘোরা এবং পাপা এইসকল গতিকালে রোগ, অনাবৃষ্টি, ধান্যাদি শস্যের অভাব এবং অমঙ্গল হইয়া থাকে॥ ১৪॥

ঋজ্বতিবক্রা বক্রা বিকলা চ মতেন দেবলস্যৈতাঃ।
পঞ্চচতুর্দ্ব্যেকাহা ঋজ্বাদীনাং ষড়ভ্যস্তাঃ॥ ১৫॥

দেবলঋষির মতে বুধের গতি চারিপ্রকার, সরল, অতিবক্র, বক্র, এবং বিকলা এইসকল গতির মধ্যে সরল গতি ত্রিশদিনে, অতি বক্রগতি চব্বিশ দিনে, বক্রগতি বারদিনে এবং বিকলাগতি ছয় দিনে শেষ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

ঋজ্বী হিতা প্রজানামতিবক্রার্থং গতির্ব্বিনাশয়তি।
শস্ত্রভয়দা চ বক্রা বিকলা ভয়রোগসঞ্জননী॥ ১৬॥

বুধের ঋজু গতিতে প্রজাদিগের হিত, অতি বক্রগতিতে শস্য ও ধন বিনাশ, বক্রগতিতে শস্ত্র ভয়, বিকলাগতিতে ভয় এবং রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

পৌষাষাঢ়শ্রাবণবৈশাখেষ্বিন্দুজঃ সমাঘেষু।
দৃষ্টো ভয়ায় জগতঃ শুভফলকৃৎ প্রোষিতস্তেষু॥ ১৭॥

যদি বুধ পৌষ, আষাঢ়, শ্রাবণ, বৈশাখ অথবা মাঘ মাসে উদিত হয়, তাহাহইলে জগতের ভয়, আর ঐসকল মাসে অস্ত হইলে শুভফল হইয়া থাকে॥ ১৭॥

কার্ত্তিকেঽশ্বযুজি বা যদি মাসে দৃশ্যতে তনুভবঃ শিশিরাংশোঃ। শস্ত্রচৌরহুতভুগ্গদতোয়ক্ষুদ্ভয়ানি চ তদা বিদধাতি॥ ১৮॥

যদি বুধ কার্ত্তিক কিম্বা আশ্বিন মাসে উদয় হয়েন তাহাহইলে শস্ত্র, চোর, অগ্নি, রোগ, জল এবং ক্ষুধা এই সকল দ্বারা মানবগণ পীড়িত হইবে॥ ১৮॥

রুদ্ধানি সৌম্যেঽস্তমিতে পুরাণি যান্যুদ্গতে তান্যুপযান্তি মোক্ষম্। অন্যে তু পশ্চাদুদিতে বদন্তি লাভঃ পুরাণাং ভবতীতি তজ্জ্ঞাঃ॥ ১৯॥

বুধের অস্তকালে যে নগর শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইবে সেই নগর বুধের উদয়কালে মুক্ত হইবে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলেন যে পশ্চিম দিকে উদয় হইলে নগরের লাভ হইয়া থাকে॥ ১৯॥

হেমকান্তিরথবা শুকবর্ণঃ শস্যকেন মণিনা সদৃশো বা।
স্নিগ্ধমূর্ত্তিরলঘুশ্চ হিতায় ব্যত্যয়েন শুভকৃচ্ছশিপুত্রঃ॥২০॥

যদি বুধ, সুবর্ণ, শুকপক্ষী এবং নীলকান্ত মণির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় ও মণ্ডল নির্ম্মল এবং বিস্তীর্ণ হয় তাহাহইলে মানবগণ সুখী হইবে, ইহার বিপরীত হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে॥ ২০॥ সপ্তম অধ্যায়ে বুধচার সমাপ্ত॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বুধচারঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গুরুচারঃ।

নক্ষত্রেণ সহোদয়মুপগচ্ছতি যেন দেবপতিমন্ত্রী।
তৎসংজ্ঞং বক্তব্যং বর্ষং মাসক্রমেণৈব॥ ১॥

বৃহস্পতি সূর্য্যমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া যে যে নক্ষত্রে উদয় হইবে, সেই সেই নক্ষত্রানুসারে বৃহস্পতির বর্ষের নাম হইবে, এই বৃহস্পতির বর্ষের নামের সহিত চান্দ্রমাসের নামের ঐক্য আছে॥ ১॥

বর্ষাণি কার্ত্তিকাদীন্যাগ্নেয়াদ্ভদ্বয়ানুযোগীনি।
ক্রমশস্ত্রিভং তু পঞ্চমমুপান্ত্যমন্ত্যং চ যদ্বর্ষম্॥ ২॥

কৃত্তিকাদি দুই দুই নক্ষত্রে বৃহস্পতির বর্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু পঞ্চম, একাদশ এবং দ্বাদশ এই তিনটী বর্ষ তিন তিন নক্ষত্রে হইবে। যথা—যখন কৃত্তিকা কিংবা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইবে তখন কার্ত্তিকবর্ষ, মৃগশিরা কিংবা আর্দ্রানক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে মার্গশীর্ষ বর্ষ, পুনর্ব্বসু কিংবা পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে পৌষবর্ষ, অশ্লেষা কিংবা মঘানক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে মাঘবর্ষ হইবে, আর পঞ্চমবর্ষকালীন পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী বা হস্তা নক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে পূর্ব্বফাল্গুন নামে ফাল্গুনবর্ষ হইবে, পুনরায় ষষ্ঠবর্ষকালীন চিত্রা এবং স্বাতীনক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে চৈত্রবর্ষ, বিশাখা এবং অনুরাধানক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে বৈশাখবর্ষ, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে জ্যৈষ্ঠবর্ষ, নবমবর্ষে পূর্ব্বাষাঢ়া বা উত্তরাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে আষাঢ়বর্ষ, দশমবর্ষে শ্রবণা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে শ্রাবণবর্ষ হইবে। আর একাদশবর্ষ শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে ভাদ্রবর্ষ

হইবে, রেবতী, অশ্বিনী বা ভরণী নক্ষত্রে বৃহস্পতি উদয় হইলে আশ্বিন বর্ষ হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বাদশ চান্দ্রমাসের নামে বৃহস্পতির দ্বাদশ বর্ষের নাম হইয়া থাকে॥ ২॥

শকটানলোপজীবকগোপীড়া ব্যাধিশস্ত্রকোপশ্চ।
বৃদ্ধিস্তু রক্তপীতককুসুমানাং কার্ত্তিকে বর্ষে॥ ৩॥

বৃহস্পতির কার্ত্তিকনামক বর্ষে গাড়িচালক, অগ্নিজীবী অর্থাৎ স্বর্ণকারাদি এবং গাভীসকল ইহাদের পীড়া হয় আর রোগ ও যুদ্ধ এবং রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ পুষ্পের বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩॥

সৌম্যেঽব্দেঽনাবৃষ্টির্মৃগাখুশলভাণ্ডজৈশ্চ শস্যবধঃ।
ব্যাধিভয়ং মিত্রৈরপি ভূপানাং জায়তে বৈরম্॥ ৪॥

বৃহস্পতির মার্গশীর্ষবর্ষে অনাবৃষ্টি, বন্যপশু, ইন্দুর ও ফরিঙ্ এই সকল দ্বারা ধান্য বিনাশ এবং রোগ হয় আর এমন কি রাজাদিগের মধ্যে বন্ধুর সহিতও পরস্পর শত্রুতা হইয়া থাকে॥ ৪॥

শুভকৃজ্জগতঃ পৌষো নিবৃত্তবৈরাঃ পরস্পরং ক্ষিতিপাঃ।
দ্বিত্রিগুণো ধান্যার্ঘঃ পৌষ্টিককর্ম্মপ্রসিদ্ধিশ্চ॥ ৫॥

বৃহস্পতির পৌষবর্ষে মানবগণের মঙ্গল, রাজাদিগের পরস্পর দ্বেষশূন্যতা, ধান্য পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণ ত্রিগুণ সুলভ মূল্য হয় এবং ধর্ম্মকার্য্য অধিক হইয়া থাকে॥ ৫॥

পিতৃপূজাপরিবৃদ্ধির্মাঘে হার্দ্দিশ্চ সর্ব্বভূতানাম্।
আরোগ্যবৃষ্টিধান্যার্ঘসম্পদো মিত্রলাভশ্চ॥ ৬॥

বৃহস্পতির মাঘবর্ষে লোকসকল পিতৃপূজাপরায়ণ, সন্তুষ্ট এবং আরোগ্যযুক্ত হইবে এবং বৃষ্টি, ধান্যাদিসম্পত্তি ও মিত্রলাভ হইবে॥ ৬॥

ফাল্গুনবর্ষে বিন্দ্যাৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ক্ষেমবৃষ্টিশস্যানি।
দৌর্ভাগ্যং প্রমদানাং প্রবলাশ্চৌরা নৃপাশ্চোগ্রাঃ॥৭॥

বৃহস্পতির ফাল্গুনবর্ষে দেশে মঙ্গল, বৃষ্টি ও ধান্য কোন কোন স্থানে হইবে এবং স্ত্রীলোকগণ দুর্ভাগা, চোরগণ প্রবল ও রাজগণ ক্রূর হইবে॥৭॥

চৈত্রে মন্দা বৃষ্টিঃ প্রিয়মন্নং ক্ষেমমবনিপা মৃদবঃ।
বৃদ্ধিস্তু কোশধান্যস্য ভবতি পীড়া চ রূপবতাম্॥ ৮॥

বৃহস্পতির চৈত্রবর্ষে বৃষ্টি অল্প হইবে, অন্ন উত্তম, মাঠের শুভ এবং রাজা দয়াযুক্ত হইবে, মুদ্গাদিশস্য অধিক জন্মিবে এবং রূপবানের পীড়া হইবে॥ ৮॥

বৈশাখে ধর্ম্মপরা বিগতভয়াঃ প্রমুদিতাঃ প্রজাঃ সনৃপাঃ।
যজ্ঞক্রিয়াপ্রবৃত্তির্নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বশস্যানাম্॥ ৯॥

বৃহস্পতির বৈশাখবর্ষে রাজা এবং প্রজা ধর্ম্মপরায়ণ, ভয়রহিত এবং আনন্দিত হইবে, যজ্ঞাদি কার্য্য ও ধান্যাদি অধিক হইবে॥ ৯॥

জ্যৈষ্ঠে জাতিকুলধনশ্রেণীশ্রেষ্ঠা নৃপাঃ সধর্ম্মজ্ঞাঃ।
পীড্যন্তে ধান্যানি চ হিত্বা কঙ্গুং শমীজাতিম্॥ ১০॥

বৃহস্পতির জ্যৈষ্ঠবর্ষে প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক কুলের, প্রত্যেক ধনবানশ্রেণীর এবং প্রত্যেক গ্রামের প্রধানব্যক্তির, রাজার ও ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিতগণের পীড়া হইয়া থাকে। আর কঙ্গু (কাঙন্ চিনা), শমী অর্থাৎ মুগ, মাষকলাই, তিল ইত্যাদি ভিন্ন ধান্যের হানি হইয়া থাকে॥ ১০॥

আষাঢ়ে জায়ন্তে শস্যানি ক্বচিদবৃষ্টিরন্যত্র।
যোগক্ষেমং মধ্যং ব্যগ্রাশ্চ ভবন্তি ভূপালাঃ॥ ১১॥

বৃহস্পতির আষাঢ়বর্ষে ধান্যাদি শস্য কোন কোন স্থানে হইবে, অপরাপর স্থানে অনাবৃষ্টি, মধ্যমরূপ শুভ এবং রাজা উদ্যোগী হইবে॥১১॥

শ্রাবণবর্ষে ক্ষেমং সম্যক্ শস্যানি পাকমুপযান্তি।
ক্ষুদ্রা যে পাষণ্ডাঃ পীড্যন্তে যে চ তদ্ভক্তাঃ॥ ১২॥

বৃহস্পতির শ্রাবণবর্ষে মানবগণের মঙ্গল ও শস্যসকল অধিক পরিমাণে হইয়া উত্তমরূপ পরিপক হইবে, আর নীচাশয়, পাষণ্ড এবং তাহাদের ভক্ত অর্থাৎ তাহাদের মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের পীড়া হইয়া থাকে॥ ১২॥

ভাদ্রপদে বল্লীজং নিষ্পত্তিং যাতি পূর্ব্বশস্যঞ্চ।
ন ভবত্যপরং শস্যং ক্বচিৎ সুভিক্ষং ক্বচিচ্চ ভয়ম্॥১৩॥

ভাদ্রবর্ষে লতা জাতীয় মুগ ইত্যাদি শস্য ও প্রথম ধান্য উত্তম হইবে, আর দ্বিতীয় ধান্যের হানি এবং কোন কোন স্থানে সুভিক্ষ ও কোন কোন স্থানে ভয় হইবে॥ ১৩॥

আশ্বযুজেঽব্দেঽজস্রং পততি জলং প্রমুদিতাঃ প্রজাঃ ক্ষেমম্। প্রাণচয়ঃ প্রাণভৃতাং সর্ব্বেষামন্নবাহুল্যম্॥ ১৪॥

বৃহস্পতির আশ্বিনবর্ষে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি, মানবগণ আনন্দিত, সকলপ্রাণীর মঙ্গল, বল বৃদ্ধি এবং আহারীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে॥ ১৪॥

উদগারোগ্যসুভিক্ষক্ষেমকরো বাক্পতিশ্চরন্ ভানাম্।
যাম্যে তদ্বিপরীতো মধ্যেন তু মধ্যফলদায়ী॥ ১৫॥

যখন বৃহস্পতি নক্ষত্রের উত্তরদিগ্ দিয়া অর্থাৎ উত্তরপথে গমন করেন তখন আরোগ্য, সুভিক্ষ ও মঙ্গল হইবে, আর নক্ষত্রের দক্ষিণদিগ্ দিয়া অর্থাৎ দক্ষিণপথে গমন করেন তাহাহইলে বিপরীত অর্থাৎ রোগ, দুর্ভিক্ষ ও অমঙ্গল হইবে এবং নক্ষত্রের মধ্য দিয়া অর্থাৎ মধ্য পথে গমন করেন তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত আরোগ্যাদি মধ্যমরূপ হইবে॥ ১৫॥

বিচরন্ ভদ্বয়মিষ্টস্তৎসার্দ্ধং বৎসরেণ মধ্যফলঃ।
শস্যানাং বিধ্বংসী বিচরেদধিকং যদি কদাচিৎ॥ ১৬॥

যদি বৃহস্পতি একবৎসরে দুই নক্ষত্র ভোগ করেন তাহাহইলে মঙ্গল হইবে, আর একবৎসরে আড়াই নক্ষত্র ভোগ করিলে মধ্যম শুভ হইবে, যদি কখন একবৎসরে আড়াই নক্ষত্রের অধিক ভোগ করেন তাহাহইলে ধান্যের নাশ হইয়া থাকে॥ ১৬॥

অনলভয়মনলবর্ণে ব্যাধিঃ পীতে রণাগমঃ শ্যামে।
হরিতে চ তস্করেভ্যঃ পীড়া রক্তে তু শস্ত্রভয়ম্॥ ১৭॥

বৃহস্পতির মণ্ডল যদ্যপি অগ্নিবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অগ্নিভয়,

পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে রোগ ভয়, শ্যামবর্ণ হইলে যুদ্ধ ভয়, হরিৎ অর্থাৎ সবুজবর্ণ হইলে চোরের ভয় এবং রক্তবর্ণ হইলে শস্ত্রাদির ভয় হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ধূম্রাভেঽনাবৃষ্টিস্ত্রিদশগুরৌ নৃপবধো দিবা দৃষ্টে।
বিপুলেঽমলে সুতারে রাত্রৌ দৃষ্টে প্রজাঃ স্বস্থাঃ ॥১৮॥

বৃহস্পতির মণ্ডল যদি ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অনাবৃষ্টি হইবে, আর যদি দিবাভাগে বৃহস্পতি দৃষ্ট হয় তাহাহইলে রাজার মৃত্যু এবং রাত্রিকালে বৃহস্পতি বৃহৎ ও নির্ম্মল দৃষ্ট হইলে মানবগণের উত্তম স্বাস্থ্য হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

রোহিণ্যোঽনলভঞ্চ বৎসরতনুর্নাভিস্ত্বষাঢ়াদ্বয়ং সার্পং হৃৎপিতৃদৈবতঞ্চ কুসুমং শুদ্ধৈঃ শুভং তৈঃ ফলম্। দেহে ক্রূরনিপীড়িতেঽগ্ন্যনিলজং নাভ্যাং ভয়ং ক্ষুৎকৃতম্ পুষ্যে মূলফলক্ষয়োঽথ হৃদয়ে শস্যস্য নাশো ধ্রুবম্ ॥ ১৯ ॥

বৃহস্পতির দ্বাদশবর্ষকে একটী পুরুষরূপ কল্পনা করিয়া তাহার কোন্ অঙ্গ কোন্ কোন্ নক্ষত্রদ্বারা গঠিত এবং তাহার ফল বলা যাইতেছে।

ঐ বৎসররূপ পুরুষের শরীর রোহিণী এবং কৃত্তিকানক্ষত্রদ্বারা গঠিত, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াদ্বারা নাভি, অশ্লেষাদ্বারা হৃদয়, মঘাদ্বারা পুষ্প অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্। শরীর নক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণী ও কৃত্তিকা পাপগ্রহরহিত অর্থাৎ শুভগ্রহযুক্ত হইলে শুভফল, আর পাপগ্রহদ্বারা পীড়িত অর্থাৎ যুক্ত হইলে অগ্নি এবং বায়ুর ভয়, পাপগ্রহ নাভিনক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইলে দুর্ভিক্ষ, যদি পুষ্প অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ নক্ষত্রে পাপগ্রহ যুক্ত হয় তাহাহইলে মূল এবং ফল ক্ষয় হয়, ঐ পুরুষের হৃদয়নক্ষত্রে যদি পাপগ্রহ যুক্ত হয় তাহাহইলে শস্যাদির বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গতানি বর্ষাণি শকেন্দ্রকালাদ্ধতানি রুদ্রৈর্গুণয়েচ্চতুর্ভিঃ। নবাষ্টপঞ্চাষ্টযুতানি কৃত্বা বিভাজয়েচ্ছূন্যশরাগরামৈঃ ॥ ফলেন যুক্তং শকভূপকালং সংশোধ্য ষষ্ট্যা বিষয়ৈর্ব্বিভজ্য। যুগানি নারায়ণপূর্ব্বকাণি লব্ধানি শেষাঃ ক্রমশঃ সমাঃ স্যুঃ ॥২০—২১॥ *

শকাদিত্যের (শালিবাহনের) সময় হইতে যত বৎসর অতীত হইয়াছে সেই অঙ্ককে অর্থাৎ শকাঙ্ককে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার এক-

---

* কোন্ শকের আরম্ভে প্রভবাদি বৎসরের কোন্ বৎসর এবং বিষ্ণু প্রভৃতি যুগের কোন্ যুগ ও তৎকালে বৃহস্পতি কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত তাহা এই বৃহৎসংহিতার উপরের লিখিত বচনানুসারে ১৮১৭ শকের একটী দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গের সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে লিখিত হইল।

শকাঙ্ক ১৮১৭ অঙ্ককে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার এক স্থানের অঙ্ককে ১১ এগার দ্বারা গুণ করিলে গুণফল ১৯৯৮৭ উনিশ হাজার নয় শত সাতাশী হইল, পরে এইগুণিত অঙ্ক ১৯৯৮৭ উনিশ হাজার নয় শত সাতাশীকে ৪ চারি দিয়া পূরণ করিলে পূরিতাঙ্ক ৭৯৯৪৮ উনাশী হাজার নয় শত আটচল্লিশ অঙ্ক হইল এই পূরিতাঙ্কের সহিত ৮৫৮৯ আট-হাজার পাঁচশত উননব্বই অঙ্ক যোগ করিলে ৮৮৫৩৭ অষ্টাশী হাজার পাঁচশত সাইত্রিশ হইল, এইক্ষণ এই যোগজাঙ্ক ৮৮৫৩৭ অষ্টাশী হাজার পাঁচশত সাইত্রিশকে ৩৭৫০ তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশদ্বারা ভাগ দিলে ভাগলব্ধ ২৩ তেইশ বৎসর হইয়া ২২৮৭ দুই হাজার দুই শত সাতাশী অবশিষ্ট থাকিল, এইক্ষণ এই অবশিষ্ট ২২৮৭ দুই হাজার দুই শত সাতাশীকে মাস করিবার নিমিত্ত ১২ বারদ্বারা গুণ করিতে হইবে, গুণ করিলে ২৭৪৪৪ সাতাইশ হাজার চারিশত চৌয়াল্লিশ হইল, এইক্ষণ এই ২৭৪৪৪ সাতাইশ হাজার চারিশত চৌয়াল্লিশকে ৩৭৫০ তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশদ্বারা ভাগ দিলে ভাগলব্ধ সাত মাস হইয়া ১১৯৪ এগার শত চৌরানব্বই অবশিষ্ট থাকিল পরে ঐ ১১৯৪ এগার শত চৌরানব্বইকে ৩০ ত্রিশ দিয়া গুণ করিলে ৩৫৮২০ পয়ত্রিশ হাজার আটশত কুড়ি হইল, পরে ঐ অঙ্ককে ৩৭৫০ তিন হাজার সাত শত পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ দিলে, ভাগলব্ধ ৯ নয় দিন হইয়া অবশিষ্ট ২০৭০ দুই হাজার সত্তর হইল, পরে ঐ ২০৭০ দুই হাজার সত্তরকে দণ্ড করার জন্য ৬০ ষাইটদ্বারা গুণ করিলে গুণিতাঙ্ক ১২৪২০০ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুই শত হইল, পরে ঐ গুণিতাঙ্ককে ভাজক ৩৭৫০ তিন হাজার সাত শত পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ দিলে ভাগফল তেত্রিশ দণ্ড হইয়া অবশিষ্ট ৪৫০ চারিশত পঞ্চাশ থাকিল, এইক্ষণ ঐ অঙ্ককে পল করার জন্য ৬০ ষাইট দ্বারা গুণ করিলে, গুণিত অঙ্ক ২৭০০ দুই হাজার সাত শত হইল, পরে ঐ অঙ্ককে ৩৭৫০ তিন হাজার সাত শত পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ৭ সাত পল হইয়া ৭৫০ সাত শত পঞ্চাশ অবশিষ্ট থাকিল, পরে এই অঙ্ককে পুনঃ অনুপল করার জন্য ৬০ ষাইট দ্বারা গুণ করিলে গুণিতাঙ্ক ৪৫০০০ পয়তাল্লিস হাজার হইবে, পরে এই অঙ্ককে পূর্ব্বভাজক ৩৭৫০ তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশদ্বারা ভাগ দিলে ভাগলব্ধ ১২ বার অনুপল হইয়া অবশিষ্ট থাকিল না, অতএব প্রক্রিয়াদ্বারা ২৩।৭।৯।৩৩।৭।১২, তেইশ বৎসর, সাত মাস, নয় দিন, তেত্রিশ দণ্ড, সাত পল এবং বার অনুপল হইল, পরে এই অঙ্কের সহিত অন্যস্থানের স্থাপিত অঙ্ক ১৮১৭ আঠার শত সতরর সহিত যোগ করিলে যোগজাঙ্ক ১৮৪০।৭।৯।৩৩।৭।১২ হইল, পরে এই অঙ্ককে ৬০ ষাইট দিয়া ভাগ দিলে ভাগলব্ধ ৩০ ত্রিশ হইয়া অবশিষ্টাঙ্ক ৪০।৭।৯।৩৩।৭।১২ থাকিল, ইহাতে জানা গেল যে ১৮১৭ আঠার শত সতর শকের আরম্ভে বৃহস্পতির প্রভবাদি ৬ ষষ্টি-সম্বৎসরের ৪০ চল্লিশ বৎসর গত হইয়া ৪১ একচল্লিশ প্লবঙ্গ নামক বৎসরের ৭ মাস ৯ নয় দিন ৩৩ তেত্রিশ দণ্ড, ৭ সাত পল, ১২ বার অনুপল গত হইয়াছে।

এইক্ষণ ঐ অবশিষ্ট অঙ্ক ৪০।৭।৯।৩৩।৭।১২ কে ৫ পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগলব্ধ ৮ আট হইল, অবশিষ্ট ৭।৯।৩৩।৭।১২ থাকিল ; এই আট অঙ্কে জানা গেল যে নারায়ণ প্রভৃতি যুগের বিশ্বনামক যুগ গত হইয়া ৯ নয়যুগ সোমের ০।৭।৯।৩৩।৭।১২ বর্ষাদি গত হইয়াছে।

এইক্ষণ কিরূপ প্রক্রিয়া করিলে তৎকালে বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে গণনায় কোন নক্ষত্রে অবস্থিত হইবেন তাহা জানিতে হইলে ৬০ ষাইট দ্বারা ভাগাবশিষ্ট অঙ্ক ৪০।৭।৯।৩৩।৭।১২ কে দুই স্থানে রাখিয়া প্রথমত তাহার একস্থানের স্থাপিত অঙ্ককে ১২ বার দ্বারা ভাগ দিয়া ভাগফল একস্থানে রাখিতে হইবে, পরে অন্যস্থানের স্থাপিত অঙ্ক ৪০।৭।৯।৩৩।৭।১২ কে ৯ নয়দ্বারা গুণ করিলে যে গুণফল হইবে তাহা অপর-স্থানের দ্বাদশবিভাজিত ফলের সহিত যোগ করিবে পরে যোগজাঙ্ককে ৪ চারিদ্বারা বিভাগ করিয়া ভাগফলদ্বারা ধনিষ্ঠা হইতে গণনায় গুরু কোন নক্ষত্র ভোগ করিতেছেন তাহা জানাযাইবে এবং অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা বর্ষাদি জানা যাইবে।

অন্যমতে—ষষ্টি সম্বৎসর কিরূপে আনয়ন করিতে হইবে তাহার বচন ও বঙ্গানুবাদ প্রদর্শিত হইতেছে ;—

শকেন্দ্রকালঃ পৃথগাকৃতিঘ্নঃ শশাঙ্ক নন্দাশ্বিযুগৈঃ সমেতঃ। শরাদ্রিবস্বিন্দুহৃতঃ স লব্ধঃ ষষ্ট্যাপ্তশেষে প্রভবাদয়োঽব্দাঃ ॥

যে শকের প্রভবাদি বৎসর গণনা করা আবশ্যক, সেই শককে দুই স্থানে রাখিতে

স্থানের অঙ্ককে ১১ এগার অঙ্কদ্বারা গুণ করিয়া গণিতাঙ্ককে ৪ চারিদ্বারা পূরণ করিলে গুণিতাঙ্ক যাহা হইবে তাহার সহিত ৮৫৮৯ আটহাজার পাঁচশত উনানব্বই যোগ দিয়া যোগজ ফলকে ৩৭৫০ তিনহাজার সাতশত পঞ্চাশদ্বারা ভাগ করিবে, ভাগফল অপর স্থানের স্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিবে, পরে ঐ অঙ্ককে ৬০ ষাইট্‌দ্বারা ভাগ করিবে, ভাগাবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা বৃহস্পতির ষষ্টিসম্বৎসরের প্রভবাদি বৎসর জানা যাইবে এবং ঐ অবশিষ্ট অঙ্ককে ৫ পাঁচদ্বারা বিভাগ করিলে ভাগলব্ধ সংখ্যাদ্বারা বৃহস্পতির নারায়ণ প্রভৃতি যুগ জানা যাইবে এবং অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা বৎসর জানা যাইবে ॥ ২০—২১ ॥

একৈকমব্দেষু নবাহতেষু দত্ত্বা পৃথগ্ দ্বাদশকং ক্রমেণ। হৃত্বা চতুর্ভির্ব্বসুদেবতাদ্যান্যুড়ূনি শেষাংশকপূর্ব্বমব্দম্ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত ষাইটদ্বারা ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে দুই স্থানে স্থাপিত করিয়া তাহার একটীকে ১২ বারদ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা এবং অপর স্থানের স্থাপিত অঙ্ককে ৯ নয়দ্বারা গুণ করিলে গুণফল যাহা হইবে তাহা এই উভয়কে একত্রে যোগ করিবে, পরে এই যোগজাঙ্ককে ৪ চারিদ্বারা বিভাগ করিলে যে ফল হইবে তাহাদ্বারা ধনিষ্ঠানক্ষত্র হইতে গণনায় কোন নক্ষত্র ভোগ হইয়াছে তাহা জানা যাইবে এবং অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা বৎসর জানা যাইবে ॥ ২২ ॥

বিষ্ণুঃ সুরেজ্যো বলভিদ্ধুতাশস্ত্বষ্টোত্তরপ্রোষ্ঠপদাধিপশ্চ। ক্রমাদ্ যুগেশাঃ পিতৃবিশ্বসোমাঃ শক্রানলাখ্যাশ্বিভগাঃ প্রদিষ্টাঃ ॥ ২৩ ॥

বৃহস্পতির বারটী যুগের অধিপতির নাম যথাক্রমে বলা যাইতেছে, ১ বিষ্ণু, ২ বৃহস্পতি, ৩ ইন্দ্র, ৪ অগ্নি, ৫ ত্বষ্টা, ৬ অহির্বুধ্ন, ৭ পিতৃ, ৮ বাসুদেব, ৯ সোম, ১০ ইন্দ্রাগ্নি, ১১ অশ্বিনীদেব এবং ১২ ভগ ॥ ২৩ ॥

সম্বৎসরোঽগ্নিঃ পরিবৎসরোঽর্ক ইদাদিকঃ শীতময়ূখমালী। প্রজাপতিশ্চাপ্যনুবৎসরঃ স্যাদিদ্বৎসরঃ শৈলসুতাপতিশ্চ ॥ ২৪ ॥

পাঁচ পাঁচ বৎসরে বৃহস্পতির যে একটী করিয়া যুগ হয় তাহার প্রতি বৎসরের অধিপতির নাম কথিত হইতেছে। ১ম, সম্বৎসর তাহার অধিপতি অগ্নি, ২য় পরিবৎসর তাহার অধিপতি সূর্য্য, ৩য় ইদাবৎসর তাহার অধিপতি চন্দ্র, ৪র্থ অনুবৎসর তাহার অধিপতি প্রজাপতি ৫ম ইদ্বৎসর তাহার অধিপতি রুদ্র * ॥ ২৪ ॥

বৃষ্টিঃ সমাদ্যে প্রমুখে দ্বিতীয়ে প্রভূততোয়া কথিতা তৃতীয়ে। পশ্চাজ্জলং মুঞ্চতি যচ্চতুর্থং স্বল্পোদকং পঞ্চমমব্দমুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

সম্বৎসরনামক প্রথমবৎসরে মধ্যমরূপ বৃষ্টি, পরিবৎসর নামক দ্বিতীয় বৎসরে প্রথম দুই মাস বৃষ্টি, ইদাবৎসর নামক তৃতীয় বৎসরে অধিক বৃষ্টি, অনুবৎসরনামক চতুর্থবৎসরে শেষ দুই মাসে বৃষ্টি এবং ইদ্বৎসর নামক পঞ্চমবৎসরে অল্প বৃষ্টি হইবে ॥ ২৫ ॥

চত্বারি মুখ্যানি যুগান্যথৈষাং বিষ্ণিন্দ্রজীবানলদৈবতানি। চত্বারি মধ্যানি চ মধ্যমানি চত্বারি চান্ত্যান্যধমানি বিন্দ্যাৎ ॥ ২৬ ॥

উক্ত বারযুগের মধ্যে প্রথম চারিটী যুগ অর্থাৎ যাহাদিগের অধিপতিদেবতা বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি সেই চারিটী যুগ শ্রেষ্ঠ, তৎপরে মধ্যবর্ত্তী চারিটী যুগ অর্থাৎ যাহাদিগের অধিপতি ত্বষ্টা, অহির্বুধ্ন, পিতর এবং বিশ্বদেব সেই চারিটী যুগ মধ্যম, আর শেষ চারিটী যুগ অর্থাৎ যাহাদিগের অধিপতিদেবতা সোম, ইন্দ্রাগ্নি, অশ্বি এবং ভগ সেই চারিটী যুগ অধম অর্থাৎ অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

আদ্যং ধনিষ্ঠাংশমভিপ্রপন্নো মাঘে যদা যাত্যুদয়ং সুরেজ্যঃ। ষষ্ট্যব্দপূর্ব্বঃ প্রভবঃ স নাম্না প্রবর্ত্ততে ভূতহিতস্তদাব্দঃ ॥ ২৭ ॥

যখন বৃহস্পতি মাঘমাসে ধনিষ্ঠানক্ষত্রের প্রথমচরণে উদয় হয়, সেই সময় ষষ্ঠ সম্বৎসরের প্রথম প্রভবনামক বৎসরের আরম্ভ হইয়া থাকে এই বৎসরে সকল প্রাণীর সুখ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ক্বচিত্ত্ববৃষ্টিঃ পবনাগ্নিকোপঃ সন্তীতয়ঃ শ্লেষ্মকৃতাশ্চ রোগাঃ। সম্বৎসরেঽস্মিন্ প্রভবে প্রবৃত্তে ন দুঃখমাপ্নোতি জনস্তথাপি ॥ ২৮ ॥

প্রভবনামক বর্ষে কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি, ঝড় এবং অগ্নি ভয় হয় এবং অতিবৃষ্টি প্রভৃতিদ্বারা শস্য হানি ও কফজন্য রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এইসকল উপদ্রব সত্ত্বেও মানবগণ সুখী হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

হইবে, এক স্থানের অঙ্ককে ২২ বাইশদ্বারা পূরণ করিয়া, ৪২৯১ চারি হাজার দুই শত একানব্বইর সহিত তাহাকে যোগ করিবে। পরে এই যুক্তাঙ্ককে ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহা বর্ষ এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ বার দিয়া পূরণ করিয়া ঐ ১৮৭৫ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক মাস এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ ত্রিশ দিয়া পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক দিন এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৬০ ষাইটদ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক দণ্ড এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৬০ ষাইটদ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক পল এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৬০ ষাইটদ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক বিপল হইবে। এই সমস্ত লব্ধাঙ্কের মধ্যে বর্ষটীর সহিত পুর্ব্বস্থাপিত শকটীকে যোগ করিবে। এবং তাহাকে ৬০ ষাইটদ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষ্টাঙ্কই প্রভবাদি বৎসর হইবে, অর্থাৎ ১ এক থাকিলে প্রভব, ২ থাকিলে বিভব, ৩ থাকিলে শুক্ল ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট মাসাদি তাহার পরের বর্ষের গত মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল, ইত্যাদি হইবে, অর্থাৎ যদি ১।৮।৪।৬।৫ লব্ধ হয়, তাহা হইলে ১ অঙ্কে প্রভব বৎসর অতীত হইয়া বিভববৎসরের ৮ মাস, ৪ দিন, ৬ দণ্ড, ৫ পল অতীত হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে।

* এই সকল বৎসরের এবং অধিপতিদেবতার নাম বলার তাৎপর্য্য এই যে ঐসকল বৎসরে ঐসকল দেবতার যজ্ঞাদি করিলে শুভ ফল হইয়া থাকে।

তস্মাদ্দ্বিতীয়ো বিভবঃ প্রদিষ্টঃ শুক্লস্তৃতীয়ঃ পরতঃ প্রমোদঃ। প্রজাপতিশ্চেতি যথোত্তরাণি শস্তানি বর্ষাণি ফলানি চৈষাম্ ॥ ২৯ ॥

ষষ্টীসম্বৎসরের দ্বিতীয়বর্ষের নাম বিভব, তৃতীয়বর্ষের নাম শুক্ল, চতুর্থবর্ষের নাম প্রমোদ এবং পঞ্চম বৎসরের নাম প্রজাপতি এই চারি-বৎসর পর পর ক্রমে শুভ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

নিষ্পন্নশালীক্ষুযবাদিশস্যাং ভয়ৈর্ব্বিমুক্তামুপশান্তবৈরাম্। সংহৃষ্টলোকাং কলিদোষমুক্তাং ক্ষত্রং তদা শাস্তি চ ভূতধাত্রীম্ ॥ ৩০ ॥

বিভবাদি চারিবর্ষ কাল রাজার রাজত্বে শালিধান্য, ইক্ষু, যব, গোধূম, মসুর, ছোলা এবং মাষকলাই ইত্যাদি উত্তম জন্মে, মানবগণ ভয় ও দ্বেষরহিত, আনন্দিত এবং কলিযুগের পাপবর্জ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

আদ্যোঽঙ্গিরাঃ শ্রীমুখভাবসাহ্বৌ যুবাথ ধাতেতি-যুগে দ্বিতীয়ে। বর্ষাণি পঞ্চৈব যথাক্রমেণ ত্রীণ্যত্র শস্তানি সমে পরে দ্বে ॥ ৩১ ॥

বৃহস্পতির দ্বিতীয় যুগের প্রথম বৎসরের নাম, অঙ্গিরা, দ্বিতীয়বর্ষের নাম শ্রীমুখ, তৃতীয় বর্ষের নাম ভাব, চতুর্থবর্ষের নাম যুবা এবং পঞ্চম-বর্ষের নাম ধাতা এইসকল বর্ষের মধ্যে প্রথম তিন বর্ষে মানব সুখভোগ করিবে এবং শেষ দুই বর্ষে সুখ মধ্যমরূপ হইবে ॥ ৩১ ॥

ত্রিষ্বঙ্গিরাদ্যেষু নিকামবর্ষী দেবো নিরাতঙ্কভয়াশ্চ লোকাঃ। অব্দদ্বয়েঽন্ত্যেঽপি সমা সুবৃষ্টিঃ কিন্ত্বত্র রোগাঃ সমরাগমশ্চ ॥ ৩২ ॥

উপরোক্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রথম তিন বৎসর ইন্দ্র অধিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মানবগণ উপদ্রব ও ভয়রহিত হইয়া থাকে, শেষ দুই বৎসর মধ্যমরূপ বৃষ্টি হইবে কিন্তু রোগ ও যুদ্ধ অধিক হইবে ॥ ৩২ ॥

শাক্রে যুগে পূর্ব্বমথেশ্বরাখ্যং বর্ষং দ্বিতীয়ং বহুধান্যমাহুঃ। প্রমাথিনং বিক্রমমপ্যতোঽন্যদ্বৃষঞ্চ বিন্দ্যাদ্ গুরু-চারযোগাৎ ॥ আদ্যং দ্বিতীয়ং চ শুভে তু বর্ষে কৃতানুকারং কুরুতঃ প্রজানাম্। পাপঃ প্রমাথী বৃষবিক্রমৌ তু সুভিক্ষদৌ রোগভয়প্রদৌ চ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

বৃহস্পতির ইন্দ্রনামক তৃতীয়যুগের প্রথমবর্ষের নাম ঈশ্বর, দ্বিতীয়-বর্ষের নাম বহুধান্য, তৃতীয়বর্ষের নাম প্রমাথী, চতুর্থবর্ষের নাম বিক্রম, পঞ্চমবর্ষের নাম বৃষ ; এইসকল বৎসরের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থাৎ ঈশ্বর ও বহুধান্য বর্ষে মানবগণ সত্যযুগের ন্যায় সুখভোগ করিবে, প্রমাথী নামক তৃতীয়বর্ষে মানবগণের অনিষ্ট হয়, বৃষ এবং বিক্রম নামক বর্ষে সুভিক্ষ ও রোগভয় হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥

শ্রেষ্ঠং চতুর্থস্য যুগস্য পূর্ব্বং যচ্চিত্রভানুং কথয়ন্তি বর্ষম্। মধ্যং দ্বিতীয়ন্তু সুভানুসংজ্ঞং রোগপ্রদং মৃত্যুকরং ন তচ্চ ॥ ৩৫ ॥

বৃহস্পতির চতুর্থ হুতাশনযুগের প্রথম বৎসরের নাম চিত্রভানু, এই বর্ষে মানবের শুভফল হয়, দ্বিতীয় সুভানুবর্ষে মধ্যমরূপ শুভ এবং রোগ হয় কিন্তু ঐ রোগে মৃত্যুভয় থাকিবে না ॥ ৩৫ ॥

তারণং তদনু ভূরিবারিদং শস্যবৃদ্ধিমুদিতঞ্চ পার্থিবং। পঞ্চমং ব্যয়মুশন্তি শোভনং মন্মথপ্রবলমুৎসবাকুলং ॥৩৬॥

বৃহস্পতির তারণ নামক বর্ষে অধিক বৃষ্টি হইবে ও পার্থিববর্ষে শস্যবৃদ্ধি এবং মানবগণ সুখী হইবে, ব্যয় নামক পঞ্চমবর্ষে শুভ হইবে এবং মানবগণ কাম-পীড়িত হইয়া উৎসবাদি কার্য্যে উৎসাহযুক্ত হইবে ॥ ৩৬ ॥

ত্বাষ্ট্রে যুগে সর্ব্বজিদাদ্য উক্তঃ সম্বৎসরোঽন্যঃ খলু সর্ব্বধারী। তস্মাদ্বিরোধী বিকৃতঃ খরশ্চ শস্তো দ্বিতীয়োঽত্র ভয়ায় শেষাঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃহস্পতির ত্বষ্টানামক পঞ্চমযুগের প্রথম বৎসরের নাম সর্ব্বজিৎ, দ্বিতীয় সর্ব্বধারী, তৃতীয় বিরোধী, চতুর্থ বিকৃত এবং পঞ্চম বৎসরের নাম খর, এইসকল বর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ সর্ব্বধারী বর্ষ শুভ, অবশিষ্ট চারিবর্ষ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

নন্দনোঽথ বিজয়ো জয়স্তথা মন্মথোঽস্য পরতশ্চ দুর্ম্মুখঃ। কান্তমত্র যুগ আদিতস্ত্রয়ং মন্মথঃ সমফলোঽধমোঽপরঃ ॥ ৩৮ ॥

বৃহস্পতির অহির্বুধ্ন নামক ষষ্ঠযুগের প্রথম বর্ষের নাম নন্দন, দ্বিতীয় বিজয়, তৃতীয় জয়, চতুর্থ মন্মথ এবং পঞ্চম বৎসরের নাম দুর্ম্মুখ, এই সকল বর্ষের মধ্যে প্রথম তিন বর্ষ শুভ, চতুর্থ মন্মথবর্ষে মধ্যমরূপ শুভ এবং শেষ পঞ্চম বৎসরে অশুভ ফল হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

হেমলম্ব ইতি সপ্তমে যুগে স্যাদ্বিলম্বি পরতো বিকারি চ। শর্ব্বরীতি তদনুপ্লবঃ স্মৃতো বৎসরো গুরুবশেন পঞ্চমঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃহস্পতির পিতৃনামক সপ্তমযুগের প্রথম বৎসরের নাম হেমলম্ব, দ্বিতীয় বিলম্বি, তৃতীয় বিকারী, চতুর্থ শর্ব্বরী এবং পঞ্চম বৎসরের নাম প্লব ॥ ৩৯ ॥

ঈতিপ্রায়ঃ প্রচুরপবনোবৃষ্টিরব্দে তু পূর্ব্বে মন্দং শস্যং ন বহুসলিলং বৎসরেঽতো দ্বিতীয়ে। অত্যুদ্বেগঃ প্রচুরসলিলঃ স্যাত্তৃতীয়শ্চতুর্থো দুর্ভিক্ষায় প্লব ইতি ততঃ শোভনো ভূরিতোয়ঃ ॥ ৪০ ॥

উপরোক্ত পাঁচবর্ষের প্রথমবর্ষে ঈতি অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, ইন্দুর, পক্ষী এবং রাজার দৃষ্টি এই সকল উপদ্রব এবং ঝড় ও বৃষ্টি

হইয়া থাকে, দ্বিতীয়বর্ষে অল্প ধান্যাদিশস্য ও অল্পবৃষ্টি হইবে, তৃতীয়বর্ষে অধিক দুঃখ এবং অধিক বৃষ্টি হইবে, চতুর্থ অর্থাৎ শর্ব্বরী বর্ষে দুর্ভিক্ষ এবং পঞ্চম প্লবনামক বর্ষে শুভ ও অতিবৃষ্টি হইবে॥ ৪০॥

বৈশ্বে যুগে শোভকৃদিত্যথাদ্যঃ সম্বৎসরোঽতঃ শুভকৃদ্দ্বিতীয়ঃ। ক্রোধী তৃতীয়ঃ পরতঃ ক্রমেণ বিশ্বাবসুশ্চেতি পরাভবশ্চ॥ ৪১॥

বৃহস্পতির বাসুদেব নামক মধ্যমযুগের প্রথম বৎসরের নাম শোভকৃৎ, দ্বিতীয় শুভকৃৎ, তৃতীয় ক্রোধী, চতুর্থ বিশ্বাবসু এবং পঞ্চম বৎসরের নাম পরাভব॥ ৪১॥

পূর্ব্বাপরৌ প্রীতিকরৌ প্রজানামেষাং তৃতীয়ো বহুদোষদোঽব্দঃ। অন্ত্যৌ সমৌ কিন্তু পরাভবেঽগ্নিঃ শস্ত্রাময়ার্ত্তির্দ্বিজগোভয়ঞ্চ॥ ৪২॥

উপরোক্ত বর্ষসকলের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থাৎ শোভকৃৎ ও শুভকৃৎ বর্ষে মানবগণ সুখী হয়, তৃতীয়বর্ষে অত্যন্ত অশুভ, শেষ বিশ্বাবসু এবং পরাভব বর্ষে মধ্যমরূপ অশুভ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরাভববর্ষে বিশেষ এই যে অগ্নিভয়, শস্ত্রভয় এবং রোগভয় হইয়া থাকে আর ব্রাহ্মণ ও গোসকলের ভয় হইবে॥ ৪২॥

আদ্যঃ প্লবঙ্গো নবমে যুগেঽব্দঃ স্যাৎ কীলকোঽন্যঃ পরতশ্চ সৌম্যঃ। সাধারণো রোধকৃদিত্যথাব্দঃ শুভপ্রদৌ কীলকসৌম্যসংজ্ঞৌ॥ ৪৩॥

বৃহস্পতির নবম সৌম্য নামক যুগের প্রথমবর্ষের নাম প্লবঙ্গ, দ্বিতীয় কীলক, তৃতীয় সৌম্য, চতুর্থ সাধারণ এবং পঞ্চমবৎসরের নাম রোধকৃৎ, এইসকল বর্ষের মধ্যে কীলক এবং সৌম্য বর্ষে শুভ ফল হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

কষ্টঃ প্লবঙ্গো বহুশঃ প্রজানাং সাধারণেঽল্পং জলমীতয়শ্চ। যঃ পঞ্চমো রোধকৃদিত্যথাব্দশ্চিত্রং জলং তত্র চ শস্যসম্পৎ॥ ৪৪॥

প্লবঙ্গবর্ষে মানবগণের অত্যন্ত পীড়া, সাধারণবর্ষে অল্পবৃষ্টি এবং শস্যাদি নাশ হইয়া থাকে; পঞ্চম রোধকৃৎ বর্ষে কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হইবে কিন্তু ধান্য উত্তম হইবে॥ ৪৪॥

ইন্দ্রাগ্নিদৈবং দশমং যুগং যৎ তত্রাদ্যমব্দং পরিধারিসংজ্ঞম্। প্রমাদ্যথানন্দমতঃ পরং যৎ স্যাদ্রাক্ষসং চানলসংজ্ঞিতঞ্চ॥ ৪৫॥

বৃহস্পতির দশম ইন্দ্রাগ্নি দৈবত যুগের প্রথমবর্ষের নাম পরিধারি, দ্বিতীয় প্রমাদী, তৃতীয় আনন্দ, চতুর্থ বৎসরের নাম রাক্ষস এবং পঞ্চম বৎসরের নাম অনল॥ ৪৫॥

পরিধারিণি মধ্যদেশনাশো নৃপহানির্জলমল্পমগ্নিকোপঃ। অলসস্তু জনঃ প্রমাদিসংজ্ঞে ডমরং রক্তকপুষ্পবীজনাশঃ॥ ৪৬॥

পরিধারি বর্ষে মধ্যদেশ বিনাশ ও রাজার মৃত্যু হয় এবং অল্পবৃষ্টি ও অগ্নিভয় হইয়া থাকে। প্রমাদি বর্ষে মানবগণ অলস ও অস্ত্ররহিত হয় এবং যুদ্ধ হইয়া থাকে। আর লালপুষ্প ও লালবীজ বিনষ্ট হয়॥ ৪৬॥

তৎপরঃ সকললোকনন্দনো রাক্ষসঃ ক্ষয়করোঽনলস্তথা। গ্রীষ্মধান্যজননোঽত্র রাক্ষসো বহ্নিকোপমরকপ্রদোঽনলঃ॥ ৪৭॥

আনন্দ বর্ষে মানবগণ আনন্দিত থাকে, রাক্ষস এবং অনলবর্ষে মানবগণ ক্ষয় হয়, পরন্তু রক্ষসবর্ষে বিশেষ এই যে গ্রীষ্মকালজাত ধান্য জন্মে, আর অনলবর্ষে অগ্নিভয় এবং মারী ভয় হইয়া থাকে॥ ৪৭॥

একাদশে পিঙ্গলকালযুক্তসিদ্ধার্থরৌদ্রাঃ খলু দুর্ম্মতিশ্চ। আদ্যে তু বৃষ্টির্মহতী সচৌরা শ্বাসো হনুকম্পযুতশ্চ কাসঃ॥ ৪৮॥

বৃহস্পতির অশ্বিনামক একাদশ যুগের প্রথমবর্ষের নাম পিঙ্গল, দ্বিতীয় কালযুক্ত, তৃতীয় সিদ্ধার্থ, চতুর্থ রুদ্র এবং পঞ্চম বৎসরের নাম দুর্ম্মতি, ইহার প্রথমবর্ষে অধিক বৃষ্টি, চৌরভয়, শ্বাস ও কাস রোগ এবং যক্ষ্মাকাস ও ক্ষয় কাস হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

যৎকালযুক্তং তদনেকদোষং সিদ্ধার্থসংজ্ঞে বহবো গুণাশ্চ। রৌদ্রোঽতিরৌদ্রঃ ক্ষয়কৃৎপ্রদিষ্টো যো দুর্ম্মতির্মধ্যমবৃষ্টিকৃৎ সঃ॥ ৪৯॥

কালযুক্ত বর্ষে অধিক অশুভ, সিদ্ধার্থবর্ষে বহুগুণ অর্থাৎ বিবিধপ্রকারে সুখ, রৌদ্রবর্ষে অতিশয় রৌদ্র ও লোকসকল ক্ষয় হইয়া থাকে, এবং দুর্ম্মতি নামক বর্ষে মধ্যমরূপ বৃষ্টি হয়॥ ৪৯॥

ভাগ্যে যুগে দুন্দুভিসংজ্ঞমাদ্যং শস্যস্য বৃদ্ধিং মহতীং করোতি। অঙ্গারসংজ্ঞং তদনু ক্ষয়ায় নরেশ্বরাণাং বিষমা চ বৃষ্টিঃ॥ ৫০॥

বৃহস্পতির ভগনামক দ্বাদশ যুগের প্রথমবর্ষের নাম দুন্দুভিবর্ষ, এইবর্ষে অতিশয় শস্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, অঙ্গারবর্ষে রাজার বিনাশ এবং বিষম বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৫০॥

রক্তাক্ষমব্দং কথিতং তৃতীয়ংতস্মিন্ ভয়ং দংষ্ট্রিকৃতং গদাশ্চ। ক্রোধং বহুক্রোধকরং চতুর্থং রাষ্ট্রাণি শূন্যীকুরুতে বিরোধৈঃ॥ ৫১॥

তৃতীয় রক্তাক্ষবর্ষে দংষ্ট্রি অর্থাৎ বরাহ প্রভৃতির এবং রোগভয় হইবে। চতুর্থ ক্রোধবর্ষে অত্যন্ত ক্রোধ এবং আত্মকলহে রাজ্যবিনাশ হইয়া থাকে॥ ৫১॥

ক্ষয়মিতি যুগস্যান্ত্যস্যান্ত্যং বহুক্ষয়কারকং জনয়তি

ভয়ং তদ্বিপ্রাণাং কৃষীবলবৃদ্ধিদম্। উপচয়করং বিট্ছূদ্রাণাং পরস্বহৃতাং তথা কথিতমখিলং ষষ্ট্যব্দে যত্তদত্র সমাসতঃ॥ ৫২॥

দ্বাদশ যুগের ক্ষয় নামক পঞ্চমবর্ষে অত্যন্ত ক্ষয় এবং ব্রাহ্মণদিগের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, কৃষকগণের বৃদ্ধি এবং বৈশ্য, শূদ্র ও পরদ্রব্য হরণকারী এইসকলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এইপ্রকারে বৃহস্পতির ষষ্টিসম্বৎসরের ফল সঙ্ক্ষেপে বলা হইল॥ ৫২॥

অকলুষাংশুজটিলঃ পৃথুমূর্ত্তিঃ কুমুদকুন্দকুসুমস্ফটিকাভঃ। গ্রহহতো ন যদি সৎপথবর্ত্তী হিতকরোঽমরগুরুর্মনুজানাম্॥ ৫৩॥

বৃহস্পতির মণ্ডল যদি বৃহৎ ও নির্ম্মলকিরণদ্বারা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হয় এবং শ্বেতপদ্ম, কুন্দপুষ্প ও স্ফটিকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, আর যদি বৃহস্পতি কোন গ্রহের সহিত যুক্ত কিম্বা গ্রহণ বা গ্রহযুদ্ধে পরাভূত না হয় এবং তাহার স্বাভাবিক গতি হয় তাহাহইলে মানবগণ সুখী হইয়া থাকে॥ ৫৩॥ অষ্টম অধ্যায়ে বৃহস্পতিচার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বৃহস্পতিচারোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শুক্রচারঃ।

নাগগজৈরাবতবৃষভগোজরদ্গবমৃগাজদহনাখ্যাঃ।
অশ্বিন্যাদ্যাঃ কৈশ্চিৎ ত্রিভাঃ ক্রমাদ্বীথয়ঃ কথিতাঃ॥ ১॥

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে অশ্বিন্যাদি তিন তিনটী করিয়া নক্ষত্রে রবিমার্গ নয়ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, ইহার এক এক ভাগকে বীথী (পথ) বলে। নয়টী ভাগের নাম যথা;—১ নাগ (সর্প), ২ গজ (হস্তী), ৩ ঐরাবত (ইন্দ্রের হস্তী), ৪ বৃষভ, (ষাড়); ৫ গো (গাভী), ৬ জরদ্গব (বৃদ্ধ ষাড়), ৭ মৃগ (হরিণ), ৮ অজ (ছাগল) এবং ৯ দহন (অগ্নি)॥ ১॥

নাগা তু পবনযাম্যানলানি পৈতামহাত্রিভাত্ত্রিঃ।
গোবীথ্যামশ্বিন্যঃ পৌষ্ণং দ্বে চাপি ভদ্রপদে॥ ২॥

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে স্বাতী, ভরণী এবং কৃত্তিকা এই তিন নক্ষত্রে নাগবীথী গঠিত; রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা এই তিন নক্ষত্রে গজবীথী গঠিত; পুনর্ব্বসু, পুষ্যা এবং অশ্লেষা এই তিন নক্ষত্রে ঐরাবতবীথী এবং মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী ও উত্তরাফাল্গুনী এই তিন নক্ষত্রে বৃষভবীথী; অশ্বিনী, রেবতী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরাভাদ্রপদ এই চারি নক্ষত্রে গোবীথী, গঠিত হইয়াছে॥ ২॥

জারদ্গব্যাং শ্রবণাৎ ত্রিভমৃগাখ্যাত্রিভঞ্চ মৈত্রাদ্যম্।
হস্তবিশাখাত্বাষ্ট্রাণ্যজেত্যষাঢ়াদ্বয়ং দহনা॥ ৩॥

শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা এই তিন নক্ষত্রে জরদ্গববীথী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং মূলা এই তিন নক্ষত্রে মৃগবীথী, হস্তা, বিশাখা এবং চিত্রা এই তিন নক্ষত্রে অজবীথী এবং পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্রে দহনবীথী গঠিত হইয়াছে॥ ৩॥

তিস্রস্তিস্রস্তাসাং ক্রমাদুদঙ্মধ্যযাম্যমার্গস্থাঃ।
তাসামপ্যুত্তরমধ্যদক্ষিণাবস্থিতৈকৈকা॥ ৪॥

উপরোক্ত নয়টী বীথীর মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ নাগ, গজ ও ঐরাবত এই তিনটী রবিমার্গের উত্তরবীথী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপরের তিনটী অর্থাৎ বৃষভ, গো এবং জরদ্গব এই তিনটী রবিমার্গের মধ্যবীথী বলিয়া খ্যাত, শেষ তিনটী অর্থাৎ মৃগ, অজ ও দহন বীথী রবিমার্গের দক্ষিণবীথী বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণবীথী যাহা বলা হইল এই তিন বীথীর প্রত্যেক বীথী পুনরায় তিন তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—উত্তরবীথীর উত্তরে নাগ, উত্তর বীথীর মধ্যে গজ, উত্তর বীথীর দক্ষিণে ঐরাবত, এইরূপে উত্তরবীথী উত্তরে অবস্থিত আছে। ঐরূপ মধ্যবীথীর উত্তরে বৃষ, মধ্যে গো, দক্ষিণে জরদ্গব, ঐপ্রকার দক্ষিণবীথীর উত্তরে মৃগ, মধ্যে অজ এবং দক্ষিণে দহনবীথী অবস্থিত॥ ৪॥

বীথীমার্গানপরে কথয়ন্তি যথা স্থিতা ভমার্গস্থ।
নক্ষত্রাণাং তারা যাম্যোত্তরমধ্যমাস্তদ্বৎ॥ ৫॥

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে যোগতারানুসারে বীথীর অবস্থান হইয়া থাকে, যদি ঐ তারা রবিমার্গের উত্তরে অবস্থিত হয় তাহাহইলে উত্তরবীথী নামে অভিহিত হইয়া থাকে, রবিমার্গের মধ্যে অবস্থিত হইলে তাহাকে মধ্যবীথী এবং রবিমার্গের দক্ষিণে অবস্থিত হইলে দক্ষিণবীথী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

উত্তরমার্গো যাম্যাদি নিগদিতো মধ্যমস্তু ভাগ্যাদ্যঃ।
দক্ষিণমার্গোঽষাঢ়াদিকৈশ্চিদেবং কৃতা মার্গাঃ॥ ৬॥

কেহ কেহ বলেন যে ভরণী হইতে নয়টী নক্ষত্রে উত্তরবীথী, পূর্ব্বফাল্গুনী হইতে নয়টী নক্ষত্রে মধ্যবীথী এইরূপ পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে নয়টী নক্ষত্রে দক্ষিণবীথী হইয়া থাকে॥ ৬॥

জ্যোতিষমাগমশাস্ত্রং বিপ্রতিপত্তৌ ন যোগ্যমস্মাকং।
স্বয়মেব বিকল্পয়িতুং কিন্তু বহূনাং মতং বক্ষ্যে॥ ৭॥

জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণেতাগণের যদি পরস্পর মতভেদ হয় তাহাহইলে আমি তাহার কোন মীমাংসা করিতে যোগ্য নহি, তবে আমি এস্থলে কেবল ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তার মতই বলিতেছি॥ ৭॥

উত্তরবীথিষু শুক্রঃ সুভিক্ষশিবকৃদ্গতোঽস্তমুদয়ং বা।
মধ্যাসু মধ্যফলদঃ কষ্টফলো দক্ষিণস্থাসু॥ ৮॥

শুক্র যদি উত্তরবীথী অর্থাৎ নাগ, গজ ও ঐরাবতবীথী মধ্যে অস্ত

কিংবা উদয় হয় তাহাহইলে সুভিক্ষ, মঙ্গল ; মধ্যবীথীতে অস্ত বা উদয় হইলে মধ্যরূপ ফল এবং দক্ষিণবীথীতে অস্ত বা উদয় হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অত্যুত্তমোত্তমোনং সমমধ্যন্যূনমধমকষ্টফলম্ ।
কষ্টতমং সৌম্যাদ্যাসু বীথিষু যথাক্রমং ব্রূয়াৎ ॥ ৯ ॥

শুক্রের উত্তরাদিবীথীতে উদয় এবং অস্ত হইলে পৃথিবীর অবস্থা যথাক্রমে এইরূপ হইবে, অর্থাৎ প্রথম নাগবীথীতে অত্যুত্তম, দ্বিতীয় গজবীথীতে উত্তম, তৃতীয় ঐরাবতবীথীতে ভাল, বৃষভবীথীতে সমান, গোবীথীতে মধ্যম, জরদ্গববীথীতে কিঞ্চিৎ অধম এবং মৃগবীথীতে অধম ; অজাবীথীতে কষ্ট ও দহনবীথীতে অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ভরণীপূর্ব্বং মণ্ডলমৃক্ষচতুষ্কং সুভিক্ষকরমান্দ্যম্ ।
বঙ্গাঙ্গমহিষবাহ্লিককলিঙ্গদেশেষু ভয়জননম্ ॥ ১০ ॥

ভরণী অবধি চারিটী নক্ষত্র অর্থাৎ ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী এবং মৃগশিরা ইহারা শুক্রের প্রথমমণ্ডল, এই মণ্ডলে শুক্রের উদয় হইলে সুভিক্ষ হয় এবং অঙ্গ, বঙ্গ, মহিষ, বাহ্লিক ও কলিঙ্গ এইসকল দেশে ভয় উপস্থিত হইয়া থাক ॥ ১০ ॥

অত্রোদিতমারোহেদ্ গ্রহোঽপরো যদি সিতং ততো হন্যাৎ।
ভদ্রাশ্বশূরসেনকযৌধেয়ককোটিবর্ষনৃপান্ ॥ ১১ ॥

শুক্র যদ্যপি ঐ মণ্ডলে উদয়কালিন কোন গ্রহ কর্তৃক ভেদিত হয় তাহাহইলে ভদ্রাশ্ব, শূরসেন, যৌধেয়ক এবং কোটীবর্ষ এইসকল দেশের রাজার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ভচতুষ্টয়মার্দ্রাদ্যং দ্বিতীয়মমিতাম্বুশস্যসম্পত্ত্যৈ ।
বিপ্রাণামশুভকরং বিশেষতঃ ক্রূরচেষ্টানাং ॥ ১২ ॥

আর্দ্রা অবধি চারিটী নক্ষত্র অর্থাৎ আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা এবং অশ্লেষা ইহারা শুক্রের দ্বিতীয় মণ্ডল, এই মণ্ডলে শুক্র উদয় হইলে অতিশয় বৃষ্টি ও অতিশয় শস্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণের অশুভ এবং দুর্জ্জনের বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অন্যেনাত্রাক্রান্তে ম্লেচ্ছাটবিকাশ্বজীবিগোমন্তান্ ।
গোনর্দ্দনীচশূদ্রান্ বৈদেহাংশ্চানয়ঃ স্পৃশতি ॥ ১৩ ॥

শুক্র যদ্যপি ঐমণ্ডলে উদয়কালে কোন গ্রহ কর্তৃক ভেদিত হয় তাহাহইলে ম্লেচ্ছজাতি, বনবাসী, অশ্বজীবী (কেহ কেহ বলেন কুক্কুরজীবী ডুরিয়া), আর গোমন্ত ও গোনদ দেশের পর্ব্বতবাসীলোক, (কেহ কেহ গোমন্ত শব্দের অর্থ গোর পালনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন), নীচ অর্থাৎ চণ্ডাল এবং শূদ্র ও বিদেহদেশবাসী লোক নীতি বিহীন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিচরন্ মঘাদি পঞ্চকমুদিতঃ শস্যপ্রণাশকৃচ্ছুক্রঃ ।
ক্ষুত্তস্করভয়জননো নীচোন্নতিসঙ্করকরশ্চ ॥ ১৪ ॥

মঘা প্রভৃতি পাঁচটী নক্ষত্রে যে মণ্ডল গঠিত হইয়াছে তাহাতে যদি শুক্র উদয় হয় তাহাহইলে শস্যনাশ, দুর্ভিক্ষ, চোরের ভয় এবং চণ্ডালাদির প্রাধান্য হয় ও বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পিত্র্যাদ্যেঽম্বষ্টকো হন্ত্যন্যেনাবিকাঞ্ছবরশূদ্রান্ ।
পুণ্ড্রাপরান্ত্যশূলিকবনবাসিদ্রবিড়সামুদ্রান্ ॥ ১৫ ॥

শুক্র যদি ঐ মণ্ডলে স্থিতিকালে নক্ষত্র কর্তৃক ভেদ হয় তবে মেষপালক, ব্যাধ, শূদ্র, পুণ্ড্রদেশবাসী, অপরান্তদেশবাসী, শূলিক অর্থাৎ ত্রিশূলধারীলোক, বনবাসী, দ্রাবিড়দেশবাসী এবং সমুদ্রের তীরবাসী লোকসকলের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

স্বাত্যাদ্যং ভত্রিতয়ং মণ্ডলমেতচ্চতুর্থমভয়করং ।
ব্রহ্মক্ষত্রসুভিক্ষাভিবৃদ্ধয়ে মিত্রভেদায় ॥ ১৬ ॥

স্বাতী, বিশাখা এবং অনুরাধা এই তিন নক্ষত্র দ্বারা শুক্রের চতুর্থমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, এই মণ্ডলে শুক্র উদয় হইলে ভয়রহিত ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের শুভ এবং বন্ধুবিচ্ছেদ এইসকল ফল হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অত্রাক্রান্তে মৃত্যুঃ কিরাতভর্ত্তুঃ পিনষ্টি চেক্ষ্বাকূন্ ।
প্রত্যন্তাবন্তিপুলিন্দতঙ্গণাঞ্ছূরসেনাংশ্চ ॥ ১৭ ॥

শুক্র যদি ঐমণ্ডলে উদয় এবং কোন গ্রহ কর্তৃক ভেদ হয় তাহাহইলে কিরাতদিগের স্বামির মৃত্যু হয়, ইক্ষাকুদেশবাসী (কেহ কেহ বলেন ইক্ষাকু বংশীয় লোক), গুহাবাসী, অবন্তিদেশবাসী, পুলিন্দদেশবাসী, তঙ্গদেশবাসী এবং শূরসেন অর্থাৎ মথুরাদেশবাসী লোকসকল বিনাশ হয় ॥ ১৭ ॥

জ্যেষ্ঠাদ্যং পঞ্চর্ক্ষং ক্ষুত্তস্কররোগদং প্রবাধয়তে ।
কাশ্মীরাশ্মকমৎস্যান্ সচারুদেবীনবন্তীংশ্চ ॥ ১৮ ॥

জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি পাঁচটী নক্ষত্রে শুক্রের পঞ্চম মণ্ডল হয় ঐ মণ্ডলে শুক্র উদয় হইলে দুর্ভিক্ষ, চোরভয় ও রোগভয় হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর, অশ্ম, মৎস্য, চারুদেবী নদীর তীর এবং অবন্তীনগর এই সকল দেশবাসীদিগের পীড়া হইয়া থাকে। কেহ বলেন যে ঐসকল দেশবাসীগণ দুর্ভিক্ষ, চোরভয় এবং রোগ এইসকল দ্বারা পীড়িত হয় ॥ ১৮ ॥

আরোহেঽত্রাভীরান্ দ্রবিড়াম্বষ্ঠত্রিগর্ত্তসৌরাষ্ট্রান্ ।
নাশয়তি সিন্ধুসৌবীরকাংশ্চ কাশীশ্বরস্য বধঃ ॥ ১৯ ॥

শুক্র ঐমণ্ডলে উদয়কালে কোন গ্রহ কর্তৃক ভেদ হইলে দ্রাবিড়দেশীয় লোক, আভীর (গয়লা) জাতি, অম্বষ্ঠজাতি, ত্রিগর্ত্ত দেশবাসী লোক এবং সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সৌবীর দেশবাসী লোক আর কাশীর রাজা এইসকলের বিনাশ হয় ॥ ১৯ ॥

ষষ্ঠং ষণ্নক্ষত্রং শুভমেতন্মণ্ডলং ধনিষ্ঠাদ্যং ।
ভূরিধনগোকুলাকুলমনল্পধান্যং ক্বচিৎ সভয়ং ॥ ২০ ॥

ধনিষ্ঠা প্রভৃতি ছয়টী নক্ষত্রে শুক্রের ষষ্ঠমণ্ডল গঠিত হইয়া থাকে। শুক্র এইমণ্ডলে উদয় হইলে, ধন এবং শুভ ও গোসমুদায় বর্দ্ধিষ্ট হয় এবং প্রচুর ধান্য ও কোন কোন স্থানে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অত্রারোহে শূলিকগান্ধারাবন্তয়ঃ প্রপীড্যন্তে।
বৈদেহবধঃ প্রত্যন্তযবনশকদাসপরিবৃদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

ঐ মণ্ডলে শুক্র অবস্থিতি কালে কোন গ্রহ কর্তৃক ভেদিত হইলে শূলিক, গান্ধার এবং অবন্তীদেশবাসী লোকের পীড়া হইবে এবং বিদেহ-দেশের রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে। আর প্রত্যন্ত দেশের লোক, যবন, শক এবং দাস এই সকল লোকের বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২১ ॥

অপরস্যাং স্বাত্যাদ্যং জ্যেষ্ঠাদ্যং চাপি মণ্ডলং শুভদং।
পিত্র্যাদ্যং পূর্ব্বস্যাং শেষাণি যথোক্তফলদানি ॥ ২২ ॥

পশ্চিমদিকের স্বত্যাদি এবং জ্যেষ্ঠাদি দুইমণ্ডলে শুক্র উদয় বা ভেদিত হইলে শুভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকের মঘাদিমণ্ডলে শুক্র উদয় বা ভেদিত হইলে শুভফল হয়, আর অবশিষ্ট মণ্ডলে শুক্র উদয় বা ভেদিত হইলে যথোক্ত ফল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

দৃষ্টোঽনস্তগতেঽর্কে ভয়কৃৎ ক্ষুদ্রোগকৃৎ সমস্তমহঃ।
অর্দ্ধদিবসঞ্চ সেন্দুর্নৃপবলপুরভেদকৃচ্ছুক্রঃ ॥ ২৩ ॥

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শুক্র দৃষ্টিগোচর হইলে ভয়, দিবসে শুক্র দৃষ্ট হইলে ক্ষুধা ও রোগভয় এবং মধ্যাহ্নে চন্দ্রযুক্ত শুক্র দৃষ্ট হইলে রাজা, সৈন্য ও নগর এইসকলের ভেদ অর্থাৎ কষ্ট উপস্থিত হয় ॥ ২৩ ॥

ভিন্দন্ গতোঽনলর্ক্ষং কূলাতিক্রান্তবারিবাহাভিঃ।
অব্যক্ততুঙ্গনিম্না সমা সরিদ্ভির্ভবতি ধাত্রী ॥ ২৪ ॥

শুক্র কৃত্তিকা নক্ষত্র ভেদ করিয়া গমন করিলে নদী অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া জলপ্লাবনদ্বারা পৃথিবীকে সমতল করিয়া থাকে॥ ২৪ ॥

প্রাজাপত্যে শকটে ভিন্নে কৃত্বেব পাতকং বসুধা।
কেশাস্থিশকলশবলা কাপালমিব ব্রতং ধত্তে ॥ ২৫ ॥

শুক্র যদি শকটাকার পাঁচটী নক্ষত্রদ্বারা যুক্ত হইয়া রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যদিয়া গমন করে তাহাহইলে মরক উপস্থিত হয় অর্থাৎ পৃথিবী বহুতর মৃত ব্যক্তির কেশ ও অস্থিতে এবং ব্রহ্মবধ ইত্যাদি পাপে পরিপূর্ণ হইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য যেন কাপালিক ব্রত ধারণ করিয়াছে॥ ২৫ ॥

সৌম্যোপগতো রসশস্য সঙ্ক্ষয়াযোশনা সমুদ্দিষ্টঃ।
আর্দ্রাগতস্তু কোশলকলিঙ্গহা সলিলনিকরকরঃ ॥২৬॥

শুক্র যদি মৃগশিরানক্ষত্র প্রাপ্ত হয় তাহাহইলে মধুরাদি রস এবং ধান্য বিনাশ হয়, আর্দ্রানক্ষত্র যুক্ত হইলে কোশল ও কলিঙ্গদেশের লোক নাশ হয়, কিন্তু বৃষ্টি অধিক হইবে॥ ২৬ ॥

অশ্মকবৈদর্ভাণাং পুনর্ব্বসুস্থে সিতে মহাননয়ঃ।
পুষ্যে পুষ্টা বৃষ্টির্ব্বিদ্যাধরগণবিমর্দ্দশ্চ ॥ ২৭ ॥

শুক্র যদি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে গমন করে তাহাহইলে অশ্মক ও বিদর্ভ-দেশের লোক সকল অনীতি পরায়ণ অর্থাৎ উপদ্রব যুক্ত হয়। পুষ্যা-নক্ষত্রে গমন করিলে সুবৃষ্টি হয় এবং বিদ্যাধর অর্থাৎ গায়ক ও নর্ত্তকদিগের মৃত্যু হয় ॥ ২৭ ॥

আশ্লেষাসু ভুজঙ্গমদারুণপীড়াবহশ্চরঞ্জুক্রঃ।
ভিন্দন্ মঘাং মহামাত্রদোষকৃদ্ভূরিবৃষ্টিকরঃ ॥ ২৮ ॥

শুক্র যদি অশ্লেষানক্ষত্রে গমন করে তাহাহইলে সর্পভয় এবং সর্প কর্তৃক ভয়ানক পীড়া উপস্থিত হয়। মঘানক্ষত্রযুক্ত হইলে হস্তির মাহুতের হানি এবং অতিবৃষ্টি হইবে ॥ ২৮ ॥

ভাগ্যে শবরপুলিন্দপ্রধ্বংসকরোঽম্বুনিবহমোক্ষায়।
আর্য্যম্ণে কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালঘ্নঃ সলিলদায়ী ॥ ২৯ ॥

শুক্র পূর্ব্বাফাল্গুনীনক্ষত্রে গমন করিলে শবর অর্থাৎ পার্ব্বতীয়লোক এবং পুলিন্দদেশের লোক বিনাশ হইবে ও উত্তম বৃষ্টি হইবে। উত্তর-ফাল্গুনীনক্ষত্রে গমন করিলে কুরু, জাঙ্গল এবং পাঞ্চালদেশের লোক বিনাশ হয় ও বৃষ্টি হয় ॥ ২৯ ॥

কৌরবচিত্রকারাণাং হস্তে পীড়া জলস্য চ নিরোধঃ।
কূপকৃদণ্ডজপীড়া চিত্রাস্থে শোভনা বৃষ্টিঃ ॥ ৩০ ॥

শুক্র যদি হস্তানক্ষত্রে গমন করে তাহাহইলে কৌরব ও চিত্রকর-দিগের পীড়া হয় এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে, আর চিত্রানক্ষত্রে গমন করিলে কূপকারক ও পক্ষিদিগের পীড়া এবং উত্তম বৃষ্টি হয় ॥ ৩০ ॥

স্বাতৌ প্রভূতবৃষ্টির্দূতবণিগ্নাবিকান্ স্পৃশত্যনয়ঃ।
ঐন্দ্রাগ্নেঽপি সুবৃষ্টির্ব্বণিজাঞ্চ ভয়ং বিজানীয়াৎ ॥৩১॥

শুক্র স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিলে অধিক বৃষ্টি হয় এবং দূত ব্যক্তি, বণিক্ ও নাবিকগণ অনীতি জন্য উপদ্রব ভোগ করে। বিশাখা নক্ষত্রে গমন করিলে উত্তমবৃষ্টি এবং বণিকদিগের ভয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

মৈত্রে ক্ষত্রবিরোধো জ্যেষ্ঠায়াং ক্ষত্রমুখ্যসন্তাপঃ।
মৌলিকভিষজাং মূলে ত্রিম্বপি চৈতেম্বনাবৃষ্টিঃ ॥৩২॥

শুক্র অনুরাধানক্ষত্রে গমন করিলে ক্ষত্রিয়দিগের বিবাদ উপস্থিত হয়, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করিলে ক্ষত্রিয়দিগের প্রধানের সন্তাপ হয়, মূলানক্ষত্র যুক্ত হইলে গাছ গাছরা ঔষধ-বিক্রেতা এবং চিকিৎসক ইহাদের উপদ্রব অর্থাৎ হানি হয়। আর অনুরাধা প্রভৃতি তিন নক্ষত্রে শুক্র থাকিলে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

আপ্যে সলিলজপীড়া বিশ্বেশে ব্যাধয়ঃ প্রকুপ্যন্তি।
শ্রবণে শ্রবণব্যাধিঃ পাষণ্ডিভয়ং ধনিষ্ঠাসু ॥ ৩৩ ॥

শুক্র পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে জলজপ্রাণীর পীড়া হয়, উত্তরা-ষাঢ়ানক্ষত্রে গমন করিলে পীড়ার বৃদ্ধি, শ্রবণানক্ষত্রে গমন করিলে কর্ণ-রোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে গমন করিলে বৈদিকক্রিয়া-হীন ব্যক্তির পীড়া হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

শতভিষজি শৌণ্ডিকানামজৈকপে দ্যূতজীবিনাং পীড়া।
কুরুপাঞ্চালানামপি করোতি চাস্মিন্ সিতঃ সলিলং ॥৩৪॥

শুক্র শতভিষা নক্ষত্রে গমন করিলে মদ্যবিক্রেতা ও মদ্যপায়ী-দিগের পীড়া হয়, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে গমন করিলে দ্যূতক্রিয়াকারী

ব্যক্তির, কুরুদেশের ও পাঞ্চালদেশের লোকদিগের পীড়া এবং অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

অহির্বুধ্ন্যে ফলমূলতাপকৃদ্যায়িনাঞ্চ রেবত্যাং। অশ্বিন্যাং হয়পানাং যাম্যে তু কিরাতযবনানাং ॥ ৩৫ ॥

শুক্র উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে গমন করিলে ফল ও মূলের হানি হইবে। রেবতীনক্ষত্রে গমন করিলে পথিকদিগের পীড়া হয়; অশ্বিনী নক্ষত্রে গমন করিলে অশ্বপতির পীড়া হয় এবং ভরণীনক্ষত্রে গমন করিলে কিরাত ও যবনদিগের পীড়া হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

চতুর্দ্দশে পঞ্চদশে তথাষ্টমে তমিস্রপক্ষস্য তিথৌ ভৃগোঃ সুতঃ। যদা ব্রজেদ্দর্শনমস্তমেতি বা তদা মহী বারিময়ীব লক্ষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

শুক্র যদি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে উদয় বা অস্ত হয় তাহাহইলে পৃথিবী জলপ্লাবিত হয় এবং অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

গুরুর্ভৃগুশ্চাপরপূর্ব্বকাষ্ঠয়োঃ পরস্পরং সপ্তমরাশিগৌ যদা। তদা প্রজা রুগ্‌ভয়শোকপীড়িতা ন বারি পশ্যন্তি পুরন্দরোজ্‌ঝিতং ॥ ৩৭ ॥

বৃহস্পতি এবং শুক্র যদি পরস্পরের বিপরীতে অর্থাৎ একশত আশী-অংশ অন্তরে থাকে এবং সেই সময় রাশিচক্রের ঠিক পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত হয় তাহাহইলে মানবের রোগভয়, শোক এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

যদা স্থিতা জীববুধারসূর্য্যজাঃ সিতস্য সর্ব্বেঽগ্রপথানুবর্ত্তিনঃ। নৃনাগবিদ্যাধরসঙ্গরাস্তদা ভবন্তি বাতাশ্চ সমুচ্ছ্রিতান্তকাঃ ॥ ৩৮ ॥

যদি বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল এবং শনিগ্রহ শুক্রের অগ্রভাগে গমন করে তাহাহইলে মনুষ্য, সর্প (কেহ বলেন হস্তী) এবং বিদ্যাধর এই সকলের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হইয়া থাকে, আর ভয়ানক ঝড় এবং মৃত্যু উপস্থিত হয় ॥ ৩৮ ॥

ন মিত্রভাবে সুহৃদো ব্যবস্থিতাঃ ক্রিয়াসু সম্যগ্ ন রতা দ্বিজাতয়ঃ। ন চাল্পমপ্যম্বু দদাতি বাসবো ভিনত্তি বজ্রেণ শিরাংসি ভূভৃতাং ॥ ৩৯ ॥

আর বন্ধু বন্ধুত্ব এবং ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্য পরিত্যাগ করে এবং অনাবৃষ্টি হয় ও পর্ব্বতের উপর বজ্রপাত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

শনৈশ্চরে ম্লেচ্ছবিড়ালকুঞ্জরাঃ খরা মহিষ্যোঽসিতধান্যশূকরাঃ। পুলিন্দশূদ্রাশ্চ সদক্ষিণাপথাঃ ক্ষয়ং ব্রজন্ত্যক্ষিমরুদ্গদোদ্ভবৈঃ ॥ ৪০ ॥

শনি যদি শুক্রের অগ্রে গমন করে তাহাহইলে যবন, বিড়াল, হস্তী, গর্দ্দভ, মহিষী, কৃষ্ণধান্য, শূকর, অসভ্যলোক, শূদ্র এবং দক্ষিণাপথবাসী লোক, ইহারা চক্ষুরোগ ও বায়ুদ্বারা বিনাশ পায় ॥ ৪০ ॥

নিহন্তি শুক্রঃ ক্ষিতিজেঽগ্রতঃ প্রজা হুতাশশস্ত্রক্ষুদবৃষ্টিতস্করৈঃ। চরাচরং ব্যক্তমথোত্তরাপথং দিশোঽগ্নিবিদ্যুদ্রজসা চ পীড়য়েৎ ॥ ৪১ ॥

মঙ্গল শুক্রের অগ্রে গমন করিলে অগ্নি, শস্ত্র, ক্ষুধা, অনাবৃষ্টি এবং চোর এইসকল দ্বারা প্রজাগণ বিনাশ হয় এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ও উত্তর পথের লোক, ইহার বিনাশ আর দিক্‌সকল অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং ধূলীদ্বারা পীড়িত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বৃহস্পতৌ হন্তি পুরঃস্থিতে সিতঃ সিতং সমস্তং দ্বিজগোসুরালয়ান্। দিশঞ্চ পূর্ব্বাং করকাসৃজোঽম্বুদা গলে গদা ভূরি ভবেচ্চ শারদম্ ॥ ৪২ ॥

বৃহস্পতি শুক্রের অগ্রে গমন করিলে সকল প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ; ব্রাহ্মণ, গো, দেবমন্দির এবং পূর্ব্বদিক্ এইসকলের বিনাশ হয় এবং শিলাবৃষ্টি ও মানবগণের কণ্ঠরোগ হয় এবং শরৎ ঋতুর শস্য সকল অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সৌম্যোঽস্তোদয়য়োঃ পুরো ভৃগুসুতস্যাবস্থিতস্তোয়কৃদ্ রোগান্ পিত্তজকামলাঞ্চ কুরুতে পুষ্ণাতি চ গ্রৈষ্মিকং। হন্যাৎ প্রব্রজিতাগ্নিহোত্রিকভিষগ্রঙ্গোপজীব্যান্ হয়ান্ বৈশ্যান্ গাঃ সহ বাহনৈর্নরপতীন্ পীতানি পশ্চাদ্দিশং ॥ ৪৩ ॥

অস্তগত কিংবা উদিত বুধ শুক্রের অগ্রগামী হইলে বৃষ্টি, জ্বরাদি-রোগ ও পিত্তজন্য কামলারোগ এইসকল হয়; আর গ্রীষ্মঋতুর ধান্য উত্তম হয় ও সন্ন্যাসী, অগ্নিহোত্রী, চিকিৎসক, মল্ল, ঘোরা, বৈশ্য, গো ও রথারোহী নৃপতির এবং পীতবর্ণ দ্রব্যেরও পশ্চিমদিকের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

শিখিভয়মনলাভে শস্ত্রকোপশ্চ রক্তে কনকনিকষগৌরে ব্যাধয়ো দৈত্যপূজ্যে। হরিতকপিলরূপে শ্বাসকাসপ্রকোপঃ পততি ন সলিলং খাদ্ভস্মরূক্ষাসিতাভে ॥৪৪॥

শুক্র অগ্নির ন্যায় বর্ণ হইলে অগ্নিভয়, রক্তবর্ণ হইলে যুদ্ধ, গলিত সুবর্ণবর্ণ হইলে রোগ, গৌরবর্ণ হইলে ব্যাধি, সবুজবর্ণ হইলে শ্বাস, কপিলবর্ণ হইলে কাস এবং ভস্ম ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

দধিকুমুদশশাঙ্ককান্তিভৃৎ স্ফুটবিকসৎকিরণো বৃহত্তনুঃ। সুগতিরবিকৃতো জয়ান্বিতঃ কৃতযুগরূপকরঃ সিতাহ্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

শুক্র যদি দধির, শ্বেতকুমুদের ও চন্দ্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট হয় কিংবা বৃহৎ শরীর ও চাকচিক্য কিরণযুক্ত হয় অথবা

নক্ষত্রের উত্তরদিক্ দিয়া গমন করে ও গ্রহযুদ্ধে জয়ী হয় তাহাহইলে মানবগণ সত্যযুগের ন্যায় সুখভোগ করে অর্থাৎ ব্যাধি, দারিদ্র্য ও শোক ইত্যাদি রহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ নবম অধ্যায়ে শুক্রচার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং শুক্রচারো নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শনৈশ্চরচারঃ।

শ্রবণানিলহস্তার্দ্রাভরণীভাগ্যোপগঃ সুতোঽর্কস্য।
প্রচুরসলিলোপগূঢ়াং করোতি ধাত্রীং যদি স্নিগ্ধঃ ॥১॥

যদি শনির মণ্ডল স্নিগ্ধ হয় এবং শনি যদি শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, আর্দ্রা ভরণী ও পূর্ব্বফাল্গুনী এই সকল নক্ষত্র দিয়া গমন করে তাহাহইলে পৃথিবী জলদ্বারা প্লাবিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অহিবরুণপুরন্দরদৈবতেষু সুক্ষেমকৃন্ন চাতিজলং।
ক্ষুচ্ছস্ত্রাবৃষ্টিকরো মূলে প্রত্যেকমপি বক্ষ্যে ॥ ২ ॥

যদি শনি অশ্লেষা, শতভিষা এবং জ্যেষ্ঠা এইসকল নক্ষত্র দিয়া গমন করে তাহাহইলে মঙ্গল হয়, কিন্তু বৃষ্টি অল্প হয়। মূলানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে ক্ষুধা ও শস্ত্র ভয় এবং অনাবৃষ্টি এইসকল হয়, প্রত্যেকনক্ষত্রের ফল নিম্নে বলা যাইতেছে ॥ ২ ॥

তুরগতুরগোপচারককবিবৈদ্যামাত্যহার্কজোঽশ্বিগতঃ।
যাম্যে নর্ত্তকবাদকগেয়জ্ঞক্ষুদ্রনৈকৃতিকান্ ॥ ৩ ॥

শনি অশ্বিনী নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে অশ্ব, অশ্বরক্ষক, কবি, চিকিৎসক এবং মন্ত্রী এইসকলের বিনাশ হয়; আর ভরণী নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে নর্ত্তক, বাদক, গায়ক, নীচকার্য্যকারী এবং দুষ্টলোক এইসকলের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বহুলাস্থে পীড্যন্তে সৌরেঽগ্ন্যুপজীবিনশ্চমূনাথাঃ।
রোহিণ্যাং কোশলমদ্রকাশিপাঞ্চালশাকটিকাঃ ॥ ৪ ॥

শনি কৃত্তিকানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে অগ্নিজীবী অর্থাৎ স্বর্ণকারাদি ও সেনাপতি পীড়িত হয়, আর রোহিণী নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে কোশল, মদ্র, কাশী এবং পাঞ্চাল এইসকল দেশের লোক ও গাড়ীচালক ইহারা বিনাশ পায় ॥ ৪ ॥

মৃগশিরসি বৎসযাজকযজমানার্য্যজনমধ্যদেশাশ্চ।
রৌদ্রস্থে পারতরামঠতৈলিকরজকচৌরাশ্চ ॥ ৫ ॥

শনি মৃগশিরা নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে বৎসদেশবাসী লোক, পুরোহিত, যজমান, আর্য্য অর্থাৎ প্রধান এবং মধ্যদেশের লোক ইহাদের পীড়া হয়। শনি আর্দ্রা নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে পারথদেশ ও রামঠদেশবাসী (কেহ কেহ বলেন পারদ প্রস্তুতকারী ও হিঙ্ প্রস্তুতকারী) লোকদিগের এবং তেলি, রজক অর্থাৎ ধোবা ও চোর ইহাদের পীড়া হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আদিত্যে পঞ্চনদপ্রত্যন্তসুরাষ্ট্রসিন্ধুসৌবীরাঃ।
পুষ্যে ঘাণ্টিকঘোষিকযবনবণিক্কিতবকুসুমানি ॥ ৬ ॥

শনি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে পঞ্চনদ, প্রত্যন্ত, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু এবং সৌবীর এইসকল দেশবাসী লোকের পীড়া হয়, আর পুষ্যানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে ঘণ্টাবাদক, ঘোষিক অর্থাৎ ঘোষণাকারীগণ, যবন, ব্যাপারী ও দ্যূতক্রিয়াসক্ত (জুয়ারী) ব্যক্তি এবং পুষ্প এই সকলের পীড়া অর্থাৎ হানি হয় ॥ ৬ ॥

সার্পে জলরুহসর্পাঃ পিত্র্যে বাহ্লীকচীনগান্ধারাঃ।
শূলিকপারতবৈশ্যাঃ কোষ্ঠাগারাণি বণিজশ্চ ॥ ৭ ॥

শনি অশ্লেষানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে জলজপ্রাণী ও সর্প এইসকলের পীড়া হয়, আর মঘানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে বাহ্লিক, চীন, ও গান্ধার এইসকল দেশের লোক, শূলিক (শূলধারণকারী), পারথদেশবাসী, বৈশ্য, গোলাঘর এবং ব্যাপারী এই সকলের পীড়া ও হানি হয় ॥ ৭ ॥

ভাগ্যে রসবিক্রয়িণঃ পণ্যস্ত্রীকন্যকা মহারাষ্ট্রাঃ।
আর্য্যম্নে নৃপগুড়লবণভিক্ষুকাম্বূনি তক্ষশিলাঃ ॥ ৮ ॥

শনি পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে রস-বিক্রেতা, বেশ্যা, কুমারী এবং মহারাষ্ট্রদেশের লোক এই সকলের পীড়া হয়। উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে রাজা, গুড়, লবণ, দণ্ডী, জল এবং তক্ষশিলানগরী এইসকলের বিঘ্ন অর্থাৎ অনিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হস্তে নাপিতচাক্রিকচৌরভিষক্সূচিকদ্বিপগ্রাহাঃ।
বন্ধক্যঃ কৌশলকা মালাকারাশ্চ পীড্যন্তে ॥ ৯ ॥

যদি শনি হস্তানক্ষত্র দিয়া গমন করেন তাহাহইলে নাপিত, কুম্ভকার, চোর, চিকিৎসক, সূচীক অর্থাৎ দরজী, মাহুত, বেশ্যা, কৌশলকা, কেহ বলেন কস্‌বীলোক এবং মালাকর এই সকলের পীড়া হয় ॥ ৯ ॥

চিত্রাস্থে প্রমদাজনলেখকচিত্রজ্ঞচিত্রভাণ্ডানি।
স্বাতৌ মাগধচরদূতসূতপোতপ্লবনটাদ্যাঃ ॥ ১০ ॥

শনি চিত্রানক্ষত্রে গমন করিলে স্ত্রীলোক, লেখক, চিত্রকর এবং তৈজসাদি এইসকলের হানি হয়, স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিলে মগধদেশবাসী, চর, দূত, সারথী, নাবিক এবং নর্ত্তক ইহাদের অনিষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

ঐন্দ্রাগ্ন্যাখ্যে ত্রৈগর্ত্তচীনকৌলূতকুঙ্কুমং লাক্ষা।
শস্যান্যথ মাঞ্জিষ্ঠং কৌসুম্ভঞ্চ ক্ষয়ং যাতি ॥ ১১ ॥

শনি বিশাখানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে ত্রিগর্ত্ত, চীন ও কৌলূত এই সকলদেশের লোক এবং কুঙ্কুম, লাক্ষা, ধান্য, মঞ্জিষ্ঠা ও কুসুম্ভরঙ্ এই সকলের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

মৈত্রে কুলূততঙ্গণখসকাশ্মীরাঃ সমন্ত্রিচক্রচরাঃ।
উপতাপং যান্তি চ ঘান্টিকা বিভেদশ্চ মিত্রাণাং ॥১২॥

শনি যদ্যপি অনুরাধানক্ষত্র দিয়া গমন করেন তাহাহইলে কুলূত, তঙ্গণ, খস, অর্থাৎ নেপালাদি পর্ব্বতপ্রদেশ এবং কাশ্মীর এইসকল দেশের লোক, মন্ত্রী, গাড়ীচালক ও ঘণ্টাবাদক এই সকলের পীড়া হয় এবং মিত্র শত্রু হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

জ্যেষ্ঠাসু নৃপপুরোহিতনৃপসৎকৃতশূরগণকুলশ্রেণ্যঃ।
মূলে তু কাশিকোশলপাঞ্চালফলৌষধীযোধাঃ ॥ ১৩ ॥

শনি জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিয়া গমন করিলে রাজপুরোহিত, রাজার প্রিয়পাত্র, যোদ্ধা এবং নানাজাতীয় মিশ্রিতদল এই সকলের সন্তাপ হয়, আর মূলানক্ষত্রে গমন করিলে কাশী, কোশল ও পাঞ্চাল এইসকল দেশের লোক এবং ফল, ঔষধের বৃক্ষাদি ও যোদ্ধা এই সকলের সন্তাপ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

আপ্যেঽঙ্গবঙ্গকোশলগিরিব্রজা মগধপুণ্ড্রমিথিলাশ্চ।
উপতাপং যান্তি জনা বসন্তি যে তাম্রলিপ্তাঞ্চ ॥ ১৪ ॥

শনি পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে গমন করিলে অঙ্গ, বঙ্গ, কোশল, গিরিব্রজ, মগধ, পুণ্ড্র, মিথিল এবং তাম্রলিপ্ত এইসকল দেশের লোক সন্তাপিত হয় ॥ ১৪ ॥

বিশ্বেশ্বরেঽর্কপুত্রশ্চরন্দশার্ণান্নিহন্তি যবনাংশ্চ।
উজ্জয়নীং শবরান্ পারিযাত্রিকান্ কুন্তিভোজাংশ্চ ॥১৫

শনি উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র মধ্যে অবস্থিত হইলে দশার্ণদেশের লোক, যবন, উজ্জয়িনীদেশস্থ লোক, শবরজাতি, অর্থাৎ বর্ব্বরজাতি, পারিযাত্রপর্ব্বতের লোক এবং কুন্তিভোজ এইসকল দেশের লোক বিনাশ পায় ॥ ১৫ ॥

শ্রবণে রাজাধিকৃতান্বিপ্রাগ্র্যভিষক্‌পুরোহিতকলিঙ্গান্।
বসুভে মগধেশজয়ো বৃদ্ধিশ্চ ধনেম্বধিকৃতানাং ॥ ১৬ ॥

শনি শ্রবণানক্ষত্রে গমন করিলে রাজপ্রধানব্রাহ্মণ, চিকিৎসক ও পুরোহিতের সন্তাপ হয়; আর ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করিলে মগধদেশের রাজার জয় এবং রক্ষকদিগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সাজে শতভিষজি ভিষক্ কবিশৌণ্ডিকপণ্যনীতিবার্ত্তানাং
আহির্বুধ্ন্যে নদ্যো যানকরাঃ স্ত্রীহিরণ্যঞ্চ ॥ ১৭ ॥

শনি শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে গমন করিলে চিকিৎসক, কবি, মদ্যপায়ী ও মদ্যবিক্রেতা, ব্যাপারী এবং নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এইসকলের পীড়া হয়। উত্তরাভাদ্রপদে গমন করিলে নর্ত্তকী, পাল্কী প্রস্তুতকারক (বাড়ই), স্ত্রী ও সুবর্ণ এই সকলের হানি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

রেবত্যাং রাজভৃতাঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রিতাঃ শরৎশস্যং।
শবরাশ্চ নিপীড্যন্তে যবনাশ্চ শনৈশ্চরে চরতি ॥১৮॥

শনি রেবতী নক্ষত্র দিয়া গমন করিলে রাজার কর্ম্মচারী, ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসী লোক, শরৎঋতুর ধান্য, বর্ব্বরজাতি এবং যবন এইসকলের পীড়া হয় ॥ ১৮ ॥

যদা বিশাখাসু মহেন্দ্রমন্ত্রী সুতশ্চ ভানোর্দহনর্ক্ষযাতঃ।
তদা প্রজানামনয়োঽতিঘোরঃ পুরপ্রভেদো গতয়োর্ভমেকং ॥ ১৯ ॥

শনি কৃত্তিকানক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যদি বৃহস্পতি বিশাখানক্ষত্রে অবস্থিতি করে তাহাহইলে মানবগণ ভয়ানক অনীতি আচরণ করে; আর যদি শনি ও বৃহস্পতি উভয়ই একনক্ষত্রে অবস্থিতি করে তাহাহইলে প্রধান নগরের অনিষ্ট হইবে ॥ ১৯ ॥

অণ্ডজহা রবিজো যদি চিত্রঃ ক্ষুদ্ভয়কৃদ্যদি পীতময়ূখঃ।
শস্ত্রভয়ায় চ রক্তসবর্ণো ভস্মনিভো বহুবৈরকরশ্চ ॥২০॥

শনি নানারঙ্‌বিশিষ্ট দৃষ্ট হইলে পক্ষীগণের নাশ হয়, পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে ক্ষুধার ভয়, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে যুদ্ধভয় এবং ভস্মের সদৃশ বর্ণ দৃষ্ট হইলে কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বৈদূর্য্যকান্তিরমলঃ শুভদঃ প্রজানাং বাণাতসীকুসুমবর্ণনিভশ্চ শস্তঃ। পঞ্চাপি বর্ণমুপগচ্ছতি তৎসবর্ণান্ সূর্য্যাত্মজঃ ক্ষপয়তীতি মুনিপ্রবাদঃ ॥ ২১ ॥

শনি যদি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল ও নির্ম্মল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে মানবগণের মঙ্গল হয় এবং যদি বাণ ও অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভফল হইয়া থাকে। শনি যদি শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয় তবে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে বৈশ্য, সবুজবর্ণ দৃষ্ট হইলে চণ্ডাল এবং কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে শূদ্র বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

দশম অধ্যায়ে শনিচার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
শনৈশ্চরচারো দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কেতুচারঃ।

গার্গীয়ং শিখিচারং পারাশরমসিতদেবলকৃতঞ্চ।
অন্যাংশ্চ বহূন্ দৃষ্ট্বা ক্রিয়তেঽয়মনাকুলশ্চারঃ ॥ ১ ॥

গর্গ, পরাশর, অসিত, দেবল এবং অন্যান্য ঋষিগণ কেতুসম্বন্ধে* যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তদ্দৃষ্টে বিশেষরূপে সেই কেতুচার অর্থাৎ কেতুর বিষয় বলিতেছি ॥ ১ ॥

দর্শনমস্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্য শক্যতে জ্ঞাতুং।
দিব্যান্তরিক্ষভৌমাস্ত্রিবিধাঃ স্যুঃ কেতবো যস্মাৎ ॥ ২ ॥

গণিতশাস্ত্রদ্বারা কেতুর উদয় বা অস্ত নিরূপণ করা দুরূহ। কেতু ত্রিবিধ; দিব্য, আন্তরিক্ষ ও ভৌম ॥ ২ ॥

* কেতু শব্দের বিষয় যাহা লিখিত হইল, ইহাদ্বারা ধূমকেতু, উল্কাপাত, নক্ষত্রপতন, রবি ও চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক এবং ঐরূপ গগনস্থ দীপ্তিশালী পদার্থ বুঝায়।

অহুতাশেনলরূপং যস্মিংস্তৎ কেতুরূপমেবোক্তং।
খদ্যোতপিশাচালয়মণিরত্নাদীন্ পরিত্যজ্য ॥ ৩॥

কেতু প্রজলিত অনলসদৃশ, কিন্তু তাহার দাহিকাশক্তি নাই; পরন্ত খদ্যোত, (জোনাকীপোকা) পিশাচালয় (ফস্ফরাস্), মণি ও রত্ন ইহাদিগের জ্যোতির ন্যায় নহে ॥ ৩ ॥

ধ্বজশস্ত্রভবনতরুতুরগকুঞ্জরাদ্যেষ্বথান্তরিক্ষান্তে।
দিব্যা নক্ষত্রস্থা ভৌমাঃ স্যুরতোঽন্যথা শিখিনঃ ॥ ৪ ॥

আন্তরিক্ষ কেতু, ধ্বজা, অস্ত্র, বাটী, বৃক্ষ, ঘোটক ও হস্তী প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে; দিব্য কেতু নক্ষত্রমণ্ডলে এবং ভৌম কেতু পৃথিবীস্থ গর্ত্ত, নিম্নস্থান প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শতমেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি কেতুনাং।
বহুরূপমেকমেব প্রাহ মুনির্নারদঃ কেতুং ॥ ৫ ॥

কেহ কেহ বলেন, এক শত একটীমাত্র কেতু বিদ্যমান আছে, কেহ কেহ সহস্রসংখ্যক কেতু নির্দ্দেশ করেন, নারদ বলেন যে, একটীমাত্র কেতুই নানাসময়ে নানাস্থানে নানারূপে প্রকাশিত হয় ॥ ৫ ॥

যদ্যেকো যদি বহবঃ কিমনেন ফলস্তু সর্ব্বথা বাচ্যং।
উদয়াস্তময়ৈঃ স্থানৈঃ স্পর্শৈরাধূমনৈর্ব্বর্ণঃ ॥ ৬ ॥

কেতু একই হউক্ বা বহুসংখ্যকই হউক্, তাহাদের ফল নানাবিধ হয় এবং তাহার উদয় ও অস্তসময়, স্থিতিস্থান, গ্রহাদি সহ তাহার যোগ এবং তাহার বর্ণ এই সমস্ত দ্বারাই ঐ ফল নিরূপিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যাবন্ত্যহানি দৃশ্যো মাসাস্তাবন্ত এব ফলপাকঃ।
মাসৈরব্দাংশ্চ বদেৎ প্রথমাৎ পক্ষত্রয়াৎ পরতঃ ॥৭॥

কেতু যত সংখ্যক দিন উদিত থাকে, প্রথমোদয়ের তিন পক্ষ পর হইতে ততসংখ্যক মাস পর্য্যন্ত তাহার ফল প্রদান করে এবং যতসংখ্যক মাস উদিত থাকে, প্রথমোদয়ের তিন পক্ষ পর হইতে ততসংখ্যক বৎসর যাবৎ তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হ্রস্বস্তনুঃ প্রসন্নঃ স্নিগ্ধস্ত্বৃজুরচিরসংস্থিতঃ শুক্লঃ।
উদিতো বাপ্যভিদৃষ্টঃ সুভিক্ষসৌখ্যাবহঃ কেতুঃ॥ উক্ত-
বিপরীতরূপো ন শুভকরো ধূমকেতুরুৎপন্নঃ। ইন্দ্রায়ুধানু-
কারী বিশেষতো দ্বিত্রিচূলো বা ॥ ৮—৯ ॥

ধূমকেতু হ্রস্ব, সুদৃশ্য, স্নিগ্ধ, ক্ষণস্থায়ী, শুক্লবর্ণ এবং উদিতসময়ে বা তৎপরক্ষণে দৃষ্ট হইলে সুভিক্ষ ও লোকের সুখলাভ হয়। আর ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হইলে এবং ইন্দ্রধনুরাকৃতি অথবা দুইটী কিম্বা তিনটী চূড়া বা পুচ্ছবিশিষ্ট হইলে সেই কেতু অশুভকারী হইয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥

হারমণিহেমরূপাঃ কিরণাখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সশিখাঃ।
প্রাগপরদিশোর্দৃশ্যা নৃপতিবিরোধাবহা রবিজাঃ ॥ ১০ ॥

যে সকল কেতু বা ধূমকেতু মালা, মণি ও স্বর্ণের ন্যায়, তাহাদিগকে কিরণকেতু কহে। ইহাদিগের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি ও ইহারা শিখাবিশিষ্ট। (এই শিখাকে পুচ্ছ বলে) এই সকল ধূমকেতু রবির পুত্র, ইহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে আবির্ভূত হয়, ইহারা উদিত হইলে রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জন্মিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শুকদহনবন্ধুজীবকলাক্ষাক্ষতজোপমা হুতাশসুতাঃ।
আগ্নেয্যাং দৃশ্যন্তে তাবন্তস্তেঽপি শিখিভয়দাঃ ॥ ১১ ॥

যে সকল কেতু শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা অগ্নি, বন্ধুজীবপুষ্প,* লাক্ষা বা রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ, তাহারা অগ্নির পুত্র; এই সকল কেতু অগ্নিকোণে উদিত হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি, ইহারা সমুদিত হইলে লোকসকল ভয়ে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

বক্রশিখা মৃত্যুসুতা রুক্ষাঃ কৃষ্ণাশ্চ তেঽপি তাবন্তঃ।
দৃশ্যন্তে যাম্যায়াং জনমরকাবেদিনস্তে চ ॥ ১২ ॥

যে সকল ধূমকেতুর শিখা বক্র, যাহারা রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা মৃত্যুর পুত্র, ইহাদের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি, ইহারা দক্ষিণ দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধূমকেতু উদিত হইলে লোকমধ্যে মারীভয় উপস্থিত হয় ॥১২॥

দর্পণবৃত্তাকারা বিশিখাঃ কিরণান্বিতা ধরাতনয়াঃ।
ক্ষুদ্ভয়দা দ্বাবিংশতিরৈশান্যামম্বুতৈলনিভাঃ ॥ ১৩ ॥

যে সকল ধূমকেতু দর্পণাকৃতি, বৃত্তাকার, শিখাহীন, কিরণশালী এবং জল বা তৈলসন্নিভ, তাহারা পৃথিবীর পুত্র; ইহাদের সংখ্যা দ্বাবিংশতি। ইহারা লোকের ভয় ও ক্ষুধা উৎপাদন করে ॥ ১৩ ॥

শশিকিরণরজতহিমকুমুদকুন্দকুসুমোপমাঃ সুতাঃ শশিনঃ।
উত্তরতো দৃশ্যন্তে ত্রয়ঃ সুভিক্ষাবহাঃ শিখিনঃ ॥ ১৪ ॥

যে সকল ধূমকেতু চন্দ্রকিরণ, রৌপ্য, হিম, কুমুদ ও কুন্দকুসুমের ন্যায়, তাহারা চন্দ্রের পুত্র। ইহাদের সংখ্যা তিন, ইহারা উত্তরদিকে উদিত হয়, ইহাদের উদয়ে রাজ্যে সুভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মসুত এক এব ত্রিশিখো বর্ণৈস্ত্রিভির্যুগান্তকরঃ।
অনিয়তদিক্সম্প্রভবো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মদণ্ডাখ্যঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মদণ্ড নামে যে একটী ধূমকেতু আছে, সে ব্রহ্মার পুত্র, তাহার তিনটী শিখা এবং বর্ণ ত্রিবিধ, এই ধূমকেতু কোন্ দিকে উদিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এই ধূমকেতু উদিত হইলে প্রলয় সংঘটিত হয় ॥ ১৫ ॥

শতমভিহিতমেকসমেতমেতদেকেন বিরহিতান্যস্মাৎ।
কথয়িষ্যে কেতুনাং শতানি নবলক্ষণৈঃ স্পষ্টৈঃ ॥১৬॥

একশত একটী কেতুর বিষয় বলা হইল। এক্ষণ এক সহস্রের অবশিষ্ট আট শত নিরানব্বইটী কেতুর লক্ষণ বলা যাইতেছে ॥ ১৬ ॥

* বন্ধুজীব পুষ্প রক্তবর্ণ, এই পুষ্প বেলা দুই প্রহরের সময় প্রস্ফুটিত হয় এবং তৎপরদিন সূর্য্যোদয়কালে ম্লান হইয়া যায়।

সৌম্যৈশান্যোরুদয়ং শুক্রসুতা যান্তি চতুরশীত্যাখ্যাঃ।
বিপুলসিততারকাস্তে স্নিগ্ধাশ্চ ভবন্তি তীব্রফলা॥ ১৭॥

যে সকল ধূমকেতু উত্তর ও ঈশানকোণে উদিত হয়, তাহাদের সংখ্যা চতুরশীতি, তাহারা শুক্রের পুত্র। ইহারা বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ; ইহারা তীব্রফল (মন্দফল) প্রদান করে॥ ১৭॥

স্নিগ্ধাঃ প্রভাসমেতা দ্বিশিখাঃ ষষ্টিঃ শনৈশ্চরাঙ্গরুহাঃ।
অতিকষ্টফলা দৃশ্যাঃ সর্ব্বত্রৈতে কনকসংজ্ঞাঃ॥ ১৮॥

যাহারা স্নিগ্ধ, প্রভাশালী, দ্বিশিখ, তাহাদিগকে কনকধূমকেতু কহে, ইহাদের সংখ্যা ষাটি, ইহারা শনির পুত্র, সর্ব্বত্রই উদিত হয়, এবং অত্যন্ত মন্দ ফল প্রদান করে॥ ১৮॥

বিকচা নাম গুরুসুতাঃ সিতৈকতারাঃ শিখাপরিত্যক্তাঃ।
ষষ্টিঃ পঞ্চভিরধিকা স্নিগ্ধা যাম্যাশ্রিতাঃ পাপাঃ॥ ১৯॥

যে সকল ধূমকেতু শ্বেত, একটী তারকাবিশিষ্ট, শিখাহীন ও স্নিগ্ধ, তাহারা বৃহস্পতির পুত্র, তাহাদিগের সংখ্যা পঞ্চষষ্টি, ইহারা দক্ষিণদিকে আবির্ভূত হয় এবং অনিষ্টকারী হইয়া থাকে॥ ১৯॥

নাতিব্যক্তাঃ সূক্ষ্মা দীর্ঘাঃ শুক্লা যথেষ্টদিক্‌প্রভবাঃ।
বুধজাস্তস্করসংজ্ঞাঃ পাপফলাস্ত্বেকপঞ্চাশৎ॥ ২০॥

যাহারা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত নহে, যাহারা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও শ্বেতবর্ণ, তাহারা তস্কর নামে পরিচিত, ইহারা বুধের পুত্র, সর্ব্বদিকেই উদিত হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা একপঞ্চাশৎ, ইহারা মন্দফল প্রদান করে॥ ২০॥

ক্ষতজানলানুরূপাস্ত্রিচূলতারাঃ কুজাত্মজাঃ ষষ্টিঃ।
নাম্না চ কৌঙ্কুমাস্তে সৌম্যাশাসংস্থিতাঃ পাপাঃ॥২১॥

যে সকল ধূমকেতু রক্ত ও অগ্নির ন্যায় লোহিতবর্ণ, তিনটী শিখাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে কৌঙ্কুম ধূমকেতু কহে, ইহারা মঙ্গলের পুত্র, ইহাদের সংখ্যা ষষ্টি, ইহারা উত্তর দিকে দৃষ্ট হয় ও মন্দফল প্রদান করে॥ ২১॥

ত্রিংশত্র্যধিকা রাহোস্তে তামসকীলকা ইতি খ্যাতাঃ।
রবিশশিগা দৃশ্যন্তে তেষাং ফলমর্কচারোক্তং॥ ২২॥

যে সকল কেতু সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলে চিহ্নবৎ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে তামস ও কীলক কহে। উহাদের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ, উহারা রাহুর পুত্র। উহাদের ফল সূর্য্যচারে কথিত আছে॥ ২২॥

বিংশত্যধিকমন্যচ্ছতমগ্নের্ব্বিশ্বরূপসংজ্ঞানাং।
তীব্রানলভয়দানাং জ্বালামালাকুলতনূনাং॥ ২৩॥

যে সকল ধূমকেতু অগ্নিশিখা ও মালার ন্যায়, তাহাদিগকে বিশ্বরূপ কহে। ইহারা অগ্নির পুত্র, ইহাদের সংখ্যা একশত বিংশতি, ইহারা অত্যন্ত অগ্নিভয় প্রদান করে॥ ২৩॥

শ্যামারুণা বিতারাশ্চামররূপা বিকীর্ণদীধিতয়ঃ।
অরুণাখ্যাবায়োঃ সপ্তসপ্ততিঃ পাপদাঃ পরুষাঃ॥২৪॥

যে সকল ধূমকেতু শ্যামমিশ্রিত অরুণবর্ণ, তারকাহীন, চামরাকৃতি এবং যাহাদের কিরণ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহারা বায়ুর পুত্র, তাহাদের নাম অরুণ, উহাদের সংখ্যা সপ্তসপ্ততি। ইহারা উদিত হইলে মন্দফল প্রদান করে॥ ২৪॥

তারাপুঞ্জনিকাশা গণকা নাম প্রজাপতেরষ্টৌ।
দ্বে চ শতে চতুরধিকে চতুরস্রা ব্রহ্মসন্তানাঃ॥ ২৫॥

যে সকল ধূমকেতু তারকাপুঞ্জের ন্যায়, তাহারা গণক নামে পরিচিত, তাহাদের সংখ্যা আট, উহারা প্রজাপতির পুত্র; আর যে সকল ধূমকেতুর চতুরস্র, তাহাদের সংখ্যা দুই শত চারি, তাহারা ব্রহ্মার পুত্র॥ ২৫॥

কঙ্কা নাম বরুণজা দ্বাত্রিংশদ্বংশগুল্মসংস্থানাঃ।
শশিবৎপ্রভাসমেতাস্তীব্রফলাঃ কেতবঃ প্রোক্তাঃ॥২৬॥

যে সকল ধূমকেতু বংশগুচ্ছ ও অগ্নির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী, তাহারা কঙ্ক নামে পরিচিত, উহারা বরুণের পুত্র, তাহাদিগের সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ, ইহারা মন্দফল প্রদান করে॥ ২৬॥

ষণ্ণবতিঃ কালসুতাঃ কবন্ধসংজ্ঞাঃ কবন্ধসংস্থানাঃ।
চণ্ডা ভয়প্রদাঃ স্যুর্ব্বিরূপতারাশ্চ তে শিখিনঃ॥২৭॥

যে সকল ধূমকেতু কবন্ধাকৃতি, তাহারা কবন্ধ নামে পরিচিত, উহারা বিরূপ, তারকাহীন ও উগ্র, উহাদের সংখ্যা ছিয়ানব্বই, ইহারা যমের পুত্র, এবং সর্ব্বত্র ভয় উৎপাদন করে॥ ২৭॥

শুক্লবিপুলৈকতারা নব বিদিশাং কেতবঃ সমুৎপন্নাঃ।
এবং কেতুসহস্রং বিশেষমেষামতো বক্ষ্যে॥ ২৮॥

যে সকল ধূমকেতু একটীমাত্র শ্বেতবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট, তাহাদের সংখ্যা নয়, তাহারা চারি কোণমধ্যে যে কোন কোণে উদিত হইয়াথাকে। একসহস্র কেতুর লক্ষণ কথিত হইল, এক্ষণ ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে॥ ২৮॥

উদগায়তো মহান্ স্নিগ্ধমূর্ত্তিরপরোদয়ী বসাকেতুঃ।
সদ্যঃ করোতি মরকং সুভিক্ষমপ্যুত্তমং কুরুতে॥২৯॥

যে ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হয় এবং উত্তরদিকে যাহার মস্তক বিস্তৃত থাকে, তাহার নাম বসাকেতু, এই ধূমকেতু অতি বৃহৎ ও স্নিগ্ধ, এই ধূমকেতু উদিত হইলে সদ্য মড়ক উপস্থিত হয়, কিন্তু পরিণামে সুভিক্ষ হইয়া থাকে॥ ২৯॥

তল্লক্ষণোঽস্থিকেতুঃ স তু রূক্ষঃ ক্ষুদ্ভয়াবহঃ প্রোক্তঃ।
স্নিগ্ধস্তাদৃক্ প্রাচ্যাং শস্ত্রাখ্যো ডমরমরকায়॥ ৩০॥

অস্থিকেতু নামক কেতুর লক্ষণও বসাকেতুর ন্যায়, কিন্তু রূক্ষ; এই কেতু উদিত হইলে দেশে ক্ষুধা ও ভয় জন্মিয়া থাকে, আর শস্ত্র নামক কেতুও ঐরূপ, কিন্তু স্নিগ্ধ, এই কেতু উদিত হইলে যুদ্ধ ও মড়ক উপস্থিত হয়॥ ৩০॥

দৃশ্যোঽমাবাস্যায়াং কপালকেতুঃ সধূম্ররশ্মিশিখঃ।
প্রাঙ্নভসোঽর্দ্ধবিচারী ক্ষুন্মরকাবৃষ্টিরোগকরঃ॥৩১॥

কপালকেতু অমাবস্যার দিনে দৃষ্ট হয়, ইহার শিখা ধূম্রবর্ণ, এই কেতু-গগনমণ্ডলের পূর্ব্বার্দ্ধভাগে ভ্রমণ করে। ইহা উদিত হইলে ক্ষুধা, মড়ক, অনাবৃষ্টি ও রোগ উৎপন্ন হয়॥ ৩১॥

প্রাগ্বৈশ্বানরমার্গে শূলাগ্রঃ শ্যাবরুক্ষতাম্রার্চ্চিঃ।
নভসস্ত্রিভাগগামী রৌদ্র ইতি কপালতুল্যফলঃ॥৩২॥

যে কেতু শূলের অগ্রভাগের ন্যায় রুক্ষ, তাম্রবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, তাহাকে রৌদ্র কেতু কহে। এই কেতু অগ্নিকোণে উদিত হয় এবং গগনমণ্ডলের তিন অংশে বিচরণ করে। এই কেতু কপালকেতুর ন্যায় ফল প্রদান করে॥ ৩২॥

অপরস্যাং চলকেতুঃ শিখয়া যাম্যাগ্রয়াঙ্গুলোচ্ছ্রিতয়া।
গচ্ছেদ্যথা যথোদক্ তথা তথা দৈর্ঘ্যমায়াতি॥ ৩৩॥

চলকেতু নামক ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া থাকে, ইহার শিখা এক অঙ্গুল উন্নত ঐ শিখার অগ্রভাগ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী এই ধূমকেতু ক্রমে যত উত্তরে উঠিতে থাকে, ততই দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥

সপ্তমুনীন্ সংস্পৃশ্য ধ্রুবমভিজিতমেব চ প্রতিনিবৃত্তঃ।
নভসোঽর্দ্ধমাত্রমিত্বা যাম্যেনাস্তং সমুপযাতি॥ ৩৪॥

চলকেতু নামক ধূমকেতু সপ্তর্ষি, ধ্রুবনক্ষত্র ও অভিজিৎনক্ষত্র স্পর্শ করিয়া পুনরায় প্রতিগমন করে এবং গগনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণদিকে অস্তগত হয়॥ ৩৪॥

হন্যাৎ প্রয়াগকূলাদ্ যাবদবন্তীঞ্চ পুষ্করারণ্যং। উদগপি চ দেবিকামপি ভূয়িষ্ঠং মধ্যদেশাখ্যং॥ অন্যানপি চ স দেশান্ ক্বচিৎ ক্বচিদ্ধন্তি রোগদুর্ভিক্ষৈঃ। দশমাসান্ ফলপাকোঽস্য কৈশ্চিদষ্টাদশ প্রোক্তঃ॥ ৩৫—৩৬॥

চলকেতু উদিত হইলে প্রয়াগ হইতে অবন্তী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, পুষ্কর, উত্তরদিক্, দেবিকা ও মধ্যদেশ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য অনেক দেশ রোগ ও দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। এই ধূমকেতুর ফল দশমাস পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, কেহ কেহ বলেন যে অষ্টাদশমাস যাবৎ ইহার ফল দৃষ্ট হয়॥ ৩৫-৩৬॥

প্রাগর্দ্ধরাত্রদৃশ্যো যাম্যাগ্রঃ শ্বেতকেতুরন্যশ্চ।
ক ইতি যুগাকৃতিরপরে যুগপত্তৌ সপ্তদিনদৃশ্যৌ॥৩৭॥

শ্বেতকেতু নামক ধূমকেতু পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার পুচ্ছের অগ্রভাগ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী, আর ক নামক কেতুর আকৃতি শকটের যগের ন্যায়, এই ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া থাকে, এই উভয় ধূমকেতুই উদিত হইয়া সাতদিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকে॥ ৩৭॥

স্নিগ্ধৌ সুভিক্ষশিবদাবথাধিকং দৃশ্যতে ক নামা যঃ।
দশবর্ষাণ্যুপতাপং জনয়তি শস্ত্রপ্রকোপকৃতং॥ ৩৮॥

উল্লিখিত ধূমকেতুদ্বয় স্নিগ্ধ দৃষ্ট হইলে সুভিক্ষ ও কল্যাণ লাভ হয়। যদি ক নামক ধূমকেতু সাত দিনের অধিক প্রকাশিত থাকে, তাহাহইলে রাজ্যে দশবর্ষ পর্য্যন্ত যুদ্ধজনিত ক্লেশ হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

শ্বেত ইতি জটাকারো রুক্ষঃ শ্যাবো বিয়ত্ত্রিভাগগতঃ।
বিনিবর্ত্ততেঽপসব্যং ত্রিভাগশেষাঃ প্রজাঃ কুরুতে॥৩৯॥

শ্বেত নামক ধূমকেতু জটাকার, রুক্ষ, শ্যাববর্ণ এবং এই কেতু আকাশের ত্রিভাগ বিচরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই ধূমকেতু উদিত হইলে সমস্ত প্রজাগণ বিনাশ পায়, কেবল তিন ভাগমাত্র অবশিষ্ট থাকে॥ ৩৯॥

আধূম্রয়া তু শিখয়া দর্শনমায়াতি কৃত্তিকাসংস্থঃ।
জ্ঞেয়ঃ স রশ্মিকেতুঃ শ্বেতসমানং ফলং ধত্তে॥ ৪০॥

কৃত্তিকা নক্ষত্রে যে ধূমকেতু উদিত হয়, তাহার নাম রশ্মিকেতু। ইহার শিখা ঈষৎ ধূম্রবর্ণ। শ্বেত নামক ধূমকেতু যে ফল প্রদান করে, এই ধূমকেতুও উদিত হইয়া সেই ফল দেয়॥ ৪০॥

ধ্রুবকেতুরনিয়তগতিপ্রমাণবর্ণাকৃতির্ভবতি বিশ্বক্।
দিব্যান্তরিক্ষভৌমো ভবত্যয়ং স্নিগ্ধ ইষ্টফলঃ॥ ৪১॥

ধ্রুবকেতু নামক কেতুর গতি, পরিমাণ, বর্ণ বা আকৃতির স্থিরতা নাই, ইহা সর্ব্বত্রই উদিত হয়; স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও ভূমি তিন স্থানেই ইহার উদয় হইয়া থাকে; এই কেতু স্নিগ্ধ এবং শুভফল প্রদান করে॥ ৪১॥

সেনাঙ্গেষু নৃপাণাং গৃহতরুশৈলেষু চাপি দেশানাং।
গৃহিণামুপস্করেষু চ বিনাশিনাং দর্শনং যাতি॥ ৪২॥

রাজাদিগের সেনাবিভাগের মধ্যে ধ্রুবকেতু নামক কেতু দৃষ্ট হইলে তাহাদিগের বিনাশ হয়। ঐরূপ যে স্থানের গৃহ, তরু ও পর্ব্বতে দৃষ্ট হইবে, তত্তৎস্থানস্থ জীব এবং যে গৃহে দৃষ্ট হইবে, সেই গৃহবাসীগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥

কুমুদ ইতি কুমুদকান্তির্ব্বারুণ্যাং প্রাক্শিখো নিশামেকাং।
দৃষ্টঃ সুভিক্ষমতুলং দশ কিল বর্ষাণি স করোতি॥ ৪৩॥

কুমুদ নামক ধূমকেতু শ্বেতবর্ণ কুমুদপুষ্পের সদৃশ, ইহার শিখা পূর্ব্বদিক্গামী, এই ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া এক রাত্রিমাত্র প্রকাশিত থাকে। এই ধূমকেতু উদিত হইলে দশবর্ষপর্য্যন্ত অতুল সুভিক্ষ হয়॥ ৪৩॥

সকৃদেকযামদৃশ্যঃ সুসূক্ষ্মতারোঽপরেণ মণিকেতুঃ।
ঋজ্বী শিখাস্য শুক্লাস্তনোদ্গতা ক্ষীরধারেব॥ ৪৪॥

মণিকেতু নামক ধূমকেতু অত্যন্ত সূক্ষ্মতারকাবিশিষ্ট, ইহা পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া একপ্রহরকাল প্রকাশিত থাকে, ইহার শিখা সরল এবং স্তনোদ্গত দুগ্ধধারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ॥ ৪৪॥

উদয়ন্নেব সুভিক্ষং চতুরো মাসান্ করোত্যসৌ সার্দ্ধান্।
প্রাদুর্ভাবং প্রায়ঃ করোতি চ ক্ষুদ্রজন্তূনাং॥ ৪৫॥

মণিকেতু উদিত হইলে সার্দ্ধ চারি মাসপর্য্যন্ত সুভিক্ষ বিদ্যমান থাকে এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র জন্তু উৎপন্ন হয়॥ ৪৫॥

জলকেতুরপি চ পশ্চাৎ স্নিগ্ধঃ শিখয়াপরেণ চোন্নতয়া।
নবমাসান্ স সুভিক্ষং করোতি শান্তিঞ্চ লোকস্য ॥ ৪৬ ॥

জলকেতু নামক ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হয়, উহা উজ্জ্বল এবং উন্নতশিখাবিশিষ্ট। এই ধূমকেতু উদিত হইলে নয়মাস যাবৎ রাজ্যে সুভিক্ষ হয় এবং লোকের শান্তিবিধান হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ভবকেতুরেকরাত্রং দৃশ্যঃ প্রাক্ সূক্ষ্মতারকঃ স্নিগ্ধঃ।
হরিলাঙ্গূলোপময়া প্রদক্ষিণাবর্ত্তয়া শিখয়া ॥ ৪৭ ॥

ভবকেতু নামক ধূমকেতু পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া একরাত্রিমাত্র প্রকাশিত থাকে, উহা সূক্ষ্মতারকাবিশিষ্ট ও উজ্জ্বল। ইহার শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত ও সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় ॥ ৪৭ ॥

যাবত এব মুহূর্ত্তান্ দর্শনমায়াতি নির্দ্দিশেন্মাসান্।
তাবদতুলং সুভিক্ষং রুক্ষে প্রাণান্তিকান্ রোগান্ ॥৪৮॥

এই ধূমকেতু যত মুহূর্ত্ত উদিত থাকে, ততসংখ্যক মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে সুভিক্ষ হয় এবং এই ধূমকেতু দেখিতে ভয়াবহ হইলে লোকসকল প্রাণান্তিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

অপরেণ পদ্মকেতুর্ম্মৃণালগৌরো ভবেন্নিশামেকাম্।
সপ্ত করোতি সুভিক্ষং বর্ষাণ্যতিহর্ষযুক্তানি ॥ ৪৯ ॥

পদ্মকেতু নামক ধূমকেতু মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ইহা পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া একরাত্রি প্রকাশিত থাকে। এই কেতু উদিত হইলে সাত বর্ষপর্য্যন্ত রাজ্যে সুভিক্ষ হয় ও লোকসকল আনন্দযুক্ত থাকে ॥৪৯॥

আবর্ত্ত ইতি নিশার্দ্ধে সব্যশিখোঽরুণনিভোঽপরে
স্নিগ্ধঃ। যাবৎ ক্ষণান্ স দৃশ্যস্তাবন্মাসান্ সুভিক্ষকরঃ ॥৫০॥

আবর্ত্ত নামক ধূমকেতু রাত্রি দুইপ্রহরের সময় পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া থাকে, উহা অরুণবর্ণ ও উজ্জ্বল। এই ধূমকেতু উদিত হইয়া যতসংখ্যক ক্ষণ (৪ মিনিটে এক ক্ষণ) প্রকাশিত থাকে, ততসংখ্যক মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে সুভিক্ষ হয় ॥ ৫০ ॥

পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে সম্বর্ত্তো নাম ধূম্রতাম্রশিখঃ।
আক্রম্য বিয়ত্ত্র্যংশং শূলাগ্রাবস্থিতো রৌদ্রঃ ॥ ৫১ ॥

সংবর্ত্ত নামক ধূমকেতু সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে উদিত হয়। ইহার শিখা ধূম্র ও তাম্রবর্ণ, এই কেতু আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃত হইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, ইহা শূলের অগ্রভাগসদৃশ ও ভয়াবহ ॥ ৫১ ॥

যাবত এব মুহূর্ত্তান্ দৃশ্যো বর্ষাণি হন্তি তাবন্তি।
ভূপাঞ্শস্ত্রনিপাতৈরুদয়র্ক্ষং চাপি পীড়য়তি ॥ ৫২ ॥

এই ধূমকেতু উদিত হইয়া যতসংখ্যক মুহূর্ত্ত প্রকাশিত থাকে, রাজা ততসংখ্যক বৎসর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবে আর যাহাদিগের জন্মনক্ষত্রে এই ধূমকেতু উদয় হয়, তাহারা অতি ক্লেশ পাইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

যে শস্তাস্তান্ হিত্বা কেতুভিরাধূমিতেঽথবা স্পৃষ্টে।
নক্ষত্রে ভবতি বধো যেষাং রাজ্ঞাং প্রবক্ষ্যে তান্ ॥৫৩॥

এক্ষণ প্রশস্ত ধূমকেতু পরিত্যাগপূর্ব্বক যেসকল অপ্রশস্ত ধূমকেতু ভিন্ন ভিন্ন রাশি ও নক্ষত্রগণকে নিস্তেজ ও স্পর্শ করে সেই সকল নক্ষত্রে যে যে দেশের রাজারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলা যাইতেছে ॥ ৫৩ ॥

অশ্বিন্যামশ্মকপং ভরণীষু কিরাতপার্থিবং হন্যাৎ।
বহুলাসু কলিঙ্গেশং রোহিণ্যাং শূরসেনপতিম্ ॥৫৪॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে ধূমকেতুর যোগ হইলে অথবা ধূমকেতুদ্বারা অশ্বিনী নিস্তেজ হইলে অশ্মকদেশের রাজা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ঐরূপ ভরণীতে কিরাতরাজ, কৃত্তিকাতে কলিঙ্গাধিপতি এবং রোহিণীতে শূরসেনপতি বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥

ঔশীনরমপি সৌম্যে জলজাজীবাধিপং তথার্দ্রাসু।
আদিত্যেঽশ্মকনাথং পুষ্যে মগধাধিপং হন্তি ॥ ৫৫ ॥

মৃগশিরাতে ধূমকেতুর যোগ হইলে অথবা ধূমকেতুদ্বারা নিস্তেজ হইলে ঔশীনর রাজা, আর্দ্রাতে জলজদ্রব্য ভক্ষণপূর্ব্বক যাহারা জীবনধারণ করে, তদ্দেশের অধিপতি, পুনর্ব্বসুতে অশ্মকরাজ এবং পুষ্যাতে মগধদেশের রাজা বিনাশ পায় ॥ ৫৫ ॥

অসিকেশং ভৌজঙ্গে পিত্র্যেঽঙ্গং পাণ্ড্যনাথমপি ভাগ্যে।
ঔজ্জয়নিকমার্য্যম্ণে সাবিত্রে দণ্ডকাধিপতিম্ ॥ ৫৬ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে অসিকেশরাজা, মঘাতে অঙ্গাধিপতি, পূর্ব্বফল্গুনীতে পাণ্ড্যরাজ, উত্তরফল্গুনীতে উজ্জয়িনীরাজ এবং হস্তাতে দণ্ডকাধিপতির বিনাশ হয় ॥ ৫৬ ॥

চিত্রাসু কুরুক্ষেত্রাধিপস্য মরণং সমাদিশেত্তজ্জ্ঞঃ।
কাশ্মীরককাম্বোজৌ নৃপতী প্রাভঞ্জনে শস্তঃ ॥ ৫৭ ॥

চিত্রাতে কুরুক্ষেত্রের রাজা এবং স্বাতীনক্ষত্রে ধূমকেতুর যোগ হইলে কাশ্মীর ও কাম্বোজাধিপতি বিনাশ পায় ॥ ৫৭ ॥

ইক্ষ্বাকুরলকনাথৌ হন্যেতে যদি ভবেদ্বিশাখাসু।
মৈত্রে পুণ্ড্রাধিপতির্জ্যৈষ্ঠাস্বথ সার্ব্বভৌমবধঃ ॥ ৫৮ ॥

বিশাখানক্ষত্রে ইক্ষ্বাকু ও অলকনাথ, অনুরাধাতে পুণ্ড্ররাজ এবং জ্যেষ্ঠাতে ধূমকেতুর যোগ হইলে সার্ব্বভৌম নরপতির বিনাশ হয় ॥৫৮॥

মূলেঽন্ধ্রমদ্রকপতী জলদেবে কাশিপো মরণমেতি।
যৌধেয়কার্জ্জুনায়নশিবিচৈদ্যান্ বৈশ্বদেবে চ ॥ ৫৯ ॥

মূলানক্ষত্রে ধূমকেতুর যোগ হইলে বা ধূমকেতু কর্ত্তৃক নিস্তেজ হইলে অন্ধ্র ও মদ্রদেশের রাজা, পূর্ব্বভাদ্রে হইলে কাশীনাথ এবং উত্তরাষাঢ়াতে যৌধেয়ক, অর্জ্জুন, শিবি ও চেদিদেশের রাজার বিনাশ হয় ॥ ৫৯ ॥

হন্যাৎ কৈকেয়নাথং পাঞ্চনদং সিংহলাধিপং বাঙ্গম্।
নৈমিষনৃপং কিরাতং শ্রবণাদিষু ষট্স্বিমান্ ক্রমশঃ ॥৬০॥

শ্রবণাতে ধূমকেতুর যোগাদি হইলে কেকয়রাজ, ধনিষ্ঠাতে পঞ্চনদের

অধিপতি, শতভিষাতে সিংহলাধিপতি, পূর্ব্বভাদ্রপদে বঙ্গরাজ, উত্তর ভাদ্রপদে নৈমিষনাথ এবং রেবতীতে ধূমকেতুর যোগাদি হইলে কিরাত-রাজ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৬০॥

উল্কাভিতাড়িতশিখঃ শিখী শিবঃ শিবতরোঽভিবৃষ্টো যঃ। অশুভঃ স এব চোলাবগানসিতহূণচীনানাম্॥ ৬১॥

ধূমকেতুর শিখা উল্কাপাতদ্বারা পতিত হইলে রাজ্যের মঙ্গল হয় এবং ধূমকেতুর উদয়কালে বৃষ্টি হইলে অধিকতর মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু চোল, আব্‌গান, শ্বেতমনুষ্য, হূণ ও চীন ইহাদিগের অমঙ্গল হয়॥ ৬১॥

নত্রা যতঃ শিখিশিখাভিস্থিতা যতো বা ঋক্ষং চ যৎ স্পৃশতি তৎ কথিতাংশ্চ দেশান্। দিব্যপ্রভাবনিহতান্ স যথা গরুত্মান্ ভুঙ্‌ক্তে গতো নরপতিঃ পরভোগি-ভোগান্॥ ৬২॥

যে যে দেশের অভিমুখে ধূমকেতুর শিখা গমন করে, সেই সকল দেশের রাজা, যে সকল দেশের উপরে ধূমকেতুর শিখা বিস্তৃত হয়, আর যে দেশের অধিপতি নক্ষত্রের সহিত ধূমকেতুর যোগ হয়, সেই সকল দেশের রাজা শত্রুকে পরাভব করিয়া গরুড়ের ন্যায় সুখভোগ করিবে॥ ৬২॥
একাদশ অধ্যায়ে কেতুচার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং কেতুচারঃ একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাগস্ত্যচারঃ।

ভানোর্ব্বর্ত্ম বিঘাতবৃদ্ধশিখরো বিন্ধ্যাচলঃ স্তম্ভিতো বাতাপির্মুনিকুক্ষিভিৎ সুররিপুর্জীর্ণশ্চ যেনাসুরঃ। পীত-শ্চাম্বুনিধিস্তপোঽম্বুনিধিনা যাম্যা চ দিগ্‌ভূষিতা। তস্যা-গস্ত্যমুনেঃ পয়োদ্ভ্যতিকৃতশ্চারঃ সমাসাদয়ম্॥ ১॥

রবিমার্গ রোধ করিবার মানসে বিন্ধ্যাপর্ব্বত তাহার চূড়া ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া সূর্য্যের গতি রোধ করিয়াছিল, সেই চূড়াকে যিনি খর্ব্ব করিয়া রবিমার্গ মুক্ত করিয়াছিলেন; যিনি ইল্বলদৈত্যের ভ্রাতা বাতাপিকে ভোজন করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন; যিনি দেবতাদিগের অনুরোধে কেকয়দৈত্যাদিগের বধ করিবার নিমিত্ত মহাসমুদ্রের জল-সমস্ত পান করিয়াছিলেন ও যিনি দক্ষিণদিক্ শোভিত করিয়াছিলেন এবং যিনি জলকে নির্ম্মল করিয়াছিলেন সেই অগস্ত্য নামক নক্ষত্রের চার বলা যাইতেছে॥ ১॥ *

সমুদ্রোঽন্তঃ শৈলৈর্ম্মকরনখরোৎখাতশিখরৈঃ কৃত-স্তোয়োচ্ছিত্যা সপদি সুতরাং যেন রুচিরঃ। পতন্মুক্তা-মিশ্রৈঃ প্রবরমণিরত্নাম্বুনিবহৈঃ সুরান্ প্রত্যাদেষ্টুং সিত-মুকুটরত্নানিব পুরা॥ ২॥

যে মহাসমুদ্রের জল অগস্ত্য পান করাতে সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছিল সেই জলশূন্য সমুদ্র মধ্যে এমৎ মণি সকল প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যাহাদিগের দীপ্তি দেবতাদিগের মুকুটের মণির দীপ্তিকে হীনপ্রভ করিয়াছিল. এই সকল মণি এবং মকরাদির নখাঘাতে যেসকল পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পতিত হইয়াছিল সেইসকল দ্বারা সমুদ্র অতিশয় সুদৃশ্য হইয়াছিল॥ ২॥

যেন চাম্বুহরণেঽপি বিদ্রুমৈর্ভূধরৈঃ সমণিরত্ন-বিদ্রুমৈঃ। নির্গতৈস্তভুরগৈশ্চ রাজিতঃ সাগরোঽধিক-তরং বিরাজিতঃ॥ ৩॥

বৃক্ষরহিত পর্ব্বত, প্রবাল, রত্নাদি এবং পর্ব্বত হইতে নির্গত সর্প এই সকল দ্বারা সমুদ্র জলশূন্য হইলেও তৎকালে অধিকতর মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল॥ ৩॥

প্রস্ফুরত্তিমিজলেভজিহ্মগঃ ক্ষিপ্তরত্ননিকরো মহোদধিঃ। আপদাং পদগতোঽপি যাপিতো যেন পীতসলিলোঽমর-শ্রিয়ং॥ ৪॥

তৎকালে এই জলশূন্য সমুদ্রকে, তিমিমৎস্য. জলহস্তী, নদী এবং রত্ন-সকলে স্বর্গের ন্যায় শোভিত করিয়াছিল॥ ৪॥

প্রচলত্তিমিশুক্তিজশঙ্খচিতঃ সলিলেঽপহৃতেঽপি পতিঃ সরিতাম্। সতরঙ্গসিতোৎপলহংসভৃতঃ সরসঃ শরদীব বিভর্ত্তি রুচম্॥ ৫॥

এই অগস্ত্য-পীত জলরহিতসমুদ্রগর্ভ তিমিমৎস্য, শুক্তিক এবং শঙ্খ প্রভৃতির বিচরণে এতাদৃশ শোভিত হইয়াছিল যেমন শরৎকালের সরো-বরতাহার স্বীয় তরঙ্গে, ভাষিত পদ্মপুষ্পে এবং রাজহংসের জলকেলিতে শোভা পাইয়া থাকে॥ ৫॥

তিমিসিতাম্বুধরং মণিতারকং স্ফটিকচন্দ্রমনম্বুশরদ-দ্যুতি। ফণিফণোপলরশ্মিশিখিগ্রহং কুটিলগেশবিয়চ্চ চকার যঃ॥ ৬॥

তৎকালে এই জলশূন্য সমুদ্র মেঘের ন্যায় তিমিমৎস্যে, নক্ষত্রসদৃশ-রত্ন সকলে, চন্দ্রের ন্যায় স্ফটিক সমূহে এবং ধূমকেতুর ন্যায় বৃহৎ উজ্জল-মণিযুক্ত সর্পে আকাশের শোভা ধারণ করিয়াছিল॥ ৬॥

দিনকররথমার্গবিচ্ছিত্তয়েঽভ্যুদ্যতং যচ্চলচ্ছৃঙ্গম্ উদ্-ভ্রান্তবিদ্যাধরাংসাবসক্তপ্রিয়াব্যগ্রদত্তাঙ্কদেহাবলম্বাম্বরাভ্যু-চ্ছ্রিতোদ্ধূয়মানধ্বজৈঃ শোভিতম্। করিকটমদমিশ্ররক্তা-বলেহানুবাসানুসারিদ্বিরেফাবলীনোত্তমাঙ্গৈঃ কৃতান্ বাণ-পুষ্পৈরিবোত্তংসকান্ ধারয়দ্ভির্মৃগেন্দ্রৈঃ সনাথীকৃতান্তর্দ্দরী-নির্ঝরম্। গগনতলমিবোল্লিখন্তং প্রবৃদ্ধৈর্গজাকৃষ্টফুল্লদ্রুম-

* মহাভারতের বনপর্ব্বের তির্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়ের ছিয়ানব্বই হইতে একশত চারি অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই অগস্ত্যের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

ত্রাসবিভ্রান্তমত্তদ্বিরেফাবলীগীতমন্দ্রস্বনৈঃ শৈলকুটৈস্তর-ক্ষশার্দূলশাখামৃগাধ্যাসিতৈঃ। রহসি মদনসক্তয়া রেবয়া কান্তয়েবোপগূঢ়ং সুরাধ্যাসিতোদ্যানমম্ভোঽশনানন্ন-মূলানিলাহারবিপ্রান্বিতং বিন্ধ্যমস্তম্ভয়দ্ যশ্চ তস্যোদয়ঃ শ্রূয়তাম্ ॥ ৭ ॥

সূর্য্যের রথের গতি অর্থাৎ রবিমার্গ রোধ করিবার জন্য বৃদ্ধি হওয়া-কালে পর্ব্বত কম্পিত হওয়নে তচ্ছৃঙ্গবাসী বিদ্যাধরীগণ অস্থির এবং ভয়ে ব্যাকুলিতা হইয়া স্বীয় স্বীয় পতির ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ঐ সময় তাহাদিগের চিত্রবিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত দেহাচ্ছাদিত বস্ত্র সকল উড়িয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহকে ধ্বজপতাকারূপে শোভিত করিয়াছিল। আর হস্তীসমূহের গণ্ডস্থলের মদ অর্থাৎ ঘর্ম্মমিশ্রিত রক্তলেহনকারী যেসকল সিংহের মস্তক মদগন্ধ-অনুসরণকারী ভ্রমরগণদ্বারা বাণপুষ্পের মালার ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, সেই সকল সিংহের যে পর্ব্বতের ঝড়নার সান্নিধ্যগহ্বরে আবাস হইয়াছিল। বন্যহস্তীসমূহ কর্ত্তৃক পুষ্পিত বৃক্ষসকল সজোরে আকৃষ্ট হওয়ায় মত্তভ্রমর সকল ভীত হইয়া বিন্ধ্যাচলপর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ গুণ গুণ রবে ব্যাপ্ত করিয়াছিল এবং তরক্ষু, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও বানর সকল যে পর্ব্বতে বাস করিত, আর রেবা-নদী নির্জ্জনে মদনাসক্তা স্ত্রীর ন্যায় আলিঙ্গিত হইয়া যে পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে এবং দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ জলপান করিয়া, কেহ বা মূলভক্ষণ করিয়া. কেহ বা বায়ু আহার, কেহ কেহ বা অনাহারী থাকিয়া যে পর্ব্বতের বনে বাস করিতে ছিলেন, সেই বিন্ধ্যা-পর্ব্বতকে যে অগস্ত্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন তাহার উদয়ের ফল শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

উদয়ে চ মুনেরগস্ত্যনাম্নঃ কুসমাযোগমলপ্রদূষিতানি।
হৃদয়ানি সতামিব স্বভাবাৎপুনরম্বূনি ভবন্তি নির্ম্মলানি॥৮॥

অগস্ত্য নামক নক্ষত্রের উদয় হইলে পৃথিবীর কর্দ্দমাক্তজল নির্ম্মল হয়, যেরূপ কুসংসর্গে পাপকারী ব্যক্তির মন সাধুদর্শনে নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥৮॥

পার্শ্বদ্বয়াধিষ্ঠিতচক্রবাকামাপুষ্কতী সস্বনহংসপঙ্‌ক্তিম্।
তাম্বূলরক্তোৎকবিতাগ্রদন্তী বিভাতি যোষেব সরিৎ সহাসা ॥ ৯ ॥

যেরূপ রমণীগণ তাম্বূল ভক্ষণে রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে হাস্যকালে দন্তপংক্তি প্রকাশিত হওয়ায় শোভিত হয়, সেইরূপ অগস্ত্যের উদয়কালে নদীর উভয়পার্শ্বস্থিত রক্তবর্ণ চক্রবাকগণের মধ্যস্থিত নদীগর্ভে ভাসমান হংসসমূহদ্বারা নদীসকল শোভিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইন্দীবরাসন্নসিতোৎপলান্বিতা সরিদ্‌ভ্রমৎষট্‌পদপংক্তি-ভূষিতা। সভ্রূলতাক্ষেপকটাক্ষবীক্ষণা বিদগ্ধযোষেব বিভাতি সম্মরা ॥ ১০ ॥

অগস্ত্য উদয়কালে নদীসকল নীলপদ্মের পার্শ্বস্থিত শ্বেতপদ্মের উপর ভ্রমরগণের শ্রেণীবদ্ধতাদ্বারা এইরূপ শোভিত হয় যে, যেরূপ ভ্রূভঙ্গীর সহিত কটাক্ষদৃষ্টিকারিণী রমণী শোভিতা হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইন্দোঃ পয়োদবিগমোপহিতাং বিভূতিম্ দ্রষ্টুং তরঙ্গ-বলয়া কুমুদং নিশাসু। উন্মীলয়ত্যলিনিলীনদলং সুপক্ষ্ম-বাপী বিলোচনমিবাসিততারকান্তম্ ॥ ১১ ॥

অগস্ত্য উদয়কালে মেঘশূন্য নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলের সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করার জন্য দীর্ঘিকা (দিঘি) সকল যেন রাত্রিকালে প্রকাশিত রক্তকুমুদের পাপড়িস্থিত ভ্রমররূপ চক্ষুর তারাদ্বারা দৃষ্টি করিতেছে ॥ ১১ ॥

নানাবিচিত্রাম্বুজহংসকোককারণ্ডবাপূর্ণতড়াগহস্তা। রত্নৈঃ প্রভূতৈঃ কুসুমৈঃ ফলৈশ্চ ভূর্য্যচ্ছতীবার্ঘমগস্ত্য-নাম্নে ॥ ১২ ॥

অগস্ত্য উদয়কালে নানাবিধ পদ্মপুষ্প, হংস, চক্রবাক্ এবং পাণিকৌড়ি প্রভৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ তড়াগরূপ হস্তদ্বারা পৃথিবী যেন প্রচুর রত্ন, পুষ্প এবং ফলদ্বারা অগস্ত্যমুনিকে অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছে ॥ ১২ ॥

সলিলমমরপাজ্ঞয়োজ্‌ঝিতং যদ্বনপরিবেষ্টিতমূর্ত্তিভি-র্ভুজঙ্গৈঃ। ফণিজনিতবিষাগ্নিসম্প্রদুষ্টং ভবতি শিবং তদগস্ত্যদর্শনেন ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে মেঘ হইতে নিপতিত সর্পগণের বিষাগ্নিদ্বারা দূষিত জল অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়ে নির্ম্মল ও কল্যাণকর হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

স্মরণাদপি পাপমপাকুরুতে কিমুত স্তুতিভির্ব্বরুণাঙ্গ-রুহঃ। মুনিভিঃ কথিতোঽস্য যথার্ঘবিধিঃ কথয়ামি তথৈব নরেন্দ্রহিতম্ ॥ ১৪ ॥

বরুণাত্মজ অগস্ত্যের স্মরণ করিলেই যখন পাপরাশি বিনাশ হয় তখন সেই অগস্ত্যের স্তব করিলে যে কত ফল হয় তাহা বলা বাহুল্য, ঋষিগণ নৃপতিদিগের হিতার্থে যেরূপে অগস্ত্যের অর্ঘ্যবিধি বলিয়াছেন তাহা কথিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

সংখ্যাবিধানাৎ প্রতিদেশমস্য বিজ্ঞায় সন্দর্শনমাদি-শেজ্জ্ঞঃ। তচ্চোজ্জয়ন্যামগতস্য কন্যাং ভাগৈঃ স্বরাখ্যৈঃ স্ফুটভাস্করস্য ॥ ১৫ ॥

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অগস্ত্যের উদয়কাল জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ গণিত-দ্বারা নির্ণয় করিবেন। উজ্জয়নীনগরে যখন রবি সিংহরাশির ২৩ অংশ ভোগ করিয়া ২৪ অংশে গমন করিবেন তৎকালে অগস্ত্যের উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ঈষৎপ্রভিন্নেঽরুণরশ্মিজালৈর্নৈশেঽন্ধকারে দিশি দক্ষিণ-স্যাম্। সাম্বৎসরাবেদিতদিগ্বিভাগে ভূপোঽর্ঘমুর্ব্ব্যাং প্রয়তঃ প্রযচ্ছেৎ ॥ ১৬ ॥

যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া রাত্রিকালের অন্ধকার দূরীভূত হইতে

থাকে তৎকালে রাজা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া অর্থাৎ উপবাসাদিদ্বারা শুচী-পূর্ব্বক দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দক্ষিণদিকে ভূমির উপরে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ১৬ ॥

কালোদ্ভবৈঃ সুরভিভিঃ কুসুমৈঃ ফলৈশ্চ রত্নৈশ্চ সাগর-ভবৈঃ কনকাম্বরৈশ্চ। ধেন্বা বৃষেণ পরমান্নযুতৈশ্চ ভক্ষ্যৈ-র্দধ্যক্ষতৈঃ সুরভিধূপবিলেপনৈশ্চ ॥ ১৭ ॥

ঐকালের সুগন্ধি ফুল, ফল, সমুদ্রজাত রত্ন, সুবর্ণখচিতবস্ত্র, গো, বৃষ, পরমান্ন, মিষ্টান্ন, দধি, খিচরী, সুগন্ধধূপ ও অগুরুচন্দনাদি এইসকল-দ্বারা নরপতিগণ অগস্ত্যের অর্ঘ্যপ্রদান করিবেন ॥ ১৭ ॥

নরপতিরিমমর্ঘং শ্রদ্দধানো দধানঃ প্রবিগতগদদোষো নির্জ্জিতারাতিপক্ষঃ। ভবতি যদি চ দদ্যাৎ সপ্তবর্ষাণি সম্যগ্ জলনিধিরসনায়াঃ স্বামিতাং যাতি ভূমেঃ ॥ ১৮ ॥

যে নরপতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগস্ত্যের উদয়কালে উক্তপ্রকারে অর্ঘ্য-প্রদান করেন, তিনি রোগ হইতে মুক্ত হয়েন ও শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং যে রাজা ক্রমাগত সাতবৎসর কাল অগস্ত্যের উদয়কালে অর্ঘ্যপ্রদান করেন তিনি সসাগরাপৃথিবীর রাজা হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

দ্বিজো যথালাভমুপাহৃতার্ঘঃ প্রাপ্নোতি বেদান্ প্রম-দাশ্চ পুত্রান্। বৈশ্যশ্চ গাং ভূরিধনঞ্চ শূদ্রো রোগক্ষয়ং ধর্ম্মফলঞ্চ সর্ব্বে ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণ যদি যথাশক্তিমতে অগস্ত্যের উদয়কালে অর্ঘ্যপ্রদান করে তাহাহইলে বেদচতুষ্টয়ে অভিজ্ঞ হয় এবং স্ত্রী ও পুত্র লাভ করে, বৈশ্য যদি ঐরূপ করে তাহাহইলে গো লাভ, শূদ্র ঐরূপ করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে এবং উক্ত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই নিরোগী ও ধার্ম্মিক হইবে ॥ ১৯ ॥

রোগান্ করোতি পরুষঃ কপিলস্ত্ববৃষ্টিং ধূম্রো গবা-মশুভকৃৎ স্ফুরণো ভয়ায়। মাঞ্জিষ্ঠরাগসদৃশঃ ক্ষুধমাহবাংশ্চ কুর্যাদণুশ্চ পুররোধমগস্ত্যনামা ॥ ২০ ॥

অগস্ত্যের মণ্ডল যদি রুক্ষ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে রোগ, কপিল (জড়দা) বর্ণ দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি, ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে গোসকলের অশুভ, কম্পিত দৃষ্ট হইলে মানবের ভয়, মঞ্জিষ্ঠার সদৃশ বর্ণ দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ, এবং ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইলে শত্রুদ্বারা নগর বেষ্টিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাতকুম্ভসদৃশঃ স্ফটিকাভস্তর্পয়ন্নিব মহীং কিরণৌঘৈঃ। দৃশ্যতে যদি ততঃ প্রচুরান্না ভূর্ভবত্যভয়রোগজনাঢ্যা ॥ ২১ ॥

অগস্ত্যের মণ্ডল রৌপ্য বা স্ফটিকসদৃশ দৃষ্ট হইলে কিংবা কিরণ উজ্জ্বল হইলে প্রচুর ধান্য ও মানবগণ ভয়রহিত এবং নিরোগী হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

উল্কয়া বিনিহতঃ শিখিনা বা ক্ষুদ্ভয়ং মরকমেব চ ধত্তে। দৃশ্যতে স কিল হস্তগতেঽর্কে রোহিণীমুপগতে-ঽস্তমুপৈতি ॥ ২২ ॥

যদি অগস্ত্য উদয়কালে উল্কা বা ধূমকেতুদ্বারা বিদ্ধ হয় তাহাহইলে ক্ষুধা ও মারিভয় উপস্থিত হয়। আর যখন রবি হস্তানক্ষত্রে গমন করে তখন অগস্ত্যের উদয় এবং রোহিণীনক্ষত্রে গমন করিলে অস্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ দ্বাদশ অধ্যায়ে অগস্ত্যচার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামগস্ত্যচারো দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ সপ্তর্ষিচারঃ।

সৈকাবলীব রাজতি সসিতোৎপলমালিনী সহাসেব। নাথবতীব চ দিগ্যৈঃ কৌবেরী সপ্তভির্মুনিভিঃ ॥ ১ ॥

বিবাহকালের রক্তবর্ণ মাঙ্গলিক সূত্রযুক্তা, শ্বেতপদ্মের মালাদ্বারা বিভূষিতা, সহাস্যবদনা এবং পতিযুক্তাস্ত্রীর ন্যায় উত্তরদিক্ সপ্তর্ষি মণ্ডল-দ্বারা শোভিতা হয় ॥ ১ ॥

ধ্রুবনায়কোপদেশান্নরিনর্ত্তীবোত্তরাভ্রমদ্ভিশ্চ ॥
যৈশ্চারমহং তেষাং কথয়িষ্যে বৃদ্ধগর্গমতাৎ ॥ ২ ॥

অথবা ধ্রুবনক্ষত্র নায়কের উপদেশমতে সপ্তর্ষিগণের ভ্রমণে বোধহয় যেন উত্তরদিক্ নৃত্য করিতেছে। এই সপ্তর্ষিদিগের চার বৃদ্ধগর্গমুনির মতানুসারে বলিতেছি ॥ ২ ॥

আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥ ৩ ॥

শক আরম্ভের ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল ॥ ৩ ॥

একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।
প্রাগুত্তরতশ্চৈতে সদোদয়ন্তে সসাধ্বীকাঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তর্ষিগণ ২৭ সাতাশটী নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। আর উত্তর পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ঈশান-কোণে সাধ্বী অরুন্ধতীর সহিত সপ্তর্ষিগণ উদিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বে ভাগে ভগবান্ মরীচিরপরে স্থিতো বসিষ্ঠোঽস্মাৎ।
তস্যাঙ্গিরাস্ততোঽত্রিস্তস্যাসন্নঃ পুলস্ত্যশ্চ ॥ ৫ ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে ভগবান্ মরিচী, তৎপরে বসিষ্ঠ, তাহার পর অঙ্গিরস, তৎপর অত্রি এবং অত্রির পর পুলস্ত্যঋষি অবস্থিতি করেন ॥ ৫ ॥

পুলহঃ ক্রতুরিতি ভগবানাসন্নানুক্রমেণ পূর্ব্বাদ্যাঃ।
তত্র বসিষ্ঠং মুনিবরমুপাশ্রিতারুন্ধতী সাধ্বী ॥ ৬॥

তদনন্তর যথাক্রমে পুলহ এবং ক্রতু ঋষি অবস্থিত আছেন, আর বশিষ্ঠ মুনির নিকট সাধ্বী অরুন্ধতী অবস্থিতা আছেন ॥ ৬॥

উল্কাশনিধূমাদ্যৈর্হতা বিবর্ণা বিরশ্ময়ো হ্রস্বাঃ।
হন্যুঃ স্বং স্বং বর্গং বিপুলাঃ স্নিগ্ধাশ্চ তদ্বৃদ্ধ্যৈ ॥ ৭॥

যদি সপ্তর্ষিগণ উল্কা, বজ্র ও ধূমকেতুদ্বারা ভেদ হয় অথবা বিবর্ণ, কিরণশূন্য ও ক্ষুদ্র মণ্ডল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐসকল নক্ষত্রে যে সকল ব্যক্তি ও দ্রব্য বুঝা যায় তাহাদিগের বিনাশ, আর ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল যদি স্থূল এবং নির্ম্মল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐসকলনক্ষত্রে যে সকল ব্যক্তি ও দ্রব্য বুঝা যায় তাহাদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭॥

গন্ধর্ব্বদেবদানবমন্ত্রৌষধিসিদ্ধযক্ষনাগানাম্।
পীড়াকরো মরীচির্জ্ঞেয়ো বিদ্যাধরাণাঞ্চ ॥ ৮॥

যদি মরিচী ঋষি উল্কা, বজ্র এবং ধূমকেতুদ্বারা বিদ্ধ হয় অথবা মলিন, কিরণহীন ও সূক্ষ্ম দৃষ্ট হয় তাহাহইলে গন্ধর্ব্ব, দেব, দৈত্য, মন্ত্র, ঔষধি, সিদ্ধ, যক্ষ, সর্প এবং বিদ্যাধর এইসকলের পীড়া হইয়া থাকে ॥ ৮॥

শকযবনদরদপারতকাম্বোজাংস্তাপসান্ বনোপেতান্।
হন্তি বসিষ্ঠোঽভিহতো বিবৃদ্ধিদো রশ্মিসম্পন্নঃ ॥ ৯॥

যদি বশিষ্ঠ ঋষি উল্কাপাত কিংবা অন্য উৎপাত দ্বারা ভেদ হয় তাহাহইলে ম্লেচ্ছ, যবন, দরদ (বনস্থলোক), পারদ, কাম্বোজ, তপস্বী এবং বনবাসী, এই সকলের বিনাশ হয়, আর যদি বশিষ্ঠঋষির মণ্ডল উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ৯॥

অঙ্গিরসো জ্ঞানযুতা ধীমন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ।
অত্রেঃ কান্তারভবা জলজান্যম্ভোনিধিঃ সরিতঃ ॥ ১০॥

অঙ্গিরস ঋষি যদি উল্কাপাত অথবা অন্যান্য উৎপাতদ্বারা ভেদ হয় তাহাহইলে জ্ঞানী, বিদ্বান্ এবং ব্রাহ্মণ এই সকলের অশুভ হইয়া থাকে; আর অত্রিঋষির মণ্ডল ঐরূপ হইলে বনজদ্রব্য, জলোৎপন্নদ্রব্য এবং সমুদ্র ও নদী এই সকলের হানি হইয়া থাকে ॥ ১০॥

রক্ষঃপিশাচদানবদৈত্যভুজঙ্গাঃ স্মৃতাঃ পুলস্ত্যস্য।
পুলহস্য তু মূলফলং ক্রতোস্তু যজ্ঞাঃ সযজ্ঞভৃতঃ ॥ ১১॥

পুলস্ত্য ঋষি উল্কাপাত ও অন্যান্য উৎপাতদ্বারা ভেদ হইলে, রাক্ষস, পিশাচ, দানব, দৈত্য এবং নাগ এইসকলের পীড়া ও দুঃখ হইয়া থাকে, আর পুলহঋষি ঐরূপ হইলে মূল ও ফল এইসকলের হানি হইয়া থাকে; ক্রতুঋষি ঐরূপ হইলে যজ্ঞ এবং যজ্ঞকারী ব্যক্তি বিনাশ হয় ॥ ১১॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সপ্তর্ষিচার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং সপ্তর্ষিচারস্ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কূর্ম্মবিভাগঃ।

নক্ষত্রত্রয়বর্গৈরাগ্নেয়াদ্যৈর্ব্ব্যবস্থিতৈর্নবধা। ভারতবর্ষে মধ্যাৎ প্রাগাদি বিভাজিতা দেশাঃ ॥ ভদ্রারিমেদমাণ্ডব্যসাল্বনীপোজ্জিহানসঙ্খ্যাতাঃ। মরুবৎসঘোষযামুনসারস্বতমৎস্যমাধ্যমিকাঃ ॥ মাথুরকোপজ্যোতিষধর্ম্মারণ্যানি শূরসেনাশ্চ ॥ গৌরগ্রীবোদ্দেহিকপাণ্ডুগুড়াশ্বত্থপাঞ্চালাঃ ॥ সাকেতকঙ্ককুরুকালকোটিকুকুরাশ্চ পারিযাত্রনগঃ। ঔদুম্বরকাপিষ্ঠলগজাহ্বয়াশ্চেতি মধ্যমিদম্ ॥ ১—৪॥

ভারতবর্ষের মধ্য হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে দেশসকল নয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতিভাগে কৃত্তিকা অবধি তিন তিনটী নক্ষত্র ব্যবস্থিত আছে। এইরূপে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র দ্বারা সর্ব্বস্থান বিরাজিত হইয়াছে। মধ্যদেশের অন্তর্গত ভদ্র, অরিমেদ, মাণ্ডব্য, শাল্ব, নীপ, উজ্জিহান, মরু, বৎস, ঘোষ, যমুনা ও সরস্বতীতীরস্থ প্রদেশ, মৎস্য, মাধ্যমিক, মাথুরক, উপজ্যোতিষ, ধর্ম্মারণ্য, শূরসেন, গৌরগ্রীব, উদ্দেহিক, পাণ্ডু, গুড়, অশ্বত্থ, পাঞ্চাল, সাকেত, কুরু, কালকোটি, কুকুর, পারিযাত্রপর্ব্বত, ঔদুম্বর, কাপিষ্ঠল, গজাহ্বয় এইসকল দেশের অধিপতি কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা ॥ ১—৪॥

অথ পূর্ব্বস্যামঞ্জনবৃষভধ্বজপদ্মমাল্যবদ্গিরয়ঃ। ব্যাঘ্রমুখসুহ্মকর্ব্বটচান্দ্রপুরাঃ শূর্পকর্ণাশ্চ ॥ খসমগধশিবিরগিরিমিথিলসমতটৌড্রাশ্ববদনদন্তুরকাঃ। প্রাগ্জ্যোতিষলৌহিত্যক্ষীরোদসমুদ্রপুরুষাদাঃ ॥ উদয়গিরিভদ্রগৌড়কপৌণ্ড্রোৎকলকাশিমেকলাম্বষ্ঠাঃ। একপদতাম্রলিপ্তিককোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ ॥ ৫—৭॥

পূর্ব্বভাগের অন্তর্গত অঞ্জন, বৃষভ, ধ্বজ, পদ্ম, মাল্য এইসকল পার্ব্বত্য প্রদেশ, ব্যাঘ্রমুখ, সুহ্ম, কর্ব্বট, চান্দ্রপুর, সূর্পকর্ণ, খস, মগধ, শিবিরগিরি, মিথিলা, সমতট, উড্র, অশ্ববদন, দন্তুরক, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাগ্জ্যোতিষ, লোহিত, ক্ষীরসমুদ্র, রাক্ষসদেশ, উদয়গিরি, ভদ্রগৌড়, পৌণ্ড্র, উৎকল, কাশী, মেকল, অম্বষ্ঠ, একপদ, তাম্রলিপ্তিক, কোশল, বর্দ্ধমান এইসকল স্থানের অধিপতি আর্দ্রা পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা ॥ ৫—৭॥

আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গজঠরাঙ্গাঃ। শৌলিকবিদর্ভবৎসান্ধ্রচেদিকাশ্চোর্দ্ধকণ্ঠাশ্চ ॥ বৃষনালিকেরচর্ম্মদ্বীপা বিন্ধ্যান্তবাসিনস্ত্রিপুরী। শ্মশ্রুধরহেমকূট্যব্যালগ্রীবা মহাগ্রীবাঃ ॥ কিষ্কিন্ধ্যকণ্টকস্থলনিষাদরাষ্ট্রাণি পুরিকদাশার্ণাঃ। সহ নগ্নপর্ণশবরৈরাশ্লেষাদ্যে ত্রিকে দেশাঃ ॥ ৮—১০॥

অগ্নিদিক্‌বর্ত্তী কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠরাঙ্গ, শৌলিক, বিদর্ভ, বৎস, অন্ধ্র, চেদি, উর্দ্ধকণ্ঠ, বৃষদ্বীপ, নারিকেলদ্বীপ, চর্ম্মদ্বীপ,

বিন্ধ্যাগিরি ও ত্রিপুরগিরির নিকটবর্ত্তী দেশ, শ্মশ্রুধর, হেমকূট, ব্যালগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা, কণ্টকস্থল, নিষাদরাজ্য, পুরিক, দশার্ণ, নগ্ন, পর্ণ ও শবর, এইসকল দেশের অধিপতি অশ্লেষা, মঘা ও পূর্ব্বফাল্গুনী॥ ৮—১০॥

অথ দক্ষিণেন লঙ্কা কালাজিনসৌরিকীর্ণতালিকটাঃ। গিরিনগরমলয়দর্দ্দুরমহেন্দ্রমালিন্দ্যমরুকচ্ছাঃ॥ কঙ্কটটঙ্কণবনবাসিশিবিকফণিকারকোঙ্কণাভীরাঃ। আকরবেণাবন্তিকদশপুরগোনর্দ্দকেরলকাঃ॥ কর্ণাটমহাটবিচিত্রকূটনাসিক্যকোল্লগিরিচোলাঃ। ক্রৌঞ্চদ্বীপজটাধরকাবের্য্যোরিষ্যমূকশ্চ॥ বৈদূর্য্যশঙ্খমুক্তাত্রিবারিচরধর্ম্মপট্টনদ্বীপাঃ। গণরাজ্যকৃষ্ণবেল্লূরপিশিকশূর্পাদ্রিকুসুমনগাঃ॥ তুম্ববনকার্ম্মণেয়কযাম্যোদধিতাপসাশ্রমা ঋষিকাঃ। কাঞ্চীমরুচীপট্টনচের্য্যার্য্যকসিংহলা ঋষভাঃ॥ বলদেবপট্টনং দণ্ডকাবনতিমিঙ্গিলাশনা ভদ্রাঃ। কচ্ছোঽথ কুঞ্জরদরী সতাম্রপর্ণীতি বিজ্ঞেয়াঃ॥ ১১—১৬॥

দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী লঙ্কা, কালাজিন, সৌরিকীর্ণ. তালিকট, গিরি (পর্ব্বত), নগর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, মালিন্দ্য, ভরু, কচ্ছ, কঙ্কট, টঙ্কণ, বনবাসী, শিবিক, ফণিকার, কোঙ্কণ, আভীর, আকর, বেণ, অবন্তী, দশপুর, গোনর্দ্দ, কেরল, কর্ণাট, মহাটবী (.বন), চিত্রকূটগিরি, নাসিক্য, কোল্ল, গিরি, চোল, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাবেরীনদী, ঋষ্যমূকগিরি, বৈদূর্য্যদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, মুক্তাদ্বীপ, ত্রিবারিদ্বীপ, চরদ্বীপ ধর্ম্মপট্টনদ্বীপ, গণরাজ্য, কৃষ্ণ, বেল্লূর, পিশিক, শূর্প, কুসুমনগপর্ব্বত, তুম্ববন, কার্ম্মণেয়ক, দক্ষিণসাগর, তাপসাশ্রম. ঋষিক, কাঞ্চী, মরুচিপট্টন, চের্য্য, আর্য্যক, সিংহল, ঋষভ, বলদেবপট্টন, দণ্ডকারণ্য, তিমিঙ্গিলাশন, ভদ্র, কচ্ছ, কুঞ্জরদরী, তাম্রপর্ণী এবং এইসকল দেশের অধিপতি উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা॥ ১১—১৬॥

নৈঋত্যাং দিশি দেশাঃ পহ্লবকাম্বোজসিন্ধুসৌবীরাঃ। বড়বামুখারবাম্বষ্ঠকপিলনারীমুখানর্ত্তাঃ॥ ফেনগিরিযবনমাকরকর্ণপ্রাবেয়পারশবশূদ্রাঃ। বর্ব্বরকিরাতখণ্ডক্রব্যাশ্যাভীরচঞ্চুকাঃ॥ হেমগিরিসিন্ধুকালকরৈবতকসুরাষ্ট্রবাদরদ্রবিড়াঃ। স্বাত্যাদ্যে ভত্রিতয়ে জ্ঞেয়শ্চ মহার্ণবোঽত্রৈব॥ ১৭—১৯॥

দক্ষিণপশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পহ্লব, কাম্বোজ, সিন্ধু, সৌবীর, বড়বামুখ, আরব, অম্বষ্ঠ, কপিল, নারীমুখ, আনর্ত্ত, ফেনগিরি, যবন, মাকর, কর্ণপ্রাবেয়, পারশব, শূদ্র, বর্ব্বর, কিরাত, খণ্ড, ক্রব্য, আস্য, আভীর, চঞ্চুক, হেমগিরি, সিন্ধুকালক, রৈবতক, সুরাষ্ট্র, বাদর, দ্রবিড় এবং মহার্ণব এইসকল দেশের অধিপতি স্বাতী, বিশাখা ও অনুরাধা॥ ১৭—১৯॥

অপরস্যাং মণিমান্ মেঘবান্ বনৌঘঃ ক্ষুরার্পণোঽস্তগিরিঃ। অপরান্তকশান্তিকহৈহয়প্রশস্তাদ্রিবোক্কাণাঃ॥ পঞ্চনদরমঠপারততারক্ষিতিজৃঙ্গবৈশ্যকনকশকাঃ॥ নির্ম্মর্য্যাদা ম্লেচ্ছা যে পশ্চিমদিক্‌স্থিতাস্তে চ॥ ২০—২১॥

পশ্চিমবিভাগস্থ মণিমান্‌পর্ব্বত, মেঘবানগিরি, বনৌঘপর্ব্বত, ক্ষুরার্পণগিরি ও অস্তাচল এবং অপরান্তকদেশ, শান্তিক, হৈহয়, প্রশস্তাদ্রি. বোক্কণ, পঞ্চনদ, রমঠ, পারত, তারক্ষিতি, জৃঙ্গ, বৈশ্য, কনক, শক ও তৎপশ্চিমস্থ ম্লেচ্ছরাজ্য এইসকল দেশের অধিপতি জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া॥ ২০—২১॥

দিশি পশ্চিমোত্তরস্যাং মাণ্ডব্যতুখারতালহলমদ্রাঃ। অশ্মককুলূতলহড়স্ত্রীরাজ্যনৃসিংহবনখস্থাঃ॥ বেণুমতী ফল্গুলুকা গুরুহা মরুকুচ্চচর্ম্মরঙ্গাখ্যাঃ। একবিলোচনশূলিকদীর্ঘগ্রীবাস্যকেশাশ্চ॥ ২২—২৩॥

পশ্চিমোত্তরদিগ্বর্ত্তী মাণ্ডব্য, তুখার, তালহল, মদ্র, অশ্মক, কুলূত, লহড়, স্ত্রীরাজ্য, নৃসিংহ, বনখ, বেণুমতীনদী, ফল্গুনদী, গুরুহানদী, মরুকুচ্চদেশ, চর্ম্মরঙ্গ এবং যে সকল দেশের মনুষ্যদিগের এক চক্ষু, গ্রীবা, মুখ ও কেশ দীর্ঘ এবং একটী কেশগুচ্ছ আছে, সেই সকল দেশের অধিপতি উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা॥ ২২—২৩॥

উত্তরতঃ কৈলাসো হিমবান্ বসুমান্ গিরির্ধনুষ্মাংশ্চ। ক্রৌঞ্চো মেরুঃ কুরবস্তথোত্তরাঃ ক্ষুদ্রমীনাশ্চ॥ কৈকয়বসাতিযামুনভোগপ্রস্থার্জুনায়নাগ্নীধ্রাঃ। আদর্শান্তদ্বীপিত্রিগর্ত্ততুরগাননাশ্বমুখাঃ॥ কেশধরচিপিটনাসিকদাসেরকবাটধানশরধানাঃ। তক্ষশিলপুষ্কলাবতকৈলাবতকণ্ঠধানশ্চ॥ অম্বরমদ্রকমালবপৌরবকচ্ছারদণ্ডপিঙ্গলকাঃ। মাণহলহূণকোহলশীতকমাণ্ডব্যভূতপুরাঃ॥ গান্ধারযশোবতিহেমতালরাজন্যখচরগব্যাশ্চ। যৌধেয়দাসমেয়াঃ শ্যামাকাঃ ক্ষেমধূর্ত্তাশ্চ॥ ২৪—২৮॥

উত্তরদিগ্বর্ত্তী কৈলাস, হিমাচল, বসুমান্‌গিরি, ধনুষ্মানপর্ব্বত, ক্রৌঞ্চগিরি ও মেরুপর্ব্বত, উত্তরকুরুদেশ, ক্ষুদ্রমীন, কৈকয়, বসাতি, যামুন, ভোগপ্রস্থ, অর্জ্জুনায়ন, অগ্নীধ্র, আদর্শান্তদ্বীপ, ত্রিগর্ত্ত, তুরগানন, অশ্বমুখ, কেশধর, চিপিট, নাসিক, দাসেরক, বাটধান, শরধান, তক্ষশিলা, পুষ্কলাবত, কৈলাবত, কণ্ঠধান, অম্বর, মদ্রক, মালব, পৌরব, কচ্ছার, দণ্ডপিঙ্গল, মাণহল, হূণ, কোহল, শীতক, মাণ্ডব্য, ভূতপুর, গান্ধার, যশোবতী, হেমতাল, রাজন্য, খচর, গব্য, যৌধেয়, দাসমেয়, শ্যামাক এবং ক্ষেমধূর্ত্ত এইসকল দেশের অধিপতি শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ॥ ২৪—২৮॥

ঐশান্যাং মেরুকনষ্টরাজ্যপশুপালকীরকাশ্মীরাঃ। অভিসারদরদতঙ্গণকুলূতসৈরিন্ধ্রবনরাষ্ট্রাঃ॥ ব্রহ্মপুরদার্ব্বডামর-

বনরাজ্যকিরাতচীনকৌণিন্দাঃ। ভল্লাপলোলজটাসুরকুনঠ-খসঘোষকুচিকাখ্যাঃ॥ একচরণানুবিশ্বাঃ সুবর্ণভূর্ব্ব-সুবনং দিবিষ্ঠাশ্চ। পৌরবচীরনিবসনত্রিনেত্রমুঞ্জাদ্রি-গন্ধর্ব্বাঃ॥ ২৯—৩১॥

ঈশানকোণস্থিত মেরুক, নষ্টরাজ্য, পশুপাল, কীর, কাশ্মীর, অভিসার, দরদ, তঙ্গণ, কুলূত, সৈরিন্ধ্র, বনরাষ্ট্র, ব্রহ্মপুর, দার্ব্বড়, অমর, বনরাজ্য, কিরাত, চীন, কৌণিন্দ, ভল্ল, পলোল, জটাসুর, কুনট, খস, ঘোষ, কুচিক, একচরণ, অনুবিশ্ব, সুবর্ণভূ, বসুবন, দিবিষ্ঠ, পৌরব, চীরনিবসন, ত্রিনেত্র, মুঞ্জাদ্রি এবং গন্ধর্ব্ব এইসকল দেশের অধিপতি রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী॥ ২৯—৩১॥

বর্গৈরাগ্নেয়াদ্যৈঃ ক্রূরগ্রহপীড়িতৈঃ ক্রমেণ নৃপাঃ। পাঞ্চালো মাগধিকঃ কালিঙ্গশ্চ ক্ষয়ং যান্তি॥ আবন্তো-ঽথানর্ত্তো মৃত্যুং চায়াতি সিন্ধুসৌবীরঃ। রাজা চ হার-হৌরো মদ্রেশোঽন্যশ্চ কৌণিন্দঃ॥ ৩২—৩৩॥

কৃত্তিকাদি তিন তিন নক্ষত্রে যে এক একটী বর্গ কথিত হইল, ঐ নয়-সংখ্যক বর্গ ক্রূরগ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে যথাক্রমে পাঞ্চাল, মগধ, কলিঙ্গ, অবন্তী, আনর্ত্ত, সিন্ধু, সৌবীর, হারহৌর এবং মদ্র ও কৌণিন্দদেশের নরপতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৩২—৩৩॥ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কূর্ম্মবিভাগ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং কূর্ম্ম-বিভাগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নক্ষত্রব্যূহঃ।

আগ্নেয়ে সিতকুসুমাহিতাগ্নিমন্ত্রজ্ঞসূত্রভাষ্যজ্ঞাঃ। আকরিকনাপিতদ্বিজঘটকারপুরোহিতাব্দজ্ঞাঃ॥ ১॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তির শ্বেতপুষ্পে আমোদ হয় এবং ঐ পুরুষ যজ্ঞাদি মন্ত্রজ্ঞ, সূত্রভাষ্যাদিবেত্তা, আকরব্যবসায়ী হইয়া থাকে। আর নাপিত, ব্রাহ্মণ, কুম্ভকার, পুরোহিত অথবা দৈবজ্ঞ হইবে॥ ১॥

রোহিণ্যাং সুব্রতপণ্যভূপধনিযোগযুক্তশাকটিকাঃ। গোবৃষজলচরকর্ষকশিলোচ্চয়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নাঃ॥ ২॥

রোহিণীনক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সুব্রত, পণ্য-ব্যবসায়ী, রাজা, ধনী, যোগযুক্ত, শকটকারী অথবা গাভী, বৃষ, জলচর-জন্তু, কৃষি ও পর্ব্বতাদিজাতদ্রব্যদ্বারা ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হয়॥ ২॥

মৃগশিরসি সুরভিবস্ত্রাব্জকুসুমফলরত্নবনচরবিহঙ্গাঃ। মৃগসমপীথিগান্ধর্ব্বকামুকা লেখহারাশ্চ॥ ৩॥

মৃগশিরানক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি সুগন্ধদ্রব্য, বস্ত্র, শঙ্খ, পুষ্প, ফল, রত্ন, পশু, পক্ষী অথবা মৃগব্যবসায়ী হইবে। আর সেই ব্যক্তি সোমযাগকারী, সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ, কামুক, লেখক অথবা চিত্রকর হইয়া থাকে॥ ৩॥

রৌদ্রে বধবন্ধানৃতপরদারস্তেয়শাঠ্যভেদরতাঃ। তুষধান্যতীক্ষ্ণমন্ত্রাভিচারবেতালকর্ম্মজ্ঞাঃ॥ ৪॥

আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্ম হইলে, সেই মানব বধ, বন্ধন, মিথ্যাচরণ, পরদার, চৌর্য্য, বঞ্চনা ও সূচকতা এইসকল কার্য্যে রত থাকে। আর তুষ, ধান্য ও মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্যের ব্যবসায়ী হয় এবং অভিচার ও বেতাল কর্ম্মে অর্থাৎ যাদুকার্য্যে নিরত থাকে॥ ৪॥

আদিত্যে সত্যৌদার্য্যশৌচকুলরূপধীযশোঽর্থযুতাঃ। উত্তমধান্যং বণিজঃ সেবাভিরতাঃ সশিল্পিজনাঃ॥ ৫॥

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে যে ব্যক্তির জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, উদার-চরিত্র, শুচি, উচ্চবংশসম্ভূত, রূপবান্, বুদ্ধিমান্, যশস্বী ও ধনী হইবে এবং উত্তম ধান্য লাভ করিবে, আর বাণিজ্য ও সেবাতৎপর থাকিবে এবং শিল্পকারকদিগের সহিত মিলিত হইবে॥ ৫॥

পুষ্যে যবগোধুমাঃ শালীক্ষুবনানি মন্ত্রিণো ভূপাঃ। সলিলোপজীবিনঃ সাধবশ্চ যজ্ঞেষ্টিসক্তাশ্চ॥ ৬॥

পুষ্যানক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি যব, গোধূম, ধান্য, ইক্ষু অথবা বন্যবস্তুর ব্যবসা করিবে এবং মন্ত্রী, রাজা, জলোপজীবী, সাধু ও যজ্ঞাদিকার্য্যে আশক্ত হইবে॥ ৬॥

অহিদেবে কৃত্রিমকন্দমূলফলকীটপন্নগবিষাণি। পরধনহরণাভিরতাস্তুষধান্যং সর্ব্বভেষজশ্চ॥ ৭॥

অশ্লেষানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সুগন্ধদ্রব্য, ফল, মূল, কীট, সর্প ও বিষের ব্যবসা করিবে। আর সেই মনুষ্য পরধনহরণে রত থাকিবে এবং তুষ ও ধান্যব্যবসায়ী হয়, আর সর্ব্ববিধ ঔষধবিষয়ে পারদর্শী হয়॥ ৭॥

পিত্র্যে ধনধান্যাঢ্যাঃ কোষ্ঠাগারাণি পর্ব্বতাশ্রয়িণঃ। পিতৃভক্তবণিক্‌শূরাঃ ক্রব্যাদাঃ স্ত্রীদ্বিষো মনুজাঃ॥ ৮॥

মঘানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ধন, ধান্য ও কোষা-গারের অধিপতি হইবে, আর পর্ব্বতাশ্রয়ী, পিতৃভক্ত, বাণিজ্যব্যবসায়ী, শূর, মাংসভোজী, সৎকর্ম্মে রত ও স্ত্রীবিদ্বেষী হইবে॥ ৮॥

প্রাক্‌ফল্গুনীষু নটযুবতিসুভগগান্ধর্ব্বশিল্পিপণ্যানি। কার্পাসলবণমাক্ষিকতৈলানি কুমারকাশ্চাপি॥ ৯॥

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে যাহার জন্ম হইবে, সেই ব্যক্তি নৃত্যগীত-রত এবং যুবতী স্ত্রীলোকের দলে নিযুক্ত থাকিয়া সুখী, গানবাদ্যবিশারদ, শিল্প অর্থাৎ চিত্র ও কারুকার্য্যে রত এবং ব্যবসায়ী হইবে: আর ঐ ব্যক্তি তুলা, লবণ, মধু ও তৈল এইসকল দ্রব্যের ব্যবসা করিবে এবং সে চির-কাল যৌবনসম্পন্ন থাকিবে॥ ৯॥

আর্য্যম্নে মার্দ্দবশৌচবিনয়পাষণ্ডিদানশাস্ত্ররতাঃ।
শোভনধান্যমহাধনধর্ম্মানুরতাঃ সমনুজেন্দ্রাঃ ১০ ॥

উত্তরফল্গুণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি মৃদু, শুচি, বিনয়ী, পাষণ্ড, দাতা ও শাস্ত্রজ্ঞ হয়, আর সেই ব্যক্তি উত্তম ধান্যের ব্যবসা করে, ধনী ও ধার্ম্মিক হইবে এবং রাজপুত্রগণের সহিত মিলিত থাকিবে ॥ ১০ ॥

হস্তে তস্করকুঞ্জররথিকমহামাত্রশিল্পিপণ্যানি।
তুষধান্যং শ্রুতযুক্তা বণিজস্তেজোযুতাশ্চাত্র ॥ ১১ ॥

হস্তানক্ষত্রে জাতব্যক্তি তস্কর, হস্তিব্যবসায়ী, সারথি, প্রধানমন্ত্রী, শিল্পকার্য্যে নিপুণ, বণিক, ধান্যব্যবসায়ী ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ হয় এবং তাহার আকৃতি অতিতেজস্বী হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ত্বাষ্ট্রে ভূষণমণিরাগলেখ্যগান্ধর্ব্বগন্ধযুক্তিজ্ঞাঃ।
গণিতপটুতন্তুবায়াঃ শালাকা রাজধান্যানি ॥ ১২ ॥

চিত্রানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভূষণ, মণি ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রের ব্যবসা করে এবং সে লেখক, গায়ক, গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী, গণিত-বিদ্যায় পারদর্শী, তন্তুবায়, অস্ত্রচিকিৎসক, চক্ষুরোগচিকিৎসক এবং রাজ-ধান্যব্যবসায়ী হইবে ॥ ১২ ॥

স্বাতৌ খগমৃগতুরগা বণিজো ধান্যানি বাতবহুলানি।
অস্থিরসৌহৃদলঘুসত্ত্বতাপসাঃ পণ্যকুশলাশ্চ ॥ ১৩ ॥

স্বাতীনক্ষত্রে জাতব্যক্তি পক্ষী, মৃগ ও অশ্ব এইসকল পুষিতে ভাল বাসে, ধান্যাদিশস্যের ব্যবসাকরে, তাহার শরীরে বাতাধিক্য থাকে, কাহারও সহিত তাহার মিত্রতা স্থির হয় না, দেহ অতিদুর্ব্বল হয়, সে মিতাচারী থাকে এবং ক্রয়বিক্রয়কার্য্যে পারদর্শী হয় ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রাগ্নিদৈবতে রক্তপুষ্পফলশাখিনঃ সতিলমুদ্গাঃ।
কার্পাসমাষচাণকাঃ পুরন্দরহুতাশভক্তাশ্চ ॥ ১৪ ॥

বিশাখানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি রক্তপুষ্প ও রক্ত-ফলবিশিষ্ট বৃক্ষ উৎপাদন করে। মুগ, তিল, কার্পাস, মাষ ও বুট এই সকলের ব্যবসা করিবে এবং ইন্দ্র ও অগ্নির ভক্ত হইবে ॥ ১৪ ॥

মৈত্রে শৌর্য্যসমেতা গণনায়কসাধুগোষ্ঠিযানরতাঃ।
যে সাধবশ্চ লোকে সর্ব্বঞ্চ শরৎসমুৎপন্নম্ ॥ ১৫ ॥

অনুরাধানক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি অতিশয় বীর্য্যসমন্বিত, দলাধিপতি, সাধুজনের সমাগমপ্রিয়, যানবাহক এবং সাধু হইবে। আর সেই ব্যক্তি শরৎকালের উৎপন্ন শস্যাদি জন্মাইবে ॥ ১৫ ॥

পৌরন্দরেঽতিশূরাঃ কুলবিত্তযশোঽন্বিতাঃ পরস্বহৃতঃ।
বিজিগীষবো নরেন্দ্রাঃ সেনানাঞ্চাপি নেতারঃ ॥ ১৬ ॥

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অতিপরাক্রমশালী, সৎকুলজাত, ধনী, যশস্বী, পরস্বাপহারী, ভ্রমণকারী, রাজা অথবা সেনা-পতি হইবে ॥ ১৬ ॥

মূলে ভেষজভিষজো গণমুখ্যাঃ কুসুমমূলফলবার্ত্তাঃ।
বীজান্যতিধনযুক্তাঃ ফলমূলৈর্যে চ বর্ত্তন্তে ॥ ১৭ ॥

মূলানক্ষত্রে জাতব্যক্তি ঔষধবিক্রেতা, দলাগ্রগণ্য, পুষ্প, ফল, মূল ও বীজের ব্যবসায়ী ও ধনী হইবে এবং উদ্যানকার্য্যে তাহার বিশেষ প্রীতি জন্মিবে ॥ ১৭ ॥

আপ্যে মৃদবো জলমার্গগামিনঃ সত্যশৌচধনযুক্তাঃ।
সেতুকরবারিজীবকফলকুসুমান্যম্বুজাতানি ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি নম্রস্বভাব, জলপথগামী, সত্যপরায়ণ, শুচি, ধনী, সেতুকারী, পোতচালক এবং জল-জাত ফলপুষ্পের ব্যবসায়ী হইবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বেশ্বরে মহাপাত্রমল্লকরিতুরগদেবতাভক্তাঃ।
স্থাবরযোধা ভোগান্বিতাশ্চ যে চৌজসা যুক্তাঃ ॥১৯॥

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রী, মল্ল-যোদ্ধা, হস্তী ও ঘোটকপ্রিয়, দেবভক্ত, নীতিমান্, যোদ্ধা, ভোগবান্ ও বলবান্ হইবে ॥ ১৯ ॥

শ্রবণে মায়াপটবো নিত্যোদ্যুক্তাশ্চ কর্ম্মসু সমর্থাঃ।
উৎসাহিনঃ সধর্ম্মা ভাগবতাঃ সত্যবচনাশ্চ ॥ ২০ ॥

শ্রবণানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি মায়াবী, সর্ব্বদা উদ্-যোগী, সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, উৎসাহশালী, ধার্ম্মিক, ভগবৎপরায়ণ এবং সত্য-বাদী হইবে ॥ ২০ ॥

বসুভে মানোন্মুক্তাঃ ক্লীবাশ্চলসৌহৃদাঃ স্ত্রিয়াং দ্বেষ্যাঃ।
দানাভিরতা বহুবিত্তসংযুতাঃ শমপরাশ্চ নরাঃ ॥ ২১ ॥

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি নির্লজ্জ, ক্লীব, অস্থিরচিত্ত, স্ত্রীদ্বেষী, দানকার্য্যে নিরত, বহুবিত্তসংযুক্ত ও শান্তিপরায়ণ হইবে ॥ ২১ ॥

বরুণেশে পাশিকমৎস্যবন্ধজলজানি জলচরা জীবাঃ।
শৌকরিকরজকশৌণ্ডিকশাকুনিকাশ্চাপি বর্গেঽস্মিন্ ॥২২॥

শতভিষানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জলব্যবসায়ী, মৎস্যঘাতী, জলচরাজীবী, শূকর ও মদ্যব্যবসায়ী, রজক অথবা শাকু-নিক হইবে ॥ ২২ ॥

আজে তস্করপশুপালহিংস্রকীনাশনীচশঠচেষ্টাঃ।
ধর্ম্মব্রতৈর্ব্বিরহিতা নিযুদ্ধকুশলাশ্চ মনুজাঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে কাহারও জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি তস্কর, পশু-পালক, হিংস্রক, দুষ্ট, শঠ, ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন, ব্রতাদিসৎকার্য্যবিমুখ, যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী হইবে ॥ ২৩ ॥

অহির্ব্বুধ্নে বিপ্রাঃ ক্রতুদানতপোযুতা মহাবিভবাঃ।
আশ্রমিণঃ পাষণ্ডা নরেশ্বরাঃ সারধান্যঞ্চ ॥ ২৪ ॥

যদি উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে কাহারও জন্ম হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি

ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্তাযুক্ত, মহাসম্পত্তিশালী, আশ্রমী, পাষণ্ড, মনুষ্যগণের অধিপতি ও তণ্ডুলব্যবসায়ী হইবে॥ ২৪॥

পৌষ্ণে সলিলজফলকুসুমলবণমণিশঙ্খমৌক্তিকাজানি।
সুরভিকুসুমানি গন্ধা বণিজো নৌকর্ণধারাশ্চ॥ ২৫॥

রেবতীনক্ষত্রে জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি জলজাত ফল, পুষ্প, লবণ, মণি, শঙ্খ, মুক্তা প্রভৃতি জলজাত বস্তু, সুগন্ধপুষ্প ও সুগন্ধদ্রব্য ইহাদিগের ব্যবসা করিবে এবং নৌকার কর্ণধার হইবে॥ ২৫॥

অশ্বিন্যামশ্বহরাঃ সেনাপতিবৈদ্যসেবকাস্তুরগাঃ।
তুরগারোহাশ্চ বণিগ্রূপোপেতাস্তুরগরক্ষাঃ॥ ২৬॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি অশ্বপোষক, সেনাপতি, বৈদ্যসেবক, অশ্বব্যবসায়ী, অশ্বারোহী, বণিক্ অথবা অশ্বরক্ষক হইবে॥ ২৬॥

যাম্যেঽসৃক্পিশিতভুজঃ ক্রূরা বধবন্ধতাড়নাসক্তাঃ।
তুষধান্যং নীচকুলোদ্ভবা বিহীনাশ্চ সত্ত্বেন॥ ২৭॥

ভরণীনক্ষত্রে কাহারও জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি রক্ত ও মাংসভোজী, ক্রূর, বধ, বন্ধন ও পীড়নকার্য্যে আশক্ত, তুষ ও ধান্যব্যবসায়ী, নীচকুলোদ্ভব এবং দুর্ব্বলমনা হইবে॥ ২৭॥

পূর্ব্বাত্রয়ং সানলমগ্রজানাং রাজ্ঞাঞ্চ পুষ্যেণ সহোত্তরাণি। সপৌষ্ণমৈত্রং পিতৃদৈবতঞ্চ প্রজাপতের্ভঞ্চ কৃষীবলানাম্॥ ২৮॥

পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং কৃত্তিকা এইসকল নক্ষত্র ব্রাহ্মণ, উত্তরাফাল্গুনী উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদ এইসকল নক্ষত্র ক্ষত্রিয়; রেবতী, অনুরাধা, মঘা এবং রোহিণী এইসকল নক্ষত্র শূদ্র বলিয়া জানিবে॥ ২৮॥

আদিত্যহস্তাভিজিদাশ্বিনানি বণিগ্জনানাং প্রবদন্তি ভানি। মূলত্রিনেত্রানিলবারুণানি ভান্যুগ্রজাতেঃ প্রভবিষ্ণুতায়াম্॥ ২৯॥

পুনর্ব্বসু, হস্তা, অভিজিৎ এবং অশ্বিনী এইসকল নক্ষত্র বৈশ্য, মূলা, আর্দ্রা, স্বাতী ও শতভিষা এইসকল নক্ষত্র উগ্রজাতি অর্থাৎ কষায়ী॥২৯॥

সৌম্যৈন্দ্র-চিত্রাবসু-দৈবতানি সেবাজন-স্বাম্যমুপাগতানি। সার্পং বিশাখা শ্রবণো ভরণ্যশ্চণ্ডালজাতেরিতি নির্দ্দিশন্তি॥৩০॥

মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা, এইসকল নক্ষত্র সেবক অর্থাৎ ভাণ্ডারী। অশ্লেষা, বিশাখা শ্রবণা এবং ভরণী এইসকল নক্ষত্র চণ্ডালজাতি॥ ৩০॥

রবিরবিসুতভোগমাগতং ক্ষিতিসুতভেদনবক্রদূষিতম্।
গ্রহণগতমথোল্কয়া হতং নিয়তমুষাকরপীড়িতঞ্চ যৎ॥
তদুপহতমিতি প্রচক্ষতে প্রকৃতিবিপর্য্যয়[illegible]তমেব বা।
নিগদিতপরিবর্গদূষণং কথিতবিপর্য্যয়গং সমৃদ্ধয়ে॥৩১-৩২॥

সূর্য্য এবং শনি একযোগে যে নক্ষত্রকে ভোগ করিয়াছে, যে নক্ষত্রকে মঙ্গল ভেদ করিয়াছে, অথবা যে নক্ষত্র বক্রগ্রহ অবস্থিত বা যে নক্ষত্রে গ্রহণ ও উল্কাপাত হয়, কিম্বা যে নক্ষত্র চন্দ্রদ্বারা পীড়িত সেইসকল নক্ষত্রে যে সকল মানব ও দ্রব্য বুঝায় তাহাদিগের বিনাশ হইয়া থাকে। যদি ঐ সকল নক্ষত্র উপরোক্ত উৎপাত শূন্য হয় তাহাহইলে ঐ সকল নক্ষত্রে যেসকল মানব ও দ্রব্য বুঝায় তাহাদিগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩১—৩২॥ পঞ্চদশ অধ্যায়ে নক্ষত্রব্যূহ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নক্ষত্রব্যূহঃ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রহভক্তয়ঃ।

প্রাঙ্নর্ম্মদার্দ্ধশোণোড্রবঙ্গসুহ্মাঃ কলিঙ্গবাহ্লীকাঃ। শকযবনমগধশবরপ্রাগ্জ্যোতিষচীনকাম্বোজাঃ॥ মেকলকিরাতবিটকা বহিরন্তঃশৈলজাঃ পুলিন্দাশ্চ। দ্রবিড়ানাং প্রাগর্দ্ধং পূর্ব্বকুলঞ্চ যমুনায়াঃ॥ চম্পোদুম্বরকৌশাম্বিচেদিবিন্ধ্যাটবীকলিঙ্গাশ্চ। পুণ্ড্রা গোলাঙ্গূলশ্রীপর্ব্বতবর্দ্ধমানাশ্চ॥ ইক্ষুমতীত্যথ তস্করপারতকান্তারগোপবীজানাম্। তুষধান্য-কটুক-তরু-কনকদহন-বিষসমরশূরাণাম্॥ ভেষজ-ভিষক্-চতুষ্পদ-কৃষিকর--নৃপহিংস্র-যায়ি-চৌরাণাম্। ব্যালারণ্যযশোযুততীক্ষ্ণাণাং ভাস্করঃ স্বামী॥ ১—৫॥

সূর্য্য নর্ম্মদার পূর্ব্বার্দ্ধ, শোণনদের তটবর্ত্তী দেশ, উড্র, বঙ্গ, সুহ্ম কলিঙ্গ, বাহ্লীক, শক, যবন, মগধ, শবর এবং জ্যোতিষপুরা, চীন ও কাম্বোজের পূর্ব্বভাগ, মেকল, কিরাত, বিটক, পুলিন্দগিরির বহিস্থ ও অভ্যন্তরস্থ দেশ, দ্রবিড়ের পূর্ব্বার্দ্ধ, যমুনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী স্থান, চম্প, উদুম্বর, কৌশাম্বি, চেদি, বিন্ধ্যারণ্য, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, গোলাঙ্গুল, শ্রীপর্ব্বত, বর্দ্ধমান, ইক্ষুমতী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ এইসকল স্থান এবং এতদ্ভিন্ন তস্কর, পারত, কান্তার, গোপালক, বীজ, তুষ, ধান্য, কটুবস্তু, তরু, স্বর্ণ, অগ্নি, বিষ, যুদ্ধজয়ী ব্যক্তি, ঔষধ, চিকিৎসক, চতুষ্পদ, কৃষিকর, রাজা, কসাই, পর্য্যটক, চোর, সর্প, বন, যশস্বী ও দুষ্ট ব্যক্তির অধিপতি॥১—৫॥

গিরিসলিলদুর্গকোশলভরুকচ্ছ-সমুদ্ররোমকতুখারাঃ। বনবাসিতঙ্গণহলস্ত্রীরাজ্যমহার্ণবদ্বীপাঃ॥ মধুররসকুসুমফলসলিলবনমণিশঙ্খমৌক্তিকাজানাম্। শালিযবৌষধিগোধূমসোমপাক্রন্দবিপ্রাণাম্॥ সিতসুভগতুরগরতিকরযুবতিচমূনাথভোজ্যবস্ত্রাণাম্। শৃঙ্গিনিশাচরকর্ষকযজ্ঞবিদাং চাধিপশ্চন্দ্রঃ॥ ৬—৮॥

চন্দ্র, গিরি ও সলিলাকীর্ণ দুর্গ কোশলদেশ, (অযোধ্যা) ভরু, কচ্ছ, সাগর, রোমক দেশ, তুখার, অরণ্যবাসী, সাগরগর্ভস্থ, তঙ্গণদ্বীপ, হলদ্বীপ, স্ত্রীরাজ্য, মহার্ণব এবং মধুর রস, পুষ্প, ফল, জল, লবণ, মণি, শঙ্খ, মুক্তা, জলজন্তু, শালিধান্য, যব, ওষধি, গোধূম, সোমপায়ী, আক্রমণোদ্যত রাজা, ব্রাহ্মণ, উৎকৃষ্ট শ্বেত ঘোটক, সুন্দরী যুবতী, সেনাধ্যক্ষ, ভোজ্যদ্রব্য, বস্ত্র, শৃঙ্গবিশিষ্ট জীব, নিশাচর, কৃষক এবং যজ্ঞবিৎ ব্যক্তির অধিপতি ॥ ৬—৮ ॥

শোণস্য নর্ম্মদায়া ভীমরথায়াশ্চ পশ্চিমার্দ্ধস্থাঃ। নির্ব্বিন্ধ্যা বেত্রবতী সিপ্রা গোদাবরী বেণা ॥ মন্দাকিনী পয়োষ্ণী মহানদী সিন্ধুমালতীপারাঃ। উত্তরপাণ্ড্যমহেন্দ্রাদ্রিবিন্ধ্যমলয়োপগাশ্চোলাঃ ॥ দ্রবিড়বিদেহান্ধ্রাশ্মকভাসাপুরকোঙ্কণাঃ সমন্ত্রিষিকাঃ। কুন্তলকেরলদণ্ডককান্তিপুরম্লেচ্ছসঙ্করজাঃ ॥ নাসিক্যভোগবর্দ্ধনবিরাটবিন্ধ্যাদ্রিপার্শ্বগা দেশাঃ। যে চ পিবন্তি সুতোয়াং তাপীং যে চাপি গোমতীসলিলম্ ॥ নাগরকৃষিকরপারতহুতাশনাজীবিশস্ত্রবার্ত্তানাম্। আটবিকদুর্গকর্ব্বটবধকনৃশংসাবলিপ্তানাম্ ॥ নরপতিকুমারকুঞ্জরদাম্ভিকডিম্ভাভিঘাতপশুপানাম্। রক্তফলকুসুমবিদ্রুমচমূপগুড়মদ্যতীক্ষ্ণাণাম্ ॥ কোশভবনাগ্নিহোত্রিকধাত্বাকরশাক্যভিক্ষুচৌরাণাম্। শঠদীর্ঘবৈরবহ্বাশিনাং চ বসুধাসুতোঽধিপতিঃ ॥ ৯—১৫ ॥

শোণ, নর্ম্মদা ও ভীমরথা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী দেশের অর্দ্ধাংশ, নির্ব্বিন্ধ্যা, বেত্রবতী, সিপ্রা, গোদাবরী ও বেণানদী তীরবর্ত্তী দেশ, গঙ্গা, পয়োষ্ণী, মহানদী, সিন্ধু, মালতী ও পারা এইসকল নদী, উত্তরপাণ্ড্যদেশ, মহেন্দ্রগিরি, বিন্ধ্যাচল, মলয়পর্ব্বত, চোলদেশ, দ্রবিড়, বিদেহ, অন্ধ্র, অশ্মক, ভাসাপুর, কোঙ্কণ, মন্ত্রিষিক, কুন্তলজ, কেরলজ, দণ্ডকজ, কান্তিপুর, ম্লেচ্ছ, শঙ্ক, রজাতি, নাসিক্য, ভোগবর্দ্ধন, বিরাট, বিন্ধ্যগিরির পার্শ্বদেশএবং তাপ্তী ও গোমতী নদীর তীরে যাহারা বসতি করে, নগরবাসী, কৃষক, রাসায়নিক, কর্ম্মকার, যোদ্ধা, প্রধান প্রধান বধকারী, (কসাই) নিষ্ঠুর, অহঙ্কারী, নরপতি, কুমার, হস্তী, দাম্ভিক, বিলাসী, শিশুহন্তা, পশুপালক, রক্তফল, রক্তপুষ্প, প্রবাল, সেনাপতি, গুড়, মদ্য উগ্র ব্যক্তি, ধনাগার, অগ্নিহোত্রী, ধাতুর আকর, (খনি) শাক্য, (বৌদ্ধবিশেষ) ভিক্ষু, চোর, শঠ, চিরশত্রু এবং বহুভোজী, মঙ্গল এই সমস্তের অধিপতি ॥ ৯—১৫ ॥

লৌহিত্যঃ সিন্ধুনদঃ সরযূর্গম্ভীরিকা রথাহ্বা চ। গঙ্গাকৌশিকাদ্যাঃ সরিতো বৈদেহকাম্বোজাঃ ॥ মথুরায়াঃ পূর্ব্বার্দ্ধং হিমবদ্গোমন্তচিত্রকূটস্থাঃ। সৌরাষ্ট্রসেতুজলমার্গপণ্যবিলপর্ব্বতাশ্রয়িণঃ ॥ উদপানযন্ত্রগান্ধর্ব্বলেখ্যমণিরাগগন্ধযুক্তিবিদঃ। আলেখ্যশব্দগণিতপ্রসাধকায়ুষ্যশিল্পজ্ঞাঃ ॥ চরপুরুষকুহকজীবকশিশুকবিশঠসূচকাভিচাররতাঃ। দূতনপুংসকহাস্যজ্ঞভূততন্ত্রেন্দ্রজালজ্ঞাঃ ॥ আরক্ষকনটনর্ত্তকঘৃততৈলস্নেহবীজতিক্তানি। ব্রতচারিরসায়নকুশলবেসরাশ্চন্দ্রপুত্রস্য ॥ ১৬—২০ ॥

লোহিত, সিন্ধু, সরযু, গম্ভীরা, রথা, গঙ্গা, কৌশিকী, এইসকল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ, বিদেহরাজ্য, কাম্বোজ, মথুরার পূর্ব্বার্দ্ধ, হিমালয়, গোমন্ত পর্ব্বত, চিত্রকূট গিরি, সৌরাষ্ট্রদেশ, আর সেতু, জল, পথ, গহ্বর ও পর্ব্বতবাসী, গীতবাদ্যবিৎ, লিপিকর, মণিজ্ঞ, (জহুরি) রাগবিৎ, গন্ধবিৎ, চিত্রকর, বৈয়াকরণিক, গণিতজ্ঞ, প্রসাধক, চিকিৎসক, শিল্পী, চর, কুহক, শিশু, কবি, শঠ, যে অন্যের নিকট কথা ব্যক্ত করে, অভিচারক বা ডাইন, দূত, নপুংসক, বিদূষক, তান্ত্রিক, ঐন্দ্রজালিক, প্রহরী, নট, নর্ত্তক, ঘৃত, তৈল, স্নেহদ্রব্য, বীজ, তিক্তদ্রব্য, ব্রতচারী, রাসায়নিক এবং অশ্বতর, বুধ এই সকলের অধিপতি ॥ ১৬—২০ ॥

সিন্ধুনদপূর্ব্বভাগো মথুরাপশ্চার্দ্ধভরতসৌবীরাঃ। স্রুঘ্নোদীচ্যবিপাশাসরিচ্ছতদ্রুরমঠসাল্বাঃ ॥ ত্রৈগর্ত্তপৌরবাম্বষ্ঠপারতা বাটধানযৌধেয়াঃ। সারস্বতার্জ্জুনায়নমৎস্যার্দ্ধগ্রামরাষ্ট্রাণি ॥ হস্ত্যশ্বপুরোহিতভূপমন্ত্রিমাঙ্গল্যপৌষ্টিকাসক্তাঃ। কারুণ্যসত্যশৌচব্রত-বিদ্যাদান-ধর্ম্মযুতাঃ ॥ পৌরমহাধনশব্দার্থবেদবিদুষোঽভিচারনীতিজ্ঞাঃ। মনুজেশ্বরোপকরণং ছত্রধ্বজচামরাদ্যং চ ॥ শৈলেয়কমাংসীতগরকুষ্ঠরসসৈন্ধবানি বল্লীজম্। মধুররসমধূচ্ছিষ্টানি চোরকশ্চেতি জীবস্য ॥ ২১—২৫ ॥

সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগ, মথুরার পশ্চিমার্দ্ধ, ভরতদেশ, সৌবীর, স্রুঘ্ননগর, উদীচ্যদেশ, বিপাশা ও শতদ্রু নদী, রমঠ দেশ, শাল্ব, ত্রিগর্ত্ত, পৌরব, অম্বষ্ঠ, পারত, বাটধান, যোধ, সারস্বত, অর্জ্জুনায়ন, মৎস্যদেশের অর্দ্ধাংশ, গ্রাম, রাষ্ট্র, হস্তী, অশ্ব, পুরোহিত, রাজা, মন্ত্রী, বিবাহাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম, পৌষ্টিককর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি, দয়াশীল, সত্যনিষ্ঠ, শুচি, ব্রতনিষ্ঠ, বিদ্বান্, দানশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, পুরবাসী, ধনী, বৈয়াকরণিক, বেদবিৎ, অভিচারজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ছত্র, ধ্বজ, চামর প্রভৃতি রাজোপকরণ, শৈলেয়ক, জটামাংসী, তগর, কুড়, সৈন্ধব, পারদ, লতাজাত বস্তু, মধুর রস, মোম এবং চোরক, (গ্রন্থিপর্ণী বৃক্ষ) বৃহস্পতি এই সকলের অধীশ্বর ॥ ২১—২৫ ॥

তক্ষশিলমার্ত্তিকাবত--বহুগিরিগান্ধার--পুষ্কলাবতকাঃ। প্রস্থলমালবকৈকয়দাশার্ণোশীনরাঃ শিবয় ॥ যে চ পিবন্তি বিতস্তামিরাবতীং চন্দ্রভাগসরিতং চ। রথরজতাকরকুঞ্জরতুরগমহামাত্রধনযুক্তাঃ ॥ সুরভিকুসুমানুলেপনমণিবজ্রবিভূষণাম্বুরুহশয্যাঃ। বরতরুণযুবতিকামোপকরণমৃষ্টান্নমধুরভুজঃ ॥ উদ্যানসলিলকামুকযশঃ সুখৌদার্য্য-

রূপসম্পন্নাঃ। বিদ্বদমাত্যবণিগ্জন--ঘটকুচ্ছিত্রাগুজাস্ত্রিফলাঃ॥ কৌশেয়পট্টকম্বলপত্রৌর্ণিকরোধ্রপত্রচোচানি। জাতীফলাগুরুবচাপিপ্পল্যশ্চন্দনং চ ভৃগোঃ॥ ২৬—৩০॥

তক্ষশিলা, মার্ত্তিকাবত, বহুগিরি, গান্ধার, পুষ্করাবতক, প্রস্থল, মালব, কৈকয়, দশার্ণ, উশীনর, শিবি, এইসকল দেশ, বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান, রথ, রৌপ্যের আকর, হস্তী, অশ্ব, মাহুত, ধনশালী ব্যক্তি, সুগন্ধি কুসুম, অনুলেপন দ্রব্য, মণি, হীরক, অলঙ্কার, পদ্ম, শয্যা, বর, যুবক, যুবতী, কামোপকরণ, মিষ্টান্ন ও মধুরভোজী, উদ্যান, জল, কামুক, যশ, সুখ, ঔদার্য্য, রূপবান্, বিদ্বান্, মন্ত্রী, বণিক্, কুম্ভকার, চিত্র, পক্ষী, ত্রিফলা, কৌষেয় বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কম্বল, শ্বেতরেশম, লোধ্র, পত্র, চোচ,(দারচিনির ত্বক্) জাতীফল, অগুরু, বচ, পিপ্পলী এবং চন্দন, শুক্র এই সকলের অধিপতি॥ ২৬—৩০॥

আনর্ত্তার্বুদপুষ্করসৌরাষ্ট্রাভীরশূদ্ররৈবতকাঃ। দৃষ্টা যস্মিন্দেশে সরস্বতী পশ্চিমো দেশঃ॥ কুরুভূমিজাঃ প্রভাসং বিদিশা বেদস্মৃতী মহীতটজাঃ। খলমলিননীচতৈলিকবিহীন--সত্ত্বোপহতপুংস্ত্বাঃ॥ বন্ধনশাকুনিকাশুচিকৈবর্ত্তবিরূপবৃদ্ধশৌকরিকাঃ। গণপূজ্যস্খলিতব্রতশবরপুলিন্দার্থপরিহীনাঃ॥ কটুতিক্তরসায়নবিধবযোষিতো ভুজগতস্করমহিষ্যঃ। খরকর ভচণকবাতুল-নিষ্পাবাশ্চার্কপুত্রস্য॥ ৩১—৩৪॥

আনর্ত্তদেশ, অর্ব্বুদ, পুষ্কর, সৌরাষ্ট্র, আভীর, শূদ্র, রৈবতক এবং যেসকল দেশ দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়, পশ্চিমদেশ, যেসকল স্থানের নদী অন্তঃসলিলা, কুরুক্ষেত্রবাসী, প্রভাস, বিদিশা, বেদস্মৃতি ও মহানদীর তীরজাত মনুষ্যগণ, খল ব্যক্তি, দূষিত ব্যক্তি, নীচ, তৈলিক, (কলু) দুর্ব্বল, নপুংসক বন্ধনকর্ত্তা, ব্যাধ, অপবিত্রব্যক্তি, কৈবর্ত্ত, কুৎসিত ও বৃদ্ধ, শূকরব্যবসায়ী, শ্রেষ্ঠজাতীয়ব্যক্তি, ব্রতহীন নর, শবর, (পার্ব্বতীয় জাতি), পুলিন্দ, (পার্ব্বত্যজাতিবিশেষ) দরিদ্র, কটু ও তিক্ত দ্রব্য, রসায়ন, বিধবা, সর্প, তস্কর, মহিষী, গর্দ্দভ, উষ্ট্রশিশু, চণক, (শস্যবিশেষ) বাতুল ও নিষ্পাব, শনি এইসকলের অধিপতি॥ ৩১—৩৪॥

গিরিশিখরকন্দরদরীবিনিবিষ্টা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ শূদ্রাঃ। গোমায়ুভক্ষশূলিকবোক্কাণাশ্বমুখবিকলাঙ্গাঃ॥ কুলপাংসনহিংস্রকৃতঘ্নচৌরনিঃসত্যশৌচদানাশ্চ। খরচরনিযুদ্ধবিত্তীব্ররোষগর্ভাশয়া নীচাঃ॥ উপহতদাম্ভিকরাক্ষসনিদ্রাবহুলাশ্চ জন্তবঃ সর্ব্বে। ধর্ম্মেণ চ সন্ত্যক্তা মাষতিলাশ্চার্কশশিশত্রোঃ॥ ৩৫—৩৭॥

গিরিশৃঙ্গবাসী, গুহাবাসী, ম্লেচ্ছজাতি, শূদ্র, গোমায়ুভক্ষণকারী, শূলিক, (শূলধারী) বোক্কাণদেশ, অশ্বমুখদেশ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, কুলাঙ্গার, হিংস্র, কৃতঘ্ন, চোর, সত্যঘ্ন, অশুচি, দানকুণ্ঠ, গর্দ্দভারোহী, মল্লযোদ্ধা, অতিক্রুদ্ধ, গর্ভস্থ বালক, নীচ, দূষিত, দাম্ভিক, রাক্ষস, নিদ্রালু, অধর্ম্মপরায়ণ, মাষ, এবং তিল, রাহু এই সকলের অধিপতি॥ ৩৫—৩৭॥

গিরিদুর্গপহ্লবশ্বেতহূণচোলাবগাণমরুচীনাঃ। প্রত্যন্তধনিমহেচ্ছাব্যবসায়পরাক্রমোপেতাঃ॥ পরদারবিবাদরতাঃ পররন্ধ্রকুতুহলা মদোৎসিক্তাঃ। মূর্খাধার্ম্মিকবিজিগীষবশ্চ কেতোঃ সমাখ্যাতাঃ॥ ৩৮-৩৯॥

গিরি, দুর্গ, পহ্লবদেশ, শ্বেতদেশ, হূণরাজ্য, চোল, আবগান, মরু ও চীনদেশ, ধনী, মহোদয়, পরিশ্রমী, পরাক্রমশালী, পরদাররত, বিবাদশীল, পররন্ধ্রানুসন্ধায়ী, মদগর্ব্বিত, মূর্খ, অধার্ম্মিক ও বিজিগীষু, কেতু এই সকলের অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত॥ ৩৮—৩৯॥

উদয়সময়ে যঃ স্নিগ্ধাংশুর্ম্মহান্ প্রকৃতিস্থিতো যদি চ ন হতো নির্ঘাতোল্কারজোগ্রহমর্দ্দনৈঃ। স্বভবনগতঃ স্বোচ্চপ্রাপ্তঃ শুভগ্রহবীক্ষিতঃ স ভবতি শিবস্তেষাং যেষাং প্রভুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪০॥

উদয়কালে যে গ্রহের রাশি স্নিগ্ধ এবং মণ্ডল বৃহৎ দৃষ্ট হয়, যে গ্রহ প্রকৃতিস্থ, স্বীয়গৃহে স্থিত, স্বীয় উচ্চস্থানগত, শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং বজ্রপাত, উল্কাপতন, ধূলি ও গ্রহযুদ্ধাদিতে আহত না হয়, সেইগ্রহ যাহাদিগের অধিপতি, তাহাদিগের কল্যাণ হইয়া থাকে॥ ৪০॥

অভিহিতবিপরীতলক্ষণৈঃ ক্ষয়মুপগচ্ছতি তৎপরিগ্রহঃ। ডমরভয়গদাতুরা জনা নরপতয়শ্চ ভবন্তি দুঃখিতাঃ॥ ৪১॥

উপরে যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, উহার বিপরীত হইলে সেইগ্রহ যাহাদিগের অধিপতি, তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং নরপতিগণ ও রাজ্যবাসীরা ভীত, পীড়িত ও দুঃখিত হইবে॥ ৪১॥

যদি ন রিপুকৃতং ভয়ং নৃপাণাং স্বসুতকৃতং নিয়মাদমাত্যজং বা। ভবতি জনপদশ্চ চাপ্যবৃষ্ট্যা গমনমপূর্ব্বপুরাদ্রিনিম্নগাসু॥ ৪২॥

যদি রাজাদিগের শত্রুভয় উপস্থিত না হয়, তাহাহইলে নিজ পুত্রজনিত বা অমাত্যজনিত ভয় সমুৎপন্ন হইবে এবং জনপদে অনাবৃষ্টি হওয়াতে সকলে সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যান্তরে ও পর্ব্বতাদিতে গমন করিবে॥ ৪২॥ ষোড়শ অধ্যায়ে গ্রহভক্তয় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গ্রহভক্তয়ো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রহযুদ্ধং।

যুদ্ধং যথা যদা বা ভবিষ্যদাদিশ্যতে ত্রিকালজ্ঞৈঃ।
তদ্বিজ্ঞানং করণে ময়া কৃতং সূর্য্যসিদ্ধান্তাৎ॥ ১॥

যে সময়ে গ্রহদিগের পরস্পর যুদ্ধ * সংঘটিত হয়, ত্রিকালবিদ্‌গণ তাহা পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন॥ আমি সূর্য্যসিদ্ধান্তদৃষ্টে মৎ-প্রণীত পঞ্চসিদ্ধান্তে তাহা বর্ণন করিয়াছি॥ ১॥

বিয়তি চরতাং গ্রহাণামুপর্য্যুপর্য্যাত্মমার্গসংস্থানাম্।
অতিদূরাদ্দৃগ্বিষয়ে সমতামিব সম্প্রযাতানাম্॥ ২॥

গগনমার্গে গ্রহগণ পরস্পর উপর্য্যুপরিভাবে নিজ নিজ কক্ষায় অব-স্থিতিপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে। আমরা অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাহা-দিগকে পরস্পর সমান স্থানে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকি॥ ২॥

আসন্নক্রমযোগাদ্ভেদোল্লেখাংশুমর্দ্দনাসব্যৈঃ।
যুদ্ধং চতুঃপ্রকারং পরাশরাদ্যৈর্মুনিভিরুক্তম্॥ ৩॥

পরাশরাদি ঋষিগণ ভেদ, উল্লেখ, অংশুমর্দ্দন ও অপসব্য এই চতুর্ব্বিধ গ্রহযুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রহদিগের পরস্পরের অবস্থিতির দূরতার তারতম্যানুসারে ঐ চতুর্ব্বিধ নাম হইয়াছে॥ ৩॥

ভেদে বৃষ্টিবিনাশো ভেদঃ সুহৃদাং মহাকুলানাঞ্চ।
উল্লেখে শস্ত্রভয়ং মন্ত্রিবিরোধঃ প্রিয়ান্নত্বম্॥ ৪॥

ভেদনামক গ্রহযুদ্ধ সংঘটিত হইলে রাজ্যে অনাবৃষ্টি এবং সুহৃদ্‌ভেদ ও মহদ্বংশীয়গণের সহিত শত্রুতা জন্মে। উল্লেখযুদ্ধ উপস্থিত হইলে অস্ত্র-ভয় ও মন্ত্রিবিরোধ হয়, কিন্তু রাজ্যে ভূরিপরিমাণে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪॥

অংশুবিরোধে যুদ্ধানি ভূভৃতাং শস্ত্ররুক্‌ক্ষুদবমর্দ্দাঃ।
যুদ্ধে চাপ্যপসব্যে ভবন্তি যুদ্ধানি ভূপানাম্॥ ৫॥

অংশুবিমর্দ্দন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজাদিগের পরস্পর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং লোকসকল অস্ত্রাঘাত, রোগ ও ক্ষুধাতে প্রপীড়িত হইয়া থাকে; অপসব্য নামক গ্রহযুদ্ধ হইলে রাজাদিগের পরস্পর সংগ্রাম সংঘটিত হয়॥ ৫॥

রবিরাক্রন্দো মধ্যে পৌরঃ পূর্ব্বেঽপরে স্থিতো যায়ী।
পৌরা বুধগুরুরবিজা নিত্যং শীতাংশুরাক্রন্দঃ॥ ৬॥

সূর্য্য যখন গগনতলের মধ্যস্থানে অবস্থিতি করেন, তখন তাহাকে আক্রন্দ, পূর্ব্বদিকে অবস্থিতিকালে পৌর এবং পশ্চিমদিকে অবস্থিতিকালে যায়ী কহে। বুধ, গুরু ও শনি সর্ব্বদাই পৌর এবং চন্দ্র সর্ব্বদাই আক্রন্দ নামে প্রসিদ্ধ॥ ৬॥

কেতুকুজরাহুশুক্রা যায়িন এতে হতা গ্রহা হন্যুঃ।
আক্রন্দযায়িপৌরান্ জয়িনো জয়দা স্ববর্গস্য॥ ৭॥

কেতু, মঙ্গল, রাহু ও শুক্র ইহারা সর্ব্বদাই যায়ী নামে পরিচিত। যেগ্রহ যুদ্ধে পরাজিত হয়, সেই গ্রহ যাহাদিগের অধিপতি, তাহাদিগের অমঙ্গল হইয়া থাকে এবং যেগ্রহ জয়লাভ করে, সেই গ্রহ যাহাদিগের অধিপতি, তাহাদিগের শুভলাভ হয়॥ ৭॥

পৌরে পৌরেণ হতে পৌরাঃ পৌরান্ নৃপান্ বিনিঘ্নন্তি।
এবং যায্যাক্রন্দৌ নাগরযায়িগ্রহাশ্চৈব॥ ৮॥

পৌরগ্রহ অন্য পৌরগ্রহের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলে নৃপতিগণ ও পুরবাসিসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ যায়ী গ্রহ অন্য যায়ীর নিকট, আক্রন্দ অপর আক্রন্দের নিকট, পৌরগ্রহ যায়ীর নিকট এবং যায়ীগ্রহ পৌরের নিকট পরাজিত হইলেও নৃপতিগণ ও পুরবাসিগণ বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ৮॥

দক্ষিণদিক্‌স্থঃ পরুষো বেপথুরপ্রাপ্য সন্নিবৃত্তোঽণুঃ।
অধিগূঢ়ো বিকৃতো নিষ্প্রভো বিবর্ণশ্চ যঃ স জিতঃ॥৯॥

যে গ্রহ অন্যগ্রহের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, কদাকার, কম্পনশীল, যাহার মণ্ডল ক্ষুদ্র, যে অন্য গ্রহের সহিত মিলিত হইয়াই পুনরায় বক্রী হয়, কিম্বা অন্য গ্রহকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত, অথবা যে গ্রহ বিকৃত, প্রভাহীন ও বিবর্ণ, তাহাকেই পরাজিত কহে॥ ৯॥

উক্তবিপরীতলক্ষণসম্পন্নো জয়গতো বিনির্দ্দিষ্টঃ।
বিপুলঃ স্নিগ্ধো দ্যুতিমান্ দক্ষিণদিক্‌স্থোঽপি জয়যুক্তঃ॥১০॥

উপরে যেসকল লক্ষণ কথিত হইল, উহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলে সেই গ্রহকে জয়ী বলা যায়। যে গ্রহের মণ্ডল বিস্তৃত, চিক্কণ ও সমুজ্জ্বল, সেই গ্রহ দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইলেও জয়ী বলিয়া পরিচিত হয়॥ ১০॥

দ্বাবপি ময়ূখপৃক্তৌ বিপুলৌ স্নিগ্ধৌ সমাগমে ভবতঃ। তত্রান্যোঽন্যপ্রীতির্বিপরীতাবাত্মপক্ষঘ্নৌ॥১১॥

উভয় গ্রহ সমান কিরণশালী, সমবিস্তৃত ও সমান সমুজ্জ্বল হইলে তাহাদিগের যুদ্ধকে সমাগম বলা যায়। সমাগম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গ্রহদ্বয়ের পরস্পর প্রণয় জন্মে এবং তাহারা যাহাদিগের অধিপতি, তাহা-দিগেরও পরস্পর মিত্রতা থাকে। গ্রহদ্বয় ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলেই তাহারা যাহাদিগের অধিপতি, তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

যুদ্ধং সমাগমো বা যদ্যব্যক্তৌ তু লক্ষণৈর্ভবতঃ।
ভুবি ভূভৃতামপি তথা ফলমব্যক্তং বিনির্দ্দেশ্যম্॥১২॥

লক্ষণদৃষ্টে যুদ্ধ কিম্বা গ্রহদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ ইহা স্পষ্ট অনুমিত না

* গ্রহযুদ্ধ কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহার গণনা করিতে হয়, তদ্বিষয় সূর্য্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে, তাহা অতিশয় কঠিন, সহজে বোধগম্য হয় না, এজন্য আমার প্রকাশিত দ্বিতীয়সংস্করণ ফলিতজ্যোতিষের দ্বিতীয়খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলে যেরূপে গ্রহযুদ্ধ গণনা করিতে হয়, তাহা জানিতে পারিবেন।

হইলে ধরাতলে নরপতিরা কিরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না॥ ১২॥

গুরুণা জিতেঽবনিসুতে বাহ্লীকা যায়িনোঽগ্নি-বার্ত্তাশ্চ। শশিজেন শূরসেনাঃ কলিঙ্গশাল্বাশ্চ পীড্যন্তে॥১৩॥

মঙ্গল বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে বাহ্লীকদেশবাসী, পর্য্যটক ও অগ্নিবার্ত্তাগণ এবং বুধকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে শূরসেন, কলিঙ্গ ও শাল্ব দেশীয়গণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়॥ ১৩॥

সৌরেণারে বিজিতে জয়ন্তি পৌরাঃ প্রজাশ্চ সীদন্তি। কোষ্ঠাগারম্লেচ্ছক্ষত্রিয়তাপশ্চ শুক্রজিতে॥ ১৪॥

মঙ্গল শনিকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পুরবাসীগণ জয়লাভ করে, কিন্তু অন্যান্য গ্রামবাসী প্রজারা ক্লেশপ্রাপ্ত হয়। যদি মঙ্গল শুক্রের নিকট পরাজিত হয়, তাহাহইলে ধনাগারের ক্ষয় এবং ম্লেচ্ছ ও ক্ষত্রিয়গণ ক্লেশ পাইয়া থাকে॥ ১৪॥

ভৌমেন হতে শশিজে বৃক্ষসরিত্তাপসাশ্মকনরেন্দ্রাঃ। উত্তরদিকস্থাঃ ক্রতুদীক্ষিতাশ্চ সন্তাপমায়ান্তি॥ ১৫॥

বুধ মঙ্গল কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে, বৃক্ষ, নদী, তপস্বী, অশ্মকদেশীয়-ব্যক্তি, রাজা, উত্তরদেশস্থ লোক ও যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তিগণের সন্তাপ জন্মিয়া থাকে॥ ১৫॥

গুরুণা বুধে জিতে ম্লেচ্ছশূদ্রচৌরার্থযুক্তপৌরজনাঃ। ত্রৈগর্ত্তপার্ব্বতীয়াঃ পীড্যন্তে কম্পতে চ মহী॥ ১৬॥

বুধ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে ম্লেচ্ছ, শূদ্র, চোর, ধনী, পৌর-জন, ত্রিগর্ত্তদেশ ও পার্ব্বতীয় স্থান প্রপীড়িত হয় এবং ভূমিকম্প হইয়া থাকে॥ ১৬॥

রবিজেন বুধে ধ্বস্তে নাবিকযোধাব্জসধনগর্ভিণ্যঃ। ভৃগুণা জিতেঽগ্নিকোপঃ শস্যাম্বুদযায়িবিধ্বংসঃ॥ ১৭॥

বুধ শনি কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে নাবিক, যোদ্ধা, জলজন্তু, ধনী ও গর্ভিণী নারী এবং শুক্রকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে অগ্নিভয়, শস্যহানি, মেঘ-বিনাশ ও ভ্রমণকারিদিগের ধ্বংস হইয়া থাকে॥ ১৭॥

জীবে শুক্রাভিহতে কুলূতগান্ধারকৈকয়া মদ্রাঃ। শাল্বা বৎসা বঙ্গা গাবঃ শস্যানি নশ্যন্তি॥ ১৮॥

মঙ্গল শুক্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে কুলূত, গান্ধার, কৈকয়, মদ্র, শাল্ব, বৎস ও বঙ্গদেশ এবং গো ও শস্য বিনষ্ট হয়॥ ১৮॥

ভৌমেন হতে জীবে মধ্যো দেশো নরেশ্বরা গাবঃ। সৌরেণ চার্জ্জুনায়নবসাতিযৌধেয়শিবিবিপ্রাঃ॥ ১৯॥

বৃহস্পতি মঙ্গল কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মধ্যদেশ, রাজা ও গো আর শনি কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে অর্জ্জুনায়ন, বসাতি, যৌধেয় ও শিবিদেশ এবং ব্রাহ্মণগণ বিনাশ পায়॥ ১৯॥

শশিতনয়েনাপি জিতে বৃহস্পতৌ ম্লেচ্ছসত্যশস্ত্রভৃতঃ। উপযান্তি মধ্যদেশশ্চ সংক্ষয়ং যশ্চ ভক্তিফলম্॥ ২০॥

বৃহস্পতি বুধ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে ম্লেচ্ছ, সত্যনিষ্ঠ, শস্ত্রধারী ব্যক্তি ও মধ্যদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বৃহস্পতি যাহাদিগের অধিপতি, তাহারাও বিনাশ পাইয়া থাকে॥ ২০॥

শুক্রে বৃহস্পতিহতে যায়ী শ্রেষ্ঠো বিনাশমুপযাতি। ব্রহ্মক্ষত্রবিরোধঃ সলিলঞ্চ ন বাসবস্ত্যজতি॥ কোশল-কলিঙ্গবঙ্গা বৎসা মৎস্যাশ্চ মধ্যদেশযুতাঃ। মহতীং ব্রজন্তি পীড়াং নপুংসকাঃ শূরসেনাশ্চ॥ ২১—২২॥

শুক্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পর্য্যটক ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিনাশ পায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পরস্পর বিরোধ জন্মে এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মৎস্য, মধ্য ও শূরসেন-দেশ এবং নপুংসকেরা অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত হয়॥ ২১—২২॥

কুজবিজিতে ভৃগুতনয়ে বলমুখ্যবধো নরেন্দ্রসংগ্রামাঃ। সৌম্যেন পার্ব্বতীয়াং ক্ষীরবিনাশোঽল্পবৃষ্টিশ্চ॥ ২৩॥

শুক্র মঙ্গল কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে রাজগণের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রধান সেনা বিনাশ পাইয়া থাকে। যদি বুধ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তাহা হইলে পার্ব্বতীয় দেশ ধ্বংস পায়, দুগ্ধ উৎপন্ন হয় না এবং অল্পবৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২৩॥

রবিজেন সিতে বিজিতে গণমুখ্যাঃ শস্ত্রজীবিনঃ ক্ষত্রম্। জলজাশ্চ নিপীড্যন্তে সামান্যং ভক্তিফলমন্যৎ॥ ২৪॥

শুক্র শনি কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে প্রধান গণজাতীয়লোক, শস্ত্রজীবী, ক্ষত্রিয় ও জলজন্তুগণ ক্লেশপ্রাপ্ত হয় এবং শুক্র যাহাদিগের অধিপতি, তাহাদিগেরও ক্লেশ হইয়া থাকে॥ ২৪॥

অসিতে সিতেন নিহতেঽর্ঘ্যবৃদ্ধিরহিবিহগমানিনাং পীড়া। ক্ষিতিজেন টঙ্কণান্ধ্রোড্রকাশীবাহ্লীকদেশানাম্॥ ২৫॥

শনি শুক্র কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে দ্রব্য মহার্ঘ্য হয় এবং সর্প, পক্ষী ও মানী ব্যক্তিরা ক্লেশ পায়। যদি মঙ্গল কর্ত্তৃক পরাভূত হয়, তাহাহইলে টঙ্কণ, অন্ধ্র, উড্র, কাশী ও বাহ্লীকদেশবাসীরা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়॥ ২৫॥

সৌম্যেন পরাভূতে মন্দেঽঙ্গবণিগ্বিহঙ্গপশুনাগাঃ। সন্তাপ্যন্তে গুরুণা স্ত্রীবহুলা মহিষকশকাশ্চ॥ ২৬॥

শনি বুধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে অঙ্গদেশীয় ব্যক্তি, বণিক্, পক্ষী, পশু ও সর্পগণ ক্লেশ পায় এবং বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে স্ত্রীলোকেরা সুখলাভ করে, আর মহিষ ও কশকজাতীয়েরা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৬॥

অয়ং বিশেষোঽভিহিতো হতানাং কুজজ্ঞবাগীশসিতা-

সিতানাম্। ফলন্ত বাচ্যং গ্রহভক্তিতোঽন্যদ্ যথা তথা স্বস্তি হতাঃ স্বভক্তীঃ ॥ ২৭ ॥

মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ইহাদিগের পরস্পরের জয় পরাজয়ের বিবরণ কথিত হইল। ঐ সকল গ্রহগণ যাহাদিগের অধিপতি, ঐ ফল তাহাদিগের সংঘটিত হয় এবং জয়পরাজয়ের তারতম্যানুসারে ফলেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে ॥২৭॥ সপ্তদশ অধ্যায়ে গ্রহযুদ্ধ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গ্রহযুদ্ধং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ শশিগ্রহসমাগমঃ।

ভানাং যথাসম্ভবমুত্তরেণ যাতো গ্রহাণাং যদি বা শশাঙ্কঃ। প্রদক্ষিণং তচ্ছুভকৃন্নরাণাং যাম্যেন যাতো ন শিবঃ শশাঙ্কঃ ॥ ১ ॥

যদি চন্দ্র নক্ষত্র কিম্বা গ্রহদিগের উত্তরদিকে গমন করে, তাহাহইলে মনুষ্যগণের মঙ্গলবিধান হয়, কিন্তু দক্ষিণ দিকে গমন করিলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

চন্দ্রমা যদি কুজস্য যাত্যুদক্ পার্ব্বতীয়বলশালিনাং জয়ঃ। ক্ষত্রিয়াঃ প্রমুদিতাঃ সযায়িনো ভূরিধান্যমুদিতা বসুন্ধরা ॥ ২ ॥

চন্দ্র মঙ্গলের উত্তরদিকে গমন করিলে বলশালী পার্ব্বতীয় জাতিরা জয়লাভ করে, ক্ষত্রিয়গণ আনন্দপ্রাপ্ত হয় এবং বসুমতী প্রচুর শস্যে পরিপূর্ণা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

উত্তরতঃ স্বসুতস্য শশাঙ্কঃ পৌরজয়ায় সুভিক্ষকরশ্চ শস্যচয়ং কুরুতে জনহার্দ্দিং কোশচয়ঞ্চ নরাধিপতীনাম্ ॥ ৩ ॥

যদি শশাঙ্ক বুধের উত্তরদিকে গমন করে, তাহা হইলে পুরবাসিগণ জয়প্রাপ্ত হয়, রাজ্যে সুভিক্ষ হইয়া থাকে, শস্য ভূরিপরিমাণে জন্মে, লোকসকল পরস্পর মিত্রতায় বদ্ধ হয় এবং রাজাদিগের ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয় ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতেরুত্তরগে শশাঙ্কে পৌরদ্বিজক্ষত্রিয়পণ্ডিতানাম্। ধর্ম্মস্য দেশস্য চ মধ্যমস্য বৃদ্ধিঃ সুভিক্ষং মুদিতাঃ প্রজাশ্চ ॥ ৪ ॥

চন্দ্র বৃহস্পতির উত্তর দিকে গমন করিলে পুরবাসিগণ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ধর্ম্ম ও মধ্যদেশের উন্নতি হয়, সুভিক্ষ জন্মে এবং সাধারণত সকলেই আনন্দিত থাকে ॥ ৪ ॥

ভার্গবস্য যদি যাত্যুদক্ শশী কোশযুক্তগজবাজিবৃদ্ধিদঃ। যায়িনাঞ্চ বিজয়ো ধনুষ্মতাং শস্যসম্পদপি চোত্তমা তদা ॥ ৫ ॥

যদি শশাঙ্ক শুক্রের উত্তরদিকে গমন করে, তাহাহইলে ধনাগার, গজ ও ঘোটকের উন্নতি লাভ হয়, ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধযাত্রীরা জয়লাভ করে এবং রাজ্যে উত্তম শস্য সঞ্জাত হয় ॥ ৫ ॥

রবিজস্য শশী প্রদক্ষিণং কুর্য্যাচ্চেৎ পুরভূভৃতাং জয়ঃ। শকবাহ্লিকসিন্ধুপহ্লবা মুদ্ভাজো যবনৈঃ সমন্বিতাঃ ॥৬॥

চন্দ্র শনির উত্তর দিকে গমন করিলে পুরাধিপতিরা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং শক, বাহ্লীক, সিন্ধু, পহ্লব ও যবনজাতীয়গণ আনন্দলাভ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যেষামুদগ্‌গচ্ছতি ভগ্রহাণাং প্রালেয়রশ্মির্নিরুপদ্রবশ্চ। তদ্দ্রব্যপৌরেতরভক্তিদেশান্ পুষ্ণাতি যাম্যেন নিহন্তি তানি ॥ ৭ ॥

যদি চন্দ্র নিরুপদ্রবভাবে নক্ষত্র ও গ্রহগণের উত্তরদিকে গমন করে, তাহাহইলে সেই সেই গ্রহ ও নক্ষত্র যে সকল দেশ, যে সমস্ত ব্যক্তি ও যে সকল দ্রব্যের অধিপতি, তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু দক্ষিণদিকে গমন করিলে সকলেই বিনাশ পায় ॥ ৭ ॥

শশিনি ফলমুদক্স্থে যদ্‌গ্রহস্যোপদিষ্টং ভবতি তদপসব্যে সর্ব্বমেব প্রতীপম্। ইতি শশিসমবায়াঃ কীর্ত্তিতা ভগ্রহাণাং ন খলু ভবতি যুদ্ধং সাকমিন্দোর্গ্রহর্ক্ষৈঃ ॥ ৮ ॥

গ্রহের উত্তরদিকে চন্দ্রের অবস্থিতিতে যেরূপ ফল কথিত হইল, দক্ষিণ দিকে থাকিলে তাহার বিপরীত ফল হয়। নক্ষত্র ও গ্রহদিগের সহিত চন্দ্রের সমাগম এই কীর্ত্তন করিলাম। নক্ষত্র বা গ্রহদিগের সহিত চন্দ্রের যুদ্ধ হয় না, কেবলমাত্র সমাগম হইয়া থাকে ॥৮॥ অষ্টাদশ অধ্যায়ে শশিগ্রহ সমাগম সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং শশিগ্রহসমাগমো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

একোনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রহবর্ষফলাধ্যায়ঃ।

সর্ব্বত্র ভূর্ব্বিরলশস্যযুতা বনানি দৈবাদ্বিভক্ষয়িযুদংষ্ট্রিসমাবৃতানি। স্যন্দন্তি নৈব চ পয়ঃ প্রচুরং স্রবন্ত্যো রুগ্‌ভেষজানি ন তথাতিবলান্বিতানি ॥ ১ ॥

রবি যদি বর্ষের, মাসের অথবা দিনের অধিপতি হন তাহাহইলে পৃথিবীতে অল্পশস্য জন্মিবে, বন সকল বন্য হিংস্রজন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে, জলের আকর অর্থাৎ ফোয়ারা হইতে অল্প জল উঠিবে, নদী শুষ্ক এবং ঔষধি বলবীর্য্য হীন হইবে ॥ ১ ॥

তীক্ষ্ণং তপত্যদিতিজঃ শিশিরেঽপি কালে নাত্যম্বুদা জলমুচোঽচলসন্নিকাশাঃ। নষ্টপ্রভর্ক্ষগণশীতকরং নভশ্চ সীদন্তি তাপসকুলানি সগোকুলানি॥ ২॥

শীতঋতুতেও সূর্য্যের রশ্মি প্রখরতর হইয়া অসহ্য বোধ হইবে। মেঘসকল পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়াও অধিক বর্ষিবে না, আকাশমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রগণ দীপ্তিহীন এবং যোগী ও গাভীসকল দুঃখিত হইবে॥ ২॥

হস্ত্যশ্বপত্তিমদসহ্যবলৈরুপেতা বাণাসনাসিমুষলাতিশয়াশ্চরন্তি। ঘ্নন্তো নৃপা যুধি নৃপানুচরৈশ্চ দেশান্ সম্বৎসরে দিনকরস্য দিনেঽথ মাসে॥ ৩॥

নৃপতিগণ বলবান্ হস্তী, অশ্ব, পদাতিকসৈন্য এবং ধনুর্ব্বাণ, তরবারী ও মুষল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া দেশসকল জয় করিতে করিতে গমন করিবেন॥ ৩॥

ব্যাপ্তং নভঃ প্রচলিতাচলসন্নিকাশৈর্ব্ব্যালাঞ্জনালিগবলচ্ছবিভিঃ পয়োদৈঃ। গাং পূরয়দ্ভিরখিলামমলাভিরদ্ভিরুৎকণ্ঠকেন গুরুণা ধ্বনিতেন চাশাঃ॥ ৪॥

চন্দ্র বর্ষাধিপতি হইলে পর্ব্বতপ্রমাণ কৃষ্ণসর্প, কজ্জল, ভ্রমর এবং গোশৃঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গমনশীল মেঘসকল দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া নির্ম্মল জলবর্ষণদ্বারা পৃথিবীকে ও বজ্রের গর্জ্জনে নভোমণ্ডলকে পূর্ণ করিবে॥ ৪॥

তোয়ানি পদ্মকুমুদোৎপলবন্ত্যতীব ফুল্লদ্রুমাণ্যুপবনান্যলিনাদিতানি। গাবঃ প্রভূতপয়সো নয়নাভিরামা রামারতৈরবিরতং রময়ন্তি রামান্॥ ৫॥

সরোবরসকল পদ্ম ও কুমুদ পুষ্পদ্বারা শোভিত হইবে, নিকুঞ্জবনসকল পুষ্পবৃক্ষে ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ রবে মোহিত করিবে। গাভী সকল প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিবে এবং সুন্দরী স্ত্রীসকল আপন আপন স্বামীকে প্রেমালিঙ্গন দ্বারা অবিরত সন্তোষ রাখিবে॥ ৫॥

গোধূমশালিযবধান্যবরেক্ষুবাটা ভূঃ পাল্যতে নৃপতিভির্নগরাকরাঢ্যা। চিত্যঙ্কিতা ক্রতুবরেষ্টিবিঘুষ্টনাদা সম্বৎসরে শিশিরগোরভিসম্প্রবৃত্তে॥ ৬॥

প্রচুর গোধূম, ধান্য, যব এবং অন্যান্য উত্তম শস্য, উৎকৃষ্ট ইক্ষু, জন্মিবে এবং নগর ও আকর উন্নতিশীল হইবে, পৃথিবীর উপর যজ্ঞস্থান সকল চৈত্যদ্বারা চিহ্নিত হইবে এবং প্রধান প্রধান বৈদিক পুরোহিতগণের বেদধ্বনি দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ হইবে এবং বসুন্ধরা ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী রাজাদ্বারা রক্ষিতা হইবে॥ ৬॥

বাতোদ্ধতশ্চরতি বহ্নিরতিপ্রচণ্ডো গ্রামান্ বনানি নগরাণি চ সন্দিধক্ষুঃ। হাহেতি দস্যুগণপাতহতা রটন্তি নিঃস্বীকৃতা বিপশবো ভুবি মর্ত্যসঙ্ঘাঃ॥ ৭॥

মঙ্গল যদি বর্ষাধিপতি হয় তাহাহইলে প্রচণ্ড অগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া গ্রাম, নগর ও বন দগ্ধ করে, দস্যুভয় হয় এবং সর্ব্বস্থান হইতে হাহাকার রব ও দুঃখের ক্রন্দন শুনা যায়। এতদ্ভিন্ন বিত্ত ও গোধন বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৭॥

অভ্যুন্নতা বিয়তি সংহতমূর্ত্তয়োঽপি মুঞ্চন্তি ন ক্বচিদপঃ প্রচুরং পয়োদাঃ। সীম্নি প্রজাতমপি শোষমুপৈতি শস্যং নিষ্পন্নমপ্যবিনয়াদপরে হরন্তি॥ ৮॥

আকাশমণ্ডলে বৃহৎকায় মেঘ হইলেও স্বল্পবৃষ্টি বর্ষণ হইবে, জলাভূমিতে শস্যাদি হইলেও শুষ্ক হইবে এবং ঐ শস্য পক্ব হইলেও দস্যুগণ বলপূর্ব্বক কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাইবে॥ ৮॥

ভূপা ন সম্যগভিপালনসক্তচিত্তাঃ পিত্তোত্থরুক্প্রচুরতা ভুজগপ্রকোপঃ। এবম্বিধৈরুপহতা ভবতি প্রজেয়ং সম্বৎসরেঽবনিসুতস্য বিপন্নশস্যা॥ ৯॥

রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবে না, পিত্তজন্য রোগের ভয় ও সর্পদংশনে প্রাণীগণ বিনষ্ট হইবে এবং ধান্যাদি শস্য শুষ্ক কিংবা অন্যান্য উপদ্রবে নষ্ট হইবে॥ ৯॥

মায়েন্দ্রজালকুহকাকরনাগরাণাং গান্ধর্ব্বলেখ্যগণিতাস্ত্রবিদাঞ্চ বৃদ্ধিঃ। পিপ্রীষয়া নৃপতয়োঽদ্ভুতদর্শনানি দিৎসন্তি তুষ্টিজননানি পরস্পরেভ্যঃ॥ ১০॥

বুধ বর্ষাধিপতি হইলে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী, দাম্ভিক, নগর, আকর, গায়ক, চিত্রকর, গণিতশাস্ত্রজ্ঞ এবং অস্ত্রবিদ্যাকুশল এইসকলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং নৃপতিগণ দুর্লভ এবং বহুমূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ পরস্পরের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

বার্ত্তা জগত্যবিতথাবিকলা ত্রয়ী চ সম্যক্ চরত্যপি মনোরিব দণ্ডনীতিঃ। অধ্যক্ষরং স্বভিনিবিষ্টধিয়োঽত্র কেচিদ্ আন্বীক্ষিকীষু চ পরং পদমীহমানাঃ॥ ১১॥

মানবগণ সত্যবাদী ও বেদাধ্যায়নে রত থাকিবে, মনুর সম্মত বিধি অনুসারে রাজা পাপিদিগকে দণ্ডবিধান করিবেন। লোকসকল আধ্যাত্মিক শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান ও বিবেকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে এবং আন্বীক্ষিকীশাস্ত্র অর্থাৎ দর্শনাদিশাস্ত্রদ্বারা লোকসকল মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে॥ ১১॥

হাস্যজ্ঞদূতকবিবালনপুংসকানাং যুক্তিজ্ঞসেতুজলপর্ব্বতবাসিনাঞ্চ। হার্দ্দিং করোতি মৃগলাঞ্ছনজঃ স্বকেঽব্দে মাসেঽথবা প্রচুরতাং ভুবি চৌষধীনাম্॥ ১২॥

ভার, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ (সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রনকারক) এবং সেতু, জল ও পর্ব্বতবাসী এই সকল ব্যক্তির সুখ ও পৃথিবীতে ঔষধী অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১২॥

ধ্বনিরুচ্চরিতোঽধ্বরে দ্যুগামী বিপুলো যজ্ঞমুষাং

মনাংসি ভিন্দন্। বিচরত্যনিশং দ্বিজোত্তমানাং হৃদয়ানন্দকরোঽধ্বরাংশভাজাম্ ॥ ১৩ ॥

বৃহস্পতি বর্ষাধিপতি হইলে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ হইয়া যজ্ঞধ্বংসকারী রাক্ষসগণের মন বিদীর্ণ এবং যজ্ঞাংশভাগী দেবতাগণের হৃদয়ে আনন্দ হইবে ॥ ১৩ ॥

ক্ষিতিরুত্তমশস্যবত্যনেকদ্বিপপত্ত্যশ্বধনোরুগোকুলাঢ্যা। ক্ষিতিপৈরভিপালনপ্রবৃদ্ধা দ্যুচরস্পর্দ্ধিজনা তদা বিভাতি ॥ ১৪ ॥

উত্তম ধান্য, বহুতর হস্তী, অশ্ব, গাভী, পদাতিক সৈন্য ও ধনবৃদ্ধি এবং রাজার উত্তমপালন এই সকলদ্বারা পৃথিবী নক্ষত্রযুক্ত স্বর্গের শোভার ন্যায় শোভিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিবিধৈর্ব্বিয়দুন্নতৈঃ পয়োদৈর্ব্বৃতমুর্ব্বীং পয়সাভিতর্পয়দ্ভিঃ। সুররাজগুরোঃ শুভেঽত্র বর্ষে বহুশস্যা ক্ষিতিরুত্তমর্দ্ধিযুক্তাঃ ॥ ১৫ ॥

আকাশমণ্ডল বৃহৎমেঘে পূর্ণ হইয়া প্রচুর পরিমাণে সুবৃষ্টি ও শস্যের বৃদ্ধি এবং দেশের মঙ্গল করিবে ॥ ১৫ ॥

শালীক্ষুমত্যপি ধরা ধরণীধরাভধারাধরোজ্ঝিতপয়ঃপরিপূর্ণবপ্রা। শ্রীমৎসরোরুহততাম্বুতড়াগকীর্ণা যোষেব ভাত্যভিনবাভরণোজ্জ্বলাঙ্গী ॥ ১৬ ॥

শুক্র যে বৎসরের অধিপতি হইবে, সেই বৎসর ধান্য ও ইক্ষুর বৃদ্ধি এবং পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘের জলে নিম্ন ভূমি পরিপূর্ণ ও উত্তম পদ্মপুষ্প এবং নির্ম্মল সরোবর এই সকলদ্বারা পৃথিবী নূতন অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা কামিনীর ন্যায় দৃষ্টা হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ক্ষত্রং ক্ষিতৌ ক্ষপিতভূরিবলারিপক্ষম্ উদ্‌ঘুষ্টনৈকজয়শব্দবিরাবিতাশম্। সংহৃষ্টশিষ্টজনদুষ্টবিনষ্টবর্গাং গাং পালয়ন্ত্যবনিপা নগরাকরাঢ্যাম্ ॥ ১৭ ॥

নরপতিগণ যুদ্ধে বলবান্ শত্রুদিগকে জয় করিবে, সৈন্যসামন্তগণের জয়ধ্বনিতে দিক্‌সকল ব্যাপ্ত হইবে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে এবং নগর ও আকরের বৃদ্ধি ও ধার্ম্মিক রাজাদ্বারা পৃথিবী পালিতা হইবে ॥ ১৭ ॥

পেপীয়তে মধু মধৌ সহ কামিনীভির্জ্জেগীয়তে শ্রবণহারি সবেণুবীণম্। বোভুজ্যতেঽতিথিসুহৃৎস্বজনৈঃ সহান্নম্ অব্দে সিতস্য মদনস্য জয়াবঘোষঃ ॥ ১৮ ॥

বসন্তকালে লোকসকল কামিনীগণের সহিত মদ্যপান করিয়া আনন্দিত হইবে। বংশী এবং বীণার সহিত শ্রুতিমধুর গান করিবে ও মানবগণ অতিথি, সুহৃদ্ এবং জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সহিত একত্রে অন্নভোজন করিবে। আর তৎকালে কামের জয় এইরূপ শব্দ হইবে অর্থাৎ প্রজাগণ কামাশক্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

উদ্বৃত্তদস্যুগণ-ভূরিরণাকুলানি রাষ্ট্রাণ্যনেকপশুবিত্তবিনাকৃতানি। রোরূয়মাণহতবন্ধুজনৈর্জ্জনৈশ্চ রোগোত্তমাকুলকুলানি বুভুক্ষয়া চ ॥ ১৯ ॥

শনি বর্ষাধিপতি হইলে দুষ্টলোক, দস্যুদল এবং বহুযুদ্ধ এইসকল দ্বারা লোকসকল ব্যাকুল হইবে, আর পশু ও ধন বিনাশ হইবে এবং আত্মকলহে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হেতুক লোকসকলের ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইবে, আর মারীভয় ও দুর্ভিক্ষদ্বারা লোকসকলের কষ্ট হইবে ॥ ১৯ ॥

বাতোদ্ধতাম্বুধরবর্জ্জিতমন্তরিক্ষম্ আরুগ্ণনৈকবিটপঞ্চ ধরাতলং দ্যৌঃ। নষ্টার্কচন্দ্রকিরণাতিরজোঽবনদ্ধা তোয়াশয়াশ্চ বিজলাঃ সরিতোঽপি তন্ব্যঃ ॥ ২০ ॥

আকাশমণ্ডলে মেঘসকল প্রবলবায়ুদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও বৃক্ষসকল রুগ্ন হইবে। আকাশমণ্ডলে ধূলীরাশি ব্যাপ্ত হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিবে। আর জলাশয়ের অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুষ্ক হইবে এবং নদীসকলেও অল্পজল থাকিবে ॥ ২০ ॥

জাতানি কুত্রচিদতোয়তয়া বিনাশম্ ঋচ্ছন্তি পুষ্টিমপরাণি জলোক্ষিতানি। শস্যানি মন্দমভিবর্ষতি বৃত্রশত্রৌ বর্ষে দিবাকরসুতস্য সদা প্রবৃত্তে ॥ ২১ ॥

শস্যসকল কোন কোন স্থানে জন্মিয়াও জলাভাবে বিনাশ পাইবে এবং অন্যান্য স্থানের শস্য ইন্দ্রের প্রেরিত স্বল্পবৃষ্টিদ্বারা পুষ্টি হইবে ॥ ২১ ॥

অণুরপটুময়ূখো নীচগোঽন্যৈর্জ্জিতো বা ন সকলফলদাতা পুষ্টিদোঽতোঽন্যথা যঃ। যদশুভমশুভেঽব্দে মাসজং তস্য বৃদ্ধিঃ শুভফলমপি চৈবং যাপ্যমন্যোঽন্যতায়াম্ ॥২২॥

সাধারণত বর্ষাধিপতির মণ্ডল যদি ক্ষুদ্র বা মলিন অথবা ঐ গ্রহ নীচস্থান স্থিত হয় কিংবা গ্রহযুদ্ধে পরাজিত হয় তাহাহইলে ঐ বর্ষাধিপতিগ্রহ শুভফল দাতা হইলেও সম্পূর্ণ শুভফল প্রদান করে না, আর উহার বিপরীত হইলে শুভফল প্রদান করে। বর্ষাধিপতিগ্রহ যদি অশুভ হয় এবং মাসাধিপতিও যদি অশুভ ফলদাতা হন তাহাহইলে অধিক অশুভ হইবে, আর বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি উভয়ই শুভ হয় তাহাহইলে মাসাধিপতির শুভফল অধিক হইবে এবং যদি মাসাধিপতি ও বর্ষাধিপতির একটী শুভ ও একটী অশুভ হয় তাহাহইলে শুভ এবং অশুভ উভয়ই অল্প হইবে ॥ ২২ ॥ উনবিংশ অধ্যায়ে গ্রহবর্ষফল সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গ্রহবর্ষফলমেকোনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রহশৃঙ্গাটকাধ্যায়ঃ।

যস্যাং দিশি দৃশ্যন্তে বিশন্তি তারাগ্রহা রবিং সর্ব্বে। ভবতি ভয়ং দিশি তস্যামায়ুধকোপক্ষুধাতঙ্কৈঃ ॥ ১ ॥

গ্রহগণ যে দিক্ দিয়া রবিমধ্যে প্রবেশ অর্থাৎ অস্ত কিম্বা নিষ্ক্রান্ত (উদয়) হইবে সেই দিগ্‌বাসীগণের অস্ত্র, ক্ষুধা এবং অন্যান্য উপদ্রব দ্বারা ভয় উপস্থিত হইবে॥ ১॥

চক্রধনুঃশৃঙ্গাটকদণ্ডপুরপ্রাসবজ্রসংস্থানাঃ।
ক্ষুদ্‌বৃষ্টিকরা লোকে সমরায় চ মানবেন্দ্রাণাম্॥ ২॥

গ্রহগণ যদি চক্র, ধনু, ত্রিকোণ, দণ্ড, দুর্গ, বর্ষা, বল্লম কিম্বা বজ্রসদৃশ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে মানবগণ দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টিদ্বারা পীড়িত হয় ও রাজার যুদ্ধভয় হইয়া থাকে॥ ২॥

যস্মিন্ খাংশে দৃশ্যা গ্রহমালা দিনকরে দিনান্তগতে।
তত্রান্যো ভবতি নৃপঃ পরচক্রোপদ্রবশ্চ মহান্॥ ৩॥

দিনান্তে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তকালে আকাশের যে দিকে গ্রহমালা দর্শন হইবে সেই দিকের রাজগণ অপরদেশীয় রাজাকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইবে এবং পরচক্র অর্থাৎ আক্রমন দ্বারা নানারূপ উপদ্রব ঘটিবে॥ ৩॥

যস্মিন্নৃক্ষে কুর্য্যুঃ সমাগমং তজ্জনান্ গ্রহা হন্যুঃ।
অবিভেদনাঃ পরস্পরমমলময়ূখাঃ শিবাস্তেষাম্॥ ৪॥

যে সকল নক্ষত্রে গ্রহগণের সমাগম অর্থাৎ যোগ হইবে, সেইসকল নক্ষত্রে যেসকল মানব ও দ্রব্য বুঝায় সেই সকল মানব ও সেই সেই দ্রব্য বিনাশ হইবে। কিন্তু যদি গ্রহগণের মণ্ডল নির্ম্মল ও উজ্জলান্বিত হয় এবং পরস্পরের মণ্ডল অবিভেদনরূপে থাকে তাহাহইলে দেশের মঙ্গল হইবে॥ ৪॥

গ্রহসম্বর্ত্তসমাগমসম্মোহসমাজসন্নিপাতাখ্যাঃ।
কোষশ্চেত্যেষামভিধাস্যে লক্ষণং সফলম্॥ ৫॥

গ্রহগণের ছয়প্রকার সংযোগ, তাহাদিগের নাম যথা—১ম সংবর্ত্ত, ২য় সমাগম, ৩য় সম্মোহ, ৪র্থ সমাজ, ৫ম সন্নিপাত এবং ৬ষ্ঠ কোষ। এইক্ষণ এইসকলের ফল ও লক্ষণ কথিত হইতেছে॥ ৫॥

একর্ক্ষে চত্বারঃ সহ পৌরৈর্যায়িনোঽথবা পঞ্চ।
সম্বর্ত্তো নাম ভবেচ্ছিখিরাহুযুতঃ স সম্মোহঃ॥ ৬॥

যদি একটী রাশির মধ্যে পৌরগ্রহগণের এবং যায়িগ্রহগণের চারি পাঁচটী গ্রহ-সংযোগ হয় তাহাহইলে তাহার নাম সংবর্ত্ত, ঐ যোগের সহিত রাহু বা কেতুর যোগ হইলে তাহার নাম সম্মোহ॥ ৬॥

পৌরঃ পৌরসমেতো যায়ী সহ যায়িনা সমাজাখ্যঃ।
যমজীবসঙ্গমেঽন্যো যদ্যাগচ্ছেত্তদা কোষঃ॥ ৭॥

যদি একটী রাশির মধ্যে পৌরগ্রহের সহিত পৌরগ্রহ এবং যায়ী-গ্রহের সহিত যায়ী গ্রহের যোগ হয় তাহাহইলে সমাজ যোগ হইবে। আর শনি এবং বৃহস্পতির যোগে যদি অন্যগ্রহের যোগ হয় তাহা হইলে তাহার নাম কোষযোগ॥ ৭॥

উদিতঃ পশ্চাদেকঃ প্রাক্ চান্যো যদি স সন্নিপাতাখ্যঃ।
অবিকৃততনবঃ স্নিগ্ধা বিপুলাশ্চ সমাগমে ধন্যাঃ॥ ৮॥

যদি সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী গ্রহ পূর্ব্বদিকে ও একটী গ্রহ পশ্চিমকে উদয় হয় তাহাহইলে তাহার নাম সন্নিপাতযোগ. আর যদি ঐ সংযোগী গ্রহদ্বয় বিকার প্রাপ্ত না হইয়া নির্ম্মল এবং বিস্তীর্ণ মণ্ডল বিশিষ্ট হয় তাহাহইলে তাহার নাম সমাগম যোগ এই যোগ শুভ হইয়া থাকে॥ ৮॥

সর্মৌ তু সম্বর্ত্তসমাগমাখ্যৌ সম্মোহকোষৌ ভয়দৌ প্রজানাম্। সমাজসংজ্ঞঃ সুসমঃ প্রদিষ্টো বৈরপ্রকোপঃ খলু সন্নিপাতে॥ ৯॥

সংবর্ত্ত ও সমাগম যোগ মধ্যমরূপ ফল; সম্মোহ ও কোষযোগে ভয়, এবং সমাজসংজ্ঞকযোগে শুভ ও সন্নিপাতযোগে মানবগণের পরস্পর শত্রুতা হইয়া থাকে॥ ৯॥ বিংশ অধ্যায়ে গ্রহশৃঙ্গাটক সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গ্রহশৃঙ্গা-টকং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গর্ভলক্ষণং।

অন্নং জগতঃ প্রাণাঃ প্রাবৃট্‌কালস্য চান্নমায়াত্তম্।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যঃ প্রাবৃট্‌কালঃ প্রযত্নেন॥ ১॥

অন্নই জগতের প্রাণস্বরূপ, সেই অন্ন বর্ষার অধীন; অতএব সযত্নে বর্ষার পরীক্ষা করা অর্থাৎ বর্ষার বিষয় অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য॥১॥

তল্লক্ষণানি মুনিভির্যানি নিবদ্ধানি তানি দৃষ্ট্বেদম্।
ক্রিয়তে গর্গপরাশরকাশ্যপবাৎস্যাদিরচিতানি॥ ২॥

গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ বর্ষার লক্ষণ যেরূপ নিরূপিত করিয়াছেন, আমি তদ্দৃষ্টে এইসকল লক্ষণ প্রকাশ করি-লাম॥ ২॥

দৈববিদবহিতচিত্তো দ্যুনিশং যো গর্ভলক্ষণে ভবতি।
তস্য মুনেরিব বাণী ন ভবতি মিথ্যাম্বুনির্দ্দেশে॥ ৩॥

যে দৈবজ্ঞ দিবারাত্রি অবহিতচিত্তে মেঘের গর্ভলক্ষণ দৃষ্টে বিবেচনা-পূর্ব্বক বর্ষার বিষয় নিরূপণ করেন, তাঁহার বাক্য মুনিবাক্যের ন্যায় কদাচ বিফল হয় না॥ ৩॥

কিং বাতঃ পরমন্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োঽস্তি যদ্বিদিত্বৈব।
প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি॥ ৪॥

বর্ষাগণনা শাস্ত্র অপেক্ষা অন্য কোন্ শাস্ত্র ফলে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? এই বর্ষগণনারূপ শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া অল্পবুদ্ধিব্যক্তিও এই কলিযুগে ত্রিকালদর্শী বলিয়া পরিগণিত হয়॥ ৪॥

কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিকশুক্লান্তমতীত্য গর্ভদিবসাঃ স্যুঃ।
ন তু তন্মতং বহূনাং গর্গাদীনাং মতং বক্ষ্যে ॥ ৫ ॥

কেহ কেহ কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের অর্দ্ধেক অতীত হইলে অর্থাৎ অষ্টমী তিথি হইতে মেঘের গর্ভদিন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই মত বহুসম্মত নহে; এজন্য গর্গপ্রভৃতি ঋষিগণের মত বর্ণন করিতেছি ॥ ৫ ॥

মার্গশিরশুক্লপক্ষপ্রতিপৎপ্রভৃতিক্ষপাকরেঽষাঢ়াম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভাণাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬ ॥

চান্দ্র অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ তিথির পর যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আগমন করিবে, তখন মেঘের গর্ভলক্ষণ জানিবে ॥ ৬ ॥

যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ স চন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি ॥ ৭ ॥

চন্দ্র কোন নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যদি মেঘের গর্ভ হয়, তাহা-হইলে সেই দিন হইতে একশত পঞ্চনবতি দিন অন্তে পুনরায় যখন চন্দ্র সেই নক্ষত্রে আগমন করিবে তখন বৃষ্টি হইবে ॥ ৭ ॥

সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লে কৃষ্ণা দ্যুসম্ভবা রাত্রৌ।
নক্তং প্রভবশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্ ॥ ৮ ॥

শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে (একশত পঞ্চনবতি দিন পরে) কৃষ্ণ-পক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে ঐরূপ শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইবে, দিবা-ভাগে গর্ভ হইলে রাত্রিতে, রাত্রিতে হইলে দিবাভাগে বর্ষণ হইবে এবং প্রাতঃসন্ধ্যাকালে গর্ভ হইলে সায়ংসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যাকালে গর্ভ হইলে (ঐরূপ ১৯৫ দিন পরে) প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ে বর্ষণ হয় ॥ ৮ ॥

মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষশুক্লজাতাশ্চ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্য সিতম্ ॥ ৯ ॥

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ-পক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইবে, কিন্তু ঐ বর্ষণ অতি অল্পপরিমাণে হয়। ঐরূপ পৌষমাসের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হয় এবং পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মাঘসিতোত্থা গর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি। মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্রপদশুক্লম্ ॥ ফাল্গুনশুক্ল-সমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ। তস্যৈব কৃষ্ণ-পক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেঽশ্বযুক্শুক্লে ॥ চৈত্রসিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণেঽশ্বযুজস্য বারিদা গর্ভাঃ। চৈত্রাসিতসম্ভূতাঃ কার্তিক-শুক্লেঽভিবর্ষন্তি ॥ ১০—১২ ॥

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষে, মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে, ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে গর্ভ হইলে ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে, ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে গর্ভ হইলে আশ্বিনের শুক্লপক্ষে, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে হইলে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে এবং চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষে মেঘের গর্ভ হইলে কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ১০—১২ ॥

পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগ্ ভবন্তি জীমূতাঃ।
শেষাস্বপি দিক্ষ্বেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বদিকে মেঘের গর্ভ হইলে পশ্চিমদিকে এবং পশ্চিমদিকে গর্ভ হইলে পূর্ব্বদিকে বর্ষণ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দিকে এইরূপ বিপরীত-ভাবে বর্ষণ হইবে। বায়ুর গতিও এইরূপ জানিবে অর্থাৎ যখন মেঘের গর্ভ হয় তখন বায়ু যে দিকে প্রবহমান দেখা যায় বর্ষণসময়ে তাহার বিপরীতদিকে প্রবাহিত হয় ॥ ১৩ ॥

হ্লাদিমৃদুদকশিবশক্রদিগ্ভবো মারুতো বিয়দ্বিমলম্। স্নিগ্ধসিতবহুলপরিবেষপরিবৃতৌ হিমময়ূখার্কৌ ॥ পৃথু-বহুলস্নিগ্ধঘনং ঘনসূচীক্ষুরকলোহিতাভ্রবৃতম্। কাকাণ্ড-মেচকাভং বিয়দ্বিশুদ্ধেন্দুনক্ষত্রম্ ॥ সুরচাপমন্দ্রগর্জ্জিত-বিদ্যুৎপ্রতিসূর্য্যকাঃ শুভা সন্ধ্যা। শশিশিবশক্রাশাস্থাঃ শান্তরবাঃ পক্ষিমৃগসঙ্ঘাঃ ॥ বিপুলাঃ প্রদক্ষিণচরাঃ স্নিগ্ধ-ময়ূখা গ্রহা নিরুপসর্গাঃ। তরবশ্চ নিরুপসৃষ্টাঙ্কুরা নর-চতুষ্পদা হৃষ্টাঃ ॥ গর্ভাণাং পুষ্টিকরাঃ সর্ব্বেষামেব যোঽত্র তু বিশেষঃ। স্বর্ত্তুস্বভাবজনিতো গর্ভবিবৃদ্ধৌ তমভিধাস্যে ॥ ১৪—১৮ ॥

যে সময়ে বায়ু প্রীতিকর ও মৃদু মৃদুভাবে উত্তর, ঈশান বা পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, গগনমণ্ডল নির্ম্মল থাকে, চন্দ্র ও সূর্য্যের মণ্ডল স্নিগ্ধ ও শ্বেতবর্ণ হয়, মেঘ বিস্তৃত, বহুল, স্নিগ্ধ, সূচিবৎ আকৃতিবিশিষ্ট, ক্ষুরের আকার বা লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়, আকাশমণ্ডল কাকডিম্ব বা ময়ূরপুচ্ছসদৃশ হয়, চন্দ্র ও নক্ষত্র পরিষ্কৃত থাকে, সন্ধ্যাকাল সুন্দরদর্শন হয় এবং তৎকালে রামধনু, মন্দ মন্দ বজ্রগর্জ্জন, বিদ্যুৎপাত বা প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হয়; পক্ষী বা মৃগসকল উত্তর, ঈশান বা পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি করত মনোহর ধ্বনি করে, গ্রহগণ বৃহৎ, দক্ষিণাবর্ত্তগামী, স্নিগ্ধকিরণ-বিশিষ্ট ও উপসর্গরহিত হয়, বিনা বীজবপনে বৃক্ষসকল অঙ্কুরিত হয়, আর যখন মনুষ্য ও চতুষ্পদগণ পুলকিত থাকে, তখন মেঘের গর্ভ হইলে সেই গর্ভ সকলের পক্ষেই পুষ্টিকর হয়। এক্ষণ মেঘের গর্ভবিষয়ে বৎসরের মধ্যে যে যে সময়ে যেরূপ বিশেষ আছে তাহা বর্ণন করি-তেছি ॥ ১৪—১৮ ॥

পৌষে সমার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোঽম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ। নাত্যর্থং মৃগশীর্ষে শীতং পৌষেঽতিহিমপাতঃ ॥ মাঘে প্রবলো বায়ুস্তুষারকলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ। অতিশীতং সঘনস্য চ ভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ ॥ ফাল্গুনমাসে রূক্ষশ্চণ্ডঃ

পবনোঽভ্রসংপ্লবাঃ স্নিগ্ধাঃ। পরিবেষাশ্চাসকলাঃ কপিল-তাম্রো রবিশ্চ শুভঃ॥ পবনঘনবৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ। ঘনপবনসলিলবিদ্যুৎস্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে॥ ১৯—২২॥

অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে যদি প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যাকালে আকাশমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, মেঘসকল মণ্ডলাকার ধারণ করে, অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত শীত ও পৌষ মাসে হিমপাত হয়, মাঘমাসে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চন্দ্র ও সূর্য্যের কান্তি হিমপাতে মলিন হইয়া যায়, কি অস্তগতসময়ে, কি উদিতসময়ে সূর্য্য মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, ফাল্গুনমাসে প্রচণ্ড ও রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয়, স্নিগ্ধ মেঘসকল আকাশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অসম্পূর্ণ মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয় ও সূর্য্য সুন্দর, কপিল বা তাম্রবর্ণ দেখা যায়, চৈত্রমাসে আকাশমণ্ডলে বায়ুবহন, মেঘদর্শন ও বৃষ্টি হয়, মেঘের মণ্ডল দেখা যায় এবং বৈশাখমাসে বৃষ্টি, মেঘ, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন হইলে তত্তৎকালীন গর্ভ কল্যাণকর হইয়া থাকে॥ ১৯—২২॥

মুক্তারজতনিকাশাস্তমালনীলোৎপলাঞ্জনাভাসঃ।
জলচরসত্ত্বাকারা গর্ভেষু ঘনাঃ প্রভূতজলাঃ॥ ২৩॥

যদি মেঘ মুক্তা, রৌপ্য, তমালবৃক্ষ, নীলোৎপল বা অঞ্জনসদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট হয় এবং জলচর জন্তুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়, তাহাহইলে সেই মেঘ অনেক জল বর্ষণ করে॥ ২৩॥

তীব্রদিবাকরকিরণাভিতাপিতা মন্দমারুতা জলদাঃ।
রুষিতা ইব ধারাভির্বিসৃজন্ত্যম্ভঃ প্রসবকালে॥ ২৪॥

যে মেঘ তীব্রতপনতাপে তাপিত, মন্দ মন্দ বায়ুবিশিষ্ট এবং যে মেঘ দর্শনে বোধ হয় যেন, তাহা হইতে জলধারা পড়িতেছে, সেই মেঘ প্রসবকালে ভূরিপরিমাণে বারি বর্ষণ করে॥ ২৪॥

গর্ভোপঘাতলিঙ্গান্যুল্কাশনিপাংশুপাতদিগ্দাহাঃ। ক্ষিতিকম্পখপুরকীলককেতুগ্রহযুদ্ধনির্ঘাতাঃ॥ রুধিরাদিবৃষ্টিবৈকৃতপরিঘেন্দ্রধনূংষি দর্শনং রাহোঃ। ইত্যুৎপাতৈরেভিস্ত্রিবিধৈশ্চান্যৈর্হতো গর্ভঃ॥ ২৫—২৬॥

মেঘের গর্ভকালে উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ধূলিবৃষ্টি, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, আকাশে নগর বা কীলকাকৃতি চিহ্ন দর্শন, ধূমকেতু উদয়, গ্রহযুদ্ধ, রুধিরাদি বৃষ্টি, সূর্য্যাদির পরিধির বিস্তৃতি, রামধনুঃ, গ্রহণ প্রভৃতি উৎপাত দৃষ্ট হইলে সেই গর্ভ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাতে বর্ষণ হয় না॥২৫—২৬॥

স্বর্ত্তুস্বভাবজনিতৈঃ সামান্যৈর্যৈশ্চ লক্ষণৈর্বৃদ্ধিঃ।
গর্ভাণাং বিপরীতৈস্তৈরেব বিপর্য্যয়ো ভবতি॥ ২৭॥

পূর্ব্বে বৎসর মধ্যে ছয়ঋতুর মধ্যে মেঘের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত হইলে গর্ভের বিপর্য্যয় হইবে, অর্থাৎ বৃষ্টি হইবে না অথবা অত্যল্পমাত্র বর্ষণ হইবে॥ ২৭॥

ভদ্রপদাদ্বয়বিশ্বাম্বুদৈবপৈতামহেষ্বপর্ক্ষেষু।
সর্ব্বেষ্বৃতুষু বিবৃদ্ধো গর্ভো বহুতোয়দো ভবতি॥ ২৮॥

যখন চন্দ্র পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব্বাষাঢ়া, রোহিণী এইসকল নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তখন মেঘের গর্ভ হইলে সে মেঘে বহু জলবর্ষণ হইয়া থাকে॥ ২৮॥

শতভিষগাশ্লেষাদ্রাস্বাতিমঘাসংযুতঃ শুভো গর্ভঃ।
পুষ্ণাতি বহূন্দিবসান্ হন্ত্যুৎপাতৈর্হতস্ত্রিবিধৈঃ॥ ২৯॥

যখন চন্দ্র শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতী, মঘা এই সকল নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তখন যদি গর্ভ হয় আর পূর্ব্বোক্ত উৎপাত সকল না থাকে, তাহাহইলে সেই মেঘ বহুদিনপর্য্যন্ত বারিবর্ষণ করে॥ ২৯॥

মৃগমাসাদিষ্বষ্টৌ ষট্ ষোড়শবিংশতিশ্চতুর্যুক্তা।
বিংশতিরথ দিবসত্রয়মেকতমর্ক্ষেণ পঞ্চভ্যঃ॥ ৩০॥

অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখমাস পর্য্যন্ত যে কোন মাসে চন্দ্র যদি শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতী বা মঘা এই পঞ্চনক্ষত্রের কোন নক্ষত্রে থাকে এবং সেই সময়ে মেঘের গর্ভ হয়, তাহাহইলে যথাক্রমে আট, ছয়, ষোড়শ, চব্বিশ ও ত্রয়োবিংশতি দিন ব্যাপিয়া জলবর্ষণ হইবে অর্থাৎ শতভিষানক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থিতিকালে মেঘের গর্ভ হইলে আট দিন, অশ্লেষায় অবস্থিতিকালে গর্ভ হইলে ছয় দিন, আর্দ্রায় ষোড়শ দিন, স্বাতীতে চব্বিশ দিন এবং মঘায় অবস্থিতিকালে মেঘের গর্ভ হইলে ত্রয়োবিংশতি দিন ব্যাপিয়া বর্ষণ হইবে॥ ৩০॥

ক্রূরগ্রহসংযুক্তে করকাশনিমৎস্যবর্ষদা গর্ভাঃ।
শশিনি রবৌ বা শুভসংযুতেক্ষিতে ভূরিবৃষ্টিকরাঃ॥৩১॥

যখন সূর্য্য বা চন্দ্র ক্রূরগ্রহসংযুক্ত হয়, তখন গর্ভ হইলে শিলাবর্ষণ, বজ্রাঘাত ও মৎস্যবর্ষণ হয় এবং শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূরিপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৩১॥

গর্ভসময়েঽতিবৃষ্টির্গর্ভাভাবায় নির্নিমিত্তকৃতা।
দ্রোণাষ্টাংশেঽভ্যধিকে বৃষ্টে গর্ভঃ স্রুতো ভবতি॥৩২॥

মেঘের গর্ভসময়ে অতিবৃষ্টি হইলে গর্ভ মিথ্যা হয় এবং তাহাতে বর্ষণাদি হয় না। যদি ঐ গর্ভসময়ে একদ্রোণের অষ্টমাংশ জলবর্ষণ হয়, তাহাহইলে গর্ভ বিফল হইয়া থাকে॥ ৩২॥

গর্ভঃ পুষ্টঃ প্রসবে গ্রহোপঘাতাদিভির্যদি ন বৃষ্টঃ॥
আত্মীয়গর্ভসময়ে করকামিশ্রং দদাত্যম্ভঃ॥ ৩৩॥

মেঘের গর্ভসময়ে গ্রহোপঘাত হইলে অর্থাৎ গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে নিরূপিতসময়েও সেই মেঘে বারিবর্ষণ হয় না এবং যখন পুনরায় গর্ভ হয়, তখনও ঐরূপ গ্রহোপঘাত হইলে শিলামিশ্রিত বর্ষণ হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

কাঠিন্যং যাতি যথা চিরকালধৃতং পয়ঃ পয়স্বিন্যাঃ।
কালাতীতং তদ্বৎ সলিলং কাঠিন্যমুপযাতি॥ ৩৪॥

দুগ্ধবতী জীবের দুগ্ধ বহুদিন যাবৎ দোহন না করিলে সেই দুগ্ধ যেরূপ

কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ বহুকাল বর্ষণ না হইলে মেঘগর্ভস্থ জলও কালে কঠিন হইয়া শিলাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চনিমিত্তৈঃ শতযোজনং তদর্দ্ধার্দ্ধমেকহান্যাতঃ।
বর্ষতি পঞ্চ সমন্তাদ্রূপেণৈকেন যো গর্ভঃ ॥ ৩৫ ॥

গর্ভকালে বক্ষ্যমাণ (৩৭ শ্লোকলিখিত বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ও মেঘের আকৃতি) পঞ্চবিধ নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে একশতযোজন স্থান ব্যাপিয়া বর্ষণ হয়, যদি ঐ পাঁচটীর মধ্যে একটী ন্যূন হয়, তাহাইলে তদর্দ্ধ, দুইটী ন্যূন হইলে অর্দ্ধার্দ্ধ অর্থাৎ চতুর্থাংশ এইরূপ যথাক্রমে বর্ষণ স্থানের পরিমাণ জানিবে ॥ ৩৫ ॥

দ্রোণঃ পঞ্চনিমিত্তে গর্ভে ত্রীণ্যাঢ়কানি পবনেন।
ষড়্ বিদ্যুতা নবাভ্রৈঃ স্তনিতেন দ্বাদশ প্রসবে ॥ ৩৬ ॥

উপরোক্ত পঞ্চবিধ নিমিত্তদ্বারা মেঘের গর্ভ হইলে একদ্রোণ জল বর্ষণ হয়। ঐরূপ পবনদ্বারা হইলে তিন আঢ়ক, বিদ্যুৎ দ্বারা হইলে ছয় আঢ়ক, মেঘদ্বারা হইলে নয় আঢ়ক এবং গগনদ্বারা হইলে দ্বাদশ আঢ়কপরিমিত বারিবর্ষণ হয় ॥ ৩৬ ॥

পবনসলিলবিদ্যুদ্গর্জ্জিতাভ্রান্বিতো যঃ স ভবতি বহুতোয়ঃ পঞ্চরূপাভ্যুপেতঃ। বিসৃজতি যদি তোয়ং গর্ভকালেঽতিভূরি প্রসবসময়মিত্বা শীকরাম্ভঃ করোতি ॥৩৭॥

বায়ু, জল, বিদ্যুৎ, বজ্রগর্জ্জন ও মেঘ এই পাঁচটী দ্বারা গর্ভ হইলে ভূরিপরিমাণে বর্ষণ হইয়া থাকে। যদি গর্ভকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়, তাহাহইলে যথাকালে অর্থাৎ বর্ষাকালে কণিকামাত্র জল নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ একবিংশ অধ্যায়ে গর্ভলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
গর্ভলক্ষণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ধারণাঃ।

জ্যৈষ্ঠসিতেঽষ্টম্যাদ্যাশ্চত্বারো বায়ুধারণা দিবসাঃ।
মৃদুশুভপবনাঃ শস্তাঃ স্নিগ্ধঘনস্থগিতগগনাশ্চ ॥ ১ ॥

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথি অবধি একাদশী পর্য্যন্ত চারিদিন বায়ুধারণার দিন বলিয়া কথিত। ঐ দিনচতুষ্টয়ের মধ্যে বায়ু মৃদু ও প্রীতিজনকভাবে প্রবাহিত হইলে এবং গগনমণ্ডল সমুজ্জ্বল মেঘে আচ্ছাদিত হইলে শুভ অর্থাৎ উত্তম বারিবর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তত্রৈব স্বাত্যাদ্যে বৃষ্টে ভচতুষ্টয়ে ক্রমান্মাসাঃ।
শ্রাবণপূর্ব্বা জ্ঞেয়াঃ পরিস্রুতা ধারণাস্তাঃ স্যুঃ ॥২॥

যদি উল্লিখিত দিনচতুষ্টয়ের মধ্যে বারিবর্ষণ হয় এবং তৎকালে চন্দ্র স্বাতী হইতে জ্যেষ্ঠাপর্য্যন্ত চারি নক্ষত্রে গমন করে, তাহাহইলে শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারিমাসে প্রচুর বর্ষণ হইবে ॥ ২ ॥

যদি তাঃ স্যুরেকরূপাঃ শুভাস্ততঃ সান্তরাস্তু ন শিবায়।
তস্করভয়দাঃ প্রোক্তাঃ শ্লোকাশ্চাপ্যত্র বাসিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥

যদি বায়ু উল্লিখিত ধারণাদিনচতুষ্টয়মধ্যে সমভাবে প্রবাহিত হয়, তাহাহইলে দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু বিষমভাবে বহন হইলে অমঙ্গল ও তস্করভয় উৎপন্ন হয়। বশিষ্ঠঋষিও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সবিদ্যুতঃ সপৃসতঃ সপাংশূৎকরমারুতাঃ।
সার্কচন্দ্রপরিচ্ছন্না ধারণাঃ শুভধারণাঃ ॥ ৪ ॥

যদি ধারণাদিনে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল মেঘ-সমাচ্ছাদিত থাকে এবং তৎকালে বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ধূলিবৃষ্টি ও বায়ুবহন হয়, তাহাহইলে উত্তম বারিবর্ষণ হইবে ॥ ৪ ॥

যদা তু বিদ্যুতঃ শ্রেষ্ঠাঃ শুভাশা প্রত্যুপস্থিতাঃ।
তদাপি সর্ব্বশস্যানাং বৃদ্ধিং ব্রূয়াদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৫ ॥

ধারণাদিবসে শুভদিকের বিপরীতদিকে ধারাবাহিকরূপে অত্যুত্তম বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইলে রাজ্যে সর্ব্ববিধ শস্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

সপাংশুবর্ষাঃ সাপশ্চ শুভা বালক্রিয়া অপি। পক্ষিণাং সুস্বরা বাচঃ ক্রীড়া পাংশুজলাদিষু ॥ রবিচন্দ্রপরিবেষাঃ স্নিগ্ধা নাত্যন্তদূষিতাঃ। বৃষ্টিস্তদাপি বিজ্ঞেয়া সর্ব্বশস্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥ ৬—৭ ॥

যদি ধারণাদিনে বারিবর্ষণ হয় ও তৎসহ ধূলিবৃষ্টি দৃষ্ট হয় আর তৎকালে বালকদিগকে (গালবাদ্য) ক্রীড়া করিতে দেখা যায়, পক্ষিগণ ধূলি বা জলমধ্যে ক্রীড়া করত মধুর রব করে এবং রবি ও চন্দ্রমণ্ডলের পরিবেষ সমুজ্জ্বল ও মলিনতাশূন্য থাকে, তাহাহইলে উত্তম বারিবর্ষণ হয় এবং সর্ব্ববিধ শস্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬—৭ ॥

মেঘাঃ স্নিগ্ধাঃ সংহতাশ্চ প্রদক্ষিণগতিক্রিয়াঃ।
তদা স্যান্মহতী বৃষ্টিঃ সর্ব্বশস্যার্থসাধিকা ॥ ৮ ॥

উল্লিখিত ধারণাদিনে মেঘসকল সমুজ্জ্বল, পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও প্রদক্ষিণগামী হইলে অর্থাৎ বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে তৎক্ষণাৎ মহতী বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি সকলপ্রকার শস্যোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ধারণা সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
ধারণাং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রবর্ষণং।

জ্যৈষ্ঠ্যাং সমতীতায়াং পূর্ব্বাষাঢ়াদিসম্প্রবৃষ্টেন।
শুভমশুভং বা বাচ্যং পরিমাণং চাম্ভসস্তজ্জ্ঞৈঃ॥ ১॥

চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার অন্তে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়াদি মূলাপর্য্যন্ত নক্ষত্রে গমন করে, যদি তখন জলবর্ষণ হয়, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আগামী বর্ষার পরিমাণ ও রাজ্যে শস্যাদির শুভাশুভ বলিতে সক্ষম হইয়া থাকেন॥ ১॥

হস্তবিশালং কুণ্ডকমধিকৃত্যাম্বুপ্রমাণনির্দ্দেশঃ।
পঞ্চাশৎপলমাঢ়কমনেন মিনুয়াজ্জলং পতিতম্॥ ২॥

একহস্তপরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট একটী গোলাকার কুণ্ডে উল্লিখিত বৃষ্টির জল স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চাশৎপলের সমান আঢ়কদ্বারা তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবে॥ ২॥

যেন ধরিত্রী মুদ্রা জনিতা বা বিন্দবস্তৃণাগ্রেষু।
বৃষ্টেন তেন বাচ্যং পরিমাণং বারিণঃ প্রথমম্॥ ৩॥

পূর্ব্বোক্ত সময়ে বারিবর্ষণ হইয়া তৃণাদির অগ্রভাগে সঞ্চিত হইলে তদ্দর্শনে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আগামী বর্ষার পরিমাণ ব্যক্ত করিতে পারিবেন॥ ৩॥

কেচিদ্ যথাভিবৃষ্টং দশযোজনমণ্ডলং বদন্ত্যন্যে।
গর্গ-বশিষ্ঠ-পরাশরমতমেতদ্দ্বাদশান্নপরম্॥ ৪॥

কেহ কেহ বলেন যে, উল্লিখিত বৃষ্টি (যাহা দর্শনে আগামী বর্ষার গণনা করা হয়) যে স্থানে পতিত হয়, আগামী বর্ষাসময়ে সেই স্থানেই জলবর্ষণ হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, চারিদিকে দশযোজন স্থান ব্যাপিয়া বর্ষণ হয়, কিন্তু গর্গ, বশিষ্ঠ ও পরাশর বলেন যে দ্বাদশযোজন স্থান ব্যাপিয়া বর্ষণ হইবে॥ ৪॥

যেষু চ ভেষ্বভিবৃষ্টং ভূয়স্তেষ্বেব বর্ষতি প্রায়ঃ।
যদি নাপ্যাদিষু বৃষ্টং সর্ব্বেষু তদা ত্বনাবৃষ্টিঃ॥ ৫॥

জ্যৈষ্ঠমাসে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে মূলানক্ষত্রে গমন করে, যদি তখন জলবর্ষণ হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে যখন চন্দ্র তত্তৎ নক্ষত্রে গমন করিবে, তখন বারিবর্ষণ হইবে ; কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হইলে বর্ষাকালে জলবর্ষণ হইবেনা॥ ৫॥

হস্তাপ্যসৌম্যচিত্রাপৌষ্ণধনিষ্ঠাসু ষোড়শদ্রোণাঃ।
শতভিষগৈন্দ্রস্বাতিষু চত্বারঃ কৃত্তিকাসু দশ॥ ৬॥

জ্যৈষ্ঠমাসে যখন চন্দ্র হস্তা, পূর্ব্বাষাঢ়া, মৃগশিরা, চিত্রা, রেবতী ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করে, তখন জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে ষোড়শ দ্রোণপরিমিত বৃষ্টি হয়। ঐরূপ জ্যৈষ্ঠমাসে শতভিষা, জ্যেষ্ঠা ও স্বাতি নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে চতুর্দ্রোণপরিমিত এবং ঐ জ্যৈষ্ঠমাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে দশদ্রোণপরিমিত বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৬॥

শ্রবণে মঘানুরাধাভরণীমূলেষু দশচতুর্যুক্তাঃ।
ফল্গুন্যাং পঞ্চকৃতিঃ পুনর্ব্বসৌ বিংশতির্দ্রোণাঃ॥ ৭॥

জ্যৈষ্ঠমাসে যখন চন্দ্র শ্রবণা, মঘা, অনুরাধা, ভরণী ও মূলা নক্ষত্রে গমন করে, তখন জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে চতুর্দ্দশদ্রোণপরিমিত ; জ্যৈষ্ঠমাসে ফাল্গুনী নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে পঞ্চবিংশদ্রোণপরিমিত এবং ঐ জ্যৈষ্ঠমাসে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে বিংশতিদ্রোণপরিমিত বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৭॥

ঐন্দ্রাগ্ন্যাখ্যে বৈশ্বে চ বিংশতিঃ সার্পভে দশ ত্র্যধিকাঃ।
অহির্বুধ্ন্যার্য্যম্নপ্রাজাপত্যেষু পঞ্চকৃতিঃ॥ ৮॥

জ্যৈষ্ঠমাসে বিশাখা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে বিংশতি দ্রোণপরিমিত, অশ্লেষা নক্ষত্রে গমনকালে জলবর্ষণ হইলে ত্রয়োদশ দ্রোণপরিমিত এবং উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী ও রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে পঞ্চবিংশ দ্রোণপরিমিতি জলবর্ষণ হইবে॥ ৮॥

পঞ্চদশাজে পুষ্যে চ কীর্ত্তিতা বাজিভে দশ দ্বৌ চ।
রৌদ্রেঽষ্টাদশ কথিতা দ্রোণা নিরুপদ্রবেষ্বেষু॥ ৯॥

জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পুষ্যা নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে পঞ্চদশ দ্রোণপরিমিত, জ্যৈষ্ঠমাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে বৃষ্টি হইলে বর্ষাকালে দ্বাদশদ্রোণ এবং জ্যৈষ্ঠমাসে আর্দ্রা নক্ষত্রে চন্দ্রের গমনকালে জলবর্ষণ হইলে বর্ষাকালে অষ্টাদশ দ্রোণপরিমিত বারিবর্ষণ হইবে। জ্যৈষ্ঠমাসের বৃষ্টিপতন অবধি বর্ষাকালপর্য্যন্ত যদি ধূমকেতু প্রভৃতি কোনরূপ উৎপাত লক্ষিত না হয়, তাহা হইলেই ঐসকল ফল ঘটিবে॥ ৯॥

রবিরবিসুতকেতুপীড়িতে ভে ক্ষিতিতনয়ত্রিবিধাদ্ভুতাহতে চ। ভবতি হি ন শিবং ন চাপি বৃষ্টিঃ শুভসহিতে নিরুপদ্রবে চ॥ ১০॥

উল্লিখিত নক্ষত্র সকল শনি, কেতু ও মঙ্গল কর্ত্তৃক সংযুক্ত হইলে, তৎকালে উল্কাপাত, ধূমকেতু ও গ্রহযুদ্ধ এইত্রিবিধ উৎপাত লক্ষিত হইলে রাজ্যে অমঙ্গল ও অনাবৃষ্টি হয়, কিন্তু নক্ষত্রগণ শুভগ্রহসংযুক্ত হইলে এবং তৎকালে কোন উপদ্রব দৃষ্ট না হইলে মঙ্গল হইবে॥ ১০॥
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে প্রবর্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
প্রবর্ষণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রোহিণীযোগঃ।

কনকশিলাচয়বিবরজতরুকুসুমাসঙ্গিমধুকল্লানুরুতে।
বল্গুবিহগকলহংসুরযুবতিগীতমন্দ্রস্বনোপবনে॥ ১॥

সুবর্ণময়পর্ব্বতের গুহার মধ্যস্থিত বৃক্ষের পুষ্পের উপর ভ্রমরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ রব ও পক্ষীগণের সুমধুর স্বর এবং অপ্সরাগণের সুললিত গানের দ্বারা যে মেরুপর্ব্বতের উপবন মনোহর হইয়াছিল॥ ১॥

সুরনিলয়শিখরিশিখরে বৃহস্পতির্নারদায় যানাহ।
গর্গ-পরাশর-কাশ্যপময়াশ্চ যাঞ্ছিষ্যসঙ্ঘেভ্যঃ॥ ২॥

এইরূপ মনোহর সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশের যেস্থানে দেবতাগণ বাস করেন, সেই স্থানে বৃহস্পতি নারদকে যে রোহিণীযোগ বলিয়াছিলেন, সেই যোগ গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ এবং ময় প্রভৃতি ঋষিগণ তাহাদের শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছেন॥ ২॥

তানবলোক্য যথাবৎ প্রাজাপত্যেন্দুসম্প্রয়োগার্থান্।
স্বল্পগ্রন্থেনাহং তানেবাভ্যুদ্যতো বক্তুম্॥ ৩॥

আমি ঐসকল যোগ পরীক্ষা করিয়া সত্যজ্ঞানে সেই ঋষিদিগের মত সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি॥ ৩॥

প্রাজেশমাষাঢ়তমিস্রপক্ষে ক্ষপাকরেণোপগতং সমীক্ষ্য। বক্তব্যমিষ্টং জগতোঽশুভং বা শাস্ত্রোপদেশাদ্ গ্রহচিন্তকেন॥ ৪॥

আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষের কোন্ দিবস চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রে গমন করিবেন জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিত তাহা অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে জগতের শুভাশুভ বলিবেন॥ ৪॥

যোগো যথানাগত এব বাচ্যঃ সধিষ্ণ্যযোগঃ করণে ময়োক্তঃ। চন্দ্রপ্রমাণদ্যুতিবর্ণমার্গৈরুৎপাতবাতৈশ্চ ফলং নিগাদ্যম্॥ ৫॥

রোহিণীনক্ষত্রে চন্দ্র কোন্ সময় গমন করিবেন তাহার গণনা আমার প্রণীত গণিতজ্যোতিষে * লিখিত আছে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিত অগ্রে তাহা দৃষ্টি করিয়া স্থির করিবেন। রোহিণীযোগে কিরূপ ফল হইবে তাহার সিদ্ধান্ত তৎকালের চন্দ্রের আকার, কান্তি, বর্ণ, চন্দ্রের গমনীয়পথ, উৎপাত, অর্থাৎ কেতু ও উল্কা ইত্যাদি দৃষ্টে হইয়া থাকে॥ ৫॥

পুরাদুদগ্ বৎ পুরতোঽপি বা স্থলং ত্র্যহোষিতস্তত্র হুতাশতৎপরঃ। গ্রহান্ সনক্ষত্রগণান্ সমালিখেৎ সধূপপুষ্পৈর্ব্বলিভিশ্চ পূজয়েৎ॥ ৬॥

জ্যোতির্ব্বিদ্ নগরের পূর্ব্ব উত্তরদিকে একটী পবিত্রস্থান স্থির করিয়া সেইস্থানে তিন দিবস উপবাসী থাকিয়া অগ্নিদেবতার পূজা করিবে, অর্থাৎ হোম করিবে এবং মৃত্তিকাতে গ্রহনক্ষত্রযুক্ত চক্র অঙ্কিত করিয়া ধূপ, ধুনা, পুষ্প এবং নৈবেদ্যদ্বারা পূজা করিবে॥ ৬॥

সরত্নতোয়ৌষধিভিশ্চতুর্দ্দিশং তরুপ্রবালাপিহিতৈঃ সুপূজিতৈঃ। অকালমূলৈঃ কলশৈরলঙ্কৃতং কুশাস্তৃতং স্থণ্ডিলমাবসেদ্দ্বিজঃ॥ ৭॥

প্রথমত একটী বেদী প্রস্তুত করিয়া ঐ বেদি কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, পরে বহুমূল্য রত্ন, ঔষধি এবং জল এইসকল দ্বারা পরিপূর্ণ চারিটী কলসীর মুখ বৃক্ষের পল্লবদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঐ বেদীর চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্থাপন করিবে, পরে ঐ বেদীর উপর ব্রাহ্মণ উপবেশন করিবে॥ ৭॥

আলভ্যমন্ত্রেণ মহাব্রতেন বীজানি সর্ব্বাণি নিধায় কুম্ভে। প্লাব্যানি চামীকরদর্ভতোয়ৈর্হোমো মরুদ্বারুণসৌম্যমন্ত্রৈঃ॥ ৮॥

তদনন্তর নানাবিধ শস্যের বীজ অথর্ব্ববেদোক্ত মহাব্রত মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত ও জল, কুশা এবং সুবর্ণদ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া একটী বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট মৃৎপাত্রের মধ্যে স্তরে স্তরে স্থাপন করিবে, তৎপর বায়ু, বরুণ ও সোম এই তিন দেবতার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিবে॥ ৮॥

শ্লক্ষ্ণাং পতাকামসিতাং বিদধ্যাদ্ দণ্ডপ্রমাণাং ত্রিগুণোচ্ছ্রিতাঞ্চ। আদৌ কৃতে দিগ্‌গ্রহণে নভস্বান্ গ্রাহ্যস্তয়া যোগগতে শশাঙ্কে॥ ৯॥

অনন্তর বায়ু প্রবাহিত হইবার দিক্ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত পতাকার বস্ত্রের তিনগুণ উচ্চ একটী সরল দণ্ড মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া পরে কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্মবস্ত্র ঐ কাষ্ঠের মাথায় বান্ধিয়া পতাকা প্রস্তুত করিবে, অনন্তর যখন চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রে গমন করিবেন তৎকালে ঐ পতাকাদ্বারা কোন্ দিকে বায়ু বহন হইতেছে তাহা স্থির করিবে॥ ৯॥

তত্রার্দ্ধমাসাঃ প্রহরৈর্ব্বিকল্প্যা বর্ষানিমিত্তং দিবসান্তদংশৈঃ। সব্যেন গচ্ছঞ্ছুভদঃ সদৈব যস্মিন্ প্রতিষ্ঠা বলবান্ স বায়ুঃ॥ ১০॥

যেদিবস রোহিণীনক্ষত্রে চন্দ্র প্রবেশ করিবেন, সেই দিবস সূর্য্য উদয় হইতে দিবারাত্রকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ আটভাগের কোন্ ভাগে কন্ত্রী বায়ু প্রবাহিত হইলে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ঐ চারি মাসের কোন্ মাসের কোন্ পক্ষে কিরূপ বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইবে তাহা নির্ণয় করিবে, অর্থাৎ রোহিণীনক্ষত্রে চন্দ্রের প্রবেশদিনের প্রথমপ্রহরে শুভবায়ু প্রবাহিত হইলে শ্রাবণমাসের প্রথম পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে, দ্বিতীয় প্রহরে শুভ বায়ু প্রবাহিত হইলে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে। তৃতীয় প্রহরে শুভ বায়ু প্রবাহিত হইলে ভাদ্রমাসের প্রথম পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে, চতুর্থ প্রহরে শুভবায়ু প্রবাহিত হইলে ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় পক্ষে উত্তম

* পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে।

বৃষ্টি হইবে, পঞ্চম প্রহরে অর্থাৎ রাত্রির প্রথমপ্রহরে শুভ বায়ু প্রবাহিত হইলে আশ্বিন মাসের প্রথম পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে শুভ বায়ু প্রবাহিত হইলে আশ্বিনমাসের দ্বিতীয় পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে, রাত্রির তৃতীয়প্রহরে শুভ বায়ু প্রবাহিত হইলে কার্ত্তিক মাসের প্রথম পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে এবং রাত্রির চতুর্থ প্রহরে শুভ-বায়ু প্রবাহিত হইলে কার্ত্তিকমাসের দ্বিতীয় পক্ষে উত্তম বৃষ্টি হইবে। আর যদি বাম হইতে দক্ষিণে বায়ুবহন হয় তাহাহইলে শুভ এবং যদি একদিকে নিরন্তর বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাহইলে সেই দিকের লোকসকল সুখী হইবে॥ ১০॥

বৃত্তে তু যোগেঽঙ্কুরিতানি যানি সন্তীহ বীজানি ধৃতানি কুম্ভে। যেষাং তু যোঽংশোঽঙ্কুরিতস্তদংশস্তেষাং বিবৃদ্ধিং সমুপৈতি নান্যঃ॥ ১১॥

রোহিণীযোগ অন্তে জ্যোতির্ব্বিদ পাত্রে স্থাপিত বীজসকল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, যেজাতীয় শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হইবে সেই জাতীয় শস্য উত্তম জন্মিবে এবং ঐ শস্যজাতীয়ের মধ্যে যে জাতীয় শস্যের বীজ যে পরিমাণ অঙ্কুরিত হইবে সেই শস্য সেই পরিমাণ জন্মিবে॥ ১১॥

শান্তপক্ষিমৃগরাবিতা দিশো নির্ম্মলং বিয়দনিন্দিতোঽনিলঃ। শস্যতে শশিনি রোহিণীযুতে মেঘমারুতফলানি বচ্ম্যতঃ॥ ১২॥

রোহিণীনক্ষত্রে চন্দ্রের আগমনে যদি চতুর্দ্দিক হইতে পশুপক্ষির মধুর ধ্বনি শুনা যায় এবং আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও শুভবায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। এইক্ষণ আমরা বায়ু ও মেঘের ফল বলিতেছি॥ ১২॥

ক্বচিদসিতসিতৈঃ সিতৈঃ ক্বচিচ্চ ক্বচিদসিতৈর্ভুজগৈরিবাম্বুবাহৈঃ। বলিতজঠরপৃষ্ঠমাত্রদৃশ্যৈঃ স্ফুরিততড়িদ্রসনৈর্বৃতং বিশালৈঃ॥ ১৩॥

যদি রোহিণীযোগদিনে সর্পাকার বিশালমেঘের কোন কোনস্থান শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিতবর্ণ, কোন কোন স্থান শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন স্থান শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হয় ও তাহাতে শুভ্রবর্ণ পৃষ্ঠ ও উদরবিশিষ্ট বিদ্যুৎজিহ্বা লক্ষিত হয়॥ ১৩॥

বিকসিতকমলোদরাবদাতৈররুণকরদ্যুতিরঞ্জিতোপকণ্ঠৈঃ। ছুরিতমিব বিয়দ্ঘনৈর্ব্বিচিত্রৈর্ম্মধুকরকুঙ্কুমকিংশুকাবদাতৈঃ॥ ১৪॥

অপর ঐ দিবস মেঘসকল যদি পদ্মের মধ্যস্থিত বর্ণের ন্যায় ও তাহার ধারে অরুণকিরণে আরক্ত দৃষ্ট হয়, আর যদি নানাবর্ণের মেঘে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করে কিংবা মধুকর, কুঙ্কুম ও কিংশুক অর্থাৎ পলাশের ন্যায় দৃষ্ট হয়॥ ১৪॥

অসিতঘননিরুদ্ধমেব বা চলিততড়িৎসুরচাপচিত্রিতম্। দ্বিপমহিষকুলাকুলীকৃতং বনমিব দাবপরীতমম্বরম্॥ ১৫॥

আর ঐ দিবস যদি আকাশমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণমেঘে ব্যাপ্ত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয় এবং উহা বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনুদ্বারা চিত্রিত হইয়া হস্তি ও মহিষদ্বারা আকুলিত ও দাবানলে দগ্ধ বনের ন্যায় দৃষ্ট হয়॥ ১৫॥

অথবাঞ্জনশৈলশিলানিচয়প্রতিরূপধরৈঃ স্থগিতং গগনম্। হিমমৌক্তিকশঙ্খশশাঙ্ককরদ্যুতিহারিভিরম্বুধরৈরথবা॥১৬॥

অপর ঐদিবস মেঘসকল যদি কজ্জলের পর্ব্বত এবং পাথরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় অথবা আকাশমণ্ডল যদি বরফ, মুক্তা, শঙ্খ ও চন্দ্রকিরণ অপেক্ষা শুভ্রবর্ণ মেঘদ্বারা ব্যাপ্ত হয়॥ ১৬॥

তড়িদ্ধেমকক্ষৈর্বলাকাগ্রদন্তৈঃ স্রবদ্বারিদানৈশ্চলৎপ্রান্তহস্তৈঃ। বিচিত্রেন্দ্রচাপধ্বজোচ্ছ্রায়শোভৈস্তমালালিনীলৈর্বৃতং চাব্দনাগৈঃ॥ ১৭॥

আর ঐদিবস মেঘসকল হস্তীর আকার ও বিদ্যুৎসকল হস্তীবন্ধন সুবর্ণময় রজ্জুর ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং বকপক্ষী হস্তীরূপ মেঘের দন্তাগ্রের ন্যায়, বৃষ্টিধারা মেঘরূপ হস্তীর ঘর্ম্মের ন্যায়, আর ঐমেঘের উভয়পার্শ্ব হস্তীর উভয়পার্শ্বের ন্যায়, চঞ্চল ইন্দ্রধনু উহার চিত্রিত ধ্বজার ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং মেঘসকল তমাল ও ভ্রমর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়॥ ১৭॥

সন্ধ্যানুরক্তে নভসি স্থিতানাং ইন্দীবরশ্যামরুচাং ঘনানাম্। বৃন্দানি পীতাম্বরবেষ্টিতস্য কান্তিং হরেশ্চোরয়তাং যদা বা॥ ১৮॥

অপর ঐদিবস সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের প্রাক্‌কালে ও অস্ত হইবার পরক্ষণে আরক্ত আকাশমণ্ডলে মেঘসকল নীলকুমুদের ন্যায় দৃষ্ট হওয়ায় পীতবর্ণবস্ত্রবেষ্টিত কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণুর ন্যায় পরিলক্ষিত হয়॥ ১৮॥

সশিখিচাতকদর্দ্দুরনিঃস্বনৈর্যদি বিমিশ্রিতমন্দ্রপটুস্বনাঃ। খমবতত্য দিগন্তবিলম্বিনঃ সলিলদাঃ সলিলৌঘমুচঃ ক্ষিতৌ॥ ১৯॥

যদি ঐদিবস ময়ূর, চাতক এবং ভেকের শব্দ শুনা যায় ও আকাশমণ্ডল বজ্রপাতের শব্দে পরিপূর্ণ হয়॥ ১৯॥

নিগদিতরূপৈর্জলধরজালৈস্ত্র্যহমবরুদ্ধং দ্ব্যহমথবাহঃ। যদি বিয়দেবং ভবতি সুভিক্ষং মুদিতজনা চ প্রচুরজলা ভূঃ॥ ২০॥

আর যদি ঐরূপ মেঘসকল আকাশমণ্ডলে তিনদিন, দুইদিন কিংবা একদিন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে সুভিক্ষ, লোকসকল আনন্দিত এবং অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২০॥

রূক্ষৈরল্পৈর্মারুতাক্ষিপ্তদেহৈরুষ্ট্রধ্বাঙ্ক্ষপ্রেতশাখামৃগাভৈঃ।

অন্যেষাং বা নিন্দিতানাং সরূপৈর্মূকৈশ্চাব্দৈর্নো শিবং নাপি বৃষ্টিঃ ॥ ২১ ॥

অপর ঐদিবস যদি মেঘসকল রুক্ষ, অল্প, বায়ু কর্ত্তৃক বিস্তৃত কিম্বা উষ্ট্র, কাক, মৃতদেহ, বানর এবং অন্যান্য নিন্দিত মূর্ত্তির অর্থাৎ বিড়াল ও রাক্ষসাদির ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং গর্জ্জনরহিত হয় তাহাহইলে অমঙ্গল হয় ও বৃষ্টি হয় না। ২১ ॥

বিগতঘনে বা বিয়তি বিবস্বান্ অমৃদুময়ূখঃ সলিলকৃদেবম্। সর ইব ফুল্লং নিশি কুমুদাঢ্যং খমুডু বিশুদ্ধং যদি চ সুবৃষ্ট্যৈ ॥ ২২ ॥

যদি রোহিণীযোগদিনে আকাশ নির্ম্মল ও রবির প্রখরতর কিরণ হয় তাহাহইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবে, আর যদি ঐ যোগদিনে রজনীযোগে আকাশমণ্ডল প্রস্ফুটিত কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায় নির্ম্মল নক্ষত্রযুক্ত দৃষ্ট হয় তাহাহইলে উত্তম বৃষ্টি হইয়া থাকে। ২২ ॥

পূর্ব্বোদ্ভূতৈঃ শস্যনিষ্পত্তিরব্দৈরাগ্নেয়াশাসম্ভবৈরগ্নিকোপঃ। যাম্যে শস্যং ক্ষীয়তে নৈর্ঋতেঽর্দ্ধং পশ্চাজ্জাতৈঃ শোভনা বৃষ্টিরব্দৈঃ ॥ ২৩ ॥

যদি রোহিণীযোগদিনে প্রথমত পূর্ব্বদিকে মেঘ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শস্য বৃদ্ধি হইবে, অগ্নিকোণে দৃষ্ট হইলে অগ্নির প্রকোপ, দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হইলে ধান্য নাশ, নৈঋতকোণে দৃষ্ট হইলে অর্দ্ধেক শস্যের হানি এবং পশ্চিমদিকে মেঘ দৃষ্ট হইলে উত্তম বৃষ্টি হইবে। ২৩ ॥

বায়ব্যোত্থৈর্বাতবৃষ্টিঃ ক্বচিচ্চ পুষ্টা বৃষ্টিঃ সৌম্যকাষ্ঠাসমুত্থৈঃ। শ্রেষ্ঠং শস্যং স্থাণুদিক্সম্প্রবৃদ্ধৈর্বায়ুশ্চৈবং দিক্ষু ধত্তে ফলানি ॥ ২৪ ॥

ঐদিবস বায়ুকোণে মেঘ দৃষ্ট হইলে কোন কোন স্থানে বায়ুযুক্ত বৃষ্টি হইবে। উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে উত্তম বৃষ্টি ও ঈশানকোণে দৃষ্ট হইলে উত্তম শস্য হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত বায়ু বহন দেখিয়া ফল নিরূপণ করিবে। ২৪ ॥

উল্কানিপাতাস্তড়িতোঽশনিশ্চ দিগ্দাহনির্ঘাতমহীপ্রকম্পাঃ। নাদা মৃগাণাং সপতত্রিণাঞ্চ গ্রাহ্যা যথৈবাম্বুধরাস্তথৈব ॥ ২৫ ॥

রোহিণীযোগদিবস উল্কাপাত, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, দিগ্দাহ, নির্ঘাত, ভূমিকম্প, পক্ষি এবং পশুদিগের কোলাহল প্রভৃতির ফল দিগ্ অনুসারে মেঘের ন্যায় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ঐরূপ ঘটিলে বৃষ্টি এবং মানবগণের শুভ হয় না। ২৫ ॥

নামাঙ্কিতৈস্তৈরুদগাদিকুম্ভৈঃ প্রদক্ষিণং শ্রাবণমাসপূর্ব্বৈঃ। পূর্ণৈঃ স মাসঃ সলিলস্য দাতা স্রুতৈরবৃষ্টিঃ পরিকল্প্যমূনৈঃ ॥ ২৬ ॥

ঐদিবস পূর্ব্বস্থাপিত চারিদিকের চারিটী জলপূর্ণ কলসী যাহা শ্রাবণাদি মাস কল্পনা করা হইয়াছে, যদি ঐ চারিটী কুম্ভ জলে পূর্ণ থাকে তাহাহইলে চারিমাসেই বৃষ্টি হইবে, যেমাসাঙ্কিত কলসীর জল একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে সেই মাসে বৃষ্টি হইবে না, আর যে মাসাঙ্কিত কলসীর জল পূর্ণ থাকিবে সেই মাসে উত্তম বৃষ্টি হইবে এবং যেমাসাঙ্কিত কলসীর জল যে পরিমাণ শুষ্ক হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্ বুদ্ধিপূর্ব্বক সেইপরিমাণ বৃষ্টির বিষয় বলিয়া দিবেন। ২৬ ॥

অন্যৈশ্চ কুম্ভৈর্নৃপনামচিহ্নৈর্দেশাঙ্কিতৈশ্চাপ্যপরৈস্তথৈব। ভগ্নৈঃ স্রুতৈর্ন্যূনজলৈঃ সুপূর্ণৈর্ভাগ্যানি বাচ্যানি যথানুরূপম্ ॥ ২৭ ॥

যদি বৎসরের মধ্যে কোন রাজার কিংবা কোন রাজ্যের শুভাশুভ জানিবার আবশ্যক হয় তাহাহইলে রোহিণীযোগদিনে চারিটী নূতন জল পূর্ণ কলসী রাজার ও দেশের নামাঙ্কিত করিয়া চারিদিকে রাখিবে, ঐ চারিটী কলসীর মধ্যে যে দিকের কলসীটী ভগ্ন হইবে সেই দিকের রাজার ও দেশের অশুভ, আর যে দিকের কলসীর জল স্রাব হইবে সেই দিকের রাজার ও দেশের উপদ্রব হইবে, যে দিকের কলসীর জল শুষ্ক হইবে সেই দিকের রাজার ও দেশের অশুভ এবং যে দিকের কলসীর জল পূর্ণ থাকিবে সেই দিকের রাজার কিংবা দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে। ২৭ ॥

দূরগো নিকটগোঽথবা শশী দক্ষিণে পথি যথা তথা স্থিতঃ। রোহিণীং যদি যুনক্তি সর্ব্বথা কষ্টমেব জগতো বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ২৮ ॥

যদি চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রের নিকট কিংবা দূরবর্ত্তী হইয়া ঐ রোহিণীনক্ষত্রপুঞ্জের দক্ষিণ দিয়া গমন করেন তাহাহইলে মানবগণের কষ্ট হইবে। ২৮ ॥

স্পৃশন্নুদগ্ যাতি যদা শশাঙ্কস্তদা সুবৃষ্টির্বহুলোপসর্গাঃ। অসংস্পৃশন্ যোগমুদক্ সমেতঃ করোতি বৃষ্টিং বিপুলাং শ্রিয়ঞ্চ ॥ ২৯ ॥

চন্দ্র যদি রোহিণীনক্ষত্রের দক্ষিণদিক্ স্পর্শ করিয়া উত্তরদিকে গমন করেন তাহাহইলে সুবৃষ্টি হইবে, আর যদি চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্র স্পর্শ না করিয়া উত্তরদিকে গমন করেন তাহাহইলে প্রচুর বৃষ্টি এবং মানবগণের লক্ষ্মীলাভ হইবে। ২৯ ॥

রোহিণীশকটমধ্যসংস্থিতে চন্দ্রমস্যশরণীকৃতা জনাঃ। ক্বাপি যান্তি শিশুযাচিতাশনাঃ সূর্য্যতপ্তপিঠরাম্বুপায়িনঃ ॥ ৩০ ॥

চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রের পুঞ্জে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গমন করিলে মানবগণ নিরাশ্রয় হইয়া অপররাজ্যে গমন করিবে এবং ক্ষুধিত বালকগণের জন্য অন্নযাচ্ঞা করিবে ও সূর্য্যসন্তাপে শুষ্ক জলাশয়ের উষ্ণ জল পান করিবে। ৩০ ॥

উদিতং যদি শীতদীধিতিং প্রথমং পৃষ্ঠত এতি রোহিণী। শুভমেব তদা স্মরাতুরাঃ প্রমদাঃ কামিবশে চ সংস্থিতাঃ॥৩১॥

রোহিণীযোগ দিনে রাত্রিকালে যদি প্রথমত চন্দ্র উদয় এবং তাহার পরে রোহিণীনক্ষত্র উদয় হয় ও রোহিণীনক্ষত্র উদয় হওয়া মাত্রই চন্দ্র যদি রোহিণীনক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করে তাহাহইলে দেশের শুভ এবং স্ত্রীলোকেরা কামাতুরা হইয়া পুরুষগণের বশীভূতা হইবে॥ ৩১॥

অনুগচ্ছতি পৃষ্ঠতঃ শশী যদি কামী বনিতামিব প্রিয়াম্। মকরধ্বজবাণপীড়িতাঃ প্রমদানাং বশগাস্তদা নরাঃ॥ ৩২॥

যেরূপ কামার্ত্ত পুরুষ স্ত্রীর অনুগমন করে সেইরূপ যদি চন্দ্র রোহিণীর অনুগমন করেন অর্থাৎ রোহিণীযোগদিনের রাত্রিকালে প্রথমত রোহিণী উদয় হয় ও পরে চন্দ্র উদয় হয় তাহাহইলে পুরুষগণ কামপীড়িত হইয়া স্ত্রীদিগের অধীন হইয়া থাকে॥ ৩২॥

আগ্নেয্যাং দিশি চন্দ্রমা যদি ভবেত্তত্রোপসর্গো মহান্ নৈর্ঋত্যাং সমুপদ্রুতানি নিধনং শস্যানি যান্তীতিভিঃ। প্রাজেশানিলদিক্স্থিতে হিমকরে শস্যস্য মধ্যশ্চয়ো যাতে স্থাণুদিশং গুণাঃ সুবহবঃ শস্যার্ঘবৃদ্ধ্যাদয়ঃ॥ ৩৩॥

যদি রোহিণীযোগদিনে চন্দ্র উদয়কালে রোহিণীনক্ষত্রপুঞ্জের অগ্নিকোণে অবস্থিত হয়েন তাহাহইলে নানারূপ উপদ্রব হইবে। ঐ রোহিণীনক্ষত্রের নৈর্ঋৎকোণে চন্দ্র স্থিত হইলে ধান্যাদি শস্যের ঈতিভয় অর্থাৎ অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা হানি হইয়া থাকে। ঐ নক্ষত্রের বায়ুকোণে ও পশ্চিমে স্থিত হইলে শস্যাদির বৃদ্ধি মধ্যমরূপ হইবে। ঐ নক্ষত্রের ঈশানকোণে ও পশ্চিমে স্থিত হইলে শস্যের বৃদ্ধি ও শস্যাদি সুলভ হইবে॥৩৩

তাড়য়েদ্যদি চ যোগতারকাম্ আবৃণোতি বপুষা যদাপি বা তাড়নে ভয়মুশন্তি দারুণং ছাদনে নৃপবধোঽঙ্গনাকৃতঃ॥ ৩৪॥

রোহিণীযোগদিনে চন্দ্র যদি রোহিণীনক্ষত্রপুঞ্জের যোগতারাকে অর্থাৎ ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যের তেজস্বী ও বড় তারাকে তাড়ণ করে অর্থাৎ যোগতারার সহিত সংযুক্ত হয় তাহাহইলে নানাবিধ ভয় উপস্থিত হইবে। আর যদি যোগতারাকে আবৃত করে তাহাহইলে রাজা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বধ হইবে॥ ৩৪॥

গোপ্রবেশসময়েঽগ্রতো বৃষো যাতি কৃষ্ণপশুরেব বা পুরঃ। ভূরি বারি শবলে তু মধ্যমং নো সিতেঽন্যুপরিকল্পনাপরৈঃ॥ ৩৫॥

রোহিণীযোগদিনের সন্ধ্যাকালে পশুপাল যখন নগরে প্রবেশ করে তখন যদি সর্ব্বপ্রথমে ঐ পালের মধ্যস্থিত বৃষ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ অন্য পশু অগ্রগামী হয়, তাহাহইলে প্রচুর বৃষ্টি হইবে। যদি কৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ পশু অগ্রে নগরে প্রবেশ করে তাহাহইলে মধ্যমরূপ বৃষ্টি হইবে, আর যদি কৃষ্ণ এবং শ্বেত মিশ্রবর্ণের মধ্যে যদি কৃষ্ণবর্ণের ভাগ অধিক হয় তাহাহইলে অধিক বৃষ্টি হইবে, আর শ্বেতবর্ণের ভাগ অধিক হইলে বৃষ্টি হইবে না। যদি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের পশু অগ্রে প্রবেশ করে তাহাহইলে স্বল্প বৃষ্টি হইবে॥ ৩৫॥

দৃশ্যতে ন যদি রোহিণীযুতশ্চন্দ্রমা নভসি তোয়দাবৃতে। রুগ্ভয়ং মহদুপস্থিতং তদা ভূশ্চ ভূরিজলশস্যসংযুতা॥ ৩৬॥

রোহিণীযোগদিনে চন্দ্র যদি ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হয় তাহাহইলে মহৎ রোগ ভয় এবং পৃথিবী বহুজল ও শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩৬॥ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে রোহিণীযোগ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং রোহিণীযোগো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্বাতিযোগঃ।

যদ্রোহিণীযোগফলং তদেব স্বাতাবষাঢ়াসহিতে চ চন্দ্রে। আষাঢ়শুক্লে নিখিলং বিচিন্ত্যং যোঽস্মিন্ বিশেষস্তমহং প্রবক্ষ্যে॥ ১॥

রোহিণীযোগের যেসকল ফল বলা হইল স্বাতী এবং আষাঢ়াযোগেরও সেইসকল ফল জানিবে, এতদ্ভিন্ন অন্য অন্য বিশেষ ফল এই অধ্যায়ে বলা যাইতেছে, এই গণনা আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে যে দিবস চন্দ্র স্বাতীনক্ষত্রে আগমন করিবে সেই দিন করিতে হইবে॥ ১॥

স্বাতৌ নিশাংশে প্রথমেঽভিবৃষ্টে শস্যানি সর্ব্বাণ্যুপযান্তি বৃদ্ধিম্। ভাগে দ্বিতীয়ে তিলমুদ্গমাষা গ্রৈষ্মং তৃতীয়েঽস্তি ন শারদানি॥ ২॥

স্বাতীযোগের দিবসে দিবা ও রাত্রিমানের প্রত্যেককে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিবে, যদি রাত্রিমানের প্রথমভাগে বৃষ্টি হয় তাহা হইলে সকলপ্রকার শস্যের বৃদ্ধি হইবে, দ্বিতীয়ভাগে বৃষ্টি হইলে তিল, মুগ, মাষকলাইয়ের বৃদ্ধি হইবে, যদি তৃতীয়ভাগে বৃষ্টি হয় তাহাহইলে গ্রীষ্মকালের শস্যের বৃদ্ধি হয় ও শরৎঋতুর শস্য হইবে না॥ ২॥

বৃষ্টেঽহ্নি ভাগে প্রথমে সুবৃষ্টিস্তদ্বদ্দ্বিতীয়ে তু সকীটসর্পাঃ। বৃষ্টিস্তু মধ্যাপরভাগবৃষ্টে নিশ্ছিদ্রবৃষ্টির্দ্যুনিশং প্রবৃষ্টে॥ ৩॥

স্বাতীযোগদিবসের প্রথমভাগে বৃষ্টি হইলে উত্তম বৃষ্টি হইবে। দ্বিতীয়ভাগে বৃষ্টি হইলেও ঐরূপ ফল হইবে কিন্তু সর্প ও কীট জন্মিবে তৃতীয়ভাগে বৃষ্টি হইলে বৃষ্টিমধ্যমরূপ হইবে। দিবা ও রাত্রিতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইলে নির্দ্দোষ বৃষ্টি হইবে কেহ কেহ বলেন যে এই বৃষ্টি শীতকালে হইবে॥ ৩॥

সমমুত্তরেণ তারা চিত্রায়াঃ কীর্ত্ত্যতে হ্যপাংবৎসঃ। তস্যাসন্নে চন্দ্রে স্বাতের্যোগঃ শিবো ভবতি॥ ৪॥

চিত্রানক্ষত্রের সমসূত্রে উত্তরে যে নক্ষত্র দেখা যায় তাহার নাম

অপাংবৎস ঐ তারার নিকটবর্ত্তী চন্দ্র আসিলে স্বাতীযোগ শুভ হইয়া থাকে॥ ৪॥

সপ্তম্যাং স্বাতিযোগে যদি পততি হিমং মাঘমাসান্ধকারে বায়ুর্ব্বা চণ্ডবেগঃ সজলজলধরো বাপি গর্জত্যজস্রম্। বিদ্যুন্মালাকুলং বা যদি ভবতি নভো নষ্টচন্দ্রার্কতারং বিজ্ঞেয়া প্রাবৃড়েষা মুদিতজনপদা সর্ব্বশস্যৈরুপেতা॥ ৫॥

মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে স্বাতীযোগ হইলে যদি বরফ পতিত হয়, কিংবা প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সজলমেঘ নিরন্তর গর্জ্জন করে অথবা আকাশমণ্ডলে নিয়ত বিদ্যুৎ ঝলসে, কিংবা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ মেঘাচ্ছাদিত হইয়া অদর্শন হয় তাহাহইলে মানবগণ আনন্দিত ও বর্ষাকাল শস্যযুক্ত হইবে॥ ৫॥

তথৈব ফাল্গুনে চৈত্রে বৈশাখস্যাসিতেঽপি বা।
স্বাতিযোগং বিজানীয়াদাষাঢ়ে চ বিশেষতঃ॥ ৬॥

ফাল্গুন, চৈত্র এবং বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে স্বাতীযোগঘটিলে উপরোক্ত ফল হইবে কিন্তু আষাঢ়মাসের স্বাতীযোগেরই ফল অগ্রগণ্য হইয়া থাকে॥ ৬॥ পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে স্বাতীযোগ সমাপ্ত॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং স্বাতিযোগো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ আষাঢ়ীযোগঃ।

আষাঢ্যাং সমতুলিতাধিবাসিতানামন্যেদ্যুর্যদধিকতামুপৈতি বীজম্। তদ্বৃদ্ধির্ভবতি ন জায়তে যদূনং মন্ত্রোঽস্মিন্ ভবতি তুলাভিমন্ত্রণায়॥ ১॥

চান্দ্রআষাঢ়মাসের যে দিবস চন্দ্র উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে গমন করেন সেই দিবস জ্যোতির্ব্বিদপণ্ডিত সকলপ্রকার বীজ পরিমাণ করিয়া রাখিবেন, তৎপরদিবস পুনরায় ওজন কালে যে বীজ ওজনে বৃদ্ধি হইবে সেইবীজের শস্য অধিক জন্মিবে, আর যেরকমের বীজ ওজনে পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন হইবে সেইবীজের শস্য জন্মিবেক না। ওজনকালে তুলাযন্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া ওজন করিবে॥ ১॥

স্তোতব্যা মন্ত্রযোগেন সত্যা দেবী সরস্বতী।
দর্শয়িষ্যসি যৎসত্যং সত্যে সত্যব্রতা হ্যসি॥ ২॥

হে দেবি সরস্বতি! আপনি স্তবের উপযুক্তা, যাহা সত্য তাহা আপনি দেখাইয়াদেন। হে সত্য! আপনি সত্যব্রতা॥ ২॥

যেন সত্যেন চন্দ্রার্কৌ গ্রহা জ্যোতির্গণাস্তথা।
উত্তিষ্ঠন্তীহ পূর্ব্বেণ পশ্চাদস্তং ব্রজন্তি চ॥ ৩॥

যে সত্যের শক্তিক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগণ পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত হইয়া থাকেন॥ ৩॥

যৎসত্যং সর্ব্ববেদেষু যৎসত্যং ব্রহ্মবাদিষু।
যৎসত্যং ত্রিষু লোকেষু তৎসত্যমিহ দৃশ্যতাম্॥ ৪॥

যে সত্য সর্ব্ববেদে ব্যক্ত, যেসত্য ব্রহ্মবাদিতে এবং যে সত্য ত্রিলোকে বিখ্যাত সেই সত্য এস্থলে দেখাও॥ ৪॥

ব্রহ্মণো দুহিতাসি ত্বমাদিত্যেতি প্রকীর্ত্তিতা।
কাশ্যপীগোত্রতশ্চৈব [illegible]মতো বিশ্রুতা তুলা॥ ৫॥

আপনি ব্রহ্মার দুহিতা, আদিত্যা [illegible]তা, কাশ্যপীগোত্রা এবং তুলা নামে প্রসিদ্ধা॥ ৫॥

ক্ষৌমং চতুঃসূত্রকসন্নিবদ্ধং ষড়ঙ্গুলং শিক্যকবস্ত্রমস্যাঃ।
সূত্রপ্রমাণঞ্চ দশাঙ্গুলানি ষড়েব কক্ষোভয়শিক্যমধ্যে॥৬॥

জ্যোতির্ব্বিদ্ ছয় অঙ্গুলী পরিমিত পাসে শ্বেতরেশমের অথবা শণের বস্ত্রের চারিকোণ দশাঙ্গুল পরিমিত সূত্রদ্বারা বদ্ধ করিবে এবং দুইটী শিক্যের মধ্যস্থলে ছয়অঙ্গুলি পরিমিত সূত্রদ্বারা কক্ষা অর্থাৎ তুলাদণ্ড ধরিবার সূত্র বন্ধন করিবে॥ ৬॥

যাম্যে শিক্যে কাঞ্চনং সন্নিবেশ্যং শেষদ্রব্যাণ্যুত্তরেঽম্বুনি চৈবম্। তোয়ৈঃ কৌপ্যৈঃ স্যন্দিভিঃ সারসৈশ্চ বৃষ্টির্হীনা মধ্যমা চোত্তমা চ॥ ৭॥

দক্ষিণদিকের শিক্যে অর্থাৎ তরাজুর থলিতে স্বর্ণতৌল অর্থাৎ সোণার বাটখারা রাখিয়া উত্তরদিকের শিক্যে যে যে দ্রব্য ওজন করিবে তাহা রাখিবে। কূপ জল যদি ওজনে পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাহইলে বৃষ্টি হইবে না, ঝরণার জল অধিক হইলে বৃষ্টি মধ্যমরূপ হইবে, আর সরোবরের জল ওজনে অধিক হইলে উত্তম বৃষ্টি হইবে॥ ৭॥

দন্তৈর্নাগা গোহয়াদ্যাশ্চ লোম্না হেম্না ভূপাঃ সিক্থকেন দ্বিজাদ্যাঃ। তদ্বদ্দেশা বর্ষমাসা দিশশ্চ শেষদ্রব্যাণ্যাত্মরূপস্থিতানি॥ ৮॥

হস্তীর অবস্থা জানিতে হইলে তাহাদিগের দন্ত ওজনদ্বারা ন্যূনাধিক দেখিয়া অবস্থা নির্ণয় করিবে, গাভী এবং অশ্বদিগের অবস্থা রোম ওজনদ্বারা, নৃপতির অবস্থা সোণার, ব্রাহ্মণের মমের ওজনদ্বারা শুভাশুভ জানিবে এবং দেশের মাসের বৎসরের ও দিনের শুভাশুভ মমের প্রতিমা ওজন করিয়া তদ্দ্বারা জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর অবস্থা জানিতে হইলে সেইসকল বস্তুর ওজনদ্বারা জানিতে পারা যাইবে॥ ৮॥

হৈমী প্রধানা রজতেন মধ্যা তয়োরলাভে খদিরেণ কার্য্যা। বিদ্ধঃ পুমান্ যেন শরেণ সা বা তুলাপ্রমাণেন ভবেদ্বিতস্তিঃ॥ ৯॥

সুবর্ণদ্বারা তুলাদণ্ড প্রস্তুত করাই প্রশস্ত, রূপাদ্বারা মধ্যম, এই দুইয়ের অভাবে খদির কাষ্ঠদ্বারা তুলাদণ্ড প্রস্তুত করা প্রশস্ত। অথবা

যে বাণদ্বারা কোন মনুষ্য বিদ্ধ হইয়াছে সেইবাণদ্বারা তুলাদণ্ড প্রস্তুত করিবে, আর ঐ দণ্ড বার অঙ্গুলী দীর্ঘ হইবে ॥ ৯ ॥

হীনস্য নাশোঽভ্যধিকস্য বৃদ্ধিস্তুল্যেন তুল্যং তুলিতং তুলায়াম্। এতত্তুলাকোশরহস্যমুক্তং প্রাজেশযোগেঽপি নরো বিদধ্যাৎ ॥ ১০ ॥

পুনর্ব্বার ওজন করা কালে যে বস্তু ওজনে ন্যূন হইবে তাহার নাশ, যেবস্তু অধিক হইবে তাহার বৃদ্ধি, যেবস্তু সমভাবে থাকিবে সেই বস্তু মধ্যমরূপ হইবে। এই তুলারহস্য রোহিণীযোগদিনেও পরীক্ষা করিয়া ফলাফল বলিবে ॥ ১০ ॥

স্বাতাবষাঢ়াস্বথ রোহিণীষু পাপগ্রহা যোগগতা ন শস্তাঃ। গ্রাহ্যন্তু যোগদ্বয়মপ্যুপোষ্য যদাধিমাসো দ্বিগুণীকরোতি ॥ ১১ ॥

স্বাতী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও রোহিণীযোগে যদি পাপগ্রহের সহিত চন্দ্র যুক্ত হয় তাহাহইলে মানবের অশুভ হয়। যে বৎসরে আষাঢ়ীযোগ দুই বার হয় সেইবৎসরে পূর্ব্বাষাঢ়া ও রোহিণী যোগের ফল দুই মাসেই দেখিবে। অর্থাৎ মলমাস ঘটিলে যোগদিন দুইবার হইয়া থাকে। সুতরাং দুই দিনের গণনা করিলে শুভাশুভ ফলও দ্বিগুণ হইবে ॥ ১১ ॥

ত্রয়োঽপি যোগাঃ সদৃশাঃ ফলেন যদা তদা বাচ্যমসংশয়েন। বিপর্য্যয়ে যত্ত্বিহ রোহিণীজং ফলং তদেবাভ্যধিকং নিগদ্যম্ ॥ ১২ ॥

স্বাতী, রোহিণী এবং আষাঢ়ী এইতিনটীযোগদিনের ফল যদি একই প্রকার হয় তাহাহইলে নিঃসংশয়রূপে ফল বলিবে। কিন্তু তিনটী যোগের মধ্যে ফল যদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় তাহাহইলে রোহিণীযোগের ফল অগ্রগন্য হইবে ॥ ১২ ॥

নিষ্পত্তিরগ্নিকোপো বৃষ্টির্ম্মন্দাথ মধ্যমা শ্রেষ্ঠা।
বহুজলপবনা পুষ্টা শুভা চ পূর্ব্বাদিভিঃ পবনৈঃ ॥১৩॥

যোগদিনে আটদিকের বায়ুর গতি দেখিয়া ফল বলিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বায়ু প্রবাহিত হইলে শস্য উত্তম জন্মিবে, অগ্নিকোণে প্রবাহিত হইলে অগ্নি ভয়, দক্ষিণদিকের বায়ু হইলে অল্প বৃষ্টি, নৈঋতকোণে বায়ু প্রবাহিত হইলে মধ্যমরূপ বৃষ্টি, পশ্চিমদিকে বায়ু প্রবাহিত হইলে উত্তম বৃষ্টি হইবে, বায়ুকোণে প্রবাহিত হইলে বৃষ্টি ও বায়ু অধিক হইবে এবং উত্তরদিকে বায়ু প্রবাহিত হইলে সুবৃষ্টি হইবে ও ঈশানকোণে বায়ু প্রবাহিত হইলে উত্তম বৃষ্টি হইবে ॥ ১৩ ॥

বৃত্তায়ামাষাঢ্যাং কৃষ্ণচতুর্থ্যামজৈকপাদর্ক্ষে।
যদি বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ প্রাবৃট্ শস্তা ন চেন্ন ততঃ ॥১৪॥

আষাঢ়ীপূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর দিনে পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে বৃষ্টি হইলে বর্ষাকাল শুভ হইবে, আর ঐদিন বৃষ্টি না হইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু যদ্যৈশানোঽনিলো ভবেৎ।
অস্তং গচ্ছতি তীক্ষ্ণাংশৌ শস্যসম্পত্তিরুত্তমা ॥ ১৫ ॥

আষাঢ়ীপূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তসময়ে ঈশানকোণে বায়ু প্রবাহিত হইলে শস্য উত্তম উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে আষাঢ়ীযোগ সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামাষাঢ়ীযোগো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বাতচক্রাধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বঃ পূর্ব্বসমুদ্রবীচিশিখরপ্রস্ফালনাঘূর্ণিতশ্চন্দ্রার্কাংশুসটাভিঘাতকলিতো বায়ুর্যদাকাশতঃ। নৈকান্তস্থিতনীলমেঘপটলাং শারদ্যংসবর্দ্ধিতাং বাসন্তোৎকটশস্যমণ্ডিততলাং বিদ্যাত্তদা মেদিনীম্ ॥ ১ ॥

আষাঢ়ী যোগদিনে যে পূর্ব্ববায়ু পূর্ব্বসমুদ্রের তরঙ্গকে কম্পিত করে এবং চন্দ্র সূর্য্যের কিরণরূপ জটা হইয়াছে যাহার সেই বায়ু প্রবাহিত হইলে সর্ব্বত্র বৃষ্টি হয় এবং শরৎ ও বসন্তঋতুর শস্য অধিক জন্মে ॥ ১ ॥

যদাগ্নেয়ো বায়ুর্ম্মলয়শিখরাস্ফালনপটুঃ প্লবত্যস্মিন্ যোগে ভগবতি পতঙ্গে প্রবসতি। তদা নিত্যোদ্দীপ্তা জ্বলনশিখরালিঙ্গিততলা স্বগাত্রোষ্মোচ্ছ্বাসৈর্ব্বমতি বসুধা ভস্মনিকরম্ ॥ ২ ॥

আষাঢ়ীযোগদিনে সূর্য্যাস্তসময়ে মলয়পর্ব্বতের শিখরদেশকে যে বায়ু কম্পিত করে এরূপ বায়ু অগ্নিকোণে প্রবাহিত হইলে পৃথিবী অগ্নিশিখাদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত ভস্ম বমন করিয়া থাকে। অর্থাৎ অগ্নিভয় এবং অগ্নিদ্বারা যেসমস্ত দ্রব্য ভস্মীভূত হইবে তাহাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

তালীপত্রলতাবিতানতরুভিঃ শাখামৃগান্নর্ত্তয়ন্ যোগেঽস্মিন্ প্লবতি ধ্বনন্ সুপরুষো বায়ুর্যদা দক্ষিণঃ। সর্ব্বোদ্যোগসমুন্নতাশ্চ গজবক্তালাঙ্কুশৈর্ঘট্টিতাঃ কীনাশা ইব মন্দবারিকণিকামুঞ্চন্তি মেঘাস্তদা ॥ ৩ ॥

আষাঢ়ীযোগদিনে সূর্য্যাস্তসময়ে যেবনের বৃক্ষের শাখাস্থিত বানরগণ বায়ুর আঘাতে নৃত্য করে অর্থাৎ ইতঃস্তত বিচরণ করে সেই বনের মধ্যদিয়া দক্ষিণবায়ু প্রবাহিত হইলে মেঘসকল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হওনে অল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে। যেরূপ অঙ্কুশের আঘাতে হস্তীর মদনিঃসৃত হয় না ও কৃপণব্যক্তিকে ধনের জন্য প্রহার করিলে ফললাভ হয় না ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মৈলালবলীলবঙ্গনিচয়ান্ ব্যাঘূর্ণয়ন্ সাগরে ভানোরস্তময়ে প্লবত্যবিরতো বায়ুর্যদা নৈর্ঋতঃ। ক্ষুৎতৃষ্ণামৃত-

মানুষাস্থিশকলপ্রস্তারভারচ্ছন্না মত্তা প্রেতবধূরিবোগ্রচপলা ভূমিস্তদা লক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥

আষাঢ়ীযোগদিনে সূর্য্যাস্তসময়ে যদি নৈঋতকোণের প্রবল বায়ু এলাচী ও লবঙ্গ ইত্যাদি সমুদ্রগর্ভমধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা হইলে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মৃতব্যক্তিদিগের অস্থি ও বস্ত্রাদিদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হওয়ায় পৃথিবীকে প্রেতবধূ অর্থাৎ পতিহীনা চঞ্চলা যুবতীস্ত্রীর ন্যায় দেখা যায় ॥ ৪ ॥

যদা রেণূৎপাতৈঃ প্রবিকটসটাটোপচপলঃ প্রবাতঃ পশ্চার্দ্ধে দিনকরকরাপাতসময়ে। তদা শস্যোপেতা প্রবরনৃবরাবদ্ধসমরা ধরা স্থানে স্থানেষ্ববিরতবসামাংসরুধিরা ॥ ৫ ॥

আষাঢ়ীযোগদিনে সূর্য্যাস্তসময়ে যদি পশ্চিমে বায়ু প্রবাহিত হইয়া মেঘের ন্যায় ধূলিরাশি ব্যাপ্ত করে তাহাহইলে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হইবে এবং প্রধান নৃপতিগণ যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইবে ও স্থানে স্থানে যুদ্ধে নিপাতিত ব্যক্তিদিগের বসা, মাংস ও রক্ত পতিত থাকিবে ॥ ৫ ॥

আষাঢ়ীপর্ব্বকালে যদি কিরণপতেরস্তকালোপপত্তৌ বায়ব্যো বৃদ্ধবেগঃ প্রবতি ঘনরিপুঃ পন্নগাদানুকারী। জানীয়াদ্বারিধারাপ্রমুদিতমুদিতাং মুক্তমণ্ডূককণ্ঠাং শস্যোদ্ভাসৈকচিহ্নাং সুখবহুলতয়া ভাগ্যসেনামিবোর্ব্বীম্ ॥৬॥

আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তসময়ে যদি গরুড়ের গতির ন্যায় বেগবান্ মেঘশত্রু বায়ব্যকোণের বায়ু বায়ুকোণে প্রবাহিত হয় তাহা হইলে সুবৃষ্টি বর্ষণে ভেকগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি করায় পৃথিবী যে শস্যপূর্ণা হইবে তাহার চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং বসুন্ধরা শস্যে এমৎরূপ শোভিত হইবে যে, যেরূপ ভাগ্যযুক্ত সেনাগণ শোভিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মেরুগ্রস্তমরীচিমণ্ডলতলে গ্রীষ্মাবসানে রবৌ বাত্যামোদিকদম্বগন্ধসুরভির্বায়ুর্যদা চোত্তরঃ। বিদ্যুদ্ ভ্রান্তিসমস্তকান্তিকলনা মত্তাস্তদা তোয়দা উন্মত্তা ইব নষ্টচন্দ্রকিরণাং গাং পূরয়ন্ত্যম্বুভিঃ ॥ ৭ ॥

আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথিতে যদি উত্তরদিকের বায়ু কদম্বপুষ্পের সুগন্ধযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হয় তাহাহইলে বিদ্যুদ্দ্বারা নানারঙ্গে রঞ্জিত মেঘসকলের বর্ষণে চন্দ্রকিরণ অদৃশ্য হইয়া প্রচুর জল বর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ঐশানো যদি শীতলোঽমরগণৈঃ সংসেব্যমানো ভবেৎ পুন্নাগাগুরুপারিজাতসুরভির্বায়ুঃ প্রচণ্ডধ্বনিঃ। আপূর্ণোদকযৌবনা বসুমতী সম্পন্নশস্যাকুলা ধর্ম্মিষ্ঠাঃ প্রণতারয়ো-নৃপতয়ো রক্ষন্তি বর্ণাংস্তদা ॥ ৮ ॥

আষাঢ়ীপূর্ণিমার দিনে সূর্য্যাস্তকালে দেবতাদিগের সেবনীয় পুন্নাগ অর্থাৎ শ্বেতপদ্ম, কৃষ্ণাগুরু ও পারিজাতপুষ্পের সুগন্ধযুক্ত শীতল ঈশাণ কোণের বায়ু যদি প্রচণ্ডধ্বনি সহকারে প্রবাহিত হয় তাহাহইলে দেশে সুবৃষ্টি ও ধান্য হয় এবং যুদ্ধে জয়ী ও ধার্ম্মিক রাজাদ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বাতচক্র সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বাতচক্রং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ সদ্যোবর্ষণং।

বর্ষাপ্রশ্নে সলিলনিলয়ং রাশিমাশ্রিত্য চন্দ্রো লগ্নং যাতো ভবতি যদি বা কেন্দ্রগঃ শুক্লপক্ষে। সৌম্যৈর্দৃষ্টঃ প্রচুরমুদকং পাপদৃষ্টোঽল্পমন্তঃ প্রাবৃট্কালে সৃজতি ন চিরাচ্চন্দ্রবদ্ভার্গবোঽপি ॥ ১ ॥

বর্ষাকালে কোন দৈবজ্ঞের নিকট বৃষ্টি হইবে কি না? এইরূপ প্রশ্ন করিলে দৈবজ্ঞ নিম্নলিখিত প্রণালীতে বিবেচনা করিয়া উত্তর করিবেন। যদি প্রশ্নকালে শুক্লপক্ষ এবং প্রশ্নলগ্ন জলরাশি অর্থাৎ কর্কট, কুম্ভ, মীন এবং কন্যার ও মকরের শেষার্দ্ধ হয় আর সেই প্রশ্নলগ্নেই চন্দ্র থাকেন অথবা প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ, সপ্তম বা দশমস্থান জলরাশি হয় ও ঐসকল স্থানের কোনস্থানে চন্দ্র থাকেন এবং ঐ চন্দ্র শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহাহইলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইবে এবং উক্তরূপ চন্দ্র পাপগ্রহকর্তৃক অবলোকিত হইলে অল্পপরিমাণে বর্ষণ জানিবে ॥ ১ ॥ *

আর্দ্রং দ্রব্যং স্পৃশতি যদি বা বারি তৎসংজ্ঞকং বা তোয়াসন্নো ভবতি যদি বা তোয়কার্য্যো মুখো বা। প্রষ্টা বাচ্যঃ সলিলমচিরাদস্তি নিঃসংশয়েন পৃচ্ছাকালে সলিলমিতি বা শ্রূয়তে যত্র শব্দঃ ॥ ২ ॥

জল প্রশ্নকালে যদি প্রশ্নকর্ত্তা কোন আর্দ্রবস্তু, জল কিম্বা জলনামক কোন বস্তু স্পর্শ করে, জলের নিকটবর্ত্তী হয়, জলকার্য্য করিতে উদ্যুক্ত থাকে অথবা জল এই শব্দ শ্রুত হয় তাহাহইলে দৈবজ্ঞ বলিবেন অতি শীঘ্র বৃষ্টি হইবে ॥ ২ ॥

উদয়শিখরিসংস্থো দুর্নিরীক্ষ্যোঽতিদীপ্ত্যা দ্রুতকনকনিকাশঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যকান্তিঃ। তদহনি কুরুতেঽম্ভস্তোয়কালে বিবস্বান্ প্রতপতি যদিবোচ্চৈঃ খংগতোঽতীবতীক্ষ্ণম্ ॥ ৩ ॥

---

* কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যদি প্রশ্নকালে শুক্লপক্ষ এবং প্রশ্নলগ্ন জলরাশি হয় আর সেই প্রশ্নলগ্নেই চন্দ্র থাকেন অথবা প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ, সপ্তম বা দশমস্থান জলরাশি হয় ও তাহার কোন স্থানে চন্দ্র অবস্থিত হয় তাহাহইলে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হইবে। আর প্রশ্নকালে কৃষ্ণপক্ষ ও প্রশ্নলগ্ন জলরাশি অথবা লগ্নের কেন্দ্রগত চন্দ্র জলরাশিস্থিত হইলে, যদি উক্তরূপ চন্দ্র শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহাহইলে অধিক এবং অশুভ গ্রহকর্তৃক অবলোকিত হন তাহাহইলে অল্প বৃষ্টি হইবে।

যখন সূর্য্য উদয়াচলে উপস্থিত হন তখন যদি তাঁহার দীপ্তি অতি প্রচণ্ড হয় অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শক্তি না হয় অথবা সেই সূর্য্য তপ্তকাঞ্চনের প্রভাবিশিষ্ট কিম্বা স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় দীপ্তিমান্ হয় অথবা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য অতি প্রদীপ্ত কিরণ প্রদান করেন, তাহাহইলে সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে ॥ ৩ ॥

বিরসমুদকং গোনেত্রাভং বিয়দ্বিমলা দিশো লবণবিকৃতঃ কাকাণ্ডাভং যদা চ ভবেন্নভঃ। পবনবিগমঃ পোপ্লূয়ন্তে ঝষাঃ স্থলগামিনো রসনমসকৃন্মণ্ডূকানাং জলাগমহেতবঃ ॥ ৪ ॥

যদি জল বিরস ও গোনেত্রের ন্যায় পরিষ্কার, আকাশ ও দিকসকল বিমল, লবণ জলবৎ, আকাশের বর্ণ কাকডিম্বের ন্যায় ও সর্ব্বত্র বাতশূন্য হয়, মীনসকল স্থলে উল্লম্ফন করে এবং বারম্বার ভেকসকল শব্দ করিতে থাকে, তাহাহইলে অবশ্য বৃষ্টি হইবে ইহা জানা যায় ॥ ৪ ॥

মার্জ্জারা ভৃশমবনিং নখৈর্লিখন্তো লোহানাং মলনিচয়ঃ সবিস্রগন্ধঃ। রথ্যায়াং শিশুনিচিতাশ্চ সেতুবন্ধাঃ সম্প্রাপ্তং জলমচিরান্নিবেদয়ন্তি ॥ ৫ ॥

যদি মার্জ্জার বারম্বার নখদ্বারা ভূমি বিদারণ করে, লৌহের মলে অতি দুর্গন্ধ হয় এবং বালকগণ মিলিত হইয়া পথিমধ্যে সেতুবন্ধন করে, তাহাহইলে সদ্যঃ বৃষ্টি জানা যায় ॥ ৫ ॥

গিরয়োঽঞ্জনপুঞ্জসন্নিভা যদি বা বাষ্পনিরুদ্ধকন্দরাঃ। কৃকবাকুবিলোচনোপমাঃ পরিবেষাঃ শশিনশ্চ বৃষ্টিদাঃ ॥৬॥

যদি পর্ব্বতসকল অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, গিরিগুহাসকল বাষ্পে পরিপূর্ণ হয় এবং চন্দ্রমণ্ডল যদি কুক্কুটের চক্ষুর ন্যায় আভা ধারণ করে তাহাহইলে নিশ্চয় শীঘ্র বৃষ্টি হইবে ॥ ৬ ॥

বিনোপঘাতেন পিপীলিকানামণ্ডোপসংক্রান্তিরহিব্যবায়ঃ। দ্রুমাধিরোহশ্চ ভুজঙ্গমানাং বৃষ্টের্নিমিত্তানি গবাং প্লুতঞ্চ ॥ ৭ ॥

যদি পিপীলিকাগণ কোন আঘাত ব্যতিরেকে তাহাদিগের ডিম লইয়া গর্ত্ত হইতে উদ্গত হয়, সর্পগণ ব্যবায়াশক্ত থাকে, উহারা বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে এবং গোসকল মাঠে উল্লম্ফন করে, তাহাহইলে অবশ্য শীঘ্র বৃষ্টি হইবে ॥ ৭ ॥

তরুশিখরোপগতাঃ কৃকলাসা গগনতলস্থিতদৃষ্টিনিপাতাঃ। যদি চ গবাং রবিবীক্ষণমূর্দ্ধং নিপততি বারি তদা ন চিরেণ ॥ ৮ ॥

কৃকলাসগণ যদি বৃক্ষাগ্রে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে স্থিরনয়নে দৃষ্টিপাত করে এবং গো-সকল উর্দ্ধমুখে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহাহইলে অচিরে বৃষ্টি হইবে ॥ ৮ ॥

নেচ্ছন্তি বিনির্গমং গৃহাদ্ধুন্বন্তি শ্রবণান্ খুরানপি। পশবঃ পশুবচ্চ কুক্কুরা যদ্যম্ভঃ পততীতি নির্দ্দিশেৎ ॥৯॥

পশুগণ যদি গৃহ হইতে বহির্গমনে অনিচ্ছুক হয় এবং কর্ণ ও খুরসকল কম্পিত করে এবং কুক্কুরগণও যদি ঐরূপ হয়, তাহাহইলে অতিশীঘ্র বৃষ্টি হইবে ॥ ৯ ॥

যদা স্থিতা গৃহপটলেষু কুক্কুরা ভবন্তি বা যদি বিততং দিবোন্মুখাঃ। দিবা তড়িদ্যদি চ পিনাকিদিগ্‌ভবা তদা ক্ষমা ভবতি সমাতিবারিণা ॥ ১০ ॥

যদি কুক্কুরগণ গৃহোপরি উঠিয়া আকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে এবং যদি দিবাভাগে ঈশানকোণে বিদ্যুৎ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অতি শীঘ্র এইরূপ বৃষ্টি হইবে যে, তাহাতে ধরণীমণ্ডল জলব্যাপ্ত হইবে ॥ ১০ ॥

শুককপোতবিলোচনসন্নিভো মধুনিভশ্চ যদা হিমদীধিতিঃ। প্রতিশশী চ যদা দিবি রাজতে পততি বারি তদা ন চিরাদ্দিবঃ ॥ ১১ ॥

যদি চন্দ্রের বর্ণ শুকপক্ষী অথবা ময়ূর সদৃশ হয় এবং প্রতিশশী যদি হরিৎবর্ণ ধারণ করে, তাহাহইলে অচিরে বারিবর্ষণ হইবে ॥ ১১ ॥

স্তনিতং নিশি বিদ্যুতো দিবা রুধিরনিভা যদি দণ্ডবৎস্থিতাঃ। পবনঃ পুরতশ্চ শীতলো যদি সলিলস্য তদাগমো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

রাত্রিকালে যদি বজ্রধ্বনি হয় দিবাভাগে যদি রক্তবর্ণ ও দণ্ডাকার বিদ্যুৎ দেখা যায় এবং পূর্ব্বদিক হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে তাহাহইলে নিশ্চয় শীঘ্র বারিপতন জানা যায় ॥ ১২ ॥

বল্লীনাং গগনতলোন্মুখাঃ প্রবালাঃ স্নায়ন্তে যদি জলপাংশুভির্ব্বিহঙ্গাঃ। সেবন্তে যদি চ সরীসৃপাস্তৃণাগ্রাণ্যাসন্নো ভবতি তদা জলস্য পাতঃ ॥ ১৩ ॥

লতাবৃক্ষের পাতা যদি আকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, পক্ষিগণ যদি অল্পজলে স্নান করে, আর সর্পগণ যদি তৃণোপরি আশ্রয় লয়, তাহাহইলে শীঘ্র বৃষ্টি জানা যায় ॥ ১৩ ॥

ময়ূরশুকচাষচাতকসমানবর্ণা যদা জপাকুসুমপঙ্কজদ্যুতিমুষশ্চ সন্ধ্যাঘনাঃ। জলোর্ম্মিনগনক্রকচ্ছপবরাহমীনোপমাঃ প্রভূতপুটসঞ্চয়া ন তু চিরেণ যচ্ছন্ত্যপঃ ॥১৪॥

সূর্য্যের উদয় কিম্বা অস্তকালে যদি মেঘসকল ময়ূর, শুক, চাষপক্ষী, অথবা চাতকপক্ষীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং জবাপুষ্প কিম্বা পদ্মের ন্যায় আভাশালী হয় আর যদি ঐসকল মেঘ জলের তরঙ্গ, পর্ব্বত, কুম্ভীর, কচ্ছপ, শূকর অথবা মৎস্যের আকার ধারণ করে, কিম্বা ঐ মেঘ যদি স্তবকে স্তবকে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাহইলে নিশ্চয় শীঘ্র জলবর্ষণ জানা যায় ॥ ১৪ ॥

পর্য্যন্তেষু সুধাংশুশশাঙ্কধবলা মধ্যেঽঞ্জনালিত্বিষঃ স্নিগ্ধাঃ নৈকপুটাঃ ক্ষরজ্জলকণাঃ সোপানবিচ্ছেদিনঃ। মাহেন্দ্রী-প্রভবাঃ প্রযান্ত্যপরতঃ প্রাক্ চাম্বুপাশোদ্ভবা যে তে বারি-মুচস্ত্যজন্তি ন চিরাদম্ভঃ প্রভূতং ভুবি ॥ ১৫ ॥

যদি মেঘসকলের চতুষ্পার্শ্ব সুধা বা শশাঙ্কের ন্যায় শুভ্র এবং মধ্য অঞ্জন কিম্বা ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ বা স্নিগ্ধ দৃষ্ট হয় ও ঐ মেঘসকল নানাবিধ আকার ধারণ করে অথচ ঐ মেঘ হইতে বিন্দু বিন্দু জলকণা নিঃসৃত হয়, আর ঐ মেঘসকলকে সোপানের ন্যায় দেখা যায় এবং ঐ মেঘসকল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে কিম্বা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে তাহাহইলে সেই দিন নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে ॥ ১৫ ॥

শক্রচাপপরিঘপ্রতিসূর্য্যা রোহিতোঽথতড়িতঃ পরি-বেষাঃ। উদ্গমাস্তসময়ে যদি ভানোরাদিশেৎ প্রচুরমম্বু তদাশু ॥ ১৬ ॥

যদি সূর্য্যের উদয় কিম্বা অস্তসময়ে রামধনু ও প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হয়, মেঘসকল দণ্ডাকার ধারণ করে, বিদ্যুৎ কিম্বা পরিবেষ লোহিতাকার দেখা যায় তাহাহইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে জানা যায় ॥ ১৬ ॥

যদি তিত্তিরপত্রনিভং গগনং মুদিতাঃ প্রবদন্তি চ পক্ষি-গণাঃ। উদয়াস্তসময়ে সবিতুর্দ্যুনিশং বিসৃজন্তি ঘনা ন চিরেণ জলম্ ॥ ১৭ ॥

সূর্য্যের অস্ত কিম্বা উদয়সময়ে যদি আকাশের বর্ণ টিটিপক্ষীর পক্ষবৎ দৃষ্ট হয়, আর পক্ষীগণ যদি আনন্দে রব করিতে থাকে, তাহাহইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে এবং সেই বৃষ্টি দিবারাত্রিমধ্যে ক্ষান্ত হইবে না ॥ ১৭ ॥

যদ্যমোঘকিরণাঃ সহস্রগোরস্তভূধরকরা ইবোচ্ছ্রিতাঃ। ভূসমঞ্চ রসতে যদাম্বুদস্তন্মহদ্ভবতি বৃষ্টিলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

যদি সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে কিরণসকল অস্তগিরিতে পতিত হইয়া উচ্ছ্রিত হয় এবং মেঘসকল সেই সময় চক্রবালের নিকটস্থ হইয়া গর্জ্জন করে তাহাহইলে আশু অধিক পরিমাণে বৃষ্টিলক্ষণ জানা যায় ॥ ১৮ ॥

প্রাবৃষি শীতকরো ভৃগুপুত্রাৎ সপ্তমরাশিগতঃ শুভদৃষ্টঃ। সূর্য্যসুতান্নবপঞ্চমগো বা সপ্তমগশ্চ জলাগমনায় ॥ ১৯ ॥

বর্ষাকালে যদি চন্দ্র শুক্রের সপ্তমরাশিতে অবস্থিতি করেন ঐ চন্দ্র যদি শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন অথবা চন্দ্র যদি শনির নবম, পঞ্চম কিম্বা সপ্তমস্থানে স্থিত হইয়া শুভগ্রহকর্ত্তৃক অবলোকিত হন তাহাহইলে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে ॥ ১৯ ॥

প্রায়ো গ্রহাণামুদয়াস্তকালে সমাগমে মণ্ডলসংক্রমে চ। পক্ষক্ষয়ে তীক্ষ্ণকরায়নান্তে বৃষ্টির্গতেঽর্কে নিয়মেন চার্দ্রম্ ॥ ২০ ॥

গ্রহগণের উদয়াস্তকালে, যুদ্ধসময়ে, সংক্রমণদিনে, অমাবস্যাতে, পূর্ণিমাতে, সূর্য্যের অয়নান্তে এবং আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালে অবশ্য বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

সমাগমে পততি জলং জ্ঞশুক্রয়োর্জ্ঞজীবয়োর্গুরুসিত-য়োশ্চ সঙ্গমে। যমারয়োঃ পবনহুতাশজং ভয়ং ন দৃষ্ট-য়োরসহিতয়োশ্চ সদ্গ্রহৈঃ ॥ ২১ ॥

বুধ ও শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতি, বৃহস্পতি ও শুক্র এবং শনি ও মঙ্গলের সমাগমকালে বৃষ্টি হইবে। ঐ সকল গ্রহ যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা শুভগ্রহের সহিত যুক্ত না হয় তাহাহইলে অগ্নি ও বায়ুভয় জানা যায় ॥ ২১ ॥

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি গ্রহাঃ সূর্য্যাবলম্বিনঃ।
যদা তদা প্রকুর্ব্বন্তি মহীমেকার্ণবামিব ॥ ২২ ॥

যদি সূর্য্যের অগ্রে ও পৃষ্ঠে গ্রহসকল সূর্য্যাবলম্বী হয়, তাহাহইলে এইরূপ বৃষ্টি হইবে যে, পৃথিবীকে জলময় দৃষ্ট হইবে ॥ ২২ ॥ অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং সদ্যো-বৃষ্টিলক্ষণং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কুসুমলতাধ্যায়ঃ।

ফলকুসুমসম্প্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক্য বিজ্ঞেয়ম্।
সুলভত্বং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি শস্যানাম্ ॥ ১ ॥

বৃক্ষসমূহের ফল ও পুষ্পের বৃদ্ধিদ্বারা কোন্ দ্রব্য সুলভ ও অধিক জন্মিবে তাহা জানা যায় ॥ ১ ॥

শালেন কলমশালী রক্তাশোকেন রক্তশালিশ্চ।
পাণ্ডূকঃ ক্ষীরিকয়া নীলাশোকেন সূকরকঃ ॥ ২ ॥

যদি শালবৃক্ষের ফল ও পুষ্প অধিক হয় তাহাহইলে কলমশালী অর্থাৎ শ্বেতজাতীয় ধান্য উত্তম জন্মিবে। যদি রক্ত অশোকের ফল ও পুষ্প অধিক হয় তাহাহইলে রক্তধান্য অধিক জন্মিবে, যদি ক্ষীরিকার ফল ফুল অধিক হয় তাহাহইলে পাণ্ডুধান্য অধিক হইবে এবং নীল অশোকের ফুল ও ফল অধিক জন্মিলে কৃষ্ণধান্য অধিক জন্মিবে ॥ ২ ॥

ন্যগ্রোধেন তু যবকস্তিন্দুকবৃদ্ধ্যা চ ষষ্টিকো ভবতি।
অশ্বত্থেন জ্ঞেয়া নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বশস্যানাম্ ॥ ৩ ॥

বটবৃক্ষের ফুল ও ফল অধিক হইলে যব, তিন্দুক অধিক জন্মিলে ষষ্টিক-ধান্য হইবে। অশ্বত্থবৃক্ষের ফল ও ফুল হইলে সর্ব্বপ্রকার শস্য জন্মিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

জম্বূভিস্তিলমাষাঃ শিরীষবৃদ্ধ্যা চ কঙ্গুনিষ্পত্তিঃ।
গোধূমাশ্চ মধূকৈর্যববৃদ্ধিঃ সপ্তপর্ণেন ॥ ৪ ॥

জম্বুদ্বারা তিল ও মাষকলাই, শিরিষদ্বারা কঙ্গু অর্থাৎ কাওন, মধুক অর্থাৎ মউয়া ফুল ও ফলদ্বারা গোধূম এবং সপ্তপর্ণ অর্থাৎ ছাতিয়ান ফুল ও ফল অধিক জন্মিলে যব অধিক জন্মিবে ॥ ৪ ॥

অতিমুক্তককুন্দাভ্যাং কর্পাসং সর্ষপান্ বদেদশনৈঃ।
বদরীভিশ্চ কুলত্থাংশ্চিরবিল্বেনাদিশেন্মুদ্গান্ ॥ ৫ ॥

অতিমুক্তক অর্থাৎ মাধবীলতা ও কুন্দ অর্থাৎ কাশিয়াদ্বারা কার্পাস, অশন অর্থাৎ চিতাদ্বারা সর্ষপ, বদরী অর্থাৎ কুলদ্বারা কুলথকলাই এবং চিরবিল্ব অর্থাৎ করঞ্জ অধিক জন্মিলে মুদ্গ অর্থাৎ মুগ অধিক জন্মিবে ॥৫॥

অতসীবেতসপুষ্পৈঃ পলাশকুসুমৈশ্চ কোদ্রবা জ্ঞেয়াঃ।
তিলকেন শঙ্খমৌক্তিকরজতান্যথ চেঙ্গুদেন শণঃ ॥ ৬ ॥

বেতপুষ্পদ্বারা অতসী অর্থাৎ টিসী ও মৈস্না, পলাশপুষ্পদ্বারা কোধাধান, তিলপুষ্পদ্বারা মুক্তা, শঙ্খ ও রূপা এবং ইঙ্গুদী অর্থাৎ ভূর্জপত্র অধিক জন্মিলে শণ অধিক জন্মিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

করিণশ্চ হস্তিকর্ণৈরাদেশ্যা বাজিনোঽশ্বকর্ণেন।
গাবশ্চ পাটলাভিঃ কদলীভিরজাবিকং ভবতি ॥ ৭ ॥

হস্তীকর্ণ অর্থাৎ এরণ্ড বা পলাশদ্বারা হস্তী, অশ্বকর্ণদ্বারা অশ্ব, পাটলা অর্থাৎ পারুলপুষ্পদ্বারা গো, কদলী অধিক জন্মিলে ছাগী ও মেষী অধিক জন্মিবে ॥ ৭ ॥

চম্পককুসুমৈঃ কনকং বিদ্রুমসম্পচ্চ বন্ধুজীবেন।
কুরুবকবৃদ্ধ্যা বজ্রং বৈদূর্য্যং নন্দিকাবর্ত্তৈঃ ॥ ৮ ॥

চম্পকপুষ্পদ্বারা সুবর্ণ, বন্ধুজীবপুষ্পদ্বারা প্রবাল, কুরুবক অর্থাৎ বকফুলদ্বারা হীরা এবং নন্দীকাবর্ত্ত অর্থাৎ তগরপুষ্প অধিক জন্মিলে বৈদূর্য্যমণি অধিক জন্মিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিন্দ্যাচ্চ সিন্ধুবারেণ মৌক্তিকং কুঙ্কুমং কুসুম্ভেন।
রক্তোৎপলেন রাজা মন্ত্রী নীলোৎপলেনোক্তঃ ॥ ৯ ॥

সিন্ধুবার অর্থাৎ নিসিন্দাদ্বারা মুক্তা, কুসুম্ভ অর্থাৎ কুসুমফুলদ্বারা কুঙ্কুম অর্থাৎ জাপুরান্; রক্তপদ্মদ্বারা উত্তম রাজা এবং নীলপদ্মদ্বারা উত্তম মন্ত্রী লাভ হয় ॥ ৯ ॥

শ্রেষ্ঠী সুবর্ণপুষ্পৈঃ পদ্মৈর্ব্বিপ্রাঃ পুরোহিতাঃ কুমুদৈঃ।
সৌগন্ধিকেন বলপতিরর্কেণ হিরণ্যপরিবৃদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

সুবর্ণপুষ্প অর্থাৎ হরিদ্রাপুষ্পদ্বারা বণিকের, পদ্মদ্বারা ব্রাহ্মণের, কুমুদের দ্বারা পুরোহিতের, সৌগন্ধিক অর্থাৎ শ্বেত বা রক্তপদ্মদ্বারা সেনাপতির শুভ হইবে এবং অর্ক অর্থাৎ আকন্দপুষ্প অধিক হইলে সোণার মূল্য সুলভ হইবে ॥ ১০ ॥

আম্রৈঃ ক্ষেমং ভল্লাতকৈর্ভয়ং পীলুভিস্তথারোগ্যম্।
খদিরশমীভ্যাং দুর্ভিক্ষমর্জ্জুনৈঃ শোভনা বৃষ্টিঃ ॥ ১১ ॥

আম্রবৃক্ষদ্বারা কল্যাণ, ভল্লাতক অর্থাৎ ভেলাদ্বারা ভয়, পীলু অর্থাৎ আক্রোড়দ্বারা আরোগ্য, খদির ও শমীবৃক্ষদ্বারা দুর্ভিক্ষ এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের পুষ্প ও ফল অধিক হইলে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পিচুমর্দ্দনাগকুসুমৈঃ সুভিক্ষমথ মারুতঃ কপিত্থেন।
নিচুলেনাবৃষ্টিভয়ং ব্যাধিভয়ং ভবতি কুটজেন ॥ ১২ ॥

নিম্ব ও নাগকেশরপুষ্পদ্বারা সুভিক্ষ, কপিত্থ অর্থাৎ কদ্‌বেলদ্বারা ঝড়, নিচুল অর্থাৎ হিজলদ্বারা অনাবৃষ্টি এবং কুটজপুষ্প ও ফল অধিক জন্মিলে ব্যাধিভয় হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

দূর্ব্বাকুশকুসুমাভ্যামিক্ষুর্ব্বহ্নিশ্চ কোবিদারেণ।
শ্যামালতাভিবৃদ্ধ্যা বন্ধ্যা বন্ধক্যো বৃদ্ধিমায়ান্তি ॥ ১৩ ॥

দূর্ব্বা ও কুশপুষ্পদ্বারা ইক্ষু, কোবিদারপুষ্পদ্বারা অগ্নিভয়, এবং শ্যামালতাদ্বারা বেশ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যস্মিন্দেশে স্নিগ্ধনিশ্ছিদ্রপত্রাঃ সংদৃশ্যন্তে বৃক্ষগুল্মালতাশ্চ। তস্মিন্ বৃষ্টিঃ শোভনা সম্প্রদিষ্টা রূক্ষৈশ্ছিদ্রৈরল্পমন্তঃ প্রদিষ্টম্ ॥ ১৪ ॥

যে সকল দেশের বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা স্নিগ্ধ এবং ছিদ্ররহিত ও কীটকর্ত্তৃক অভক্ষিত হয়, সেইসকল দেশে সুবৃষ্টি হইবে, ইহার বিপরীত হইলে অল্পবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ উনত্রিংশ অধ্যায়ে কুসুমলতাধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং কুসুমলতাধ্যায় একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ সন্ধ্যালক্ষণং।

আর্দ্ধাস্তমিতানুদিতাৎ সূর্য্যাদস্পষ্টং নভো যাবৎ।
তাবৎ সন্ধ্যাকালশ্চিহ্নৈরেতৈঃ ফলং চাস্মিন্ ॥ ১ ॥

সূর্য্য অর্দ্ধ উদয়ের প্রাক্কালে ও অর্দ্ধ অস্তের পরক্ষণেই যে সময় পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকল অস্পষ্টরূপে দেখা যায়, সেই সময়কে সন্ধ্যাকাল [illegible] যায়, এই সন্ধ্যাকালের লক্ষণ দৃষ্টে যেসকল ফল নির্ণয় করা যাইতে পারে তাহা বলা হইতেছে ॥ ১ ॥

মৃগশকুনপবনপরিবেষপরিধিপরিঘাভ্রবৃক্ষসুরচাপৈঃ।
গন্ধর্ব্বনগররবিকরদণ্ডরজঃস্নেহবর্ণৈশ্চ ॥ ২ ॥

বন্যপশু, পক্ষী, বায়ু, পরিবেষ, পরিধি (প্রতিসূর্য্য), পরিঘ, অভ্রবৃক্ষ, ইন্দ্রধনু, গন্ধর্ব্বনগর, সূর্য্যকিরণ, দণ্ড এবং ধূলীবৃষ্টি এই সকলের কান্তি ও বর্ণ দৃষ্টে সন্ধ্যাকালের ফল জানিবে ॥ ২ ॥

ভৈরবমুচ্চৈর্ব্বিরুবন্ মৃগোঽসকৃদ্ গ্রামঘাতমাচষ্টে।
রবিদীপ্তো দক্ষিণতো মহাস্বনঃ সৈন্যঘাতকরঃ ॥ ৩ ॥

বন্যপশু সকল যদি সন্ধ্যাকালে উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার ভয়ঙ্কর [illegible] করে তাহাহইলে গ্রাম বিনাশ হয়, যদি ঐ সকল পশু সৈন্যের দক্ষিণদিকে থাকিয়া সূর্য্যমুখী হইয়া ঐরূপ শব্দ করে তাহাহইলে সৈন্যের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অপসব্যে সংগ্রামঃ সব্যে সেনাসমাগমঃ শান্তে।
মৃগচক্রে পবনে বা সন্ধ্যায়াং মিশ্রগে বৃষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

সন্ধ্যাকালে যদি বায়ু ও পশুগণ সৈন্যের বামদিক্ দিয়া গমন করে

তাহাহইলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, যদি শাস্তাদিকের দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করে তাহাহইলে নূতন সৈন্যের সমাগম হইবে, আর মিশ্র হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দীপ্তমৃগাণ্ডজবিরুতা প্রাক্ সন্ধ্যা দেশনাশমাখ্যাতি।
দক্ষিণদিক্স্থৈর্বিরুতা গ্রহণায় পুরস্য দীপ্তাস্থৈঃ ॥ ৫ ॥

যদি প্রাতঃসন্ধ্যাকালে দীপ্তাদিকে পশুপক্ষীগণ সূর্য্যমুখ করিয়া রুক্ষস্বরে শব্দ করে তাহাহইলে দেশ বিনাশ হইবে, আর যদি ঐ প্রকার পশুপক্ষিগণ সূর্য্যমুখ করিয়া নগরের দক্ষিণদিকে থাকিয়া শব্দ করে তাহাহইলে নগর শত্রুর হস্তে পতিত হইবে ॥ ৫ ॥

গৃহতরুতোরণমথনে সপাংশুলোষ্টোৎকরেঽনিলে প্রবলে। ভৈরবরাবে রূক্ষে খগপাতিনি চাশুভা সন্ধ্যা ॥৬॥

সন্ধ্যাকালে প্রবল বায়ুর বেগে গৃহ, বৃক্ষ ও তোরণসকল কম্পিত হইলে ও ধূলী এবং প্রস্তরখণ্ডসকল উৎক্ষিপ্ত হইলে বায়ুর ভয়ানক শব্দ ও বায়ুবেগে উড্ডীয়মান পক্ষিসকল নিম্নে পতিত হইলে সেই দেশে অমঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মন্দপবনাবঘট্টিতচলিতপলাশদ্রুমা বিপবনা বা।
মধুরস্বরশান্তবিহঙ্গমৃগরুতা পূজিতা সন্ধ্যা ॥ ৭ ॥

যদি সন্ধ্যাকালে মন্দ মন্দ বায়ুদ্বারা বৃক্ষসকলের পত্র কম্পিত হয় অথবা বায়ুরহিত হয় কিংবা পশু ও পক্ষিসকল মধুর শব্দ করে বা নিরব থাকে তাহাহইলে শুভ হইবে ॥ ৭ ॥

সন্ধ্যাকালে স্নিগ্ধা দণ্ডতড়িন্মৎস্যপরিধিপরিবেষাঃ।
সুরপতিচাপৈরাবতরবিকিরণাশ্চাশু বৃষ্টিকরাঃ ॥ ৮ ॥

যদি সন্ধ্যাকালে আকাশমণ্ডলে দণ্ড, বিদ্যুৎ, মৎস্য, প্রতিসূর্য্য, পরিবেষ, ইন্দ্রধনু, ঐরাবৎ এবং সূর্য্যকিরণ এইসকল, স্নিগ্ধ ও চাকচিক্য আকারে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে ॥ ৮ ॥

বিচ্ছিন্নবিষমবিধ্বস্তবিকৃতকুটিলাপসব্যপরিবৃত্তাঃ।
তনুহ্রস্ববিকলকলুষাশ্চ বিগ্রহ বৃষ্টিদাঃ কিরণাঃ ॥ ৯ ॥

যদি সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের কিরণ বিচ্ছিন্ন, বিষম, নষ্টবর্ণ, বিকৃত, অস্পষ্ট, বামদিকে পতিত, সূক্ষ্ম, খর্ব্ব, তেজহীন এবং অপ্রসন্ন হয় তাহাহইলে যুদ্ধ ও অনাবৃষ্টি হইবে ॥ ৯ ॥

উদ্যোতিনঃ প্রসন্না ঋজবো দীর্ঘাঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তাঃ।
কিরণাঃ শিবায় জগতো বিতমস্কে নভসি ভানুমতঃ ॥১০॥

যদি সন্ধ্যাকালে নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যকিরণ তেজস্বী, নির্ম্মল, স্পষ্ট, দীর্ঘ এবং দক্ষিণদিকে পতিত দৃষ্ট হয় তাহাহইলে জগতের মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শুক্লাঃ করা দিনকৃতো দিবাদিমধ্যান্তগামিনঃ স্নিগ্ধাঃ।
অব্যুচ্ছিন্না ঋজবো বৃষ্টিকরাস্তে হ্যমোঘাখ্যাঃ ॥ ১১ ॥

যদি রবির উদয়, অস্ত এবং মধ্যাহ্নকালের কিরণ শ্বেত, স্নিগ্ধ, অবিচ্ছিন্ন এবং সরল হয় তাহাহইলে তাহাকে অমোঘকিরণ বলে ও ইহাতে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কল্মাষবভ্রুকপিলা বিচিত্রমাঞ্জিষ্ঠহরিতশবলাভাঃ।
ত্রিদিবানুবন্ধিনো বৃষ্টয়েঽল্পভয়দাস্তু সপ্তাহাৎ ॥ ১২ ॥

যদি সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকিরণ শ্বেত, কৃষ্ণ পিঙ্গল, কপিল (রক্তশ্বেত), বিচিত্র, আরক্ত, সবুজ কিংবা সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ হয় এবং এইসকল কিরণ আকাশ ব্যাপিয়া পড়ে তাহাহইলে বৃষ্টি হইবে, কিন্তু সপ্তাহ পরে সামান্য ভয়হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তাম্রা বলপতিমৃত্যুং পীতারুণসন্নিভাশ্চ তদ্ব্যসনম্।
হরিতাঃ পশুশস্যবধং ধূম্রসবর্ণা গবাং নাশম্ ॥ ১৩ ॥

যদি সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকিরণ তাম্রবর্ণ হয় তাহাহইলে সেনাপতির মৃত্যু, পীত বা রক্তবর্ণ হইলে সেনাপতির দুঃখ, সবুজবর্ণ হইলে পশু এবং শস্যের নাশ ও ধূম্রবর্ণ হইলে গাভীসকলের নাশ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মাঞ্জিষ্ঠাভাঃ শস্ত্রাগ্নিসম্ভ্রমং বভ্রবঃ পবনবৃষ্টিম্।
ভস্মসদৃশাস্ত্ববৃষ্টিং তনুভাবং শবলকল্মাষাঃ ॥ ১৪ ॥

সন্ধ্যাকালের সূর্য্যেরকিরণ মঞ্জিষ্ঠা অর্থাৎ রক্তবর্ণ হইলে শস্ত্র ও অগ্নি ভয়, কপিলবর্ণ হইলে বায়ুর সহিত বৃষ্টি হইবে, যদি ভস্মের ন্যায় বর্ণ হয় তাহাহইলে অনাবৃষ্টি এবং কৃষ্ণ নীলমিশ্রিত নানাবর্ণ হইলে অল্পবৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বন্ধুকপুষ্পাঞ্জনচূর্ণসন্নিভং সান্ধ্যং রজোঽভ্যেতি যদা দিবাকরম্। লোকস্তদা রোগশতৈর্নিপীড্যতে শুক্লং রজো লোকবিবৃদ্ধিশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥

সন্ধ্যাকালে বায়ু কর্ত্তৃক উত্থিত বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় লাল বা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধূলী সূর্য্যের দিকে গমন করিলে নানাবিধ রোগদ্বারা লোকসকল পীড়িত হয়, আর ঐ ধূলী শ্বেতবর্ণ হইলে লোকবৃদ্ধি ও শুভ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

রবিকিরণজলদমরুতাং সঙ্ঘাতো দণ্ডবৎ স্থিতো দণ্ডঃ।
সবিদিক্স্থিতো নৃপাণামশুভো দিক্ষু দ্বিজাতীনাম্ ॥১৬॥

সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকিরণ, মেঘ ও বায়ু একত্রিত হইয়া দণ্ডাকৃতি হইলে তাহাকে দণ্ড বলে, ঐ দণ্ড যদি অগ্নি, বায়ু, নৈঋৎ ও ঈশানকোণে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে নৃপতিগণের অশুভ, আর পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণাদিবর্ণ সকলের অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শস্ত্রভয়াতঙ্ককরো দৃষ্টঃ প্রাগ্মধ্যসন্ধিষু দিনস্য।
শুক্লাদ্যো বিপ্রাদীন্ যদভিমুখস্তাং নিহন্তি দিশম্ ॥১৭॥

যদি সূর্য্য উদয়, অস্ত কিংবা মধ্যাহ্নকালে ঐ দণ্ড অগ্নি, বায়ু, নৈঋত এবং ঈশান এই চারিকোণের কোন এককোণে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শস্ত্রভয়, আর ঐ দণ্ড শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির হানি হয়। আর যেদেশের অভিমুখে দণ্ড দৃষ্ট হয় সেই দেশ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দধিসদৃশাগ্রো নীলো ভানুচ্ছাদী খমধ্যগোঽভ্রতরুঃ।
পীতচ্ছুরিতাশ্চ ঘনা ঘনমূলা ভূরিবৃষ্টিকরাঃ॥ ১৮॥

যদি অভ্রতরুর অগ্রভাগ দধির বর্ণ হয়, অবশিষ্টভাগ নীলবর্ণ হয় ও সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে এবং পীতবর্ণ মেঘদ্বারা শোভিত ও অখণ্ডিত হয় তাহাহইলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ১৮॥

অনুলোমগেঽভ্রবৃক্ষে সমুদ্গতে যায়িনো নৃপস্য বধঃ।
বালতরুপ্রতিরূপিণি যুবরাজামাত্যয়োর্ম্মৃত্যুঃ॥ ১৯॥

যদি অভ্রবৃক্ষ অনুলোমভাবে উৎপন্ন হয় তাহাহইলে যুদ্ধে গমনকারী রাজার মৃত্যু হইবে, আর যদি ঐ অভ্রবৃক্ষ ছোটবৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যুবরাজ এবং মন্ত্রীর বিনাশ হইবে॥ ১৯॥

কুবলয়বৈদূর্য্যাম্বুজকিঞ্জল্কাভা প্রভঞ্জনোন্মুক্তা।
সন্ধ্যা করোতি বৃষ্টিং রবিকিরণোদ্ভাসিতা সদ্যঃ॥২০॥

সন্ধ্যাকাল যদি নীলপদ্মের, বৈদূর্য্যমণির অথবা পদ্মের কেশরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় ও বায়ুরহিত এবং সূর্য্যকিরণযুক্ত হয় তাহাহইলে সদ্যই হইবে॥ ২০॥

অশুভাকৃতিঘনগন্ধর্ব্বনগরনীহারপাংশুধূমযুতা।
প্রাবৃষি করোত্যবগ্রহমন্যর্ত্তৌ শস্ত্রকোপকরী॥ ২১॥

বর্ষাকালের সন্ধ্যার সময় মেঘ যদি কাক, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বিড়ালের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয় এবং গন্ধর্ব্বনগর, বরফ, ধূলীযুক্ত ও ধুমযুক্ত হয় তাহাহইলে অনাবৃষ্টি হইবে, আর যদি উক্ত লক্ষণসকল বর্ষাঋতু ভিন্ন অন্যঋতুতে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে॥ ২১॥

শিশিরাদিষু বর্ণাঃ শোণপীতসিতচিত্রপদ্মরুধিরনিভাঃ।
প্রকৃতিভবাঃ সন্ধ্যায়াং স্বর্ত্তৌ শস্তা বিকৃতিরন্যা॥ ২২॥

যদি সন্ধ্যাকালে শিশিরাদি ছয়ঋতুতে ছয়প্রকার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ শিশির ঋতুর সন্ধ্যাকালে শোণবর্ণ. বসন্তঋতুতে পীতবর্ণ, গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্বেতবর্ণ, বর্ষাঋতুতে নানাবিধ বর্ণে চিত্রিত, শরৎ ঋতুতে পদ্মবর্ণ এবং হেমন্ত ঋতুর সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে, ইহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়॥ ২২॥

আয়ুধভৃন্নররূপং ছিন্নাভ্রং পরভয়ায় রবিগামী।
সিতখপুরেঽর্কাক্রান্তে পুরলাভো ভেদনে নাশঃ॥২৩॥

সন্ধ্যাকালে যদি অস্ত্রধারী মানবের আকারবিশিষ্ট ছিন্ন মেঘ ঐ অবস্থায় সূর্য্যাভিমুখে গমন করে তাহাহইলে শত্রুকর্ত্তৃক ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি শ্বেতবর্ণ গন্ধর্ব্বনগর সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে তাহা হইলে নগর লাভ হয়, আর সূর্য্য যদি গন্ধর্ব্বনগর ভেদ করিয়া গমন করে তাহাহইলে শত্রুকর্ত্তৃক নগর বিনাশ হইয়া থাকে॥ ২৩॥

সিতনিতান্তঘনাবরণং রবের্ভবতি বৃষ্টিকরং যদি সব্যতঃ।
যদি চ বীরণগুল্মনিভৈর্ঘনৈর্দ্দিবসভর্ত্তুরদীপ্তদিগুদ্ভবৈঃ॥২৪॥

সন্ধ্যাকালে যদি শ্বেতবর্ণ মেঘ দক্ষিণদিগ্ হইতে আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে তাহাহইলে বৃষ্টি হইবে, আর তৃণোখাস সমূহের ন্যায় মেঘ শান্তাদিক্ হইতে উৎপন্ন হইয়া যদি সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে তাহাহইলেও বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২৪॥

নৃপতিপীড়াকরঃ পরিঘঃ সিতঃ ক্ষতজতুল্যবপুর্ব্বলকোপকৃৎ। কনকরূপধরো বলবৃদ্ধিদঃ সবিতুরুদ্গমকালসমুত্থিতঃ॥ ২৫॥

সূর্য্য উদয়কালে শ্বেতবর্ণ পরিঘ দৃষ্ট হইলে রাজার দুঃখ, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণ বিদ্রোহি এবং সুবর্ণবর্ণ হইলে সৈন্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৫॥

উভয়পার্শ্বগতৌ পরিধী রবেঃ প্রচুরতোয়কৃতৌ বপুষান্বিতৌ। অথ সমস্তককুপ্পরিচারিণঃ পরিধয়োঽস্তি কণোঽপি ন বারিণঃ॥ ২৬॥

যদি সূর্য্যের উভয়পার্শ্বে শরীরাকার বিশিষ্ট প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি ঐ প্রতিসূর্য্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাহইলে এককণামাত্রও বৃষ্টি পতিত হইবে না॥ ২৬॥

ধ্বজাতপত্রপর্ব্বতদ্বিপাশ্বরূপধারিণঃ।
জয়ায় সন্ধ্যয়োর্ঘনা রণায় রক্তসন্নিভাঃ॥ ২৭॥

সন্ধ্যাকালে মেঘসকল যদি ধ্বজা, ছত্র, পর্ব্বত, হস্তী কিম্বা অশ্বের আকার দৃষ্ট হয় তাহাহইলে প্রধান রাজা বা প্রধান ব্যক্তি জয়লাভ করিবে, আর ঐ মেঘ রক্তবর্ণ হইলে দেশে যুদ্ধ হইবে॥ ২৭॥

পলালধূমসঞ্চয়স্থিতোপমা বলাহকাঃ।
বলান্যরূক্ষমূর্ত্তয়ো বিবর্দ্ধয়ন্তি ভূভৃতাম্॥ ২৮॥

সন্ধ্যাকালে মেঘসকল যদি ধূম্রের স্তম্ভের ন্যায় এবং খরভস্মের ন্যায় ও স্নিগ্ধ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে সৈন্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৮॥

বিলম্বিনো দ্রুমোপমাঃ খরারুণপ্রকাশিনঃ।
ঘনাঃ শিবায় সন্ধ্যয়োঃ পুরোপমাঃ শুভাবহাঃ॥ ২৯॥

সন্ধ্যাকালে মেঘসকল যদি চক্রবালে বৃক্ষের ন্যায় লম্বিত অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে এবং রক্তবর্ণ ও রুক্ষ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ হয়, আর নগরের ন্যায় দৃষ্ট হইলে মানবগণ সুখী হইয়া থাকে॥ ২৯॥

দীপ্তবিহঙ্গশিবামৃগঘুষ্টা দণ্ডরজঃ পরিঘাদিযুতা চ।
প্রত্যহমর্কবিকারযুতা বা দেশনরেশসুভিক্ষবধায়॥৩০॥

সন্ধ্যাকালে যদি সূর্য্যাভিমুখে পক্ষী, শৃগাল এবং অন্যান্য পশু শব্দ করে কিংবা রজ, দণ্ড ও পরিঘ আকার দৃষ্টিগোচর হয় এবং সূর্য্য যদি প্রতিদিন বিকৃত অর্থাৎ নানারূপ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে নরপতির মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ হইবে॥ ৩০॥

প্রাচী তৎক্ষণমেব নক্তমপরা সন্ধ্যা ত্র্যহাদ্বা ফলং
সপ্তাহাৎ পরিবেষরেণুপরিঘাঃ কুর্ব্বন্তি সদ্যো ন চেৎ।

তদ্বৎসূর্য্যকরেন্দ্র-কার্ম্মুকতড়িৎপ্রত্যর্কমেঘানিলাস্তস্মিন্নেব দিনেঽষ্টমেঽথ বিহঁগাঃ সপ্তাহপাকা মৃগাঃ ॥ ৩১ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যাকালের পূর্ব্বোক্ত শুভাশুভ ফল তৎক্ষণাৎ হয়, সন্ধ্যাকালের লক্ষণাদির ফল রাত্রির মধ্যে অথবা তিনদিন মধ্যে ফলিয়া থাকে; পরিবেষ, ধূলিবৃষ্টি এবং পরিঘ এই তিনের ফল তৎক্ষণাৎ কিংবা সপ্তাহের মধ্যে ঘটিবে। আর সূর্য্যকিরণ, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ, প্রতিসূর্য্য, মেঘ ও বায়ু এই সকলের ফল দিনের মধ্যে বা সাতদিনের মধ্যে ও পক্ষীর শব্দের ফল আটদিনের মধ্যে ফলিবে এবং বন্যপশুর শব্দের ফল সাতদিনের মধ্যে ফলিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

একং দীপ্ত্যা যোজনং ভাতি সন্ধ্যা বিদ্যুদ্ভাসা ষট্ প্রকাশী করোতি। পঞ্চাব্দানাং গর্জ্জিতং যাতি শব্দো নাস্তীয়ত্তা কাচিদুল্কানিপাতে ॥ ৩২ ॥

সন্ধ্যাকালের কান্তির একযোজন, বিদ্যুতের ছয় যোজন, মেঘগর্জ্জনের পাঁচযোজন এবং উল্কাপাতের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। তাৎপর্য্য এই যে সন্ধ্যাকালের দীপ্তির ফল একযোজনের মধ্যে হইবে, বিদ্যুতের ফল ছয়যোজনের মধ্যে, মেঘ গর্জ্জনের ফল পাঁচযোজনের মধ্যে, উল্কাপাতের ফল ঘটিবার স্থানের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই ॥ ৩২ ॥

প্রত্যর্কসংজ্ঞঃ পরিধিস্তু তস্য ত্রিযোজনাভা পরিঘস্য পঞ্চ। ষট্পঞ্চদৃশ্যং পরিবেষচক্রং দশামরেশস্য ধনুর্বিভাতি ॥ ৩৩ ॥

প্রতিসূর্য্যের দীপ্তি তিনযোজন, পরিঘের পাঁচযোজন, পরিবেষের ফল পাঁচ বা ছয়যোজন এবং ইন্দ্রধনুর দশযোজন নির্ণীত আছে। তাৎপর্য্য এই যে প্রতিসূর্য্যের ফল তিনযোজন, পরিঘের ফল পাঁচযোজন, পরিবেষের ফল পাঁচ বা ছয়যোজন এবং ইন্দ্রধনুর ফল দশযোজন পর্য্যন্ত ফলিবে ॥ ৩৩ ॥ ত্রিংশ অধ্যায়ে সন্ধ্যালক্ষণ সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং সন্ধ্যালক্ষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ দিগ্দাহলক্ষণং।

দাহো দিশাং রাজভয়ায় পীতো দেশস্য নাশায় হুতাশবর্ণঃ। যশ্চারুণঃ স্যাদপসব্যবায়ুঃ শস্যস্য নাশং স করোতি দৃষ্টঃ ॥ ১ ॥

পীতবর্ণ দিগ্দাহ হইলে রাজভয় এবং অগ্নির ন্যায় হইলে দেশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর অরুণবর্ণ ও তৎকালে দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে শস্য বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১ ॥

যোঽতীবদীপ্ত্যা কুরুতে প্রকাশং ছায়ামপি ব্যঞ্জয়তেঽর্কবদ্ যঃ। রাজ্ঞো মহদ্বেদয়তে ভয়ং সঃ শস্ত্রপ্রকোপং ক্ষতজানুরূপঃ ॥ ২ ॥

দিগ্দাহ সূর্য্যবৎ অতি প্রদীপ্ত হইলে এবং তাহাতে ছায়া প্রকাশিত হইলে রাজগণ অতি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, আর শোণিতের ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজ্যে শস্ত্রজনিত ভয় অর্থাৎ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে ॥ ২ ॥

প্রাক্ ক্ষত্রিয়াণাং সনরেশ্বরাণাং প্রাগ্দক্ষিণে শিল্পিকুমারপীড়া। যাম্যে সহোগ্রৈঃ পুরুষৈস্তু বৈশ্যা দূতাঃ পুনর্ভূপ্রমদাশ্চ কোণে ॥ ৩ ॥

দিগ্দাহ চক্রবালের পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয় ও নরপতিগণ, অগ্নিকোণে হইলে শিল্পী ও বালক, দক্ষিণদিকে হইলে নিষ্ঠুরপুরুষ, বৈশ্য ও দূত এবং দক্ষিণপশ্চিমকোণে দৃষ্ট হইলে যেসকল নারী পতিবিচ্ছেদে পুনরায় অন্য পতি গ্রহণ করে, তাহারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

পশ্চাত্তু শূদ্রাঃ কৃষিজীবিনশ্চ চৌরাস্তুরঙ্গৈঃ সহ বায়ুদিক্স্থে। পীড়াং ব্রজন্ত্যুত্তরতশ্চ বিপ্রাঃ পাষণ্ডিনো বাণিজকাশ্চ শার্ব্ব্যাম্ ॥ ৪ ॥

দিগ্দাহ চক্রবালের পশ্চিমদিকে লক্ষিত হইলে শূদ্র ও কৃষিজীবিগণ, বায়ুকোণে হইলে অশ্ব ও চোর, উত্তরদিকে হইলে ব্রাহ্মণগণ এবং ঈশানকোণে দৃষ্ট হইলে নাস্তিক ও বণিক্গণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

নভঃ প্রসন্নং বিমলানি ভানি প্রদক্ষিণং বাতি সদাগতিশ্চ। দিশাঞ্চ দাহঃ কনকাবদাতো হিতায় লোকস্য সপার্থিবস্য ॥ ৫ ॥

যদি নভোমণ্ডল প্রসন্ন, নক্ষত্রসকল পরিষ্কৃত, বায়ু দক্ষিণবাহী ও দিগ্দাহ স্বর্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই দেশ ও দেশাধিপতির মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ৫ ॥ একত্রিংশ অধ্যায়ে দিগ্দাহলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং দিগ্দাহলক্ষণং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ভূমিকম্পঃ।

ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে বৃহদন্তর্জ্জলনিবাসিসত্ত্বকৃতম্। ভূভারখিন্নদিগ্গজবিশ্রামসমুদ্ভবং চান্যে ॥ ১ ॥

কেহ কেহ বলেন, জলের অভ্যন্তরে যে বৃহৎ জন্তু বসতি করে, তদ্দ্বারাই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে; অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দিগ্হস্তী পৃথিবীর ভারবহনে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক চালনা করে, সেইহেতুই ভূমিকম্প সংঘটিত হয় ॥ ১ ॥

অনিলোঽনিলেন নিহতঃ ক্ষিতৌ পতন্ সস্বনং করোত্যেকে। কেচিত্ত্বদৃষ্টকারিতমিদমন্যে প্রাহুরাচার্য্যাঃ ॥ ২ ॥

প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বায়ু পরস্পর আহত

হইয়া সশব্দে ধরাতলে পতিত হওয়াতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, ভূমিকম্পের কারণ কিছুতেই নিরূপণ করা যায় না॥২॥

গিরিভিঃ পুরা সপক্ষৈর্ব্বসুধা প্রপতদ্ভিরুৎপতদ্ভিশ্চ।
আকম্পিতা পিতামহমাহামরসদসি সব্রীড়ম্॥ ৩॥

পূর্ব্বকালে একদা বসুমতী পক্ষবান্ পর্ব্বতগণের পতন ও উৎপতনে কম্পিত হইয়া দেবেন্দ্রের সভায় গমনপূর্ব্বক সলজ্জে ব্রহ্মার নিকট বলিলেন॥ ৩॥

ভগবন্নাম মমৈতত্ত্বয়া কৃতং যদচলেতি তন্ন তথা।
ক্রিয়তেঽচলৈশ্চলদ্ভিঃ শক্তাহং নাস্য খেদস্য॥ ৪॥

হে ভগবন্! তুমি যে আমাকে অচলা নাম প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে সে নাম রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি সকলপর্ব্বতগণের উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না॥ ৪॥

তস্যাঃ সগদ্গদগিরং কিঞ্চিৎ স্ফুরিতাধরং বিনতমীষৎ।
সাশ্রুবিলোচনমাননমবলোক্য পিতামহঃ প্রাহ॥ ৫॥

বসুমতী অবনতমস্তকে অশ্রুপূর্ণনয়নে ঈষৎ অধর কম্পন করিতে করিতে গদগদবচনে এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাঁহার তাদৃশ মুখ দর্শন করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন॥ ৫॥

মন্যুং হরেন্দ্র ধাত্র্যাঃ ক্ষিপ কুলিশং শৈলপক্ষভঙ্গায়।
শক্রঃ কৃতমিত্যুক্ত্বা মাভৈরিতি বসুমতীমাহ॥ কিন্ত্বনিল-
দহনসুরপতিবরুণাঃ সদসৎফলাববোধার্থম্। প্রাগ্দ্বিত্রি-
চতুর্ভাগেষু দিননিশোঃ কম্পয়িষ্যন্তি॥ ৬—৭॥

হে ইন্দ্র! তুমি পৃথিবীর দুঃখ দূর কর, তুমি বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপে পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদন কর। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন, আমি উহা সম্পন্ন করিয়াছি। এই বলিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, তোমার ভয় নাই কিন্তু বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ ইহারা ভাবী শুভাশুভ-ফলবোধার্থ প্রত্যেকে যথাক্রমে দিবারাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগে তোমাকে কম্পিত করিবে অর্থাৎ দিবারাত্রির ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে প্রথম ১৫ দণ্ডে বায়ু, দ্বিতীয় পঞ্চদশদণ্ডে অগ্নি, তৃতীয় পঞ্চদশদণ্ডে ইন্দ্র ও চতুর্থ পঞ্চদশদণ্ডে বরুণ কম্পিত করিবে। এইরূপে বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ এই চারিজনের সময় বিভাগ হইল॥ ৬—৭॥

চত্বার্য্যার্যম্নমাদ্যান্যাদিত্যং মৃগশিরোঽশ্বযুক্ চেতি।
মণ্ডলমেতদ্বায়ব্যমস্য রূপাণি সপ্তাহাৎ॥ ৮॥

উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও অশ্বিনী এই সপ্ত নক্ষত্র বায়ুমণ্ডল নামে কথিত। যদি বায়ু-কর্ত্তৃক ভূকম্প সংঘটিত হয়, আর যদি চন্দ্র এই সপ্তনক্ষত্রের কোন একটীতে অবস্থিতি করে, তাহা-হইলে সেই ভূমিকম্প সাতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে॥ ৮॥

ধূমাকুলীকৃতাশে নভসি নভস্বান্ রজঃ ক্ষিপন্ ভৌমম্।
বিরুজন্ দ্রুমাংশ্চ বিচরতি রবিরপটুকরাবভাসী চ॥ ৯॥

বায়ু-কর্ত্তৃক ভূমিকম্প ঘটিলে আকাশমণ্ডল ধূমাবৃত হয়, ধূলি সমুত্থিত হয়, প্রচণ্ডবায়ু বহিতে থাকে, বৃক্ষসকল নিপতিত হয় এবং রবির কিরণ ক্ষীণ হইয়া যায়॥ ৯॥

বায়ব্যে ভূকম্পে শস্যাম্বুবনৌষধীক্ষয়োঽভিহিতঃ।
শ্বয়থুশ্বাসোন্মাদজ্বরকাসভবা বণিক্‌পীড়া॥ ১০॥

বায়ুজনিত ভূকম্পে শস্য, জল, বন ও ওষধি বিনাশ হয় এবং বণিক্‌গণ শোথ, শ্বাস, উন্মাদ, জ্বর ও কাস এইসকল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ১০॥

রূপায়ুধভৃদ্বৈদ্যাঃ স্ত্রীকবিগন্ধর্ব্বপণ্যশিল্পিজনাঃ।
পীড্যন্তে সৌরাষ্ট্রককুরুমগধদশার্ণমৎস্যাশ্চ॥ ১১॥

বায়ুকর্ত্তৃক ভূকম্প সংঘটিত হইলে রূপবান্, অস্ত্রধারী, বৈদ্য, স্ত্রীজাতি, কবি, গায়ক, পণ্যব্যবসায়ী, শিল্পি এবং সৌরাষ্ট্র, কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মৎস্যদেশবাসীগণ ক্লেশপ্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

পুষ্যাগ্নেয়বিশাখাভরণীপিত্র্যাজভাগ্যসংজ্ঞানি।
বর্গো হৌতভুজোঽয়ং করোতি রূপাণ্যথৈতানি॥ ১২॥

পুষ্যা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী ইহারা অগ্নিমণ্ডল বলিয়া কথিত। অগ্নিকর্ত্তৃক ভূকম্প ঘটিলে যদি চন্দ্র সেই সময়ে উল্লিখিত কয়েকটি নক্ষত্রের কোন একটীতে অবস্থিতি করে, তাহাহইলে সেই ভূমিকম্প সাতদিন যাবৎ বিদ্যমান থাকে॥ ১২॥

তারোল্কাপাতাবৃতমাদীপ্তমিবাম্বরং সদিগ্দাহম্।
বিচরতি মরুৎসহায়ঃ সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তদিবসান্তঃ॥ ১৩॥

অগ্নি-কর্ত্তৃক ভূমিকম্প সংঘটিত হইলে গগনমণ্ডল তারা ও উল্কাপতন-বশতঃ আলোকিত হয়, চক্রবালে দিগ্দাহ দর্শন হইতে থাকে, অগ্নি বায়ুসহযোগে চারিদিকে বিস্তৃত হয় এবং সাতদিন পর্য্যন্ত ভূকম্প বিদ্যমান থাকে॥ ১৩॥

আগ্নেয়েঽম্বুদনাশঃ সলিলাশয়সঙ্ক্ষয়ো নৃপতিবৈরম্।
দদ্রুবিচর্চ্চিকাজ্বরবীসর্পিকাঃ পাণ্ডুরোগশ্চ॥ দীপ্তৌজসঃ
প্রচণ্ডাঃ পীড্যন্তে চাশ্মকাঙ্গবাহ্লীকাঃ। অঙ্গণকলিঙ্গবঙ্গ-
দ্রবিড়াঃ শবরাশ্চ নৈকবিধাঃ॥ ১৪—১৫॥

আগ্নেয়ভূকম্প সংঘটিত হইলে মেঘ বিনাশ পায়, জলাশয় শুষ্ক হয়, নৃপতিগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জন্মে, লোকসকল দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, জ্বর, বীসর্প ও পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হয়, আর দীপ্ততেজা ও প্রচণ্ড ব্যক্তিগণ অশ্মক, অঙ্গ, বাহ্লীক, অঙ্গণ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, দ্রবিড়দেশবাসীগণ ও পর্ব্বতবাসী শবরজাতিরা অতি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়॥ ১৪—১৫॥

অভিজিচ্ছ্রবণধনিষ্ঠাপ্রাজাপত্যৈন্দ্রবৈশ্বমৈত্রাণি।
সুরপতিমণ্ডলমেতদ্ভবন্তি চাস্য স্বরূপাণি॥ ১৬॥

অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া ও অনুরাধা এই সপ্ত নক্ষত্র ইন্দ্রমণ্ডল নামে পরিচিত॥ ১৬॥

চলিতাচলবর্ষ্মাণো গম্ভীরবিরাবিণস্তড়িত্বন্তঃ।
গবলালিকুলাহিনিভা বিসৃজন্তি পয়ঃ পয়োবাহাঃ॥ ১৭॥

যদি ইন্দ্র-কর্ত্তৃক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, আর চন্দ্র উক্ত নক্ষত্রের কোন এক নক্ষত্রে থাকে, তাহাহইলে মেঘসকল সচল পর্ব্বতসন্নিভ, গভীরনাদ, তড়িৎবিশিষ্ট এবং বন্যমহিষ, ভ্রমর ও সর্পের বর্ণসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হয়, আর সেই মেঘ হইতে বহুজল বর্ষণ হইয়া থাকে॥ ১৭॥

ঐন্দ্রং শ্রুতিকুলজাতিখ্যাতাবনিপালগণপবিধ্বংসি।
অতিসারগলগ্রহবদনরোগকৃচ্ছর্দ্দিকোপায়॥ কাশীযুগন্ধর-পৌরবকিরাতকীরাভিসারহলমদ্রাঃ। অর্ব্বুদসুরাস্ত্রমালব-পীড়াকরমিষ্টবৃষ্টিকরম্॥ ১৮—১৯॥

ইন্দ্র-কর্ত্তৃক ভূমিকম্প ঘটিলে বেদজ্ঞ, সদ্বংশজ, উৎকৃষ্টজাতীয়, রাজা ও সেনাধ্যক্ষ বিনাশ পায়, লোকসকল অতীসার, গলগ্রহ, বদনরোগ ও বমি এইসমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়। কাশী, যুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, অভিসার, হল, মদ্র, অর্ব্বুদ, সুরাষ্ট্র, মালব এইসকল দেশবাসীরা পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং ধরাতলে প্রয়োজনানুযায়ী জলবর্ষণ হয়॥ ১৮—১৯॥

পৌষ্ণাপ্যার্দ্রাশ্লেষামূলাহির্ব্বুধ্ন্যবরুণদেবানি।
মণ্ডলমেতদ্বারুণমস্যাপি ভবন্তি রূপাণি॥ ২০॥

রেবতী, পূর্ব্বাষাঢ়া আর্দ্রা, অশ্লেষা, মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও শতভিষা এইসপ্ত নক্ষত্র বারুণমণ্ডল বলিয়া কথিত। চন্দ্র এইসকল নক্ষত্রের যে কোন একটীতে অবস্থিতিকালে যদি ভূমিকম্প হয়, তাহাহইলে যেসকল লক্ষণ সংঘটিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে॥ ২০॥

নীলোৎপলালিভিন্নাঞ্জনত্বিষো মধুররাবিণো বহুলাঃ।
তড়িদুদ্ভাসিতদেহা ধারাঙ্কুশবর্ষিণো জলদাঃ॥ ২১॥

মেঘসকল নীলোৎপল, ভ্রমর বা কজ্জলসদৃশ শ্যামবর্ণ, মধুরগর্জ্জন-শীল, ভূরিপরিমিত ও বিদ্যুদ্ভাসিত হয় এবং অঙ্কুশধারার ন্যায় জলবর্ষণ হইয়া থাকে॥ ২১॥

বারুণমর্ণবসরিদাশ্রিতঘ্নমতিবৃষ্টিদং বিগতবৈরম্।
গোনর্দ্দচেদিকুকুরান্ কিরাতবৈদেহকান্ হন্তি॥২২॥

বারুণভূমিকম্প সজ্ঘটিত হইলে সমুদ্র ও নদী প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিরা বিনাশ পায়, ভূরিপরিমাণে বৃষ্টি হয়, রাজাদিগের পরস্পর বিরোধ থাকে না এবং গোনর্দ্দ, চেদি, কুকুর, কিরাত ও বিদেহদেশবাসীরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ২২॥

ষড়্ভির্মাসৈঃ কম্পো দ্বাভ্যাং পাকঞ্চ যাতি নির্ঘাতঃ।
অন্যানপ্যুৎপাতাৎ জগুরন্যে মণ্ডলৈরেতৈঃ॥ ২৩॥

ভূমিকম্পের যেসকল লক্ষণ কথিত হইল, উহার ফল ছয়মাসের মধ্যে এবং অন্যান্য উৎপাতের ফল দুই মাস মধ্যে সজ্ঘটিত হয়। কেহ কেহ অন্যান্য উৎপাতকেও ভূমিকম্পের ন্যায় চারিমণ্ডলে বিভক্ত করেন॥২৩॥

উল্কা হরিশ্চন্দ্রপুরং রজশ্চ নির্ঘাতভূকম্পককুপ্প্রদাহাঃ। বাতোঽতিচণ্ডো গ্রহণং রবীন্দ্বোর্নক্ষত্রতারাগণবৈকৃতানি॥ ব্যভ্রে বৃষ্টির্বৈকৃতং বাতবৃষ্টির্ধূমোঽনগ্নেবিস্ফুলিঙ্গার্চ্চিষো বা। বন্যং সত্ত্বং গ্রামমধ্যে বিশেদ্বা রাত্রাবৈন্দ্রং কার্ম্মুকং দৃশ্যতে বা॥ সন্ধ্যাবিকারাঃ পরিবেষখণ্ডা নদ্যঃ প্রতীপা দিবি তূর্য্যনাদাঃ। অন্যচ্চ যৎস্যাৎ প্রকৃতেঃ প্রতীপং তন্মণ্ডলৈরেব ফলং নিগাদ্যম্॥ ২৪—২৬॥

উল্কাপতন, গগনতলে হরিশ্চন্দ্রপুর দর্শন, ধূলি উত্থান, বজ্রপাত, ভূকম্প, দিগ্দাহ, প্রচণ্ড বায়ুবহন, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ, নক্ষত্র ও তারাগণের বিকৃতি, বিনা মেঘে বর্ষণ, একত্র বায়ু ও বৃষ্টি, বিনা অগ্নিতে ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গদর্শন, গ্রামমধ্যে বন্যপশুর প্রবেশ, রজনীতে ইন্দ্রধনু দর্শন, প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যার বিকৃতি, অসম্পূর্ণ পরিবেষ, বিপরীতদিগ্গামী-নদী, সহসা শূন্যে তূর্য্যধ্বনি এবং অন্যান্য যে কিছু স্বভাবের বিপরীত দৃষ্ট হয় তৎসমস্তই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মণ্ডলে বিভক্ত॥ ২৪—২৬॥

হুতাশো্যেন্দ্রো বায়ব্যং বায়ুশ্চাপ্যৈন্দ্রমেবমন্যোঽন্যম্।
বারুণহৌতভুজাবপি বেলানক্ষত্রজাঃ কম্পাঃ॥ ২৭॥

সময় ও নক্ষত্র এই উভয়চালিত ভূমিকম্পস্থলে যদি নক্ষত্র বায়ুমণ্ডলের এবং সময় ইন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত হয়, তাহাহইলে ঐন্দ্রই অগ্রগণ্য, আর নক্ষত্র ইন্দ্রমণ্ডলের ও সময় বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত হইলে বায়ব্যই গ্রহণ করিবে। বারুণ ও আগ্নেয়মণ্ডলও ঐরূপে পরস্পর গৃহীত হয়॥২৭॥

প্রথিতনরেশ্বরমরণব্যসনান্যাগ্নেয়বায়ুমণ্ডলয়োঃ।
ক্ষুদ্ভয়মরকাবৃষ্টিভিরুপতাপ্যন্তে জনাশ্চাপি॥ ২৮॥

অগ্নি ও বায়ুমণ্ডল এই উভয়ের যোগে অর্থাৎ অগ্নিমণ্ডলের সময় ও বায়ুমণ্ডলের নক্ষত্রে অথবা বায়ুমণ্ডলের সময় ও অগ্নিমণ্ডলের নক্ষত্রে ভূকম্প হইলে প্রসিদ্ধ নরপতিগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং লোকসকল ক্ষুধা, ভয়, মারীভয় ও অনাবৃষ্টিদ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

বারুণপৌরন্দরয়োঃ সুভিক্ষশিববৃষ্টিহার্দ্দয়ো লোকে।
গাবোঽতিভূরিপয়সো নিবৃত্তবৈরাশ্চ ভূপালাঃ॥ ২৯॥

বারুণ ও ঐন্দ্রমণ্ডল এই উভয়ের যোগে ভূকম্প হইলে রাজ্যে সুভিক্ষ ও কল্যাণকর সুবৃষ্টি হয়, লোকের পরস্পর প্রীতি জন্মে, গাভীগণ অতি দুগ্ধবতী হয় এবং রাজগণ পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করে।

পরাশরের মতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বায়ু এবং বরুণমণ্ডল এই উভয়ের যোগে ভূকম্প হইলে উজ্জয়িনী, পুলিন্দ, বিদেহ, কাশ্মীর, দ্রাবিড়, বসন্ত ও সরযূতীরবর্ত্তীদেশবাসীরা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্র ও অগ্নিমণ্ডল এই উভয়ের যোগে ভূকম্প হইলে ইক্ষ্বাকু, অসমর্থ, পাটচ্চর, আভীর, চীন, মরু ও কচ্ছ এইসকল দেশবাসীরা জয়ী, যোদ্ধা ও ক্লেশ প্রাপ্ত হয়॥ ২৯॥

পক্ষৈশ্চতুর্ভিরনিলস্ত্রিভিরগ্নির্দ্দেবরাট্ চ সপ্তাহাৎ।
সদ্যঃ ফলতি চ বরুণো যেষু ন কালোঽদ্ভুতেষূক্তঃ ॥৩০॥

যেসকল উৎপাতের ঘটনাকাল কথিত হয় নাই, এইক্ষণ সেই সকল বিবৃত হইতেছে। বায়ুমণ্ডলে উৎপাত সঙ্ঘটিত হইলে চারি পক্ষ, অগ্নিমণ্ডলে তিন পক্ষ, ইন্দ্রমণ্ডলে সপ্তাহ এবং বরুণমণ্ডলে হইলে সদ্যঃ ফল ঘটিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

চলয়তি পবনঃ শতদ্বয়ং শতমনলো দশযোজনান্বিতম্। সলিলপতিরশীতিসংযুতং কুলিশধরোঽভ্যধিকঞ্চ ষষ্টিকম্ ॥ ৩১ ॥

বায়ুমণ্ডলে ভূকম্পসঙ্ঘটিত হইলে দুইশতযোজনপরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ভূকম্প হয়, ঐরূপ অগ্নিমণ্ডলে হইলে একশত যোজন, বারুণমণ্ডলে হইলে একশত অশীতিযোজন এবং ইন্দ্রমণ্ডলে ভূকম্প হইলে একশত ষষ্টিযোজনপরিমিত স্থানে ঐ কম্পন হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ত্রিচতুর্থসপ্তমদিনে মাসে পক্ষে তথা ত্রিপক্ষে চ।
যদি ভবতি ভূমিকম্পঃ প্রধাননৃপনাশনো ভবতি ॥ ৩২ ॥

যদি একটী ভূমিকম্প হইবার তিন দিন, চারি দিন, সাত দিন, এক মাস, এক পক্ষ বা তিন পক্ষ পরে পুনরায় ভূমিকম্প হয়, তাহা-হইলে প্রধান নরপতি বিনাশ পায় ॥ ৩২ ॥ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে ভূমিকম্প সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ভূমিকম্পলক্ষণং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ উল্কালক্ষণং।

দিবি ভুক্তশুভফলানাং পততাং রূপাণি যানি তান্যুল্কাঃ।
ধিষ্ণ্যোল্কাশনি বিদ্যুত্তারা ইতি পঞ্চধা ভিন্নাঃ ॥ ১ ॥

মৃতব্যক্তিরা স্বর্গে পুণ্যার্জনিত ফলভোগ করত পুনরায় ধরাতলে পতিত হয়, তাহাদিগের পতনকালীন রূপকেই উল্কা কহে। উল্কা পঞ্চবিধ, ধিষ্ণ্য, উল্কা, অশনি, বিদ্যুৎ ও তারা ॥ ১ ॥

উল্কা পক্ষেণ ফলং তদ্বদ্ধিষ্ণ্যাশনিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈঃ।
বিদ্যুদহোভিঃ ষড়্ভিস্তদ্বত্তারা বিপাচয়তি ॥ ২ ॥

ধিষ্ণ্য ও উল্কা নামক উল্কাদ্বয় পতন হইবার পর একপক্ষ মধ্যে, অশনি তিনপক্ষ এবং বিদ্যুৎ ও তারানামক উল্কাদ্বয় পতিত হইবার পর ছয় দিনের মধ্যে ফল প্রদান করে ॥ ২ ॥

তারা ফলপাদকরী ফলার্দ্ধদাত্রী প্রকীর্ত্তিতা ধিষ্ণ্যা।
তিস্রঃ সম্পূর্ণফলা বিদ্যুদথোল্কাশনিশ্চেতি ॥ ৩ ॥

উল্কাপতনের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তারা এক চতুর্থাংশ ও ধিষ্ণ্য অর্দ্ধ ফল প্রদান করে এবং বিদ্যুৎ, উল্কা ও অশনি নামক উল্কাত্রয় সম্পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অশনিঃ স্বনেন মহতা নৃগজাশ্বমৃগাশ্মবেশ্মতরুপশুষু।
নিপততি বিদারয়ন্তী ধরাতলং চক্রসংস্থানা ॥ ৪ ॥

অশনি অর্থাৎ বজ্রনামক উল্কা চক্রাকৃতি, উহা ভীষণ শব্দ সহকারে নৃপতি, হস্তী, অশ্ব, মৃগ, পর্ব্বত, বাটী, বৃক্ষ ও মেষাদি পশুর উপরে নিপতিত হয় এবং উহা পতিত হইয়া ভূমিতল বিদীর্ণ করিয়া যায় ॥ ৪ ॥

বিদ্যুৎসত্ত্বত্রাসং জনয়ন্তী তটতটস্বনা সহসাং।
কুটিলবিশালা নিপততি জীবেন্ধনরাশিষু জ্বলিতা ॥৫॥

বিদ্যুৎ কুটিলাকৃতি, বৃহৎ ও অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত, উহা প্রাণীগণের ভয়াবহ ও তটতট শব্দসহকারে জীব ও কাষ্ঠরাশির উপর নিপতিত হয় ॥ ৫ ॥

ধিষ্ণ্যা কৃশাল্পপুচ্ছা ধনূংষি দশ দৃশ্যতেঽন্তরাভ্যধিকম্।
জ্বলিতাঙ্গারনিকাশা দ্বৌ হস্তৌ সা প্রমাণেন ॥ ৬ ॥

ধিষ্ণ্যনামক উল্কা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, উহা কৃশ ও ক্ষুদ্র পুচ্ছবিশিষ্ট, ইহা দশধনু অর্থাৎ ৪০ হস্ত অন্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহার পরিমাণ দুই হস্ত ॥ ৬ ॥

তারা হস্তং দীর্ঘা শুক্লা তাম্রাব্জতন্তুরূপা বা।
তির্য্যগধশ্চোর্দ্ধং বা যাতি বিয়ত্যুহ্যমানেব ॥ ৭ ॥

তারানামক উল্কা দীর্ঘে এক হস্ত, উহা শ্বেতবর্ণ বা তাম্রবর্ণ অথবা পদ্মতন্তুসন্নিভ, উহা শূন্যমার্গে কোন অদৃশ্যশক্তিদ্বারা আকৃষ্যমাণের ন্যায় ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে তির্য্যগ্ভাবে গমন করে ॥ ৭ ॥

উল্কা শিরসি বিশালা নিপতন্তী বর্দ্ধতে প্রতনুপুচ্ছা।
দীর্ঘা ভবতি চ পুরুষং ভেদা বহবো ভবন্ত্যস্যাঃ ॥ ৮ ॥

উল্কানামক উল্কার মস্তক বৃহৎ, পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র এবং একটী মানবের ন্যায় দীর্ঘ উহা পতনকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই উল্কার বহুবিধরূপ দৃষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

প্রেতপ্রহরণখরকরভনক্রকপিদংষ্ট্রিলাঙ্গলমৃগাভাঃ।
গোধাহিধূমরূপাঃ পাপা যা চোভয়শিরস্কা ॥ ৯ ॥

যেসকল উল্কা শব, অস্ত্র, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, কুম্ভীর, বানর, দন্তবিশিষ্ট জীব, লাঙ্গল, হরিণ, গোধা, সর্প, অথবা ধূম্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কিম্বা যাহারা দুইটী মস্তকযুক্ত, তাহারা অশুভকর হয় ॥ ৯ ॥

ধ্বজঝষকরিগিরিকমলেন্দুতুরগসন্তপ্তরজতহংসাভাঃ।
শ্রীবৎসবজ্রশঙ্খস্বস্তিকরূপাঃ শিবসুভিক্ষাঃ ॥ ১০ ॥

যেসকল উল্কার আকৃতি ধ্বজা, মৎস্য, হস্তী, পর্ব্বত, পদ্ম, চন্দ্র, অশ্ব, তপ্তরৌপ্য, হংস, বিল্ববৃক্ষ, বজ্র, শঙ্খ, অথবা ত্রিকোণের ন্যায়, তাহারা রাজ্যের কল্যাণ ও সুভিক্ষকর হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অম্বরমধ্যাদ্বহ্ব্যো নিপতন্ত্যো রাজরাষ্ট্রনাশায়।
বভ্রমতী গগনোপরি বিভ্রমমাখ্যাতি লোকস্য ॥ ১১ ॥

যদি বহুসংখ্যক উল্কা একত্র আকাশমধ্য হইতে নিপতিত হয়, তাহা হইলে সেই দেশের রাজা ও রাজ্যবিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বহুসংখ্যক উল্কা গগনোপরি গোলাকারে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলে যাবতীয় লোকই বিভ্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সংস্পৃশতী চন্দ্রার্কৌ তদ্বিসৃতা বা সভূপ্রকম্পা চ।
পরচক্রাগমনৃপবধদুর্ভিক্ষাবৃষ্টিভয়জননী ॥ ১২ ॥

যদি উল্কাপতনকালে এরূপ অনুভূত হয় যে, সেই উল্কা চন্দ্র ও সূর্য্য-মণ্ডলকে স্পর্শ করিতেছে অথবা সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল হইতেই ঐ উল্কা নিঃসৃত হইল এবং যদি তৎকালে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, তাহাহইলে রাজ্যে শত্রুর আগমন, রাজার মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও নানাবিধ ভয় উৎপাদিত হয় ॥ ১২ ॥

পৌরেতরঘ্নমুল্কাপসব্যকরণং দিবাকরহিমাংশোঃ।
উল্কা শুভদা পুরতো দিবাকরবিনিঃসৃতা যাতু ॥ ১৩ ॥

যদি উল্কা নিপতনকালে সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলের দক্ষিণদিক্ দিয়া বাম-দিকে গমন করে, তাহা হইলে আলয়হীন ব্যক্তিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর যদি এরূপ অনুভূত হয় যে, উল্কা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে এবং যদি তৎকালে যুদ্ধযাত্রী কোন ব্যক্তির সম্মুখভাগ দিয়া গমন করে, তাহাহইলে সেই উল্কা কল্যাণকর হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শুক্লা রক্তা পীতা কৃষ্ণা চোল্কা দ্বিজাদিবর্ণঘ্নী।
ক্রমশশ্চৈতান্ হন্ত্যমূর্দ্ধোরঃপার্শ্বপুচ্ছসংস্থাঃ ॥ ১৪ ॥

উল্কা শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রগণ বিনাশ পায়, আর পতনকালে অগ্রে মস্তক পতিত হইলে বিপ্র, বক্ষঃ পতিত হইলে ক্ষত্রিয়, পার্শ্ব পড়িলে বৈশ্য ও পুচ্ছ পতিত হইলে শূদ্রগণ ধ্বংস হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

উত্তরদিগাদিপতিতা বিপ্রাদীনামনিষ্টদা রূক্ষা।
ঋজ্বী স্নিগ্ধা খণ্ডা নীচোপগতা চ তদ্বৃদ্ধ্যৈ ॥ ১৫ ॥

রূক্ষদর্শন উল্কা উত্তরদিকে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বদিকে পড়িলে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণদিকে পতিত হইলে বৈশ্য এবং পশ্চিমদিকে পতিত হইলে শূদ্রগণ ক্লেশ পাইয়া থাকে, আর উল্কা সরল, উজ্জ্বল ও ভগ্ন হইলে এবং পৃথিবীর নিকট হইতে নিপতিত হইলে ঐরূপ উত্তরাদিক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ উন্নতিলাভ করে ॥ ১৫ ॥

শ্যামারুণাচ নীলাসৃগ্দহনাসিতভস্মনিভা রূক্ষা।
সন্ধ্যাদিনজা বক্রা দলিতা চ পরাগমভয়ায় ॥ ১৬ ॥

যদি উল্কা শ্যাম, অরুণ, নীল, রক্তসদৃশ, অগ্নিসদৃশ, কৃষ্ণ ও ভস্মবৎ বর্ণবিশিষ্ট হয়, দেখিতে রূক্ষ, বক্র, দ্বিভাগে বিভক্ত হয় এবং সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কিম্বা দিবাভাগে পতিত হয়, তাহাহইলে রাজ্যে শত্রুর আগমনজনিত ভয় সংঘটিত হইবে ॥ ১৬ ॥

নক্ষত্রগ্রহঘাতে তদ্ভক্তীনাং ক্ষয়ায় নির্দ্দিষ্টা।
উদয়ে ঘ্নতী রবীন্দু পৌরেতরমৃত্যবেঽস্তে বা ॥১৭॥

উল্কা কোন নক্ষত্র কিম্বা কোন গ্রহমণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক নিপতিত হইলে সেই নক্ষত্র বা গ্রহে যেসকল লোক ও দ্রব্যাদি বুঝায়, তাহারা বিনাশ পাইয়া থাকে, আর উদয়কালে বা অস্তকালে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া পতিত হইলে আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥১৭॥

ভাগ্যাদিত্যধনিষ্ঠামূলেষূল্কাহতেষু যুবতীনাম্।
বিপ্রক্ষত্রিয়পীড়া পুষ্যানীলবিষ্ণুদেবেষু ॥ ১৮ ॥

উল্কা পূর্ব্বফল্গুনী, পুনর্ব্বসু, ধনিষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক পতিত হইলে যুবতী স্ত্রীগণ বিনাশ পায় এবং পুষ্যা, স্বাতী ও শ্রবণা ভেদ-পূর্ব্বক পতিত হইলে বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

ধ্রুবসৌম্যেষু নৃপাণামুগ্রেষু সদারুণেষু চৌরাণাম্।
ক্ষিপ্রেষু কলাবিদুষাং পীড়া সাধারণে চ হতে ॥১৯॥

উল্কা ধ্রুবনক্ষত্র অথবা সৌম্যগ্রহ বা নক্ষত্র অতিক্রমপূর্ব্বক পতিত হইলে নৃপতিগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; উগ্র ও দারুণ গ্রহ বা নক্ষত্র অতিক্রম-পূর্ব্বক পতিত হইলে চৌরগণ এবং ক্ষিপ্র ও সাধারণ নক্ষত্র বা গ্রহমণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক নিপতিত হইলে শিল্পকর ও নৃত্যগীতাদি-দক্ষ ব্যক্তিরা ক্লেশ পাইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

কুর্ব্বন্ত্যেতাঃ পতিতা দেবপ্রতিমাসু রাজরাষ্ট্রভয়ম্।
শক্রোপরিনৃপতীনাং গৃহেষু তৎস্বামিনাং পীড়াম্ ॥২০॥

উল্কা দেবপ্রতিমার উপর পতিত হইলে রাজা ও রাজ্য বিনাশ পায়, শক্রনামক বৃক্ষের উপর পতিত হইলে নৃপতি এবং গৃহের উপর নিপ-তিত হইলে সেই গৃহস্বামীর পীড়া হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

আশাগ্রহোপঘাতে তদ্দেশ্যানাং খলে কৃষিরতানাম্।
চৈত্যতরৌ সম্পতিতা সৎকৃতপীড়াং করোত্যুল্কা ॥২১॥

উল্কা দিক্‌গ্রহ * ভেদপূর্ব্বক নিপতিত হইলে সেই গ্রহের অধিকৃত দিক্‌স্থিত দেশসকল ধ্বংস হয়। খলে অর্থাৎ ধান্য মাড়িবার থামারস্থানে পতিত হইলে কৃষী ব্যক্তি এবং অশ্বত্থবৃক্ষে পড়িলে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

দ্বারিপুরস্য পুরক্ষয়মথেন্দ্রকীলে জনক্ষয়োঽভিহিতঃ।
ব্রহ্মায়তনে বিপ্রান্ বিনিহন্যাদ্গোমিনো গোষ্ঠে ॥২২॥

উল্কা কোন নগরের তোরণদেশে পতিত হইলে পুরক্ষয় হয়, যদি ইন্দ্রকীল অর্থাৎ বিচিত্রিত অট্টালিকার উপর পতিত হয়, তাহাহইলে লোকসকল বিনাশ পায়, ব্রাহ্মণের আলয়ে পড়িলে বিপ্রগণ এবং গোষ্ঠে নিপতিত হইলে গোগণের স্বামী বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

* রবি পূর্ব্বদিকের, শুক্র অগ্নিকোণের, মঙ্গল দক্ষিণ, রাহু নৈঋৎ, শনি পশ্চিম, চন্দ্র বায়ু, বুধ উত্তর এবং বৃহস্পতি ঈশানকোণের অধিপতি। গ্রহসকলের কোন একটী গ্রহের উপর পতিত হইলে সেই গ্রহ যেদিকের অধিপতি সেই দেশ বিনাশ হইয়া থাকে।

ক্ষ্বেড়াস্ফোটিতবাদিতগীতোৎক্রুষ্টস্বনা ভবন্তি যদা।
উল্কানিপাতসময়ে ভয়ায় রাষ্ট্রস্য সনৃপস্য ॥ ২৩ ॥

উল্কাপতনসময়ে যদি সিংহগর্জ্জনবৎ বা বক্ষে প্রহার করিলে যেরূপ শব্দহয় তাহার ন্যায়, অথবা গীতবাদ্যের শব্দের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হয় তাহা হইলে রাজা ও রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

যস্যাশ্চিরং তিষ্ঠতি খেঽনুষঙ্গো দণ্ডাকৃতিঃ সানৃপতের্ভয়ায়। যা চোহ্যতে তন্তুধৃতেব স্বস্থা যা বা মহেন্দ্রধ্বজতুল্যরূপা ॥ ২৪ ॥

যদি কোন উল্কা বহুক্ষণ যাবৎ দণ্ডাকৃতিভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থিত থাকে অথবা ইন্দ্রধ্বজবৎ আকৃতিশালী হইয়া সূত্রদ্বারা লম্বিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাহইলে নৃপতি বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

শ্রেষ্ঠিনঃ প্রতীপগা তির্য্যগা নৃপাঙ্গনাঃ।
হন্ত্যধোমুখী নৃপান্ ব্রাহ্মণানথোর্দ্ধগা ॥ ২৫ ॥

উল্কাপতনকালে হঠাৎ পশ্চাদ্গামী হইলে ব্যবসায়িগণ, তির্য্যগ্‌ভাবে পড়িলে রাণীগণ, অধোমুখী হইয়া পড়িলে রাজা এবং ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পতিত হইলে ব্রাহ্মণগণ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বর্হিপুচ্ছরূপিণী লোকসঙ্ক্ষয়াবহা।
সর্পবৎ প্রসর্পিণী যোষিতামনিষ্টদা ॥ ২৬ ॥

উল্কা ময়ূরের পুচ্ছসদৃশ হইলে লোকসকল এবং সর্পাকৃতি হইলে স্ত্রীগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

হন্তি মণ্ডলা পুরং ছত্রবৎ পুরোহিতম্।
বংশগুল্মবৎ স্থিতা রাষ্ট্রদোষকারিণী ॥ ২৭ ॥

উল্কা মণ্ডলাকৃতি হইলে নগর ও ছত্রাকৃতি হইলে পুরোহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর বংশ ও গুল্মাকৃতি হইলে রাজ্যে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ব্যালসূকরোপমা বিস্ফুলিঙ্গমালিনী।
খণ্ডশোঽথবা গতা সস্বনা চ পাপদা ॥ ২৮ ॥

যদি উল্কা সর্প বা শূকরাকৃতি হয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিবেষ্টিত বলিয়া অনুভূত হয়, খণ্ডিত দেখা যায় কিম্বা সশব্দে নিপতিত হয়, তাহাহইলে রাজ্যে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

সুরপতিচাপপ্রতিমা রাজ্যং নভসি বিলীনা জলদান্ হন্তি। পবনবিলোমা কুটিলং যাতা ন ভবতি শস্তা বিনিবৃত্তা বা ॥ ২৯ ॥

যদি উল্কা ইন্দ্রধনুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজ্যধ্বংস হইয়া থাকে, আর আকাশে বিলীন হইলে মেঘসকল ধ্বংস হইয়া যায়। যদি উল্কা বায়ুর বিপরীতদিকে কুটিলভাবে গমন করে অথবা গমন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হয় তাহাহইলে রাজ্যে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অভিভবতি যতঃ পুরং বলং বা ভবতি ভয়ং তত এব পার্থিবস্য। নিপততি চ যয়া দিশা প্রদীপ্তা জয়তি রিপূনচিরাত্তয়া প্রযাতঃ ॥ ৩০ ॥

যদি উল্কা কোন নগর বা সেনার উপর নিপতিত হয়, তাহা হইলে সেই নগরবাসী বা সেই সেনা হইতে রাজার ভয় উৎপাদিত হইয়া থাকে। আর যদি উল্কা প্রজ্বলিতভাবে কোন দিকে নিপতিত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে যে রাজা সেই দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন, তিনি অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন ॥ ৩০ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে উল্কালক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামুল্কালক্ষণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পরিবেষলক্ষণং।

সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।
নানাবর্ণাকৃতয়স্তন্বভ্রে ব্যোম্নি পরিবেষাঃ ॥ ১ ॥

চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ বায়ু কর্ত্তৃক গোলাকার, নানারঙ্গে রঞ্জিত এবং নানা আকার বিশিষ্ট ও অল্পমেঘের সহিত যুক্ত হইয়া চন্দ্রের অথবা সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত ও গোলাকার হইয়া পতিত হইলে তাহাকে পরিবেষ বলে ॥ ১ ॥

তে রক্তনীলপাণ্ডুরকাপোতাভ্রাভশবলহরিশুক্লাঃ।
ইন্দ্রযমবরুণনির্ঋতিশ্বসনেশপিতামহাগ্নিকৃতাঃ ॥২॥

পরিবেষ রক্তবর্ণ হইলে তাহার অধিপতি ইন্দ্র, নীলবর্ণ হইলে যম, ঈষৎ শুক্লবর্ণ হইলে বরুণ, কপোতবর্ণ হইলে নির্ঋতি, মেঘবর্ণ হইলে বায়ু, কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণ হইলে শিব, হরিদ্বর্ণ হইলে ব্রহ্মা এবং শ্বেতবর্ণ পরিবেষ হইলে অগ্নি অধিপতি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ধনদঃ করোতি মেচকমন্যোঽন্যগুণাশ্রয়েণ চাপ্যন্যে।
প্রবিলীয়তে মুহুর্মুহুরল্পফলঃ সোঽপি বায়ুকৃতঃ ॥৩॥

কুবের কর্ত্তৃক পরিবেষের বর্ণ ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় হইয়া থাকে এবং অন্যান্য দেবতারা তাহাঁদিগের স্ব স্ব বর্ণ পরিবেষে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যে পরিবেষ বারংবার দৃশ্য ও অদৃশ্য হয় সেই পরিবেষ বায়ুকর্ত্তৃক হইয়া থাকে এবং অল্প ফল প্রদান করে ॥ ৩ ॥

চাষশিখিরজততৈলক্ষীরজলাভঃ স্বকালসম্ভূতঃ।
অবিকলবৃত্তঃ স্নিগ্ধঃ পরিবেষঃ শিবসুভিক্ষকরঃ ॥ ৪ ॥

পরিবেষ যদি চাষপক্ষী অথবা অগ্নি, রৌপ্য, তৈল, দুগ্ধ এবং জল ইহার মধ্যে যে কোন একবর্ণের ন্যায় হয় কিংবা সম্পূর্ণ গোল ও স্নিগ্ধ হয় তাহাহইলে সুভিক্ষ এবং মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সকলগগনানুচারী নৈকাভঃ ক্ষতজসন্নিভো রূক্ষঃ।
অসকলশকটশরাসনশৃঙ্গাটকবৎ স্থিতঃ পাপঃ ॥ ৫ ॥

যদি চন্দ্র কিংবা সূর্য্যের পরিবেষ উদয় ও অস্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং সময় সময় বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় অথবা রক্তবর্ণ, রূক্ষ, খণ্ডিত, শকট, ধনু ও চতুষ্পথের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শিখিগলসমেঽতিবর্ষং বহুবর্ণে নৃপবধো ভয়ং ধূম্রে।
হরিচাপনিভে যুদ্ধান্যশোককুসুমপ্রভে চাপি ॥ ৬ ॥

যদি পরিবেষ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় তাহাহইলে অতি বৃষ্টি, চিত্রবিচিত্র হইলে রাজার বিনাশ, ধূম্রবর্ণ হইলে ভয়, ইন্দ্রধনু অথবা অশোকপুষ্পের ন্যায় বর্ণ হইলে যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

বর্ণেনৈকেন যদা বহুলঃ স্নিগ্ধঃ ক্ষুরাভ্রকাকীর্ণঃ।
স্বর্তৌ সদ্যো বর্ষং করোতি পীতশ্চ দীপ্তার্কঃ ॥ ৭ ॥

বর্ষাদি ঋতুতে চন্দ্র কিংবা সূর্য্যের পরিবেষ যদি একবর্ণ, স্নিগ্ধ ও বহুবর্ণ দৃষ্ট হয় অথবা ক্ষুরাস্ত্রসদৃশ মেঘদ্বারা ব্যাপ্ত হয় কিংবা সূর্য্যের পরিবেষ পীতবর্ণ ও উজ্জ্বল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে সদ্যই বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥৭॥

দীপ্তবিহঙ্গমৃগরুতঃ কলুষঃ সন্ধ্যাত্রয়োত্থিতোঽতিমহান্।
ভয়কৃত্তড়িদুল্কাদ্যৈর্হতো নৃপং হন্তি শস্ত্রেণ ॥ ৮ ॥

যদি পরিবেষ উদয়কালে পশুপক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া শব্দকরে এবং চন্দ্র কিংবা সূর্য্যের পরিবেষ উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন এবং মধ্যরাত্রিকালে বিস্তীর্ণ ও মলিন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে মানবগণের নানাবিধ ভয় হয়, যদি পরিবেষ উল্কা কিম্বা বিদ্যুৎ প্রভৃতিদ্বারা তাড়িত হয় তাহাহইলে অস্ত্রাঘাতে রাজার মৃত্যু হইবে ॥ ৮ ॥

প্রতিদিনমর্কহিমাংশ্বোরহর্নিশং রক্তয়োর্নরেন্দ্রবধঃ।
পরিবিষ্টয়োরভীক্ষ্ণং লগ্নাস্তময়ঃস্থয়োস্তদ্বৎ ॥ ৯ ॥

যদি প্রতিদিন সূর্য্য এবং চন্দ্র রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজার মৃত্যু হইবে এবং পরিবেষযুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্য রাজার জন্মলগ্নে ও সপ্তমে বারংবার দৃষ্ট হইলেও রাজার মৃত্যু হইবে ॥ ৯ ॥

সেনাপতের্ভয়করো দ্বিমণ্ডলো নাতিশস্ত্রকোপকরঃ।
ত্রিপ্রভৃতি শস্ত্রকোপং যুবরাজভয়ং নগররোধম্ ॥১০॥

যদি পরিবেষ দুইটী গোলাকারবৃত্তে গঠিত হয় তাহাহইলে সেনাপতির ভয় হইবে কিন্তু শস্ত্রভয় অধিক হইবে না। আর তিনটী বৃত্তে গঠিত হইলে যুদ্ধ হইবে, চারিটী বৃত্তে গঠিত হইলে যুবরাজের ভয়, পাঁচটী বৃত্তে গঠিত হইলে নগর শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে ॥ ১০ ॥

বৃষ্টিস্ত্র্যহেণ মাসেন বিগ্রহো বা গ্রহেন্দুভনিরোধে।
হোরাজন্মাধিপয়োর্জন্মর্ক্ষে বা শুভো রাজ্ঞঃ ॥ ১১ ॥

যদি গ্রহ, চন্দ্র এবং নক্ষত্র এইসকলদ্বারা পরিবেষ নিরোধ হয় তাহাহইলে তিনদিনের মধ্যে বৃষ্টি ও একমাসের মধ্যে যুদ্ধ হইবে, আর যে রাজার জন্মলগ্ন ও জন্মরাশির অধিপতি এবং জন্মনক্ষত্র পরিবেষদ্বারা রুদ্ধ হইবে সেই রাজার অশুভ হইবে ॥ ১১ ॥

পরিবেষমণ্ডলগতো রবিতনয়ঃ ক্ষুদ্রধান্যনাশকরঃ।
জনয়তি চ বাতবৃষ্টিং স্থাবরকৃষিকৃন্নিহন্তা চ ॥ ১২ ॥

শনি যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের পরিবেষের মধ্যে গত হয় তাহাহইলে ক্ষুদ্রধান্য বিনাশ ও ঝড়ের সহিত বৃষ্টি হইবে এবং বৃক্ষাদি ও কৃষকসকল বিনাশ পাইবে ॥ ১২ ॥

ভৌমে কুমারবলপতিসৈন্যানাং বিদ্রবোঽগ্নিশস্ত্রভয়ম্।
জীবে পরিবেষগতে পুরোহিতামাত্যনৃপপীড়া ॥ ১৩ ॥

মঙ্গল যদি পরিবেষের মধ্যগত হয় তাহাহইলে বালক ও সেনাপতি, ইহারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নিভয় ও যুদ্ধ হইয়া থাকে। আর বৃহস্পতি পরিবেষ গত হইলে পুরোহিত, মন্ত্রী ও রাজার পীড়া হইয়া থাকে ॥১৩॥

মন্ত্রিস্থাবরলেখকপরিবৃদ্ধিশ্চন্দ্রজে সুবৃষ্টিশ্চ।
শুক্রে যায়িক্ষত্রিয়রাজ্ঞাং পীড়া প্রিয়ং চান্নম্ ॥ ১৪ ॥

বুধ পরিবেষ গত হইলে মন্ত্রী, স্থাবর বৃক্ষাদি ও লেখক এইসকলের বৃদ্ধি ও সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। আর শুক্র যদি পরিবেষ গত হয় তাহাহইলে যে রাজা যুদ্ধে গমন করে সেই রাজা ও রাজ্ঞীর পীড়া হয় এবং অন্ন প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ক্ষুদনলমৃত্যুনরাধিপশস্ত্রেভ্যো জায়তে ভয়ং কেতৌ।
পরিবিষ্টে গর্ভভয়ং রাহৌ ব্যাধির্নৃপভয়ঞ্চ ॥ ১৫ ॥

কেতু যদি পরিবেষ গত হয় তাহাহইলে মানবগণ দুর্ভিক্ষ, অগ্নিভয়, মৃত্যু, রাজা ও শত্রু এইসকল দ্বারা ভীত হইয়া থাকে। আর যদি রাহু পরিবেষ গত হয় তাহাহইলে গর্ভস্রাব, পীড়া এবং রাজার দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যুদ্ধানি বিজানীয়াৎ পরিবেষাভ্যন্তরে দ্বয়োর্গ্রহয়োঃ।
দিবসকৃতঃ শশিনো বা ক্ষুদবৃষ্টিভয়ং ত্রিষু প্রোক্তং ॥১৬॥

চন্দ্র কিংবা সূর্য্যের পরিবেষের মধ্যে দুইটী গ্রহ আসিলে যুদ্ধ হইবে, আর তিনটী থাকিলে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির ভয় হইবে ॥ ১৬ ॥

যাতি চতুর্ষু নরেন্দ্রঃ সামাত্যপুরোহিতো বশং মৃত্যোঃ।
প্রলয়মিব বিদ্ধি জগতঃ পঞ্চাদিষু মণ্ডলস্থেষু ॥ ১৭ ॥

পরিবেষের মধ্যে চারিটী গ্রহ থাকিলে মন্ত্রী ও পুরোহিতের সহিত রাজার মৃত্যু হইবে। আর পাঁচটী কিংবা ছয়টী গ্রহ থাকিলে জগৎ লয় হইয়া যাইবে ॥ ১৭ ॥

তারাগ্রহস্য কুর্য্যাৎ পৃথগেব সমুত্থিতো নরেন্দ্রবধম্।
নক্ষত্রাণামথবা যদি কেতোর্নোদয়ো ভবতি ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রসূর্য্য ভিন্ন মঙ্গলাদি গ্রহের যদি পরিবেষ হয় অথবা নক্ষত্রাদির পরিবেষ হয় এবং সেই সময় যদি ধূমকেতুর উদয় না হয়। তাহাহইলে রাজার মৃত্যু হইবে। টীকাকার বলেন যে ঐ সময় ধূমকেতুর উদয় হইলে ধূমকেতুর যে ফল লেখা হইয়াছে কেবল সেই ফল হইবে কিন্তু পরিবেষের আর ফল হইবে না ॥ ১৮ ॥

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌ছুদ্রহা এবং প্রতিপদাদিষু ক্রমশঃ।
শ্রেণীপুরকোশানাং পঞ্চম্যাদিষ্বশুভকারী ॥ ১৯ ॥

যদি পরিবেষ শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি চারিতিথিতে উদয় হয় তাহাহইলে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মৃত্যু হইবে, অর্থাৎ প্রতিপদের দিন হইলে ব্রাহ্মণজাতি, দ্বিতীয়ার দিন ক্ষত্রিয়, তৃতীয়াতে বৈশ্য ও চতুর্থীতে শূদ্রজাতীর বিনাশ হয়। যদি পঞ্চমী তিথিতে পরিবেষ হয় তাহাহইলে গ্রামের বিনাশ, ষষ্ঠীর দিন হইলে নগর, সপ্তমীর দিন হইলে ধনাগার ও ভাণ্ডার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যুবরাজস্যাষ্টম্যাং পরতস্ত্রিষু পার্থিবস্য দোষকরঃ।
পুররোধো দ্বাদশ্যাং সৈন্যক্ষোভস্ত্রয়োদশ্যাম্ ॥ ২০ ॥

শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পরিবেষ হইলে যুবরাজের, নবমী, দশমী ও একাদশী তিথিতে পরিবেষ হইলে রাজার পীড়া, দ্বাদশীর দিন হইলে প্রধান নগর শত্রুকর্তৃক আক্রমন এবং ত্রয়োদশীর দিন হইলে ক্ষোভ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নরপতিপত্নীপীড়াং পরিবেষোঽভ্যুত্থিতশ্চতুর্দশ্যাম্।
কুর্য্যাত্তু পঞ্চদশ্যাং পীড়াং মনুজাধিপস্যৈব ॥ ২১ ॥

চতুর্দশীর দিন পরিবেষ হইলে রাণীর পীড়া, পূর্ণিমা, কিংবা অমাবস্যা-তিথিতে পরিবেষ হইলে রাজার পীড়া হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

নাগরকাণামভ্যন্তরস্থিতা যায়িনাঞ্চ বাহ্যস্থা।
পরিবেষমধ্যরেখা বিজ্ঞেয়া ক্রন্দসারাণাম্ ॥ ২২ ॥

পরিবেষের নিকট যে রেখা তদ্দ্বারা নগরবাসী, আর বাহিরের বৃত্ত দ্বারা যুদ্ধগমনকারী সৈন্য এবং দুইরেখার মধ্যরেখাদ্বারা শত্রুকর্তৃক তাড়িতসৈন্য বুঝাইবে ॥ ২২ ॥

রক্তঃ শ্যামো রূক্ষশ্চ ভবতি যেষাং পরাজয়স্তেষাম্।
স্নিগ্ধঃ শ্বেতো দ্যুতিমান্ যেষাং ভাগো জয়স্তেষাং ॥২৩॥

এই তিনটী রেখার মধ্যে রক্তবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ অথবা রূক্ষ যে রেখা দৃষ্ট হইবে তদ্দ্বারা যাহাদিগকে বুঝাইবে তাহাদের পরাজয় হইবে। আর স্নিগ্ধ, শ্বেত ও উজ্জ্বল যে রেখা দৃষ্ট হইবে সেই রেখায় যাহাদিগকে বুঝাইবে তাহাদের যুদ্ধে জয় হইবে ॥ ২৩ ॥ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে পরিবেষলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পরিবেষলক্ষণং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ইন্দ্রায়ুধলক্ষণং।

সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভ্রে।
বিয়তি ধনুঃ সংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ ॥ ১ ॥

বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যকিরণ বায়ুদ্বারা বিঘট্টিত হইয়া মেঘমণ্ডলে নিপতিত হইলে যে ধনুরাকৃতি ধারণ করে তাহাকেই ইন্দ্রধনুঃ (রামধনু) কহে ॥ ১ ॥

কেচিদনন্তকুলোরগনিঃশ্বাসোদ্ভূতমাহুরাচার্য্যাঃ।
তদ্‌যায়িনাং নৃপাণাম্ ভিমুখীজয়াবহং ভবতি ॥ ২ ॥

কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, অনন্তের বংশসম্ভূত সর্পের নিঃশ্বাসবায়ুতে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে দিকে ইন্দ্রধনু সমুদিত হয়, যে রাজা সেই দিগাভিমুখে যুদ্ধে গমন করেন, তিনি পরাজিত হন ॥ ২ ॥

অচ্ছিন্নমবনিগাঢ়ং দ্যুতিমৎ স্নিগ্ধং ঘনং বিবিধবর্ণম্।
দ্বিরুদিতমনুলোমঞ্চ প্রশস্তমম্ভঃ প্রযচ্ছতি চ ॥ ৩ ॥

যদি দুইটী ইন্দ্রধনু সমানভাবে সমুদিত হয় এবং উহারা অচ্ছিন্ন, পৃথিবীর দিকে আনত, কান্তিমান্, উজ্জ্বল, ঘন ও বিবিধবর্ণবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে ভূরিপরিমাণে জলবর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিদিগুদ্ভূতং দিক্‌স্বামিনাশনং ব্যভ্রজং মরককাসি।
পাটলপীতকনীলৈঃ শস্ত্রাগ্নিক্ষুৎকৃতা দোষাঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রধনু বিশেষ বিশেষ দিকে উদিত হইলে সেই সেই দিকে যেসকল ব্যক্তি বুঝায়, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি ইন্দ্রধনু মেঘমণ্ডলে দৃষ্ট না হইয়া অন্যত্র দেখা যায়, তাহাহইলে মারিভয় জন্মে। ইন্দ্রধনু পাটলবর্ণ হইলে শস্ত্রভয়, পীত হইলে অগ্নিভয় এবং নীলবর্ণ হইলে ক্ষুধাজনিত ভয় হয় ॥ ৪ ॥*

জলমধ্যেঽনাবৃষ্টির্ভুবি শস্যবধস্তরৌ স্থিতে ব্যাধিঃ।
বল্মীকে শস্ত্রভয়ং নিশি সচিববধায় ধনুরৈন্দ্রম্ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রধনু জলমধ্যে দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি, মৃত্তিকায় হইলে শস্যনাশ, বৃক্ষোপরি দৃষ্ট হইলে রোগ, বল্মীকে (উইয়ের ঢিপিতে) দৃষ্ট হইলে অস্ত্রভয় এবং রাত্রিতে দৃষ্ট হইলে সেই দেশের রাজমন্ত্রী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

বৃষ্টিং করোত্যবৃষ্ট্যাং বৃষ্টিং বৃষ্ট্যাং নিবারয়ত্যৈন্দ্রাম্।
পশ্চাৎ সদৈব বৃষ্টিং কুলিশভৃতশ্চাপমাচষ্টে ॥ ৬ ॥

অনাবৃষ্টি সময়ে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হইলে জলবর্ষণ হয় এবং জলবর্ষণকালে দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি প্রশমিত হইয়া যায়, আর পশ্চিমদিকে যে কোন সময়েই হউক না কেন, লক্ষিত হইলে বারিবর্ষণ হইবে ॥ ৬ ॥

চাপং মঘোনঃ কুরুতে নিশায়াম্ আখণ্ডলায়াং দিশি ভূপপীড়াম্। যাম্যাপরোদক্‌প্রভবং নিহন্যাৎ সেনাপতিং নায়কমন্ত্রিণৌ চ ॥ ৭ ॥

রাত্রিকালে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে রাজ-পীড়া হয় এবং দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হইলে, সেনাপতি, পশ্চিমদিকে উদিত হইলে নায়ক এবং উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে মন্ত্রী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

* শাকুনাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে রাজা, অগ্নিকোণে প্রথম রাজপুত্র, দক্ষিণে সেনাধ্যক্ষ, বায়ুকোণে রাজদূত, পশ্চিমে প্রধান ব্যক্তি, নৈঋতে চর, উত্তরে ব্রাহ্মণ এবং ঈশানকোণে দৃষ্ট হইলে যজ্ঞের অধিপতি বিনাশ পায়।

নিশি সুরচাপং সিতবর্ণাদ্যং জনয়তি পীড়াং দ্বিজপূর্ব্বাণাম্। ভবতি চ যস্যাং দিশি তদ্দেশ্যং নরপতিমুখ্যং ন চিরাদ্ধন্যাৎ ॥ ৮ ॥

রজনীযোগে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্রধনু উদিত হইলে ব্রাহ্মণ, লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য এবং নীলবর্ণ লক্ষিত হইলে শূদ্রগণ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। আর রজনীযোগে যে দিকে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হইবে, সেই দিকের অধিপতি, অল্পদিনের মধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে॥ ৮॥ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে ইন্দ্রায়ুধলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ইন্দ্রায়ুধলক্ষণং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গন্ধর্ব্বনগরলক্ষণং।

উদগাদিপুরোহিতনৃপবলপতিযুবরাজদোষদং খপুরং।
সিতরক্তপীতকৃষ্ণং বিপ্রাদীনামভাবায় ॥ ১ ॥

নভোমণ্ডলে উত্তরদিকে গন্ধর্ব্বনগর দৃষ্ট হইলে পুরোহিত, পূর্ব্বদিকে লক্ষিত হইলে রাজা, দক্ষিণদিকে উদিত হইলে সেনাপতি এবং পশ্চিম দিকে দৃষ্টহইলে যুবরাজ বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আর উহা শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হইলে বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

নাগরনৃপতিজয়াবহমুদগ্ বিদিকৃস্থং বিবর্ণনাশায়।
শান্তাশায়াং দৃষ্টং সতোরণং নৃপতিবিজয়ায় ॥ ২ ॥

গন্ধর্ব্বনগর উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে নগরবাসী ও রাজার জয়লাভ হয়, কোণে উদিত হইলে শঙ্করজাতিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর সূর্য্যের বিপরীতদিকে দৃষ্ট হইলে রাজগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকেন॥ ২॥

সর্ব্বদিগুত্থং সততোত্থিতঞ্চ ভয়দং নরেন্দ্ররাষ্ট্রাণাং।
চৌরাটবিকান্ হন্যাদ্ধূমানলশক্রচাপাভম্ ॥ ৩॥

গন্ধর্ব্বনগর সকলদিকে উদিত হইলে এবং বহুক্ষণ স্থায়ী থাকিলে রাজা ও রাজ্যের অমঙ্গল হইয়া থাকে, আর ইহার বর্ণ ধূম্র, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর সদৃশ দৃষ্ট হইলে চোর ও বনবাসিগণ বিনাশ পায় ॥ ৩॥

গন্ধর্ব্বনগরমুত্থিতমাপাণ্ডুরমশনিপাতবাতকরং।
দীপ্তে নরেন্দ্রমৃত্যুর্ব্বামেঽরিভয়ং জয়ঃ সব্যে ॥ ৪ ॥

গন্ধর্ব্বনগর ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ হইলে বজ্রপাত ও প্রচণ্ডবায়ু (ঝড়) বহন হইয়া থাকে। যে দিকে সূর্য্য উদিত থাকে, সেই দিকে দৃষ্ট হইলে রাজার মৃত্যু, সূর্য্যের বামে হইলে শত্রুভয় এবং দক্ষিণে দৃষ্ট হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অনেকবর্ণাকৃতি খে প্রকাশতে পুরং পতাকাধ্বজতোরণান্বিতম্। যদা তদা নাগমনুষ্যবাজিনাং পিবত্যসৃগ্ ভূরি রণে বসুন্ধরা ॥ ৫ ॥

যদি নভোমণ্ডলে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট গন্ধর্ব্বনগর দৃষ্ট হয় আর তাহাতে পতাকা, ধ্বজা ও তোরণ দেখা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী সংগ্রামে ভূরিপরিমাণে হস্তী, মনুষ্য অশ্ব প্রভৃতির রক্তপান করিবে অর্থাৎ ভীষণ রক্তবাহী যুদ্ধ সংঘটিত হইবে ॥ ৫ ॥ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে গন্ধর্ব্বনগরলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গন্ধর্ব্বনগরলক্ষণং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রতিসূর্য্যলক্ষণং।

প্রতিসূর্য্যকঃ প্রশস্তো দিবসকৃদৃতুবর্ণসপ্রভঃ স্নিগ্ধঃ।
বৈদূর্য্যনিভঃ স্বচ্ছঃ শুক্লশ্চ ক্ষেমসৌভিক্ষঃ ॥ ১ ॥

যে ঋতুতে প্রতিসূর্য্য দৃষ্ট হইবে, সেই ঋতুতে সূর্য্যের যে বর্ণ নির্দ্দিষ্ট আছে, যদি প্রতিসূর্য্য তদ্রূপ বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উজ্জ্বল, বৈদূর্য্যমণিসদৃশ, স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজ্যে মঙ্গল ও সুভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

পীতো ব্যাধিং জনয়ত্যশোকরূপশ্চ শস্ত্রকোপায়।
প্রতিসূর্য্যাণাং মালা দস্যুভয়াতঙ্কনৃপহন্ত্রী ॥ ২ ॥

প্রতিসূর্য্য পীতবর্ণ হইলে রোগ, অশোকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলে যুদ্ধ এবং মালার ন্যায় লক্ষিত হইলে দস্যুভয় ও রাজার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

দিবসকৃতঃ প্রতিসূর্য্যো জলকৃদুদগ্দক্ষিণে স্থিতোঽনিলকৃৎ। উভয়স্থঃ সলিলভয়ং নৃপমুপরি নিহন্ত্যধোজনহা ॥ ৩ ॥

প্রতিসূর্য্য সূর্য্যের উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে জলবর্ষণ, দক্ষিণদিকে লক্ষিত হইলে বায়ু বহন, উভয়দিকে হইলে জলভয় (বন্যা), উপরে দৃষ্ট হইলে রাজারবিনাশ এবং সূর্য্যের অধোভাগে দৃষ্ট হইলে তদ্দেশবাসীরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে প্রতিসূর্য্যলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং প্রতিসূর্য্যলক্ষণং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রজোলক্ষণং।

কথয়ন্তি পার্থিববধং রজসা ঘনতিমিরসঞ্চয়নিভেন।
অভিভাব্যমানগিরিপুরতরবঃ সর্ব্বা দিশশ্ছন্নাঃ ॥ ১ ॥

যদি ঘন মেঘপুঞ্জের ন্যায় রজ অর্থাৎ ধূলি সমুত্থিত হইয়া পর্ব্বত,

নগর, বৃক্ষ ও চতুর্দ্দিক্ এইরূপ আচ্ছাদিত করে যে তাহা সহসা নিরূপণ করা দুরূহ, তাহাহইলে সেই দেশের রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১॥

যস্যাং দিশি ধূমচয়ঃ প্রাক্ প্রভবতি নাশমেতি বা যস্যাম্। আগচ্ছতি সপ্তাহাৎ তত্রৈব ভয়ং ন সন্দেহঃ ॥২॥

ধূম্রবর্ণ রজোরাশি প্রথমে যে দিকে সমুত্থিত হইবে অথবা যে দিকে প্রশান্ত হইবে, একসপ্তাহমধ্যে সেই দিকে ভয় সমুৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

শ্বেতে রজোঘনৌঘে পীড়া স্যামন্ত্রিজনপদানাঞ্চ।
ন চিরাৎ প্রকোপমুপযাতি শস্ত্রমতিসঙ্কুলা সিদ্ধিঃ ॥৩॥

যদি রজোরাশি শ্বেতবর্ণ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রী ও জনপদবাসিগণ ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, রাজ্যে যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে এবং মানবগণ বহুদিন কষ্ট পায় ॥ ৩ ॥

অর্কোদয়ে বিজৃম্ভতি যদি দিনমেকং দিনদ্বয়ং বাপি।
স্থগয়ন্নিব গগনতলং ভয়মত্যুগ্রং নিবেদয়তি ॥ ৪ ॥

যদি সূর্য্যোদয়সময়ে ধূলিবৃষ্টি সমুত্থিত হইয়া একদিন বা দুইদিন-পর্য্যন্ত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাহইলে সেই দেশে মহৎ ভয় সমুৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥

অনবরতসঞ্চয়বহং রজনীমেকাং প্রধাননৃপহন্তৃ।
ক্ষেমায় চ শেষাণাং বিচক্ষণানাং নরেন্দ্রাণাম্ ॥ ৫ ॥

যদি ধূলিবৃষ্টি উত্থিত হইয়া ক্রমাগত এক রাত্রি গাঢ়রূপে প্রবাহিত হয়, তাহাহইলে প্রধান নরপতির মৃত্যু হয়, কিন্তু অবশিষ্ট রাজাদিগের কল্যাণ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

রজনীদ্বয়ং বিসর্পতি যস্মিন্ রাষ্ট্রে রজোঘনং বহুলম্।
পরচক্রস্যাগমনং তস্মিন্নপি সন্নিবোদ্ধব্যম্ ॥ ৬ ॥

যে রাজ্যে ভূরিপরিমিত রজোবৃষ্টি সমুত্থিত হইয়া দুইরজনী বিদ্যমান থাকে, সেই রাজ্য শত্রুসেনাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় ॥ ৬ ॥

নিপততি রজনিত্রিতয়ং চতুষ্কমপ্যন্নরসবিনাশায়।
রাজ্ঞাং সৈন্যক্ষোভো রজসি ভবেৎ পঞ্চরাত্রভবে ॥৭॥

ধূলিবৃষ্টি সমুত্থিত হইয়া তিনরাত্রি বা চারিরাত্রি বর্ত্তমান থাকিলে সেই দেশে অন্ন ও রসযুক্ত বস্তু বিনাশ পায় এবং পঞ্চরাত্রি বিদ্যমান থাকিলে রাজাদিগের সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

কেত্বাদ্যুদয়বিমুক্তং যদা রজো ভবতি তীব্রভয়দায়ি।
শিশিরাদন্যত্রর্ত্তৌ ফলমবিকলমাহুরাচার্য্যাঃ ॥ ৮ ॥

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি শীতঋতু ভিন্ন অন্য কোন ঋতুতে ধূলিবৃষ্টি সমুত্থিত হয় এবং তৎকালে ধূমকেতু বা উল্কা-পাতাদি সমুদিত না থাকে, তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত ফল সকল সংঘটিত হইবে ॥ ৮ ॥ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে রজোলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং রজো-লক্ষণং নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নির্ঘাতলক্ষণং।

পবনঃ পবনাভিহিতো গগনাদবনৌ যদা সমাপততি।
ভবতি তদা নির্ঘাতঃ স চ পাপো দীপ্তবিহগরুতঃ ॥১॥

বায়ুদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণে আহত হইয়া শূন্যমার্গ হইতে সশব্দে যে ধরাতলে পতিত হয়, সেই শব্দকেই নির্ঘাত অর্থাৎ বজ্রাঘাত কহে। যখন বজ্রপাত হয়, তখন পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে রাজ্যের অমঙ্গল হয় ॥ ১ ॥

অর্কোদয়েঽধিকরণিকনৃপধনিযোধাঙ্গনাবণিগ্বেশ্যাঃ।
আপ্রহরাংশেঽজাবিকমুপহন্যাচ্ছূদ্রপৌরাংশ্চ ॥ ২ ॥

সূর্য্যোদয়কালে বজ্রপাত হইলে আধিকরণিক (প্রধান রাজকর্ম্মচারী) রাজা, ধনী, যোদ্ধা, স্ত্রীলোক, বণিক্, বেশ্যা ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সূর্য্যোদয়ের পর একপ্রহর মধ্যে বজ্রাঘাত হইলে মেষ, ছাগ, শূদ্র ও পুরবাসিগণ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ২ ॥

আমধ্যাহ্নাদ্রাজোপসেবিনো ব্রাহ্মণাংশ্চ পীড়য়তি।
বৈশ্যজলদাংস্তৃতীয়ে চৌরান্ প্রহরে চতুর্থে চ ॥ ৩ ॥

মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে বজ্রপাত হইলে রাজসেবক ও ব্রাহ্মণগণ, তৃতীয়-প্রহরে হইলে বৈশ্য ও মেঘ এবং চতুর্থপ্রহরে বজ্রপাত হইলে চোরগণ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অস্তং যাতে নীচান্ প্রথমে যামে নিহন্তি শস্যানি।
রাত্রৌ দ্বিতীয়যামে পিশাচসঙ্ঘান্নিপীড়য়তি ॥ ৪ ॥

সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে বজ্রাঘাত হইলে নীচজাতীয় লোক, সূর্য্যা-স্তের পর রাত্রি একপ্রহরের মধ্যে হইলে শস্য এবং দুইপ্রহর রাত্রির মধ্যে বজ্রপাত হইলে পিশাচগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

তুরগকরিণস্তৃতীয়ে বিনিহন্যাদ্যায়িনশ্চতুর্থে চ।
ভৈরবজর্জ্জরশব্দো যাতি যতস্তাং দিশং হন্তি ॥ ৫ ॥

রাত্রি তৃতীয়প্রহর মধ্যে বজ্রাঘাত হইলে অশ্ব ও হস্তিগণ এবং রাত্রি চতুর্থপ্রহরের মধ্যে বজ্রপাত হইলে ভ্রমণকারী পথিকেরা বিনাশ পায়, আর বজ্রের ভীষণ গর্জ্জন যে দিকের অভিমুখে গমন করে, সেই দিক্‌স্থিত দেশসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে নির্ঘাতলক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নির্ঘাত-লক্ষণং নাম ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ শস্যজাতকং।

বৃশ্চিকবৃষপ্রবেশে ভানোর্যে বাদরায়ণেনোক্তাঃ।
গ্রীষ্মশরৎশস্যানাং সদসদ্‌যোগোঃ কৃতাস্ত ইমে ॥ ১ ॥

বৃষ কিম্বা বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে ভগবান্ বাদরায়ণ গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন শস্যের যেরূপ শুভাশুভ যোগ নিরূপণ করিয়াছেন সেই সকল যোগ কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

ভানোরলিপ্রবেশে কেন্দ্রৈস্তস্মাচ্ছুভগ্রহাক্রান্তৈঃ।
বলবদ্ভিঃ সৌম্যৈর্ব্বা নিরীক্ষিতৈর্গ্রৈষ্মিকবিবৃদ্ধিঃ ॥২॥

যদি বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি হয় এবং তাহার কেন্দ্র অর্থাৎ বৃশ্চিক, কুম্ভ, বৃষ অথবা কর্কট রাশিতে শুভগ্রহ অবস্থিত থাকে কিম্বা ঐসকলস্থানে বলবান্ শুভগ্রহের দৃষ্টি হয়, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালীন শস্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অষ্টমরাশিগতেঽর্কে গুরুশশিনোঃ কুম্ভসিংহস্থিতয়োঃ।
সিংহঘটসংস্থয়োর্ব্বা নিষ্পত্তির্গ্রৈষ্মশস্যস্য ॥ ৩ ॥

রবি অষ্টমরাশি অর্থাৎ বৃশ্চিকরাশি গত হইলে যদি গুরু কুম্ভরাশিতে এবং চন্দ্র সিংহরাশিতে অথবা বৃহস্পতি সিংহরাশিতে এবং চন্দ্র কুম্ভরাশিতে থাকেন তাহাহইলে গ্রীষ্মকালজাত শস্যের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হয় ॥ ৩ ॥

অর্কাৎ সিতে দ্বিতীয়ে বুধেঽথবা যুগপদেব বা স্থিতয়োঃ।
ব্যয়গতয়োরপি তদ্বন্নিষ্পত্তিরতীব গুরুদৃষ্ট্যা ॥ ৪ ॥

যদি রবি বৃশ্চিকরাশিস্থিত হইলে তাহার দ্বিতীয়স্থানে অর্থাৎ ধনুরাশিতে শুক্র অথবা বুধ কিম্বা শুক্র ও বধ [illegible] দ্বাদশস্থানে শুক্র কিম্বা [illegible] অবস্থিত হয়, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালে উত্তমশস্য জন্মে, আর যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে তাহাহইলে অতি উত্তমশস্য হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শুভমধ্যেঽলিনি সূর্য্যাদ্ গুরুশশিনোঃ সপ্তমে পরা সম্পৎ।
অল্পাদিস্থে সবিতরি গুরৌ দ্বিতীয়েঽর্দ্ধনিষ্পত্তিঃ ॥ ৫ ॥

সূর্য্য বৃশ্চিকরাশিস্থিত হইলে যদি তুলা ও ধনুরাশিতে শুভগ্রহের অবস্থান হয় এবং সপ্তমস্থানে অর্থাৎ বৃষরাশিতে বৃহস্পতি ও চন্দ্র বর্ত্তমান থাকেন, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালজাত শস্যের সম্পৎ বৃদ্ধি হয়। আর যদি সূর্য্যের বৃশ্চিকে প্রবেশমাত্র দ্বিতীয় অর্থাৎ ধনুরাশিতে বৃহস্পতি থাকেন, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালে অর্দ্ধশস্য জন্মে ॥ ৫ ॥

লাভহিবুকার্থযুক্তৈঃ সূর্য্যাদলিগাৎ সিতেন্দুশশিপুত্রৈঃ।
শস্যস্য পরা সম্পৎ কর্ম্মণি জীবে গবাং চাগ্র্যা ॥ ৬ ॥

যদি বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে একাদশ অর্থাৎ কন্যাতে শুক্র, চতুর্থ অর্থাৎ কুম্ভরাশিতে চন্দ্র এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ধনুরাশিতে শনি থাকেন, আর দশম অর্থাৎ সিংহরাশিতে বৃহস্পতির অবস্থিতি থাকে, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালে উত্তম শস্য জন্মে ॥ ৬ ॥

কুম্ভে গুরুর্গবি শশী সূর্য্যোঽলিমুখে কুজার্কজৌ মকরে।
নিষ্পত্তিরস্তি মহতী পশ্চাৎ পরচক্ররোগভয়ম্ ॥ ৭ ॥

যদি বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি, বৃষরাশিতে চন্দ্র এবং মকরে মঙ্গল ও শনি থাকেন তাহাহইলে গ্রীষ্মকালে উত্তম শস্য জন্মে কিন্তু রাজ্যমধ্যে অপর রাজার আক্রমণ এবং রোগভয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মধ্যে পাপগ্রহয়োঃ সূর্য্যঃ শস্যং বিনাশয়ত্যলিগঃ।
পাপঃ সপ্তমরাশৌ জাতং জাতং বিনাশয়তি ॥ ৮ ॥

যদি বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে তুলারাশিতে ও ধনুরাশিতে পাপগ্রহ থাকে, তাহাহইলে শস্য বিনাশ হয় এবং যদি সপ্তম অর্থাৎ বৃষরাশিতে পাপগ্রহ থাকে তাহাহইলে গ্রীষ্মকালে যতবার শস্য উৎপন্ন হয়, ততবার বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অর্থস্থানে ক্রূরঃ সৌম্যৈরনিরীক্ষিতঃ প্রথমজাতম্।
শস্যং নিহন্তি পশ্চাদুপ্তং নিষ্পাদয়েদ্ব্যক্তম্ ॥ ৯ ॥

বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে যদি দ্বিতীয়স্থানে অর্থাৎ ধনুরাশিতে পাপগ্রহ থাকে এবং সূর্য্যের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহাহইলে গ্রীষ্মকালোৎপন্ন প্রথমজাত শস্য বিনাশ পায় এবং পরে কোন শস্য রোপণ করিলে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জামিত্রকেন্দ্রসংস্থৌ ক্রূরৌ সূর্য্যস্য বৃশ্চিকস্থস্য।
শস্যবিপত্তিং কুরুতঃ সৌম্যৈর্দৃষ্টৌ ন সর্ব্বত্র ॥ ১০ ॥

যদি বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে তাহার সপ্তম অর্থাৎ বৃষরাশিতে ও কেন্দ্র অর্থাৎ বৃশ্চিক, কুম্ভ, বৃষ কিম্বা সিংহরাশিতে পাপগ্রহ থাকে তাহাহইলে গ্রীষ্মকালীন শস্য বিনাশ পায় এবং যদি সূর্য্যের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহাহইলে শস্য জন্মে বটে কিন্তু সর্ব্বত্র হয় না ॥ ১০ ॥

বৃশ্চিকসংস্থাদর্কাৎ সপ্তমষষ্ঠোপগৌ যদা ক্রূরৌ।
ভবতি তদা নিষ্পত্তিঃ শস্যানামর্ঘপরিহানিঃ ॥ ১১ ॥

বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে যদি তাহার সপ্তম অর্থাৎ বৃষ ও ষষ্ঠ অর্থাৎ মেষ রাশিতে ক্রূরগ্রহ থাকে, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালজাত শস্য সম্পন্ন হয় কিন্তু শস্যের মূল্যহানি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিধিনানেনৈব রবির্বৃষপ্রবেশে শরৎসমুত্থানাম্।
বিজ্ঞেয়ঃ শস্যানাং নাশায় শিবায় বা তজ্‌জ্ঞৈঃ ॥ ১২ ॥

যেরূপ বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানে গ্রীষ্মকালীন শস্যের শুভাশুভযোগ উক্তহইল, বৃষরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালেও উক্তরূপ যোগানুসারে শরৎকালীন শস্যের শুভাশুভ যোগ নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ বৃষরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে যদি উক্তরূপে অন্যান্য গ্রহের যোগ থাকে, তাহাহইলে ঐযোগ দৃষ্টে শরৎকালীন শস্যের বিনাশ কি বৃদ্ধি হইবে, তাহা জানা যায় ॥ ১২ ॥

ত্রিষু মেষাদিষু সূর্য্যঃ সৌম্যযুতো বীক্ষিতোঽপি বা বিচরন্। গ্রৈষ্মিকধান্যং কুরুতে সমর্ঘমুভয়োপযোগ্যঞ্চ ॥ ১৩ ॥

মেষ, বৃষ অথবা মিথুনরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে যদি সূর্য্যের সহিত শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে গ্রীষ্মকালে ধান্যাদি শস্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু শস্যের মূল্য সমান থাকিবে কিম্বা বৃদ্ধি পাইবে ॥ ১৩ ॥

কার্ম্মুকমৃগঘটসংস্থঃ শারদশস্য তদ্বদেব রবিঃ।
সংগ্রহকালে জ্ঞেয়ো বিপর্য্যয়ঃ ক্রূরদৃগ্‌যোগাৎ ॥১৪॥

ধনু, মকর কিম্বা কুম্ভরাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালে যদি সূর্য্যের সহিত শুভগ্রহের যোগ কিম্বা তাহার প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহাহইলে শরৎকালীন শস্যের বৃদ্ধি হইবে কিন্তু শস্যের মূল্য সমান থাকিবে বা বৃদ্ধি হইবে; আর যদি সূর্য্যের সহিত অশুভগ্রহের যোগ অথবা দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে শরৎকালীন শস্যের হানি হইবে ॥ ১৪ ॥ চত্বারিংশ অধ্যায়ে শস্যজাতক সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং শস্যজাতকং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্রব্যনিশ্চয়ঃ।

যে যেষাং দ্রব্যাণামধিপতয়ো রাশয়ঃ সমুদ্দিষ্টাঃ।
মুনিভিঃ শুভাশুভার্থং তানাগমতঃ প্রবক্ষ্যামি ॥ ১ ॥

প্রাচীন ঋষিগণ যে যে রাশিকে যে যে দ্রব্যের অধিপতি নিরূপণ করিয়াছেন, আমি শুভাশুভার্থ শাস্ত্রানুসারে তাহা বর্ণন করিতেছি ॥ ১ ॥

বস্ত্রাবিককুতুপানাং মসূরগোধূমরালকযবানাম্।
স্থলসম্ভবৌষধীনাং কনকস্য চ কীর্ত্তিতো মেষঃ ॥ ২ ॥

তুলা ও রোমজ বস্ত্র, কুতুপ (তৈলের কুঁপো), মসূর, গোধূম, ধূনা, যব, স্থলজাত ওষধি ও স্বর্ণ মেষরাশি এই সকল দ্রব্যের অধিপতি ॥ ২ ॥

গবি বস্ত্রকুসুমগোধূমশালিযবমহিষসুরভিতনয়াঃ স্যুঃ।
মিথুনেঽপি ধান্যশারদবল্লীশালূককার্পাসাঃ ॥ ৩ ॥

বৃষরাশি সাধারণত বস্ত্র, পুষ্প, গম, শালিধান্য, যব, মহিষ, ধেনু এই সকলের এবং মিথুন শরদ্ধান্য, লতা, শালূক ও কার্পাসের অধিপতি ॥ ৩ ॥

কর্কিণি কোদ্রবকদলীদূর্ব্বাফলকন্দপত্রচোচানি।
সিংহে তুষধান্যরসাঃ সিংহাদীনাং ত্বচঃ সগুড়াঃ ॥ ৪ ॥

কর্কট, কোদ্রব, কদলী, দূর্ব্বা, ফল, কন্দ, পত্র ও বল্কল এইসকলের এবং সিংহরাশি তুষ, ধান্য, রস, সিংহাদি পশুর চর্ম্ম ও গুড় এইসকলের অধীশ্বর ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠেঽতসীকলায়াঃ কুলত্থগোধূমমুদ্গনিষ্পাবাঃ।
সপ্তমরাশৌ মষা গোধূমাঃ সর্ষপাঃ সযবাঃ ॥ ৫ ॥

অতসীপুষ্প, কলায় কুলথ, গোধূম, মুগ, নিষ্পাব, (শ্বেতশিম্বী) কন্যা এই সকলের অধিপতি এবং তুলারাশি মাষ, গম, সর্ষপ ও যবের অধিশ্বর ॥ ৫ ॥

অষ্টমরাশাবিক্ষুঃ সৈক্যং লোহান্যজাবিকঞ্চাপি।
নবমে তু তুরগলবণাম্বরাস্ত্রতিলধান্যমূলানি ॥ ৬ ॥

বৃশ্চিকরাশি ইক্ষুদণ্ড, সিক্তদ্রব্য, লৌহ, রোমজবস্ত্রের এবং ধনু ঘোটক, লবণ, বস্ত্র, তিল, ধান্য ও মূলদ্রব্যের অধিপতি ॥ ৬ ॥

মকরে তরুগুল্মাদ্যং সৈক্যেক্ষুসুবর্ণকৃষ্ণলোহানি।
কুম্ভে সলিলজফলকুসুমরত্নচিত্রাণি রূপাণি ॥ ৭ ॥

মকররাশি তরু গুল্মপ্রভৃতি, সিক্ত বস্তু, ইক্ষু, সুবর্ণ ও সীসকের এবং কুম্ভ জলজ ফল, ফুল, রত্ন ও চিত্রিতদ্রব্যের অধীশ্বর ॥ ৭ ॥

মীনে কপালসম্ভবরত্নান্যম্বুদ্ভবানি বজ্রাণি।
স্নেহাশ্চ নৈকরূপা ব্যাখ্যাতা মৎস্যজাতঞ্চ ॥ ৮ ॥

মুক্তা, জলজাতরত্ন, হীরক, নানাবিধ তৈলদ্রব্য ও মৎস্য মীনরাশি এই সকলের অধিপতি ॥ ৮ ॥

রাশেশ্চতুর্দ্দশার্থায় সপ্তনবপঞ্চমস্থিতো জীবঃ।
দ্ব্যেকাদশদশপঞ্চাষ্টমেষু শশিজশ্চ বৃদ্ধিকরঃ ॥ ৯ ॥

বৃহস্পতি রাশিচক্রের কোন রাশি হইতে চতুর্থ, দশম, দ্বিতীয়, একাদশ, সপ্তম, নবম অথবা পঞ্চমগৃহে থাকিলে এবং বুধ দ্বিতীয়, একাদশ, পঞ্চম অথবা অষ্টমগৃহে অবস্থিত থাকিলে সেই সেই রাশিতে যেসকল দ্রব্যাদি বুঝায় তাহাদের উন্নতি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ষট্‌সপ্তমগো হানিং বৃদ্ধিং শুক্রঃ করোতি শেষেষু।
উপচয়সংস্থাঃ ক্রূরাঃ শুভদাঃ শেষেষু হানিকরাঃ ॥১০॥

শুক্র রাশিচক্রের কোন্ রাশি হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম রাশিতে থাকিলে সেই রাশিতে যে যে দ্রব্যাদি বুঝায় তাহার অনিষ্ট হয় এবং অপরগৃহে থাকিলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি ক্রূরগ্রহত্রয় ষষ্ঠ, দশম বা ১১শ গৃহে থাকে তাহাহইলে শুভদ অর্থাৎ যে গৃহে অবস্থিতি করে সেই রাশিতে যে সকল দ্রব্যাদি বুঝায় তাহার বৃদ্ধি হয় এবং অন্য কোন গৃহে থাকিলে সেইগৃহে যেসকল দ্রব্যাদি বুঝায় তাহা বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

রাশের্যস্য ক্রূরাঃ পীড়াস্থানেষু সংস্থিতা বলিনঃ।
তৎপ্রোক্তদ্রব্যাণাং মহার্ঘতা দুর্লভত্বঞ্চ ॥ ১১ ॥

যদি বলবান্ ক্রূরগ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহে অবস্থিতি করে, তাহাহইলে সেইগৃহে যেসকল দ্রব্যাদি বুঝায়, তাহা মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য হয় ॥ ১১ ॥

ইষ্টস্থানে সৌম্যা বলিনো যেষাং ভবন্তি রাশীনাম্।
তদ্দ্রব্যাণাং বৃদ্ধিঃ সামর্থ্যমতুলভত্বঞ্চ ॥ ১২ ॥

যদি বলবান্ সৌম্যগ্রহ রাশিচক্রে ইষ্টস্থানে অবস্থিতি করে তাহা-

হইলে সেই গ্রহে যেসকল দ্রব্য বুঝায় তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সুলভ হয় এবং মূল্যের সমতা থাকে॥ ১২॥

গোচরপীড়ায়ামপি রাশির্বলিভিঃ শুভগ্রহৈর্দৃষ্টঃ।
পীড়াং ন করোতি তথা ক্রূরৈরেবং বিপর্য্যাসঃ॥ ১৩॥

কোন রাশিতে ক্রূরগ্রহের অবস্থিতিকালে যদি সেই রাশি বলবান্ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে সেই রাশিতে যে যে দ্রব্য বুঝায় তাহারা এককালীন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ক্রূরগ্রহ বলবান্ হইলে সমুদায় বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩॥ ইতি একচত্বারিংশ অধ্যায়ে দ্রব্যনিশ্চয় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং দ্রব্য-
নিশ্চয়ো নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ অর্ঘ্যকাণ্ড।

অতিবৃষ্ট্যুল্কাদণ্ডান্ পরিবেষগ্রহণপরিধিপূর্ব্বাংশ্চ।
দৃষ্ট্বামাবাস্যায়ামুৎপাতান্ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ॥ ক্রয়াদর্ঘ্যবিশে-
ষান্ প্রতিমাসং রাশিষু ক্রমাৎ সূর্য্যে। অন্যতিথাবুৎপাতা
যে তে ডমরার্ত্তয়ে রাজ্ঞাম্॥ ১—২॥

কোন বিশেষ মাসের পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে অতিবৃষ্টি, উল্কাপাত, দণ্ডোদয়, সূর্য্য বা রাশির পরিবেষদর্শন, গ্রহণ, দিগ্দাহ এইসকল উৎপাত দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে তদ্দর্শনে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ দ্রব্যের মহার্ঘ্যতা নিরূপণ করিবেন। যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ব্যতীত অন্য কোন তিথিতে ঐসকল উৎপাত দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজারা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১—২॥

মেষোপগতে সূর্য্যে গ্রীষ্মজধান্যস্য সংগ্রহং কুর্য্যাৎ।
বনমূলফলস্য বৃষে চতুর্থমাসে তয়োর্লাভঃ॥ ৩॥

সূর্য্য মেষরাশিতে অবস্থিতিকালে উপরি উক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে বণিক্গণ শারদীয় শস্যাদি সংগ্রহ করিবে, আর বৃষরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে ঐসকল উৎপাত ঘটিলে বন্যফলমূল সংগ্রহ করিতে হয়। যেমাসে ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তাহার চতুর্থমাসে বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হইবে॥ ৩॥

মিথুনস্থে সর্ব্বরসান্ ধান্যানি চ সংগ্রহং সমুপনীয়।
ষষ্ঠে মাসে বিপুলং বিক্রীণন্ প্রাপ্নুয়াল্লাভম্॥ ৪॥

মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে ঐ সকল উৎপাত দৃষ্ট হইলে রসযুক্ত দ্রব্য ও ধান্যাদি শস্য সংগ্রহপূর্ব্বক সংগ্রহের পর ষষ্ঠমাসে তাহা বিক্রয় করিলে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে॥ ৪॥

কর্কিণ্যর্কে মধুগন্ধতৈলঘৃতফাণিতানি বিনিধায়।
দ্বিগুণা দ্বিতীয়মাসে লব্ধির্হীনাধিকে ছেদঃ॥ ৫॥

কর্কটরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে উপরি উক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে মধু, গন্ধদ্রব্য, তিল, ঘৃত, শর্করা এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। সংগ্রহের পর দ্বিতীয় মাসে বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ লাভ হয়, কিন্তু দুই মাসের পূর্ব্বে বা পরে বিক্রয় করিলে ক্ষতি হইয়া থাকে॥ ৫॥

সিংহে সুবর্ণমণিচর্ম্মবর্ম্মশস্ত্রাণি মৌক্তিকং রজতম্।
পঞ্চমমাসে লব্ধিবিক্রেতুরতোঽন্যথা ছেদঃ॥ ৬॥

সিংহরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে পূর্ব্বোক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে ব্যবসায়িগণ সুবর্ণ, মণি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, (সাঁজোয়া) অস্ত্র, মুক্তা ও রৌপ্য এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তৎপরে পঞ্চমমাসে বিক্রয় করিলে লাভ হয়, কিন্তু পঞ্চমমাসের পূর্ব্বে বা পরে বিক্রয় করিলে ক্ষতি হইয়া থাকে॥ ৬॥

কন্যাগতে দিনকরে চামরখরকরভবাজিনাং ক্রেতা।
ষষ্ঠে মাসে দ্বিগুণং লাভমবাপ্নোতি বিক্রীণন্॥ ৭॥

কন্যারাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে পূর্ব্বোক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে ক্রেতাগণ চামর, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ক্রয় করিবে। ক্রয়ের পর ষষ্ঠমাসে উহা বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ লাভ হয়॥ ৭॥

তৌলিনি তান্তব ভাণ্ডং মণিকম্বলকাচপীতকুসুমানি।
আদদ্যাদ্ধান্যানি চ ষণ্মাসাদ্দ্বিগুণিতা বৃদ্ধিঃ॥ ৮॥

তুলারাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে উক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে ব্যবসায়ীরা সূত্রনির্ম্মিত দ্রব্য, মণি, কম্বল, কাচ, পীতবর্ণ পুষ্প ও ধান্যাদি শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। পরে ছয়মাসকালে উহা বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ লাভ হয়॥ ৮॥

বৃশ্চিকসংস্থে সবিতরি ফলকন্দকমূলবিবিধরত্নানি।
বর্ষদ্বয়মুষিতানি দ্বিগুণং লাভং প্রযচ্ছন্তি॥ ৯॥

যখন সূর্য্য বৃশ্চিকরাশিতে গমন করেন, যদি তখন পূর্ব্বোক্ত কোন উৎপাত দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে ব্যবসায়ীরা ফল, কন্দ, মূল ও বিবিধ রত্ন-সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। সংগ্রহের দুইবৎসর পরে উহা বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ লাভ হইবে॥ ৯॥

চাপগতে গৃহ্ণীয়াৎ কুঙ্কুমশঙ্খপ্রবালকাচানি।
মুক্তাফলানি চ ততো বর্ষার্ধাদ্দ্বিগুণতাং যান্তি॥ ১০॥

ধনুরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে পূর্ব্বোক্ত উৎপাত দৃষ্ট হইলে কুঙ্কুম, শঙ্খ, প্রবাল, কাচ ও মুক্তা সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। ছয়মাস পরে উহা বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ লাভ হয়॥ ১০॥

মৃগঘটগে গৃহ্লীয়াদ্ দিবাকরে লোহভাণ্ডধান্যানি।
স্থিত্বা মাসং দদ্যাল্লাভার্থী দ্বিগুণমাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

যখন সূর্য্য মকর কিম্বা কুম্ভরাশিতে অবস্থিতি করে, তখন পূর্ব্বোক্ত কোন উৎপাত দৃষ্ট হইলে ব্যবসায়ীরা লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য ও ধান্যাদি শস্য-সংগ্রহ করিবে। একমাস পরে উহা বিক্রয় করিলে লাভার্থীর দ্বিগুণ লাভ হয়॥ ১১॥

সবিতরি ঝষমুপযাতে মূলফলং কন্দভাণ্ডরত্নানি।
সংস্থাপ্য বৎসরার্দ্ধং লাভকমিষ্টং সমাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

মীনরাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে পূর্ব্বোক্ত কোন উৎপাত দৃষ্ট হইলে ব্যবসায়ীরা ফল, মূল, কন্দ, রত্ন এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। ছয়মাস পরে উহা বিক্রয় করিলে অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে॥ ১২॥

রাশৌ রাশৌ যস্মিন্ শিশিরময়ূখঃ সহস্রকিরণো বা।
যুক্তোঽতিমিত্রদৃষ্টস্তত্রায়ং লাভকো দিষ্টঃ ॥ ১৩ ॥

যদি চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য তাহার অতিমিত্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া একরাশিতে অবস্থিতি করে, তাহাহইলে সেই রাশিতে যে যে দ্রব্য বুঝায় সেই সেই দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক বিক্রয় করিলে লাভ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

সবিতৃসহিতঃ সম্পূর্ণো বা শুভৈর্যুতবীক্ষিতঃ শিশির-কিরণঃ সদ্যোঽর্ঘ্যস্য প্রবৃদ্ধিকরঃ স্মৃতঃ। অশুভসহিতঃ সন্দৃষ্টো বা হিনস্ত্যথবা রবিঃ প্রতিগৃহগতান্ ভাবান্ বুদ্ধা বদেৎ সদসৎ ফলম্ ॥ ১৪ ॥

পূর্ণিমাতে বা অমাবস্যাদিবসে যদি চন্দ্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা তাহা-দিগের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাহইলে দ্রব্য মহার্ঘ্য হইবে। আর সূর্য্য অশুভ গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা তাহার সহিত যুক্ত হই লে দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিরাশির বল বিবেচনাপূর্ব্বক শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিবে॥১৪॥ ইতি দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়ে অর্ঘ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং অর্ঘ্য-কাণ্ড নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ইন্দ্রধ্বজসম্পৎ।

ব্রহ্মাণমূচুরমরা ভগবদ্ভুক্তাঃ স্ম নাসুরান্ সমরে।
প্রতিযোধয়িতুমতস্ত্বাং শরণ্যশরণং সমুপযাতাঃ ॥ ১ ॥

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা অসুর গণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এনিমিত্ত আমরা আপনার আশ্রয় লইলাম॥ ১॥

দেবানুবাচ ভগবান্ ক্ষীরোদে কেশবঃ স বঃ কেতুম্।
যং দাস্যতি তং দৃষ্ট্বা নাজৌ স্থাস্যন্তি বো দৈত্যাঃ ॥২॥

ব্রহ্মা তদুত্তরে বলিলেন। ক্ষীরোদসমুদ্রে মহাবিষ্ণু আছেন, তিনি তোমাদিগকে একটী কেতু অর্থাৎ ধ্বজা দিবেন, যে ধ্বজা দৃষ্টিমাত্র তোমাদিগের শত্রু অসুরগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিবে॥ ২॥

লব্ধবরাঃ ক্ষীরোদং গত্বা তে তুষ্টুবুঃ সুরাঃ সেন্দ্রাঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভমণিকিরণোদ্ভাসিতোরস্কম্ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রসমভিব্যাহারে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রে উপস্থিত হইলেন, পরে শ্রীবৎসচিহ্নিত ও কৌস্তুভমণিদ্বারা উজ্জ্বল বক্ষঃস্থল যে নারায়ণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥৩॥

শ্রীপতিমচিন্ত্যমসমং সমন্ততঃ সর্ব্বদেহিনাং সূক্ষ্মম্।
পরমাত্মানমনাদিং বিষ্ণুমবিজ্ঞাতপর্য্যন্তম্ ॥ ৪ ॥

হে শ্রীপতি! আপনি অচিন্ত্য, আপনি অতুল্য, আপনি সর্ব্বব্যাপী, আপনি সর্ব্বদেহীর দেহে অদৃশ্যরূপে বিরাজিত, আপনি সূক্ষ্ম পরমাত্মা, এবং আপনি অনাদি ও অনন্ত॥ ৪॥

তৈঃ সংস্তুতঃ স দেবস্তুতোষ নারায়ণো দদৌ চৈষাম্।
ধ্বজমসুরসুরবধূমুখকমলবনতুষারতীক্ষ্ণাংশুম্ ॥ ৫ ॥

দেব নারায়ণ, দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে একটী ধ্বজা প্রদান করিলেন; যে ধ্বজা দৈত্যবধূদিগের মুখপদ্মের মলিন-কারক চন্দ্রের ন্যায় ও দেববধূদিগের মুখপদ্মের প্রফুল্লিতকারক সূর্য্যের ন্যায় হইয়াছিল। অর্থাৎ দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে পদ্মপুষ্প যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ দেবগণের স্ত্রী সকলের মুখ দেবতাদিগের যুদ্ধ জয়ে প্রফুল্লিতকারক এবং রজনীযোগে চন্দ্রের উদয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম যেরূপ মুদ্রিত হয় সেইরূপ অসুরগণের যুদ্ধে পরাজয়ে দুঃখে ম্লানকারক এমত ধ্বজা নারায়ণ দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন॥ ৫॥

তং বিষ্ণুতেজোভবমষ্টচক্রে রথে স্থিতং ভাস্বতি রত্নচিত্রে। দেদীপ্যমানং শরদীব সূর্য্যং ধ্বজং সমাসাদ্য মুমোদ শক্রঃ ॥ ৬ ॥

যে ধ্বজা বিষ্ণুতেজ হইতে উৎপন্ন, রত্নে বিভূষিত, দীপ্তিশালী, অষ্টচক্র রথের উপরিস্থিত এবং শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল, সেই ধ্বজা ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন॥ ৬॥

সকিঙ্কিণীজালপরিষ্কৃতেন স্রক্‌ছত্রঘণ্টাপিটকান্বিতেন। সমুচ্ছ্রিতেনামররাড্ ধ্বজেন নিন্যে বিনাশং সমরেঽরি-সৈন্যম্ ॥ ৭ ॥

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টার মালা, পুষ্পমালা, ছত্র, বড় ঘণ্টা ও অন্যান্য ভূষণদ্বারা সুশোভিত ধ্বজা দণ্ডায়মান করিয়া ইন্দ্র, যুদ্ধে দৈত্যদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন॥ ৭॥

উপরিচরস্যামরপো বসোর্দ্দো চেদিপস্য বেণুময়ীম্।
যষ্টিং তাং স নরেন্দ্রো বিধিবৎসম্পূজয়ামাস ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র বেণুময়ী ধ্বজা চেদীদেশের রাজা বসুকে অর্থাৎ যিনি স্বর্গে গমনাগমন করিতে পারিতেন, তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐ বসু রাজা ধ্বজাপ্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি ঐ ধ্বজার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

প্রীতো মহেন মঘবান্ প্রাহৈবং যে নৃপাঃ করিষ্যন্তি।
বসুবদ্বসুমন্তস্তে ভুবি সিদ্ধাজ্ঞা ভবিষ্যন্তি ॥ ৯ ॥

বসু রাজার ধ্বজা পূজায় ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সকল রাজা বসুর ন্যায় ধ্বজা পূজা করিবে তাহারা চেদীদেশের রাজা বসুর ন্যায় ধনবান্ হইবে ও পৃথিবীতে তাঁহাদের আজ্ঞা সকলে পালন করিবে ॥ ৯ ॥

মুদিতাঃ প্রজাশ্চ তেষাং ভয়রোগবিবর্জ্জিতাঃ প্রভূতান্নাঃ। ধ্বজ এব চাভিধাস্যতি জগতি নিমিত্তৈঃ ফলং সদসৎ ॥ ১০ ॥

সেই সকল রাজার প্রজা ভাগ্যবান্ ও আনন্দিত হইবে এবং ভয় ও রোগ রহিত হইবে; বহু অন্নদ্বারা যুক্ত হইবে, আর ঐ ধ্বজা পৃথিবীতে শুভাশুভ ফল জানাইবে ॥ ১০ ॥

পূজা তস্য নরেন্দ্রৈর্ব্বলবৃদ্ধিজয়ার্থিভির্যথা পূর্ব্বম্।
শক্রাজ্ঞয়া প্রযুক্তা তামাগমতঃ প্রবক্ষ্যামি ॥ ১১ ॥

যেসকল রাজা বলবৃদ্ধি এবং যুদ্ধে জয় হইবার মানস করেন সেই-সকল রাজা ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে ধ্বজার পূজা করিয়া থাকেন। আমি এইক্ষণ শাস্ত্রানুসারে সেই ধ্বজার পূজা সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

তস্য বিধানং শুভকরণদিবসনক্ষত্রমঙ্গলমুহূর্ত্তৈঃ।
প্রাস্থানিকৈর্ব্বনমিয়াদ্দৈবজ্ঞঃ সূত্রধারশ্চ ॥ ১২ ॥

তাহার বিধান এই যে শুভকরণ, শুভদিনে, শুভবারে, শুভনক্ষত্রে ও শুভক্ষণে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও সূত্রধার বনে গমন করিবেন ॥ ১২ ॥

উদ্যানদেবতালয়পিতৃবনবল্মীকমার্গচিতিজাতাঃ।
কুব্জোর্দ্ধশুষ্ককণ্টকিবল্লীবন্দাকযুক্তাশ্চ ॥ ১৩ ॥

পুষ্পের উদ্যানের, দেবালয়ের, শ্মশানের, পথের উঁয়ের ঢীপির ও যজ্ঞভূমির বৃক্ষ এবং কুব্জ, অগ্রভাগ শুষ্ক, কণ্টকবৃক্ষ ও লতাবেষ্টিত এবং পরগাছাযুক্ত বৃক্ষ ॥ ১৩ ॥

বহুবিহগালয়কোটরপবনানলপীড়িতাশ্চ যে তরবঃ।
যে চ স্যুঃ স্ত্রীসংজ্ঞা ন তে শুভাঃ শক্রকেত্বর্থে ॥১৪॥

যেসকল বৃক্ষ, বহুতর পক্ষীর কোটরযুক্ত, বায়ু ও অগ্নিদ্বারা পীড়িত ও স্ত্রীসংজ্ঞক সেইসকল বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজ প্রস্তুতে প্রশস্ত নহে ॥ ১৪ ॥

শ্রেষ্ঠোঽর্জ্জুনোঽশ্বকর্ণঃ প্রিয়কধবোডুম্বরাশ্চ পঞ্চৈতে।
এতেষামন্যতমং প্রশস্তমথবাপরং বৃক্ষম্ ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রধ্বজা প্রস্তুত করিতে অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, ধব ও ওড়ুম্বর (অর্থাৎ যজ্ঞডুম্বর) বৃক্ষ, প্রশস্ত ও শুভকারক। এইসকল বৃক্ষের অভাব হইলে অপর প্রশস্ত বৃক্ষদ্বারা ধ্বজা প্রস্তুত করিবে ॥ ১৫ ॥

গৌরাসিতক্ষিতিভবং সম্পূজ্য যথাবিধি দ্বিজঃ পূর্ব্বং।
বিজনে সমেত্য রাত্রৌ স্পৃষ্ট্বা ক্রয়াদিমং মন্ত্রম্ ॥ ১৬॥

অথবা গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমিতে উৎপন্ন বৃক্ষের নিকট রাত্রিকালে একাকী গমন করিয়া পূজা করিবে এবং বৃক্ষকে স্পর্শপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ১৬ ॥

যানীহ বৃক্ষে ভূতানি তেভ্যঃ স্বস্তি নমোঽস্তু বঃ।
উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাং বাসপর্য্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যেসকল ভূত, এই বৃক্ষে বাস করেন তাঁহাদিগের মঙ্গল হউক ও নমস্কার করি, আমার এই পূজাগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অন্য বৃক্ষে যাইয়া বাস করুন ॥ ১৭ ॥

পার্থিবস্ত্বাং বরয়তে স্বস্তি তেঽস্তু নগোত্তম।
ধ্বজার্থং দেবরাজস্য পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

হে উত্তম বৃক্ষ! তোমার মঙ্গল হউক, রাজা, ইন্দ্রধ্বজা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করেন, তুমি এই পূজা গ্রহণ কর ॥ ১৮ ॥

ছিন্দ্যাৎ প্রভাতসময়ে বৃক্ষমুদক্ প্রাঙ্মুখোঽপি বা ভূত্বা।
পরশোর্জ্জর্জ্জরশব্দো নেষ্টঃ স্নিগ্ধো ঘনশ্চ হিতঃ ॥ ১৯ ॥

জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভাতকালে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ছেদন করিবে। কর্ত্তনকালে যদি কুঠারের জর্জ্জর শব্দ হয় তাহাহইলে অশুভ, আর যদি মধুর শব্দ হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

নৃপজয়দমবিধ্বস্তং পতনমনাকুঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বোদক্।
অবিলগ্নং চান্যতরৌ বিপরীতমতস্ত্যজেৎপতিতং ॥২০॥

ঐবৃক্ষ পতনকালে অভগ্ন ও নত কিংবা অপর বৃক্ষে সংলগ্ন না হইয়া যদি পতিত হয়, তাহাহইলে রাজা যুদ্ধে জয়ী হইবে আর ইহার বিপরীত হইয়া পতিত হইলে ঐবৃক্ষ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০ ॥

ছিত্ত্বাগ্রে চতুরঙ্গুলমষ্টৌ মূলে জলে ক্ষিপেদ্যষ্টিং।
উদ্ধৃত্য পুরদ্বারং শকটেন নয়েন্মনুষ্যৈর্ব্বা ॥ ২১ ॥

ঐবৃক্ষের অগ্রভাগ চারি অঙ্গুলী ও মূলভাগ আট অঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া জলের মধ্যে রাখিবে, অনন্তর জল হইতে তুলিয়া গাড়ীতে বা মনুষ্য-স্কন্ধের উপর করিয়া নগরের ফটকে আনিবে ॥ ২১ ॥

অরভঙ্গে বলভেদো নেম্যা নাশো বলস্য বিজ্ঞেয়ঃ।
অর্থক্ষয়োঽক্ষভঙ্গে তথানিভঙ্গে চ বর্দ্ধকিনঃ ॥ ২২ ॥

ঐ বৃক্ষ গাড়ী করিয়া আনয়ন কালে যদি গাড়ীর চক্রের মধ্যস্থিত দণ্ড

ভগ্ন হয় তাহাহইলে সৈন্য বিদ্রোহী হইবে। যদি চাকার পরিধি ভগ্ন হয় তাহাহইলে সৈন্যের বিনাশ, যদি অক্ষ অর্থাৎ চাকার আল্ ভগ্ন হয় তাহাহইলে ধন নাশ, আর যদি আলের খীল ভগ্ন হয় তাহাহইলে সূত্রধারের মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২২॥

ভাদ্রপদশুক্লপক্ষস্যাষ্টম্যাং নাগরৈর্বৃতো রাজা। দৈবজ্ঞসচিবকঞ্চুকিবিপ্রমুখৈঃ সুবেশধরৈঃ অহতাম্বরসংবীতাং যষ্টিং পৌরন্দরীং পুরং পৌরৈঃ। স্রগ্গন্ধধূপযুক্তাং প্রবেশয়েচ্ছঙ্খতূর্য্যরবৈঃ॥ ২৩—২৪॥

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীর দিনে রাজা, নগরবাসী, দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী, কঞ্চুকী (অর্থাৎ অন্তঃপুরের পাহারাওয়ালা) এবং ব্রাহ্মণ উত্তম বেশভূষাদ্বারা ভূষিত হইয়া একত্রিত হইয়া ঐ ধ্বজাকে নূতন বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং সুগন্ধ ধূপ ও পুষ্পমালাদ্বারা ভূষিত করিয়া ও শঙ্খাদিবাদ্য বাজাইয়া ধ্বজাসহ নগরে প্রবেশ করিবে॥ ২৩—২৪॥

রুচিরপতাকাতোরণবনমালালঙ্কৃতং প্রহৃষ্টজনং।
সম্মার্জ্জিতার্চ্চিতপথং সুবেশগণিকাজনাকীর্ণং॥ ২৫॥

সুন্দর পতাকা, তোরণ ও বনমালা এইসকল দ্বারা নগর সুশোভিত করিবে এবং নগরবাসীরা আনন্দ করিবে, পথসকল পরিষ্কৃত ও জলদ্বারা ধৌত করিবে। আর নগরবাসীগণ সুন্দর বেশভূষায় ভূষিতা নর্ত্তকী সহ ভ্রমণ করিবে॥ ২৫॥

অভ্যর্চ্চিতাপণগৃহং প্রভূতপুণ্যাহবেদনির্ঘোষং।
নটনর্ত্তকগেয়জ্ঞৈরাকীর্ণচতুষ্পথং নগরং॥ ২৬॥

নগরের দোকানঘর ও গৃহাদি সুসজ্জিত করিবে, উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করিবে, নট, নর্ত্তক ও গায়কসকলে প্রত্যেক চতুষ্পথে নৃত্য ও গান করিবে॥ ২৬॥

তত্র পতাকাঃ শ্বেতা বিজয়ায় ভবন্তি রোগদাঃ পীতাঃ।
জয়দাশ্চ চিত্ররূপা রক্তাঃ শস্ত্রপ্রকোপায়॥ ২৭॥

যে পতাকাদ্বারা নগর সুশোভিত হইয়াছে সেই পতাকা যদি শ্বেতবর্ণ হয় তাহাহইলে যুদ্ধে জয় হয়, পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে রোগ হয়, চিত্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে জয় হয় এবং রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে যুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ২৭॥

যষ্টিং প্রবেশয়ন্তীং নিপাতয়ন্তো ভয়ায় নাগাদ্যাঃ।
বালানাং তলশব্দে সংগ্রামঃ সত্ত্বযুদ্ধে বা॥ ২৮॥

ঐ ধ্বজা নগরে প্রবেশ কালে হস্তী কিংবা অন্য পশুগণ যদি ভয় প্রাপ্ত হইয়া ধ্বজাকে আঘাতদ্বারা ফেলিয়া দেয়, তাহাহইলে রাজার ভয়, আর বালকগণ করতালি দিলে কিংবা পশুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধভয় হইয়া থাকে॥ ২৮॥

সন্তক্ষ্য পুনস্তক্ষা বিধিবদ্যষ্টিং প্ররোপয়েদ্যন্ত্রে।
জাগরমেকাদশ্যাং নরেশ্বরঃ কারয়েচ্চাস্যাঃ॥ ২৯॥

সূত্রধার পুনরায় ঐ ধ্বজা যথাবিধিমতে প্রস্তুত করিবে, এবং কোন একটী আসনের উপরে রোপণ করিয়া রাখিবে, অনন্তর রাজা ঐ ধ্বজার নিকট একাদশীর দিবস জাগরণ করিবে॥ ২৯॥

সিতবস্ত্রোষ্ণীষধরঃ পুরোহিতঃ শাক্রবৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ।
জুহুয়াদগ্নিং সাম্বৎসরো নিমিত্তানি গৃহ্লীয়াৎ॥ ৩০॥

পুরোহিত শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া শাক্র বৈষ্ণব মন্ত্রে অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতার মন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবে, এবং জ্যোতির্বিদ্ চতুর্দ্দিকের লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া সংবৎসরের ফলাফল বিচার করিবেন॥ ৩০॥

ইষ্টদ্রব্যাকারঃ সুরভিঃ স্নিগ্ধো ঘনোঽনলোঽর্চ্চিষ্মান্।
শুভকৃদতোঽন্যো নেষ্টো যাত্রায়াং বিস্তরোঽভিহিতঃ॥ ৩১॥

যদি হোমের অগ্নিশিখা ইষ্ট দ্রব্যের আকার ধারণ করে, আর সুগন্ধযুক্ত হয়, ও স্নিগ্ধ, ঘন এবং উজ্জল হয়, তাহাহইলে রাজার শুভ, আর ইহার বিপরীত হইলে অশুভ। এই বিষয় আমার প্রণীত যাত্রাপ্রকরণে বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি॥ ৩১॥

স্বাহাবসানসময়ে স্বয়মুজ্জ্বলার্চ্চিঃ স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশিখো হুতভুগ্ নৃপস্য। গঙ্গাদিবাকরসুতাজলচারুহারাং ধাত্রীং সমুদ্ররসনাং বশগাং করোতি॥ ৩২॥

যদি পূর্ণাহুতি কালে হোমের অগ্নিশিখা স্বয়ংই অধিকতর উজ্জল হয় এবং নির্ম্মল ও দক্ষিণদিকে শিখা বাহির হয়, তাহাহইলে রাজা গঙ্গা যমুনা যে দেশের হার স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল স্থানের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে এবং সমুদ্র যাহার রসনা অর্থাৎ যে দেশের উভয় পার্শ্বে সমুদ্রবেষ্টিত। সেই সকল দেশের রাজা একাধিপত্যে শাসন করিবেন॥ ৩২॥

চামীকরশোককুরুণ্টকাব্জবৈদূর্য্যনীলোৎপলসন্নিভেঽগ্নৌ।
ন ধ্বান্তমন্তর্ভবনেঽবকাশং করোতি রত্নাংশুহতং নৃপস্য॥ ৩৩॥

পূর্ণাহুতিকালে অগ্নির শিখা যদি স্বর্ণবর্ণ, অশোক, কুরুণ্টক ও পদ্ম, পুষ্প এবং বৈদূর্য্যমণি অথবা নীলপদ্মের বর্ণের ন্যায় হয়, তাহাহইলে রাজার অন্ধকার গৃহ সকল বহুতর রত্নালোকে আলোকিত হইবে॥ ৩৩॥

যেষাং রথৌঘার্ণবমেঘদন্তিনাং সমস্বনোঽগ্নির্যদিবাপি দুন্দুভেঃ। তেষাং মদান্ধেভঘটাবিঘট্টিতা ভবন্তি যানে তিমিরোপমা দিশঃ॥ ৩৪॥

পূর্ণাহুতিকালে অগ্নির শব্দ যদি রথ, সমুদ্র, মেঘ, হস্তীর ও জয়ঢাকের ন্যায় হয়, তাহাহইলে রাজার গমনকালে অগণ্য মদমত্ত হস্তী দ্বারা দিক্‌সকল অন্ধকার হইবে॥ ৩৪॥

ধ্বজকুম্ভহয়েভভূভৃতামনুরূপে বশমেতি ভূভৃতাং।
উদয়াস্তধরাধরাধরা হিমবদ্বিন্ধ্যপয়োধরা ধরা॥ ৩৫॥

পূর্ণাহুতিকালে অগ্নিরশিখা যদি কুম্ভ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজা, কিংবা পর্ব্বতের আকার হয়, তাহাহইলে রাজা উদয় এবং অস্ত পর্ব্বত যে পৃথিবীর ওষ্ঠদ্বয় আর হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বত যে পৃথিবীর স্তনদ্বয় সেই পৃথিবীকে একাধিপত্যে শাসন করিবেন॥ ৩৫॥

দ্বিরদমদমহীসরোজলাজৈর্ঘৃতমধুনা চ হুতাশনে সগন্ধে। প্রণতনৃপশিরোমণিপ্রভাভির্ভবতি পুরশ্ছুরিতেব ভূর্ণৃপস্য ॥ ৩৬ ॥

অগ্নির গন্ধ যদি হস্তীর মদ, মৃত্তিকা, পদ্ম, খৈ, ঘৃত কিংবা মধুর গন্ধের ন্যায় হয়, তাহাহইলে রাজারপুরী প্রণত রাজাদিগের মুকুটের মণির প্রভাতে আলোকিত হইবে। অর্থাৎ সমস্ত রাজা তাহার বশীভূত থাকিবে ॥ ৩৬ ॥

উক্তং যদুত্তিষ্ঠতি শক্রকেতৌ শুভাশুভং সপ্তমরীচিরূপৈঃ। তজ্জন্মযজ্ঞগ্রহশান্তিযাত্রাবিবাহকালেষ্বপি চিন্তনীয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

ইন্দ্রধ্বজ সম্বন্ধে যেসকল হোমাদির বিষয় বলা হইল অর্থাৎ হোমের অগ্নিশিখা ইন্দ্রধ্বজের কাষ্ঠের আনয়ন ইত্যাদি কার্য্যের শুভাশুভ ফল বলা হইল, সেই সমস্ত শুভাশুভ ফল জন্মকালীন হোমাগ্নি ও যজ্ঞাগ্নি, গ্রহশান্তি. যাত্রা এবং বিবাহাদিতে ও বিচার করিয়া কুল, শীল, বৃত্ত বিবাহাদিতে ও বিত্তসম্বন্ধে শুভাশুভ ফল হইবে ॥ ৩৭ ॥

গুড়পূপপায়সাদ্যৈর্ব্বিপ্রানভ্যর্চ্চ্য দক্ষিণাভিশ্চ।
শ্রবণেন দ্বাদশ্যাং উত্থাপ্যোঽন্যত্র বা শ্রবণাৎ ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণদিগকে গুড়, পিষ্টক ও পায়সদ্বারা ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিয়া রাজা দ্বাদশী তিথিতে যখন চন্দ্র, শ্রবণা কিম্বা অন্য নক্ষত্র ভোগ করেন, সেইদিবস যথাবিধিমতে ইন্দ্রধ্বজ রোপণ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

শক্রকুমার্য্যঃ কার্য্যাঃ প্রাহ মনুঃ সপ্ত পঞ্চ বা তজ্জ্ঞৈঃ। নন্দোপনন্দসংজ্ঞে পাদেনার্দ্ধেন চোচ্ছ্রায়াৎ। ষোড়শভাগাভ্যধিকে জয়বিজয়ে দ্বে বসুন্ধরে চান্যে। অধিকা শক্রজনিত্রী মধ্যেঽষ্টাংশেন চৈতাসাং ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনুরমতে পাঁচটী বা সাতটী ইন্দ্রের কন্যার প্রতিমূর্ত্তি এই শাস্ত্রের পণ্ডিতের উপদেশানুসারে প্রস্তুত করিয়া নন্দা নামক কন্যা ঐ ধ্বজার চতুর্থাংশে স্থাপন করিবে। উপনন্দা নামক কন্যা ঐ ধ্বজার অর্দ্ধাংশে স্থাপন করিবে। জয়া নামক কন্যা নন্দার উপরে ঐ ধ্বজার ষোড়শাংশে, বিজয়া নামক কন্যা উপনন্দার উপরে ষোড়শভাগে, তৎপরে বসুন্ধরা নামক দুইটী কন্যার মূর্ত্তি ঐ উচ্চতার হিসাবে একটী জয়া ও একটী বিজয়া উপরে রাখিবে। অনন্তর ইন্দ্রমাতা নামক কন্যা ঐ ধ্বজার আটভাগের এক ভাগে অথচ ঐ সকল কন্যাগণের মধ্যে স্থাপন করিবে ॥ ৩৯—৪০ ॥

প্রীতৈঃ কৃতানি বিবুধৈর্যানি পুরা ভূষণানি সুরকেতোঃ।
তানি ক্রমেণ দদ্যাৎ পিটকানি বিচিত্ররূপাণি ॥ ৪১ ॥

দেবগণ, সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ধ্বজাকে যতপ্রকার অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সকল অলঙ্কার রাজা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ ধ্বজাকে শোভিত করিবেন ॥ ৪১ ॥

রক্তাশোকনিকাশং চতুরস্রং বিশ্বকর্ম্মণা প্রথমং।
রসনা স্বয়ম্ভুবা শঙ্করেণ চানেকবর্ণধরী ॥ ৪২ ॥

প্রথমতঃ বিশ্বকর্ম্মা রক্ত অশোক পুষ্পের বর্ণের ন্যায়, ত্রিকোণবিশিষ্ট অলঙ্কার ঐ ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা এবং শিব নানাবর্ণের কটিদেশের দ্বিতীয় অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

অষ্টাশ্রি নীলরক্তং তৃতীয়মিন্দ্রেণ ভূষণং দত্তং।
অসিতং যমশ্চতুর্থং মসূরকং কান্তিমদযচ্ছৎ ॥ ৪৩ ॥

অষ্টকোণ ও নীল অথচ রক্তবর্ণ তৃতীয় অলঙ্কার ঐ ধ্বজাকে ইন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। যম, মসূরক নামক কৃষ্ণবর্ণ ও তেজস্বী ভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

মঞ্জিষ্ঠাভং বরুণঃ ষড়শ্রিতং পঞ্চমং জলোর্ম্মিনিভং।
মায়ূরং কেয়ূরং ষষ্ঠং বায়ুর্জলদনীলম্ ॥ ৪৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠার বর্ণ ঢেউতোলা, ও ষট্‌কোণ আকারের পঞ্চম ভূষণ বরুণ, প্রদান করিয়াছিলেন। বায়ু কর্ত্তৃক কেয়ূর (অর্থাৎ বাজু) নামক ষষ্ঠভূষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, যাহা নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় ময়ূরের পুচ্ছদ্বারা নির্ম্মিত ॥ ৪৪ ॥

স্কন্দঃ স্বং কেয়ূরং সপ্তমমদদদ্ধ্বজায় বহুচিত্রং।
অষ্টমমনলজ্বালাসঙ্কাশং হব্যভুগ্দত্তং ॥ ৪৫ ॥

কার্ত্তিক, তাঁহার স্বকীয় বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত সপ্তম অলঙ্কার কেয়ূরনামক ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন, অগ্নিবর্ণ অষ্টমঅলঙ্কার অগ্নি ঐ ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

বৈদূর্য্যসদৃশমিন্দুর্নবমং গ্রৈবেয়কং দদাবন্যৎ।
রথচক্রাভং দশমং সূর্য্যস্ত্বষ্টা প্রভাযুক্তং ॥ ৪৬ ॥

বৈদূর্য্যমণি—সদৃশ বহুমূল্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত নবম কণ্ঠভূষণ চন্দ্র ঐ ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব, রথচক্রের প্রভা-সদৃশ দশমভূষণ ঐ ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

একাদশমুদ্বংশং বিশ্বে দেবাঃ সরোজসঙ্কাশং।
দ্বাদশমপি চ নিবংশং মুনয়ো নীলোৎপলাভাসং ॥ ৪৭ ॥

বিশ্ব—দেবগণ একাদশ উদ্বংশ নামক, পদ্মসদৃশ কর্ণভূষণ ঐ ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আর মুনিগণ নিবংশ নামক নীলপদ্ম—সদৃশ দ্বাদশ কর্ণভূষণ ধ্বজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চিদধ ঊর্দ্ধনির্ণীতমুপরি বিশালং ত্রয়োদশং কেতোঃ।
শিরসি বৃহস্পতিশুক্রৌ লাক্ষারসসন্নিভং দদতুঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং উপরে কিঞ্চিৎ নত, কিন্তু উপরিভাগ বিশাল ও লাক্ষা-সদৃশ বর্ণ এইরূপ ছত্রাকার ত্রয়োদশ অলঙ্কার বৃহস্পতি ও শুক্র ঐ ধ্বজার মস্তকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

যদ্যদ্যেন বিনির্ম্মিতমমরেণ বিভূষণং ধ্বজস্যার্থে।
তত্তত্তদ্দৈবত্যং বিজ্ঞাতব্যং বিপশ্চিদ্ভিঃ ॥ ৪৯ ॥

যে যে দেবতা ঐ ধ্বজাকে যে যে ভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐসকল

ভূষণ ঐ সকল দেবতারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল ভূষণের অধিপতি ঐসকল দেবতা বলিয়া পণ্ডিতগণ অবগত হইবেন ॥ ৪৯ ॥

ধ্বজপরিমাণত্র্যংশঃ পরিধিঃ প্রথমস্য ভবতি পিটকস্য।
পরতঃ প্রথমাৎপ্রথমাদষ্টাংশহীনানি ॥ ৫০ ॥

প্রথম অলঙ্কারের পরিধিধ্বজের পরিমাণের তিন অংশের এক অংশে, তৎপরে অপরাপর অলঙ্কারগুলি ক্রমে প্রথমের এক অষ্টমাংশ করিয়া হীন করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে ধ্বজার পরিধির এক তৃতীয় অংশে ধ্বজার মূল হইতে যে দূরতা হইবে, সেই স্থানে প্রথম অলঙ্কার স্থাপন করিবে। দ্বিতীয় অলঙ্কার প্রথম অলঙ্কারের দূরতার সপ্তমের অষ্টমাংশে স্থাপন করিবে, এইরূপ নিয়মে অপরাপর অলঙ্কার গুলিন স্থাপন করিবে ॥ ৫০ ॥

কুর্য্যাদহনি চতুর্থে পূরণমিন্দ্রধ্বজস্য শাস্ত্রজ্ঞঃ।
মনুনা চাগমগীতান্ মন্ত্রানেতান্ পঠেন্নিয়তঃ ॥ ৫১ ॥

চারি দিবস পর্য্যন্ত ঐধ্বজাকে অলঙ্কারাদিদ্বারা সুশোভিত করিবে, তৎপরে মনু, যে সকল শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা নিয়মিতরূপে উচ্চারণ করিবে ॥ ৫১ ॥

হরার্কবৈবস্বতশক্রসোমৈর্দ্ধনেশবৈশ্বানরপাশভৃদ্ভিঃ। মহর্ষিসঙ্ঘৈঃ সদিগপ্সরোভিঃ শুক্রাঙ্গিরঃস্কন্দমরুদ্গণৈশ্চ। যথা ত্বমূর্জ্জস্কর নৈকরূপৈঃ সমার্চ্চিতস্ত্বাভরণৈরুদারৈঃ। তথেহ তান্যাভরণানি দেব শুভানি সংপ্রীতমনা গৃহাণ ॥ ৫২—৫৩ ॥

শিব, সূর্য্য, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, অগ্নি, বরুণ, মহর্ষিগণ, দিক্ সকল, অপ্সরা, শুক্র, বৃহস্পতি, কার্ত্তিক, বায়ু এই সকল দেবতারা তোমাকে যেরূপ নানাবিধ শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন এবং আপনিও তাহা সন্তুষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরা ও অলঙ্কারদ্বারা পূজা করিতেছি, সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করুন ॥ ৫২—৫৩ ॥

অজোঽব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো বিষ্ণুর্ব্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। ত্বমন্তকঃ সর্ব্বহরঃ কৃশানুঃ সহস্রশীর্ষা শতমন্যুরীড্যঃ ॥ ৫৪ ॥

আপনি অজ, নাশ-রহিত, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য, একরূপ, বিষ্ণু, বরাহ, পুরাণপুরুষ, অন্তক, সর্ব্বহরণকর্ত্তা, অগ্নি, সহস্রবদন, শতক্রতু, এবং আপনি স্তবের যোগ্য ॥ ৫৪ ॥

কবিং সপ্তজিহ্বং ত্রাতারম্ ইন্দ্রমবিতারং সুরেশম্। হ্বয়ামি শক্রং বৃত্রহণং সুষেণম্ অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্তু ॥ ৫৫ ॥

হে আদ্যবিদ্বন্, (সর্ব্বজ্ঞ), সপ্তজিহ্ব, ইন্দ্র, পালনকর্ত্তা, দেবাধিপতি আপনি শক্র, বৃত্রহা নামে বিখ্যাত; আমি আপনাকে আহ্বান করিতেছি, আমার বীরগণ জয়ী হউক ॥ ৫৫ ॥

প্রপূরণে চোচ্ছ্রয়ণে প্রবেশে স্নানে তথা মাল্যবিধৌ বিসর্গে। পঠেদিমান্নৃপতিঃ সোপবাসো মন্ত্রাঞ্ছুভান্ পুরুহূতস্য কেতোঃ ॥ ৫৬ ॥

ইন্দ্রধ্বজকে অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত করিবার সময়, উঠাইবার ও নগর প্রবেশ ও স্নান ও মাল্যদ্বারা ভূষিত, এবং বিসর্জ্জন করিবার সময় রাজা উপবাসী থাকিয়া উক্ত মন্ত্রপাঠ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

ছত্র-ধ্বজাদর্শফলার্দ্ধচন্দ্রৈর্ব্বিচিত্র-মালাকদলীক্ষুদণ্ডৈঃ। সব্যালসিংহৈঃ পিটকৈর্গবাক্ষৈরলঙ্কৃতং দিক্ষু চ লোকপালৈঃ ॥ ৫৭ ॥

ইন্দ্রধ্বজাকে ছত্র, ধ্বজা, আয়না, ফল, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রস্তর, বিচিত্র পুষ্পমালা, রম্ভা এবং ইক্ষু এইসকল দ্বারা ভূষিত করিবে। অনন্তর উহার সহিত সর্পের ও সিংহের মূর্ত্তি ও অলঙ্কার এবং গবাক্ষাকৃতি মূর্ত্তি আর ইহার সহিত অষ্টদিক্‌পালের মূর্ত্তি ঐ ধ্বজার চতুষ্পার্শ্বে রাখিয়া সুসজ্জিত করিবে ॥ ৫৭ ॥

অচ্ছিন্নরজ্জুং দৃঢ়কাষ্ঠমাতৃকং সুশ্লিষ্টযন্ত্রার্গলপাদতোরণং। উত্থাপয়েল্লক্ষ্ম সহস্রচক্ষুষঃ সারদ্রুমাভগ্নকুমারিকান্বিতম্ ॥ অবিরতজনরাবং মঙ্গলাশীঃ প্রণামৈঃ পটুপটহমৃদঙ্গৈঃ শঙ্খভের্য্যাদিভিশ্চ। শ্রুতিবিহিতবচোভি পাপঠদ্ভিশ্চ বিপ্রৈরশুভরহিতশব্দং কেতুমুত্থাপয়ীত ॥ ৫৮—৫৯ ॥

অচ্ছিন্নরজ্জু, শক্ত কাঠের খোঁটা ঐ ধ্বজার মূলদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটী মাতৃকা, আর পাদতোরণ এবং সারকাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত ইন্দ্রকুমারিকা এই সকল দ্বারা ইন্দ্রধ্বজাকে উত্থিত করিবে। তৎকালে লোকসকল জয়ধ্বনি করিবে। পুরোহিতগণ আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিবেন। রণবাদ্য, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্য এবং ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিবেন। আর শুভশব্দদ্বারা ঐ ধ্বজাকে উত্থিত করিবেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ফলদধিঘৃতলাজাক্ষৌদ্রপুষ্পাগ্রহস্তৈঃ প্রণিপতিতশিরোভিস্তুষ্টুবদ্ভিশ্চ পৌরৈঃ। ধৃতমনিমিষভর্ত্তুঃ কেতুমীশঃ প্রজানাম্ অরিনগরনতাগ্রং কারয়েদ্বিড়্‌বধায় ॥৬০॥

লোক সকল উভয় হস্তে ফল, দধি, ঘৃত, খৈ, মধু ও পুষ্প, এইসকল ধারণ করিয়া ইন্দ্রধ্বজাকে অঞ্জলি প্রদান এবং স্তব ও প্রণাম করিবে। আর নগরবাসী সকলে এই উৎসবে যোগদান করিয়া ঐ ধ্বজার অগ্রভাগ শক্রর নগরের দিকে কিঞ্চিৎ নত করিবে, ইহাতেই শত্রুগণ হীনবল হইবে ॥ ৬০ ॥

নাতিদ্রুতং ন চ বিলম্বিতমপ্রকম্পম্ অধ্বস্তমাল্যপিটকাদি-বিভূষণঞ্চ। উত্থানমিষ্টমশুভং যদতোঽন্যথা স্যাৎ তচ্ছান্তিভির্নরপতেঃ শময়েৎপুরোধাঃ ॥ ৬১ ॥

অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বা অতিশয় ধীরে ধীরে ঐ ধ্বজা তুলিবে না,

এইরূপ ভাবে তুলিলে যদি মালা ও অলঙ্কার সকল পতিত না হয় তাহা-হইলে রাজার শুভ হইবে, ইহার অন্যথা হইলে অশুভ ঘটিবে। যদি ঐরূপ অশুভ ঘটে, তাহাহইলে পুনরায় শান্তি করিয়া দোষ দূর করিবে ॥ ৬১ ॥

ক্রব্যাদকৌশিককপোতককাককঙ্কৈঃ কেতুস্থিতৈর্মহদ্ভুশন্তি ভয়ং নৃপস্য। চাষেণ চাপি যুবরাজভয়ং বদন্তি শ্যেনো বিলোচনভয়ং নিপতন্ করোতি ॥ ৬২ ॥

ঐ ধ্বজার উপরিভাগে যদি শকুন, ঘুঘু, কপোত, কাক এবং বাজপক্ষী বসে, তাহাহইলে রাজা বিপদে পতিত হইবেন, আর চাষপক্ষী বসিলে, যুবরাজের পীড়া, যদি শ্যেনপক্ষী উড্ডীয়মানকালে ঐধ্বজার অগ্রভাগে পক্ষদ্বারা আঘাত করে তাহাহইলে চক্ষুঃপীড়া হইবে ॥ ৬২ ॥

ছত্রভঙ্গপতনে নৃপমৃত্যুস্তস্করান্মধু করোতি নিলীনং। হন্তি চাপ্যথ পুরোহিতমুল্কা পার্থিবস্য মহিষীমশনিশ্চ ॥৬৩॥

ইন্দ্রধ্বজার উপরের ছত্র ভগ্ন, কিম্বা পতিত হইলে, রাজার মৃত্যু, ধ্বজে মধুমক্ষিকা বাসা করিলে চৌরভয়, উল্কাপাত হইলে, রাজপুরোহিতের মৃত্যু এবং বজ্রপাত হইলে রাজার রাণীর মৃত্যু হইবে ॥ ৬৩ ॥

রাজ্ঞীবিনাশং পতিতা পাতাকা করোত্যবৃষ্টিং পিটকস্য পাতঃ। মধ্যাগ্রমূলেষু চ কেতুভঙ্গো নিহন্তি মন্ত্রিক্ষিতিপালপৌরান্ ॥ ৬৪ ॥

যদি ঐ ধ্বজা দৈববশতঃ মৃত্তিকায় পতিত হয়, তাহাহইলে রাণীর মৃত্যু, যদি কোন একটী অলঙ্কার পতিত হয়, তাহাহইলে অনাবৃষ্টি, যদি ঐ ধ্বজার মধ্যস্থান ভগ্ন হয়, তাহাহইলে প্রধান মন্ত্রীর বিনাশ, যদি অগ্রভাগ ভগ্ন হয়, তাহাহইলে রাজার বিনাশ, আর যদি মূলদেশ ভগ্ন হয়, তাহাহইলে নগরবাসী লোক সকল বিনাশ পাইবে ॥ ৬৪ ॥

ধূমাবৃতে শিখিভয়ং তমসা চ মোহো ব্যালৈশ্চ ভগ্নপতিতৈর্নভবন্ত্যমাত্যাঃ। প্রায়ন্ত্যুদক্প্রভৃতি চ ক্রমশো দ্বিজাদ্যা ভঙ্গে চ বন্ধকিবধঃ কথিতঃ কুমার্য্যাঃ ॥ ৬৫ ॥

যদি ঐ ধ্বজা ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তাহাহইলে অগ্নিভয়, অন্ধকারদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে মোহ, ব্যাঘ্র মূর্ত্তি ভগ্ন কিংবা পতিত হয় তাহাহইলে মন্ত্রিগণের গ্লানি আর ঐ ধ্বজা ভগ্ন হইয়া উত্তরদিকে পতিত হইলে ব্রাহ্মণগণের, পূর্ব্বদিকে পতিত হইলে ক্ষত্রিয়দিগের, দক্ষিণদিকে পতিত হইলে বৈশ্যের এবং পশ্চিমে পতিত হইলে শূদ্রগণের কষ্ট উপস্থিত হয়, যদি ইন্দ্রকুমারিগণ পতিত হয় তাহাহইলে বেশ্যাদিগের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

রজ্জূৎসঙ্গচ্ছেদনে বালপীড়া রাজ্ঞো মাতুঃ পীড়নং মাতৃকায়াঃ। যদ্যৎকুর্য্যুর্বালকাশ্চারণা বা তত্তত্তাদৃগ্ভাবি পাপং শুভং বা ॥ ৬৬ ॥

যদি ইন্দ্রধ্বজার রজ্জু ছিন্ন হয়, তাহাহইলে বালকগণের পীড়া, মাতৃকা পতিত হইলে রাজমাতার পীড়া, বালক ও চারণগণ তৎকালে যে যে কার্য্য করিবে, সেই সকল কার্য্য যদি শুভ হয়, তাহাহইলে শুভ হইবে আর অশুভ হইলে অশুভ ঘটিবে ॥ ৬৬ ॥

দিনং চতুষ্টয়মুত্থিতমর্চ্চিতং সমভিপূজ্য নৃপোঽহনি পঞ্চমে। প্রকৃতিভিঃ সহ লক্ষ বিসর্জ্জয়েদ্ বলভিদঃ স্ববলাভিবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রধ্বজার পূজা ক্রমে চারি দিবস করিবে, পরে পঞ্চমদিবসে রাজা প্রকৃতিবর্গের সহিত তাহার প্রজা ও সৈন্যসামন্তের বৃদ্ধির নিমিত্ত ঐ ধ্বজাকে বিসর্জ্জন দিবে ॥ ৬৭ ॥

উপরিচরবসুপ্রবর্ত্তিতং নৃপতিভিরপ্যনু সন্ততং কৃতং। বিধিমিমমনুমন্য পার্থিবো ন রিপুকৃতং ভয়মাপ্নুয়াদিতি ॥ ৬৮ ॥

যে রাজা চেদিদেশের আকাশবিহারী বসু প্রভৃতি রাজার ন্যায় ইন্দ্রধ্বজার পূজা ও উৎসব করিবেন, সে সকল রাজার শত্রুভয় থাকিবে না ॥ ৬৮ ॥ ইতি ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে ইন্দ্রধ্বজ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামিন্দ্রধ্বজসম্পন্নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নীরাজনং।

ভগবতি জলধরপক্ষক্ষপাকরার্কেক্ষণে কমলনাভে। উন্মীলয়তি তুরঙ্গমকরিনরনীরাজনং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥

মেঘ সকল যাঁহার ভ্রূ, চন্দ্র এবং সূর্য্য, যাঁহার নয়নযুগল ও পদ্ম যাঁহার নাভি এইরূপ বিষ্ণুর উত্থানের পর রাজা তাহার প্রজাগণ, অশ্ব ও হস্তীসমূহের মঙ্গলার্থে নীরাজনবিধি করিবেন * ॥ ১ ॥

দ্বাদশ্যামষ্টম্যাং কার্ত্তিকশুক্লস্য পঞ্চদশ্যাং বা। আশ্বযুজে বা কুর্য্যান্নীরাজনসংজ্ঞিতাং শান্তিং ॥ ২ ॥

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী, অষ্টমী অথবা পূর্ণিমাতিথিতে কিম্বা আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে ঐ সকল তিথিতে নীরাজন নামক শান্তি করিবে ॥ ২ ॥

নগরোত্তরপূর্ব্বদিশি প্রশস্তভূমৌ প্রশস্তদারুময়ং। ষোড়শহস্তোচ্ছ্রায়ং দশবিপুলং তোরণং কার্য্যং ॥ ৩ ॥

নগরের ঈশানকোণে পবিত্র স্থান দেখিয়া সেই স্থানে প্রশস্ত কাষ্ঠ দ্বারা ষোলহাত দীর্ঘে ও দশহাত প্রস্থে একটী তোরণ প্রস্তুত করিবে ॥ ৩ ॥

---

* যুদ্ধযাত্রার অগ্রে রাজা ও তাহার সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদি বাহন এবং অস্ত্র শস্ত্রাদির উৎসবাদি কার্য্যের নাম নীরাজন।

সর্জ্জোতুম্বরশাখাককুভময়ং শান্তিসদ্ম কুশবহুলং।
বংশবিনির্ম্মিতমৎস্যধ্বজচক্রালঙ্কৃতদ্বারং ॥ ৪ ॥

শাল উডুম্বর ও অর্জ্জুনবৃক্ষের শখা ও ঘন কুশার ছাওনি দ্বারা একটী নীরাজনের মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ মণ্ডপ বাঁশ দ্বারা মৎস্য, ধ্বজ ও চক্র প্রস্তুত করিয়া সুশোভিত করিবে॥ ৪ ॥

প্রতিসরয়া তুরগাণাং ভল্লাতকশালিকুষ্ঠসিদ্ধার্থান্।
কণ্ঠেষু নিবধ্নীয়াৎ পুষ্ট্যর্থং শান্তিগৃহগানাং ॥ ৫ ॥

ঐ শান্তিঘরে পশুদিগের কুশলার্থে অশ্ব সকল আনয়ন করত তাহাদের গলদেশে ভল্লাতক, ধান্য, কুড় ও শ্বেত সর্ষপ একত্র করিয়া কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিতসূত্র বা পীতবর্ণ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে॥ ৫ ॥

রবিবরুণবিশ্বদেবপ্রজেশপুরুহূতবৈষ্ণবৈর্ম্মন্ত্রৈঃ।
সপ্তাহং শান্তিগৃহে কুর্য্যাচ্ছান্তিং তুরঙ্গাণাং ॥ ৬ ॥

তৎপরে সাতদিবস ক্রমে সূর্য্য, বরুণ, বিশ্বদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু এই সকলের মন্ত্রপাঠে এবং হোমাদিদ্বারা অশ্বগণের হিতার্থে শান্তিকার্য্য করিবেন॥ ৬ ॥

অভ্যর্চ্চিতা ন পরুষং বক্তব্যা নাপি তাড়নীয়াস্তে।
পুণ্যাহশঙ্খতূর্য্যধ্বনিগীতরবৈর্ব্বিমুক্তভয়াঃ ॥ ৭ ॥

যখন ঐ শান্তিগৃহে শঙ্খ ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি হইবে তখন ঐ বাদ্য এইরূপ ভাবে করিতে হইবে, যেন তাহাতে অশ্বগণ ভীত না হয়, আর অশ্বগণের প্রতি নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ ও তাড়না করিবেনা॥ ৭ ॥

প্রাপ্তেঽষ্টমেঽহ্নি কুর্য্যাতুদঙ্মুখং তোরণস্য দক্ষিণতঃ।
কুশচীরাবৃতমাশ্রমমগ্নিং পুরতোঽস্য বেদ্যাঞ্চ ॥ ৮ ॥

অষ্টমদিবস তোরণের দক্ষিণদিকে কুশ এবং বল্কল দ্বারা আচ্ছাদিত ও উত্তরমুখ করিয়া একটী আশ্রম অর্থাৎ মঞ্চ প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ মঞ্চের সম্মুখে বেদির উপরে অগ্নি স্থাপন করিবে॥ ৮ ॥

চন্দনকুষ্ঠসমঙ্গাহরিতালমনঃশিলাপ্রিয়ঙ্গুবচাঃ। দন্ত্যমৃতাঞ্জনরজনীসুবর্ণপুষ্পাগ্নিমন্থাশ্চ ॥ শ্বেতাং সপূর্ণকোশাং কটম্ভরাত্রায়মাণসহদেবীঃ। নাগকুসুমং স্বগুপ্তাং শতাবরীং সোমরাজীঞ্চ ॥ কলসেষ্বেতান্ কৃত্বা সম্ভারানুপহরেদ্বলিং সম্যক্। ভক্ষ্যৈর্নানাকারৈর্ম্মধুপায়সযাবকপ্রচুরৈঃ ॥৯-১১॥

চন্দন, কুড়, সমঙ্গা, হরিতাল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, বচ, দন্তী, গুলঞ্চ, অঞ্জন, হরিদ্রা, স্বর্ণপুষ্প, গণিয়ারী, শ্বেতাংশ, পূর্ণকোষ, কটম্ভরা, অর্থাৎ পুনর্নবা, ত্রয়োমাণা (বলালতা), সহাদেবী (পীতঝিল্লী) নাগকুসুম, স্বগুপ্ত (লতা কট্‌কী), শতাবরী (শতমূলী) এবং সোমরাজী, এই সকল দ্রব্যকে রাজা একটি কলসীর মধ্যে স্থাপন করিবে, পরে ঐ সকল কলসীকে পিষ্টক, মধু, পায়স ও মিষ্টান্ন এবং দুগ্ধাদি দ্বারা উৎসর্গ করিবেন॥ ৯—১১ ॥

খদিরপলাশোতুম্বরকাশ্মর্য্যশ্বত্থনির্ম্মিতাঃ সমিধঃ।
স্রুক্কনকাদ্রজতাদ্বা কর্ত্তব্যা ভূতিকামেন ॥ ১২ ॥

ঐশ্বর্য্য অভিলাষী রাজা খদির, পলাশ, যজ্ঞডুমুর, কাশ্মরী (গাম্ভারী) অশ্বথ এইসকল সমিধকাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবে, পরন্তু স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যদ্বারা পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যজ্ঞীয় ঘৃত রাখিবে॥ ১২ ॥

পূর্ব্বাভিমুখঃ শ্রীমান্ বৈয়াঘ্রে চর্ম্মণি স্থিতো রাজা।
তিষ্ঠেদনলসমীপে তুরগভিষগ্দৈববিৎসহিতঃ ॥ ১৩ ॥

অশ্বচিকিৎসক এবং দৈবজ্ঞ এইসকলের সহিত, রাজা ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যজ্ঞাগ্নির নিকট উপবেশন করিবেন॥ ১৩ ॥

যাত্রায়াং যদভিহিতং গ্রহযজ্ঞবিধৌ মহেন্দ্রকেতৌ চ।
বেদীপুরোহিতানললক্ষণমস্মিংস্তদবধার্য্যং ॥ ১৪ ॥

যাত্রা, গ্রহযজ্ঞ এবং ইন্দ্রধ্বজ সম্বন্ধীয় বেদী, পুরোহিত ও যজ্ঞাগ্নির যে সকল বিধি ও লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সকল বিধি ও লক্ষণ নীরাজন সম্বন্ধে ও জানিবে॥ ১৪ ॥

লক্ষণযুক্তং তুরগং দ্বিরদবরং চৈব দীক্ষিতং স্নাতং।
অহতসিতাম্বরগন্ধস্রগ্ধূপাভ্যর্চ্চিতং কৃত্বা ॥ ১৫ ॥

রাজা, সুলক্ষণাক্রান্ত ও সুশিক্ষিত হস্তী ও অশ্বগণকে স্নান করাইয়া নূতনবস্ত্র, চন্দন, গন্ধ ও মাল্যদ্বারা পূজা করিবেন॥ ১৫ ॥

আশ্রমতোরণমূলং সমুপনয়েৎসান্ত্বয়ঞ্ছনৈর্ব্বাচা।
বাদিত্রশঙ্খপুণ্যাহনিঃস্বনাপূরিতদিগন্তং ॥ ১৬ ॥

অশ্বদিগকে শান্তবাক্য বলিয়া শঙ্খাদি বাদ্যসহ আশ্রমের তোরণের নিকট যাইবে॥ ১৬ ॥

যদ্যানীতস্তিষ্ঠেদ্ দক্ষিণচরণং হয়ঃ সমুৎক্ষিপ্য।
স জয়তি তদা নরেন্দ্রঃ শত্রূনচিরাদ্বিনা যত্নাৎ ॥ ১৭ ॥

যদি ঐ আনীত অশ্ব দক্ষিণচরণ উত্থিত করে, তাহাহইলে রাজা বিনা-যত্নে শত্রুকে জয় করিবেন॥ ১৭ ॥

ত্রস্যন্নেষ্টো রাজ্ঞঃ পরিশেষং চেষ্টিতং দ্বিপহয়ানাং।
যাত্রায়াং ব্যাখ্যাতং তদিহ বিচিন্ত্যং যথাযুক্তি ॥ ১৮ ॥

ঐ অশ্ব এবং হস্তী যদি ত্রাসিত হয়, তাহাহইলে রাজার অশুভ হয় এবং যোগ যাত্রার গ্রন্থে হস্তী এবং অশ্ব সম্বন্ধীয় নানারূপ যে সকল লক্ষণের ফল উক্ত হইয়াছে, সেই সকল ফল নীরাজনেও ফলিবে॥ ১৮ ॥

পিণ্ডমভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ পুরোহিতো বাজিনে স যদি জিঘ্রেৎ।
অশ্নীয়াদ্বা জয়কৃদ্বিপরীতোঽতোঽন্যথাভিহিতঃ ॥ ১৯ ॥

পুরোহিত, অন্নপিণ্ড অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐ অশ্বকে স্পর্শ করিয়া অশ্বের আহারের নিমিত্ত তাহার মুখের নিকট ধরিবে, যদি ঐ অশ্ব উক্ত পিণ্ডের ঘ্রাণ লয়, কিংবা ঐ পিণ্ড ভক্ষণ করে, তাহাহইলে রাজা যুদ্ধে জয়ী হইবেন, অন্যথা হইলে পরাজয় হইবেন॥ ১৯ ॥

কলসোদকেষু শাখামাপ্লাব্যোত্তুম্বরীং স্পৃশেত্তুরগান্।
শান্তিকপৌষ্টিকমন্ত্রৈরেবং সেনাং সনৃপনাগাম্॥ ২০॥

পুরোহিত, শান্তিকুম্ভের ঔষধি সকল মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞডুম্বরের পত্রদ্বারা ঐ জল শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্রদ্বারা অশ্বের গাত্রে সিঞ্চন করিবেন, পরে সৈন্য; হস্তী ও নৃপতির গাত্রে সিঞ্চন করিবেন॥ ২০॥

শান্তিং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ কৃত্বা ভূয়োঽভিচারকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ।
মৃণ্ময়মরিং বিভিন্দ্যাচ্ছূলেনোরঃস্থলে বিপ্রঃ॥ ২১॥

পুরোহিত, দেশের বৃদ্ধির নিমিত্ত, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শত্রুর বক্ষঃস্থলে অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচার-মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিয়া একটী শূলবিদ্ধ করিয়া দিবেন॥ ২১॥

খলিনং হয়ায় দদ্যাদভিমন্ত্র্য পুরোহিতস্ততো রাজা।
আরুহ্যোদকপূর্ব্বাং যায়ান্নীরাজিতঃ সবলঃ॥ ২২॥

পুরোহিত, অশ্বের লাগাম অভিমন্ত্রিত করিয়া ঐ অশ্বের মুখে লাগাইবে, পরে রাজাকে ঐ অশ্বে আরোহণ করাইয়া নীরাজিত করিবেন, অনন্তর সৈন্যের সহিত ঈশানকোণে গমন করিবেন॥ ২২॥

মৃদঙ্গশঙ্খধ্বনিহৃষ্টকুঞ্জরপ্রবন্মদামোদসুগন্ধিমারুতঃ।
শিরোমণিব্রাতচলৎপ্রভাচয়ৈর্জ্বলন্নিব স্বানিব তোয়দাত্যয়ে॥ ২৩॥

মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনিতে আনন্দিত হস্তীগণের নিঃসৃত মদগন্ধ বায়ুদ্বারা নীত হওয়ায় তৎসুগন্ধে প্রফুল্লিত রাজা স্বীয় মস্তকস্থিত মুকুটের মণির নানাবিধ কিরণে গ্রীষ্মকালের উদিতসূর্য্যের ন্যায় হইয়াছিলেন॥ ২৩॥

হংসপঙ্‌ক্তিভিরিতস্ততোঽদ্রিরাট্ সম্পতদ্ভিরিব শুক্লচামরৈঃ। মৃষ্টগন্ধপবনানুবাহিভির্ধূয়মানরুচিরস্রগম্বরঃ॥ ২৪॥

সুগন্ধযুক্ত শ্বেতচামরের বায়ুকর্ত্তৃক কম্পিতমাল্য ও বস্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় রাজহংসপঙ্‌ক্তিদ্বারা উভয় পার্শ্ব শোভিত পর্ব্বতরাজ সুমেরুর ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন॥ ২৪॥

নৈকবর্ণমণিবজ্রভূষিতো মুকুটকুণ্ডলাঙ্গদৈঃ।
ভূরিরত্নকিরণানুরঞ্জিতঃ শক্রকার্ম্মুকরুচং সমুদ্বহন্॥২৫॥

নানাবিধ বর্ণের মুকুটের মণি, হীরা, কুণ্ডল এবং বাহুভূষণ ইত্যাদি ননাবর্ণের কিরণে রাজা ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন॥ ২৫॥

উৎপতদ্ভিরিব খং তুরঙ্গমৈর্দারয়দ্ভিরিব দন্তিভির্ধরাং।
নির্জ্জিতারিভিরিবামরৈর্নরৈঃ শক্রবৎপরিবৃতো ব্রজেন্নৃপঃ॥ ২৬॥

উড্ডীয়মান অশ্বের ন্যায় অশ্ব সকল এবং ভূমিবিদারণকারী হস্তীসকল ও যুদ্ধে জয়ী, দেবতাসকলের ন্যায় মানব সৈন্যসকলদ্বারা বেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বারোহণে যুদ্ধে গমন করিবেন॥ ২৬॥

সবজ্রমুক্তাফলভূষণোঽথবা সিতস্রগুষ্ণীষবিলেপনাম্বরঃ। ধৃতাতপত্রো গজপৃষ্ঠমাশ্রিতো ঘনোপরীবেন্দুতলে ভৃগোঃ সুতঃ॥ ২৭॥

হীরা ও মণিদ্বারা শোভিত এবং শ্বেতপুষ্প, মালা উষ্ণীষ, চন্দন বস্ত্রযুক্ত রাজা হস্তির উপর উপবেশন করণানন্তর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপরিভাগে ও চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিত শুক্রের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান্ হইয়া যুদ্ধে গমন করিবেন॥ ২৭॥

সম্প্রহৃষ্টনরবাজিকুঞ্জরং নির্ম্মলপ্রহরণাংশুভাস্বরং।
নির্ব্বিকারমরিপক্ষভীষণং যস্য সৈন্যমচিরাৎ স গাং জয়েৎ॥ ২৮॥

যে রাজার সৈন্যসকল, হস্তী ও অশ্বগণ সন্তুষ্ট এবং অস্ত্র সকল তেজোবান্ ও শত্রুপক্ষের ভয়জনক সেই রাজার সৈন্যগণ অতিশীঘ্র অনায়াসে পৃথিবী জয় করিয়া থাকে॥২৮॥ ইতি চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে নীরাজনবিধি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নীরাজনবিধির্নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ খঞ্জনদর্শনং।

খঞ্জনকো নামায়ং যো বিহগস্তস্য দর্শনে প্রথমে।
প্রোক্তানি যানি মুনিভিঃ ফলানি তানি প্রবক্ষ্যামি॥১॥

খঞ্জনপক্ষীর প্রথম দর্শনের ফল মুনিঋষিগণ যেরূপ বলিয়াছেন সেই সকল ফল বলিতেছি॥ ১॥

স্থূলোঽভ্যুন্নতকণ্ঠঃ কৃষ্ণগলো ভদ্রকারকো ভদ্রঃ।
আকণ্ঠমুখাৎ কৃষ্ণঃ সংপূর্ণঃ পূরয়ত্যাশাম্॥ ২॥

ভদ্রনামক খঞ্জন যাহার শরীর স্থূল, গলদেশ উচ্চ এবং কণ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ সেই খঞ্জন প্রথম দর্শন হইলে শুভ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ নামক খঞ্জন যাহার মুখ হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ সেই খঞ্জন প্রথম দর্শন হইলে আশাপূর্ণ হয়॥ ২॥

কৃষ্ণো গলেঽস্য বিন্দুঃ সিতকরটান্তঃ স রিক্তকৃদ্রিক্তঃ।
পীতো গোপীত ইতি ক্লেশকরঃ খঞ্জনো দৃষ্টঃ॥ ৩॥

রিক্তানামক খঞ্জন যাহার গলদেশে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুচিহ্ন ও কণ্ঠের শেষভাগে শ্বেতবর্ণ, সেই খঞ্জন প্রথমদর্শনে সকল ফল রহিত করে। যে খঞ্জন পীতবর্ণ তাহাকে গোপীতখঞ্জন বলে, এই খঞ্জন প্রথমে দর্শন করিলে ক্লেশ হইয়া থাকে॥ ৩॥

অথ মধুরসুরভিফলকুসুমতরুষু সলিলাশয়েষু পুণ্যেষু।
করিতুরগভুজগমূর্দ্ধ্নি প্রাসাদোদ্যানহর্ম্ম্যেষু ॥ ৪ ॥

মধুর ফল ও সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষের উপর, পবিত্র জলাশয়ে, হস্তী, অশ্ব ও সর্পের মস্তকের উপর, দেবালয় পুষ্পবাগান ও ধনীলোকের গৃহের উপর খঞ্জন প্রথম দর্শন হইলে ॥ ৪ ॥

গোগোষ্ঠসৎসমাগমযজ্ঞোৎসবপার্থিবদ্বিজসমীপে।
হস্তিতুরঙ্গমশালাচ্ছত্রধ্বজচামরাদ্যেষু ॥ ৫ ॥

গোরুর উপরে, গোষ্ঠে, সাধুর নিকটে, যজ্ঞস্থানে, বিবাহাদি উৎসবস্থানে রাজা ও ব্রাহ্মণের নিকটে, হস্তীশালা ও অশ্বশালা, ছত্র, ধ্বজ, চামর, ইত্যাদির নিকটে ॥ ৫ ॥

হেমসমীপসিতাম্বরকমলোৎপলপূজিতোপলিপ্তেষু।
দধিপাত্রধান্যকূটেষু চ শ্রিয়ং খঞ্জনঃ কুরুতে ॥ ৬ ॥

সুবর্ণ, শ্বেতবস্ত্র, পদ্ম ও কুমুদদ্বারা শোভিত স্থানে, গোময়দ্বারা লিপ্ত স্থানে এবং দধির পাত্র ও ধান্যরাশির উপরে, খঞ্জন প্রথমদর্শনে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

পঙ্কে স্বাদ্বন্নাপ্তির্গোরসসম্পচ্চ গোময়োপগতে।
শাদ্বলগে বস্ত্রাপ্তিঃ শকটস্থে দেশবিভ্রংশঃ ॥ ৭ ॥

কর্দ্দমের নিকট প্রথম খঞ্জন দর্শনে মিষ্টান্ন লাভ হয়, গোময়ের উপরে দৃষ্ট হইলে, দধি ও দুগ্ধ, ঘাসের উপর দর্শন হইলে, বস্ত্রপ্রাপ্তি এবং গাড়ীর উপর খঞ্জন প্রথম দৃষ্ট হইলে রাজ্যভ্রষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

গৃহপটলেঽর্থভ্রংশো বধ্রে বন্ধোঽশুচৌ ভবতি রোগঃ।
পৃষ্ঠে ত্বজাবিকানাং প্রিয়সঙ্গমমাবহত্যাশু ॥ ৮ ॥

গৃহের উপরে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে অর্থনাশ, কাঁদের উপর খঞ্জন দৃষ্ট হইলে বন্ধন ভয়, অপবিত্রস্থানে দৃষ্ট হইলে পীড়া এবং মেষাদির উপর প্রথম খঞ্জন দৃষ্ট হইলে প্রিয়ব্যক্তির সহিত সমাগম হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মহিষোষ্ট্রগর্দ্দভাস্থিশ্মশানগৃহকোণশর্করাদ্রিস্থঃ।
প্রাকারভস্মকেশেষু চাশুভো মরণরুগ্‌ভয়দঃ ॥ ৯ ॥

মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অস্থি, শ্মশান, গৃহের কোণ, কাঁকর, পর্ব্বত, নগরের প্রাচীর, ভস্ম এবং কেশের উপর খঞ্জন প্রথম দৃষ্ট হইলে অশুভ, মৃত্যুরোগ এবং ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

পক্ষৌ ধুন্বন্ শুভঃ শুভঃ পিবন্ বারি নিম্নগাসংস্থঃ।
সূর্য্যোদয়েঽথ শস্তো নেষ্টফলঃ খঞ্জনোঽস্তময়ে ॥ ১০ ॥

পক্ষসঞ্চালনকালে প্রথম খঞ্জন দর্শন হইলে অশুভ, নদীর জলপানকালে দর্শন হইলে শুভ, সূর্য্যোদয়কালে খঞ্জন দর্শন হইলে শুভ এবং অস্তকালে দর্শন হইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

নীরাজনে নিবৃত্তে যয়া দিশা খঞ্জনং নৃপো যান্তম্।
পশ্যেত্তয়া গতস্য ক্ষিপ্রমরাতির্বশমুপৈতি ॥ ১১ ॥

নীরাজন উৎসব অন্তে যে দিকে খঞ্জন উড়িয়া যাইবে, রাজা যদি সেই দিকে যুদ্ধে গমন করেন, তাহাহইলে সেই দেশের শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়লাভ করিবেন ॥ ১১ ॥

তস্মিন্নিধির্ভবতি মৈথুনমেতি যস্মিন্ যস্মিংস্তু ছর্দয়তি তত্র তলেঽস্তি কাচঃ। অঙ্গারমপ্যুপদিশন্তি পুরীষণেঽস্য তৎকৌতুকাপনয়নায় খনেদ্ধরিত্রীং ॥ ১২ ॥

খঞ্জনপক্ষী যেস্থলে সঙ্গম করে, সেই স্থলের মৃত্তিকার নীচে গুপ্ত ধন, ও যে স্থানে বমন করে সেই স্থানের মৃত্তিকার নীচে কাচ, আর যে স্থানে মল পরিত্যাগ করে সেই স্থানের মৃত্তিকার নীচে কয়লা অবস্থিত আছে। এই কৌতুকের প্রত্যক্ষ ফল মৃত্তিকা খনন করিলেই দেখিতে পাইবেন ॥ ১২ ॥

মৃতবিকলবিভিন্নরোগিতঃ স্বতনুসমানফলপ্রদঃ খগঃ।
ধনকৃদভিনিলীয়মানকো বিয়তি চ বন্ধুসমাগমপ্রদঃ ॥ ১৩ ॥

মৃত খঞ্জন প্রথম দর্শন হইলে মৃত্যু, বিকলাঙ্গ খঞ্জন দেখিলে বিকলাঙ্গ, আঘাতপ্রাপ্ত খঞ্জন দৃষ্ট হইলে আঘাত এবং রুগ্ন খঞ্জন প্রথম দর্শন হইলে রোগপ্রাপ্ত হইবে। আর বাসায় প্রবেশ করিতে দেখিলে ধন প্রাপ্ত এবং উড়িয়া যাইতে দেখিলে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

নৃপতিরপি শুভং শুভপ্রদেশে খগমবলোক্য মহীতলে বিদধ্যাৎ। সুরভিকুসুমধূপযুক্তমর্ঘ্যং শুভমভিনন্দিতমেবমেতি বৃদ্ধিং ॥ ১৪ ॥

নৃপতিরও শুভস্থানে শুভ খঞ্জন দর্শন হইলে, তিল, চন্দন, গন্ধ পুষ্পদ্বারা সেই স্থানে পূজা করিলে ইহাতে রাজার শুভবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অশুভমপি বিলোক্য খঞ্জনং দ্বিজগুরুসাধুসুরার্চ্চনে রতঃ। ন নৃপতিরশুভং সমাপ্নুয়ান্ন যদি দিনানি চ সপ্ত মাংসভুক্ ॥ ১৫ ॥

রাজা যদি অশুভ খঞ্জন দর্শন করেন, তাহাহইলে ব্রাহ্মণ, গুরু, সাধু ও দেবতা এই সকলের পূজা করিবেন এবং সাতদিন মাংস ভক্ষণ করিবেন না, ইহাতে অশুভ বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আবর্ষাৎ প্রথমে দর্শনে ফলং প্রতিদিনন্তু দিনশেষে।
দিক্‌স্থানমূর্ত্তিলগ্নর্ক্ষশান্তদীপ্তাদিভিশ্চোহ্যং ॥ ১৬ ॥

প্রথম খঞ্জন দর্শনের ফল একবৎসর মধ্যে ঘটিবে। কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে পুনরায় খঞ্জন দর্শন ঘটে, তাহাহইলে সেই দিনেই সূর্য্যাস্তের মধ্যে তাহার ফল ফলিবে। পরন্তু পণ্ডিতগণ খঞ্জনদর্শন সম্বন্ধে ফলাফল, সকল দিক্, স্থান, মূর্ত্তি, লগ্ন, নক্ষত্র ও শান্তদীপ্তাদি দিক্ প্রভৃতি জানিয়া নির্ণয় করিবেন।

পূর্ব্ব, উত্তর, ঈশান এই সকল দিকের শুভস্থান চারি শ্লোকে দেখিবে। খঞ্জনের মূর্ত্তির শুভাশুভ দ্বিতীয় শ্লোকে জানিবে, লগ্নের

বিষয় ত্রয়োদশ শ্লোকে অবগত হইবে ধ্রুব ও মৃদু নক্ষত্র শুভ, ক্ষিপ্র ও চর ও সাধারণ নক্ষত্র মধ্যম, উগ্র নক্ষত্র অশুভ, শান্তাদিকে শুভ, দীপ্তা দিক্ অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥ ইতি পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ে খঞ্জন-দর্শন সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং খঞ্জন-দর্শনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ উৎপাতলক্ষণং।

যানত্রেরুৎপাতান্ গর্গঃ প্রোবাচ তানহং বক্ষ্যে।
তেষাং সংক্ষেপোঽয়ং প্রকৃতেরন্যত্বমুৎপাতঃ ॥ ১ ॥

ভগবান্ গর্গ উৎপাত সম্বন্ধীয় যে সকল বিধি অত্রি ঋষির নিকট বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিব। স্বভাবের বিপরীত ঘটনাকেই উৎপাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অপচারেণ নরাণামুপসর্গঃ পাপসঞ্চয়াদ্ভবতি।
সংসূচয়ন্তি দিব্যান্তরীক্ষভৌমাস্তদুৎপাতাঃ ॥ ২ ॥

মানবগণ, অপব্যবহারদ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করে সেই সকল পাপ হইতে যে সকল উপদ্রব লক্ষিত হয়, সেই সকল উপদ্রব দিব্য অর্থাৎ নক্ষত্র সম্বন্ধীয়, অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশ সম্বন্ধীয় এবং ভৌম অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয় ভেদে তিনপ্রকার উৎপাত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মনুজানামপচারাদপরক্তা দেবতাঃ সৃজন্ত্যেতান্।
তৎপ্রতিঘাতায় নৃপঃ শান্তিং রাষ্ট্রে প্রযুঞ্জীত ॥ ৩ ॥

মানবগণ তাহাদের অপব্যবহারদ্বারা দেবতাদিগকে কষ্ট করে এবং দেবতারা কুপিত হইয়া ঐসকল উৎপাত রাজ্যে প্রেরণ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, এজন্য রাজা শান্তিকার্য্যদ্বারা উৎপাতের বিনাশ করিবেন ॥ ৩ ॥

দিব্যং গ্রহর্ক্ষবৈকৃতমুল্কানির্ঘাতপবনপরিবেষাঃ।
গন্ধর্ব্বপুরপুরন্দরচাপাদি যদান্তরীক্ষং তৎ ॥ ৪ ॥

গ্রহ এবং নক্ষত্র সম্বন্ধীয় যে সকল উপদ্রব তাহাদিগকে দিব্য উৎপাত, এবং উল্কাপাত, বজ্রপাত, ঝড়, পরিবেষ, গন্ধর্ব্বনগর ও রামধনু ইত্যাদিকে অন্তরীক্ষ উৎপাত বলে ॥ ৪ ॥

ভৌমং চরস্থিরভবং তচ্ছান্তিভিরাহতং শমমুপৈতি।
নাভসমুপৈতি মৃদুতাং শাম্যতি নো দিব্যমিত্যেকে ॥৫॥

পৃথিবী সম্বন্ধীয় চর স্থির অর্থাৎ স্থাবর অস্থাবর বস্তু সম্বন্ধীয় উপদ্রবকে ভৌম উৎপাত বলে। কোন কোন ঋষি বলেন যে, ভৌম উৎপাত শান্তিদ্বারা নিবৃত্তি হয়, আন্তরীক্ষ উৎপাত, শান্তিদ্বারা কিঞ্চিৎ লাঘব হয় আর দিব্য উৎপাত শান্তিদ্বারা উপশম বা নিবৃত্তি কিছুই হয় না ॥ ৫ ॥

দিব্যমপি শমমুপৈতি প্রভূতকনকান্নগোমহীদানৈঃ।
রুদ্রায়তনে ভূমৌ গোদোহাৎ কোটিহোমাচ্চ ॥ ৬ ॥

অনেক সুবর্ণ, অন্ন, গাভী ও ভূমি এইসকল দানদ্বারা এবং শিব-মন্দিরের মধ্যে গো-দোহন করিলে এবং এক কোটী হোম করিয়া দিব্য উৎপাত শান্তি করিবে ॥ ৬ ॥

আত্মসুতকোষবাহনপুরদারপুরোহিতেষু লোকেষু।
পাকমুপযাতি দৈবং পরিকল্পিতমষ্টধা নৃপতেঃ ॥ ৭ ॥

দিব্য উৎপাতের শুভাশুভ ফল, রাজার নিজের শরীর, পুত্র, কন্যা, ধনাগার, বাহন, নগরবাসী, স্ত্রী সকল, পুরোহিত সকল এবং প্রজা সকল ইহাদের প্রতি ঘটিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনিমিত্তভঙ্গচলনস্বেদাশ্রুনিপাতজল্পনাদ্যানি।
লিঙ্গার্চায়তনানাং নাশায় নরেশদেশানাম্ ॥ ৮ ॥

যদি মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ এবং দেবমূর্ত্তি সকল বিনা কারণে ভগ্ন হয়, সরিয়া যায়, ঘর্ম্ম হয়, রোদন করে, পতিত হয়, কথা বলে ও হাস্য করে, তাহাহইলে রাজা ও রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

দৈবতযাত্রাশকটাক্ষচক্রযুগকেতুভঙ্গপতনানি।
সম্পর্য্যাসনসাদনসঙ্গাশ্চ ন দেশনৃপশুভদাঃ ॥ ৯ ॥

দেবতার উৎসব উপলক্ষে গমনকালে যদি শকট, অক্ষ, চক্র, যুগ অথবা ধ্বজা এই সকলের কোন একটি ভগ্ন বা পতন হয়, কিংবা পরিবর্ত্তন হয়, বন্ধন ছিন্ন হয়, অথবা বন্ধন শিথিল হইয়া যায় বা শকট মৃত্তিকাতে বদ্ধ হয় তাহাহইলে রাজার এবং দেশের দুঃখ উপস্থিত হইবে ॥ ৯ ॥

ঋষিধর্ম্মপিতৃব্রহ্মপ্রোদ্ভূতং বৈকৃতং দ্বিজাতীনাম্।
যদ্রুদ্রলোকপালোদ্ভবং পশূনামনিষ্টং তৎ ॥ ১০ ॥

ঋষি, ধর্ম্ম, পিতৃ এবং ব্রহ্মা এই সকলের মূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অশুভ হয় আর শিব ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পালদিগের মূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত পশুদিগের অশুভকর হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গুরুসিতশনৈশ্চরোত্থং পুরোধসাং বিষ্ণুজং লোকানাং।
স্কন্দবিশাখসমুত্থং মাণ্ডলিকানাং নরেন্দ্রাণাং ॥ ১১ ॥

যদি গুরু, শুক্র বা শনিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত হয়, তাহাহইলে রাজপুরোহিতের অশুভ হয়। বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত হয়, তাহাহইলে সর্ব্বসাধারণের অশুভ হয় এবং স্কন্দ ও বিশাখ সমুত্থিত উৎপাত হয়, তাহাহইলে মাণ্ডলিক রাজাদিগের অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বেদব্যাসে মন্ত্রিণি বিনায়কে বৈকৃতং চমূনাথে।
ধাতরি সবিশ্বকর্ম্মণি লোকাভাবায় নির্দ্দিষ্টং॥ ১২॥

বেদব্যাসের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত হইলে, প্রধানমন্ত্রীগণের অশুভ, বিনায়কের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত হইলে সৈন্যাধ্যক্ষের অশুভ এবং ধাতা ও বিধাতার প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত ঘটিলে লোকাভাব অর্থাৎ পৃথিবীর বিনাশ হইয়া থাকে॥ ১২॥

দেবকুমারকুমারীবনিতাপ্রেষ্যেষু বৈকৃতং যৎস্যাৎ।
তন্নরপতেঃ কুমারককুমারিকাস্ত্রীপরিজনানাং॥ ১৩॥

দেবকুমার, দেবকুমারী, দেবপত্নী ও দেবভৃত্যগণের প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত ঘটিলে রাজপুত্রের, রাজকন্যার, রাজপত্নীর এবং রাজভৃত্যের ও অনিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৩॥

রক্ষঃপিশাচগুহ্যকনাগানামেতদেব নির্দ্দেশ্যং।
মাসৈশ্চাপ্যষ্টাভিঃ সর্ব্বেষামেব ফলপাকঃ॥ ১৪॥

রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, নাগ ইহাদিগের পুত্রাদির প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় উৎপাত পূর্ব্বোক্ত মতে ঘটিলে, রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাজপত্নী এবং রাজভৃত্যদিগের অশুভ হইয়া থাকে ও অষ্টম মাসের মধ্যেই ফল ফলিবে॥ ১৪॥

বুদ্ধ্বা দেববিকারং শুচিঃ পুরোধাস্ত্র্যহোষিতঃ স্নাতঃ।
স্নানকুসুমানুলেপনবস্ত্রৈরভ্যর্চ্চয়েৎ প্রতিমাঃ॥ ১৫॥

যখন কোন দেবপ্রতিমূর্ত্তির বিকৃতি ভাব হইবে, তৎকালে পুরোহিত, স্নান করিবেন এবং দিনত্রয় উপবাসী থাকিবেন ও শুচি হইয়া দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রাদিদ্বারা সাজাইয়া অর্চ্চনা করিবেন॥ ১৫॥

মধুপর্কেণ পুরোধা ভক্ষ্যৈর্ব্বলিভিশ্চ বিধিবদুপতিষ্ঠেৎ
স্থালীপাকং জুহুয়াদ্বিধিবন্মন্ত্রৈশ্চ তল্লিঙ্গৈঃ॥ ১৬॥

পুরোহিত, দেবতাদিগের সন্তোষার্থে মধুপর্ক ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারাদি দিয়া পূজা করিবেন এবং যে যে দেবতার যে যে মন্ত্র সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সিদ্ধান্নদ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবেন॥ ১৬॥

ইতি বিবুধবিকারে শান্তয়ঃ সপ্তরাত্রং দ্বিজবিবুধগণার্চ্চা গীতনৃত্যোৎসবাশ্চ। বিধিবদবনিপালৈর্যৈঃ প্রযুক্তা ন তেষাং ভবতি দুরিতপাকো দক্ষিণাভিশ্চ রুদ্ধঃ॥ ১৭॥

যে নরপতি, সপ্তদিবস শান্তির জন্য হোম যজ্ঞ করিবেন ও ব্রাহ্মণ ভোজন এবং নৃত্য গীত সহকারে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষজনক দক্ষিণাদি দিবেন, সেই রাজা সর্ব্বপাপের ফল হইতে মুক্ত হইবেন॥ ১৭॥

ইতি প্রতিমূর্ত্তিবৈকৃতম্।

অথ অগ্নিবৈকৃতম্।

রাষ্ট্রে যস্যানগ্নিঃ প্রদীপ্যতে দীপ্যতে চ নেন্ধনবান্।
মনুজেশ্বরস্য পীড়া তস্য সরাষ্ট্রস্য বিজ্ঞেয়া॥ ১৮॥

যে রাজ্যে, অগ্নিহীন দ্রব্য প্রজ্বলিত হয় এবং প্রজ্বলিত অগ্নি, জ্বালানী কাষ্ঠ দেওয়া সত্ত্বেও নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেই রাজ্যের এবং রাজার পীড়া হইয়া থাকে॥ ১৮॥

জলমাংসার্দ্রজ্বলনে নৃপতিবধঃ প্রহরণে রণো রৌদ্রঃ।
সৈন্যগ্রামপুরেষু চ নাশো বহ্নের্ভয়ং কুরুতে॥ ১৯॥

যদি জল অথবা মাংস কিম্বা আর্দ্রদ্রব্য জ্বলিয়া উঠে, তাহাহইলে রাজার বধ হইবে, আর যদি যুদ্ধের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হয়, তাহাহইলে যুদ্ধ এবং সৈন্য, গ্রাম ও পুর এই সকলের অগ্নিভয় হইবে॥ ১৯॥

প্রাসাদভবনতোরণকেত্বাদিষ্বনলেন দগ্ধেষু।
তড়িতা বা ষণ্মাসাৎ পরচক্রস্যাগমো নিয়মাৎ॥ ২০॥

যদি দেবালয়, রাজাদিগের গৃহ ও ফটক এবং ধ্বজা প্রভৃতি অনল কর্ত্তৃক দগ্ধ হয় অথবা বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়, তাহাহইলে ঐ ঘটনার ছয়মাসান্তে শত্রুর আগমন হইবে, অর্থাৎ শত্রু কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবে॥ ২০॥

ধূমোঽনগ্নিসমুত্থো রজস্তমশ্চাহ্নিজং মহাভয়দং।
ব্যভ্রে নিশ্যুডুনাশো দর্শনমপি চাহ্নি দোষকরং॥ ২১॥

যদি অগ্নিবিহীন স্থানে ধূমদর্শন হয় অথবা দিবাকালে রজো ও অন্ধকার কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয় অথবা নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রসমূহ অদর্শন অথবা দিবাকালে নক্ষত্র সকল দর্শন হয়, তাহাহইলে মানবগণের অশুভ হইয়া থাকে॥ ২১॥

নগরচতুষ্পাদাণ্ডজমনুজানাং ভয়ঙ্করং জ্বলনমাহুঃ।
ধূমাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গৈঃ শয্যাম্বরকেশগৈর্মৃত্যুঃ॥ ২২॥

যদি বিনা কারণে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহাহইলে নগর চতুষ্পদ জন্তুগণ ও পক্ষীসমূহের এবং মানব সকলের বিনাশ হইবে, আর যদি শয্যা, বস্ত্র, অথবা মস্তকের কেশ এইসকল মধ্যে ধূম অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে উক্তস্থানবাসীদিগের মৃত্যু হইবে॥ ২২॥

আয়ুধজ্বলনসর্পণস্বনাঃ কোশনির্গমনবেপনানি বা। বৈকৃতানি যদি বায়ুধেঽপরাণ্যাশু রৌদ্ররণসংকুলং বদেৎ॥ ২৩॥

যদি যুদ্ধের অস্ত্র সকল জ্বলিয়া উঠে, কিম্বা সর্পাকৃতি হয়, বা শব্দায়মান হয়, অথবা তাহাদিগের খাপ হইতে বাহির হয়, অথবা কম্পন হয়, কিংবা অস্ত্র সকলের অন্যরূপ কোন বিকৃতি ভাব হয়, তাহাহইলে ঐ স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে॥ ২৩॥

মন্ত্রৈর্বাহ্নৈঃ ক্ষীরবৃক্ষাৎসমিদ্ভির্হোতব্যোঽগ্নিঃ সর্ষপৈঃ

সর্পিষা চ। অগ্ন্যাদীনাং বৈকৃতে শান্তিরেবং দেয়ং চাস্মিন্ কাঞ্চনং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যগ্নিবৈকৃতম্।

পূর্ব্বোক্তরূপে অগ্নির উৎপাত দৃষ্ট হইলে রাজা ক্ষীরবৃক্ষের সমিধ, সর্ষপ ও ঘৃতদ্বারা আহুতি প্রদানপূর্ব্বক হোম করিবে এবং ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে ॥২৪॥

ইতি অগ্নিবৈকৃত ॥

অথ বৃক্ষবৈকৃতং।

শাখাভঙ্গেঽকস্মাদ্ বৃক্ষাণাং নির্দ্দিশেদ্রণোদ্যোগম্।
হসনে দেশভ্রংশং রুদিতে চ ব্যাধিবাহুল্যম্ ॥ ২৫ ॥

যদি বৃক্ষের শাখা অকস্মাৎ ভগ্ন হয় তাহা হইলে যুদ্ধের উদ্‌যোগ হইবে। আর যদি বৃক্ষ হাস্য করে তাহা হইলে দেশ নাশ হয়, যদি রোদন করে তাহা হইলে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

রাষ্ট্রবিভেদস্ত্বনৃতৌ বালবধোঽতীব কুসুমিতে বালে।
বৃক্ষাৎ ক্ষীরস্রাবে সর্ব্বদ্রব্যক্ষয়ো ভবতি ॥ ২৬ ॥

অন্য ঋতু অর্থাৎ অকালে যদি বৃক্ষে ফল কিম্বা পুষ্প জন্মে তাহা হইলে দেশ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, চারাবৃক্ষে ফুল কিংবা ফল হইলে বালক বিনাশ হয়, আর বৃক্ষ হইতে দুগ্ধস্রাব হইলে সকলপ্রকার দ্রব্য বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

মদ্যে বাহননাশঃ সংগ্রামঃ শোণিতে মধুনি রোগঃ।
স্নেহে দুর্ভিক্ষভয়ং মহদ্ভয়ং নিঃসৃতে সলিলে ॥ ২৭ ॥

বৃক্ষ সমূহ হইতে যদি মদনিঃসৃত হয় তাহাহইলে বাহন বিনাশ হয়, রক্তনিঃসৃত হইলে যুদ্ধ, মধুনিঃসৃত হইলে পীড়া, তৈলনিঃসৃত হইলে দুর্ভিক্ষ এবং জলনিঃসৃত হইলে মহৎভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শুষ্কবিরোহে বীর্য্যান্নসঙ্ক্ষয়ঃ শোষণে চ বিরুজানাম্।
পতিতানামুত্থানে স্বয়ং ভয়ং দৈবজনিতং চ ॥ ২৮ ॥

শুষ্ক বৃক্ষে যদি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং জীবিত বৃক্ষের যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহাহইলে বল এবং খাদ্যদ্রব্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। আর পতিতবৃক্ষ যদি আপনা হইতে উত্থিত হয় তাহা হইলে দৈবভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

পূজিতবৃক্ষে হ্যনৃতৌ কুসুমফলং নৃপবধায় নির্দ্দিষ্টম্।
ধূমস্তস্মিন্ জ্বালাথবা ভবেন্নৃপবধায়ৈব ॥ ২৯ ॥

যদি পূজিত অর্থাৎ প্রধান বৃক্ষে অকালে পুষ্প ও ফল জন্মে অথবা ঐ সকল বৃক্ষে যদি ধূম বা আগ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে রাজার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

সর্পৎসু তরুষু জল্পৎসু বাপি জনসঙ্ক্ষয়ো বিনির্দ্দিষ্টঃ।
বৃক্ষাণাং বৈকৃত্যে দশভির্ম্মাসৈঃ ফলবিপাকঃ ॥ ৩০ ॥

যদি বৃক্ষসকল চলিয়া বেড়ায় অথবা কথা বলে তাহা হইলে মানবগণের বিনাশ হইয়া থাকে। বৃক্ষের বৈকৃত হইলে তাহার ফল দশ মাস মধ্যে ফলিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

স্রগ্‌গন্ধধূপাম্বরপূজিতস্য ছত্রং নিধায়োপরি পাদপস্য।
কৃত্বা শিবং রুদ্রজপোঽত্র কার্য্যো রুদ্রেভ্য ইত্যত্র ষড়ঙ্গহোমঃ ॥ ৩১ ॥

যে বৃক্ষের বিকৃতি হইবে সেই বৃক্ষকে মালা, সুগন্ধদ্রব্য, ধূপ এবং বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং উক্ত বৃক্ষের উপরি ছত্র ধারণ করিবে, আর বৃক্ষের মূলে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া রুদ্রপূজা এবং "রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রুদ্রের ষড়ঙ্গ হোম করিবে ॥৩১॥

পায়সেন মধুনা চ ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ঘৃতযুতেন ভূপতিঃ। মেদিনী নিগদিতাত্র দক্ষিণা বৈকৃতে তরুকৃতে মহর্ষিভিঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি বৃক্ষবৈকৃতম্।

আর রাজা ঘৃতযুক্ত পায়স মধুর সহিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে বৃক্ষের বৈকৃত হইলে ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিবে ॥ ৩২ ॥

ইতি বৃক্ষবৈকৃত।

অথ শস্যবৈকৃতম্।

নালেঽব্জযবাদীনামেকস্মিন্ দ্বিত্রিসম্ভবো মরণম্।
কথয়তি তদধিপতীনাং যমলং জাতং কুসুমফলম্ ॥ ৩৩ ॥

যদি পদ্মের, যবের ও ধান্যাদির এক নালে দুই তিনটী নাল জন্মায় এবং যমল পুষ্প কিম্বা ফল হইলে উক্ত ভূমির অধিপতির ও উক্ত পদ্মাদির স্বত্বাধিকারীর মৃত্যু হইবে ॥ ৩৩ ॥

অতিবৃদ্ধিঃ শস্যানাং নানাফলকুসুমভবো বৃক্ষে।
ভবতি হি যদ্যেকস্মিন্ পরচক্রাগমো নিয়মাৎ ॥ ৩৪ ॥

যদি শস্য অপরিমিতরূপে জন্মে এবং একটী বৃক্ষে নানাবিধ ফল এবং পুষ্প উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ঐ দেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে ॥৩৪॥

অর্দ্ধেন যদা তৈলং ভবতি তিলানামতৈলতা বা স্যাৎ।
অন্নস্য চ বৈরস্যং তদা চ বিন্দ্যাদ্ভয়ং সুমহৎ ॥ ৩৫ ॥

যদি তিলে পরিমিত অপেক্ষা তৈল অর্দ্ধেক হয় কিম্বা একবারেই তৈল না হয় আর অন্নের রস যদি বিকৃতি হয় তাহা হইলে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইবে ॥ ৩৫ ॥

বিকৃতকুসুমং ফলং বা গ্রামাদথবা পুরাদ্বহিঃ কার্য্যম্।
সৌম্যোঽত্র চরুঃ কার্য্যো নির্ব্বাপ্যো বা পশুঃ শান্ত্যৈ ॥৩৬

উক্ত বৈকৃত পুষ্প অথবা ফল গ্রামের বাহিরে ফেলিয়া দিবে। এইরূপ ফল এবং পুরোহিত চরুদ্বারা হোম করিবে অথবা পশু বলিদান করিবে ॥ ৩৬ ॥

শস্যে চ দৃষ্ট্বা বিকৃতিং প্রদেয়ং তৎ ক্ষেত্রমেব প্রথমং

দ্বিজেভ্যঃ। তস্যৈব মধ্যে চরুমত্র ভৌমং কৃত্বা ন দোষান্ সমুপৈতি তজ্জান্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শস্যবৈকৃতম্।

শস্যের বৈকৃত হইলে ঐ শস্য এবং ক্ষেত্র ব্রাহ্মণকে দান করিবে, আর ঐ বৈকৃত শস্যের ভূমিমধ্যে চরুদ্বারা ভৌম দেবতার হোম করিবে, তাহা হইলে শস্য বৈকৃতের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ইতি শস্যবৈকৃত।

অথ বৃষ্টিবৈকৃতম্।

দুর্ভিক্ষমনাবৃষ্ট্যামতিবৃষ্ট্যাং ক্ষুদ্ভয়ং সপরচক্রম্।
রোগো হ্যনৃতুভবায়াং নৃপবধোঽনভ্রজাতায়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অনাবৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ এবং শত্রুর ভয়, অকালে বৃষ্টি হইলে রোগ হয়, এবং বিনা মেঘে বৃষ্টি হইলে রাজার বধ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

শীতোষ্ণবিপর্য্যাসে নো সম্যগৃতুষু চ সম্প্রবৃত্তেষু।
ষণ্মাসাদ্রাষ্ট্রভয়ং রোগভয়ং দৈবজনিতং চ ॥ ৩৯ ॥

গ্রীষ্মঋতুতে যদি শীত হয় এবং শীতঋতুতে যদি গ্রীষ্ম হয় তাহা হইলে ছয় মাসের পর দৈব ঘটিত রোগভয় ও রাষ্ট্রভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অন্যর্তৌ সপ্তাহং প্রবন্ধবর্ষে প্রধাননৃপমরণম্।
রক্তে শস্ত্রোদ্যোগো মাংসাস্থিবসাদিভির্ম্মরকঃ ॥ ৪০ ॥

অন্যঋতুতে সপ্তাহকাল অবিচ্ছেদে বারি বর্ষণ হয় তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর ও রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে। রক্তবর্ষণে যুদ্ধভয় এবং মাংস, অস্থি, বসা, মজ্জা, তৈল, ও ঘৃত বর্ষণ হইলে মারীভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

ধান্যহিরণ্যত্বক্‌ফলকুসুমাদ্যৈর্ব্বর্ষিতৈর্ভয়ং বিন্দ্যাৎ।
অঙ্গারপাংশুবর্ষে বিনাশমায়াতি তন্নগরম্ ॥ ৪১ ॥

ধান্য, সুবর্ণ, ত্বক্, ফল ও পুষ্প বর্ষণ হইলে মানবের ভয় হইবে আর যদি কয়লা, ধুলা বর্ষণ হয় তাহা হইলে নগর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১ ॥

উপলা বিনা জলধরৈর্ব্বিকৃতা বা প্রাণিনো যদা বৃষ্টাঃ।
ছিদ্রং বাপ্যতিবৃষ্টৌ শস্যানামীতিসঞ্জননম্ ॥ ৪২ ॥

বিনা মেঘে পাথর, কিম্বা গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, বিড়াল ও শিয়াল ইত্যাদি পশুর বর্ষণ অথবা অনাবৃষ্টি কিম্বা অধিক বৃষ্টি হয় তাহা হইলে শস্যাদির হানি হইবেক। "অন্য নাম ঈতি * ভয়" ॥ ৪২ ॥

* ঈতি শব্দের অর্থ এই যে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী ও রাজার সান্নিধ্য এই ছয়টী।

ক্ষীরঘৃতক্ষৌদ্রাণাং দধ্নো রুধিরোষ্ণবারীণাং বর্ষে।
দেশবিনাশো জ্ঞেয়োঽসৃগ্বর্ষে চাপি নৃপযুদ্ধম্ ॥ ৪৩ ॥

যদি দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, দধি, রক্ত ও উষ্ণজল বর্ষণ হয়, তাহা হইলে দেশ বিনাশ হয়, ও রক্ত বৃষ্টি হইলে রাজার যুদ্ধভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যদ্যমলেঽর্কে ছায়া ন দৃশ্যতে প্রতীপা বা।
দেশস্য তদা সুমহদ্ভয়মায়াতং বিনির্দ্দেশ্যম্ ॥ ৪৪ ॥

যৎকালে সূর্য্যকিরণ কোন মেঘ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত না হয় সেই সময় যদি নানাবিধ পদার্থের ছায়া দৃষ্ট না হয়, অথবা যদি বিপরীতরূপে অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য সেই দিকেই ছায়া পতিত হয় তাহা হইলে দেশে নানা প্রকার ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ব্যভ্রে নভসীন্দ্রধনুর্দিবা যদা দৃশ্যতেঽথবা রাত্রৌ।
প্রাচ্যামপরস্যাং বা তদা ভবেৎ ক্ষুদ্ভয়ং সুমহৎ ॥ ৪৫ ॥

দিবা বা রাত্রিকালে মেঘবিহীন আকাশের পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিমদিকে যদি ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

সূর্য্যেন্দুপর্জ্জন্যসমীরণানাং যোগঃ স্মৃতো বৃষ্টিবিকারকালে। ধান্যান্নগোকাঞ্চনদক্ষিণাশ্চ দেয়াস্ততঃ শান্তিমুপৈতি পাপম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি বৃষ্টিবৈকৃতম্।

বৃষ্টিবিকার হইলে সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘের উপরিস্থ দেবগণ ও বায়ু এই সকল দেবতার প্রীতির নিমিত্ত হোম করিবে এবং রাজা, ধান্য, অন্ন, গো, সুবর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে তাহা হইলে পাপের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ইতি বৃষ্টি বৈকৃত ॥

অথ জলবৈকৃতম্।

অপসর্পণং নদীনাং নগরাদচিরেণ শূন্যতাং কুরুতে।
শোষশ্চাশোষ্যাণামন্যেষাং বা হ্রদাদীনাম্ ॥ ৪৭ ॥

যদি নদী নগর হইতে দূরে গমন করে, আর যদি গ্রামস্থ গভীর হ্রদ শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলে নগর শূন্য হইবে ॥ ৪৭ ॥

স্নেহাসৃঙ্মাংসবহাঃ সঙ্কুলকলুষাঃ প্রতীপগাশ্চাপি।
পরচক্রস্যাগমনং নদ্যঃ কথয়ন্তি ষণ্মাসাৎ ॥ ৪৮ ॥

যদি নদী সতিল তৈল, রক্ত কিম্বা মাংস বহন করে অথবা ঐ জল যদি কর্দ্দমময় হয়, অথবা তাহারা যদি বিপরীতদিকে গমন করে তাহা হইলে ছয় মাস পর শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

জ্বালাধূমকাথা রুদিতোৎক্রুষ্টানি চৈব কূপানাম্।
গীতপ্রজল্পিতানি চ জনমরকায় প্রদিষ্টানি ॥ ৪৯ ॥

কূপ সকলের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, অথবা ধূম ও কাথ দৃ

হইলে এবং ফুটিয়া উঠে ক্রন্দন, শব্দ ও গীতধ্বনি, অগ্নারূঢ় হইলে লোক সকল বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

তোয়োৎপত্তিরখাতে গন্ধরসবিপর্য্যয়ে চ তোয়ানাম্।
সলিলাশয়বিকৃতৌ বা মহদ্ভয়ং তত্র শান্তিরিয়ম্ ॥ ৫০ ॥

গর্ত্তভিন্ন স্থান হইতে জল উঠিতে থাকিলে, এবং জলের গন্ধ ও বর্ণ বিকৃতি হইলে আর মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। জল বিকৃতি হইলে নিম্নলিখিতরূপে শান্তি করিবে ॥ ৫০ ॥

সলিলবিকারে কুর্য্যাৎ পূজাং বরুণস্য বারুণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ।
তৈরেব চ জপহোমং শমমেবং পাপমুপযাতি ॥ ৫১ ॥

ইতি জলবৈকৃতম্।

জল বিকৃতি হইলে বারুণমন্ত্রে বরুণের পূজা, জপ ও হোম করিবে, এইরূপ কার্য্য করিলেই পাপের শান্তি হইবে ॥ ৫১ ॥

ইতি জলবৈকৃত।

অথ প্রসববৈকৃতং।

প্রসববিকারে স্ত্রীণাং দ্বিত্রিচতুঃপ্রভৃতিসম্প্রসূতৌ বা।
হীনাতিরিক্তকালে চ দেশকুলসঙ্ক্ষয়ো ভবতি ॥ ৫২ ॥

যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রসব বিকার হয় অর্থাৎ অপর প্রাণীর ন্যায় সন্তান প্রসব করে। অথবা এক কালে দুই, তিন, চারি প্রভৃতি সন্তান প্রসব করে অথবা হীনাতিরিক্ত কালে অর্থাৎ অসময়ে সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে দেশ এবং কুলের বিনাশ হইবে ॥ ৫২ ॥

বড়বোষ্ট্রমহিষগোহস্তিনীষু যমলোদ্ভবে মরণমেষাম্।
ষণ্মাসাৎ সূতিফলং শান্তৌ শ্লোকৌ চ গর্গোক্তৌ ॥ ৫৩ ॥

যদি ঘোড়ী, উষ্ট্রী, মহিষী, গো ও হস্তিনী ইহারা যমক সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে ছয় মাসের পর উহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহার শান্তি গর্গঋষি দুইটী শ্লোকে লিখিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

নার্য্যঃ পরস্য বিষয়ে ত্যক্তব্যাস্তা হিতার্থিনা।
তর্পয়েচ্চ দ্বিজান্ কামৈঃ শান্তিং চৈবাত্র কারয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

প্রসূতির বিকৃতি হইলে হিতাভিলাষী উহাকে বিদেশ পাঠাইয়া দিবে, আর ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে তাহা ভোজন করাইবে, হোমাদি শান্তি করিবে ॥ ৫৪ ॥

চতুষ্পদা স্বযূথেভ্যস্ত্যক্তব্যাঃ পরভূমিষু।
নগরং স্বামিনং যূথমন্যথা হি বিনাশয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি প্রসববৈকৃতম্।

চতুষ্পদ জন্তুর প্রসব বিকৃতি হইলে ঐ পশুকে পশুর পাল হইতে ভিন্ন দেশে রাখিয়া দিবে, যদি এইরূপ না করে তাহা হইলে নগর স্বামী এবং পশুর পালের বিনাশ হইবে ॥ ৫৫ ॥

ইতি প্রসববৈকৃত ॥

অথ চতুষ্পদবৈকৃতং।

পরযোনাবভিগমনং ভবতি তিরশ্চামসাধু ধেনূনাম্।
উক্ষাণো বান্যোঽন্যং পিবতি শ্বা বা সুরভিপুত্রম্ ॥ ৫৬ ॥
মাসত্রয়েণ বিন্দ্যাৎ তস্মিন্নিঃসংশয়ং পরাগমনম্।
তৎপ্রতিঘাতায়েতৌ শ্লোকৌ গর্গেণ নির্দ্দিষ্টৌ ॥ ৫৭ ॥

চতুষ্পদ পশুগণের মধ্যে যদি এক জাতীয় পশু অন্য জাতীয় পশু অভিগমন করে ও ঐ গর্ভে সন্তান উৎপাদন হয়, তাহা হইলে গাভী ও পক্ষী সকলের বিনাশ হইবে। এতদ্ভিন্ন ষাঁড়, কুকুর কিম্বা গাভী ইহারা যদি পরস্পর পরস্পরের দুগ্ধ পান করে তাহা হইলে তিন মাস পরে নগর বিদেশীয় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। গর্গঋষি এই বিষয়ের শান্তি দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

ত্যাগো বিবাসনং দানং তত্তস্যাশু শুভং ভবেৎ।
তর্পয়েদ্ব্রাহ্মণাংশ্চাত্র জপহোমাংশ্চ কারয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

চতুষ্পদ জীব বৈকৃত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, অথবা ভিন্ন দেশে তাড়াইয়া দিবে কিম্বা অপরকে দান করিবে, এই প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্রাহ্মণকে দানদ্বারা সন্তোষ করিবে এবং জপ, হোম করিবে ॥ ৫৮ ॥

স্থালীপাকেন ধাতারং পশুনা চ পুরোহিতঃ।
প্রাজাপত্যেন মন্ত্রেণ যজেদ্বহ্বন্নদক্ষিণম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি চতুষ্পদবৈকৃতম্।

পুরোহিত প্রাজাপত্যমন্ত্রে চরুদ্বারা অথবা পশুদ্বারা পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৫৯ ॥

ইতি চতুষ্পদবৈকৃত।

অথ বায়ব্যবৈকৃতং।

যানং বাহবিযুক্তং যদি গচ্ছেন্ন ব্রজেচ্চ বাহযুতম্।
রাষ্ট্রভয়ং ভবতি তদা চক্রাণাং সাদভঙ্গে চ ॥ ৬০ ॥

অশ্বাদি ভিন্ন যদি কোন যান স্বয়ং গমন করে, অথবা অশ্বাদিযুক্ত যান যদি না চলে আর যদি চক্রভঙ্গ হয় তাহা হইলে দেশে নানাবিধ ভয় হয় এবং সৈন্যের বিনাশ হয় ॥ ৬০ ॥

অনভিহততূর্য্যনাদঃ শব্দো বা তাড়িতেষু যদি ন স্যাৎ।
ব্যুৎপত্তৌ বা তেষাং পরাগমো নৃপতিমরণং বা ॥ ৬১ ॥

যদি বাদ্যযন্ত্রগুলি বিনা আঘাতে বাদিত হয়, অথবা যদি বাদিত হইয়াও শব্দ না হয়, কিম্বা অন্যরূপ শব্দ হয় তাহা হইলে শত্রুর আগমন হয় অথবা রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

গীতরবতূর্য্যনাদা নভসি যদা বা চরস্থিরান্যত্বম্।
মৃত্যুস্তদাগদা বা বিস্বরতূর্য্যে পরাভিভবঃ ॥ ৬২ ॥

যদি আকাশে বাদ্যাদির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, আর যদি চলপদার্থ না চলে এবং অচলপদার্থ যদি চলে তাহা হইলে রাজার মৃত্যু বা রোগ হইবে। জয়ঢাকের শব্দ বিকৃতি হয় তাহা হইলে শত্রুকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভব হইবে ॥ ৬২ ॥

গোলাঙ্গূলয়োঃ সঙ্গে দর্ব্বীশূর্পাদ্যুপস্করবিকারে।
ক্রোষ্টুকনাদে চ তথা শস্ত্রভয়ং মুনিবচশ্চেদম্ ॥ ৬৩ ॥

যদি বানর ও লেজবিহীন বানর উভয়ে সঙ্গম করে, আর গৃহসম্বন্ধীয় উপকরণ সকল হাস্য, রোদন ও গান করে কিম্বা কলস যদি শিয়ালের ন্যায় শব্দ করে তাহা হইলে শস্ত্রভয় উপস্থিত হয় ইহার শান্তির বিষয় মুনিগণ যেরূপ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে কথিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

বায়ব্যেষ্বেষু নৃপতির্বায়ুং শক্তু ভিরর্চ্চয়েৎ।
আ বায়োরিতি পঞ্চর্চ্চো জাপ্যাশ্চ প্রযতৈর্দ্বিজৈঃ ॥৬৪॥

বায়ব্যবৈকৃত হইলে রাজা যবদ্বারা বায়ু দেবতার পূজা করিবে, আবায়ো হইতে পাঁচটী মন্ত্র ব্রাহ্মণদ্বারা জপ করাইতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণান্ পরমান্নেন দক্ষিণাভিশ্চ তর্পয়েৎ।
বহ্বন্নদক্ষিণা হোমাঃ কর্ত্তব্যাশ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৬৫ ।

ইতি বায়ব্যবৈকৃতম্।

রাজা ব্রাহ্মণদিগকে পায়সান্ন ভোজনদ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে এবং দক্ষিণা প্রদান করিবে। আর বহু অন্নদ্বারা হোম করিবে এবং হোতাগণকে উত্তমরূপ ভোজন করান হইবে ॥ ৬৫ ॥

ইতি বায়ব্যবৈকৃত।

অথ মৃগপক্ষিবৈকৃতম্।

পুরপক্ষিণো বনচরা বন্যা বা নির্ভয়া বিশন্তি পুরম্।
নক্তং বা দিবসচরাঃ ক্ষপাচরা বা চরন্ত্যহনি ॥ ৬৬ ॥

যদি গ্রাম্য পক্ষিগণ বনে বাস করে, এবং বন্য পক্ষিগণ গ্রামে বাস করে, আর দিনচর পক্ষিগণ রাত্রিতে বিচরণ করে ও রাত্রিচর পক্ষিগণ দিবাভাগে বিচরণ করে ॥ ৬৬ ॥

সন্ধ্যাদ্বয়েঽপি মণ্ডলমাবধ্নন্তো মৃগা বিহঙ্গা বা।
দীপ্তায়াং দিশ্যথবা ক্রোশন্তঃ সংহতা ভয়দাঃ ॥ ৬৭ ॥

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে বন্য পশু কিংবা পক্ষী মণ্ডলাকার হইয়া অথবা একত্রিত হইয়া দীপ্তদিকে অভিমুখ করিয়া চিৎকার করে তাহা হইলে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

শ্বানঃ প্ররুদন্ত ইব দ্বারে বাশন্তি জম্বুকা দীপ্তাঃ।
প্রবিশেন্নরেন্দ্রভবনে কপোতকঃ কৌশিকো যদি বা ॥৬৮॥

কুকুরগণ যদি দ্বারদেশে থাকিয়া ক্রন্দন করে এবং শৃগালগণ যদি দীপ্তাভিমুখ করিয়া শব্দ করে কিংবা ঘুঘু বা পেচক যদি রাজভবনে প্রবেশ করে ॥ ৬৮ ॥

কুক্কুটরুতং প্রদোষে হেমন্তাদৌ চ কোকিলালাপাঃ।
প্রতিলোমমণ্ডলচরাঃ শ্যেনাদ্যাশ্চাম্বরে ভয়দাঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রদোষকালে যদি কুক্কুটগণ রব করে, আর হেমন্ত ঋতুর আরম্ভে যদি কোকিলগণ ডাকে, শ্যেন পক্ষী যদি বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাহইলে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

গৃহচৈত্যতোরণেষু দ্বারেষু চ পক্ষিসঙ্ঘসম্পাতাঃ।
মধুবল্মীকাম্ভোরুহসমুদ্ভবাশ্চাপি নাশায় ॥ ৭০ ॥

পক্ষিগণ যদি গৃহের, চৈত্যবৃক্ষের, কটকের এবং দ্বারের উপর মধুমক্ষিকার ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে বসে, কিংবা যদি সেই চাকবল্মীতে ও পদ্ম ইত্যাদি পাওয়া যায় বা জন্মে তবে ঐ গৃহাদির বিনাশ হয় ॥ ৭০ ॥

শ্বভিরস্থিশবাবয়বপ্রবেশনং মন্দিরেষু মরকায়।
পশুশস্ত্রব্যাহারে নৃপমৃত্যুর্মুনিবচশ্চেদম্ ॥ ৭১ ॥

কুকুরে যদি মৃত ব্যক্তির অস্থি গৃহে আনয়ন করে তাহাহইলে মড়ক উপস্থিত হইবে, যদি পশু এবং অস্ত্র সকল কথা বলে তবে রাজার মৃত্যু হইবে। এই সকলের শান্তি ঋষিগণ যেরূপ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে বলিতেছি ॥ ৭১ ॥

মৃগপক্ষিবিকারেষু কুর্য্যাদ্ধোমান্ সদক্ষিণান্।
দেবাঃ কপোত ইতি চ জপ্তব্যাঃ পঞ্চভির্দ্বিজৈঃ ॥৭২॥

পক্ষী এবং পশুর বৈকৃত হইলে হোম এবং হোতাগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। আর পাঁচটী ব্রাহ্মণদ্বারা "দেবাঃকপোত" এই মন্ত্র রূপ জপ করাইবে ॥ ৭২ ॥

স দেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণা।
জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাংসি চ ॥ ৭৩ ॥

ইতি মৃগপক্ষিবৈকৃতম্।

এক একটী গাভী এক একটী ব্রাহ্মণকে সুদেবা মন্ত্র পাঠ করিয়া বহুতর গাভী দান করিবে, আর ব্রাহ্মণগণদ্বারা শাকুনসূক্ত জপ করাইবে, আর মনোমন্ত্র এবং বেদ শীর্ষমন্ত্র জপ করাইবে ॥ ৭৩ ॥

ইতি মৃগপক্ষিবৈকৃত ॥

অথ ইন্দ্রধ্বজ ইন্দ্রকীলাদিবৈকৃতম্।

শক্রধ্বজেন্দ্রকীলস্তম্ভদ্বারপ্রপাতভঙ্গেষু।
তদ্বৎকপাটতোরণকেতূনাং নরপতের্ম্মরণম্ ॥ ৭৪ ॥

যদি ইন্দ্রধ্বজ, কপাটের খিল, স্তম্ভ এবং দ্বার, কিংবা কপাট, তোরণ, কেতু অর্থাৎ নিশানের কাষ্ঠ, ভগ্ন কিংবা পতন হয় তাহা হইলে রাজার মৃত্যু হইবে ॥ ৭৪ ॥

সন্ধ্যাদ্বয়স্য দীপ্তির্ধূমোৎপত্তিশ্চ কাননেঽনগ্নৌ।
ছিদ্রাভাবে ভূমের্দ্দরণং কম্পশ্চ ভয়কারী ॥ ৭৫ ॥

যদি প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে আকাশমণ্ডল প্রজ্বলিত হইতেছে দেখা যায় কিংবা অগ্নিবিহীন বনে ধূম্র দর্শন হয়, অথবা ছিদ্রাভাব ভূমি যদি বিদারিত হয় ও ভূমিকম্প হয় তাহাহইলে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

পাষণ্ডানাং নাস্তিকানাঞ্চ ভক্তঃ সাধ্বাচারপ্রোজ্ঝিতঃ ক্রোধশীলঃ। ঈর্ষ্যুঃ ক্রূরো বিগ্রহাসক্তচেতা যস্মিন্ রাজা তস্য দেশস্য নাশঃ ॥ ৭৬ ॥

যে দেশের অধিপতি বেদবিহীন, নাস্তিকগণের ভক্ত ও সাধুদিগের

আচার পরিত্যাগ করে ও যেদেশের অধিপতি ক্রোধশীল, ঈর্ষী, ক্রূর এবং প্রজাগণের সহিত বিবাদে রত, সেই দেশের বিনাশ হয়॥ ৭৬॥

প্রহর হর ছিন্ধি ভিন্ধীত্যায়ুধকাষ্ঠাশ্মপাণয়ো বালাঃ।
নিগদন্তঃ প্রহরন্তে তত্রাপি ভয়ং ভবত্যাশু॥ ৭৭॥

যেদেশের বালকগণ হস্তে অস্ত্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর লইয়া প্রহারকর, খুনকর, কাট ও ভগ্নকর, এইরূপ বলিয়া পরস্পর প্রহার করে সেই দেশে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৭৭॥

অঙ্গারগরগৈরিকাদ্যৈর্ব্বিকৃতপ্রেতাভিলেখনং যস্মিন্।
নায়কচিত্রিতমথবা ক্ষয়ে ক্ষয়ং যাতি ন চিরেণ॥ ৭৮॥

যে গৃহস্থের দেওয়ালে কয়লা অথবা গেরীমাটীদ্বারা বিকৃত প্রাণী কিংবা মৃতপ্রাণীর আকৃতি অথবা বাড়ীর স্বামীর আকৃতি অঙ্কিত দৃষ্ট হয় সেই গৃহস্থের বিনাশ হয়॥ ৭৮॥

লূতাপটাঙ্গশবলং ন সন্ধ্যয়োঃ পূজিতং কলহযুক্তম্।
নিত্যোচ্ছিষ্টস্ত্রীকঞ্চ যদ্গৃহং তৎ ক্ষয়ং যাতি॥ ৭৯॥

যে গৃহ মাকড়সার জালের দ্বারা চিত্রিত হয় ও পুষ্পাদিদ্বারা সজ্জিত না হয়, কিম্বা অপরিষ্কৃত ও যে গৃহে নিয়ত কলহ, আর যে গৃহের স্ত্রীলোকগণ অপরিষ্কৃতা ও শৌচাদি বিহীনা সেই গৃহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়॥ ৭৯॥

দৃষ্টেষু যাতুধানেষু নির্দ্দিশেন্মরকমাশু সম্প্রাপ্তম্।
প্রতিঘাতায়ৈতেষাং গর্গঃ শান্তিং চকারেমাম্॥ ৮০॥

যদি রাক্ষসগণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে মরক উপস্থিত হইবে। গর্গঋষি এই সকল নানাবিধ বিকৃতির শান্তির বিধান বলিয়াছেন॥ ৮০॥

মহাশান্ত্যোঽথ বলয়ো ভোজ্যানি সুমহান্তি চ।
কারয়েত মহেন্দ্রঞ্চ মাহেন্দ্রীভিঃ সমর্চ্চয়েৎ॥ ৮১॥

ইতি শুক্রধ্বজেন্দ্রকীলাদিবৈকৃতম্।

অথর্ব্ববেদোক্ত আঠার প্রকার মহাশান্তি করা কর্ত্তব্য, প্রতিমাসে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীর পূজা, বলি এবং উত্তম ভোজ্য প্রদান করিবে॥ ৮১॥

ইন্দ্রধ্বজ ও ইন্দ্রকীলবৈকৃত সমাপ্ত॥

নরপতিদেশবিনাশে কেতোরুদয়েঽথবা গ্রহেঽর্কেন্দোঃ।
উৎপাতানাং প্রভবঃ স্বর্তুভবশ্চাপ্যদোষায়॥ ৮২॥

যেসকল বৈকৃতি ঘটনার পর নিম্নলিখিত বৈকৃতিঘটনা অর্থাৎ রাজার মৃত্যু কিম্বা দেশবিনাশ বা ধূমকেতুর উদয় অথবা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ ঘটে কিম্বা কালানুযায়ী যে বৈকৃতি হয় তাহার মন্দ ফল যাহা বর্ণিত আছে, তাহা ঘটিবে না॥ ৮২॥

যে চ ন দোষান্ জনয়ন্ত্যুৎপাতাস্তানৃতুস্বভাবকৃতান্।
ঋষিপুত্রকৃতৈঃ শ্লোকৈর্ব্বিদ্যাদেতৈঃ সমাসোক্তৈঃ॥৮৩॥

যেসকল উৎপাত দূষিত নহে অথচ ঋতুস্বভাব অনুসারে ঘটিয়া থাকে সেইসকল উৎপাত ঘটিলে দোষ হয় না, ঋষিপুত্রগণ তদ্বিষয় সংক্ষেপে শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন॥ ৮৩॥

বজ্রাশনিমহীকম্পসন্ধ্যানির্ঘাতনিঃস্বনাঃ।
পরিবেষরজোধূমরক্তার্কাস্তমনোদয়াঃ॥ ৮৪॥

বসন্তঋতুতে যদি বজ্র, ভূমিকম্প ও গর্জ্জন হয় এবং সূর্য্যের উদয়ের প্রাক্কালে কিম্বা সূর্য্য অস্ত হইলে পরিবেষ, ধূলি, বা ধূম্রবৎ দৃষ্ট হয়, কিম্বা সূর্য্যের উদয় বা অস্তকালে ঘোর রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়॥ ৮৪॥

দ্রুমেভ্যোঽন্নরসস্নেহবহুপুষ্পফলোদ্গমাঃ।
গোপক্ষিমদবৃদ্ধিশ্চ শিবায় মধুমাধবে॥ ৮৫॥

অথবা বসন্তকালে বৃক্ষে যদি অন্ন, বড়্‌রস, তৈল, মধু, পুষ্প বা ফল জন্মে এবং যদি গাভী, বৃষভ ও পক্ষী কামোন্মত্ত দৃষ্ট হয় তাহাহইলে চৈত্রবৈশাখে শুভফল হইয়া থাকে॥ ৮৫॥

তারোল্কাপাতকলুষং কপিলার্কেন্দুমণ্ডলম্।
অনগ্নিজ্বলনস্ফোটধূমরেণ্বনিলাহতম্॥ ৮৬॥

গ্রীষ্মঋতুতে যদি নক্ষত্র এবং উল্কা পতন হয় এবং চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল যদি পিঙ্গলবর্ণ হয় অথবা বস্তুসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হয় বা আকাশ ধূলিতে পরিপূর্ণ ও বায়ু কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত দৃষ্ট হয়॥ ৮৬॥

রক্তপদ্মারুণং সান্ধ্যং নভঃক্ষুব্ধার্ণবোপমম্।
সরিতাং চাম্বুসংশোষং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মে শুভং বদেৎ॥৮৭॥

অথবা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে আকাশমণ্ডল যদি রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ ও তরঙ্গিত সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হয় আর যদি নদীসকল শুষ্ক দৃষ্ট হয় তাহাহইলে দেশের শুভ হইয়া থাকে॥ ৮৭॥

শক্রায়ুধপরীবেষবিদ্যুচ্ছুষ্কবিরোহণম্।
কম্পোদ্বর্ত্তনবৈকৃত্যং রসনং দরণং ক্ষিতেঃ॥ ৮৮॥

যদি বর্ষাঋতুতে ইন্দ্রধনু, পরিবেষ ও বিদ্যুৎ আকাশে দৃষ্ট হয়, অথবা যদি শুষ্কবৃক্ষ পল্লবিত দৃষ্ট হয় কিম্বা ভূমিকম্পন, পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উচ্চভূমি নিম্ন এবং নিম্নভূমি উচ্চ দৃষ্ট হয় এবং ভূমির মধ্য হইতে শব্দ শ্রুত হয়॥ ৮৮॥

সরোনদ্যুদপানানাং বৃদ্ধ্যূর্দ্ধতরণপ্লবাঃ।
সরণং চাদ্রিগেহানাং বর্ষাসু ন ভয়াবহম্॥ ৮৯॥

অথবা যদি সরোবর বৃদ্ধি হয়, নদীর তীর ডুবিয়া যায়, পুষ্করণী ও কূপাদি প্লাবিত হয় আর যদি পর্ব্বত ও গৃহসকল গমন করে এইরূপ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে বর্ষাঋতুতে কোন ভয় উপস্থিত হয় না॥ ৮৯॥

দিব্যস্ত্রীভূতগন্ধর্ব্ববিমানাদ্ভুতদর্শনম্।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং দর্শনঞ্চ দিবাম্বরে॥ ৯০॥

শরৎঋতুতে যদি দেব, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বদিগের স্ত্রী এবং দেবতাদিগের যান আকাশে দৃষ্ট হয় কিম্বা দিবাভাগে গ্রহ, রাশি বা কোন নক্ষত্র আকাশে দৃষ্ট হয়॥ ৯০॥

গীতবাদিত্রনির্ঘোষা বনপর্ব্বতসানুষু।
শস্যবৃদ্ধিরপাং হানিরপাপাঃ শরদি স্মৃতাঃ॥ ৯১॥

অথবা বন ও পর্ব্বতের মধ্যে গীতবাদ্যধ্বনি শ্রুত হয় বা ধান্যাদি শস্তের বৃদ্ধি হয় ও জলের পরিমাণ যদি কমিয়া যায় তাহাহইলেও কোন ভয় নাই॥ ৯১॥

শীতানিলতুষারত্বং নর্দ্দনং মৃগপক্ষিণাম্।
রক্ষোযক্ষাদিসত্ত্বানাং দর্শনং বাগমানুষী॥ ৯২॥

হেমন্তঋতুতে যদি শীতলবায়ু বহন ও বরফ পতিত হয়, অথবা যদি মৃগপক্ষিগণ ক্রন্দন করে, রাক্ষস এবং যক্ষগণ যদি দৃষ্ট হয়, আর আকাশে যদি অমানুষী স্বর শ্রুত হয়॥ ৯২॥

দিশো ধূমান্ধকারাশ্চ সনভোবনপর্ব্বতাঃ।
উচ্চৈঃ সূর্য্যোদয়াস্তৌ চ হেমন্তে শোভনাঃ স্মৃতাঃ॥৯৩॥

অথবা যদি আকাশ, বন, পর্ব্বত ও দিক্‌সকল ধূমাতে ও অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়, আর সূর্য্য উদয় ও অস্তকালে উচ্চস্থানে দৃষ্ট হয় তাহা-হইলে শুভ হইয়া থাকে॥ ৯৩॥

হিমপাতানিলোৎপাতা বিরূপাদ্ভুতদর্শনম্।
কৃষ্ণাঞ্জনাভমাকাশং তারোল্কাপাতপিঞ্জরম্॥ ৯৪॥

শিশিরকালে যদি বরফ্ পতিত হয়, কিম্বা উৎপাতরূপ বায়ু চলে, অস্বাভাবিক ও অদ্ভূত দৃশ্য দৃষ্ট হয়, আর আকাশাদি যদি কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয় বা উল্কাপাত ও নক্ষত্রপতন হয়॥ ৯৪॥

চিত্রগর্ভোদ্ভবাঃ স্ত্রীষু গোঽজাশ্বমৃগপক্ষিষু।
পত্রাঙ্কুরলতানাঞ্চ বিকারাঃ শিশিরে শুভাঃ॥ ৯৫॥

আর স্ত্রীলোকগণ যদি অস্বাভাবিক আকারের সন্তান প্রসব করে, অথবা গো, অজা, অশ্ব, মৃগ এবং পক্ষিগণও যদি ঐরূপ অস্বাভাবিক আকারের সন্তান প্রসব করে, অথবা পত্র, অঙ্কুর ও লতাদি যদি বিপরীতরূপ হয় তাহাহইলে রাজ্যের শুভ হইয়া থাকে॥ ৯৫॥

ঋতুস্বভাবজা হ্যেতে দৃষ্টাঃ স্বর্ত্তৌ শুভপ্রদাঃ।
ঋতোরন্যত্র চোৎপাতা দৃষ্টাস্তে ভৃশদারুণাঃ॥ ৯৬॥

যে ঋতুর যে উৎপাত সেই উৎপাত যদি সেই ঋতুতে ঘটে তবে দেশের শুভ এবং যদি ঐসকল উৎপাত অন্য ঋতুতে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে অতিশয় মন্দফল হইয়া থাকে॥ ৯৬॥

উন্মত্তানাঞ্চ যা গাথাঃ শিশূনাং ভাষিতঞ্চ যৎ।
স্ত্রিয়ো যচ্চ প্রভাষন্তে তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥ ৯৭॥

উন্মাদের, বালকের এবং স্ত্রীলোকের বাক্যসকল কখনই অন্যথা হয় না॥ ৯৭॥

পূর্ব্বং চরতি দেবেষু পশ্চাদ্গচ্ছতি মানুষান্।
নাচোদিতা বাগ্বদতি সত্যা হ্যেষা সরস্বতী॥ ৯৮॥

দেবতাদিগের মুখে সত্য কথা উদ্ভব হয়, ঐ সত্য কথা দেবতা হইতে মানবের অন্তঃকরণে উদয় হয়, এজন্য সত্য কথা বাগ্দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা॥ ৯৮॥

উৎপাতান্ গণিতবিবর্জ্জিতোঽপি বুদ্ধা বিখ্যাতো ভবতি নরেন্দ্রবল্লভশ্চ। এতত্তন্মুনিবচনং রহস্যমুক্তং যজ্‌জ্ঞাত্বা ভবতি নরস্ত্রিকালদর্শী॥ ৯৯॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামুৎপাত-লক্ষণং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গণিত ও ফলিতজ্যোতিষ না জানিয়াও যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র উৎপাতসম্বন্ধীয় শাস্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করেন তাহাহইলে তিনি রাজার প্রিয় এবং বিখ্যাত হইতে পারিবেন। ঋষিদিগের গুপ্তশাস্ত্র অর্থাৎ যাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মানব ত্রিকালজ্ঞ হয় সেই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে পাঠ করিয়া আমি এইসকল বিষয় বর্ণন করিলাম॥ ৯৯॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ময়ূরচিত্রকং।

দিব্যান্তরিক্ষাশ্রয়মুক্তমাদৌ ময়া ফলং শস্তমশোভনঞ্চ।
প্রায়েণ চারেষু সমাগমেষু যুদ্ধেষু মার্গাদিষু বিস্তরেণ॥ ১॥

গ্রহনক্ষত্রচারের ও উল্কানির্ঘাতাদির শুভাশুভবিষয় আমি পূর্ব্বে সূর্য্যাদিগ্রহচার, চন্দ্রগ্রহযোগ, গ্রহযুদ্ধ ও গ্রহমার্গ ইত্যাদি অধ্যায়ে বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছি॥ ১॥

ভূয়ো বরাহমিহিরস্য ন যুক্তমেতৎ কর্ত্তুং সমাসকৃদসাবিতি তস্য দোষঃ। তজ্‌জ্ঞৈর্ন বাচ্যমিদং ফলানুগাতি যদ্বর্হিচিত্রকমিতি প্রথিতং বরাঙ্গম্॥ ২॥

যে সকল বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সেই সকল বিষয়ের পুনরুক্তি করিলে বরাহমিহিরের দোষ বিবেচ্য হইবে, কেননা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন যে, বরাহমিহির সংক্ষিপ্তলেখক, ফলত যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহা পুনরায় বলিলে সেইটী যে অন্যায় তাহার সন্দেহ কি আছে? কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদগণ বর্ত্তমানাবস্থায় দোষী করিবেন না, কারণ সকলেই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন যে, প্রত্যেক সংহিতাগ্রন্থে এইরূপভাবের একটী করিয়া অধ্যায় ময়ূরচিত্রক নামে লিখিত হইয়া থাকে॥ ২॥

স্বরূপমেব তস্য তৎ প্রকীর্ত্তিতানুকীর্ত্তনম্।
ব্রবীম্যহং ন চেদিদং তথাপি মেঽত্র বাচ্যতা॥ ৩॥

যে বিষয় একবার বলা হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার বলার নাম ময়ূর-চিত্রক; যদি আমি এই অধ্যায় বর্ণনা না করি, তাহাহইলেও সংহিতা-গ্রন্থে যাহা লেখা কর্ত্তব্য তাহার লোপ করায় সর্ব্বসাধারণের নিকট দোষী হইব॥ ৩॥

উত্তরবীথিগতা দ্যুতিমন্তঃ ক্ষেমসুভিক্ষশিবায় সমস্তাঃ।
দক্ষিণমার্গগতা দ্যুতিহীনাঃ ক্ষুদ্ভয়তস্করমৃত্যুকরাস্তে॥ ৪॥

যদি পাঁচটী গ্রহ উজ্জলান্বিত হইয়া উত্তরবীথি অর্থাৎ উত্তরপথে গমন করে, তাহাহইলে শুভ এবং স্বচ্ছন্দতা হইবে। আর যদি ঐসকল গ্রহ উজ্জলহীন হয় এবং দক্ষিণবীথি গমন করে তাহাহইলে দুর্ভিক্ষ এবং মরক হইবে, আর চোরদ্বারা মানবগণ পীড়িত হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে রাশিচক্রের নয়টী ভাগ আছে তাহার নাম যথা, নাগ, গজ, ঐরাবত, বৃষভ, গো, জরদ্গব, মৃগ, অজ এবং দহন, এই নয়টীর তিন তিনটীতে এক একটী বীথি হয়, এই বীথির উত্তরে উজ্জলান্বিত ও তেজস্বী গ্রহ গমন করিলে শুভ এবং উজ্জলহীন হইয়া দক্ষিণবীথিতে গমন করিলে উপরোক্ত অশুভ ফল হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

কোষ্ঠাগারগতে ভৃগুপুত্রে পুষ্যস্থে চ গিরাম্প্রভবিষ্ণৌ। নির্ব্বৈরাঃ ক্ষিতিপাঃ সুখভাজঃ সংহৃষ্টাশ্চ জনা গতরোগাঃ॥৫॥

যখন বৃহস্পতিগ্রহ পুষ্যানক্ষত্রে স্থিত হয় তৎকালে যদি শুক্রগ্রহ মঘানক্ষত্রে গমন করে তাহাহইলে রাজা শত্রুশূন্য ও সুখী হইবে এবং প্রজাগণ রোগ হইতে বিমুক্ত থাকিবে ও সুখী হইবে ॥ ৫ ॥

পীড়য়ন্তি যদি কৃত্তিকাং মঘাং রোহিণীং শ্রবণমৈন্দ্রমেব বা। প্রোজ্ঝ্য সূর্য্যমপরে গ্রহাস্তদা পশ্চিমা দিগনয়েন পীড্যতে ॥ ৬ ॥

যদি রবিভিন্ন অপর ছয়টী গ্রহ কৃত্তিকা, মঘা, রোহিণী, শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা এই কয়েক নক্ষত্রমধ্যে গমন করে তাহাহইলে পশ্চিমদেশে পীড়া, দুর্ভিক্ষ, শস্যনাশ এবং নদী সকল শুষ্ক হইবে ॥ ৬ ॥

প্রাচ্যাং চেদ্ধ্বজবদবস্থিতা দিনান্তে প্রাচ্যানাং ভবতি হি বিগ্রহো নৃপাণাম্। মধ্যে চেদ্ভবতি হি মধ্যদেশপীড়া রূক্ষৈস্তৈর্নতু রুচিরৈর্ময়ূখবদ্ভিঃ ॥ ৭ ॥

যদি সন্ধ্যাকালে গ্রহগণ পূর্ব্ব আকাশে পতকার ন্যায় দৃষ্ট হয় তাহাহইলে পূর্ব্বদেশের রাজাগণের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হইবে এবং মধ্য আকাশে ঐসকল গ্রহগণ যদি ঐরূপ আকারে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে মধ্যদেশে পীড়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু ঐ গ্রহগণ রূক্ষ, নির্ম্মল ও কিরণযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ ও পীড়া হইবে না ॥ ৭ ॥

দক্ষিণাং ককুভমাশ্রিতৈস্তু তৈর্দ্দক্ষিণাপথপয়োমুচাং ক্ষয়ঃ। হীনরূক্ষতনুভিশ্চ বিগ্রহঃ স্থূলদেহকিরণান্বিতৈঃ শুভম্ ॥ ৮ ॥

যদি দক্ষিণ আকাশে গ্রহগণ ঐরূপ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে দক্ষিণদেশে মেঘের নাশ অর্থাৎ অনাবৃষ্টি হয় এবং গ্রহসকলের শরীর অল্প ও কলুষিত হইলে যুদ্ধ হয়, আর গ্রহসকলের দেহ স্থূল ও তেজস্বী হইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

উত্তরমার্গে স্পষ্টময়ূখাঃ শান্তিকরাস্তে তন্নৃপতীনাম্। হ্রস্বশরীরা ভস্মসবর্ণা দোষকরাঃ স্যুর্দ্দেশনৃপাণাম্ ॥ ৯ ॥

ঐসকল গ্রহ উত্তর আকাশে তেজস্বী দৃষ্ট হইলে রাজার সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐসকল গ্রহগণের মণ্ডল অল্প ও ভস্মের ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজার অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

নক্ষত্রাণাং তারকাঃ সগ্রহাণাং ধূমজ্বালাবিস্ফুলিঙ্গান্বিতাশ্চেৎ। আলোকং বা নির্নিমিত্তং ন যান্তি যাতি ধ্বংসং সর্ব্বলোকঃ সভূপঃ ॥ ১০ ॥

গ্রহের তারা ও নক্ষত্রের যোগতারা যদি ধূমার ন্যায় ও দগ্ধ দৃষ্ট হয়, কিম্বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গতের ন্যায় দৃষ্ট হয় ও বিনাকারণে তাহাদিগের জ্যোতির হানি হয় তাহাহইলে রাজার সহিত সর্ব্বলোক বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

দিবি ভাতি যদা তুহিনাংশুযুগং দ্বিজবৃদ্ধিরতীব তদাশু শুভা। তদনন্তরবর্ণরণোঽর্কযুগে জগতঃ প্রলয়স্ত্রিচতুঃপ্রভৃতি ॥ ১১ ॥

যখন আকাশে দুই চন্দ্র দৃষ্ট হইবে তখন দ্বিজগণের শুভ ও অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। দুইটী সূর্য্য দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ সম্ঘটিত হয়, যদি তিন কিম্বা চারিটী সূর্য্য দৃষ্ট হয় তাহাহইলে জগৎ বিনাশ হইবে ॥ ১১ ॥

মুনীনভিজিতং ধ্রুবং মঘবতশ্চ ভং সংস্পৃশন্ শিখী ঘনবিনাশকৃৎ কুশলকর্ম্মহা শোকদঃ। ভুজঙ্গভমথাস্পৃশেস্তবতি বৃষ্টিনাশো ধ্রুবং ক্ষয়ং ব্রজতি বিদ্রুতো জনপদশ্চ বালাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ধূমকেতু যদি সপ্তর্ষিমণ্ডল, অভিজিৎনক্ষত্র, ধ্রুবনক্ষত্র এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে স্পর্শ করে তাহাহইলে ধন বিনাশ হইবে। শুভকর্ম্মের নাশ এবং শোক উপস্থিত হইবে। যদি কেতু অশ্লেষানক্ষত্রকে স্পর্শ করে তাহাহইলে অনাবৃষ্টি এবং মানবগণ ক্ষুধিতসন্তানগণের সহিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিবে এবং পরদেশে ভ্রমণ করিয়া নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ১২ ॥

প্রাগ্দ্বারেষু চরন্ রবিপুত্রো নক্ষত্রেষু করোতি চ বক্রম্। দুর্ভিক্ষং কুরুতে ভয়মুগ্রং মিত্রাণাঞ্চ বিরোধমবৃষ্টিম্ ॥ ১৩ ॥

যখন শনি কৃত্তিকাদি সপ্তনক্ষত্রের মধ্যে কোন নক্ষত্রের মধ্যে গমন করিয়া বক্রী হয় তখন দুর্ভিক্ষ, অত্যন্তভয়, বন্ধুগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও নানাস্থানে অনাবৃষ্টি হইবে ॥ ১৩ ॥

রোহিণীশকটমর্কনন্দনো যদি ভিনত্তি রুধিরোঽথবা শিখী। কিং বদামি যদনিষ্টসাগরে জগদশেষমুপযাতি সংক্ষয়ম্ ॥১৪॥

যখন শনি কিম্বা মঙ্গল, অথবা কেতু, রোহিণীশকট ভেদ করে তখন সমস্তজগৎ দুঃখের গভীরসমুদ্রে পতিত হয় ও মরে। তৎকালের অবস্থা আমি কিরূপে উচিৎ মত বর্ণন করিতে পারি ॥ ১৪ ॥

উদয়তি সততং যদা শিখী চরতি ভচক্রমশেষমেব বা।
অনুভবতি পুরাকৃতং তদা ফলমশুভং সচরাচরং জগৎ ॥১৫॥

যদি কেতু নিরন্তর উদয় হয় ও সকলনক্ষত্রচক্র ভ্রমণ করে তাঁহা-হইলে, জগতের স্থাবর ও জঙ্গমসমূহ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে দুঃখভোগ করিবে ॥ ১৫ ॥

ধনুঃস্থায়ী রূক্ষো রুধিরসদৃশঃ ক্ষুদ্ভয়করো বলোদ্যোগং চেন্দুঃ কথয়তি জয়ং জ্যাস্য চ যতঃ। অবাক্‌শৃঙ্গো গোঘ্নো নিধনমপি শস্যস্য কুরুতে জ্বলন্ধূমায়ন্ বা নৃপতিমরণায়ৈব ভবতি ॥ ১৬ ॥

যদি চন্দ্র ধনুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট, রূক্ষ এবং রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ধনুরাকৃতি চন্দ্রের ডোরি যেদেশে পড়িবে সেইদেশের রাজা বলবান্ ও যুদ্ধে জয়ী হইবে। চন্দ্রের শৃঙ্গ নীচু হইলে গো ও ধান্যের নাশ হইয়া থাকে। আর চন্দ্র ধূম ও জ্বালাযুক্ত হইলে রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

স্নিগ্ধঃ স্থূলঃ সমশৃঙ্গো বিশালস্তুঙ্গশ্চোদগ্বিচরন্নাগ-বীথ্যাম্। দৃষ্টঃ সৌম্যৈরশুভৈর্ব্বিপ্রযুক্তো লোকানন্দং কুরুতেঽতীবচন্দ্রঃ ॥ ১৭ ॥

চন্দ্র যদি নির্ম্মল, স্থূল, সমশৃঙ্গ, বিস্তীর্ণ ও উচ্চ হয় এবং উত্তরদিকে নাগবীথিতে গমন করে ও শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয় এবং পাপগ্রহরহিত হয় তাহাহইলে চন্দ্র অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

পিত্র্যমৈত্রপুরুহূতবিশাখাত্বাষ্ট্রমেত্য চ যুনক্তি শশাঙ্কঃ। দক্ষিণেন ন শুভো হিতকৃৎ স্যাদ্ যদ্যুদক্ চরতি মধ্য-গতো বা ॥ ১৮ ॥

চন্দ্র যদি মঘা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও চিত্রা এইসকল নক্ষত্রের সহিত যোগ হয় তাহাহইলে শুভ হয় না, আর উত্তর বা মধ্য হইতে যোগ হইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

পরিঘ ইতি মেঘরেখা যা তির্য্যগ্‌ভাস্করোদয়েঽস্তে বা।
পরিধিস্তু প্রতিসূর্য্যো দণ্ডস্ত্বৃজুরিন্দ্রচাপনিভঃ ॥ ১৯ ॥

সূর্য্য উদয় বা অস্তকালে সূর্য্যমণ্ডলে যে তির্য্যগ্‌ভাবে মেঘ থাকে তাহার নাম পরিঘ, প্রতিসূর্য্যকেও পরিধি বলে, আর ইন্দ্রধনুর আকার সমান হইলে তাহাকে দণ্ড বলে ॥ ১৯ ॥

উদয়েঽস্তে বা ভানোর্য্যে দীর্ঘা রশ্ময়স্তমোঘাস্তে।
সুরচাপখণ্ডমৃজু যদ্ রোহিতমৈরাবতং দীর্ঘম্ ॥ ২০ ॥

উদয় ও অস্তকালে সূর্য্যের যে লম্বা কিরণ দৃষ্ট হয় তাহাকে অমোঘ-কিরণ বলে। খণ্ডিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় যে কিরণ তাহাকে রোহিতক, আর ইন্দ্রধনু লম্বা হইলে তাহাকে ঐরাবত বলে ॥ ২০ ॥

অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা যাবৎ।
তেজঃপরিহানিমুখাদ্ ভানোরর্দ্ধোদয়ং যাবৎ ॥ ২১ ॥

সূর্য্য অর্দ্ধঅস্তমিত অবস্থায় নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে সায়ংসন্ধ্যা বলে, আর সূর্য্যের অর্দ্ধ উদয় অবস্থায় যে নক্ষত্রহীন দৃষ্ট হয় তাহাকে প্রাতঃসন্ধ্যা বলে ॥ ২১ ॥

তস্মিন্ সন্ধ্যাকালে চিহ্নৈরেতৈঃ শুভাশুভং বাচ্যম্।
সর্ব্বৈরেতৈঃ স্নিগ্ধৈঃ সদ্যোবর্ষং ভয়ং রূক্ষৈঃ ॥ ২২ ॥

সন্ধ্যাকালে এইসকল চিহ্নদ্বারা শুভাশুভ ফল বলিবে। ঐসকল পরিঘ প্রভৃতি স্নিগ্ধ হইলে সদ্যোবৃষ্টি এবং রূক্ষ হইলে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অচ্ছিন্নঃ পরিঘো বিয়চ্চ বিমলং শ্যামা ময়ূখা রবেঃ স্নিগ্ধদীধিতয়ঃ সিতং সুরধনুর্ব্বিদ্যুচ্চ পূর্ব্বোত্তরা। স্নিগ্ধো মেঘতরুর্দ্দিবাকরকরৈরালিঙ্গিতো বা যদা বৃষ্টিঃ স্যাদ্ যদি বার্কমস্তসময়ে মেঘো মহাংশ্ছাদয়েৎ ॥ ২৩ ॥

যদি পরিঘ অখণ্ডিত, আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যকিরণ স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ এবং ইন্দ্রধনু শ্বেতবর্ণ ও ঈশানকোণে বিদ্যুৎদর্শন হয় আর অভ্রবৃক্ষ যদি স্নিগ্ধ এবং সূর্য্যকিরণে আবৃত হয় তাহাহইলে সদ্যোবৃষ্টি হইবে ॥ ২৩ ॥

খণ্ডো বক্রঃ কৃষ্ণো হ্রস্বঃ কাকাদ্যৈর্ব্বা চিহ্নৈর্ব্বিদ্ধঃ।
যস্মিন্দেশে রূক্ষশ্চার্কস্তত্রাভাবঃ প্রায়ো রাজ্ঞঃ ॥ ২৪ ॥

যেদেশে সূর্য্য খণ্ডিত, বক্র, কৃষ্ণবর্ণ, অল্পবিম্ব, কাকাদিচিহ্নদ্বারা বিদ্ধ ও রূক্ষ দৃষ্ট হয় সেই দেশের রাজার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বাহিনীং সমুপযাতি পৃষ্ঠতো মাংসভুক্ খগগণো যুযুৎ-সতঃ। যস্য তস্য বলবিদ্রবো মহান্ অগ্রগৈস্তু বিজয়ো বিহঙ্গমৈঃ ॥ ২৫ ॥

মাংসভুক্‌পক্ষিগণ যদি যুদ্ধগমনকারী রাজার সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে তাহাহইলে সেই রাজার যুদ্ধে পরাজয় হইয়া থাকে। আর ঐ পক্ষিগণ সৈন্যের অগ্রে গমন করিলে যুদ্ধে জয় হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ভানোরুদয়ে যদি বাস্তময়ে গন্ধর্ব্বপুরপ্রতিমা ধ্বজিনী।
বিম্বং নিরুণদ্ধি তদা নৃপতেঃ প্রাপ্তং সমরং সভয়ং প্রবদেৎ ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যের উদয় কিম্বা অস্তকালে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সৈন্যদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে রাজার যুদ্ধ ও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শস্তা শান্তদ্বিজমৃগঘুষ্টা সন্ধ্যা স্নিগ্ধা মৃদুপবনা চ।
পাংশুধ্বস্তা জনপদনাশং ধত্তে রূক্ষা রুধিরনিভা বা ॥২৭॥

শান্তাদিকে অর্থাৎ সূর্য্যের বিপরীতদিকে যদি পক্ষী এবং বন্যপশু শব্দ করে ও সন্ধ্যা যদি নির্ম্মল এবং মৃদুবায়ু যুক্ত হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে। আর সন্ধ্যা যদি ধূলিদ্বারা আচ্ছাদিত, রূক্ষ এবং রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট হয় তাহাহইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যদ্বিস্তরেণ কথিতং মুনিভিস্তদস্মিন্ সর্ব্বং ময়া নিগদিতং পুনরুক্তবর্জ্জম্। শ্রুত্বাপিকোকিলরুতং বলিভুখিরৌতি যত্তৎস্বভাবকৃতমস্য পিকং ন জেতুম্ ॥ ২৮॥
ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ময়ূরচিত্রকং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

মুনিঋষিরা তাঁহাদিগের ময়ূরচিত্রক নামক অধ্যায়ে অনেকানেক সত্যবিষয় বলিয়াছেন, আমি ঐসকলের মধ্যে যে বিষয়গুলি কেবলমাত্র পুনরুক্তি সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বলিলাম। পরন্ত কোকিলের শব্দ শ্রবণ করিয়াও কাক শব্দ করে তাহা কোকিলের শব্দ জয় করিব মনে করিয়া নহে, বস্তুত উহা তাহার স্বভাব ॥ ২৮॥ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে ময়ূরচিত্রক সমাপ্ত ॥

অষ্টাচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ অপুষ্যস্নানং।

মূলং মনুজাধিপতিঃ প্রজাতরোস্তদুপঘাতসংস্কারাৎ।
অশুভং শুভঞ্চ লোকে ভবতি যতোঽতো নৃপতিচিন্তা ॥১॥

রাজা প্রজারূপ বৃক্ষের মূলস্বরূপ, সুতরাং রাজার শারীরিক ও মানসিক শুভ বা বৃদ্ধিতে প্রজার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর রাজার শারীরিক অসুস্থতা ও বিনাশে প্রজার অশান্তি বা বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত চিন্তা করা আবশ্যক ॥ ১ ॥

যা ব্যাখ্যাতা শান্তিঃ স্বয়ম্ভুবাম্বরগুরোর্ম্মহেন্দ্রার্থে।
তাং প্রাপ্য বৃদ্ধগর্গঃ প্রাহ যথা ভাগুরেঃ শৃণুত ॥ ২ ॥

ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে যে শান্তি বলিয়াছেন, ঐ শান্তি গর্গঋষি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য ভাগুরিকে বলিয়াছিলেন, আমিও সেই শান্তি বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

পুষ্যস্নানং নৃপতেঃ কর্ত্তব্যং দৈববিৎপুরোধাভ্যাং।
নাতঃপরং পবিত্রং সর্ব্বোৎপাতান্তকরমস্তি ॥ ৩ ॥

দৈবজ্ঞ এবং পুরোহিত রাজাকে পুষ্যাস্নান করাইবে, এই পুষ্যাস্নান অপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বপ্রকার উৎপাতনাশক আর কিছুই নাই ॥ ৩ ॥

শ্লেষ্মাতকাক্ষকণ্টকিকটুতিক্তবিগন্ধিপাদপবিহীনে।
কৌশিকগৃধ্রপ্রভৃতিভিরনিষ্টবিহগৈঃ পরিত্যক্তে ॥ ৪ ॥

যে স্থানে শ্লেষ্মাতকবৃক্ষ, অক্ষ অর্থাৎ বহেড়াবৃক্ষ, কণ্টকবৃক্ষ, কটু, তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত বৃক্ষ এবং যেস্থানে পেচক ও শকুন প্রভৃতি অনিষ্টকর পক্ষী বাসকরে সেই স্থান বর্জ্জন করিয়া পুষ্যাস্নানের স্থান নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৪ ॥

তরুণতরুগুল্মবল্লীলতাপ্রতানাবৃতে বনোদ্দেশে।
নিরুপহতপত্রপল্লবমনোজ্ঞমধুরদ্রুমপ্রায়ে ॥ ৫ ॥

নূতনবৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং বল্লী এইসকলদ্বারা আবৃতস্থানে ও উত্তমপত্র এবং মনোহর ও মধুর বৃক্ষযুক্ত স্থানে পুষ্যাস্নানের স্থান নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৫ ॥

কৃকবাকুজীবজীবকশুকশিখিশতপত্রচাবহারীতৈঃ।
ক্রকরচকোরকপিঞ্জলবঞ্জুলপারাবতশ্রীকৈঃ ॥ কুসুমরসপানমত্তদ্বিরেফপুংস্কোকিলাদিভিশ্চান্যৈঃ। বিরুতে বনোপকণ্ঠে ক্ষেত্রাগারে শুচাবথবা ॥ ৬—৭ ॥

অথবা কুক্কুট, জীবঞ্জীবক, শুক, ময়ূর, শতপত্র (কাঠঠোকরা পক্ষিবিশেষ), চাষ, হারীত, ক্রকর, চকোর, কপিঞ্জল, বঞ্জুল, গোলাপায়রা ও শ্রীক প্রভৃতি পক্ষিগণ যেস্থানে থাকে ও যেস্থানে পুষ্প মধুপানে মত্ত ভ্রমর ও কোকিলগণ এবং অন্যান্য পক্ষিগণ মধুর ধ্বনিকরে, বনের সেই স্থানের সমীপবর্ত্তী পবিত্রক্ষেত্রাগারে পুষ্যাস্নানের স্থান নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৬—৭ ॥

হ্রদিনী বিলাসিনীনাং জলখগনখবিক্ষতেষু রম্যেষু।
পুলিনজঘনেষু কুর্য্যাদ্দৃগ্মনসোঃ প্রীতিজননেষু ॥ ৮ ॥

অথবা স্ত্রীরূপনদীর জল যেস্থানে পক্ষিগণের নখদ্বারা বিদারিত হয় এবং চক্ষু ও মনের আনন্দবর্দ্ধক মনোহর জঘনরূপ যে তীর তাহাতে পুষ্যাস্নানের স্থান নিরূপিত করিবে ॥ ৮ ॥

প্রোৎপ্লুতহংসচ্ছত্রে কারণ্ডবকুররসারসোদ্গীতে।
ফুল্লেন্দীবরনয়নে সরসি সহস্রাক্ষকান্তিধরে ॥ ৯ ॥

অথবা উড্ডীয়মান হংসগণ যেসরোবরের ছত্রস্বরূপ আর কারণ্ডব, কুড়র ও সারসপক্ষিগণ যেসরোবরের গায়ক এবং নীলপদ্মসকল যাহার চক্ষু এইরূপ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রতুল্য সরোবরের নিকট পুষ্যাস্নানের স্থান নিরূপিত করিবে ॥ ৯ ॥

প্রোৎফুল্লকমলবদনাঃ কলহংসকলস্বনপ্রভাষিণ্যঃ।
প্রোত্তুঙ্গকুড্মলকুচা যস্মিন্নলিনীবিলাসিন্যঃ ॥ ১০ ॥

অথবা প্রমদাগণের মুখের ন্যায় প্রফুল্লিতপদ্মসকল যেস্থানে এবং কথার স্বরের ন্যায় কলহংসগণের মধুরশব্দ ও পদ্মের কলিকাসকল উন্নত স্তনের ন্যায় যেসরোবরে বিদ্যমান আছে তাহার নিকটে পুষ্যাস্নানের স্থান নিরূপিত করিবে ॥ ১০ ॥

কুর্য্যাদ্গোরোমন্থজফেনলবশকৃৎখুরক্ষতোপচিতে।
অচিরপ্রসূতহুঙ্কতবল্গিতবৎসোৎসবে গোষ্ঠে ॥ ১১ ॥

অথবা গোসকলের চর্ব্বিতচর্ব্বণজনিত ফেনাসকল ও গোময়সমূহ যেস্থানে খুরদ্বারা মর্দ্দিত হয় এবং অচিরপ্রসূত বৎসগণের হুঙ্কার ও লম্ফদ্বারা উৎসাহযুক্ত যে গোষ্ঠ তাহার নিকটে পুষ্যাস্নানের স্থান করিবে। ১১ ॥

অথবা সমুদ্রতীরে কুশলাগতপোতরত্নসম্বাধে।
ঘনচুনিললীনজলচরসিতখগশবলীকৃতোপান্তে ॥ ১২ ॥

অথবা কুশলাগত জাহাজসমূহের রত্নে ব্যাপ্ত এবং হিজলবৃক্ষস্থিত শ্বেতপক্ষিগণে সুশোভিত সমুদ্রের তীরবর্ত্তী যে পোতাশ্রয় স্থান তাহাতে পুষ্যাস্নানের স্থান নির্দ্ধারণ করিবে ॥ ১২ ॥

ক্ষময়া ক্রোধ ইব জিতঃ সিংহো মৃগ্যাভিভূয়তে যত্র।
দত্তাভয়খগমৃগশাবকেষু তেম্বাশ্রমেম্বথবা ॥ ১৩ ॥

অথবা যেআশ্রমে মৃগসকল সিংহকে ভয় করে না এবং মৃগশাবক ও পক্ষি[illegible]ল নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই ঋষির আশ্রমে পুষ্যাস্নানের স্থান নির্দ্দি[illegible] করিবে ॥ ১৩ ॥

[illegible]ক্ষীকলাপনূপুরগুরুজঘনোদ্বহনবিঘ্নিতপদাভিঃ।
[illegible]শ্রীমতি মৃগেক্ষণাভির্গৃহেহন্যভৃতবল্গুবচনাভিঃ ॥ ১৪ ॥

অথবা চন্দ্রহার, নূপুর ও নিতম্বের প্রশস্ততা প্রভৃতিদ্বারা মন্দগমনা এবং কোকিলের ন্যায় স্বর ও লক্ষ্মীযুক্তা নারিসকল যেগৃহে বাস করে সেই গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্যাস্নানের স্থান নির্দ্দেশ করিবে ॥ ১৪ ॥

পুণ্যেম্বায়তনেষু চ তীর্থেষূদ্যানরম্যদেশেষু।
পূর্ব্বোদকপ্লবভূমৌ প্রদক্ষিণাম্ভোবহায়াঞ্চ ॥ ১৫ ॥

অথবা পবিত্রদেবালয়ে বা তীর্থে কিম্বা উদ্যানে অথবা মনোহর স্থানে এবং উত্তর বা পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত নদীর তটে কিম্বা বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত নদীর তীরে পুষ্যাস্নানের স্থান করিবে ॥ ১৫ ॥

ভস্মাঙ্গারাস্থ্যূষরতুষকেশশ্বভ্রকর্কটাবাসৈঃ।
শ্বাবিন্মূষকবিবরৈর্ব্বল্মীকৈর্যা চ সন্ত্যক্তা ॥ ১৬ ॥

ভস্ম, অঙ্গার, অস্থি, ক্ষারমৃত্তিকা, তুষ, কেশ, গর্ত্ত, কাঁকড়ার গর্ত্ত, শ্বাবিৎগর্ত্ত অর্থাৎ শূকরের গর্ত্ত, ইঁদুরের গর্ত্ত, উইয়ের ঢীপি এবং সর্পের বাসা এই সকল স্থানে পুষ্যাস্নানের স্থান করিবে না ॥ ১৬ ॥

ধাত্রী ঘনা সুগন্ধা স্নিগ্ধা মধুরা সমা চ বিজয়ায়।
সেনাবাসেহপ্যেবং যোজয়িতব্যা যথাযোগম্ ॥ ১৭ ॥

বিশেষরূপ দৃঢ়, সুগন্ধিযুক্ত, মৃদু, মধুর এবং সমতল এইরূপ ভূমিতে পুষ্যাস্নান করিলে জয়লাভ হয়। আর সৈন্য রাখিবার নিমিত্তও এইরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিবে ॥ ১৭ ॥

নিষ্ক্রম্য পুরান্নক্তং দৈবজ্ঞামাত্যযাজকাঃ প্রাচ্যাম্।
কৌবের্য্যাং বা কৃত্বা বলিং দিগীশাধিপায়াং বা ॥ ১৮ ॥

দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী এবং পুরোহিত এই কয়েক ব্যক্তি রাত্রিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে কিম্বা ঈশানকোণে গমন করিয়া বলিপ্রদান করিবে ॥ ১৮ ॥

লাজাক্ষতদধিকুসুমৈঃ প্রয়তঃ প্রণতঃ পুরোহিতঃ কুর্য্যাৎ।
আবাহনমথ মন্ত্রস্তস্মিন্মুনিভিঃ সমুদ্দিষ্টঃ ॥ ১৯ ॥

পুরোহিত পবিত্র ও বিনীত হইয়া খৈ, আতপতণ্ডুল, দধি ও পুষ্পদ্বারা আবাহন করিয়া বক্ষ্যমান ঋষি-প্রোক্ত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে ॥ ১৯ ॥

আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যেহত্র পূজাভিলাষিণঃ।
দিশো নাগা দ্বিজাশ্চৈব যে চান্যেহপ্যংশভাগিনঃ ॥ ২০ ॥

যেসকল দেবগণ এই পূজা অভিলাষ করেন সেই সকল দেবতা ও দিক্‌সকল, সর্পগণ, ঋষিগণ এবং অন্যান্য অংশভাগিদেবগণ এইস্থানে আগমন করুন ॥ ২০ ॥

আবাহৈবং ততঃ সর্ব্বানেবং ব্রূয়াৎ পুরোহিতঃ।
শ্বঃ পূজাং প্রাপ্য যাস্যন্তি দত্বা শান্তিং মহীপতেঃ ॥ ২১ ॥

এইপ্রকারে পুরোহিত দেবগণকে আবাহন করিয়া বলিবেন যে আগামী কল্য আপনারা পূজাগ্রহণপূর্ব্বক মহারাজকে শান্তিপ্রদান করিয়া গমন করিবেন ॥ ২১ ॥

আবাহিতেষু কৃত্বা পূজাং তাং শর্ব্বরীং বসেয়ুস্তে।
সদসৎস্বপ্ননিমিত্তং যাত্রায়াং স্বপ্নবিধিরুক্তঃ ॥ ২২ ॥

আবাহিত দেবগণকে পূজা করিয়া দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী এবং পুরোহিত ইহাঁরা রাত্রিতে ঐস্থানে অবস্থিতি করিবেন, পরে রাত্রিযোগে দেবগণ শুভ বা অশুভ স্বপ্ন দেখাইবেন। স্বপ্নের শুভাশুভ যাত্রাস্বপ্নবিধি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ॥ ২২ ॥

অপরেহহনি প্রভাতে সম্ভারানুপহরেদ্ যথোক্তগুণান্।
গত্বাবনিপ্রদেশে শ্লোকাশ্চাপ্যত্র মুনিগীতাঃ ॥ ২৩ ॥

তৎপরদিবস প্রতঃকালে পুষ্যাস্নানের নিমিত্ত দ্রব্যসকল আহরণকরত একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত পবিত্রপূজাস্থানে গমনপূর্ব্বক গর্গঋষি-প্রোক্ত মন্ত্রপাঠ করিবে ॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ মণ্ডলমালিখ্য কল্পয়েত্তত্র মেদিনীম্।
নানারত্নাকরবতীং স্থানানি বিবিধানি চ ॥ ২৪ ॥

উক্ত পবিত্রপুষ্যাস্নানের স্থানে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া নানাবিধ রত্নদ্বারা শোভিত করিবে এবং ঐ মণ্ডলের মধ্যে দেবতাদিগের আসনের স্থান বিহিত করিয়া রাখিবে ॥ ২৪ ॥

পুরোহিতো যথাস্থানং নাগান্ যক্ষান্ সুরান্ পিতৃন্।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব মুনীন্ সিদ্ধাংশ্চ বিন্যসেৎ ॥ ২৫ ॥

অনন্তর পুরোহিত মণ্ডলের মধ্যে যথাযোগ্যস্থানে নাগ, যক্ষ, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মুনি এবং সিদ্ধগণের মূর্ত্তি বিন্যস্ত অর্থাৎ অঙ্কিত করিবে ॥ ২৫ ॥

গ্রহাংশ্চ সহ নক্ষত্রৈ রুদ্রাংশ্চ সহ মাতৃভিঃ।
স্কন্দং বিষ্ণুং বিশাখঞ্চ লোকপালান্ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥

এতদ্ভিন্ন নক্ষত্রগণের সহিত নবগ্রহ, মাতৃকাগণের সহিত রুদ্রদেব, স্কন্দ, বিষ্ণু, বিশাখা এবং ইন্দ্রাদিলোকপাল ও দেবস্ত্রী ইহাঁদিগের মূর্ত্তি মণ্ডলের মধ্যে যথাযোগ্যস্থানে অঙ্কিত করিবে ॥ ২৬ ॥

বর্ণ কৈর্ব্বিবিধৈঃ কৃত্বা হৃদ্যৈর্গন্ধগুণান্বিতৈঃ।
যথাস্বং পূজয়েদ্বিদ্বান্ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ২৭ ॥

বিদ্বান্ পুরোহিত ঐসকলমূর্ত্তি নানাবিধ বর্ণ ও সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা মনোহর করিয়া গন্ধমাল্য এবং অনুলেপন অর্থাৎ চন্দন ইত্যাদিদ্বারা যথোক্ত-বিধানে পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥

ভক্ষ্যৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ ফলমূলামিষৈস্তথা।
পানৈর্ব্বিবিধৈর্হৃদ্যৈঃ সুরাক্ষীরাসবাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর নানাপ্রকার ভক্ষ্যফল, মূল, আমিষ এবং নানাবিধ মনোহর পানীয় অর্থাৎ সুরা, দুগ্ধ ও মদ্য প্রভৃতিদ্বারা পূজা করিবে ॥ ২৮ ॥

কথয়াম্যতঃপরমহং পূজামস্মিন্ যথাভিলিখিতানাম্।
গ্রহযজ্ঞে যঃ প্রোক্তো বিধির্গ্রহাণাং স কর্ত্তব্যঃ ॥ ২৯ ॥

এখন মণ্ডলের মধ্যস্থিত দেবতাদিগের পূজা বলিব, কিন্তু গ্রহদিগের পূজা গ্রহযাগযজ্ঞ নামক গ্রন্থোক্তবিধি অনুসারে করিবে ॥ ২৯ ॥

মাংসৌদনমদ্যাদ্যৈঃ পিশাচদিতিতনয়দানবাঃ পূজ্যাঃ।
অভ্যঞ্জনাঞ্জনতিলৈঃ পিতরো মাংসৌদনৈশ্চাপি ॥ ৩০ ॥

মাংস, অন্ন ও মদ্যাদিদ্বারা পিশাচ, দৈত্য ও রাক্ষসদিগের এবং তৈল অভ্যঙ্গ, কাজল, তিল, মাংস ও অন্নদ্বারা পিতৃলোকের পূজা করিবে ॥৩০॥

সামযজুর্ভির্মুনয়সৃগ্ভির্গন্ধৈশ্চ ধূপমাল্যযুতৈঃ।
অশ্লেষকবর্ণৈস্ত্রিমধুরেণ চাভ্যর্চ্চয়েন্নাগান্ ॥ ৩১ ॥

সাম, যজু ও ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গন্ধ ও ধূপাদিদ্বারা ঋষিদিগের এবং অশ্লেষকবর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক ত্রিমধু (ঘৃত, মধু ও চিনী) দ্বারা নাগদিগকে পূজা করিবে ॥ ৩১ ॥

ধূপাজ্যাহুতিমাল্যৈর্ব্বিবুধান্ রত্নৈঃ স্তুতিপ্রণামৈশ্চ।
গন্ধর্ব্বানপ্সরসো গন্ধৈর্ম্মাল্যৈশ্চ সুসুগন্ধৈঃ ॥ ৩২ ॥

ধূপ, ঘৃতাহুতি, মাল্য, রত্ন, স্তুতি ও নমস্কার প্রভৃতিদ্বারা দেবতাদিগকে এবং চন্দন ও সুগন্ধিপুষ্পদ্বারা গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাদিগকে পূজা করিবে ॥ ৩২ ॥

শেষাংস্তু সার্ব্ববর্ণিকবলিভিঃ পূজাং ন্যসেচ্চ সর্ব্বেষাম্।
প্রতিসরবস্ত্রপতাকাভূষণযজ্ঞোপবীতানি ॥ ৩৩ ॥

অপর অবশিষ্ট দেবতাগণকে সর্ব্ববর্ণের আহারীয় দ্রব্যদ্বারা পূজা করিয়া রক্তবর্ণ বস্ত্র, পতাকা, অলঙ্কার এবং যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি অর্পণ করিবে ॥ ৩৩ ॥

মণ্ডল-পশ্চিমভাগে কৃত্বাগ্নিং দক্ষিণেহথবা বেদ্যাম্।
আদদ্যাৎ সম্ভারান্ দর্ভান্দীর্ঘানগর্ভাংশ্চ ॥ ৩৪ ॥

উক্ত মণ্ডলের পশ্চিম কিংবা দক্ষিণদিকে বেদি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক অপর যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি এবং দীর্ঘ অগর্ভ কুশ একত্র করিয়া স্থাপন করিবে ॥ ৩৪ ॥

লাজাজ্যাক্ষতদধিমধুসিদ্ধার্থকগন্ধসুমনসো ধূপান্।
গোরোচনাঞ্জনতিলান্ স্বর্তুজমধুরাণি চ ফলানি ॥ সঘৃতস্য পায়সস্য চ তত্র শরাবাণি তৈশ্চ সম্ভারৈঃ। পশ্চিমবেদ্যাং পূজাং কুর্য্যাৎ স্নানস্য সা বেদী ॥ ৩৫—৩৬ ॥

অনন্তর খৈ, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, দধি, মধু, সর্ষপ, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, গোরোচনা, কজ্জল, তিল এবং উক্ত ঋতুজাত সুমধুর ফল ও ঘৃতপায়স, এই সমস্ত দ্রব্য মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখিয়া বেদির পশ্চিমদিকে ঐ সমস্ত দ্রব্যদ্বারা পূজা করিবে, পরন্তু এই বেদিতেই পুষ্যাস্নান করাইতে হইবে ॥ ৩৫—৩৬ ॥

তস্যাঃ কোণেষু দৃঢ়ান্ কলশান্ সিতসূত্রবেষ্টিতগ্রীবান্।
সক্ষীরবৃক্ষপল্লবফলাপিধানান্ ব্যবস্থাপ্য ॥ ৩৭ ॥

ঐ বেদির চারিকোণে, অছিদ্র কলসসকল রাখিয়া ঐসকল কলসের গলায় শ্বেতবর্ণ সূত্রবেষ্টন এবং কলসীর মুখ ক্ষীরীবৃক্ষের পল্লব ও ফলদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে ॥ ৩৭ ॥

পুষ্যস্নানবিমিশ্রেণাপূর্ণানম্ভসা সরত্নাংশ্চ। পুষ্যস্নানদ্রব্যাণ্যাদদ্যাদ্গর্গগীতানি ॥ জ্যোতিষ্মতীং ত্রায়মাণামভয়ামপরাজিতাম্। জীবাং বিশ্বেশ্বরীং পাঠাং সমঙ্গাং বিজয়াং তথা ॥ সহাঞ্চ সহদেবীঞ্চ পূর্ণকোশাং শতাবরীম্। অরিষ্টিকাং শিবাং ভদ্রাং তেষু কুম্ভেষু বিন্যসেৎ ॥ ব্রাহ্মীং ক্ষেমামজাঞ্চৈব সর্ব্ববীজানি কাঞ্চনম্। মঙ্গল্যানি যথালাভং সর্ব্বৌষধ্যো রসাংস্তথা ॥ রত্নানি গন্ধাংশ্চ বিল্বঞ্চ সবিকঙ্কতম্। প্রশস্তনাম্ন্যশ্চৌষধ্যো হিরণ্যং মঙ্গলানি চ ॥ ৩৮—৪২ ॥

অপর পুষ্যাস্নানের নিমিত্ত কতিপয়কলসে পুষ্যাস্নানের দ্রব্যাদি রাখিয়া জলদ্বারা পূর্ণ ও রত্নযুক্ত করিবে। পরন্তু পুষ্যাস্নানের দ্রব্যাদি গর্গঋষি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই। যথা—জ্যোতিষ্মতী, (ল্যাওয়াফট্‌কী), ত্রায়মাণা (বল্লালতা), অভয়া (হরীতকী), অপরাজিতা, জীবা (জীবন্তী), বিশ্বেশ্বরী, পাঠা (আকানিধি), সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা) বিজয়া, সহা, সহদেবী, পূর্ণকোষ, শতমূলী, অরিষ্টিকা, শিবা, ভদ্রা, ব্রাহ্মী, ক্ষেমা, অজা, সর্ব্ববীজ, সুবর্ণ, দধি, আতপতণ্ডুল, সর্ব্বৌষধি ও সকলপ্রকার রস, সকলপ্রকার রত্ন, সকলপ্রকার গন্ধদ্রব্য, বিল্বফল, বিকঙ্কতফল, প্রশস্ত ঔষধ, সুবর্ণাদিধাতু এবং গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য পুষ্যাস্নানের কলসের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৩৮—৪২ ॥

আদাবনডুহশ্চর্ম্ম জরয়া সংহৃতায়ুষঃ। প্রশস্তলক্ষণভৃতঃ প্রাচীনগ্রীবমাস্তরেৎ ॥ ততো বৃষস্য যোধস্য চর্ম্ম রোহিতমক্ষতম্। সিংহস্যাথ তৃতীয়ং স্যাদ্ ব্যাঘ্রস্য চ ততঃপরম্ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

অনন্তর বৃদ্ধ হইয়া মৃত এবং গোলক্ষণোক্ত শুভলক্ষণযুক্ত একটী বৃষের চর্ম্মের গ্রীবা পুষ্যাস্নানের বেদির পূর্ব্বদিকে বেদির উপরিভাগে প্রথমত স্থাপন করিয়া তদুপরি যুদ্ধে নিযুক্ত রক্তবর্ণ বৃষের অছিদ্র চর্ম্ম স্থাপন করিবে, তদুপরি সিংহের চর্ম্ম ও তদুপরি ব্যাঘ্রের চর্ম্ম রাখিবে ॥৪৩—৪৪॥

চত্বার্য্যেতানি চর্ম্মাণি তস্যাং বেদ্যামুপাস্তরেৎ।
শুভে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে পুষ্যযুক্তে নিশাকরে ॥ ৪৫ ॥

চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যে শুভমুহূর্ত্ত হইবে সেই সময়ে উক্ত চর্ম্মসকল উপর্য্যুপরি বেদির উপরিভাগে স্থাপন করিবে ॥ ৪৫ ॥

ভদ্রাসনমেকতমেন কারিতং কনকরজততাম্রাণাম্।
ক্ষীরতরুনির্ম্মিতং বা বিন্যস্তং চর্ম্মণামুপরি ॥ ৪৬ ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র কিম্বা ক্ষীরিবৃক্ষ এই সকলের যে কোন একটী দ্বারা ভদ্রাসন সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া উক্ত চর্ম্মের উপর সংস্থাপন করিবে ॥ ৪৬ ॥

বর্ষস্তস্যোচ্ছ্রায়ো হস্তঃ পাদাধিকোঽর্দ্ধযুক্তশ্চ।
মাণ্ডলিকানন্তরজিৎ সমস্তরাজ্যার্থিনাং শুভদঃ ॥ ৪৭ ॥

উক্ত সিংহাসন উচ্চতায় তিনপ্রকার হইয়া থাকে, যথা—যে রাজা মাণ্ডলিক হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি নিজহস্তের একহস্ত পরিমিত উচ্চ সিংহাসন প্রস্তুত করিবেন, যিনি জয়লাভ করিতে অভিলাষ করিবেন তিনি সোয়াহস্তপরিমিত উচ্চ সিংহাসন করিবেন, আর যিনি সমস্তপৃথিবীর অধিপতি হইতে অভিলাষ করিবেন তিনি দেড়হস্তপরিমিত সিংহাসন প্রস্তুত করিবেন ॥ ৪৭ ॥

অন্তর্ন্যস্য হিরণ্যং তত্রোপবিশেন্নরেশ্বরঃ সুমনাঃ।
সচিববান্ধবপুরোহিতদৈবপৌরকল্যাণনামবৃতঃ ॥ ৪৮ ॥

উক্ত সিংহাসনের মধ্যদেশে সুবর্ণ রাখিয়া রাজা পবিত্রমনা হইয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মন্ত্রি, বন্ধুবর্গ, পুরোহিত, জ্যোতিষী এবং নগরবাসি-সকল ও মঙ্গল ব্যক্তির নাম শুভসূচক তাহাদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিবেন ॥ ৪৮ ॥

বন্দিজনপৌরবিপ্রপ্রঘুষ্টপুণ্যাহবেদনির্ঘোষৈঃ।
সমৃদঙ্গশঙ্খতূর্য্যৈর্মঙ্গলশব্দৈর্হতানিষ্টঃ ॥ ৪৯ ॥

তৎকালে বন্দিগণ অর্থাৎ স্তুতিপাঠকগণ রাজার প্রশংসা কীর্ত্তন করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণ বেদগান ও পৌরবাসিগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রবাদনদ্বারা অশুভ দূরীভূত করিবেন ॥ ৪৯ ॥

অহতক্ষৌমনিবীতং পুরোহিতঃ কম্বলেন সঞ্ছাদ্য।
কৃতবলিপূজং কলসৈরভিষিঞ্চেৎ সর্পিষা পূর্ণৈঃ ॥ ৫০ ॥

অনন্তর রাজাকে শুভ্র রেশমীবস্ত্র পরিধান করাইয়া কম্বলদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, পরে পুরোহিত ঘৃতপূর্ণ কলসসমূহ দেবতাদিগকে পূজা ও উৎসর্গ করিয়া রাজার গাত্রে ঢালিয়া অভিষেক করিবে ॥ ৫০ ॥

অষ্টাবষ্টাবিংশতিরষ্টশতং বাপি কলশপরিমাণম্।
অধিকেঽধিকে গুণোত্তরময়ঞ্চ মন্ত্রোঽত্র মুনিগীতঃ ॥ ৫১ ॥

উক্ত ঘৃতপূর্ণ কলসের পরিমাণ আট, আটাশ বা একশত আট হইবে, এইসকল পরিমাণের মধ্যে যত অধিক হইবে ততই অধিক সৌভাগ্যবৃদ্ধিকর বলিয়া জানিবে। এই বিষয় মুনিকথিত মন্ত্র এই ॥ ৫১ ॥

আজ্যং তেজো সমুদ্দিষ্টমাজ্যং পাপহরং পরম্।
আজ্যং সুরাণামাহার আজ্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫২ ॥

ঘৃত দেবতাদিগের তেজ, ঘৃত অত্যন্ত পাপনাশক, ঘৃত দেবতাদিগের খাদ্য এবং ঘৃতে ভূর্ভুবাদি লোকপ্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫২ ॥

ভৌমান্তরিক্ষং দিব্যঞ্চ যত্তে কিল্বিষমাগতম্।
সর্ব্বং তদাজ্যসংস্পর্শাৎ প্রণাশমুপগচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

আপনার ভৌম, আন্তরিক্ষ এবং দিব্য এই ত্রিবিধ স্থানের পাপসকল ঘৃতস্পর্শে বিনাশ হউক ॥ ৫৩ ॥

কম্বলমপনীয় ততঃ পুষ্যস্নানাম্বুভিঃ সফলপুষ্পৈঃ।
অভিষিঞ্চেন্মনুজেন্দ্রং পুরোহিতোঽনেন মন্ত্রেণ ॥ ৫৪ ॥

ঘৃতাভিষেকের পর পুরোহিত রাজার গাত্র হইতে কম্বল অপসারিত করিয়া ফলপুষ্পের সহিত পুষ্যস্নানের জলদ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া রাজাকে অভিষেক করিবে ॥ ৫৪ ॥

সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ শম্ভুশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ ভিষগ্বরৌ। অদিতির্দ্দেবমাতা চ স্বাহা সিদ্ধিঃ সরস্বতী ॥ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীশ্চ সিনীবালী কুহূস্তথা। দনুশ্চ সুরসা চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ ॥ দেবপত্ন্যশ্চ যা নোক্তা দেবমাতর এব চ। সর্ব্বাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দিব্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫৫—৫৮ ॥

অভিষেকমন্ত্র যথা—হে মহারাজ! দেবগণ, সিদ্ধগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সাধ্যদেব, মরুদ্গণ, দ্বাদশসূর্য্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবমাতা অদিতি, অগ্নির স্ত্রী স্বাহা, সিদ্ধি, সরস্বতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, শ্রী, সিনীবালী, কুহু, দনু, সুরসা, বিনতা, কদ্রু এবং অন্যান্য অকথিত দেবতাদিগের স্ত্রীসকল, দেবতাদিগের মাতা ও স্বর্গীয় অপ্সরাগণ এইসকলে তোমাকে অভিষেক করুন ॥ ৫৫—৫৮ ॥

নক্ষত্রাণি মুহূর্ত্তাশ্চ পক্ষাহোরাত্রসন্ধয়ঃ। সংবৎসরা দিনেশাশ্চ কলাঃ কাষ্ঠাঃ ক্ষণাঃ লবাঃ ॥ সর্ব্বে ত্বামভিষিঞ্চন্তু কালস্যাবয়বাঃ শুভাঃ। বৈমানিকাঃ সুরগণা মনবঃ সাগরৈঃ সহ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ সদারাশ্চ ধ্রুবস্থানানি যানি চ। মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ ॥ ভৃগুঃ সনৎকুমারশ্চ সনকোঽথ সনন্দনঃ। সনাতনশ্চ দক্ষশ্চ জৈগীষব্যো ভগন্দরঃ ॥ একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতো জাবালিকশ্যপৌ। দুর্ব্বাসা দুর্ব্বিনীতশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নস্তথা ॥ মার্কণ্ডেয়ো দীর্ঘতপাঃ শুনঃশেফো বিদূরথঃ। ঊর্ব্বঃ সম্বর্ত্তকশ্চৈব চ্যবনো ত্রিঃপরাশরঃ ॥ দ্বৈপায়নো যবক্রীতো দেবরাজঃ সহানুজঃ ॥ এতে চান্যে চ মুনয়ো বেদব্রত-

পরায়ণাঃ ॥ সশিষ্যাস্তেহভিষিঞ্চন্তু সদারাশ্চ তপোধনাঃ। পর্ব্বতাস্তরবো বল্ল্যঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ। সরিতশ্চ মহাভাগা নাগাঃ কিম্পুরুষাস্তথা। বৈখানসা মহাভাগা দ্বিজা বৈহায়সাশ্চ যে ॥ প্রজাপতির্দ্দিতিশ্চৈব গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ। বাহনানি চ দিব্যানি সর্ব্বলোকাশ্চরাচরাঃ ॥ অগ্নয়ঃ পিতরস্তারা জীমূতাঃ খং দিশো জলম্। এতে চান্যে চ বহবঃ পুণ্যসঙ্কীর্ত্তনাঃ শুভাঃ। তোয়ৈস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বোৎপাতনিবর্হণৈঃ। ক[ল্যা]ণন্তে প্রকুর্ব্বন্তু আয়ুরারোগ্যমেব চ ॥ ৫৯—৭০ ॥

অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, অহোরাত্র, সন্ধ্যা, সম্বৎসর, বারসকল, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, লব এবং [কাল] এই সকলে তোমাকে অভিষেক করুন। বিমানস্থ দেবগণ, মনু, স[মু]দ্র, সস্ত্রীকসপ্তর্ষিগণ, ধ্রুবস্থানসকল, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, দক্ষ, জৈগীষব্য, ভগন্দর, একত[, দ্বিত], ত্রিত, জাবালি, কশ্যপ, দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বিনীত, কণ্ব, কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, দীর্ঘতপা, শুন, শোফ, বিদুরথ, উর্ব্ব, সম্বর্ত্তক, চ্যবন, অত্রি, পরাশর, ব্যাস, যবক্রীত, ইন্দ্র, ইন্দ্রানুজ এবং দেবব্রতপরায়ণ অন্যান্য তপস্বিসকল, স্ত্রী ও শিষ্যগণ সহ ঋষিসকল তোমাকে অভিষেক করুন, পর্ব্বতসকল, বৃক্ষসকল, লতাসকল, পবিত্রস্থানসকল, নদীসকল, মহাভাগসর্পসকল, কিংপুরুষ, বৈখানস, ব্রাহ্মণ, আকাশচর ব্রাহ্মণগণ, প্রজাপতি, দিতি, সমস্তজগতের মাতৃস্বরূপা গোসকল, দেবতাসকলের বাহন, চরাচরলোকসকল, অগ্নিসকল, পিতৃলোকসকল, নক্ষত্রসকল, আকাশ, দিক্‌সকল এবং জল ও অন্যান্য পবিত্র মঙ্গলসকল উৎপাতনাশক জলদ্বারা তোমাকে অভিষেক করুন এবং তোমার মঙ্গল, আয়ু ও আরোগ্যবৃদ্ধি হউক ॥৫৯—৭০॥

ইত্যেতৈশ্চান্যৈশ্চাপ্যথর্ব্বকল্পবিহিতৈঃ সরুদ্রগণৈঃ।
কৌষ্মাণ্ডমহারৌহিণকুবেরহৃদ্যৈঃ সমৃদ্ধ্যা চ ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসকল এবং অথর্ব্ববেদোক্তমন্ত্র, রুদ্রগণমন্ত্র, কৌষ্মাণ্ডমন্ত্র, মহারৌহিণকৌবেরহৃদ্যমন্ত্র এবং সমৃদ্ধমন্ত্র এইসকলদ্বারা রাজার অভিষেক করিবে ॥ ৭১ ॥

আপোহিষ্ঠা তিসৃভির্হিরণ্যবর্ণেতি চতসৃভির্জ্জপ্তম্।
কার্পাসিকবস্ত্রযুগং বিভূয়াৎ স্নাতো নরাধিপতিঃ ॥ ৭২ ॥

"আপোহিষ্ঠা" এইরূপ যে তিনটী মন্ত্রের প্রথমে আছে, আর "হিরণ্যবর্ণ" এইরূপ যে চারিটী মন্ত্রের প্রথমে আছে, সেই সকল মন্ত্রের উচ্চারণপূর্ব্বক একযোড়া কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজাকে পরিধান ও উত্তরীয়বস্ত্র ধারণ করাইবে ॥ ৭২ ॥

পুণ্যাহশঙ্খশব্দৈরাচান্তোহভ্যর্চ্চ্য দেবগুরুবিপ্রান্।
ছত্রধ্বজায়ুধানি চ ততঃ স্বপূজাং প্রযুঞ্জীত ॥ ৭৩ ॥

রাজা আচমন করিয়া মঙ্গলসূচক শঙ্খশব্দের সহিত স্বয়ং দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, ধ্বজ এবং অস্ত্র এই সকলের পূজা করিয়া পরে স্বীয় অভীষ্টদেবের পূজা করিবে ॥ ৭৩ ॥

আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষাভিঋগ্‌ভিরেতাভিঃ।
পরিজপ্তং বৈজয়িকং নবং বিদধ্যাদলঙ্কারম্ ॥ ৭৪ ॥

আয়ুষ্য, বর্চ্চস্য এবং রায়স্পোষ ইত্যাদি ঋক্‌সকলদ্বারা বিজয়প্রদ অলঙ্কারসমূহ অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজাকে ধারণ করাইবে ॥ ৭৪ ॥

গত্বা দ্বিতীয়বেদীং সমুপবিশেচ্চর্ম্মণামুপরি রাজা।
দেয়ানি চৈব চর্ম্মাণ্যুপর্য্যুপর্য্যেবমেতানি ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর রাজা দ্বিতীয়বেদির নিকট গমন করিয়া নিম্নলিখিত চর্ম্মাসনে উপবেশন করিবে ॥ ৭৫ ॥

বৃষস্য বৃষদংশস্য রুরোশ্চ পৃষতস্য চ।
তেষামুপরি সিংহস্য ব্যা[ঘ্রস্য চ] ততঃপরম্ ॥ ৭৬ ॥

বেদির উপরে [প্রথমে বৃষে]র বৃষের চর্ম্ম, তদুপরি মার্জ্জারের চর্ম্ম, এইরূপ ক্রমশ উপর্য্যুপরি রুরু (মৃগ বিশেষের) চর্ম্ম, পৃষত নামক মৃগের চর্ম্ম ও সিংহের চর্ম্ম এবং ইহার উপর ব্যাঘ্রের চর্ম্ম স্থাপন করিয়া রাজাকে উপবেসন করাইবে ॥ ৭৬ ॥

মুখ্যস্থানে জুহুয়াৎ পুরোহিতোঽগ্নিং সমিত্তিলঘৃতাদ্যৈঃ।
ত্রিনয়নশক্রবৃহস্পতিনারায়ণনিত্যগতিঋগ্‌ভিঃ ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর পুরোহিত বেদির মুখ্য অর্থাৎ মধ্যস্থানে অগ্নিতে রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু এবং বায়ু এইসকল দেবতার মন্ত্র পাঠ করিয়া সমিধ, তিল, ঘৃত এবং শ্রীফলদ্বারা হোম করিবে ॥ ৭৭ ॥

ইন্দ্রধ্বজনির্দ্দিষ্টান্যগ্নিনিমিত্তানি দৈববিদ্ ব্রূয়াৎ।
কৃত্বাশেষসমাপ্তিং পুরোহিতঃ প্রাঞ্জলির্ব্রূয়াৎ ॥ ৭৮ ॥

ইন্দ্রধ্বজ অধ্যায়ে হোমাগ্নি সম্বন্ধীয় যে শুভাশুভ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত এই হোমাগ্নি দেখিয়াও সেইসকল বিচারপূর্ব্বক শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিবেন, পরে পুরোহিত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক বলিবেন ॥ ৭৮ ॥

যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় পার্থিবাৎ।
সিদ্ধিং দত্ত্বা সুবিপুলাং পুনরাগমনায় বৈ ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর পুরোহিত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিবেন যে, হে দেবগণ! আপনারা রাজার পূজা গ্রহণ করিয়া সুবিপুল সিদ্ধিপ্রদানকরত পুনরাগমনের নিমিত্ত গমন করুন্ ॥ ৭৯ ॥

নৃপতিরতো দৈবজ্ঞং পুরোহিতঞ্চার্চ্চয়েদ্ধনৈর্ব্বহুভিঃ।
অন্যাংশ্চ দক্ষিণীয়ান্ যথার্হতঃ শ্রোত্রিয়প্রভৃতীন্ ॥ ৮০ ॥

অনন্তর রাজা জ্যোতির্ব্বিদ্‌পণ্ডিত ও পুরোহিতকে বিপুল ধনদ্বারা অর্চ্চনা করিবেন এবং অন্যান্য হোতাপ্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকেও যথাযোগ্য দান করিবেন ॥ ৮০ ॥

দত্ত্বাভয়ং প্রজানামাঘাতস্থানগান্বিসৃজ্য পশূন্।
বন্ধনমোক্ষঃ কুর্য্যাদভ্যন্তরদোষকৃদ্বর্জ্জম্ ॥ ৮১ ॥

রাজা প্রজাদিগকে অভয়প্রদান করিয়া বধ্যভূমিস্থ পশুদিগকে মোচন করিবেন, পরে অভ্যন্তরদোষকারী বন্দীব্যতীত অন্যান্য বন্দিদিগকে মুক্ত করিবেন ॥ ৮১ ॥

এতৎ প্রযুজ্যমানং প্রতিপুষ্পং সুখযশোঽর্থবৃদ্ধিকরম্।
পুষ্পং বিনার্দ্ধফলদা পৌষী শান্তিঃ পুরা প্রোক্তা ॥ ৮২ ॥

প্রতিমাসের পুষ্যানক্ষত্রস্থিত চন্দ্রযোগে এই পুষ্যাস্নান করিলে সুখ, যশ এবং দ্রব্য এই সকলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর পুষ্যানক্ষত্রভিন্নও যদি প্রতিমাসে পুষ্যাস্নান করা যায়, তাহাহইলে অর্দ্ধফল লাভ হয় এবং পৌষীপূর্ণিমার দিবস পুষ্যাস্নান করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হইয়া থাকে ॥৮২॥

রাষ্ট্রোৎপাতে [illegible] রাহোঃ কেতোশ্চ দর্শনে।
গ্রহাবমর্দ্দনে চৈব পুষ্যস্নানং সমা[illegible] ॥ ৮৩ ॥

রাজ্যে দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম এই ত্রিবিধ উৎপাত অর্থাৎ রোগ, গ্রহণ, ধূমকেতু এবং গ্রহযুদ্ধ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে রাজা পুষ্যাস্নান করিবেন ॥ ৮৩ ॥

নাস্তি লোকে স উৎপাতো যো হ্যনেন ন শাম্যতি।
মঙ্গলং চাপরং নাস্তি যদস্মাদতিরিচ্যতে ॥ ৮৪ ॥

এরূপ কোন উৎপাৎ নাই যাহা পুষ্যাস্নানে শান্তি না হয়, আর রাজার পক্ষেও পুষ্যাস্নান হইতে অধিক মঙ্গলজনক কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৮৪ ॥

অধিরাজ্যার্থিনো রাজ্ঞঃ পুত্রজন্ম চ কাঙ্ক্ষতঃ।
তৎপূর্ব্বমভিষেকে চ বিধিরেষ প্রশস্যতে ॥ ৮৫ ॥

যে রাজা শ্রেষ্ঠ রাজ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা পুত্র অভিলাষ করেন তিনি পুষ্যাস্নানদ্বারা ঐসকল লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৮৫ ॥

মহেন্দ্রার্থমুবাচেদং বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহস্পতিঃ।
স্নানমায়ুঃপ্রজাবৃদ্ধিসৌভাগ্যকরণং পরম্ ॥ ৮৬ ॥

যশস্বীবৃহস্পতি ইন্দ্রের নিকট আয়ু, সন্তান ও সৌভাগ্য-বৃদ্ধিকর এই পুষ্যাস্নানের বিধি বলিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

অনেনৈব বিধানেন হস্ত্যশ্বং স্নাপয়ীত যঃ।
তস্যাময়বিনির্মুক্তং পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পুষ্যস্নানং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

আর এই বিধানক্রমে যে রাজা হস্তী ও অশ্বদিগকে পুষ্যাস্নান করান তাঁহার ঐসকল হস্ত্যশ্বাদি রোগ ও সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন ॥ ৮৭ ॥ ইতি পুষ্যাস্নান সমাপ্ত।

[illegible]কোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পট্টলক্ষণং।

বিস্তরশো নি[illegible]ষ্টং পট্টানাং লক্ষণং যদাচার্য্যৈঃ।
তৎসঙ্ক্ষেপঃ ক্রিয়তে ময়াত্র সকলার্থসম্পন্নঃ ॥ ১ ॥

প্রধান প্রধান পারদর্শী আচার্য্যগণ রাজমুকুট সম্বন্ধে বিস্তারপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি সংক্ষেপে বলিব, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলেও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়স[illegible] পরিত্যাগ করিব না। পরন্তু সকলার্থের সহিত বিস্তাররূপে বলিব ॥ ১ ॥

পট্টঃ শুভদো রাজ্ঞা[illegible] মধ্যেঽষ্টাবঙ্গুলানি বিস্তীর্ণঃ।
সপ্ত নরেন্দ্রমহিষ্যাঃ ষড়্ যুবরাজস্য নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ২ ॥

রাজাদিগের পট্টের অর্থাৎ মুকুটের মধ্য আট আঙ্গুল বিস্তৃত হইলে শুভ, রাজ্ঞীর মুকুট সাত অঙ্গুল ও যুবরাজের মুকুট ছয় অঙ্গুল পরিমিত মধ্যের বিস্তার হইলে শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চতুরঙ্গ[illegible]তারঃ পট্টং সেনাপতের্ভবতি মধ্যে।
দ্বে চ প্রসাদপট্টঃ পঞ্চৈতে কীর্ত্তিতাঃ পট্টাঃ ॥ ৩ ॥

সেনাপতির মুকুটের মধ্যের বিস্তার চারি অঙ্গুলহইলে, আর প্রসাদপট্ট দুই অঙ্গুল পরিমিত হইলে শুভফলদায়ক হইয়া থাকে, এই পাঁচপ্রকার মুকুটের বিষয় বলা হইল ॥ ৩ ॥

সর্ব্বে দ্বিগুণা যামা মধ্যাদর্দ্ধেন পার্শ্ববিস্তীর্ণাঃ।
সর্ব্বে চ শুদ্ধকাঞ্চনবিনির্ম্মিতাঃ শ্রেয়সো বৃদ্ধ্যৈঃ ॥ ৪ ॥

মুকুটের মধ্য যেপরিমাণ বিস্তীর্ণ হইবে দৈর্ঘ্য তাহার দ্বিগুণ, আর মধ্যবিস্তারের অর্দ্ধপরিমাণ প্রস্থ হইবে এবং সমস্তমুকুটই বিশুদ্ধ সুবর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিবে এইরূপ হইলেই মঙ্গলকারক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পঞ্চশিখো ভূমিপতেস্ত্রিশিখো যুবরাজপার্থিবমহিষ্যোঃ।
একশিখো সৈন্যপতেঃ প্রসাদপট্টো বিনা শিখয়া ॥ ৫ ॥

রাজার মুকুট পাঁচটী শিখাযুক্ত এবং রাণীর ও যুবরাজের তিনটী শিখাযুক্ত, সেনাপতির একশিখাযুক্ত, আর প্রসাদমুকুট শিখারহিত হইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ক্রিয়মাণং যদি পত্রং সুখেন বিস্তারমেতি পট্টস্য।
বৃদ্ধিজয়ৌ ভূমিপতেস্তথা প্রজানাঞ্চ সুখসম্পৎ ॥ ৬ ॥

রাজমুকুট প্রস্তুতের জন্য সুবর্ণের পাত করিবার সময় ঐ পাত যদি সহজে বিস্তৃত হয় তাহাহইলে রাজার জয় ও বৃদ্ধি এবং প্রজাদিগের সুখ ও সম্পত্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

জীবিতরাজ্যবিনাশং করোতি মধ্যে ব্রণঃ সমুৎপন্নঃ।
মধ্যে স্ফুটিতস্ত্যাজ্যো বিঘ্নকরঃ পার্শ্বয়োঃ স্ফুটিতঃ ॥ ৭ ॥

উক্ত মুকুটের সুবর্ণ পাৎ করিবারকালীন যদি মধ্যদেশ ছিদ্র হইয়া যায় তাহাহইলে প্রাণ ও রাজ্য বিনাশ হয়, আর যদি মধ্যদেশ কাটিয়া যায় তাহাহইলে উক্ত সুবর্ণ পরিত্যাগ করিবে এবং পার্শ্বদেশ ভগ্ন হইলে বিঘ্ন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অশুভনিমিত্তোৎপত্তৌ শাস্ত্রজ্ঞঃ শান্তিমাদিশেদ্রাজ্ঞঃ।
শস্তনিমিত্তঃ পট্টো নৃপরাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ভবতি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পট্টলক্ষণং
নাম-একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥

মুকুট প্রস্তুত করিবারকালে কোনরূপ অশুভ লক্ষণ ঘটিলে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদ্বারা পট্টশাস্ত্রোক্ত শান্তি করিবে। আর যদি তৎকালে শুভলক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে, রাজার এবং রাজ্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥
পট্টলক্ষণ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ খড়্গলক্ষণং।

অঙ্গুলশতার্দ্ধমুত্তম ঊনঃ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিঃ খড়্গঃ।
অঙ্গুলমানাজ্জ্ঞেয়ো [illegible] শুভো বিষমপর্ব্ব[illegible] ॥ ১ ॥

খড়্গ অর্থাৎ তরবাল পঞ্চাশ অঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ হইলে শুভ এবং পঁচিশ অঙ্গুলী পরিমিত হইলে অশুভ বলিয়া জানিবে। আর ঐ খড়্গের মাপকালে বিষমাঙ্গুলিতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রীবৃক্ষবর্দ্ধমানাতপত্রশিবলিঙ্গকুণ্ডলাজ্জানাম্।
সদৃশা ব্রণাঃ প্রশস্তা ধ্বজায়ুধস্বস্তিকানাঞ্চ ॥ ২ ॥

ঐ তরবালে যদি বিল্ববৃক্ষ, বর্দ্ধমান, ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুণ্ডল, পদ্ম, ধ্বজ, খড়্গাদি অস্ত্র এবং স্বস্তিক এইসকল চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

কৃকলাসকাককঙ্কক্রব্যাদকবন্ধবৃশ্চিকাকৃতয়ঃ।
খড়্গে ব্রণা ন শুভদা বংশানুগতাঃ প্রভূতাশ্চ ॥ ৩ ॥

উক্ত খড়্গে যদি কৃকলাস, কাক, কঙ্ক, গৃধ্রাদি, কবন্ধ, অর্থাৎ মস্তকহীন পুরুষ এবং বৃশ্চিক এইসকলের আকৃতির ন্যায় চিহ্ন ও অধিক চিহ্ন দৃষ্ট হইলে শুভফলপ্রদ নহে ॥ ৩ ॥

স্ফুটিতো হ্রস্বঃ কুণ্ঠো বংশচ্ছিন্নো ন দৃষ্টমনোঽনুগতঃ।
অস্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রোক্তবিপর্য্যস্ত ইষ্টফলঃ ॥ ৪ ॥

যেসকল খড়্গ স্ফুটিত, হ্রস্ব, অতীক্ষ্ণ (ভোতা), ভগ্ন, চক্ষু ও মনের অপ্রিয় এবং শব্দরহিত সেইসকল খড়্গ অশুভজনক বলিয়া জানিবে। ইহার বিপরীত হইলে শুভজনক ॥ ৪ ॥

ক্বণিতং মরণায়োক্তং পরাজয়ায় প্রবর্ত্তনং কোশাৎ।
স্বয়মুদ্গীর্ণে যুদ্ধং জ্বলিতে বিজয়ো ভবতি খড়্গে ॥ ৫ ॥

খড়্গ হইতে শব্দ বাহির হইলে রাজার মৃত্যু, আর কোশহইতে বাহির হইয়া পড়িলে পরাজয় এবং কোশহইতে বাহির হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর যদি খড়্গ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে তাহাহইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

নাকারণং বিবৃণুয়ান্ন বিঘট্টয়েচ্চ পশ্যেন্ন তত্র বদনং ন বদেচ্চ মূল্যম্। দেশং ন চাস্য কথয়েৎ প্রতিমানয়েচ্চ নৈব স্পৃশেন্নৃপতিরপ্রয়তোঽসিযষ্টিম্ ॥ ৬ ॥

খড়্গ কারণভিন্ন কোশহইতে বাহির করিবেনা ও ঘর্ষণ করিবেনা এবং উহাতে মুখ দেখিবেনা ও মূল্য বলিবেনা, কোন্‌দেশে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও বলিবেনা এবং খড়্গের তুলনা করিবেনা, আর রাজা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করিবে না ॥ ৬ ॥

গোজিহ্বাসংস্থানো নীলোৎপলবংশপত্রসদৃশশ্চ।
করবীরপত্রশূলাগ্রমণ্ডলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ ॥ ৭ ॥

উক্ত খড়্গ যদি গোজিহ্বাসদৃশ, নীলপদ্ম, বংশপত্র, করবীরপত্র অথবা শূলাগ্রসদৃশ কিম্বা মণ্ডলাগ্রসদৃ[illegible] [illegible]হইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নিষ্পন্নো [illegible]দ্যো নিকষৈঃ কার্য্যঃ প্রমাণযুক্তঃ সঃ।
মূলে ম্রিয়তে স্বামী জননী তস্যাগ্রতশ্ছিন্নে ॥ ৮ ॥

খড়্গ প্রস্তুত হইলে পর যদি উক্ত খড়্গ প্রমাণ হইতে বড় হয় তাহাহইলে না কাটিয়া কষ্টিকপাথরে অতি সাবধানের সহিত ঘর্ষণ করিবে, ঘর্ষণকালে যদি খড়্গের মূল ভগ্ন হয় তাহাহইলে খড়্গস্বামীর মৃত্যু হইবে। আর যদি অগ্রভাগ ভগ্ন হয় তবে খড়্গস্বামীর মাতার মৃত্যু হইবে ॥ ৮ ॥

যস্মিন্ মরুপ্রদেশে ব্রণো ভবেত্তদ্বদেব খড়্গস্য।
বনিতানামিব তিলকো গুহ্যে বাচ্যো মুখে দৃষ্ট্বা ॥ ৯ ॥

যেরূপ স্ত্রীলোকের মুখের তিলরূপ * চিহ্ন দৃষ্টে তাহার গুহ্যস্থানেরও চিহ্ন জানা যায় সেইরূপ খড়্গের মুষ্টিতে অর্থাৎ বাটে কোন চিহ্ন থাকিলে ঐ খড়্গের অন্যস্থানের চিহ্ন জানা যাইবে, অর্থাৎ খড়্গের বাটের মূলদেশে চিহ্ন থাকিলে খড়্গেরও মূলদেশে চিহ্ন থাকিবে, আর বাটের মধ্যভাগে চিহ্ন থাকিলে খড়্গেরও মধ্যদেশে এবং বাটের অগ্রভাগে চিহ্ন থাকিলে খড়্গেরও অগ্রভাগে চিহ্ন থাকিবে ॥ ৯ ॥

অথবা স্পৃশতি যদঙ্গং প্রষ্টা নিস্ত্রিংশভৃত্তদবধার্য্য।
কোশস্থস্যাদেশ্যো ব্রণোঽস্তি শাস্ত্রং বিদিত্বেদম্ ॥ ১০ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা খড়্গ ধারণ করিয়া যদি কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হয় তাহাহইলে প্রশ্নকারক প্রশ্নকালে যে অঙ্গ স্পর্শ করিবে সেইস্থান দৈবজ্ঞ দৃষ্টি করিয়া শস্ত্রজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে ঐ শস্ত্রের কোন্‌স্থানে চিহ্ন আছে তাহা বলিয়া দিতে পারিবেন ॥ ১০ ॥

শিরসি স্পৃষ্টে প্রথমেঽঙ্গুলে দ্বিতীয়ে ললাটসংস্পর্শে।
ভ্রূমধ্যে চ তৃতীয়ে নেত্রে স্পৃষ্টে চতুর্থে চ ॥ ১১ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিলে খড়্গের প্রথম অঙ্গুলিতে, ললাট স্পর্শ করিলে দ্বিতীয়, ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিলে তৃতীয়, চক্ষু স্পর্শ করিলে চতুর্থ অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে ॥ ১১ ॥

* এই বিষয় আমার প্রকাশিত জ্যোতিষকল্পদ্রুমের অন্তর্গত বৃহৎসামুদ্রিকের চতুর্থখণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে বিস্তাররূপে জানিতে পারিবেন।

নাসিকোষ্ঠকপোলহনুশ্রবণগ্রীবাংসকেষু পঞ্চাদ্যাঃ।
উরসি দ্বাদশসংস্থস্ত্রয়োদশে কক্ষয়োর্জ্জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা নাসিকা, ওষ্ঠ, কপোল, হনু, কর্ণ, কণ্ঠ এবং স্কন্ধ স্পর্শ করিলে খড়্গের পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ ও একাদশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে। বক্ষস্থল স্পর্শ করিলে দ্বাদশ অঙ্গুলিতে, বগল স্পর্শ করিলে খড়্গের ত্রয়োদশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে ॥ ১২ ॥

স্তনহৃদয়োদরকুক্ষীনাভীষু চতুর্দ্দশাদয়ো জ্ঞেয়াঃ।
নাভীমূলে কট্যাং গুহ্যে চৈকোনবিংশতিতঃ ॥ ১৩ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা স্তন, হৃদয়, উদর, কুক্ষি এবং নাড়ী স্পর্শ করিলে ঐ খড়্গের চৌদ্দ, পোনর, ষোল, সতর এবং আঠার অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে। আর নাড়ীমূল, কটী এবং ... [illegible] ... করিলে, খড়্গের উনীশ, বিশ ও একুশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে ॥ ১৩ ॥

উর্ব্বোর্দ্বাবিংশে স্যাদ্ ঊর্ব্বোর্ম্মধ্যে ব্রণস্ত্রয়োবিংশে।
জানুনি চ চতুর্ব্বিংশে জঙ্ঘায়াং পঞ্চবিংশে চ ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা উরুদ্বয়, উরুদ্বয়ের মধ্যদেশ, জানুদ্বয় এবং জঙ্ঘাদ্বয় স্পর্শ করিলে ঐ খড়্গের দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ এবং পঞ্চবিংশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে ॥ ১৪ ॥

জঙ্ঘামধ্যে গুল্ফে পার্ষ্ণ্যাং পাদে তদঙ্গুলিষ্বপি চ।
ষড়্‌বিংশতিকাদ্যাবত্রিংশদিতি মতেন গর্গস্য ॥ ১৫ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্য, গুল্ফ, পার্ষ্ণী, পাদদ্বয় এবং অঙ্গুলী এই সকল স্পর্শ করিলে যথাক্রমে ঐ খড়্গের ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ, উনত্রিংশ এবং ত্রিংশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন আছে বলিবে ॥ ১৫ ॥

পুত্রমরণং ধনাপ্তির্ধনহানিঃ সম্পদশ্চ বন্ধশ্চ।
একাদ্যঙ্গুলসংস্থৈর্ব্রণৈঃ ফলং নির্দ্দিশেৎ ক্রমশঃ ॥ ১৬ ॥

উক্ত খড়্গের এক অঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে পুত্রের মরণ, দুই অঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে ধনলাভ, তিন অঙ্গুলিতে ধনহানি, চারি অঙ্গুলিতে সম্পত্তিলাভ এবং পঞ্চাঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে বন্ধন হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সুতলাভঃ কলহো হস্তিলব্ধয়ঃ পুত্রমরণধনলাভৌ।
ক্রমশো বিনাশবনিতাপ্তিচিত্তদুঃখানি ষট্‌প্রভৃতি ॥ ১৭ ॥

ষষ্ঠাঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে সন্তানলাভ, সপ্তাঙ্গুলিতে কলহ, অষ্টাঙ্গুলিতে হস্তীলাভ, নবমাঙ্গুলিতে পুত্রের মরণ, দশ অঙ্গুলিতে ধনলাভ, একাদশ অঙ্গুলিতে বিনাশ, দ্বাদশ অঙ্গুলিতে স্ত্রীলাভ এবং ত্রয়োদশ অঙ্গুলিতে মনোদুঃখ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

লব্ধিহানিস্ত্রীলব্ধয়ো বধো বৃদ্ধিমরণপরিতোষাঃ।
জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশাদিষু ধনহানিশ্চৈকবিংশে স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

খড়্গের চতুর্দ্দশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে লাভ, পঞ্চদশ অঙ্গুলিতে হানি, ষোড়শ অঙ্গুলিতে স্ত্রীলাভ, সপ্তদশ অঙ্গুলিতে বন্ধন, অষ্টাদশ অঙ্গুলিতে বৃদ্ধি, উনবিংশ অঙ্গুলিতে মৃত্যু এবং বিংশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে সন্তোষলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিত্তাপ্তির্নির্ব্বাণং ধনাগমো মৃত্যুসম্পদোঽস্বত্বম্।
ঐশ্বর্য্যমৃত্যুরাজ্যানি চ ক্রমাত্রিংশদিতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

উক্ত খড়্গের দ্বাবিংশ অঙ্গুলিতে দ্রব্যপ্রাপ্তি, ত্রয়োবিংশ অঙ্গুলিতে শরীরের অসুস্থতা, চতুর্ব্বিংশ অঙ্গুলিতে পুনরায় ধনপ্রাপ্তি, পঞ্চবিংশ অঙ্গুলিতে মৃত্যু, ষড়্‌বিংশ অঙ্গুলিতে সম্পত্তিলাভ, সপ্তবিংশ অঙ্গুলিতে দরিদ্রতা, অষ্টাবিংশতি অঙ্গুলিতে ঐশ্বর্য্যলাভ, উনত্রিংশ অঙ্গুলিতে মৃত্যু এবং ত্রিংশ অঙ্গুলিতে চিহ্ন থাকিলে রাজ্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পরতো ন বিশেষফলং বিষমসমস্থাস্তু পাপশুভফলদাঃ।
কৈশ্চিদফলাঃ প্রদিষ্টাস্ত্রিংশৎপরতোঽগ্রমিতি যাবৎ ॥ ২০ ॥

ঐ খড়্গের ত্রিশ অঙ্গুলির পর চিহ্ন থাকিলে বিশেষ কোন ফল হয় না, তবে সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিষম অঙ্গুলিতে অশুভ এবং সম অঙ্গুলিতে ... [illegible] ... আচার্য্য বলেন যে ত্রিশ অঙ্গুলির পর চিহ্ন থাকিলে কোন ফলই হয় না ॥ ২০ ॥

করবীরোৎপলগজমদঘৃতকুঙ্কুমকুন্দচম্পকসগন্ধঃ।
শুভদোঽনিষ্টো গোমূত্রপঙ্কমেদঃসদৃশগন্ধঃ ॥ ২১ ॥

যদি খড়্গ হইতে করবীর, পদ্ম, হস্তীমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম (জাফ্রান), কুন্দপুষ্প এবং চম্পকপুষ্প এইসকলের গন্ধ পাওয়া যায় তাহাহইলে শুভফল, আর যদি গোমূত্র, পঙ্ক, (কাদা) এবং মেদের গন্ধ পাওয়া যায় তাহাহইলে অশুভফল হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

কূর্ম্মবসাসৃক্‌ক্ষারোপমশ্চ ভয়দুঃখদো ভবতি গন্ধঃ।
বৈদূর্য্যকনকবিদ্যুৎপ্রভো জয়ারোগ্যবৃদ্ধিকরঃ ॥ ২২ ॥

আর যদি খড়্গ হইতে কূর্ম্ম, বসা, রক্ত এবং ক্ষারদ্রব্য এইসকলের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হয় তাহাহইলে ভয় ও দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণ এবং তড়িৎ এইসকলের ন্যায় তেজস্বী দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভফল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ইদমৌশনসঞ্চ শস্ত্রপানং রুধিরেণ শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তান্। হবিষা গুণবৎসুতাভিলিপ্সোঃ সলিলেনাক্ষয়মিচ্ছতশ্চ বিত্তম্ ॥ ২৩ ॥

শুক্রাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যিনি লক্ষ্মীলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি উক্ত খড়্গের পান রক্তদ্বারা প্রদান করিবেন, আর গুণবান্ পুত্র ইচ্ছা করিলে ঘৃতদ্বারা পান দিবেন। যদি অক্ষয়দ্রব্য লাভ করিতে ইচ্ছা হয় তাহাহইলে জলদ্বারা খড়্গের পান দিবেন ॥ ২৩ ॥

বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং যদি পাপেন সমীহতেঽর্থসিদ্ধিম্। ঝষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃ করিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ ॥ ২৪ ॥

যাহারা পাপকার্য্যদ্বারা অর্থসিদ্ধি করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা উক্ত খড়্গকে ঘোড়ী, হস্তিনী ও উষ্ট্রীর দুগ্ধদ্বারা পান দিবেন, আর যদি হস্তীশুণ্ড ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎস্যপিত্ত, মৃগীদুগ্ধ বা ঘোড়ীদুগ্ধ কিম্বা ছাগদুগ্ধ এইসকলের সহিত তালের তাড়ী মিশ্রিত করিয়া উক্ত খড়্গে পান দিবেন॥ ২৪॥

আর্কং পায়ো হুড়ুবিষাণমষীসমেতং পারাবতাখুশকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ। শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥ ২৫॥

প্রথমত আকন্দের আঠা, মেষশৃঙ্গভস্ম এবং পায়রা ও ইন্দুরের বিষ্ঠা এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খড়্গে লেপন করিবে, পরে তদুপরি তৈল দিয়া পান দিবে, এইরূপে খড়্গ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা কষ্টিপ্রস্তরের উপর আঘাত করিলেও খড়্গ ভগ্ন হইবে না॥ ২৫॥

ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ। সম্যক্ ছিতং চাশ্মনি নৈতি ভঙ্গং ন চান্যলোহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥ ২৬॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং খড়্গলক্ষণং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

কদলীবৃক্ষের ক্ষার ও ঘোল একত্র মিশ্রিত করিয়া একদিবারাত্রি রাখিয়া তৎপরদিবস উহাদ্বারা উক্ত খড়্গ পান দিলে ঐ খড়্গদ্বারা অন্য লৌহে আঘাত করিলেও খড়্গ ভগ্ন হইবে না॥ ২৬॥ খড়্গলক্ষণ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ অঙ্গবিদ্যা।

দৈবজ্ঞেন শুভাশুভং দিগুদিতস্থানাহৃতানীক্ষতা বাচ্যং প্রষ্টৃনিজাপরাঙ্গঘটনাঞ্চালোক্য কালং ধিয়া। সর্ব্বজ্ঞো হি চরাচরাত্মকতয়াসৌ সর্ব্বদর্শী বিভুশ্চেষ্টাব্যাহৃতিভিঃ শুভাশুভফলং সন্দর্শয়ত্যর্থিনাম্॥ ১॥

দৈবজ্ঞ প্রশ্নকারির দিগ্, স্থান, হস্তস্থিত দ্রব্য, বাক্য, নিজ ও অপরের অঙ্গচালনা এবং কাল এইসকল পরীক্ষা ও দর্শন করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার শুভাশুভ বলিবেন। কাল স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মাস্বরূপ এনিমিত্ত কাল সকল জানিতে পারেন, সকল দেখিতে পান এবং কাল সর্ব্বব্যাপী এইনিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত প্রশ্নকর্ত্তার চেষ্টা ও বাক্যদ্বারা শুভাশুভ বলিবেন॥ ১॥

স্থানং পুষ্পসুহাসিভূরিফলভৃৎ সুস্নিগ্ধকৃত্তিচ্ছদা সৎপক্ষিচ্যুতশস্তসংজ্ঞিততরুচ্ছায়োপগূঢ়ং সমম্। দেবর্ষিদ্বিজসাধুসিদ্ধনিলয়ং সৎপুষ্পশস্যোক্ষিতং সৎস্বাদূদকনির্ম্মলত্বজনিতাহ্লাদঞ্চ সচ্ছাদ্বলম্॥ ২॥

যেস্থান প্রস্ফুটিত পুষ্প ও প্রচুর ফলদ্বারা বৃক্ষের বল্কল ও পত্র সুশোভিত এবং অশুভ পক্ষিরহিত, প্রসিদ্ধ বৃক্ষের অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ ও পলাশ এইসকলের ছায়াদ্বারা আচ্ছাদিত ও যেস্থান সমতল এবং যেস্থান দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ, সাধু ও সিদ্ধগণের আবাসভূমি, আর উত্তম পুষ্প ও ধান্যাদিশস্যযুক্ত এবং যেস্থানের জল সুস্বাদু ও নির্ম্মলত্বপ্রযুক্ত আহ্লাদজনক আর দূর্ব্বাদিতৃণযুক্ত সেই স্থান প্রশ্নকর্ত্তার শুভফলদায়ক হইয়া থাকে॥২॥

ছিন্নভিন্নকৃমিখাতকণ্ঠকিপ্লুষ্টরূক্ষকুটিলৈর্ন সৎকুজৈঃ। ক্রূরপক্ষিযুতনিন্দ্যনামভিঃ শুষ্কশীর্ণবহুপর্ণবর্ম্মভিঃ॥ ৩॥

যেস্থানের বৃক্ষসকল ছিন্ন ভিন্ন, কীটদুষ্ট, কণ্টকপূর্ণ, দগ্ধ, রুক্ষদর্শন, বক্র, যেস্থানের বৃক্ষে ক্রূরপক্ষিগণ বসতি করে, যাহার পত্রসকল শুষ্ক, শীর্ণ, যেস্থানের বৃক্ষসকলের পত্ররাজি প্রায় নিপতিত হইয়াছে এবং যেস্থানের বৃক্ষসকল নিন্দনীয়নামে অভিহিত সেইস্থান অশুভকর বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

শ্মশানশূন্যায়তনং চতুষ্পথং তথামনোজ্ঞং বিষমং সদোষরম্। অবস্করাঙ্গারকপালভস্মভিশ্চিতং তুষৈঃ শুষ্কতৃণৈর্ন শোভনম্॥ ৪॥

শ্মশান, শূন্যায়তন, চতুষ্পথ, বন্ধুর স্থান অর্থাৎ উচ্চনীচলবণাক্ত ভূমি এবং যেস্থান মল, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম, তুষ ও শুষ্ক তৃণদ্বারা সমাকীর্ণ, তাদৃশ স্থান অশুভপ্রদ জানিবে॥ ৪॥

প্রব্রজিতনগ্ননাপিতরিপুবন্ধনসূনিকৈস্তথা শ্বপচৈঃ। কিতবয়তিপীড়িতৈর্যুতমায়ুধমাধ্বীকবিক্রয়ৈর্ন শুভম্॥৫॥

যেস্থানে প্রব্রজ্যাধর্ম্মাবলম্বী, মূক (বোবা), নাপিত, শত্রু, কয়েদী, শূলিক (কসাই বা মুচী), চণ্ডাল, বাজিকর, সন্ন্যাসী ও পীড়িত ব্যক্তি অবস্থিতি করে এবং যেস্থানে অস্ত্র ও সুরা বিক্রীত হয় সেই স্থান অশুভকর জানিবে॥ ৫॥

প্রাগুত্তরৈশাশ্চ দিশঃ প্রশস্তাঃ প্রষ্টুর্ন বায়ব্যযমাগ্নিরক্ষঃ। পূর্ব্বাহ্নকালেঽস্তি শুভং ন রাত্রৌ সন্ধ্যাদ্বয়ে প্রশ্নকৃতোঽপরাহ্নে॥ ৬॥

পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে এবং ঈশানকোণে মুখ করিয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকর্ত্তার শুভ হইয়া থাকে। আর বায়ুকোণে, পশ্চিমদিকে, নৈঋৎকোণে, দক্ষিণদিকে এবং অগ্নিকোণে মুখ করিয়া প্রশ্ন করিলে অশুভফল হইয়া থাকে। দিবসের প্রথমভাগে প্রশ্ন করিলে শুভ, রাত্রি, প্রাত ও সায়ংসন্ধ্যা এবং অপরাহ্ন এইসকল সময়ে প্রশ্ন করিলে অশুভ হইয়া থাকে॥৬॥

যাত্রাবিধানে হি শুভাশুভং যৎ প্রোক্তং নিমিত্তং তদিহাপি বাচ্যম্। দৃষ্ট্বা পুরো বা জনতাহৃতং বা প্রষ্টুঃ স্থিতং পাণিতলেঽথ বস্ত্রে॥ ৭॥

আমি যাত্রাবিধানে যেসকল শুভাশুভ বর্ণন করিয়াছি, এস্থলে তাহাও কথনীয়। জ্যোতির্ব্বিদের পুরোভাগে কোন দ্রব্য কেহ লইয়া

আসিলে তদ্দৃষ্টে জ্যোতির্ব্বিদ্ শুভাশুভ বলিবে এবং প্রশ্নকারীর করতলস্থ বা বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ দ্রব্য দর্শনপূর্ব্বকও প্রশ্নের শুভাশুভ নির্ণয় করিবে ॥ ৭ ॥

অথাঙ্গান্যূর্ব্বোষ্ঠস্তনবৃষণপাদঞ্চ দশনা ভুজৌ হস্তৌ গণ্ডৌ কচগলনখাঙ্গুষ্ঠমপি যৎ। সশঙ্খং কক্ষাংসশ্রবণগুদসন্ধীতি পুরুষে স্ত্রিয়াং ভ্রূনাসাস্ফিগ্বলিকটিস্থলেখাঙ্গুলিচয়ম্ ॥ জিহ্বা গ্রীবা পিণ্ডিকে পার্ষ্ণিযুগ্মং জঙ্ঘে নাভিঃ কর্ণপালী কৃকাটী। বক্ত্রং পৃষ্ঠং জত্রু জান্বস্থিপার্শ্বং হৃত্তাল্বক্ষী মেহনোরস্ত্রিকঞ্চ ॥ নপুংসকাখ্যঞ্চ শিরো ললাটম্ আখ্যাদ্যসংজ্ঞৈরপরৈশ্চিরেণ। সিদ্ধির্ভবেজ্জাতু নপুংসকৈর্নো রূক্ষক্ষতৈর্ভগ্নকৃশৈশ্চ পূর্ব্বৈঃ ॥ ৮—১০ ॥

ঊরু, ওষ্ঠ, স্তন, কোষ, পদ, দশন, বাহু, হস্ত, গণ্ড, কেশ, গলদেশ, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, শঙ্খ, কক্ষ, স্কন্দ, কর্ণ, গুহ্য এবং সর্ব্বাঙ্গসন্ধি এই সকল অঙ্গ পুরুষসংজ্ঞিত। ভ্রূ, নাসা, স্ফিক্ (কোমর), বলি অর্থাৎ ত্রিবলী, কটী, হস্তাদির উত্তম রেখা এবং অঙ্গুলীসমূহ, জিহ্বা, গ্রীবা, পিণ্ডিক (পায়ের ডিম), গুল্ফদ্বয়, জঙ্ঘা, নাভি, কর্ণপালী ও কৃকাটী এইসকল অঙ্গ স্ত্রীসংজ্ঞক; আর মুখ, পৃষ্ঠ, জত্রু, জানু, অস্থি, পার্শ্ব, হৃদয়, তালু, চক্ষু, শিশ্ন, বক্ষ, মস্তক এবং ললাট এইসকল নপুংসকসংজ্ঞক অঙ্গ। এই ত্রিবিধ অঙ্গের মধ্যে প্রশ্নকর্ত্তা পুরুষসংজ্ঞক অঙ্গ স্পর্শ করিলে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আর স্ত্রীসংজ্ঞক অঙ্গ স্পর্শ করিলে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি জানিবে এবং নপুংসকসংজ্ঞক অঙ্গ স্পর্শ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। পরন্ত যদি পুরুষসংজ্ঞক এবং স্ত্রীসংজ্ঞক অঙ্গ ক্ষত, রূক্ষ, ভগ্ন কিম্বা কৃশ হয় তাহাহইলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে না ॥ ৮—১০ ॥

স্পৃষ্টে বা চালিতে বাপি পাদাঙ্গুষ্ঠেঽক্ষিরুগ্ভবেৎ।
অঙ্গুল্যাং দুহিতুঃ শোকং শিরোঘাতে নৃপাদ্ভয়ম্ ॥ ১১ ॥

পাদের অঙ্গুষ্ঠ চালিত বা স্পর্শ করিলে নেত্ররোগ জন্মে এবং অন্যান্য অঙ্গুলী স্পর্শ বা পরিচালিত করিলে দুহিতৃবিয়োগ হয়। যদি মস্তকে আঘাত করে, তাহাহইলে রাজভয় সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বিপ্রয়োগমুরসি স্বগাত্রতঃ কর্পটাহৃতিরনর্থদা ভবেৎ।
স্যাৎ প্রিয়াপ্তিরভিগৃহ্য কর্পটং পৃচ্ছতশ্চরণপাদযোজিতুঃ ॥ ১২ ॥

বক্ষঃস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে যে কোন ব্যক্তিদিগের উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। স্বগাত্র হইতে জীর্ণ বস্ত্র আকর্ষণ করিলে অনর্থ উপস্থিত হয় এবং প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তার চরণে স্বীয় চীরবস্ত্র সংলগ্ন হইলে অভিলষিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠেন বিলিখেদ্ভূমিং ক্ষেত্রোত্থচিন্তয়া।
হস্তেন পাদৌ কণ্ডূয়েত্তস্য দাসীময়া চ সা ॥ ১৩ ॥

প্রশ্নকালে পাদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মৃত্তিকায় রেখা অঙ্কিত করিলে ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় চিন্তা এবং হস্তদ্বারা চরণদ্বয় কণ্ডূয়ন করিলে দাসীচিন্তা বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

তালভূর্জ্জপটদর্শনেঽংশুকং চিন্তয়েৎ কচতুষাস্থিভস্মগম্।
ব্যাধিরাশ্রয়তি রজ্জুজালকং বল্কলঞ্চ সমবেক্ষ্য বন্ধনম্ ॥১৪॥

তাল এবং ভূর্জ্জপত্র দৃষ্ট হইলে বস্ত্রসম্বন্ধীয় চিন্তা, কেশ, তুষ, অস্থি এবং ভস্ম দর্শন করিলে ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, আর প্রশ্নকালে দড়ি, জাল ও বল্কল দৃষ্ট হইলে বন্ধন হইয়া থাকে।

অথবা যদি প্রশ্নকালে তাল, ভূর্জ্জপত্র ও বস্ত্র দর্শন হয় তাহাহইলে কেশ, তুষ, অস্থি বা ভস্মমধ্যগত বস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিতে হইবে। ঐরূপ রজ্জু ও জাল দর্শনে ব্যাধি এবং বল্কলদর্শনে জ্ঞাতিসম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝায় ॥ ১৪ ॥

পিপ্পলীমরিচশুণ্ঠীবারিদৈ রোধ্রকুষ্ঠবসনাম্বুজীরকৈঃ।
গন্ধমাংসিশতপুষ্পয়া বদেৎ পৃচ্ছতস্তগরকেণ চিন্তনম্ ॥১৫॥

প্রশ্নকালে পিপ্পলী, মরিচ, শুণ্ঠী, নাগরমুথা, লোধ, কুড়, বস্ত্র, জল, জীরা, গন্ধমাংসী, শতপুষ্পা ও তগর এইসকল দর্শন করিলে প্রশ্নকারকের মনোগত চিন্তা যেরূপে বলিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে ॥ ১৫ ॥

স্ত্রীপুরুষদোষপীড়িতসর্ব্বাধ্বসুতার্থধান্যতনয়ানাম্।
দ্বিচতুষ্পদক্ষিতীনাং বিনাশতঃ কীর্ত্তিতৈর্দৃষ্টৈঃ ॥ ১৬ ॥

পিপুল দর্শনে সদোষস্ত্রী-বিষয়কচিন্তা, মরিচ দর্শনে সদোষপুরুষবিষয়কচিন্তা, শুণ্ঠী দর্শন করিলে রোগী বা মৃতব্যক্তিবিষয়কচিন্তা, নাগরমুথা দর্শনে সর্ব্বনাশবিষয়কচিন্তা, লোধ্রদর্শনে পথবিনাশবিষয়কচিন্তা, কুড়দর্শনে পুত্রনাশবিষয়কচিন্তা, বস্ত্রদর্শনে অর্থনাশবিষয়কচিন্তা, জলদর্শনে ধান্যনাশবিষয়কচিন্তা, জীরাদর্শনে পুত্রনাশবিষয়কচিন্তা, জটামাংসীদর্শনে দ্বিপদনাশবিষয়কচিন্তা, শতপুষ্পা (সৌলফা) দর্শনে চতুষ্পাদনাশবিষয়কচিন্তা, তগরপুষ্প দর্শন করিলে ভূমিনাশকৃত চিন্তা বলিবে। পরন্ত ঐ সকল প্রশ্নকর্ত্তারই ঘটিবে ॥ ১৬ ॥

ন্যগ্রোধমধুকতিন্দুকজম্বূপ্লক্ষাম্রবদরিজাতিফলৈঃ।
ধনকনকপুরুষলোহাংশুকরূপ্যোদুম্বরাপ্তিরপি করগৈঃ ॥১৭

প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে বটের ফল থাকিলে ধনপ্রাপ্তি, মউয়াফল থাকিলে সুবর্ণপ্রাপ্তি, তিন্দুক অর্থাৎ গাব থাকিলে পুরুষপ্রাপ্তি, জামফল থাকিলে লৌহপ্রাপ্তি, আম্রফল থাকিলে রৌপ্যপ্রাপ্তি, বদরফল থাকিলে উদুম্বর ফল প্রাপ্তি এবং জাতিফল হস্তে থাকিলে তাম্রপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ধান্যপরিপূর্ণপাত্রং কুম্ভঃ পূর্ণঃ কুটুম্ববৃদ্ধিকরৌ।
গজগোশুনাং পুরীষং ধনযুবতিসুহৃদ্বিনাশকরম্ ॥১৮॥

প্রশ্নকারকের হস্তে ধান্যপূর্ণ পাত্র কিম্বা জলপূর্ণ কুম্ভ থাকিলে কুটুম্বের বৃদ্ধি, হস্তির মল (বিষ্ঠা) থাকিলে ধননাশ, গরুর মল থাকিলে স্ত্রির ব্যভিচার এবং কুকুরের মল হস্তে থাকিলে মিত্রের নাশ জানিবে ॥ ১৮ ॥

পশুহস্তিমহিষপঙ্কজরজতব্যাঘ্রৈর্লভেত সন্দৃষ্টৈঃ।
অবিধননিবসনমলয়জকৌষেয়াভরণসঙ্ঘাতম্ ॥ ১৯ ॥

প্রশ্নকালে পশু দৃষ্ট হইলে মেষপ্রাপ্তি, হস্তী দৃষ্ট হইলে ধনলাভ,

মহিষ দৃষ্ট হইলে বসতবাটী লাভ, পদ্ম দৃষ্ট হইলে শ্বেতচন্দনলাভ, রৌপ্য দৃষ্ট হইলে কৌষেয় অর্থাৎ পীতবর্ণ বস্ত্রলাভ এবং ব্যাঘ্র দৃষ্ট হইলে অলঙ্কার লাভ হইয়া থাকে, পরন্তু এইসকল প্রশ্নকর্তার লাভ হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

পৃচ্ছা বৃদ্ধশ্রাবকসুপরিব্রাড়্দর্শনে নৃভির্বিহিতা।
মিত্রদ্যুতার্থভবা গণিকানৃপসূতিকার্থকৃতা ॥ ২০ ॥

প্রশ্নকালে জৈনধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইলে মিত্র, দ্যূত এবং ধন-সম্বন্ধীয় চিন্তা বলিয়া জানিবে আর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইলে বেশ্যা, রাজা, ধন এবং নবপ্রসূতাস্ত্রীসম্বন্ধীয় চিন্তা বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

শাক্যোপাধ্যায়ার্হতনির্গ্রন্থনিমিত্তনিগমকৈবর্ত্তৈঃ।
চীরচমূপতিবণিজাং দাসীযোধাপণস্থবধ্যানাম্ ॥ ২১ ॥

প্রশ্নকালে বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইলে চোরবিষয়কচিন্তা, উপাধ্যায় অর্থাৎ শিক্ষক দৃষ্ট হইলে সেনাপতিসম্বন্ধীয় চিন্তা, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হইলে বাণিজ্যবিষয়কচিন্তা, উলঙ্গসন্ন্যাসী দৃষ্ট হইলে দাসীবিষয়কচিন্তা, নিমিত্ত অর্থাৎ শুভাশুভ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে যুদ্ধবিষয়ক চিন্তা, নিগম অর্থাৎ শিল্পী দৃষ্ট হইলে বিক্রেয়দ্রব্যবিষয়ক চিন্তা এবং কৈবর্ত্ত দৃষ্ট হইলে বধযোগ্যব্যক্তির চিন্তা বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥

তাপসে শৌণ্ডিকে দৃষ্টে প্রোষিতঃ পশুপালনম্।
হৃদ্গতং পৃচ্ছকস্য স্যাদুঞ্ছবৃত্তৌ বিপন্নতা ॥ ২২ ॥

প্রশ্নকালে তপস্বী দৃষ্ট হইলে প্রবাসী অর্থাৎ বিদেশস্থ ব্যক্তি সম্বন্ধীয় চিন্তা, মদ্যবিক্রয়ী দৃষ্ট হইলে পশুপালন সম্বন্ধীয় চিন্তা এবং উঞ্ছবৃত্তিকারক দৃষ্ট হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে বিপদবিষয়ক চিন্তা ইহা জানিবে ॥ ২২ ॥

ইচ্ছামি প্রষ্টুং ভণ পশ্যত্বার্য্যঃ সমাদিশেত্যুক্তে।
সংযোগকুটুম্বোত্থা লাভৈশ্বর্য্যোদ্গতা চিন্তা ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা যদি বলে যে "প্রষ্টুমিচ্ছামি" প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি তাহা-হইলে সংযোগ (মিলন) বিষয়ক চিন্তা, "ভণ" অর্থাৎ বল এইরূপ বলিলে কুটুম্ববিষয়ক চিন্তা, "পশ্যতু আর্য্যঃ" অর্থাৎ দর্শন করুন, এইরূপ বলিলে লাভসম্বন্ধীয় চিন্তা এবং "সমাদিশ" অর্থাৎ আজ্ঞা করুন এইরূপ প্রশ্ন করিলে ঐশ্বর্য্যবিষয়ক চিন্তা বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

নির্দ্দিশেতি গদিতে জয়াধ্বগা প্রত্যবেক্ষ্য মম চিন্তিতং বদ। আশু সর্ব্বজনমধ্যগং ত্বয়া দৃশ্যতামিতি বন্ধু-চৌরজা ॥ ২৪ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে "নির্দ্দিশ" অর্থাৎ নিরূপণকর এইরূপ প্রশ্ন করিলে জয়ার্থ বা পথসম্বন্ধীয় চিন্তা "প্রত্যবেক্ষ্য মম চিন্তিতং বদ" বিচার-পূর্ব্বক আমার চিন্তিত বিষয় বল এইরূপ বলিলে বন্ধুবিষয়ক চিন্তা, "আশু সর্ব্বজনমধ্যগং ত্বয়া দৃশ্যতাং" সর্ব্বজন মধ্যগতকে শীঘ্র দেখ এইরূপ বলিলে চৌরবিষয়ক চিন্তা বলিয়া জানিবে ॥ ২৪ ॥

অন্তস্থেঽঙ্গে স্বজন উদিতো বাহ্যজে বাহ্য এবং পাদাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিকলনয়া দাসদাসীজনঃ স্যাৎ। জঙ্ঘে প্রেষ্যো ভবতি ভগিনী নাভিতো হৃৎস্বভার্য্যা পাণ্যঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি-চয়কৃতস্পর্শনে পুত্রকন্যে ॥ ২৫ ॥

প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা গুপ্ত অঙ্গ স্পর্শ করিলে আত্মীয় চোর, বাহ্য অঙ্গ স্পর্শ করিলে বাহিরের চোর, পাদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে দাস, পাদাঙ্গুলী স্পর্শ করিলে দাসী, জঙ্ঘা স্পর্শ করিলে চাকর, নাভি স্পর্শ করিলে ভগিনী, হৃদয় স্পর্শ করিলে স্বীয় স্ত্রী, হস্তাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে পুত্র এবং হস্তাঙ্গুলী স্পর্শ করিলে স্বীয় কন্যা চোর বলিয়া বলিবে ॥ ২৫ ॥

মাতরং জঠরে মূর্দ্ধ্নি গুরুং দক্ষিণবামকৌ।
বাহূ ভ্রাতাথ তৎপত্নী স্পৃষ্ট্বৈবং চৌরমাদিশেৎ ॥২৬॥

প্রশ্নকর্ত্তা উদর স্পর্শ করিলে মাতা, মস্তক স্পর্শ করিলে গুরু, দক্ষিণ-বাহু স্পর্শ করিলে ভ্রাতা এবং বামবাহু স্পর্শ করিলে ভ্রাতৃপত্নী চোর বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

অন্তরঙ্গমবমুচ্য বাহ্যগস্পর্শনং যদি করোতি পৃচ্ছকঃ।
শ্লেষ্মমূত্রশকৃতস্ত্যজন্নধঃ পাতয়েৎ করতলস্থবস্তু চেৎ ॥২৭॥

প্রশ্নকর্ত্তা যদি গুপ্ত অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের অঙ্গ স্পর্শ করে, অথবা শ্লেষ্ম, মল বা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে হস্তস্থিত বস্তুকে অধোভাগে ফেলিয়া দেয় ॥ ২৭ ॥

ভৃশমবনামিতাঙ্গপরিমোটনতোঽপ্যথবা জনধৃতরিক্ত-ভাণ্ডমবলোক্য চ চৌরজনং। হৃতপতিতক্ষতাস্মৃতবিনষ্ট-বিভগ্নগতোন্মুষিতমৃতাদ্যনিষ্টরবতো লভতে ন হৃতং ॥২৮॥

অথবা প্রশ্নকালে শরীর অবনামিত বা অঙ্গস্ফোটন করে বা কোন ব্যক্তিকে শূন্যকুম্ভ লইয়া যাইতে দেখে ও চোর অবলোকন করে; আর অপহৃত করিল এবং ক্ষত হইল, বিনষ্ট, বিস্মৃত, ভগ্ন, গত, চোরে নিল ও মরিল ইত্যাদি অশুভ শব্দ শ্রবণ করে তাহাহইলে অপহৃত বস্তু পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ২৮ ॥

নিগদিতমিদং যত্তৎ সর্ব্বং তুষাস্থিবিষাদিকৈঃ সহ মৃতিকরং পীড়ার্ত্তানাং সমরুদিতক্ষুতৈঃ। অবয়বমপি স্পৃষ্ট্বান্তঃস্থং দৃঢ়ং মরুদাহরেদতি বহু তদা ভুক্ত্বান্নং সংস্থিতঃ সুহিতো বদেৎ ॥ ২৯ ॥

যদি প্রশ্নকালে তুষ, অস্থি বা বিষ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় এবং বিলাপ বা হাঁচির শব্দ শ্রুতিগোচর হয় তাহাহইলে পীড়িত ব্যক্তির মরণ হইবে। আর যদি প্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য উড্ডীন করিয়া দেয়, তাহাহইলে কোন ব্যক্তি ভূরিপরিমাণে তৃপ্তি-সহকারে অন্নভোজন করিয়া প্রশ্ন করিতেছে বলিবে ॥ ২৯ ॥

ললাটস্পর্শনাচ্ছূকদর্শনাচ্ছালিজৌদনং।
উরঃস্পর্শাৎ ষষ্টিকান্নং গ্রীবাস্পর্শে চ যাবকং ॥ ৩০ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা ললাট স্পর্শ করিলে কিংবা ধান্যের শুঙ অর্থাৎ অগ্রভাগ

দর্শন করিলে শালিধান্যের অন্ন আহার করিয়া প্রশ্ন করিতেছে বুঝিতে হইবে। আর হৃদয় স্পর্শ করিলে ষষ্টিকধান্যের অন্ন, কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে যবান্ন ভক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিতেছে জানিবে ॥ ৩০ ॥

কুক্ষিকুচজঠরজানুস্পর্শে মাষাঃ পয়স্তিলযবাগ্বঃ।
আস্বাদয়তশ্চৌষ্ঠৌ লিহতো মধুরং রসং জ্ঞেয়ং ॥৩১॥

প্রশ্নকর্ত্তা যদি কুক্ষিস্পর্শ করে তাহাহইলে মাষকলাই ভক্ষণ, স্তন স্পর্শ করিলে দুগ্ধপান, উদর স্পর্শ করিলে তিল ভক্ষণ এবং জানু স্পর্শ করিলে যবাগু ভক্ষণ করিয়াছে ইহা বলিবে। আর যদি ওষ্ঠ লেহন করে তাহা-হইলে মধুররস ভক্ষণ করিয়াছে বলিবে ॥ ৩১ ॥

বিস্পৃক্কে স্ফোটয়েজ্জিহ্বামাম্লে বক্ত্রং বিকূণয়েৎ।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণৈর্হিক্কেৎ ষ্ঠীবেচ্চ সৈন্ধবে ॥ ৩২ ॥

প্রশ্নকালে জিহ্বা আহত হইলে স্পৃহনীয় বস্তু, মুখ বক্র করিলে অম্ল-দ্রব্য, হিক্কা উপস্থিত হইলে কটু, তিক্ত ও কষায় দ্রব্য এবং কফনিষ্ঠীবন করিলে সৈন্ধব ভোজন করিয়াছে বলিবে ॥ ৩২ ॥

শ্লেষ্মত্যাগে শুষ্কতিক্তং তদল্পং শ্রুত্বা ক্রব্যাদং প্রেক্ষ্য বা মাংসমিশ্রং। ভ্রূগণ্ডৌষ্ঠস্পর্শনে শাকুনং তদ্ভুক্তং তেনেত্যুক্তমেতন্নিমিত্তং ॥ ৩৩ ॥

যদি প্রশ্নকালে শ্লেষ্ম পরিত্যাগ করে তাহাহইলে শুষ্ক ও কটুদ্রব্য অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে বলিবে, আর মাংসভক্ষণকারী প্রাণী দৃষ্ট বা তাহার শব্দ শ্রুত হইলে মাংসযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে বলিবে। ভ্রূ, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিলে পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিয়াছে বলিবে ॥ ৩৩ ॥

মূর্দ্ধগলকেশহনুশঙ্খকর্ণজঙ্ঘং বস্তিঞ্চ স্পৃষ্ট্বা।
গজমহিষমেষশূকরগোশশমৃগমাংসযুগ্ভুক্তং ॥ ৩৪ ॥

প্রশ্নকালে মস্তক স্পর্শ করিলে গজমাংস, গলদেশ স্পর্শ করিলে মহিষমাংস, কেশ স্পর্শ করিলে মেষমাংস, হনু স্পর্শ করিলে শূকরমাংস, শঙ্খদেশ স্পর্শ করিলে গোমাংস, কর্ণ স্পর্শ করিলে শশকমাংস, জঙ্ঘা ও বস্তিদেশ স্পর্শ করিলে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছে বলিবে ॥ ৩৪ ॥

দৃষ্টে শ্রুতেঽপ্যশকুনে গোধামৎস্যামিষং বদেদ্ভুক্তং।
গর্ভিণ্যা গর্ভস্য চ নিপতনমেবং প্রকল্পয়েৎ প্রশ্নে ॥ ৩৫ ॥

প্রশ্নকালে অশুভ শাকুন দৃষ্ট বা তাহার শব্দ শ্রুত হইলে প্রশ্নকর্ত্তা গোসাপ ও মৎস্যের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে বলিবে। আর গর্ভপ্রশ্নকালে অশুভ শাকুন দৃষ্ট বা তাহার শব্দ শ্রুত হইলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইবে এইরূপ বলিবে ॥ ৩৫ ॥

পুংস্ত্রী নপুংসকাখ্যে দৃষ্টেঽনুমিতে পুরঃস্থিতে স্পৃষ্টে।
তজ্জন্ম ভবতি পানান্নপুষ্পফলদর্শনে চ শুভং ॥ ৩৬ ॥

গর্ভপ্রশ্নকালে যদি পুরুষসংজ্ঞক অঙ্গ কিম্বা পুরুষজাতি দৃষ্ট, অনুমিত, অগ্রস্থিত বা স্পৃষ্ট হয় তাহাহইলে গর্ভে পুরুষ জন্মিবে। আর যদি স্ত্রীসং-জ্ঞক অঙ্গ বা স্ত্রীজাতি, দৃষ্ট, অনুমিত, অগ্রস্থিত বা স্পৃষ্ট হয় তাহাহইলে গর্ভে স্ত্রীসন্তান জন্মিবে। ঐরূপ যদি নপুংসকজাতি বা নপুংসক অঙ্গ দৃষ্ট, অনুমিত, অগ্রস্থিত বা স্পৃষ্ট হয় তাহাহইলে গর্ভস্থ সন্তান নপুংসক হইবে। আর গর্ভপ্রশ্নকালে পানীয়দ্রব্য, অন্ন, পুষ্প ও ফল দৃষ্ট হইলে গর্ভিণী অনায়াসে প্রসব করিবে ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠেন ভ্রূদরং বাঙ্গুলিং বা স্পৃষ্ট্বা পৃচ্ছেদ্গর্ভচিন্তা তদা স্যাৎ। মধ্বাজ্যাদ্যৈর্হৈমরত্নপ্রবালৈরগ্রস্থৈর্ব্বা মাতৃধাত্র্যাত্মজৈশ্চ ॥ ৩৭ ॥

প্রশ্নকালে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা ভ্রূ, উদর বা অঙ্গুলিসকল স্পর্শ করিলে ও মধু, ঘৃত, সুবর্ণ, রত্ন, প্রবাল অথবা মাতা, ধাত্রী ও পুত্র দৃষ্ট হইলে গর্ভ বিষয়ক চিন্তা বুঝা যায় ॥ ৩৭ ॥

গর্ভযুতা জঠরে করগে স্যাদ্দুষ্টনিমিত্তবশাত্তদুদাসঃ। কর্ষতি তজ্জঠরং যদি পীঠোৎপীড়নতঃ করগে চ করেঽপি ॥ ৩৮ ॥

গর্ভিণী স্ত্রী যদি উদরের উপর হস্ত রাখিয়া প্রশ্ন করে আর ঐ সময় অশুভচিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে গর্ভপাত হইবে এইরূপ বলিবে, অথবা যদি প্রশ্নকালে উদরদেশ বা আসন পরিচালিত করে কিংবা হস্তের উপর হস্ত রাখে তাহাহইলে গর্ভনাশ হইবে ইহা বলিবে ॥ ৩৮ ॥

ঘ্রাণায়া দক্ষিণে দ্বারে স্পৃষ্টে মাসোত্তরং বদেৎ।
বামে দ্বৌ কর্ণ এবং মা দ্বিচতুর্ম্মঃ শ্রুতিস্তনে ॥ ৩৯ ॥

প্রশ্নকালে দক্ষিণনাসিকা স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে একমাস প[illegible] গর্ভধারণ করিবে, বামনাসিকা স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে দুই বৎসর পরে, বামকর্ণ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলেও দুই বৎসর পরে, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে দুই মাস পরে, আর স্তন স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে চারি মাস পরে গর্ভধারণ করিবে ॥

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যথা—দক্ষিণনাসিকা স্পর্শ করিলে একমাস পরে প্রসব হইবে। বামনাসিকা স্পর্শ করিলে দুইমাস পরে, উভয়কর্ণ স্পর্শ করিলে এইরূপ হইবে না। কিন্তু দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিলে দুইমাস পরে, বামকর্ণ স্পর্শ করিলে চারিমাস পরে, ঐরূপ দক্ষিণস্তন স্পর্শ করিলে চারিমাস এবং বামস্তন স্পর্শ করিলে আটমাস পরে প্রসব হইবে ॥ ৩৯ ॥

বেণীমূলে ত্রীন্ সুতান্ কন্যকে দ্বে কর্ণে পুত্রান্ পঞ্চহস্তে ত্রয়ঞ্চ। অঙ্গুষ্ঠান্তে পঞ্চকঞ্চানুপূর্ব্ব্যা পাদাঙ্গুষ্ঠে পার্ষ্ণিযুগ্মেঽপি কন্যাং ॥ ৪০ ॥

কোন স্ত্রী বেণীমূল স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিবে, কর্ণ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে পাঁচ পুত্র, হস্তদ্বারা হস্ত স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে তিন পুত্র, হস্তদ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে এক পুত্র, অনামিকা স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে দুই পুত্র, মধ্যমা স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে তিন পুত্র, তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে চারি পুত্র, অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলে পাঁচ পুত্র হইবে। আর যদি পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও পার্ষ্ণিদ্ব[illegible] (পায়ের গোড়ালি) স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করে তাহাহইলে একটী কন্যা হইবে ॥ ৪০ ॥

সব্যাসব্যোরুসংস্পর্শে সুতে কন্যা সুতদ্বয়ং।
স্পৃষ্টে ললাটমধ্যান্তে চতুস্ত্রিতনয়া ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

কোন স্ত্রী প্রশ্নকালে বাম কিম্বা দক্ষিণ উরু স্পর্শ করিলে দুই পুত্র ও দুই কন্যা হইবে, আর ললাটের মধ্যদেশ স্পর্শ করিলে চারি পুত্র, ললাটের অন্তস্পর্শ করিলে তিনটী পুত্র জন্মিবে বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

শিরোললাটভ্রূকর্ণগণ্ডহনুরদাগলং। সব্যাপসব্যস্কন্ধশ্চ হস্তৌ চিবুকনালকং ॥ উরঃ কুচং দক্ষিণমপসব্যং হৃৎ-পার্শ্বমেবং জঠরং কটিশ্চ। স্ফিক্‌পায়ুসন্ধ্যূরুযুগঞ্চ জানু জঙ্ঘেঽথ পাদাবিতি কৃত্তিকাদৌ ॥ ৪২—৪৩ ॥

প্রশ্নকালে গর্ভিণী স্ত্রী মস্তকাদি যে অঙ্গ স্পর্শ করিবে তদৃষ্টে কৃত্তিকাদি কোন্ নক্ষত্রে প্রসব করিবে তাহা জানা যাইবে। অর্থাৎ প্রশ্নকালে মস্তক স্পর্শ করিলে কৃত্তিকা, ললাটে রোহিণী, ভ্রূদ্বয়ে মৃগশিরা, কর্ণদ্বয়ে আর্দ্রা, কপোলে পুনর্ব্বসু, হনুদ্বয়ে পুষ্যা, দন্তে অশ্লেষা, কণ্ঠে মঘা, দক্ষিণ-স্কন্ধে, পূর্ব্বফাল্গুনী, বামস্কন্ধে উত্তরফাল্গুনী, হস্তে হস্তা, চিবুকে চিত্রা, কণ্ঠনালীতে স্বাতী, বক্ষস্থলে বিশাখা, দক্ষিণস্তনে অনুরাধা, বামস্তনে জ্যেষ্ঠা, হৃদয়ে মূলা, দক্ষিণপার্শ্বে পূর্ব্বাষাঢ়া, বামপার্শ্বে উত্তরাষাঢ়া, উদরে শ্রবণা, কটিতে ধনিষ্ঠা, স্ফিক্ ও মলদ্বার এই উভয়ের সন্ধিতে শতভিষা, দক্ষিণজঙ্ঘাতে পূর্ব্বাপাদ্রপদ, বামজঙ্ঘাতে উত্তরাভাদ্রপদ, হাটুদ্বয়ে রেবতী, পিণ্ডিকাতে অর্থাৎ জঙ্ঘার অপরপার্শ্বের মাংসল স্থান স্পর্শ করিলে অশ্বিনীনক্ষত্রে এবং পাদদ্বয় স্পর্শ করিলে ভরণীনক্ষত্রে প্রসব হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৪২—৪৩ ॥

ইতি নিগদিতমেতদ্গাত্রসংস্পর্শলক্ষ্মপ্রকটমভিমতাপ্ত্যৈ বীক্ষ্য শাস্ত্রাণি সম্যক্। বিপুলমতিরুদারো বেত্তি যঃ সর্ব্বমেতন্নরপতিজনতাভিঃ পূজ্যতেঽসৌ সদৈব ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং অঙ্গ-বিদ্যানামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

শাস্ত্রসকল সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তির জন্য এই গাত্রস্পর্শলক্ষণ উত্তমরূপে কথিত হইল, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও উদারস্বভাবদৈবজ্ঞ তিনি ইহা ভালরূপ জানিলে রাজার এবং সর্ব্ব-সাধারণের পূজনীয় হইতে পারিবেন ॥ ৪৪ ॥ ইতি অঙ্গবিদ্যা ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পিটকলক্ষণং।

সিতরক্তপীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং ক্রমেণ পিটকা যে।
তে ক্রমশঃ প্রোক্তফলা বর্ণানামগ্রজাদীনাম্ ॥ ১ ॥

শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি জাতি পিটক (তিল) যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ পিটক (তিল) যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগকে ফলদান করে। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ তিল ব্রাহ্মণকে, রক্তবর্ণতিল ক্ষত্রিয়কে, পীতবর্ণতিল বৈশ্যকে এবং কৃষ্ণবর্ণতিল শূদ্রকে ফলপ্রদান করে ॥ ১ ॥ *

সুস্নিগ্ধব্যক্তশোভাঃ শিরসি ধনচয়ং মূর্দ্ধ্নি সৌভাগ্য-মারাদ্ দৌর্ভাগ্যং ভ্রূযুগোত্থাঃ প্রিয়জনঘটনামাশু দুঃশী-লতাঞ্চ। তন্মধ্যোত্থাশ্চ শোকং নয়নপুটগতা নেত্রয়ো-রিষ্টদৃষ্টিং প্রব্রজ্যাং শঙ্খদেশেঽশ্রুজলনিপতনস্থানগা-শ্চাতিচিন্তাম্ ॥ ২ ॥

মস্তকের উপর স্নিগ্ধ ও কান্তিযুক্ত তিল জন্মিলে ধনবৃদ্ধি, মূর্দ্ধিতে তিল জন্মিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, দুই ভ্রূর উপর জন্মিলে দুর্ভাগ্য, ভ্রূর মধ্যদেশে হইলে প্রিয়জনের সহিত মিলন ও দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে, চক্ষুর পলকে হইলে শোক ও চক্ষুর উপর হইলে প্রিয়জন দর্শন, শঙ্খদেশে হইলে সন্ন্যাসী ও অশ্রুপতন স্থলে হইলে অতিশয় চিন্তা হইয়াথাকে ॥ ২ ॥

ঘ্রাণাগণ্ডে বসনসুতদাশ্চোষ্ঠয়োরন্নলাভং কুর্য্যুস্তদ্ব-চ্চিবুকতলগা ভূরি বিত্তং ললাটে। হন্বোরেবং গলকৃত-পদা ভূষণান্যন্নপানে শ্রোত্রে তদ্ভূষণগণমপি জ্ঞানমাত্ম-স্বরূপম্ ॥ ৩ ॥

নাসিকার উপর তিল হইলে বস্ত্রলাভ, কপোলে হইলে পুত্রপ্রাপ্তি, ওষ্ঠদেশে হইলে অন্নলাভ, অধরোষ্ঠের নীচে হইলেও অন্নলাভ, ললাট-দেশে হইলে বহুতর দ্রব্যলাভ, হনুদেশে হইলে দ্রব্যলাভ, গলদেশে হইলে অলঙ্কার লাভ এবং অন্ন ও পানীয়প্রাপ্তি, কর্ণদেশে হইলে কর্ণ-ভূষণ ও আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াথাকে ॥ ৩ ॥

শিরঃসন্ধিগ্রীবাহৃদয়কুচপার্শ্বোরসি গতা অয়োঘাতং ঘাতং সুততনয়লাভং শুচমপি। প্রিয়প্রাপ্তিং স্কন্ধেঽপ্য-টনমথ ভিক্ষার্থমসকৃদ্ বিনাশং কক্ষোত্থা বিদধতি ধনানাং বহুবিধম্ ॥ ৪ ॥

মস্তকের সন্ধিস্থানে তিল হইলে লৌহাঘাত, কণ্ঠদেশে হইলে আঘাত, হৃদয়ে হইলে পুত্রলাভ, স্তনদ্বয়ে হইলে পুত্রলাভ, পার্শ্বদেশে হইলে শোক, বক্ষস্থলে মিত্রলাভ, স্কন্ধদেশে হইলে বারম্বার ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ এবং কুক্ষিদেশে হইলে নানাপ্রকারে ধনবিনাশ হইয়াথাকে ॥ ৪ ॥

দুঃখশত্রুনিচয়স্য বিঘাতং পৃষ্ঠবাহুযুগজা রচয়ন্তি।
সংযমঞ্চ মণিবন্ধনজাতা ভূষণাদ্যমুপবাহুযুগোত্থাঃ ॥৫॥

পৃষ্ঠোপরি তিলাদি চিহ্ন হইলে দুঃখবিনাশ, বাহুদ্বয়ে হইলে শত্রু-বিনাশ, মণিবন্ধে অর্থাৎ বাহুমূলে হইলে হস্তবন্ধন এবং বাহুর নিম্নভাগে তিলাদি চিহ্ন হইলে অলঙ্কার লাভ হইয়াথাকে ॥ ৫ ॥

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কেহ কেহ এইরূপ করিয়া থাকেন; যথা—শ্বেত, রক্ত ইত্যাদি চারি বর্ণের চারি জাতি পিটক (তিল) ক্ষত্রিয়াদি তিন জাতিকে ফল প্রদান করে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে ফলপ্রদান করে না, আর শ্বেত ও রক্তবর্ণ তিল ক্ষত্রিয়কে এবং শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণ তিল বৈশ্যকে ও শ্বেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণবর্ণ তিল শূদ্রকে ফলপ্রদান করে।

ধনাপ্তিং সৌভাগ্যং শুভমপি করোঙ্গুল্যুদরগাঃ স্বপানান্নং নাভৌ তদধ ইহ চৌরৈর্ধনহৃতিং। ধনং ধান্যং বস্তৌ যুবতিমথ মেঢ্রে সুতনয়ান্ ধনং সৌভাগ্যং বা গুদবৃষণজাতা বিদধতি ॥ ৬ ॥

হস্তের মধ্যে তিলাদিচিহ্ন হইলে ধনলাভ, অঙ্গুলিতে হইলে সৌভাগ্য, উদরে হইলে শোক, নাভিতে হইলে উত্তম অন্ন এবং পানীয় লাভ, নাভির নীচে হইলে চৌরকর্তৃক ধনাপহরণ, গর্ভাশয়ের উপরে হইলে ধন এবং ধান্যলাভ, লিঙ্গোপরি হইলে স্ত্রী ও পুত্রলাভ, মলদ্বারে হইলে ধনলাভ এবং অণ্ডকোষে হইলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ঊর্ব্বোর্যানাঙ্গনালাভং জান্বোঃ শক্রুজনাৎ ক্ষতিং।
শস্ত্রেণ জঙ্ঘয়োর্গুল্‌ফেঽধ্ববন্ধক্লেশদায়িনঃ ॥ ৭ ॥

উরুদ্বয়ে তিলাদি চিহ্ন হইলে বাহন ও স্ত্রীলাভ, জানুদেশে হইলে শত্রুহইতে ক্ষতি, জঙ্ঘাদ্বয়ে হইলে শস্ত্রদ্বারা ক্ষতি এবং গুল্‌ফদ্বয়ে তিলাদি চিহ্ন হইলে পথেতে বন্ধনাদি ক্লেশলাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

স্ফিক্‌পার্ষ্ণিপাদজাতা ধননাশাগম্যগমনমধ্বানং ॥
বন্ধনমঙ্গুলিনিচয়েঽঙ্গুষ্ঠে চ জ্ঞাতিলোকতঃ পূজাম্ ॥ ৮ ॥

স্ফিক্ অর্থাৎ নিতম্বদেশে তিলাদিচিহ্ন হইলে ধননাশ, পার্ষ্ণিদেশে হইলে অগম্যাগমন, পাদদ্বয়ে হইলে পথপরিশ্রম, অঙ্গুলিসমূহে হইলে বন্ধন এবং অঙ্গুষ্ঠে হইলে জ্ঞাতি হইতে পূজা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

উৎপাতগণ্ডপিটকা দক্ষিণতো বামতস্ত্বভিঘাতাঃ।
ধন্যা ভবন্তি পুংসাং তদ্বিপরীতাস্তু নারীণাম্ ॥ ৯ ॥

দক্ষিণ অঙ্গে অঙ্কুরণাদি উৎপাত, তিলকাদিচিহ্ন ও ফোরা এবং বাম অঙ্গে আঘাতচিহ্ন পুরুষকে শুভফল প্রদান করে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার বিপরীত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বাম অঙ্গে অঙ্কুরণাদি উৎপাত, তিলকাদিচিহ্ন ও ফোরা এবং দক্ষিণ অঙ্গে আঘাতচিহ্ন শুভফল প্রদান করে ॥ ৯ ॥

ইতি পিটকবিভাগঃ প্রোক্তো আমূর্দ্ধতোঽয়ং ব্রণতিলকবিভাগোঽপ্যেবমেব প্রকল্প্যঃ। ভবতি মশকলক্ষ্মাবর্ত্তজন্মাপি তদ্বন্নিগদিতফলকারি প্রাণিনাং দেহসংস্থম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পিটকলক্ষণং নাম দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত পিটক অর্থাৎ ফোরাসম্বন্ধীয় স্থানবিশেষের ফল বলা হইল। পরন্তু ব্রণ, তিলকালক, মশক, আবর্ত্ত ও জটুল এইসকলের ফলও এইরূপ জানিবে ॥ ১০ ॥ পিটকলক্ষণ সমাপ্ত ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বাস্তুবিদ্যা।

বাস্তুজ্ঞানমথাতঃ কমলভবান্মুনিপরম্পরায়াতম্।
ক্রিয়তেঽধুনা ময়েদং বিদগ্ধসাম্বৎসরপ্রীত্যৈ ॥ ১ ॥

পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের প্রীতির জন্য ব্রহ্মার নিকট হইতে উপদিষ্ট ও মুনিপরম্পরা প্রাপ্ত বাস্তুবিদ্যা বলা যাইতেছে ॥ ১ ॥

কিমপি কিল ভূতমভবদ্ রুন্ধানং রোদসী শরীরেণ।
তদমরগণেন সহসা বিনিগৃহ্যাধোমুখং ন্যস্তম্ ॥ ২ ॥

কোন একসময় পৃথিবী এবং স্বর্গব্যাপকদেহধারী এক ভূত আবির্ভূত হয়, পরে দেবগণ মিলিত হইয়া অকস্মাৎ উহাকে অধোমুখে স্থাপন করেন ॥ ২ ॥

যত্র চ যেন গৃহীতং বিবুধেনাধিষ্ঠিতঃ স তত্রৈব।
তদমরময়ং বিধাতা বাস্তুনরং কল্পয়ামাস ॥ ৩ ॥

উক্ত ভূতের যে যে অঙ্গ যে যে দেবতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সেই দেবতা সেই সেই অঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন, ঐ দেবময় ভূতকে ব্রহ্মা বাস্তুপুরুষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

উত্তমমষ্টাভ্যধিকং হস্তশতং নৃপগৃহং পৃথুত্বেন।
অষ্টাষ্টোনান্যেবং পঞ্চ সপাদানি দৈর্ঘ্যেণ ॥ ৪ ॥

রাজার বাটী পাঁচপ্রকার হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রধানতম বাটী এক শত আট হাত প্রস্থ হইবে, অপর চারিটী বাটী ক্রমশ আটহাত প্রস্থ কম হইবে, অর্থাৎ রাজারপ্রধান বাটীর প্রস্থ ১০৮ হাত, দ্বিতীয় বাটীর প্রস্থ ১০০ হাত; তৃতীয় বাটীর প্রস্থ ৯২ হাত, চতুর্থ বাটীর প্রস্থ ৮৪ হাত; পঞ্চমবাটীর প্রস্থ ৭৬ হাত হইবে। আর যেবাটী যত হাত প্রস্থ হইবে, ঐপ্রস্থের চতুর্থাংশ যত হাত হইবে তত হাত প্রস্থ অপেক্ষায় দীর্ঘ হইবে। অর্থাৎ যে বাটীর প্রস্থ ১০৮ হাত, তাহার দৈর্ঘ্য ১৩৫ হাত; যে বাটীর প্রস্থ ১০০ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ১২৫ হাত; যাহার প্রস্থ ৯২ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ১১৫ হাত, যাহার প্রস্থ ৮৪ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ১০৫ হাত; যাহার প্রস্থ ৭৬ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ৯৫ হাত হইবে ॥ ৪ ॥

ষড্‌ভিঃ ষড্‌ভির্হীনা সেনাপতিসদ্মনাং চতুঃষষ্টিঃ।
পঞ্চৈবং বিস্তারাৎ ষড্‌ভাগসমন্বিতা দৈর্ঘ্যম্ ॥ ৫ ॥

সেনাপতিরগৃহও পাঁচপ্রকার, তন্মধ্যে উত্তম গৃহের প্রস্থ ৬৪ হাত, অপর চারিটী গৃহ ক্রমশ ৬ হাত করিয়া কম হইবে, অর্থাৎ প্রধান গৃহের প্রস্থ ৬৪ হাত, দ্বিতীয় গৃহের প্রস্থ ৫৮ হাত, তৃতীয় গৃহের প্রস্থ ৫২ হাত, চতুর্থগৃহের প্রস্থ ৪৬ হাত, পঞ্চমগৃহের প্রস্থ ৪০ হাত হইবে। আর ঐ প্রস্থের ছয়ভাগের একভাগ যত হাত হইবে তত হাত প্রস্থ অপেক্ষায় দৈর্ঘ্য অধিক হইবে, অর্থাৎ উত্তম গৃহের প্রস্থ ৬৪ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ৭৪ হাত ১৬ অঙ্গুলী হইবে, এইরূপ অপর চারিটী গৃহের দৈর্ঘ্যও স্থির করিবে ॥৫॥

ষষ্টিশ্চতুর্ব্বিহীনা বেশ্মানি ভবন্তি পঞ্চ সচিবস্য।
স্বাষ্টাংশযুতা দৈর্ঘ্যং তদর্দ্ধতো রাজমহিষীণাম্ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রীর গৃহ ঐরূপ পাঁচপ্রকার, তন্মধ্যে উত্তম গৃহের প্রস্থ ৬০ হাত, অপর চারিটী গৃহ ক্রমশ ৪ হাত করিয়া প্রস্থ কম হইবে, অর্থাৎ উত্তম গৃহ ৬০ হাত, দ্বিতীয় গৃহ ৫৬ হাত, তৃতীয় গৃহ ৫২ হাত, চতুর্থগৃহ ৪৮ হাত, পঞ্চম গৃহ ৪৪ হাত প্রস্থ হইবে, আর প্রস্থের আটভাগের একভাগে যত হাত হইবে প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য তত হাত অধিক হইবে, অর্থাৎ উত্তমগৃহের প্রস্থ ৬০ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ৬৭ হাত ১২ অঙ্গুলি হইবে, এইরূপ অপর চারিটী গৃহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ জানিবে। রাজ্ঞীর গৃহও ঐরূপ পাঁচপ্রকার, তন্মধ্যে উত্তমগৃহের প্রস্থ মন্ত্রীর গৃহের প্রস্থের অর্দ্ধপরিমাণ অর্থাৎ উত্তমগৃহের প্রস্থ ৩০ হাত, দ্বিতীয়গৃহ ২৮ হাত, তৃতীয়গৃহ ২৬ হাত, চতুর্থগৃহ ২৪ হাত, পঞ্চমগৃহ ২২ হাত। আর প্রস্থের আটভাগের একভাগ যত হাত হইবে প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য তত হাত অধিক হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

ষড়্‌ভিঃ ষড়্‌ভিশ্চৈবং যুবরাজস্যাপবর্জ্জিতাশীতিঃ।
ত্র্যংশান্বিতা চ দৈর্ঘ্যং পঞ্চ তদর্দ্ধেস্তদনুজানাম্ ॥ ৭ ॥

যুবরাজের গৃহও পাঁচপ্রকার, তন্মধ্যে প্রধান গৃহ ৮০ হাত প্রস্থ হইবে, অপর চারিটীগৃহ ক্রমশ ৬ হাত প্রস্থ কম হইবে, অর্থাৎ উত্তমগৃহের প্রস্থ ৮০ হাত, দ্বিতীয়গৃহের প্রস্থ ৭৭ হাত, তৃতীয়গৃহ ৬৮ হাত, চতুর্থগৃহ ৬২ হাত, পঞ্চমগৃহ ৫৬ হাত। আর প্রস্থের তিনভাগের একভাগ যত হাত হইবে, প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য তত হাত অধিক হইবে। অর্থাৎ উত্তমগৃহের প্রস্থ ৮০ হাত, তাহার দৈর্ঘ্য ১০৬ হাত ১৬ অঙ্গুল হইবে। অপর চারিটী গৃহের দৈর্ঘ্য এইরূপে অপর চারিগৃহের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করিবে। যুবরাজের কনিষ্ঠভ্রাতার গৃহ যুবরাজের গৃহের অর্দ্ধপরিমাণ হইবে ॥ ৭ ॥

নৃপসচিবান্তরতুল্যং সামন্তপ্রবররাজপুরুষাণাম্।
নৃপযুবরাজবিশেষঃ কঞ্চুকিবেশ্যাকলাজ্ঞানাম্ ॥ ৮ ॥

রাজার এবং মন্ত্রীর গৃহের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের যে অন্তর হইবে, সেই পরিমাণ মাণ্ডলিক অর্থাৎ করদাতা রাজা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও রাজকর্ম্মচারীর গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থ হইবে। আর রাজার এবং যুবরাজের গৃহের যে অন্তর হইবে সেইপরিমাণ কঞ্চুকী, বেশ্যা ও কলাজ্ঞ অর্থাৎ কারিকরগণের গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থ হইবে ॥ ৮ ॥

অধ্যক্ষাধিকৃতানাং সর্ব্বেষামেব কোশরতিতুল্যম্।
যুবরাজমন্ত্রিবিবরং কর্ম্মান্তাধ্যক্ষদূতানাম্ ॥ ৯ ॥

রাজার কোষগৃহ ও শয়নগৃহ যেপরিমাণ হইবে সেইপরিমাণ অধ্যক্ষ (দেওয়ান) ও অধিকৃত অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষের গৃহ হইবে। আর যুবরাজ এবং মন্ত্রির গৃহের যে অন্তর হইবে সেই পরিমাণ দূতেরও কর্ম্মশালার অধ্যক্ষের গৃহ হইবে ॥ ৯ ॥

চত্বারিংশদ্ধীনা চতুশ্চতুর্ভিস্তু পঞ্চ যাবদিতি।
ষড়্‌ভাগযুতা দৈর্ঘ্যং দৈবজ্ঞপুরোধসোর্ভিষজঃ ॥ ১০ ॥

দৈবজ্ঞ, পুরোহিত ও বৈদ্য ইহাদিগের প্রত্যেকের পাঁচপ্রকার গৃহের মধ্যে উত্তমগৃহের প্রস্থ ৪০ হাত, অপর চারিটী গৃহ ক্রমশ চারিহাত কম বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ উত্তমগৃহের প্রস্থ ৪০ হাত, দ্বিতীয় গৃহের প্রস্থ ৩৬ হাত, তৃতীয়গৃহের প্রস্থ ৩২ হাত, চতুর্থগৃহের প্রস্থ ২৮ হাত, পঞ্চমগৃহের প্রস্থ ২৪ হাত। আর প্রস্থের ছয়ভাগের একভাগে যত হাত হইবে, প্রস্থ অপেক্ষায় তত হাত লম্বা হইবে, অর্থাৎ উত্তমগৃহের প্রস্থ ৭০ হাত তাহার দৈর্ঘ্য ৪৬ হাত ১৬ অঙ্গুলী হইবে, এইরূপ অপর চারিটী গৃহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ স্থির করিবে ॥ ১০ ॥

বাস্তুনি যো বিস্তারঃ স এব চোচ্ছ্রায়নিশ্চয়ঃ শুভদঃ।
শালৈকেষু গৃহেষ্বপি বিস্তারাদ্দ্বিগুণিতং দৈর্ঘ্যম্ ॥ ১১ ॥

গৃহসকলের প্রস্থ যত হাত হইবে উচ্চতাও ঐপরিমাণ হইলে শুভফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যে গৃহের মধ্যে বারেন্দা হইবে সেই গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ হইবে ॥ ১১ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যাসো দ্বাত্রিংশৎ স্যাচ্চতুশ্চতুর্হীনাঃ।
আষোড়শাদিতি পরং ন্যূনতরমতীবহীনানাম্ ॥১২॥

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উত্তমগৃহের প্রস্থ যথাক্রমে ৩২।২৮।২৪ ও ২০ হাত হইবে, আর প্রত্যেকের উত্তমগৃহের প্রস্থ হইতে ক্রমশ চারিহাত করিয়া কম হইয়া ১৬ হাতপর্য্যন্ত কম হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উত্তমগৃহের প্রস্থ ৩২ হাত, দ্বিতীয়গৃহের ২৮ হাত, তৃতীয়গৃহের ২৪ হাত, চতুর্থগৃহের ২০ হাত, পঞ্চমগৃহের ১৬ হাত। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের উত্তমগৃহের প্রস্থ ২৮ হাত, দ্বিতীয় গৃহ ২৪ হাত, তৃতীয়গৃহের ২০ হাত, চতুর্থগৃহ ১৬ হাত প্রস্থ হইবে। বৈশ্যের উত্তমগৃহের প্রস্থ ২৪ হাত, দ্বিতীয়গৃহের প্রস্থ ২০ হাত, তৃতীয়গৃহের প্রস্থ ১৬ হাত। আর শূদ্রের উত্তমগৃহের প্রস্থ ২০ হাত এবং দ্বিতীয়গৃহের প্রস্থ ১৬ হাত হইবে। ইহাহইতে কম প্রস্থ চণ্ডালাদি হীন জাতির গৃহ হইবে ॥ ১২ ॥

সদশাংশং বিপ্রাণাং ক্ষত্রস্যাষ্টাংশসংযুতং দৈর্ঘ্যম্।
ষড়্‌ভাগযুতং বৈশ্যস্য ভবতি শূদ্রস্য পাদযুতম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণের গৃহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থের দশভাগের একভাগে যত হাত হইবে প্রস্থ অপেক্ষা তত হাত অধিক হইবে। ক্ষত্রিয়ের গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অষ্টমাংশ অধিক হইবে, বৈশ্যের গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ষষ্ঠাংশ অধিক হইবে। আর শূদ্রের গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যত হাত হইবে তাহার চতুর্থাংশ অধিক হইবে ॥ ১৩ ॥

নৃপসেনাপতিগৃহয়োরন্তরমানেন কোশরতিভবনে।
সেনাপতিচাতুর্ব্বর্ণ্যবিবরতো রাজপুরুষাণাম্ ॥ ১৪ ॥

রাজা এবং সেনাপতির গৃহের যে অন্তর হইবে, রাজার কোষগৃহ ও ক্রীড়াগৃহ সেইপরিমাণ অন্তর হইবে। সেনাপতির গৃহ ও ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের গৃহের যে অন্তর রাজকর্ম্মচারিদিগের গৃহও সেইপরিমাণ অন্তর হইবে। আর রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণ হইলে ৩২ হাত। ক্ষত্রিয় হইলে ২৮ হাত, বৈশ্য হইলে ২০ হাত, শূদ্র হইলে ১৬ হাত অন্তর হইবে ॥ ১৪ ॥

অথ পারসবাদীনাং স্বমানসংযোগদলসমং ভবনম্।
হীনাধিকং স্বমানাদশুভকরং বাস্তু সর্ব্বেষাম্ ॥ ১৫ ॥

পারসবাদি (ব্রাহ্মণ ও শূদ্রানী হইতে উৎপন্ন) শঙ্করজাতিদিগের গৃহ

পিতা ও মাতা এই উভয়জাতির গৃহের পরিমাণ একত্রে মিলিত করিয়া যে পরিমাণ হইবে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ হইবে। এইরূপে রাজা হইতে পারসবাদিজাতিরও গৃহের পরিমাণ বলা হইল। যে জাতির গৃহ যে পরিমাণ বলা হইল সেই পরিমাণের ন্যূন কিম্বা অধিক হইলে অশুভ-হইয়া থাকে॥ ১৫॥

পশ্বাশ্রমিণামমিতং ধান্যায়ুধবহ্নিরতিগৃহাণাঞ্চ।
নেচ্ছন্তি শাস্ত্রকারা হস্তশতাদুচ্ছ্রিতং পরতঃ॥ ১৬॥

পশু, সন্ন্যাসী, ধান্য, শস্ত্র, অগ্নি এবং ক্রীড়াগৃহ এইসকল গৃহের কোন পরিমাণ নাতি, কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে ঐসকলগৃহ একশত হাতের অধিক উচ্চ করিবে না॥ ১৬॥

সেনাপতিনৃপতীনাং সপ্ততিসহিতে দ্বিধা কৃতে ব্যাসে।
শালা চতুর্দ্দশহৃতে পঞ্চত্রিংশদ্ধৃতেঽলিন্দঃ॥ ১৭॥

রাজা কিম্বা সৈন্যাধ্যক্ষের বাটীর প্রস্থ যত হাত হইবে তাহার সহিত ৭০ সত্তর যোগ করিয়া যোগজাঙ্ককে দুই স্থানে রাখিয়া তাহার একটীকে ১৪ চৌদ্দদ্বারা ভাগ দিবে, ভাগফল যে অঙ্ক হইবে তত হাত রাজার কিম্বা সৈন্যাধ্যক্ষের বাটীর ভিতরের বারেন্দার প্রস্থ হইবে। আর দ্বিতীয়স্থানের অঙ্ককে ৩৫ পঁয়ত্রিশদ্বারা ভাগ করিলে যত অঙ্ক লব্ধ হইবে তত হাত রাজার কিম্বা সৈন্যাধ্যক্ষের বাটীর বাহিরের বারেন্দার প্রস্থ হইবে॥ ১৭॥

হস্তদ্বাত্রিংশাদিষু চতুশ্চতুস্ত্রিস্ত্রিকত্রিকাঃ শালাঃ।
সপ্তদশত্রিতয়তিথিত্রয়োদশকৃতাঙ্গুলাভ্যধিকাঃ॥১৮॥

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পাঁচপ্রকার গৃহের ভিতরের শালার অর্থাৎ ভিতরের বারেন্দার পরিমাণ এইরূপ হইবে; যথা—প্রধান গৃহের ভিতরের বারেন্দা, ৪ চারিহাত ১৭ অঙ্গুলী। দ্বিতীয়গৃহের বারেন্দা ৪ চারিহাত ৩ আঙ্গুল। তৃতীয়গৃহের বারেন্দা ৩ হাত ১৫ আঙ্গুল। চতুর্থগৃহের বারেন্দা ৩ হাত ১৩ আঙ্গুল। পঞ্চমগৃহের বারেন্দা ৩ হাত ৪ আঙ্গুল হইবে॥ ১৮॥

ত্রিত্রিদ্বিদ্বিদ্বিসমাঃ ক্ষয়ক্রমাদঙ্গুলানি চৈতেষাম্।
ব্যেকাবিংশতিরষ্টৌ বিংশতিরষ্টাদশত্রিতয়ম্॥১৯॥

উক্ত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পাঁচপ্রকার গৃহের আলিন্দের অর্থাৎ বাহিরের বারেন্দার পরিমাণ এই; যথা—প্রধানগৃহের আলিন্দের (বাহিরের বারেন্দার) প্রস্থ ৩ হাত ১৯ অঙ্গুল। দ্বিতীয়গৃহের ঐবারেন্দা ৩ হাত ৮ আঙ্গুল। তৃতীয়গৃহের ঐ বারেন্দা ২ হাত ২০ আঙ্গুল। চতুর্থগৃহের ঐ বারেন্দা ২ হাত ১৮ আঙ্গুল। পঞ্চমগৃহের ঐ বারেন্দা ২ হাত ৩ আঙ্গুল পরিমাণ হইবে॥ ১৯॥

শালাত্রিভাগতুল্যা কর্ত্তব্যা বীথিকা বহির্ভবনাৎ।
যদ্যগ্রতো ভবতি সা সোষ্ণীষং নাম তদ্বাস্তু॥ ২০॥

শালার অর্থাৎ বাহিরের বারেন্দার প্রস্থের ৩ ভাগের একভাগ বাহিরে বীথিকা অর্থাৎ পথ রাখিতে হইবে. এই বীথিকা যদি ঐ বাড়ির পূর্ব্বদিকে হয় তাহাহইলে সোষ্ণীষনামক বাস্তু বলিয়া কথিত হয়॥ ২০॥

সায়াশ্রয়মিতি পশ্চাৎ সাবষ্টম্ভন্তু পার্শ্বসংস্থিতয়া।
সুস্থিতমিতি চ সমন্তাৎ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বাঃ॥২১॥

ঐ বীথি পশ্চিমদিকে হইলে তাহাকে সায়াশ্রয়নামক বাস্তু কহে, বাজুতে বীথি হইলে সাবষ্টম্ভনামক বাস্তু হয়, চারি বাজুতে বীথি হইলে সুস্থিতনামক বাস্তু বলিয়া জানিবে। বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপ সকল-প্রকার বীথির বাস্তুই শুভকর বলিয়াছেন॥ ২১॥

বিস্তারষোড়শাংশঃ সচতুর্হস্তো ভবেদ্ গৃহোচ্ছ্রায়ঃ।
দ্বাদশভাগেনোনো ভূমৌ ভূমৌ সমস্তানাম্॥ ২২॥

গৃহের প্রস্থের ষোড়শাংশের সহিত ৪ হাত যোগ করিলে যেপরিমাণ হইবে সেই পরিমাণ গৃহের উচ্ছ্রায় অর্থাৎ উচ্চতা হইবে, আর উহার উপরের মঞ্জলির উচ্চতা নীচের ভূমির উচ্চতা হইতে দ্বাদশাংশ কম হইবে, এইরূপ অপরাপর গৃহের উচ্চতা জানিবে॥ ২২॥

ব্যাসাৎ ষোড়শভাগঃ সর্ব্বেষাং সদ্মনাং ভবতি ভিত্তিঃ।
পক্বেষ্টকাকৃতানাং দারুকৃতানান্তু সবিকল্পঃ॥ ২৩॥

যে সকল গৃহের ভিত্তি অর্থাৎ দেওয়াইল ইষ্টকদ্বারা প্রস্তুত করিবে তাহার পরিমাণ প্রস্থের ষোলভাগের একভাগ, কিন্তু কাষ্ঠদ্বারা ভিত্তি প্রস্তুত করিলে তাহার কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই যথেচ্ছরূপে করিতে পারিবে॥ ২৩॥

একাদশভাগযুতঃ সসপ্ততির্নৃপবলেশয়োর্ব্ব্যাসঃ।
উচ্ছ্রায়োঽঙ্গুলতুল্যো দ্বারস্যার্দ্ধেন বিষ্কম্ভঃ॥ ২৪॥

রাজা এবং সেনাপতিপ্রভৃতির গৃহের প্রস্থের সহিত প্রস্থের একাদশ অংশে যোগ করিবে, পরে ঐযুক্তাঙ্কের সহিত সত্তর যোগ করিলে যত হাত হইবে দরজার উচ্চতা তত অঙ্গুল হইবে, আর দরজা যতপরিমাণ উচ্চ হইবে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ দরজার প্রস্থ হইবে॥ ২৪॥

বিপ্রাদীনাং ব্যাসাৎ পঞ্চাংশোঽষ্টাদশাঙ্গুলসমেতঃ।
সাষ্টাংশো বিষ্কম্ভো দ্বারস্য দ্বিগুণ উচ্ছ্রায়ঃ॥ ২৫॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের গৃহের প্রস্থ যেপরিমাণ হইবে তাহার পঞ্চমাংশের সহিত আঠার আঙ্গুল যোগ করিয়া পরে পুনরায় উহার সহিত ঐসকল গৃহের প্রস্থের অষ্টমাংশ যোগ করিবে, ইহাতে যে অঙ্ক হইবে ব্রাহ্মণাদির গৃহের দ্বার তত অঙ্গুলি প্রশস্ত হইবে, আর প্রস্থের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা হইবে॥ ২৫॥

উচ্ছ্রায়হস্তসংখ্যাপরিমাণান্যঙ্গুলানি বাহুল্যম্।
শাখাদ্বয়েঽপি কার্য্যং সার্দ্ধং তৎ স্যাদুদুম্বরয়োঃ॥২৬॥

দ্বারের উচ্চতা যত হাত হইবে. তত অঙ্গুলী ঐ দ্বারের বাজুর কাষ্ঠের প্রশস্ততা হইবে, আর ঐ দ্বারের দুইপার্শ্বের কাষ্ঠের উপরের এবং নীচের কাষ্ঠের প্রশস্ততা বাজুর কাষ্ঠের দেড়গুণ হইবে॥ ২৬॥

উচ্ছ্রায়াৎ সপ্তগুণাদশীতিভাগঃ পৃথুত্বমেতেষাম্।
নবগুণিতেঽশীত্যংশঃ স্তম্ভস্য দশাংশহীনোঽগ্রে ॥২৭॥

দ্বারের উচ্চতাকে সাতদ্বারা গুণ করিবে, গুণফল যত হইবে তাহার আশীভাগের একভাগ দেহলী অর্থাৎ বাজুর কাষ্ঠ এবং নীচের ও উপরের কাষ্ঠের পুরু করিবে। অনন্তর ঐ বাড়ীর উচ্চতাকে নয়দ্বারা গুণ করিবে, গুণফলের আশী অংশের এক অংশ নীচের স্তম্ভের ব্যাস হইবে। আর ঐ নীচের স্তম্ভের যেপরিমাণ ব্যাস হইবে উপরের স্তম্ভের ব্যাস তাহার দশাংশ কম হইবে॥ ২৭॥

সমচতুরস্রো রুচকো বজ্রোঽষ্টাস্রির্দ্বিবজ্রকো দ্বিগুণঃ।
দ্বাত্রিংশতা তু মধ্যে প্রলীনকো বৃত্ত ইতি বৃত্তঃ॥ ২৮॥

চতুষ্কোণ স্তম্ভের নাম রুচক, অষ্টকোণ স্তম্ভের নাম বজ্র, ষোড়শকোণ স্তম্ভের নাম দ্বিবজ্র, আর বত্রিশকোণ স্তম্ভের নাম প্রলীন এবং যে স্তম্ভের মধ্যদেশ গোলাকার তাহার নাম বৃত্ত॥ ২৮॥

স্তম্ভং বিভজ্য নবধা বহনং ভাগো ঘটোঽস্য ভাগোঽন্যঃ।
পদ্মং তথোত্তরোষ্ঠং কুর্য্যাদ্ভাগেন ভাগেন॥ ২৯॥

স্তম্ভকে নয়ভাগ করিলে তাহার সর্ব্বনিম্নের ভাগের নাম "বহন" তাহার উপরের অষ্টমভাগের নাম "ঘট" সপ্তমভাগের নাম "পদ্ম" ষষ্ঠভাগের নাম উত্তরোষ্ঠ, পঞ্চমভাগের নাম পুনরায় "বহন" চতুর্থভাগের নাম "ঘট" এইরূপ যথাক্রমে নবমভাগের নাম জানিবে॥ ২৯॥

স্তম্ভসমং বাহুল্যং ভারতুলানামুপর্য্যুপর্য্যাসাম্।
ভবতি তুলোপতুলানামূনং পাদেন পাদেন॥ ৩০॥

স্তম্ভ যেপরিমাণে স্থূল হইবে, ভারতুলাকাষ্ঠ অর্থাৎ স্তম্ভের উপরের অন্যান্য তিরকাষ্ঠ সেইপরিমাণ স্থূল হইবে, আর ঐ তুলাকাষ্ঠের উপর তুলা ও উপতুলা নামক কাষ্ঠ দিবে, তাহার স্থূলতা ভারতুলাকাষ্ঠের চতুর্থাংশ কম হইবে॥ ৩০॥

অপ্রতিষিদ্ধালিন্দং সমন্ততং বাস্তু সর্ব্বতোভদ্রং।
নৃপবিবুধসমূহানাং কার্য্যং দ্বারৈশ্চতুর্ভিরপি॥ ৩১॥

রাজা কিংবা দেবতার নিমিত্ত যে বাড়ী প্রস্তুত করিবে, সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে চারিটী বাহিরবারেন্দা ও একএকটী করিয়া দ্বার থাকিবে এই বাড়ীর নাম সর্ব্বতোভদ্র বলিয়া জানিবে॥ ৩১॥

নন্দ্যাবর্ত্তমলিন্দৈঃ শালা কুড্যাৎ প্রদক্ষিণান্তগতৈঃ।
দ্বারং পশ্চিমমস্মিন্‌বিহায় শেষাণি কার্য্যাণি॥ ৩২॥

যে গৃহের চারিদিকে বাহিরবারেন্দা থাকিবে এবং পশ্চিমদিক্ ভিন্ন অপর তিনদিকে দ্বার থাকিবে সেই গৃহের নাম নন্দ্যাবর্ত্ত॥ ৩২॥

দ্বারালিন্দোঽন্তগতঃ প্রদক্ষিণোঽন্যঃ শুভস্ততশ্চান্যঃ।
তদ্বচ্চ বর্দ্ধমানে দ্বারন্তু ন দক্ষিণং কার্য্যং॥ ৩৩॥

প্রধান গৃহের দ্বারের যে অলিন্দ তাহাকে দ্বারালিন্দ বলে। আর ঐ অলিন্দ দক্ষিণ ও উত্তরদিকে সংলগ্ন করিবে, অপর অলিন্দ উহার দক্ষিণগত করিবে, এইরূপ চারিটী বারেন্দা যেগৃহের থাকে তাহাকে "বর্দ্ধমান" বলে। পরন্তু এইরূপ গৃহের দক্ষিণদিকে দ্বার রাখিবে না॥ ৩৩॥

অপরোঽন্তগতোঽলিন্দঃ প্রাগন্তগতৌ তদুত্থিতৌ চান্যৌ।
তদবধিবিবৃতশ্চান্যঃ প্রাগ্দ্বারং স্বস্তিকেঽশুভদং॥ ৩৪॥

স্বস্তিক নামক গৃহের পশ্চিমদিকের অলিন্দ দক্ষিণ ও উত্তরদিকের শালার সংলগ্ন করিবে, আর দক্ষিণ এবং উত্তরের অলিন্দ উহার পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকের শালার সংলগ্ন করিবে, আর পূর্ব্বদিকের অলিন্দ দক্ষিণ ও উত্তরের মধ্যে করিবে। এই স্বস্তিক নামক গৃহের দ্বার পূর্ব্বদিকে অশুভ বলিয়া জানিবে॥ ৩৪॥

প্রাক্ পশ্চিমাবলিন্দাবন্তগতৌ তদবধিস্থিতৌ শেষৌ।
রুচকে দ্বারমশুভদমুত্তরতোঽন্যানি শস্তানি॥ ৩৫॥

পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিকের অলিন্দ দক্ষিণ ও উত্তরদিকের শালার সংলগ্ন করিবে, আর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের অলিন্দ পূর্ব্বপশ্চিম অলিন্দের সংলগ্ন করিবে, এই গৃহকে রুচক নামক গৃহ বলে, এই গৃহের উত্তরদিকের দ্বার শুভকারক নহে, অপরদিকের দ্বারসকল শুভফলপ্রদ বলিয়া জানিবে॥৩৫॥

শ্রেষ্ঠং নন্দ্যাবর্ত্তং সর্ব্বেষাং বর্দ্ধমানসংজ্ঞঞ্চ।
স্বস্তিকরুচকে মধ্যে শেষং শুভদং নৃপাদীনাং॥ ৩৬॥

নন্দ্যাবর্ত্ত ও বর্দ্ধমান নামক গৃহ ব্রাহ্মণাদি সকলবর্ণের পক্ষেই প্রশস্ত, স্বস্তিক ও রুচক নামক গৃহ মধ্যমরূপ প্রশস্ত, শেষ সর্ব্বতোভদ্র নামক গৃহ দেবতা এবং রাজার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে॥ ৩৬॥

উত্তরশালাহীনং হিরণ্যনাভং ত্রিশালকং ধন্যং।
প্রাক্‌শালয়া বিযুক্তং সুক্ষেত্রং বৃদ্ধিদং বাস্তু॥ ৩৭॥

যেগৃহের উত্তরদিকে শালা অর্থাৎ ভিতরের বারেন্দা নাই কিন্তু অপর তিনদিকে শালা আছে তাহার নাম হিরণ্যগর্ভ, এই গৃহ শুভফলপ্রদ; আর যেগৃহের পূর্ব্বদিক্ ভিন্ন অপর তিনদিকে শালা আছে তাহাকে সুক্ষেত্র নামক গৃহ বলে, এই গৃহ পুত্রাদিবৃদ্ধিকারক বলিয়া জানিবে॥৩৭॥

যাম্যাহীনং চুল্লী ত্রিশালকং বিত্তনাশকরমেতৎ।
পক্ষঘ্নমপরয়া বর্জ্জিতং সুতধ্বংসবৈরকরং॥ ৩৮॥

দক্ষিণদিকে শালা রহিত যে ত্রিশালাবিশিষ্ট গৃহ তাহাকে চুল্লী নামক গৃহ বলে, এইরূপ গৃহ দ্রব্যসকল বিনাশ করিয়া থাকে, আর পশ্চিমদিকে শালারহিত যে ত্রিশালাযুক্ত গৃহ তাহাকে পক্ষঘ্ন নামক গৃহ বলে। এই গৃহ পুত্রবিনাশক ও শত্রুকারক বলিয়া জানিবে॥ ৩৮॥

সিদ্ধার্থমপরযাম্যে যমসূর্য্যং পশ্চিমোত্তরে শালে।
দণ্ডাখ্যমুদক্‌পূর্ব্বে বাতাখ্যং প্রাগ্‌যুতা যাম্যা॥ ৩৯॥

যেগৃহের দক্ষিণ ও পশ্চিমে শালা আছে তাহাকে সিদ্ধার্থ নামক গৃহ বলে, আর পশ্চিম ও উত্তরে যেগৃহের শালা আছে তাহাকে যমসূর্য্য নামক গৃহ বলে, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে শালাযুক্ত যেগৃহ তাহাকে দণ্ডনামক গৃহ বলে এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে যেগৃহের শালা আছে তাহাকে বাত নামক গৃহ বলে॥ ৩৯॥

পূর্ব্বাপরে তু শালে গৃহচুল্লী দক্ষিণোত্তরে কাচং।
সিদ্ধার্থেঽর্থাবাপ্তির্যমসূর্য্যে গৃহপতের্মৃত্যুঃ ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যেগৃহের শালা আছে তাহাকে চুল্লীনামক গৃহ বলে, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে যেগৃহের শালা আছে তাহাকে কাচনামক গৃহ বলে, সিদ্ধার্থনামক গৃহে ধনলাভ এবং যমসূর্য্যনামক গৃহে গৃহস্বামীর মৃত্যু হয় বলিয়া জানিবে ॥ ৪০ ॥

দণ্ডবধো দণ্ডাখ্যে কলহোদ্বেগঃ সদৈব বাতাখ্যে।
বিত্তবিনাশশ্চুল্ল্যাং জ্ঞাতিবিরোধঃ স্মৃতঃ কাচে ॥ ৪১ ॥

দণ্ডনামক গৃহে দণ্ডদ্বারা বধ হয়, বাতনামক গৃহে সর্ব্বদা কলহ ও মনস্তাপ, চুল্লীনামক গৃহে গৃহস্থিত দ্রব্যের বিনাশ এবং কাচনামক গৃহে জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিরোধ এইসকল ফল হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

একাশীতিবিভাগে দশদশপূর্ব্বোত্তরায়তনা রেখাঃ।
অন্তস্ত্রয়োদশসুরা দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যকোষ্ঠস্থাঃ ॥ ৪২ ॥

গৃহের ভূমিকে একাশীটী ভাগ করিবে, অর্থাৎ যে জমিতে গৃহ করিতে হইবে, সেই জমির পূর্ব্বপশ্চিমে ১০টী রেখা টানিবে ও উত্তর দক্ষিণে ১০টী রেখা টানিবে, এইরূপ করিলেই একাশীটী ক্ষেত্র হইবে, এইসকল ক্ষেত্রের মধ্যের ত্রয়োদশক্ষেত্রে ত্রয়োদশটী দেবতা ও বাহিরের বত্রিশটী ক্ষেত্রে বত্রিশটী দেবতা অবস্থিতি করে ॥ ৪২ ॥

শিখিপর্জ্জন্যজয়ন্তেন্দ্রসূর্য্যসত্যাভৃশোঽন্তরীক্ষশ্চ।
ঐশান্যাদ্যাঃ ক্রমশো দক্ষিণপূর্ব্বেঽনিলঃ কোণে ॥ ৪৩ ॥

প্রথমত বাহিরের বত্রিশটী ক্ষেত্রের দেবতাসকলের নাম কথিত হইতেছে, যথা—প্রথমক্ষেত্রের দেবতা শিখি, দ্বিতীয় পর্জ্জন্য, তৃতীয় জয়ন্ত, চতুর্থ ইন্দ্র, পঞ্চম সূর্য্য, ষষ্ঠ সত্য, সপ্তম ভৃশ, অষ্টম অন্তরীক্ষ, এই আটটী দেবতাকে ঈশানকোণ হইতে আগ্নেয়কোণপর্য্যন্ত কোষ্ঠের মধ্যে স্থাপন করিবে, আর অগ্নিকোণে অনিলনামক দেবতা স্থাপন করিবে ॥ ৪৩ ॥

পূষা বিতথ বৃহৎক্ষতযমগন্ধর্ব্বাখ্যভৃঙ্গরাজমৃগাঃ।
পিতৃদৌবারিকসুগ্রীবকুসুমদন্তাম্বুপত্যসুরাঃ ॥ ৪৪ ॥

দশমক্ষেত্রের দেবতা পূষা, একাদশক্ষেত্রের দেবতা বিতথ, দ্বাদশক্ষেত্রের বৃহৎক্ষত, ত্রয়োদশক্ষেত্রের যম, চতুর্দ্দশক্ষেত্রের গন্ধর্ব্ব, পঞ্চদশক্ষেত্রের ভৃঙ্গরাজ, ষোড়শক্ষেত্রের মৃগ, সপ্তদশক্ষেত্রের পিতর, অষ্টাদশক্ষেত্রের দৌবারিক, ঊনবিংশক্ষেত্রের সুগ্রীব, বিংশক্ষেত্রের কুসুমদন্ত, একবিংশক্ষেত্রের অম্বুপতি এবং দ্বাবিংশক্ষেত্রের অধিপতি অসুর ॥ ৪৪ ॥

শোষোঽথ পাপযক্ষ্মারোগঃ কোণে ততোঽহিমুখ্যৌ চ।
ভল্লাটসোমভুজগাস্ততোঽদিতির্দ্দিতিরিতি ক্রমশঃ ॥ ৪৫ ॥

ত্রয়োবিংশক্ষেত্রের অধিপতি শোষ, চতুর্ব্বিংশক্ষেত্রের পাপযক্ষ্মা, পঞ্চবিংশক্ষেত্রের অধিপতি রোগ, পরন্তু ইহাদিগকে বায়ব্যকোণে স্থাপন করিবে। ষড়্বিংশক্ষেত্রের অধিপতি অহি, সপ্তবিংশক্ষেত্রের মুখ্য, অষ্টাবিংশক্ষেত্রের ভল্লাট, ঊনত্রিংশক্ষেত্রের সোম, ত্রিংশক্ষেত্রের ভুজগ, একত্রিংশক্ষেত্রের অদিতী এবং দ্বাত্রিংশক্ষেত্রের অধিপতি দিতি, এইরূপে বাহ্যকোষ্ঠের দেবতাসকল যথাক্রমে স্থাপন করিবে ॥ ৪৫ ॥

মধ্যে ব্রহ্মা নবকোষ্ঠকাধিপোঽস্যার্যমাস্থিতঃ প্রাচ্যাং। একান্তরাৎ প্রদক্ষিণমস্মাৎ সবিতা বিবস্বাংশ্চ ॥ বিবুধাধিপতিস্তস্মান্মিত্রোঽন্যো রাজযক্ষ্মনামা চ। পৃথ্বীধরাপবৎসাবিত্যেতে ব্রহ্মণঃ পরিধৌ ॥ আপো নামৈশানে কোণে হৌতাশনে চ সাবিত্রঃ। জয় ইতি চ নৈর্ঋতে রুদ্র আনিলেঽভ্যন্তরপদেষু ॥ ৪৬—৪৮ ॥

মধ্যের নয়টী কোষ্ঠার অধিপতি ব্রহ্মা, তাঁহার পূর্ব্বে অর্য্যমা, অগ্নিকোণে সবিতা, দক্ষিণে বিবস্বান্, নৈর্ঋতকোণে ইন্দ্র, পশ্চিমে মিত্র, বায়ব্যকোণে রাজযক্ষ্মা, উত্তরে পৃথ্বিধর এবং ঈশানকোণে আপবৎস নামক দেবতা স্থাপন করিবে। পরন্তু এইসকল দেবতা ব্রহ্মার নয়টী কোষ্ঠার চারিদিকে স্থাপন করিবে। আর মধ্যের ঈশানকোণে আপবৎস, আগ্নেয়কোণে সবিত্র, নৈঋতকোণে জয় এবং বায়ুকোণে রুদ্রদেব স্থাপন করিবে ॥ ৪৬—৪৮ ॥

আপস্তথাপবৎসঃ পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দ্দিতিশ্চ বর্গোঽয়ং।
এবং কোণে কোণে পদিকাঃ স্যুঃ পঞ্চ পঞ্চ সুরাঃ ॥৪৯॥

আপ, আপবৎস, পর্জ্জন্য, অগ্নি এবং দিতি এই পাঁচটী দেবতার একটী বর্গ, ইহাদিগকে ঈশানকোণে স্থাপন করিবে, এইপ্রকার পাঁচ পাঁচটী দেবতায় এক একটী পদিক হইয়া থাকে, ইহার এক একটী পদিককে এক এক কোণে স্থাপন করিবে, অর্থাৎ সবিতা, সাবিত্র, অন্তরীক্ষ, অনিল ও পূষা ইহাদিগকে অগ্নিকোণে, ইন্দ্র, জয়, দৌবারিক, পিতর ও মৃগ ইহাদিগকে নৈর্ঋতকোণে, রাজযক্ষ্ম, রুদ্র, পাপযক্ষ্মা, রোগ, ও অহি ইহাদিগকে বায়ুকোণে স্থাপন করিবে। এইপ্রকারে বিংশতিটী একপদিক দেবতা বলা হইল ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যা দ্বিপদাঃ শেষাস্তে বিবুধা বিংশতিঃ সমাখ্যাতাঃ।
শেষাশ্চত্বারোঽন্যে ত্রিপদা দিক্ষর্য্যমাদ্যাস্তে ॥ ৫০ ॥

অপর বাহ্য বিংশতিটী দেবতাকে দ্বিপদী বলে, ইহাঁরা দুই দুই কোষ্ঠাতে এক একটী দেবতা থাকেন, অপর অর্য্যমাদি চারিটী দেবতাকে ত্রিপাদ দেবতা বলে, ইহাঁরা পূর্ব্বাদিদিকে অবস্থিতি করেন ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বোত্তরদিঙ্মূর্দ্ধা পুরুষোঽয়মবাঙ্মুখোঽস্য শিরসি শিখী।
আপো মুখে স্তনে স্যার্যমা হ্যুরস্যাপবৎসশ্চ ॥ ৫১ ॥

গৃহভূমির পূর্ব্বোত্তরদিকে (ঈশানকোণে) বাস্তুপুরুষের মস্তক এবং অধোদিকে বাস্তুপুরুষের মুখ; ইহাঁর মস্তকের নিকট অগ্নি, মুখে আপ, স্তনে অর্য্যমা এবং বক্ষস্থলে আপবৎস ॥ ৫১ ॥

পর্জ্জন্যাদ্যা বাহ্যদৃক্শ্রবণোরঃস্থলাংসগা দেবাঃ।
সত্যাদ্যাঃ পঞ্চভুজে হস্তে সবিতা সসাবিত্রঃ ॥ ৫২ ॥

পর্জ্জন্যাদি চারিটী বাহ্যদেবতা উক্ত বাস্তুপুরুষের চক্ষুরাদিতে অব-

স্থিতি করেন, অর্থাৎ চক্ষুতে পর্য্যন্ত, কর্ণে জয়ন্ত, বক্ষস্থলে ইন্দ্র এবং স্কন্ধদেশে সূর্য্য অবস্থিতি করেন। আর সত্যাদি পঞ্চ দেবতা ভুজে এবং সাবিত্র ও সবিতা হস্তে অবস্থিতি করেন॥ ৫২॥

বিতথো বৃহৎক্ষতযুতঃ পার্শ্বে জঠরে স্থিতো বিবস্বাংশ্চ।
ঊরূ জানু জঙ্ঘে স্ফিগিতি যমাদ্যৈঃ পরিগৃহীতাঃ॥ ৫৩॥

উক্ত বাস্তুপুরুষের পার্শ্বদেশে বৃহৎক্ষত ও বিতথনামক দেবতা, উদরে বিবস্বান্, উরুতে যম, জানুদেশে গন্ধর্ব্ব, জঙ্ঘাদেশে ভৃঙ্গরাজ, স্ফিক্ অর্থাৎ নিতম্বদেশে মৃগনামক দেবতা বাস করেন॥ ৫৩॥

এতে দক্ষিণপার্শ্বে স্থানেম্বেবঞ্চ বামপার্শ্বস্থাঃ।
মেঢ্রে শক্রজয়ন্তৌ হৃদয়ে ব্রহ্মা পিতাঙ্ঘ্রিগতঃ॥ ৫৪॥

বাস্তুপুরুষের অঙ্গস্থিত দেবতাসকল বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে অবস্থিতি করেন। অর্থাৎ বামস্তনে পৃথ্বীধর, নয়নে দিতি, কর্ণে অদিতি, বক্ষঃস্থলে ভুজঙ্গ, স্কন্ধদেশে সোম, ভল্লাট, মুখ্য, অহি, রোগ ও পাপযক্ষ্মা। আর ভুজে রুদ্র ও রাজযক্ষ্মা, হস্তে শোষ, পার্শ্বদেশে অসুর, উরুদেশে বরুণ, জানুদেশে কুসুমদন্ত, জঙ্ঘাদেশে সুগ্রীব, স্ফিক্‌দেশে দৌবারিক, বামপার্শ্বেও ঐ দেবতা; লিঙ্গে ইন্দ্র ও জয়, হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং পাদস্থানে পিতরনামক দেবতা অবস্থিতি করেন। এই একাশীতি পদভাগে নগর, গ্রাম এবং গৃহসম্বন্ধীয় বাস্তুপুরুষের বিভাগ জানিবে॥ ৫৪॥

অষ্টাষ্টকপদমথবা কৃত্বা রেখাশ্চ কোণগাস্তির্য্যক্।
ব্রহ্মা চতুষ্পদোঽস্মিন্নর্দ্ধপদা ব্রহ্মকোণস্থাঃ॥ ৫৫॥

অথবা চৌষট্টীকোঠা প্রস্তুত করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বপশ্চিমে নয়টী রেখা এবং উত্তরদক্ষিণে নয়টী রেখা টানিয়া চারিটী কোণে চারিটী রেখা টানিবে। উক্ত কোঠার ব্রহ্মা চারিপদ, আর ব্রাহ্মকোণস্থ আট দেবতা অর্দ্ধপদ বলিয়া জানিবে॥ ৫৫॥

অষ্টৌ চ বহিঃকোণেম্বর্দ্ধপদাস্তদুভয়স্থিতাঃ সার্দ্ধাঃ।
উক্তেভ্যো যে শেষাস্তে দ্বিপদা বিংশতিস্তে চ॥ ৫৬॥

উক্ত কোঠার বাহিরের কোণে অর্দ্ধপদ আটটী দেবতা অবস্থিতি করেন, অপর উভয়পার্শ্বে দেড়পদ আট দেবতা, অবশিষ্ট বিংশতি দেবতা দ্বিপদ বলিয়া জানিবে॥ ৫৬॥

সম্পাতা বংশানাং মধ্যানি সমানি যানি চ পদানাং।
মর্ম্মাণি তানি বিন্দ্যান্নতানি পরিপীড়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ॥ ৫৭॥

উক্ত চক্রের কোণসকল এবং চতুষ্কোণকোঠার মধ্যস্থান বাস্তুপুরুষের মর্ম্মস্থান বলিয়া জানিবে, এই মর্ম্মস্থানে কোনরূপ পীড়াজনক কার্য্য অর্থাৎ থাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিবে না॥ ৫৭॥

তান্যশুচিভাণ্ডকীলস্তম্ভাদ্যৈঃ পীড়িতানি শল্যৈশ্চ।
গৃহভর্ত্তুস্তত্তুল্যে পীড়ামঙ্গে প্রযচ্ছন্তি॥ ৫৮॥

উক্ত বাস্তুপুরুষের যে যে মর্ম্মস্থান অপবিত্রদ্রব্য, কীল, স্তম্ভ ও পাষাণাদিদ্বারা পীড়িত হয় গৃহস্বামীর সেই সেই অঙ্গে রোগ (পীড়া) জন্মিয়া থাকে॥ ৫৮॥

কণ্ডূয়তে যদঙ্গং গৃহপতিনা যত্র বাগ্নরাহুত্যাং।
অশুভং ভবেন্নিমিত্তং বিকৃতির্ব্বাগ্নেঃ সশল্যং তৎ॥ ৫৯॥

হোম করিবার সময় বা প্রশ্ন করিবার সময় গৃহস্বামী যে অঙ্গ চুল্‌কাইবে বাস্তুপুরুষের সেই অঙ্গে শল্য আছে জানিবে অথবা হোমকালে একাশীতিকোঠাস্থিতদেবতাদিগের মধ্যে যদি কোন দেবতার হোম করিবার সময় অশুভ দৃষ্ট বা ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হয় কিংবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ দেবতার পাদদেশে শল্য আছে বলিয়া জানিবে॥ ৫৯॥

ধনহানির্দ্দারুময়ে পশুপীড়ারুগ্‌ভয়ানি চাস্থিকৃতে।
লোহময়ে শস্ত্রভয়ং কপালকেশেষু মৃত্যুঃ স্যাৎ॥ ৬০॥

উক্ত শল্য যদি কাষ্ঠময় হয় তাহাহইলে ধনহানি, অস্থিময় হইলে পশুর পীড়া ও রোগভয়; লৌহময় হইলে শস্ত্রভয় এবং কপাল (খোলা) ও কেশময় শল্য হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৬০॥

অঙ্গারে স্তেনভয়ং ভস্মনি চ বিনির্দ্দিশেৎ সদাগ্নিভয়ং।
শল্যং হি মর্ম্মসংস্থং সুবর্ণরজতাদৃতেঽত্যশুভং॥ ৬১॥

শল্য কয়লাময় হইলে চৌরভয়, ভস্মময় হইলে অগ্নিভয়, আর সুবর্ণ ও রজত ভিন্ন মর্ম্মস্থানস্থ শল্য বিশেষরূপ অশুভ বলিয়া জানিবে॥ ৬১॥

মর্ম্মণ্য মর্ম্মগো বা রুণদ্ধ্যর্থাগমং তুষসমূহঃ।
অপি নাগদন্তকো মর্ম্মসংস্থিতো দোষকৃদ্ভবতি॥ ৬২॥

মর্ম্মস্থানস্থিত বা মর্ম্মরহিত স্থানস্থিত তুষরূপ শল্যদ্রব্য লাভের বাধা জন্মাইয়া থাকে। আর হস্তিদন্তশল্য শুভকারক, কিন্তু মর্ম্মস্থানস্থ হইলে তাহাও অশুভকারক হইয়া থাকে॥ ৬২॥

রোগাদ্বায়ুং পিতৃতো হুতাশনং শোষসূত্রমপি বিতথাৎ।
মুখ্যাদ্‌ভৃশং জয়ন্তাচ্চ ভৃঙ্গমদিতেশ্চ সুগ্রীবম্॥ ৬৩॥

উক্ত চক্রের রোগদেবতা হইতে বায়ুদেবতা পর্য্যন্ত, পিতর হইতে অগ্নিদেবতা পর্য্যন্ত, বিতথ হইতে শোষ পর্য্যন্ত, মুখ্য হইতে ভৃশপর্য্যন্ত, জয়ন্ত হইতে ভৃঙ্গপর্য্যন্ত এবং অদিতি হইতে সুগ্রীবদেবতাপর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিবে॥ ৬৩॥

তৎসম্পাতা নব যে তান্যতিমর্ম্মাণি সম্প্রদিষ্টানি।
যশ্চ পদস্যাষ্টাংশস্তৎপ্রোক্তং মর্ম্মপরিমাণম্॥ ৬৪॥

উক্ত রেখাসকলের যে নয়টী সংযোগস্থল আছে তাহাকে অতিমর্ম্ম বলে, আর পদের অষ্টমাংশকে মর্ম্ম বলে॥ ৬৪॥

পদহস্তসংখ্যয়া সম্মিতানি বংশোঽঙ্গুলানি বিস্তীর্ণঃ।
বংশব্যাসোঽধ্যর্দ্ধঃ শিরাপ্রমাণং বিনির্দ্দিষ্টম্॥ ৬৫॥

উক্ত বাস্তুর পদ যত হস্ত পরিমাণ হইবে, তত অঙ্গুলি বংশের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রোগ হইতে বায়ুপর্য্যন্ত ছয়টী সূত্রের বিস্তার জানিবে, আর বংশের ব্যাসার্দ্ধ শিরার পরিমাণ অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং দক্ষিণ ও উত্তররেখার পরিমাণ জানিবে॥ ৬৫

সুখমিচ্ছন্ ব্রহ্মাণং যত্নাদ্রক্ষেদ্ গৃহী গৃহান্তস্থম্।
উচ্ছিষ্টাদ্যুপঘাতাদ্ গৃহপতিরুপতপ্যতে তস্মিন্ ॥৬৬॥

গৃহস্বামী যদি সুখ অভিলাষ করেন তাহাহইলে যত্নপূর্ব্বক গৃহের মধ্যস্থানে ব্রহ্মদেবকে রক্ষা করিবেন, আর উক্ত ব্রহ্মদেব যদি উচ্ছিষ্টাদি-দ্বারা উপদ্রুত হন তাহাহইলে গৃহস্বামীর দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৬৬॥

দক্ষিণভুজেন হীনে বাস্তুনরেঽর্থক্ষয়োঽঙ্গনাদোষাঃ।
বামেঽর্থধান্যহানিঃ শিরসি গুণৈর্হীয়তে সর্ব্বৈঃ ॥ ৬৭ ॥

বাস্তুপুরুষের দক্ষিণহস্ত হীন হইলে ধনক্ষয় ও স্ত্রীদিগের দোষ হইয়া থাকে, আর বামহস্ত হীন হইলে অন্যান্য দ্রব্য ও ধান্যাদির হানি হয়, মস্তক হীন হইলে গৃহস্বামী আরোগ্যাদি সমস্ত গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

স্ত্রীদোষাঃ সুতমরণং প্রেষ্যত্বং চাপি চরণবৈকল্যে।
অবিকলপুরুষে বসতাং মানার্থযুতানি সৌখ্যানি ॥ ৬৮ ॥

উক্ত বাস্তুপুরুষের পাদহীন হইলে স্ত্রীকৃত দোষ, পুত্রের মৃত্যু ও দাসত্ব এইসকল ঘটিয়া থাকে, আর বাস্তুপুরুষের সমস্ত অবয়ব পূর্ণ থাকিলে যেব্যক্তি ঐগৃহে বাস করিবে তাহার সম্মান, অর্থলাভ ও সুখ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

গৃহনগরগ্রামেষু চ সর্ব্বত্রৈবং প্রতিষ্ঠিতা দেবাঃ।
তেষু চ যথানুরূপং বর্ণা বিপ্রাদয়ো বাস্যাঃ ॥ ৬৯ ॥

এইপ্রকারে গৃহ, নগর ও গ্রাম ইত্যাদির সর্ব্বত্র দেবতাদি অবস্থিতি করেন, ঐসকল দেবতার অবস্থিতি বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্যস্থানে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ বাস করিবেন ॥ ৬৯ ॥

বাসগৃহাণি চ বিন্দ্যাদ্ বিপ্রাদীনামুদগ্দিগাদ্যানি।
বিশতাঞ্চ যথাভবনং ভবন্তি তান্যেব দক্ষিণতঃ ॥ ৭০ ॥

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বাসগৃহ যথাক্রমে উত্তরাদিদিকে হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গৃহ উত্তরদিকে, তাহার দক্ষিণে (ডাইনে) অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ক্ষত্রিয়ের গৃহ ইত্যাদিক্রমে উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের গৃহ প্রস্তুত করিবে ॥ ৭০ ॥

নবগুণসূত্রবিভক্তান্যষ্টগুণেনাথবা চতুঃষষ্টেঃ।
দ্বারাণি যানি তেষামনলাদীনাং ফলোপনয়ঃ ॥ ৭১ ॥

একাশীকোষ্ঠা ও চৌষট্টীকোষ্ঠার লিখিতমতে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার স্থানে দ্বার হইলে যেসকল ফল হয় তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে ॥ ৭১ ॥

অনলভয়ং স্ত্রীজন্ম প্রভূতধনতা নরেন্দ্রবাল্লভ্যম্।
ক্রোধপরতানৃতত্বং ক্রৌর্য্যং চৌর্য্যঞ্চ পূর্ব্বেণ ॥ ৭২ ॥

কোষ্ঠার পূর্ব্বদিকের স্থাপিত দেবতার মধ্যে ঈশানকোণের অগ্নি-দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টদেবতার স্থানে দ্বার হইলে যথাক্রমে ১। অগ্নিভয়, ২। কন্যাজন্ম, ৩। বহুদ্রব্যপ্রাপ্তি, ৪। রাজপ্রিয়তা, ৫। ক্রোধস্বভাব, ৬। মিথ্যাকথন, ৭। ক্রূরতা, ৮। চৌর্য্য, এইসকল ফল হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

অল্পসুতত্বং প্রৈষ্যং নীচত্বং ভক্ষ্যপানসুতবৃদ্ধিঃ।
রৌদ্রং কৃতঘ্নমধনং সুতবীর্য্যঘ্নঞ্চ যাম্যেন ॥ ৭৩ ॥

কোষ্ঠার দক্ষিণদিকে অগ্নিকোণের স্থাপিত অনিল দেবতা হইতে আটটী দেবতাস্থানে দ্বার করিলে যথাক্রমে ১। অল্পপুত্রতা, ২। দাসত্ব, ৩। নীচতা ৪। ভক্ষ্য, পানীয় ও পুত্র এইসকলের বৃদ্ধি, ৫। অশুভ, ৬। কৃতঘ্ন, ৭। দারিদ্রতা এবং পুত্র ও বলনাশ এইসকল ফল হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

সুতপীড়া রিপুবৃদ্ধির্ন ধনসুতাপ্তিঃ সুতার্থবলসম্পৎ।
ধনসম্পন্নৃপতিভয়ং ধনক্ষয়ো রোগ ইত্যপরে ॥ ৭৪ ॥

কোষ্ঠার পশ্চিমদিকে বায়ুকোণস্থিত পিতরদেবতা হইতে আটটী দেবতাস্থানে দ্বার করিলে যথাক্রমে ১। পুত্রপীড়া, ২। শত্রুবৃদ্ধি, ৩। ধন ও পুত্রের অভাব, ৪। পুত্র, অর্থ এবং বলের আধিক্য, ৫। ধনসম্পত্তি, ৬। রাজার ভয়, ৭। ধনক্ষয়, ৮। রোগভয় এইসকল ফল হইয়া থাকে ॥৭৪॥

বধবন্ধৌ রিপুবৃদ্ধির্ধনসুতলাভঃ সমস্তগুণসম্পৎ।
পুত্রধনাপ্তির্ব্বৈরং সুতেন দোষাঃ স্ত্রিয়া নৈঃস্বম্ ॥৭৫॥

কোষ্ঠার উত্তরদিকে নৈঋতকোণস্থিত রোগাখ্যদেবতাহইতে আটটী দেবতাস্থানে দ্বার করিলে যথাক্রমে ১। বধ বন্ধন, ২। শত্রুবৃদ্ধি, ৩। ধন ও পুত্রলাভ, ৪। সকল গুণের আধিক্য, ৫। পুত্র ও ধনপ্রাপ্তি, ৬। পুত্রের সহিত শত্রুতা, ৭। স্ত্রীদোষ, ৮। দরিদ্রতা, ইত্যাদি ফল হইয়া থাকে ॥৭৫॥

মার্গতরুকোণকূপস্তম্ভভ্রমবিদ্ধমশুভদং দ্বারম্।
উচ্ছ্রায়াদ্দ্বিগুণমিতাং ত্যক্ত্বা ভূমিং ন দোষায় ॥ ৭৬ ॥

উক্ত দ্বারের অপরদিকে যদি পথ, বৃক্ষ, কোণ, পাতকুয়া, স্তম্ভ এবং ভ্রম অর্থাৎ জলনির্গমনের নল থাকে, তাহাহইলে অশুভফল হইয়া থাকে, আর যদি দ্বারের উচ্চতার দ্বিগুণপরিমিত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ঐসকল থাকে তাহাহইলে অশুভ হয় না ॥ ৭৬ ॥

রথ্যাবিদ্ধং দ্বারং নাশায় কুমারদোষদং তরুণা।
পঙ্কদ্বারে শোকো ব্যয়োঽম্বুনি স্রাবিণি প্রোক্তঃ ॥৭৭॥

পথদ্বার বিদ্ধ হইলে গৃহস্বামীর মৃত্যু, বৃক্ষদ্বারা বিদ্ধ হইলে বালকের বিনাশ, পঙ্কদ্বারা বিদ্ধ হইলে শোক এবং জলনির্গমনের নলদ্বারা বিদ্ধ হইলে ধনব্যয় হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

কূপেনাপস্মারো ভবতি বিনাশশ্চ দেবতাবিদ্ধে।
স্তম্ভেন স্ত্রীদোষাঃ কুলনাশো ব্রহ্মণোঽভিমুখে ॥ ৭৮ ॥

কূপদ্বারা বিদ্ধ হইলে অপস্মাররোগ, দেবালয়দ্বারা বিদ্ধ হইলে বিনাশ, স্তম্ভদ্বারা বিদ্ধ হইলে দুষ্টস্বভাববিশিষ্টা স্ত্রীলাভ এবং ব্রহ্মার সম্মুখে দ্বার হইলে কুলের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

উন্মাদঃ স্বয়মুদ্ঘাটিতেঽথ পিহিতে স্বয়ং কুলবিনাশঃ।
মানাধিকে নৃপভয়ং দস্যুভয়ং ব্যসনদং নীচম্ ॥ ৭৯ ॥

দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেলে উন্মাদরোগ, আপনা হইতে বন্ধ হইলে কুলের বিনাশ, প্রমাণাধিক দ্বার হইলে রাজার ভয় এবং প্রমাণ হইতে কম হইলে চৌরভয় ও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ৭৯।

দ্বারং দ্বারস্যোপরি যত্তন্ন শিবায় সঙ্কটং যচ্চ।
আব্যাত্তং ক্ষুদ্ভয়দং কুব্জং কুলনাশনং ভবতি ॥ ৮০ ॥

দ্বারের উপর দ্বার হইলে অশুভকর, অতিশয় ছোট দ্বারও শুভকর নহে, মধ্যমরূপ বিস্তৃত দ্বার দুর্ভিক্ষদায়ক এবং যে দ্বার খুলিতে কষ্ট হয় সেইরূপ দ্বার কুলনাশক হইয়া থাকে। ৮০।

পীড়াকরমতিপীড়িতমন্তর্ব্বিনতং ভবেদভাবায়।
বাহ্যবিনতে প্রবাসো দিগ্‌ভ্রান্তে দস্যুভিঃ পীড়া ॥ ৮১ ॥

দ্বার সকল অতিশয় ছোট হইলে গৃহস্বামীর পীড়া, ভিতরের দিকে নত হইলে মৃত্যু, বাহিরের দিকে নত হইলে গৃহস্বামীর প্রবাস, আর দিগ্ হীন হইলে চৌরকর্ত্তৃক উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৮১।

মূলদ্বারং নান্যৈর্দ্বারৈরতিসন্দধীত রূপর্দ্ধ্যা।
ঘটফলপত্রপ্রমথাদিভিশ্চ তন্মঙ্গলৈশ্চিনুয়াৎ ॥ ৮২ ॥

প্রধান দ্বার অন্য দ্বারের ন্যায় করিবে না, অর্থাৎ প্রধান দ্বারে কলস, ফল, অশ্বাদিবাহন, তাম্বূল, প্রমথাদিগণ, সিংহ, সর্প, হংস এবং চকোর ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটী মঙ্গলজনক চিত্র অঙ্কিত করিবে। ৮২।

ঐশান্যাদিষু কোণেষু সংস্থিতা বাহ্যতো গৃহস্যৈতাঃ।
চরকী বিদারিনামাথ পূতনা রাক্ষসী চেতি ॥ ৮৩ ॥

গৃহের বাহিরে, ঈশানাদি চারি কোণে চরকী ও বিদারী প্রভৃতি দেবতা সকল বাস করেন অর্থাৎ ঈশানকোণে চরকী, অগ্নিকোণে বিদারী, নৈঋতকোণে পূতনা ও বায়ুকোণে রাক্ষসী বাস করে। ৮৩।

পুরভবনগ্রামাণাং যে কোণাস্তেষু নিবসতাং দোষাঃ।
শ্বপচাদয়োঽন্ত্যজাত্যাস্তেষ্বেব বিবৃদ্ধিমায়ান্তি ॥ ৮৪ ॥

নগর, গৃহ ও গ্রাম, এই সকলের কোণে যাহারা বাস করে তাহাদের অশুভ হইয়া থাকে, কিন্তু চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতি বাস করিলে তাহাদের শুভ হইয়া থাকে। ৮৪।

যাম্যাদিষ্বশুভফলা জাতাস্তরবঃ প্রদক্ষিণেনৈতে।
উদগাদিষু প্রশস্তাঃ প্লক্ষবটোডুম্বরাশ্বত্থাঃ ॥ ৮৫ ॥

পাকুড়, বট, উডুম্বর ও অশ্বত্থ এই চারিপ্রকার বৃক্ষ গ্রামাদির দক্ষিণাদিদিকে যথাক্রমে থাকিলে অশুভ হইয়া থাকে, আর উত্তরাদিক্রমে থাকিলে অর্থাৎ উত্তরদিকে পাকুড়, পূর্ব্বদিকে বট, দক্ষিণদিকে উডুম্বর ও পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে। ৮৫।

আসন্নাঃ কণ্টকিনো রিপুভয়দাঃ ক্ষীরিণোঽর্থনাশায়।
ফলিনঃ প্রজাক্ষয়করা দারুণ্যপি বর্জ্জয়েদেষাম্ ॥ ৮৬ ॥

গৃহের নিকটে খদিরাদি কণ্টকবৃক্ষ থাকিলে শত্রুভয়, ক্ষীরিবৃক্ষ থাকিলে দ্রব্যনাশ এবং আম্রাদি ফলবান্ বৃক্ষ থাকিলে সন্তানের ক্ষয় হইয়া থাকে। আর এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠও গৃহে ব্যবহার করিবে না। ৮৬।

ছিন্দ্যাদ্যদি ন তরূংস্তান্ তদন্তরে পূজিতান্বপেদন্যান্।
পুন্নাগাশোকারিষ্টবকুলপনসান্ শমীশালৌ ॥ ৮৭ ॥

যদি ঐসকল বৃক্ষ ছেদন করিতে ইচ্ছা না হয়, তাহাহইলে ঐসকল বৃক্ষের নিকটে পুন্নাগ, অশোক, নিম্ব, বকুল, পনস (কাঁঠাল), শমী ও শাল ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ করিবে। ৮৭।

শস্তৌষধিদ্রুমলতামধুরা সুগন্ধা স্নিগ্ধা সমা ন সুষিরা চ মহী নরাণাম্। অপ্যধ্বনি শ্রমবিনোদমুপাগতানাং ধত্তে শ্রিয়ং কিমুত শাশ্বতমন্দিরেষু ॥ ৮৮ ॥

জয়া ও জয়ন্তী প্রভৃতি ঔষধীবৃক্ষ, পিপ্পল্যাদি যজ্ঞীয়বৃক্ষ ও অন্যান্য লতা সকল যে ভূমিতে জন্মে এবং যে ভূমি মধুর, মনোহর, সুগন্ধযুক্ত, স্নিগ্ধ, সমতল, ছিদ্রাদিরহিত ও কঠিন সেই ভূমি অতিশয় প্রশস্ত, এইরূপ জমিতে গৃহ প্রস্তুত করিলে অতিশয় শুভ হইয়া থাকে, কারণ এইরূপ ভূমিতে পথশ্রান্ত পথিকগণ উপবেশন করিলেও যখন শান্তিলাভ করে তখন ঐস্থানের গৃহে বাস করিলে যে লক্ষ্মীলাভ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ৷ ৮৮।

সচিবালয়েঽর্থনাশো ধূর্ত্তগৃহে সুতবধঃ সমীপস্থে।
উদ্বেগো দেবকুলে চতুষ্পথে ভবতি চাকীর্ত্তিঃ ॥ ৮৯ ॥

বাটীর নিকট মন্ত্রীর গৃহ থাকিলে দ্রব্যনাশ, ধূর্ত্তের গৃহ থাকিলে পুত্রের মৃত্যু, দেবতার গৃহ থাকিলে মানসিক কষ্ট এবং চতুষ্পথ থাকিলে অপযশ হইয়া থাকে। ৮৯।

চৈত্যে ভয়ং গ্রহকৃতং বল্মীকশ্বভ্রসঙ্কুলে বিপদঃ।
গর্ত্তায়াস্তু পিপাসা কূর্ম্মাকারে ধনবিনাশঃ ॥ ৯০ ॥

বাটীর নিকটে চৈত্যবৃক্ষ অর্থাৎ অত্যুচ্চ অশ্বথাদি বৃক্ষ থাকিলে গ্রহ ও পিশাচাদির ভয়, বল্মীক ও গর্ত্ত থাকিলে বিপদ, অত্যন্ত গর্ত্ত থাকিলে পিপাসা ও কূর্ম্মাকার ভূমি নিকটে থাকিলে ধননাশ হইয়া থাকে। ৯০।

উদগাদিপ্লবমিষ্টং বিপ্রাদীনাং প্রদক্ষিণেনৈব।
বিপ্রঃ সর্ব্বত্র বসেদনুবর্ণমথেষ্টমন্যেষাম্ ॥ ৯১ ॥

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রদক্ষিণক্রমে নিম্নভূমি শুভফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ উত্তরের নিম্নভূমি ব্রাহ্মণের, পূর্ব্বের নিম্নভূমি ক্ষত্রিয়ের, দক্ষিণের নিম্নভূমি বৈশ্যের এবং পশ্চিমের নিম্নভূমি শূদ্রের শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। অপিচ ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্রই শুভকারক, কিন্তু অপর অপর বর্ণ স্বস্ববর্ণের শুভকর স্থান দেখিয়া গৃহ প্রস্তুত করিবেন। ৯১।

গৃহমধ্যে হস্তমিতং খাত্বা পরিপূরিতং পুনঃ শ্বভ্রম্।
যদ্যূনমনিষ্টং তৎসমে সমং ধন্যমধিকং যৎ ॥ ৯২ ॥

গৃহের মধ্যে এক হস্তপরিমিত দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীর একটী গর্ত্ত করিবে, পরে ঐ মৃত্তিকাদ্বারা উক্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিবে, যদি ঐ মৃত্তিকায় গর্ত্ত পূর্ণ না

হয়, তাহাহইলে অনিষ্ট, সমান হইলে মধ্যম ও মৃত্তিকা অধিক হইলে শুভ হইয়া থাকে। ৯২॥

শ্বভ্রমথবাম্বুপূর্ণং পদশতমিত্বা গতস্য যদি নোনম্।
তদ্ধন্যং যচ্চ ভবেৎ পলান্যপামাঢ়কং চতুঃষষ্টিঃ ॥৯৩॥

অথবা উক্তপরিমিত গর্ত্ত জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, পরে একশতপদ গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে, যদি এই সময়ের মধ্যে উক্ত জল না কমিয়া যায় তাহাহইলে শুভ, আর কমিয়া গেলে অশুভ বলিয়া জানিবে। কিম্বা ঐ গর্ত্তে এক আঢ়কপরিমিত জল মাপিয়া রাখিয়া একশতপদ গমন-পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় ঐ জল মাপিবে, যদি ইহাতে ৬৪ পল অর্থাৎ ২৫৬ তোলা জল হয় তবে ঐ ভূমি শুভ হইবে, নচেৎ অশুভ বলিয়া জানিবে। ৯৩॥

আমে বা মৃৎপাত্রে শ্বভ্রস্থে দীপবর্ত্তিরভ্যধিকম্।
জ্বলতি দিশি যস্য শস্তা সা ভূমিস্তস্য বর্ণস্য ॥ ৯৪ ॥

অথবা কাঁচা মৃত্তিকাদ্বারা চারিটী প্রদীপ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তৈল ও বর্ত্তিদ্বারা জ্বালাইয়া ঐ গর্ত্তের চারিদিকে রাখিবে, ইহাতে যে দিকের বর্ত্তি অধিক তেজস্বী হইয়া জ্বলিবে, ৭০ শ্লোক অনুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সেই দিক্ যে বর্ণের হইবে ঐ ভূমি সেই বর্ণের পক্ষে শুভ-ফলপ্রদ হইবে বলিয়া জানিবে। ৯৪॥

শ্বভ্রোষিতং ন কুসুমং যস্মিন্ প্রম্লায়তেঽনুবর্ণসমম্।
তত্তস্য ভবতি শুভদং যস্য চ যস্মিন্মনো রমতে ॥ ৯৫ ॥

অথবা শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারিবর্ণের পুষ্প যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বলিয়া জানিবে, পরে এই চারিটী পুষ্প ঐ গর্ত্তের মধ্যে রাত্রিতে রাখিয়া দিবে, অনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে দেখিবে যে রঙ্গের পুষ্প মলিন হয় নাই, সেই পুষ্প যেবর্ণের বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেই বর্ণের পক্ষে ঐ ভূমি প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। কিম্বা যে জমি যাহার মনস্তুষ্টিকর হয় সেই জমিতেই সেই গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করিবে। ৯৫॥

সিতরক্তপীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং প্রশস্যতে ভূমিঃ।
গন্ধশ্চ ভবতি যস্যা ঘৃতরুধিরান্নাদ্যমদ্যসমঃ ॥ ৯৬ ॥

শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি বর্ণের ভূমি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পক্ষে যথাক্রমে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। আর ঘৃত, রক্ত, অন্ন ও মদ্য প্রভৃতির গন্ধযুক্ত ভূমিও ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পক্ষে যথাক্রমে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ৯৬॥

কুশযুক্তা শরবহুলা দূর্ব্বাকাশাবৃতা ক্রমেণ মহী।
অনুবর্ণং বৃদ্ধিকরী মধুরকষায়াম্লকটুকা চ ॥ ৯৭ ॥

দর্ভ, শর, দূর্ব্বা ও কুশা এই সকল বহুল যে জমি তাহাও যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বৃদ্ধিকারক, অর্থাৎ দর্ভবহুল জমি ব্রাহ্মণের, শর-বহুল ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধিকারক এইরূপ অপর বর্ণের বিষয়ও জানিবে। আর মধুর, কষায়, অম্ল ও তিক্তরসবিশিষ্ট ভূমিও যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ৯৭॥

কৃষ্টাং প্ররূঢ়বীজাং গোঽধ্যুষিতাং ব্রাহ্মণৈঃ প্রশস্তাঞ্চ।
গত্বা মহীং গৃহপতিঃ কালে সাম্বৎসরোদ্দিষ্টে ॥ ৯৮ ॥

গৃহস্বামী গৃহ করিবার পূর্ব্বে গোদ্বারা ভূমিকর্ষণপূর্ব্বক ধান্যের বীজ বপন করাইয়া এক দিবারাত্র ঐ জমিতে একটী গোকে বাস করাইবে, পরে ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রশংসিত উক্ত ভূমিতে গৃহ প্রস্তুতের নিমিত্ত জ্যোতি-র্ব্বিদ্‌সম্মত শুভমুহূর্ত্তে গমন করিবে। ৯৮॥

ভক্ষ্যৈর্নানাকারৈর্দধ্যক্ষতসুরভিকুসুমধূপৈশ্চ।
দৈবতপূজাং কৃত্বা স্থপতীনভ্যর্চ্চ্য বিপ্রাংশ্চ ॥ ৯৯ ॥

আর নানাপ্রকার পিষ্টকাদি ভক্ষ্যপদার্থ, দধি, আতপতণ্ডুল, সুগন্ধ-পুষ্প, ধূপ ও দীপ এইসকল দ্বারা ক্ষেত্রাধিপতির পরে ব্রাহ্মণের ও শিল্পির পূজা করিবে। ৯৯॥

বিপ্রঃ স্পৃষ্ট্বা শীর্ষবক্ষশ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশশ্চোরূ।
শূদ্রঃ পাদৌ স্পৃষ্ট্বা কুর্য্যাদ্রেখাং গৃহারম্ভে ॥ ১০০ ॥

অনন্তর গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ হইলে আপন মস্তক স্পর্শ করিয়া, ক্ষত্রিয় হইলে বক্ষস্থল স্পর্শকরিয়া, বৈশ্য হইলে জঙ্ঘা স্পর্শকরিয়া এবং শূদ্র হইলে পাদ স্পর্শকরিয়া গৃহারম্ভের নিমিত্ত রেখা টানিবে। ১০০॥

অঙ্গুষ্ঠকেন কুর্য্যান্মধ্যাঙ্গুল্যাথবা প্রদেশিন্যা। কনক-মণিরজতমুক্তাদধিফলকুসুমাক্ষতৈশ্চ শুভম্ ॥ ১০১ ॥

গৃহস্বামী উক্ত রেখা অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী এবং সুবর্ণ, মণি, রৌপ্য, মুক্তা, দধি, ফল, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল এইসকলদ্বারা রেখা অঙ্কিত করিবে ইহাতে শুভ হইয়া থাকে। ১০১॥

শস্ত্রেণ শস্ত্রমৃত্যুর্ব্বন্ধো লোহেন ভস্মনাগ্নিভয়ম্।
তস্করভয়ং তৃণেন চ কাষ্ঠোল্লিখিতা চ রাজভয়ম্ ॥ ১০২ ॥

উক্ত রেখা শস্ত্রদ্বারা করিলে মৃত্যু, লৌহদ্বারা করিলে বন্ধন, ভস্ম-দ্বারা করিলে অগ্নিভয়, তৃণদ্বারা করিলে চৌরভয় এবং কাষ্ঠদ্বারা করিলে রাজভয় হইয়া থাকে। ১০২॥

বক্রা পাদালিখিতা শস্ত্রভয়ক্লেশদা বিরূপা চ।
চর্ম্মাঙ্গারাস্থিকৃতা দন্তেন চ কর্ত্তুরশিবায় ॥ ১০৩ ॥

উক্ত রেখা বক্র হইলে কিংবা পাদদ্বারা লিখিত বা বিরূপ হইলে শস্ত্রভয় ও ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, আর চর্ম্ম, কয়লা, অস্থি ও দণ্ড এই সকলদ্বারা রেখা করিলে গৃহস্বামির অশুভ হইয়া থাকে। ১০৩॥

বৈরমপসব্যলিখিতা প্রদক্ষিণং সম্পদো বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
বাচঃ পরুষা নিষ্ঠীবিতং ক্ষুতং চাশুভং কথিতম্ ॥ ১০৪ ॥

ঐরেখা বামদিকে হইলে শত্রুবৃদ্ধি ও দক্ষিণদিকে হইলে সম্পত্তিলাভ হয়; আর রেখাপাতকালে কঠোরবাক্য, নিষ্ঠীবন, শ্লেষ্মা ও অধোবায়ু নিঃসরণ হইলে গৃহস্বামীর অশুভ হইয়া থাকে। ১০৪॥

অর্দ্ধনিচিতং কৃতং বা প্রবিশন্ স্থপতির্গৃহে নিমিত্তানি।
অবলোকয়েদ্ গৃহপতিঃ ক সংস্থিতঃ স্পৃশতি কিঞ্চাঙ্গম্ ॥ ১০৫

স্থপতি অর্থাৎ বাটীনির্ম্মাণকারক বাটী অর্দ্ধপ্রস্তুত হইলে বা সম্পূর্ণ

প্রস্তুত হইলে উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন যে গৃহস্বামী বাস্তুর কোন অঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন এবং গৃহস্বামী তাহার নিজের কোন অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন॥ ১০৫॥

রবিদীপ্তো যদি শকুনিস্তস্মিন্ কালে বিরৌতি পরুষরবঃ।
সংস্পৃষ্টাঙ্গসমানং তস্মিন্দেশেঽস্থিনির্দ্দেশ্যম্ ॥ ১০৬॥

গৃহস্বামী গৃহপ্রবেশসময়ে দীপ্তাদিকে অথবা সূর্য্যের সম্মুখে পক্ষিগণ কর্কশশব্দ করিলে গৃহস্বামী যেস্থানে দণ্ডায়মান আছে সেইস্থানের ভূমির মধ্যে গৃহস্বামীর স্পৃষ্ট অঙ্গের সমান হাড় আছে ইহা অবগত হইবে॥১০৬॥

শকুনসময়েঽথবান্যে হস্ত্যশ্বশ্বাদয়োঽনুবাশন্তে।
তৎপ্রভবমস্থি তস্মিংস্তদঙ্গসম্ভূতমেবেতি ॥ ১০৭॥

অথবা ঐসময় হস্তী, অশ্ব ও কুক্কুর ইহারা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে গৃহপতির অবস্থিতস্থানের ভূমির মধ্যে গৃহপতির অঙ্গতুল্য কোন প্রাণীর হাড় আছে বলিয়া জানিবে॥ ১০৭॥

সূত্রে প্রসার্য্যমাণে গর্দ্দভরাবোঽস্থিশল্যমাচষ্টে।
শ্বশৃগাললঙ্ঘিতে বা সূত্রে শল্যং বিনির্দ্দেশ্যম্ ॥১০৮॥

যেসময় গৃহনির্ম্মাণের সূত্র ধরিবে সেইসময় গর্দ্দভ শব্দ করিলে ভূমির মধ্যে হাড় আছে বলিয়া অবধারণ করিবে। অথবা কুক্কুর ও শৃগাল শব্দ করিলেও ভূমির মধ্যে হাড় আছে বলিয়া জানিবে॥ ১০৮॥

দিশি শান্তায়াং শকুনো মধুরবিরাবী যদা তদা বাচ্যঃ।
অর্থস্তস্মিন্ স্থানে গৃহেশ্বরাধিষ্ঠিতেঽঙ্গে বা ॥ ১০৯॥

গৃহস্বামী গৃহে অবস্থানকালে শান্তাদিকে পক্ষিগণ মধুর শব্দ করিলে গৃহস্বামী যেস্থানে অবস্থিত আছে সেইস্থানে বা গৃহস্বামী যে অঙ্গ স্পর্শ করে বাস্তুপুরুষের সেই অঙ্গে ধন অর্থাৎ অর্থ আছে বলিয়া জানিবে॥ ১০৯॥

সূত্রচ্ছেদে মৃত্যুঃ কীলে চাবাঙ্মুখে মহান্ রোগঃ।
গৃহনাথস্থপতীনাং স্মৃতিলোপে মৃত্যুরাদেশ্যঃ ॥ ১১০॥

যদি গৃহারম্ভের সূত্র ছিড়িয়া যায়, তাহাহইলে গৃহস্বামীর মৃত্যু এবং খুটী নীচে বসিয়া গেলে ভয়ানক রোগ হইয়া থাকে। আর গৃহস্বামীর ও কারীকরের আবশ্যকীয় গৃহপ্রস্তুতোপযোগী দ্রব্যাদির ভুল হইলে গৃহস্বামী ও কারীকর উভয়ের মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১১০॥

স্কন্ধাচ্চ্যুতে শিরোরুক্ কুলোপসর্গোঽপবর্জ্জিতে কুম্ভে। ভগ্নেঽপি চ কর্ম্মিবধশ্চ্যুতে করাদ্ গৃহপতের্ম্মৃত্যুঃ॥ ১১১॥

জলপূর্ণ কুম্ভ স্কন্ধদেশ হইতে পতিত হইলে শিরোরোগ, অধোমুখ হইয়া কুম্ভ পতিত হইলে বংশের উপদ্রব, আর কুম্ভ ফাটিয়া গেলে কার্য্যকারকের মৃত্যু এবং হস্ত হইতে পতিত হইলে গৃহপতির মৃত্যু হইয়া থাকে॥১১১॥

দক্ষিণপূর্ব্বে কোণে কৃত্বা পূজাং শিলাং ন্যসেৎ প্রথমাম্।
শেষাঃ প্রদক্ষিণেন স্তম্ভাশ্চৈবং সমুত্থাপ্যাঃ॥ ১১২॥

প্রথমত যে শিলা পূজা করিবে তাহা ঈশানকোণে স্থাপন করিবে, পরে শেষ যে শিলা পূজা করিবে তাহা দক্ষিণে স্থাপন করিবে, এই নিয়মানুসারে স্তম্ভও স্থাপন করিবে॥ ১১২॥

ছত্রস্রগম্বরযুতঃ কৃতধূপবিলেপনঃ সমুত্থাপ্যঃ।
স্তম্ভস্তথৈব কার্য্যো দ্বারোচ্ছ্রায়ঃ প্রযত্নেন ॥ ১১৩॥

ছত্র, মালা, বস্ত্র, ধূপ এবং গন্ধদ্বারা স্তম্ভপূজা করিয়া স্তম্ভ পুতিয়া রাখিবে এবং এই নিয়মানুসারে পূজাদি করিয়া গৃহে দ্বার লাগাইবে॥১১৩॥

বিহগাদিভিরবলীনৈরাকম্পিতপতিতদুঃস্থিতৈশ্চ ফলম্।
শক্রধ্বজফলসদৃশং তস্মিংশ্চ শুভং বিনির্দ্দিষ্টম্ ॥ ১১৪॥

গৃহের দ্বার ও স্তম্ভ পক্ষি প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট, কম্পিত কিংবা বক্র হইলে ইহার ফল ইন্দ্রধ্বজের ফলের শুভাশুভের ন্যায় জানিবে॥ ১১৪॥

প্রাগুত্তরোন্নতে ধনসুতক্ষয়ঃ সুতবধশ্চ দুর্গন্ধে।
বক্রে বন্ধুবিনাশো ন সন্তি গর্ভাশ্চ দিঙ্মূঢ়ে॥ ১১৫॥

গৃহের ভূমীর পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্ উচ্চ হইলে ধন ও পুত্রের নাশ, গৃহের ভূমি দুর্গন্ধযুক্ত হইলে পুত্রের মৃত্যু, বক্র হইলে বন্ধুনাশ এবং কুটীল হইলে গর্ভনাশ হইয়া থাকে॥ ১১৫॥

ইচ্ছেদ্ যদি গৃহবৃদ্ধিং ততঃ সমন্তাদ্বিবর্দ্ধয়েত্তুল্যম্।
একোদ্দেশে দোষঃ প্রাগথবাপ্যুত্তরে কুর্য্যাৎ ॥ ১১৬॥

গৃহ বড় করিবার ইচ্ছা হইলে সকলদিক সমানরূপে বৃদ্ধি করিবে, কিন্তু একদিক্ বৃদ্ধি করিলে দোষ হইয়া থাকে। যদি পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে একান্তই বৃদ্ধি করিতে হয় তাহাহইলে সামান্য দোষ হইলেও বৃদ্ধি করিবে॥ ১১৬॥

প্রাগ্ভবতি মিত্রবৈরং মৃত্যুভয়ং দক্ষিণেন যদি বৃদ্ধিঃ।
অর্থবিনাশঃ পশ্চাদুদগ্বিবৃদ্ধৌ মনস্তাপঃ॥ ১১৭॥

পূর্ব্বদিক্ বৃদ্ধি করিলে মিত্র শত্রু হয়, দক্ষিণদিক্ বৃদ্ধি করিলে মৃত্যুভয়, পশ্চিমদিক্ বৃদ্ধি করিলে অর্থনাশ এবং উত্তরদিক্ বৃদ্ধি করিলে মনস্তাপ হইয়া থাকে॥ ১১৭॥

ঐশান্যাং দেবগৃহং মহানসং চাপি কার্য্যমাগ্নেয্যাম্।
নৈর্ঋত্যাং ভাণ্ডোপস্করোঽর্থধান্যানি মারুত্যাম্ ॥১১৮॥

ঈশানকোণে দেবগৃহ, অগ্নিকোণে পাকস্থান, নৈঋতকোণে ভাণ্ডারঘর এবং বায়ুকোণে ধান্য ও ধনাদি রাখিবার গৃহপ্রস্তুত করিবে॥ ১১৮॥

প্রাচ্যাদিস্থে সলিলে সুতহানিঃ শিখিভয়ং রিপুভয়ঞ্চ।
স্ত্রীকলহঃ স্ত্রীদৌষ্ট্যং নৈঃস্ব্যং বিত্তাত্মজবিবৃদ্ধিঃ॥ ১১৯॥

বাস্তুস্থানের পূর্ব্বদিকে জলস্থান অর্থাৎ পাৎকুয়া বা পুষ্করিণী প্রভৃতি হইলে পুত্রনাশ, অগ্নিকোণে হইলে অগ্নিভয়, দক্ষিণে হইলে শত্রুভয়, নৈঋতকোণে হইলে স্ত্রীর সহিত কলহ, পশ্চিমে হইলে স্ত্রীর দুষ্টস্বভাব, বায়ুকোণে হইলে দরিদ্রতা, উত্তরে হইলে অর্থবৃদ্ধি এবং ঈশানকোণে হইলে পুত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১১৯॥

খগনিলয়ভগ্নসংশুষ্কদগ্ধদেবালয়শ্মশানস্থান্।
ক্ষীরতরুধববিভীতকনিম্বারণিবর্জ্জিতাংশ্ছিন্দ্যাৎ ॥১২০॥

গৃহের নিকটস্থ যেবৃক্ষে পক্ষিগণ বাস করে সেই বৃক্ষ এবং ভগ্ন, শুষ্ক, দেবালয়ের নিকটস্থ ও শ্মশানস্থ বৃক্ষসকল এবং অশ্বত্থাদিক্ষীরিবৃক্ষ, ধব, (বট), বহেড়া, নিম্ব ও সমিদ এইসকল বৃক্ষব্যতীত অন্যান্য সকলপ্রকার বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিবে ॥ ১২০ ॥

রাত্রৌ কৃতবলিপূজং প্রদক্ষিণং ছেদয়েদ্দিবা বৃক্ষম্।
ধন্যমুদক্প্রাক্পতনং ন গ্রাহ্যোঽতোঽন্যথা পতিতঃ ॥১২১॥

রাত্রিকালে বলী ও পূজা প্রদানকরত দিবসে পূর্ব্বাদিপ্রদক্ষিণক্রমে বৃক্ষসকল ছেদন করিবে। উক্ত বৃক্ষ যদি ছেদনকালে পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে পতিত হয় তাহাহইলে শুভ আর ইহার অন্যদিকে পতিত হইলে ঐসকল বৃক্ষ গৃহে ব্যবহার করিবে না ॥ ১২১ ॥

ছেদো যদ্যবিকারী ততঃ শুভং দারু তদ্গৃহোপয়িকম্।
পীতে তু মণ্ডলে নির্দ্দিশেৎ তরোর্ম্মধ্যগাং গোধাম্ ॥১২২॥

বৃক্ষ যদি নির্দ্দোষভাবে অর্থাৎ নিয়মিতরূপে ছেদন হয়, তাহাহইলে ঐ বৃক্ষ গৃহের পক্ষে শুভ, আর যদি বৃক্ষের ছেদিতস্থান পীতবর্ণ দৃষ্ট হয় তবে ঐ বৃক্ষে গোসাপ আছে ইহা অবগত হইবে ॥ ১২২ ॥

মঞ্জিষ্ঠাভে ভেকো নীলে সর্পস্তথারুণে সরটঃ।
মুদ্গাভেঽশ্মা কপিলে তু মূষকোঽম্ভশ্চ খড়্গাভে ॥১২৩॥

বৃক্ষের ছেদিতস্থান যদি ঘোর রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে বৃক্ষের মধ্যে ভেক আছে, নীল বর্ণ হইলে সর্প, ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে কৃকলাস, মুদ্গাভ অর্থাৎ হরিৎবর্ণ হইলে প্রস্তর, পিঙ্গলবর্ণ হইলে ইন্দুর এবং খড়্গের ন্যায় বর্ণ হইলে ঐ বৃক্ষের মধ্যে জল আছে এমৎ জানা যায় ॥ ১২৩ ॥

ধান্যগো গুরুহুতাশসুরাণাং ন স্বপেদুপরি নাপ্যনুবংশম্। নোত্তরাপরশিরা ন চ নগ্নো নৈব চার্দ্রচরণঃ শ্রিয়মিচ্ছন্ ॥ ১২৪ ॥

লক্ষ্মী অভিলাষী ব্যক্তি ধান্য, গো এবং পিতৃ প্রভৃতি গুরুজন ও অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা এই সকলের উপর শয়ন করিবে না এবং বংশের অর্থাৎ কড়িকাষ্ঠের উপরও শয়ন করিবে না। আর উত্তর ও পশ্চিমদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না এবং উলঙ্গ ও আর্দ্র (ভিজা) পদে শয়ন করিবে না ॥ ১২৪ ॥

ভূরিপুষ্পনিকরং সতোরণং তোয়পূর্ণকলসোপশোভিতম্। ধূপগন্ধবলিপূজিতামরং ব্রাহ্মণধ্বনিযুতং বিশেদ্ গৃহম্ ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বাস্তুবিদ্যা নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

বাটীর বাহিরের দ্বার বহুতর পুষ্পদ্বারা তোরণ প্রস্তুত ও জলপূর্ণ কলসদ্বারা শোভিত করিবে এবং ধূপ, সুগন্ধ ও বলিপ্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনির সহিত শুভমুহূর্ত্তে গৃহে প্রবেশ করিবে ॥১২৫॥

বাস্তুবিদ্যা সমাপ্তা ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দগার্গলং।

ধর্ম্ম্যং যশস্যঞ্চ বদাম্যতোঽহং দগার্গলং যেন জলোপলব্ধিঃ। পুংসাং যথাঙ্গেষু শিরাস্তথৈব ক্ষিতাবপি প্রোন্নতনিম্নসংস্থাঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর ধর্ম্ম ও যশস্কর এবং জলপ্রাপ্তিকর দগার্গল নামক অধ্যায় বর্ণন করিতেছি, যেরূপ মনুষ্যের শরীরে রক্তচলাচলের জন্য শিরাসকল অর্থাৎ পথসমূহ আছে সেইরূপ ভূমির উপরে ও নীচে জলবাহিনী শিরাসকল অর্থাৎ পথসকল বিদ্যমান আছে ॥ ১ ॥

একেন বর্ণেন রসেন চাম্ভশ্চ্যুতং নভস্তো বসুধাবিশেষাৎ। নানারসত্বং বহুবর্ণতাঞ্চ গতং পরীক্ষ্যং ক্ষিতিতুল্যমেব ॥ ২ ॥

আকাশ হইতে জল একবর্ণ ও এক রসযুক্তই পৃথিবীতে পতিত হয়, কিন্তু ভূমি নানারূপ বলিয়া শেষে জলও নানাবর্ণ এবং নানারসযুক্ত হইয়া থাকে, আর মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে জলের অবস্থা জানা যাইবে ॥ ২ ॥

পুরুহূতানলযমনির্ঋতিবরুণপবনেন্দুশঙ্করা দেবাঃ।
বিজ্ঞাতব্যাঃ ক্রমশঃ প্রাচ্যাদীনাং দিশাং পতয়ঃ ॥৩॥

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম ও শিব, এই আট দেবতা ক্রমশ প্রদক্ষিণক্রমে পূর্ব্বাদি আটদিকের অধিপতি বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

দিক্পতিসংজ্ঞাশ্চ শিরা নবমী মধ্যে মহাশিরানাম্নী।
এতাভ্যোঽন্যাঃ শতশো বিনিঃসৃতা নামভিঃ প্রথিতাঃ ॥৪॥

যে দিকে যে জলবাহিনী শিরা থাকিবে সেই জলবাহিনী শিরার নাম সেই দিক্পতির নামানুসারে হইবে। আর মধ্যস্থানে যে শিরা আছে তাহার নাম মহাশিরা, এতদ্ভিন্ন আর শত শত যে শিরা আছে তাহাদের নাম পৃথক্ পৃথক্রূপে বিখ্যাত আছে ॥ ৪ ॥

পাতালাদূর্দ্ধশিরাঃ শুভাশ্চতুর্দ্দিক্ষু সংস্থিতায়াশ্চ।
কোণে দিগুত্থা ন শুভাঃ শিরানিমিত্তান্যতো বক্ষ্যে ॥৫॥

পাতাল হইতে উর্দ্ধদিকে যে শিরা উত্থিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বদিক্স্থিত যেসকল শিরা আছে তাহা শুভ, আর আগ্নেয়াদির কোণস্থিতা শিরাসকল অশুভ বলিয়া জানিবে। অনন্তর জলবাহিনী শিরাসকলের চিহ্ন কথিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

যদি বেতসোঽম্বুরহিতে দেশে হস্তৈস্ত্রিভিস্ততঃ পশ্চাৎ।
সার্দ্ধে পুরুষে তোয়ং বহতি শিরা পশ্চিমা তত্র ॥ ৬ ॥

যদি স্বাভাবিক জলরহিতস্থানে বেতসবৃক্ষ থাকে তবে তাহার তিন-হস্তপরিমিত পশ্চিমে দেড়পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

চিহ্নমপি চার্দ্ধপুরুষে মণ্ডূকঃ পাণ্ডুরোঽথ মৃৎ পীতা।
পুটভেদকশ্চ তস্মিন্ পাষাণো ভবতি তোয়মধঃ ॥ ৭ ॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে একটী শ্বেতবর্ণ ভেক দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে পীতবর্ণমৃত্তিকা, ঐ পীতবর্ণ মৃত্তিকার নীচে জলাবরোধক একখণ্ড প্রস্তর আছে, তাহারই নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥ *

জম্ব্বাশ্চোদধ্যস্তৈস্ত্রিভিঃ শিরাধো নরদ্বয়ে পূর্ব্বা।
মৃল্লোহগন্ধিকা পাণ্ডুরাথ পুরুষেঽত্র মণ্ডূকঃ ॥ ৮ ॥

স্বাভাবিক জলরহিত স্থানে জম্বুবৃক্ষ থাকিলে তাহার তিনহস্তউত্তরে দুই পুরুষ পরিমিত নিম্নে পূর্ব্বদিকে জলবাহিনী শিরা আছে। এক পুরুষ পরিমিত খনন হইলে লৌহসদৃশ গন্ধ ও শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা এবং একটী ভেক পাওয়া যাইবে ॥ ৮ ॥

জম্বূবৃক্ষস্য প্রাগ্ বল্মীকো যদি ভবেৎ সমীপস্থঃ।
তস্মাদ্দক্ষিণপার্শ্বে সলিলং পুরুষদ্বয়ে স্বাদু ॥ ৯ ॥

জম্বুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি বল্মীক অর্থাৎ উঁইয়ের ঢিপী থাকে তাহা-হইলে উহার দক্ষিণে দুই পুরুষ নিম্নে মধুর রসযুক্ত জল আছে বলিয়া জানিবে ॥৯॥

অর্দ্ধপুরুষে চ মৎস্যঃ পারাবতসন্নিভশ্চ পাষাণঃ।
মৃদ্ভবতি চাত্র নীলা দীর্ঘকালং বহু চ তোয়ম্ ॥ ১০ ॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে মৎস্য ও পারাবতসদৃশ একখণ্ড প্রস্তর, তাহার নিম্নে নীলবর্ণ মৃত্তিকা ও তাহার নিম্নে জল থাকিবে. পরন্তু এই জল পরিমাণে বহু ও এক বৎসরকাল স্থায়ী হইবে ॥ ১০ ॥

পশ্চাদুড়ুম্বরস্য ত্রিভিরেব করৈর্নরদ্বয়ে সার্দ্ধে।
পুরুষে সিতোঽহিরশ্মাঞ্জনোপমোঽধঃ শিরা সুজলা ॥১১॥

স্বাভাবিক জলরহিত স্থানে উড়ুম্বর বৃক্ষ থাকিলে তাহার তিনহস্ত দূরে আড়াই পুরুষ নিম্নে জলযুক্তা শিরা আছে, খননকালে এক পুরুষ পরিমিত খনন হইলে শ্বেতবর্ণ সর্প ও তাহার নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দৃষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

উদগর্জ্জুনস্য দৃশ্যো বল্মীকো যদি ততোঽর্জ্জুনাদ্ধস্তৈঃ।
ত্রিভিরম্বু ভবতি পুরুষৈস্ত্রিভিরর্দ্ধসমন্বিতৈঃ পশ্চাৎ ॥১২॥

অর্জ্জুনবৃক্ষের উত্তরে বল্মীক অর্থাৎ উঁয়ের ঢিপী থাকিলে উক্ত বৃক্ষের তিনহস্ত পশ্চিমে সাড়ে তিনপুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

শ্বেতা গোধার্দ্ধনরে পুরুষে মৃদ্ধূসরা ততঃ কৃষ্ণা।
পীতা সিতা সসিকতা ততো জলং নির্দ্দিশেদসিতম্ ॥১৩॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষের নীচে শ্বেতবর্ণ গোসাপ, একপুরুষ নীচে ধূসরমৃত্তিকা, তাহার নিম্নে কৃষ্ণমৃত্তিকা, তাহার নিম্নে পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও তাহার নিম্নে শ্বেতবর্ণ অম্লমৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে, ইহার নিম্নে অধিক জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

বল্মীকোপচিতায়াং নির্গুণ্ড্যাং দক্ষিণেন কথিতকরৈঃ।
পুরুষদ্বয়ে সপাদে স্বাদুজলং ভবতি চাশোষ্যম্ ॥ ১৪ ॥

যদি উঁইয়ের ঢিপীর উপর নির্গুণ্ডী অর্থাৎ নিসিন্দাবৃক্ষ থাকে তবে তাহার দক্ষিণে তিনহাত দূরে সোয়া দুই পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে, আর ঐ জল অতিশয় মিষ্ট হইবে এবং চিরকালেও শুষ্ক হইবে না ॥ ১৪ ॥

রোহিতমৎস্যোঽর্দ্ধনরে মৃৎকপিলা পাণ্ডুরা ততঃ পরতঃ।
সিকতা সশর্করাথ ক্রমেণ পরতো ভবত্যম্ভঃ ॥ ১৫ ॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নীচে রোহিতমৎস্য, তাহার নীচে পিঙ্গলবর্ণ মৃত্তিকা, তাহার নীচে শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা, তাহার নীচে ঈষৎ প্রস্তরযুক্ত মৃত্তিকা ও তাহার নীচে জল পাওয়া যাইবে ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বেণ যদি বদর্য্যা বল্মীকো দৃশ্যতে জলং পশ্চাৎ।
পুরুষৈস্ত্রিভিরাদেশ্যং শ্বেতা গৃহগোধিকার্দ্ধনরে ॥ ১৬ ॥

বদরীবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি উঁয়ের ঢিপী থাকে তবে ঐ বৃক্ষের পশ্চিমে তিনহাত দূরে তিন পুরুষ নীচে জল আছে ইহা জানিবে। খননকালে যদি অর্দ্ধপুরুষ নীচে শ্বেতবর্ণ টিক্‌টীকি দৃষ্ট হয় তাহাহইলে তাহার নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

সপলাশা বদরী চেদ্ দিশ্যপরস্যাং ততো জলং ভবতি।
পুরুষত্রয়ে সপাদে পুরুষেঽত্র চ ডুণ্ডুভিশ্চিহ্নম্ ॥ ১৭ ॥

যদি পলাশ ও বদরীবৃক্ষ একত্রে থাকে তাহাহইলে উহার পশ্চিমে তিনহাত দূরে সোয়াতিনহাত নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে এবং খননকালে এক পুরুষ নীচে ভেক দেখা যাইবে ॥ ১৭ ॥

বিল্বোডুম্বরযোগে বিহায় হস্তত্রয়ং তু যাম্যেন।
পুরুষৈস্ত্রিভিরম্বু ভবেৎ কৃষ্ণোঽর্দ্ধনরে চ মণ্ডূকঃ ॥১৮॥

যদি বিল্ব ও যজ্ঞডুমুরবৃক্ষ একত্রে থাকে তবে উহার তিনহাতদূরে তিন পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে। আর খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নীচে কালভেক দৃষ্ট হইবে ॥ ১৮ ॥

কাকোড়ুম্বরিকায়াং বল্মীকো দৃশ্যতে শিরা তস্মিন্।
পুরুষত্রয়ে সপাদে পশ্চিমদিক্‌স্থা বহতি সা চ ॥ ১৯ ॥

যদি কাকোড়ুম্বরিকাবৃক্ষের নিম্নে উঁইয়ের ঢিপী থাকে তাহাহইলে উহার সোয়াতিনপুরুষ নীচে পশ্চিমদিকে জলশিরা প্রবাহিত হয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

অপাণ্ডুপীতিকা মৃদ্ গোরসবর্ণশ্চ ভবতি পাষাণঃ।
পুরুষার্দ্ধে কুমুদনিভো দৃষ্টিপথং মূষকো যাতি ॥ ২০ ॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে শ্বেতবর্ণমৃত্তিকা, পীত ও শ্বেতবর্ণ প্রস্তর, এবং তাহার অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে কুমুদসদৃশ মূষিক দৃষ্ট হইবে ॥ ২০ ॥

* এই অধ্যায়ে যে পুরুষপরিমাণের বিষয় লিখিত আছে সেই স্থলে পুরুষ শব্দে ১২০ অঙ্গুলী পরিমাণ জানিবে।

জলপরিহীনে দেশে বৃক্ষঃ কম্পিল্লকো যদা দৃশ্যঃ।
প্রাচ্যাং হস্তত্রিতয়ে বহতি শিরা দক্ষিণা প্রথমম্ ॥ ২১ ॥

জলশূন্য স্থানে কম্পিল্লকবৃক্ষ দৃষ্ট হইলে তাহার পূর্ব্বদিকে তিনহাত দূরে সোয়া তিনহাত নীচে দক্ষিণদিকে জলবাহিনী শিরা আছে বলিয়া অবগত হইবে ॥ ২১ ॥

মৃন্নীলোৎপলবর্ণা কাপোতা চৈব দৃশ্যতে তস্মিন্।
হস্তেঽজগন্ধিমৎস্যো ভবতি পয়োঽল্পঞ্চ সক্ষারম্ ॥ ২২ ॥

খননকালে প্রথমত নীলপদ্মের ন্যায় মৃত্তিকা, তাহার নীচে পারাবতের ন্যায় মৃত্তিকা, তাহার পর একহাত খনন করিলে অজগন্ধি নামক মৎস্য পাওয়া যাইবে, আর উহার নীচে অল্পপরিমাণ ক্ষারজল পাওয়া যাইবে॥২২॥

শোণাকতরোরপরোত্তরে শিরা দ্বৌ করাবতিক্রম্য।
কুমুদা নাম শিরা সা পুরুষত্রয়বাহিনী ভবতি ॥ ২৩ ॥

শোণালুবৃক্ষের বায়ুকোণে দুইহাত দূরে তিন পুরুষ নিম্নে কুমুদানামক জলের শিরা আছে বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

আসন্নো বল্মীকো দক্ষিণপার্শ্বে বিভীতকস্য যদি।
অধ্যর্দ্ধে তস্য শিরা পুরুষে জ্ঞেয়া দিশি প্রাচ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

যদি বহেড়াবৃক্ষের দক্ষিণদিকে বল্মীক অর্থাৎ উঁইয়ের ঢিপী থাকে তাহাহইলে উক্ত বৃক্ষের দুই হাত অন্তরে দেড়পুরুষ নীচে জলবাহিনী শিরা আছে বলিয়া জানিবে ॥ ২৪ ॥

তস্যৈব পশ্চিমায়াং দিশি বল্মীকো যদা ভবেদ্ধস্তে।
তত্রোদগ্ ভবতি শিরা চতুর্ভিরর্দ্ধাধিকৈঃ পুরুষৈঃ॥২৫॥

যদি বহেড়াবৃক্ষের পশ্চিমে বল্মীক দৃষ্ট হয় তবে তাহার উত্তরে একহাত দূরে সাড়ে চারি পুরুষ নীচে জল-শিরা আছে বলিয়া জানিবে ॥ ২৫ ॥

শ্বেতো বিশ্বম্ভরকঃ প্রথমে পুরুষে তু কুঙ্কুমাভোঽশ্মা।
অপরস্যাং দিশি চ শিরা নশ্যতি বর্ষত্রয়েঽতীতে ॥ ২৬ ॥

খননকালে প্রথমত একপুরুষ খনন হইলে শ্বেতবর্ণ বিশ্বম্ভর প্রাণী দৃষ্ট হইবে, তাহার নীচে কুঙ্কুমবর্ণ প্রস্তর এবং তাহার পশ্চিমে জলবাহিনী শিরা দৃষ্ট হইবে। এই জল তিনবৎসর পরে বিনাশ অর্থাৎ শুষ্ক হইবে ॥ ২৬ ॥

সকুশাসিত ঐশান্যাং বল্মীকো যত্র কোবিদারস্য।
মধ্যে তয়োর্নরৈরর্দ্ধপঞ্চমৈস্তোয়মক্ষোভ্যম্ ॥ ২৭ ॥

কোবিদার (কাঞ্চন) বৃক্ষের ঈশানকোণে যদি কুশযুক্ত শ্বেতবর্ণ উঁইয়ের ঢিপী দৃষ্ট হয় তাহাহইলে কাঞ্চনবৃক্ষ ও উঁইয়ের ঢিপীর মধ্যে সাড়ে চারিপুরুষ নীচেঅধিক জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

প্রথমে পুরুষে ভুজগঃ কমলোদরসন্নিভো মহী রক্তা।
কুরুবিন্দঃ পাষাণশ্চিহ্নান্যেতানি বাচ্যানি ॥ ২৮ ॥

খননকালে প্রথমত একপুরুষ নিম্নে পদ্মের মধ্যের ন্যায় পীতবর্ণ সর্প দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে লালবর্ণ মৃত্তিকা ও তাহার নিম্নে কুরুবিন্দ এবং তাহার নিম্নে প্রস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

যদি ভবতি সপ্তপর্ণো বল্মীকবৃতস্তদুত্তরে তোয়ম্।
বাচ্যং পুরুষৈঃ পঞ্চভিরত্রাপি ভবন্তি চিহ্নানি ॥ ২৯ ॥

যদি সপ্তপর্ণ অর্থাৎ ছাতিয়ানবৃক্ষ বল্মীকমৃত্তিকাদ্বারা বেষ্টিত থাকে তাহাহইলে উহার উত্তরে একহাত দূরে পাঁচপুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ২৯ ॥

পুরুষার্দ্ধে মণ্ডূকো হরিতো হরিতালসন্নিভা ভূশ্চ।
পাষাণোঽভ্রনিকাশঃ সৌম্যা চ শিরা শুভাম্বুবহা ॥ ৩০ ॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে পীতবর্ণ ভেক দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে হরিতালসদৃশ পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও তাহার নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আর ইহার নিম্নে উত্তর দিকে উত্তম জলবহা শিরা আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বেষাং বৃক্ষাণামধঃস্থিতো দর্দ্দুরো যদা দৃশ্যঃ।
তস্মাদ্ধস্তে তোয়ং চতুর্ভিরর্দ্ধাধিকৈঃ পুরুষৈঃ ॥ ৩১ ॥

যেসকল বৃক্ষের নীচে ভেক দৃষ্ট হইবে সেই সকল বৃক্ষের এক হাত দূরে সাড়ে চারি পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৩১ ॥

পুরুষে তু ভবতি নকুলো নীলা মৃৎপীতিকা ততঃ শ্বেতা।
দর্দ্দুরসমানরূপঃ পাষাণো দৃশ্যতে চাত্র ॥ ৩২ ॥

খননকালে এক পুরুষ খনন হইলে প্রথমত নকুল দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে নীল ও পীতবর্ণ মৃত্তিকা, তাহার নিম্নে শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা ও তাহার নিম্নে ভেকবর্ণসদৃশ প্রস্তর দৃষ্ট হইবে ॥ ৩২ ॥

যদ্যহিনিলয়ো দৃশ্যো দক্ষিণতঃ সংস্থিতঃ করঞ্জস্য।
হস্তদ্বয়ে তু যাম্যে পুরুষত্রিতয়ে শিরা সার্দ্ধে ॥ ৩৩ ॥

করঞ্জবৃক্ষের দক্ষিণে যদি সর্পের বাসা দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐবৃক্ষের দক্ষিণে দুই হাত দূরে সাড়ে তিন পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

কচ্ছপকঃ পুরুষার্দ্ধে প্রথমং চোদ্ভিদ্যতে শিরা পূর্ব্বা।
উদগন্যা স্বাদুজলা হরিতোঽশ্মাধস্ততস্তোয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

খননকালে অর্দ্ধপুরুষ খনন হইলে কচ্ছপ দৃষ্ট হইলে প্রথমত পূর্ব্বদিকে জলঝড়না ও তাহার উত্তরদিকে অপর এক ঝড়না দৃষ্ট হইবে, আর ঐসকল ঝড়না হইতে স্বাদুজল বাহির হইয়া থাকে; পরন্তু ইহার নিম্নে হরিৎবর্ণ প্রস্তর ও তাহার নিম্নে উত্তম জল থাকে ॥ ৩৪ ॥

উত্তরতশ্চ মধূকাদহিনিলয়ঃ পশ্চিমে তরোস্তোয়ম্।
পরিহৃত্য পঞ্চহস্তান্ অর্দ্ধাষ্টমপৌরুষে প্রথমম্ ॥ ৩৫ ॥

মধূক অর্থাৎ মউয়াবৃক্ষের উত্তরে সর্পের বাসা দৃষ্ট হইলে ঐবৃক্ষের পশ্চিমে পাঁচ হাত দূরে সাড়ে সাতপুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫ ॥

অহিরাজঃ পুরুষেঽস্মিন্ ধূম্রা ধাত্রী কুলত্থবর্ণোঽশ্মা।
মাহেন্দ্রী ভবতি শিরা বহতি সফেনং সদা তোয়ম্ ॥৩৬॥

খননকালে এক পুরুষ খনন হইলেবড় একটী সর্প দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে ধূম্রবর্ণ মৃত্তিকা ও তাহার নিম্নে কুলত্থকলাইর ন্যায় প্রস্তর দৃষ্ট

হইবে। ইহার নীচে মাহেন্দ্রী নামক জলবাহি শিরা হইতে নিরন্তর ফেনযুক্ত জল বাহির হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

বল্মীকঃ স্নিগ্ধো দক্ষিণেন তিলকস্য সকুশদূর্ব্বশ্চেৎ।
পুরুষৈঃ পঞ্চভিরম্ভো দিশি বারুণ্যাং শিরা পূর্ব্বা॥ ৩৭॥

তিলকবৃক্ষের দক্ষিণদিকে কুশ ও দূর্ব্বাযুক্ত আর্দ্র বল্মীক দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষের পশ্চিমে পাঁচহাত ভূমি দূরে পাঁচ পুরুষের নীচে পূর্ব্বদিকে জলশিরা আছে বলিয়া জানিবে॥ ৩৭॥

সর্পাবাসঃ পশ্চাদ্ যদা কদম্বস্য দক্ষিণেন জলম্।
পরতো হস্তত্রিতয়াৎ ষড্‌ভিঃ পুরুষৈস্তুরীয়োনৈঃ॥ ৩৮॥

কদম্ববৃক্ষের নীচে যদি সর্পের বাসা দেখা যায় তাহাহইলে ঐবৃক্ষের দক্ষিণে তিনহাত দূরে পৌনেছয় পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৩৮॥

কৌবেরী চাত্র শিরা বহতি জলং লোহগন্ধিঃ চাক্ষোভ্যম্।
কনকনিভো মণ্ডূকো নরমাত্রে মৃত্তিকা পীতা॥ ৩৯॥

ইহার উত্তরে জলবাহিনী শিরা প্রবাহিত হয় এবং জল হইতে লৌহের গন্ধ আসিয়া থাকে, আর জল নিশ্চল থাকে পরন্তু এক পুরুষ নীচে সুবর্ণসদৃশ ভেক ও পীতবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

বল্মীকসংবৃতো যদি তালো বা ভবতি নালিকেরঃ।
পশ্চাৎ ষড়্‌ভির্হস্তৈর্নরৈশ্চতুর্ভিঃ শিরা যাম্যা॥ ৪০॥

যদি তাল বা নারিকেল বৃক্ষ বল্মীকদ্বারা বেষ্টিত থাকে তাহাহইলে ঐবৃক্ষের পশ্চিমে ছয়হাত দূরে চারিপুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৪০॥

যাম্যেন কপিত্থস্যাহিসংশ্রয়শ্চেদুদগ্‌জলং বাচ্যম্।
সপ্ত পরিত্যজ্য করান্ খাত্বা পুরুষান্ জলং পঞ্চ॥ ৪১॥

কপিত্থের অর্থাৎ কদ্‌বেলবৃক্ষের দক্ষিণে সর্পের গর্ত্ত থাকিলে ঐবৃক্ষের উত্তরে সাতহাত পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৪১॥

কর্ব্বুরকোঽহিঃ পুরুষে কৃষ্ণা মৃৎপুটভিদপি চ পাষাণঃ।
শ্বেতা মৃৎ পশ্চিমতঃ শিরা ততশ্চোত্তরা ভবতি॥ ৪২॥

খননকালে একপুরুষ নীচে চিত্রবর্ণ সর্প, তাহার নিম্নে কালমাটী, তাহার নিম্নে পুটভেদপ্রস্তর ও ইহার পশ্চিমে শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা আর ইহার উত্তরে জলবাহিনীশিরা আছে বলিয়া জানিবে॥ ৪২॥

অশ্মন্তকস্য বামে বদরী বা দৃশ্যতেঽহিনিলয়ো বা।
ষড়্‌ভিরুদক্ তস্য করৈঃ সার্দ্ধে পুরুষত্রয়ে তোয়ম্॥ ৪৩॥

অশ্মন্তকবৃক্ষের উত্তরে বদরীবৃক্ষ বা সর্পের বাসা থাকিলে ঐবৃক্ষের উত্তরে ছয়হাত দূরে সাড়ে তিন পুরুষ নীচে জল থাকিবে॥ ৪৩॥

কূর্ম্মঃ প্রথমে পুরুষে পাষাণো ধূসরঃ সসিকতা মৃৎ।
আদৌ শিরা চ যাম্যা পূর্ব্বোত্তরতো দ্বিতীয়া চ॥ ৪৪॥

খননকালে প্রথম এক পুরুষ খনন করিলে কচ্ছপ দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে ধূসরবর্ণ প্রস্তর, ইহার পর বালিমাটী দৃষ্ট হইবে, ইহারই দক্ষিণে জলবাহিনী শিরা থাকিবে, আর ইহার পর ঈশানকোণেও জলশিরা থাকিবে॥ ৪৪॥

বামেন হরিদ্রতরোর্ব্বল্মীকশ্চেত্ততো জলং পূর্ব্বে।
হস্তত্রিতয়ে পুরুষৈঃ সত্র্যংশৈঃ পঞ্চভির্ভবতি॥ ৪৫॥

হরিদ্রাবৃক্ষের বামদিকে বল্মীক দৃষ্ট হইলে উহার পূর্ব্বদিকে তিনহাত দূরে পৌনেছয় পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৪৫॥

নীলো ভুজগঃ পুরুষে মৃৎপীতা মরকতোপমশ্চাশ্মা।
কৃষ্ণা ভূঃ প্রথমং বারুণী শিরা দক্ষিণেনান্যা॥ ৪৬॥

খননকালে এক পুরুষ নীচে নীলবর্ণ সর্প দৃষ্ট হইবে, পরে পীতবর্ণ মৃত্তিকা, তাহার নীচে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা, ও ইহার পশ্চিমে জলবাহিনীশিরা, আর উহার দক্ষিণেও জলবাহিনীশিরা আছে বলিয়া জানিবে॥ ৪৬॥

জলপরিহীনে দেশে দৃশ্যন্তেঽনূপজানি চিহ্নানি।
বীরণদূর্ব্বা মৃদবশ্চ যত্র তস্মিন্ জলং পুরুষে॥ ৪৭॥

জলশূন্য দেশে যদি কালবীরণ (বিন্না) বা দূর্ব্বাপ্রভৃতি জলীয় ঘাস দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে ঐস্থানের একপুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া বলিবে॥ ৪৭॥

ভার্গী ত্রিবৃতা দন্তী শূকরপাদী চ লক্ষ্মণা চৈব।
নবমালিকা চ হস্তদ্বয়েঽম্বু যাম্যে ত্রিভিঃ পুরুষৈঃ॥৪৮॥

বামনহাটী (বামবষ্টি), তেউরিয়া, দন্তী, শূকরপাদী (বরাহক্রান্তা), লক্ষ্মণা এবং নবমল্লিকা এই সকল বৃক্ষ যেখানে থাকিবে তাহার দক্ষিণে দুই হাত তিন পুরুষ নীচে জল আছে ইহা বলিবে॥ ৪৮॥

স্নিগ্ধাঃ প্রলম্বশাখা বামনবিটপদ্রুমাঃ সমীপজলাঃ।
সুষিরা জর্জ্জরপত্রা রূক্ষাশ্চ জলেন সন্ত্যক্তাঃ॥ ৪৯॥

স্নিগ্ধ, লম্বিত শাখাযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতিবিশিষ্ট বৃক্ষসকল যেস্থানে আছে তাহার নিম্নে সন্নিকটেই জল আছে জানিবে, আর যে স্থানে ছিদ্রযুক্ত, শুষ্কপত্রবিশিষ্ট ও রূক্ষ বৃক্ষসকল আছে তাহার নিম্নে জলশিরা নাহি বলিয়া জানিবে॥ ৪৯॥

তিলকাম্রাতকবরুণকভল্লাতকবিল্বতিন্দুকাঙ্কোল্লাঃ।
পিণ্ডারশিরীষাঞ্জনপরূষকা বঞ্জুলাতিবলাঃ॥ এতে যদি সুস্নিগ্ধা
বল্মীকৈঃ পরিবৃতাস্ততস্তোয়ম্। হস্তৈস্ত্রিভিরুত্তরতশ্চতুর্ভিরর্দ্ধেন চ নরস্য॥ ৫০—৫১॥

তিল, আম্র, বন্না, ভেলা, বিল্ব, গাব, ওকড়া, পিণ্ডার, শিরীষ, অঞ্জন, পরুষক, বঞ্জুল, (অশোক) ও গোরক্ষচাউলা এই সকল বৃক্ষ যদি স্নিগ্ধ ও বল্মীকদ্বারা বেষ্টিত হয় তাহাহইলে ঐসকল বৃক্ষের উত্তরে তিন হাত দূরে সাড়ে চারি পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৫০—৫১॥

অতৃণে সতৃণা যস্মিন্ সতৃণে তৃণবর্জ্জিতা মহী যত্র।
তস্মিন্ শিরা প্রদিষ্টা বক্তব্যং বা ধনং তস্মিন্॥ ৫২॥

যে ভূমিতে তৃণ উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে যদি তৃণ উৎপন্ন না হয়, আর যে ভূমিতে তৃণ জন্মিতে পারে না তাহাতে যদি তৃণ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে জানিবে যে উহার নীচে জল বা ধন আছে, কিন্তু উহা সাড়ে চারি পুরুষ নীচে আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৫২ ॥

কণ্টক্যকণ্টকানাং ব্যত্যাসেঽম্ভস্ত্রিভিঃ করৈঃ পশ্চাৎ।
খাত্বা পুরুষত্রিতয়ং ত্রিভাগযুক্তং ধনং বা স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

পলাশাদি অকণ্টকবৃক্ষ যদি কণ্টকযুক্ত হয় এবং খদিরাদিকণ্টকীবৃক্ষ যদি কণ্টকশূন্য হয়, তাহাহইলে ঐবৃক্ষের পশ্চিমে তিনহাত দূরে পৌনে চারি পুরুষ নিম্নে জল বা ধন আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৫৩ ॥

নদতি মহী গম্ভীরং যস্মিংশ্চরণাহতা জলং তস্মিন্।
সার্দ্ধৈস্ত্রিভির্মনুষ্যৈঃ কৌবেরী তত্র চ শিরা স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

পাদদ্বারা আঘাত করিলে যদি ভূমিতে গম্ভীর শব্দ হয় তাহাহইলে ঐ ভূমির সাড়ে তিন পুরুষ নীচে জলবাহিনীশিরা আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৫৪ ॥

বৃক্ষস্যৈকা শাখা যদি বিনতা ভবতি পাণ্ডুরা বা স্যাৎ।
বিজ্ঞাতব্যং শাখাতলে জলং ত্রিপুরুষং খাত্বা ॥ ৫৫ ॥

যদি বৃক্ষের কোন এক শাখা অবনত বা পাণ্ডুরবর্ণ হয় তাহাহইলে ঐ শাখার নিম্নে তিন পুরুষ খনন করিলে জলবাহিনীশিরা পাওয়া যাইবে ॥ ৫৫ ॥

ফলকুসুমবিকারো যস্য তস্য পূর্ব্বে শিরা ত্রিভির্হস্তৈঃ।
ভবতি পুরুষৈশ্চতুর্ভিঃ পাষাণোঽধঃক্ষিতিঃ পীতা ॥৫৬॥

যে বৃক্ষের ফল বা পুষ্প বিকৃত হয় অর্থাৎ অন্যবৃক্ষের ফল বা পুষ্পের ন্যায় হয় সেই বৃক্ষের পূর্ব্বদিকে তিনহাত দূরে চারি পুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে। ইহার চিহ্ন এই যে, খননকালে নিম্নে প্রস্তর এবং পীতবর্ণ ভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

যদি কণ্টকারিকা কণ্টকৈর্ব্বিনা দৃশ্যতে সিতৈঃ কুসুমৈঃ।
তস্যাস্তলেঽম্বু বাচ্যং ত্রিভির্নরৈরর্দ্ধপুরুষে চ ॥ ৫৭ ॥

যদি কণ্টকারীবৃক্ষ কণ্টকরহিত হয় ও পুষ্প শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ বৃক্ষের সাড়েতিন পুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৫৭ ॥

খর্জ্জুরী দ্বিশিরস্কা যত্র ভবেজ্জলবিবর্জ্জিতে দেশে।
তস্যাঃ পশ্চিমভাগে নির্দ্দেশ্যং ত্রিপুরুষে বারি ॥ ৫৮ ॥

স্বাভাবিক জলশূন্য স্থানে যদি দুই মস্তকবিশিষ্ট খেজুরবৃক্ষ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ বৃক্ষের দুই হাত পশ্চিমে তিন পুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৫৮ ॥

যদি ভবতি কর্ণিকারঃ সিতকুসুমঃ স্যাৎ পলাশবৃক্ষো বা।
সব্যেন তত্র হস্তদ্বয়েঽম্বু পুরুষত্রয়ে ভবতি ॥ ৫৯ ॥

কর্ণিকার ও পলাশ এই উভয় বৃক্ষে শ্বেতবর্ণ পুষ্প দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের দক্ষিণে দুই হাত দূরে তিন পুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া বলিবে ॥ ৫৯ ॥

উষ্মা যস্যাং ধাত্র্যাং ধূমো বা তত্র বারি নরযুগ্মে।
নির্দ্দেষ্টব্যা চ শিরা মহতা তোয়প্রবাহেণ ॥ ৬০ ॥

উষ্মা ও ধূমযুক্তা ভূমির দুই পুরুষ নিম্নে মহৎ জলস্রোতবিশিষ্ট শিরা আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৬০ ॥

যস্মিন্ ক্ষেত্রোদ্দেশে জাতং শস্যং বিনাশমুপযাতি।
স্নিগ্ধমতিপাণ্ডুরং বা মহাশিরা নরযুগ্মে তত্র ॥ ৬১ ॥

যে ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় অথবা স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুরবর্ণ শস্য উৎপন্ন হয় সেই ক্ষেত্রে দুইপুরুষ নিম্নে প্রধানজলবাহিনীশিরা আছে বলিবে ॥ ৬১ ॥

মরুদেশে ভবতি শিরা যথা তথাতঃপরং প্রবক্ষ্যামি।
গ্রীবা করভাণামিব ভূতলসংস্থাঃ শিরা যান্তি ॥ ৬২ ॥

মরুভূমির অর্থাৎ জলরহিতদেশের শিরার বিষয় বলা যাইতেছে, মরুভূমির জলশিরা উষ্ট্রগ্রীবার প্রমাণ ভূমির নিম্নে প্রবাহিতা হয় অর্থাৎ অধিক নিম্নে জলবাহিনীশিরা থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বোত্তরেণ পীলোর্যদি বল্মীকো জলং ভবতি পশ্চাৎ।
উত্তরগমনা চ শিরা বিজ্ঞেয়া পঞ্চভিঃ পুরুষৈঃ ॥ ৬৩ ॥

পিলুবৃক্ষের ঈশানকোণে যদি বল্মীক থাকে তাহাহইলে ঐ বৃক্ষের পশ্চিমে সাড়ে চারি হাত দূরে পাঁচপুরুষ নিম্নে উত্তরদিকে জলবাহিনী শিরা আছে জানিবে ॥ ৬৩ ॥

চিহ্নং দর্দুর আদৌ মৃৎকপিলাতঃপরং ভবেদ্ধরিতা।
ভবতি চ পুরুষেঽধোঽশ্মা তস্য তলে বারি নির্দ্দেশ্যম্ ॥৬৪॥

খননকালে প্রথম এক পুরুষ নিম্নে ভেক, তাহার নিম্নে কপিলবর্ণ মৃত্তিকা, তাহার নিম্নে হরিতবর্ণ মৃত্তিকা, ইহার অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে প্রস্তর, তাহার নিম্নে জলবাহিনীশিরা প্রবাহিতা হয় ॥ ৬৪ ॥

পীলোরেব প্রাচ্যাং বল্মীকোঽতোঽর্দ্ধপঞ্চমৈর্হস্তৈঃ।
দিশি যাম্যায়াং তোয়ং বক্তব্যং সপ্তভিঃ পুরুষৈঃ ॥ ৬৫ ॥

পিলুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি বল্মীক দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ বৃক্ষের দক্ষিণে সাড়ে পাঁচ হাত দূরে সাত পুরুষ নিম্নে জল আছে জানিবে ॥৬৫॥

প্রথমে পুরুষে ভুজগঃ সিতাসিতো হস্তমাত্রমূর্ত্তিশ্চ।
দক্ষিণতো বহতি শিরা সক্ষারং ভূরিপানীয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

খননকালে একপুরুষ নিম্নে কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট লম্বা একহস্ত পরিমিত একটী সর্প দৃষ্ট হইবে, তাহার নিম্নে দক্ষিণদিকে জলশিরা আছে, এই জল ক্ষাররসযুক্ত ও পরিমাণে অধিক বলিয়া জানিবে ॥ ৬৬ ॥

উত্তরতশ্চ করীরাদহিনিলয়ে দক্ষিণে জলং স্বাদু।
দশভিঃ পুরুষৈর্জ্ঞেয়ং পুরুষে পীতোঽত্র মণ্ডূকঃ ॥৬৭॥

করীর বৃক্ষের উত্তরে সর্পের বাসা দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষের দক্ষিণদিকে

সাড়েচারি হাত দূরে দশপুরুষ নিম্নে মিষ্টজল আছে জানিবে, ইহার চিহ্ন এই যে খনিত হইলে পীতবর্ণ ভেক দৃষ্ট হইবে॥ ৬৭॥

রোহীতকস্য পশ্চাদহিবাসশ্চেৎত্রিভিঃ করৈর্যাম্যে।
দ্বাদশপুরুষান্ খাত্বা সক্ষারা পশ্চিমেন শিরা॥ ৬৮॥

রোহিতকবৃক্ষের পশ্চিমে সর্পের গর্ত্ত দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষের দক্ষিণে তিন হাত দূরে বারপুরুষ নিম্নে পশ্চিমে ক্ষারজলের শিরা আছে বলিয়া জানিবে॥ ৬৮॥

ইন্দ্রতরোর্ব্বল্মীকঃ প্রাগ্‌দৃশ্যঃ পশ্চিমে শিরা হস্তে।
খাত্বা চতুর্দ্দশনরান্ কপিলা গোধা নরে প্রথমে॥ ৬৯॥

ইন্দ্রবৃক্ষের অর্থাৎ অর্জ্জুন বা দেবদারুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে বল্মীক দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষের পশ্চিমে একহাত দূরে চৌদ্দপুরুষ নিম্নে জলের শিরা আছে বলিয়া জানিবে। ইহার চিহ্ন এই যে একপুরুষ নিম্নে কপিলবর্ণ গোসাপ দৃষ্ট হইবে॥ ৬৯॥

যদি বা সুবর্ণনাম্নস্তরোর্ভবেদ্বামতো ভুজঙ্গগৃহম্।
হস্তদ্বয়ে তু যাম্যে পঞ্চদশনরাবসানেঽম্বু॥ ৭০॥

সুবর্ণ অর্থাৎ নাগকেশর নামক বৃক্ষের বামদিকে সর্পের বাসা দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষের দুইহাত দূরে দক্ষিণে পনরপুরুষ নিম্নে ক্ষারজল আছে॥ ৭০॥

ক্ষারং পয়োঽত্র নকুলোঽর্দ্ধমানবে তাম্রসন্নিভশ্চাশ্মা।
রক্তা চ ভবতি বসুধা বহতি শিরা দক্ষিণা তত্র॥ ৭১॥

ইহার চিহ্ন এই যে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে নকুল, উহার নিম্নে তাম্রবর্ণ প্রস্তর ও তাহার নিম্নে লালবর্ণ মৃত্তিকা, ইহার দক্ষিণদিকে জলবহা শিরা আছে বলিয়া জানিবে॥ ৭১॥

বদরীরোহিতবৃক্ষৌ সংপৃক্তৌ চেদ্বিনাপি বল্মীকম্।
হস্তত্রয়েঽম্বু পশ্চাৎ ষোড়শভির্ম্মানবৈর্ভবতি॥ ৭২॥

বদরী ও রোহিতকবৃক্ষদ্বয় যদি বল্মীক ভিন্নও একত্রিত দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ বৃক্ষের পশ্চিমে তিনহাত দূরে ষোড়শপুরুষ নিম্নে জল আছে জানিবে॥ ৭২॥

সুরসং জলমাদৌ দক্ষিণা শিরা বহতি চোত্তরেণান্যা।
পিষ্টনিভঃ পাষাণো মৃচ্ছ্বেতা বৃশ্চিকোঽর্দ্ধনরে॥ ৭৩॥

ইহার চিহ্ন এই যে, প্রথম একপুরুষ খনন হইলে পশ্চিমদিকে মিষ্টজল, ইহার উত্তরে দ্বিতীয় জলশিরা আছে। তাহার নিম্নে পিষ্টকবর্ণসদৃশ প্রস্তর, তাহার নিম্নে শ্বেতমৃত্তিকা ইহার অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে বৃশ্চিক দৃষ্ট হইবে॥ ৭৩॥

সকরীরা চেদ্বদরী ত্রিভিঃ করৈঃ পশ্চিমেন তত্রাম্ভঃ।
অষ্টাদশভিঃ পুরুষৈরৈশানী বহুজলা চ শিরা॥ ৭৪॥

বদরী ও করীর বৃক্ষ একত্রে মিলিত দৃষ্ট হইলে উহার পশ্চিমে তিন হাত দূরে অষ্টাদশপুরুষ নিম্নে ঈশানকোণে অধিকপরিমাণ জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৭৪॥

পীলুসমেতা বদরী হস্তত্রয়সম্মিতে দিশি প্রাচ্যাম্।
বিংশত্যা পুরুষাণামশোষ্যমম্ভোঽত্র সক্ষারম্॥ ৭৫॥

পিলু ও বদরীবৃক্ষ একত্রে মিলিত দৃষ্ট হইলে উহার পূর্ব্বদিকে তিনহাত দূরে বিংশতিপুরুষ নিম্নে ক্ষারজল অধিকপরিমাণে আছে বলিয়া জানিবে॥ ৭৫॥

ককুভকরীরাবেকত্র সংযুতৌ যত্র ককুভবিল্বৌ বা।
হস্তদ্বয়েঽম্বু পশ্চান্নরৈর্ভবেৎ পঞ্চবিংশত্যা॥ ৭৬॥

অর্জ্জুনবৃক্ষ ও করীর বৃক্ষ একত্রে দৃষ্ট হইলে অথবা অর্জ্জুন ও বিল্ববৃক্ষ একত্রে মিলিত হইলে উহার পশ্চিমে দুইহাত দূরে পঞ্চবিংশতিপুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৭৬॥

বল্মীকমূর্দ্ধনি যদা দূর্ব্বা চ কুশাশ্চ পাণ্ডুরাঃ সন্তি।
কূপো মধ্যে দেয়ো জলমত্র নরৈকবিংশত্যা॥ ৭৭॥

যদি বল্মীকের উপর দূর্ব্বা এবং শ্বেতকুশা থাকে তাহাহইলে ঐ বল্মীক খনন করিয়া কূয়া করিলে একবিংশতি পুরুষ নিম্নে জল পাওয়া যাইবে॥ ৭৭॥

ভূমীকদম্বকযুতা বল্মীকে যত্র দৃশ্যতে দূর্ব্বা।
হস্তত্রয়েণ যাম্যে নরৈর্জ্জলং পঞ্চবিংশত্যা॥ ৭৮॥

বল্মীকমৃত্তিকার উপর ভূমিকদম্ববৃক্ষ ও দূর্ব্বা দৃষ্ট হইলে ঐ বৃক্ষের দক্ষিণদিকে তিনহাত দূরে পঞ্চবিংশতিপুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৭৮॥

বল্মীকত্রয়মধ্যে রোহীতকপাদপো যদা ভবতি।
নানাবৃক্ষৈঃ সহিতস্ত্রিভির্জ্জলং তত্র বক্তব্যম্॥ হস্তচতুষ্কে মধ্যাৎ ষোড়শভিশ্চাঙ্গুলৈরুদগ্বারি। চত্বারিংশৎপুরুষান্ খাত্বাশ্মাতঃ শিরা ভবতি॥ ৭৯—৮০॥

তিনটী রোহিতকবৃক্ষ যদি তিনটী বল্মীকের উপর, অপর তিনটী বৃক্ষের সহিত দৃষ্ট হয় তাহাহইলে উক্ত বৃক্ষের উত্তরে চারিহাত ষোল আঙ্গুল দূরে চল্লিশপুরুষ নিচে প্রস্তর ও তাহার নীচে জলবাহী শিরা আছে॥ ৭৯—৮০॥

গ্রন্থিপ্রচুরা যস্মিংশ্ছমী ভবেদুত্তরেণ বল্মীকঃ।
পশ্চাৎ পঞ্চকরান্তে শতার্দ্ধসংখ্যৈঃ সলিলম্॥ ৮১॥

বহুগ্রন্থিযুক্ত শমীবৃক্ষের উত্তরে যদি বল্মীক দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ বৃক্ষের পশ্চিমে পাঁচ হাত দূরে পঞ্চাশপুরুষ নিম্নে জল আছে জানিবে॥ ৮১॥

একস্থাঃ পঞ্চ যদা বল্মীকা মধ্যমো ভবেচ্ছ্বেতঃ।
তস্মিন্ শিরা প্রদিষ্টা নরষষ্ট্যা পঞ্চবর্জ্জিতয়া॥ ৮২॥

যদি একস্থানে পাঁচটী বল্মীক থাকে এবং ঐ পাঁচটীর মধ্যে যদি একটী বল্মীক শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে পঞ্চান্নপুরুষ নীচে জলশিরা আছে বলিয়া জানিবে॥ ৮২॥

সপলাশা যত্র শমী পশ্চিমভাগেঽম্বু মানবৈঃ ষষ্ট্যা।
অর্দ্ধনরেঽহিঃ প্রথমং সবালুকা পীতমৃৎপরতঃ॥ ৮৩॥

যদি পলাশবৃক্ষের সহিত শমীবৃক্ষ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে উহার পশ্চিমে ষাইটপুরুষ নিম্নে জল আছে জানিবে। ইহার চিহ্ন এই যে প্রথমত অর্দ্ধপুরুষ খনন হইলে সর্প, তাহার পর বালুকাযুক্ত পীতবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে ॥ ৮৩॥

বল্মীকেন পরিবৃতঃ শ্বেতো রোহীতকো ভবেদ্ যস্মিন্।
পূর্ব্বেণ হস্তমাত্রে সপ্তত্যা মানবৈরম্বু ॥ ৮৪॥

শ্বেতবর্ণ রোহিতকবৃক্ষ বল্মীকদ্বারা বেষ্টিত হইলে ঐ বৃক্ষের পূর্ব্বদিকে একহাত দূরে সত্তরপুরুষ নীচে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৮৪॥

শ্বেতা কণ্টকবহুলা যত্র শমী দক্ষিণেন তত্র পয়ঃ।
নরপঞ্চকসংযুতয়া সপ্তত্যাহির্নরার্দ্ধে চ ॥ ৮৫॥

কণ্টকযুক্ত শ্বেতশমীবৃক্ষ যেখানে থাকিবে তাহার দক্ষিণে পাঁচসত্তর পুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে। ইহার চিহ্ন এই যে খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে সর্প দৃষ্ট হইবে॥ ৮৫॥

মরুদেশে যচ্চিহ্নং ন জাঙ্গলে তৈর্জ্জলং বিনির্দ্দেশ্যম্।
জম্বূবেতসপূর্ব্বে যে পুরুষাস্তে মরৌ দ্বিগুণাঃ ॥ ৮৬॥

মরুদেশের চিহ্নদ্বারা জাঙ্গল অর্থাৎ স্বল্পজলীয়দেশের জলনাড়ীর বিষয় বলা যায় না, জম্বু ও বেতসবৃক্ষের বিষয় পূর্ব্বে যতসংখ্যক পুরুষের নিম্নে জলের বিষয় বলিয়াছি মরুদেশে তাহার দ্বিগুণ চিহ্ন বলিয়া জানিবে॥ ৮৬॥

জম্বূস্ত্রিবৃতা মূর্ব্বা শিশুমারী সারিবা শিবা শ্যামা।
বীরুধয়ো বারাহী জ্যোতিষ্মতী চ গরুড়বেগা॥ শূকরিকমাষপর্ণী ব্যাঘ্রপদাশ্চেতি যদ্যহের্নিলয়ে। বল্মীকাদুত্তরতস্ত্রিভিঃ করৈস্ত্রিপুরুষে তোয়ম্ ॥ ৮৭—৮৮॥

জম্বু (জাম), তেউরিয়া, মূর্ব্বা, শিশুমারী, অনন্তমূল, হরীতকী, শ্যামালতা, বীরুধ, বারাহী, জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী), পদ্মগুড়ূচী, শূকরিকা, মাষপর্ণী ও ব্যাঘ্রপদী এইসকল বৃক্ষ যদি বল্মীকের বা সর্পের বাসার উপরে জন্মে তাহাহইলে এইসকলের উত্তরে তিন হাত দূরে তিন পুরুষ নীচে জল আছে বলিবে। ৮৭—৮৮॥

এতদানূপে বাচ্যং জাঙ্গলভূমৌ তু পঞ্চভিঃ পুরুষৈঃ।
এতৈরেব নিমিত্তৈর্ম্মরুদেশে সপ্তভিঃ কথয়েৎ ॥ ৮৯॥

আনূপদেশের লক্ষণ যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বল্পোদক অর্থাৎ অল্পজলীয়দেশে উহা হইতে পাঁচপুরুষ নীচে জল বলিবে, আর মরুদেশে সাতপুরুষ নীচে জল বলিবে। ৮৯॥

একনিভা যত্র মহী তৃণতরুবল্মীকগুল্মপরিহীনা।
তস্যাং যত্র বিকারো ভবতি ধরিত্র্যাং জলং তত্র ॥ ৯০॥

যেস্থানে একবর্ণের মাটী ও যেস্থানে তৃণ, বৃক্ষ, বল্মীক এবং গুল্ম প্রভৃতি জন্মে না এইরূপ স্থানের নীচে অপর রঙ্গের মাটী দৃষ্ট হইবে এবং ইহারই নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে। ৯০॥

যত্র স্নিগ্ধা নিম্না সবালুকা সানুনাদিনী বা স্যাৎ।
তত্রার্দ্ধপঞ্চমৈর্ব্বারি মানবৈঃ পঞ্চভির্যদি বা ॥ ৯১॥

যেস্থান স্নিগ্ধ, নিম্ন ও বালুকাযুক্ত এবং সশব্দ এইরূপ ভূমির সাড়েপাঁচপুরুষ বা পাঁচপুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৯১॥

স্নিগ্ধতরূণাং যাম্যে নরৈশ্চতুর্ভির্জ্জলং প্রভূতঞ্চ।
তরুগহনেঽপি হি বিকৃতো যস্তস্মাত্তদ্বদেব বদেৎ ॥৯২॥

স্নিগ্ধবৃক্ষের দক্ষিণে চারিপুরুষ নীচে অধিক জল আছে বলিয়া জানিবে। আর যেস্থানে বহুপরিমাণ বৃক্ষ পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে তাহারও দক্ষিণে চারিপুরুষ নীচে জল আছে বলিবে॥ ৯২॥

নমতে যত্র ধরিত্রী সার্দ্ধে পুরুষেঽম্বু জাঙ্গলানূপে।
কীটা বা যত্র বিনালয়েন বহবোঽম্বু তত্রাপি ॥ ৯৩॥

যেস্থান পাদবিক্ষেপে দোলিত হয় সেইরূপ স্থান জলীয় বা মরু হইলেও তাহার দেড়পুরুষ নিম্নে জল আছে বলিবে। আর গৃহাদি ভিন্ন যেস্থানে বহুতর কীটাদি দৃষ্ট হইবে তাহারও দেড়পুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৯৩॥

উষ্ণা শীতা চ মহী শীতোষ্ণাম্ভস্ত্রিভির্নরৈঃ সার্দ্ধৈঃ।
ইন্দ্রধনুর্ম্মৎস্যো বা বল্মীকো বা চতুর্হস্তাৎ ॥ ৯৪॥

সমস্ত উষ্ণভূমির মধ্যে যদি কোন ভূমি শীতল হয় তাহাহইলে ঐ শীতল ভূমির সাড়ে তিনপুরুষ নীচে জল আছে জানিবে। অথবা যদি সমস্ত শীতলভূমির মধ্যে কোন ভূমি উষ্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ উষ্ণ ভূমির সাড়ে তিনপুরুষ নিম্নে জল আছে জানিবে। কিংবা যেস্থানে সূর্য্যের কিরণ পতিত হওয়ায় ইন্দ্রধনু বা মৎস্যাকৃতি কিংবা বল্মীক দৃষ্ট হয় সেই স্থান জলীয়ভূমি বা মরুভূমিই হউক উহার চারিহাত দূরে জল আছে বলিয়া জানিবে॥ ৯৪॥

বল্মীকানাং পঙ্‌ক্ত্যাং যদ্যেকোঽভ্যুচ্ছ্রিতঃ শিরা তদধঃ।
শুষ্যতি ন রোহতে বা শস্যং যস্যাঞ্চ তত্রাম্ভঃ ॥ ৯৫॥

যদি বল্মীকশ্রেণীর মধ্যে কোন একটী বল্মীক সকলগুলি হইতে উচ্চ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ সর্ব্বোচ্চটীর চারিহাত দূরে জল আছে জানিবে। আর যেস্থানের শস্যাদি শুষ্ক হইয়া যায় বা যেস্থানে শস্যাদি জন্মে না তাহার চারিহাত দূরে জল আছে জানিবে॥ ৯৫॥

ন্যগ্রোধপলাশোডুম্বরৈঃ সমেতৈস্ত্রিভির্জলং তদধঃ।
বটপিপ্পলসমবায়ে তদ্বদ্বাচ্যং শিরা চোদক্ ॥ ৯৬॥

যেস্থানে বট, পলাশ ও যজ্ঞডুমুর এই তিনজাতীয় বৃক্ষ একত্রে জন্মে তাহার নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে। আর বট ও পিপ্পলবৃক্ষ একত্র সম্মিলিতভাবে জন্মিলে উহার উত্তরেও চারিহাত দূরে জল আছে বলিবে। ৯৬॥

আগ্নেয়ে যদি কোণে গ্রামস্য পুরস্য বা ভবতি কূপঃ।
নিত্যং স করোতি ভয়ং দাহঞ্চ সমানুষং প্রায়ঃ ॥ ৯৭॥

গ্রামের অথবা বাটীর অগ্নিকোণে যদি কূপ অর্থাৎ জলাশয় থাকে তাহাহইলে ঐ কূপ হইতে নিত্য ভয় উৎপাদন হয় ও প্রায়ই মানবের দাহ জন্মাইয়া থাকে॥৯৭॥

নৈর্ঋতকোণে বালক্ষয়ং বনিতাভয়ঞ্চ বায়ব্যে।
দিক্ত্রয়মেতত্ত্যক্ত্বা শেষাস্থ শুভাবহাঃ কূপাঃ ॥ ৯৮ ॥

নৈর্ঋৎকোণে কূপ থাকিলে বালকক্ষয়, বায়ুকোণে কূপ থাকিলে স্ত্রীভয় হইয়া থাকে, এই তিনদিক্ ব্যতীত অপর দিকে কূপ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

সারস্বতেন মুনিনা দগার্গলং যৎকৃতং তদবলোক্য।
আর্য্যাভিঃ কৃতমেতদ্বৃত্তৈরপি মানবং বক্ষ্যে ॥ ৯৯ ॥

সারস্বতমুনি যে দগার্গল বলিয়াছেন আমি ঐ দগার্গল আর্য্যাছন্দে বলিলাম, এইক্ষণ মনুকৃতদগার্গলবৃত্তছন্দে বলিতেছি ॥ ৯৯ ॥

স্নিগ্ধাঃ যতঃ পাদপগুল্মবল্ল্যো নিশ্ছিদ্রপত্রাশ্চ ততঃ শিরাস্তি। পদ্মক্ষুরোশীরকুলাঃ সগুণ্ড্রাঃ কাশাঃ কুশা বা নলিকানলো বা ॥ ১০০ ॥

যে স্থলের বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসকল স্নিগ্ধ এবং যেস্থানের বৃক্ষের পত্রসকল ছিদ্ররহিত সেই স্থানের তিনপুরুষ নিম্নে জল আছে ব[illegible] জানিবে। আর যেস্থানে স্থলপদ্ম, গোক্ষুর, বেণারগাছ, বদরিবৃক্ষ, কুশা, কাশা এবং নলিকা ও নলগাছ দৃষ্ট হয় তাহারও তিনপুরুষ নিম্নে জল আছে ॥ ১০০ ॥

খর্জুরজম্ব্বর্জ্জুনবেতসাঃ স্যুঃ ক্ষীরান্বিতা বা দ্রুমগুল্মবল্ল্যঃ। ছত্রেভনাগাঃ শতপত্রনীপাঃ স্যুর্নক্তমালাশ্চ সসিন্ধুবারাঃ॥ বিভীতকো বা মদয়ন্তিকা বা যত্রাস্তি তস্মিন্ পুরুষত্রয়েঽম্ভঃ। স্যাৎ পর্ব্বতস্যোপরি পর্ব্বতোঽন্যস্তত্রাপি মূলে পুরুষত্রয়েঽম্ভঃ ॥ ১০১—১০২ ॥

যেস্থানে খেজুর, জাম, অর্জ্জুন, বেত, ক্ষীরিবৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী (লতা), ছত্র (সুগন্ধি তৃণবিশেষ), ইভ, নাগকেশর, পদ্ম, করঞ্জ, নিসিন্দা, বহেড়া ও মদয়ন্তিকা এই সকল বৃক্ষ আছে সেই স্থানের তিনপুরুষ নিম্নে জল আছে। আর যে স্থানে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত দৃষ্ট হয় তাহার মূলদেশে তিনপুরুষ নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১০১—১০২ ॥

যা মৌঞ্জকৈঃ কাশকুশৈশ্চ যুক্তা নীলা চ মৃদ্ যত্র সশর্করা চ। তস্যাং প্রভূতং সুরসঞ্চ তোয়ং কৃষ্ণাথবা যত্র চ রক্তমৃদ্বা ॥ ১০৩ ॥

যে ভূমি মুঞ্জ, কাশ ও কুশ, এই তিনপ্রকার তৃণের যে কোন একপ্রকার তৃণযুক্ত ও যে ভূমি নীলবর্ণ ও বালুকাযুক্ত এবং যে ভূমি কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ মৃত্তিকাযুক্ত সেই ভূমির মধ্যে বহুতর সুস্বাদু জল আছে ॥ ১০৩ ॥

সশর্করা তাম্রমহী কষায়ং ক্ষারং ধরিত্রী কপিলা করোতি। অপাণ্ডুরায়াং লবণং প্রদিষ্টং মিষ্টং পয়ো নীলবসুন্ধরায়াম্ ॥ ১০৪ ॥

শর্করাযুক্ত ও তাম্রবর্ণ ভূমির জল কষায়রস, কপিলবর্ণ ভূমির জল ক্ষাররস, ধূসরবর্ণ ভূমির জল লবণরস, এবং নীলবর্ণ ভূমির জল মিষ্টরস হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

শাকাশ্বকর্ণার্জ্জুনবিল্বসর্জ্জাঃ শ্রীপর্ণ্যরিষ্টাধবশিংশপাশ্চ। ছিদ্রৈশ্চ পর্ণৈর্দ্রুমগুল্মবল্ল্যো রূক্ষাশ্চ দূরেঽম্বু নিবেদয়ন্তি ॥ ১০৫ ॥

যেস্থানে শাকবৃক্ষ, অশ্বকর্ণবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ, শালবৃক্ষ, শ্রীপর্ণবৃক্ষ[illegible] নিম্ববৃক্ষ, বটবৃক্ষ এবং পলাশবৃক্ষ থাকে, আর যেস্থানে সছিদ্র পত্রযুক্তবৃ[illegible] গুল্ম ও লতা জন্মে সেই স্থানের দূরে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১০৫ ॥

সূর্য্যাগ্নিভস্মোষ্ট্রখরানুবর্ণা যা নির্জ্জলা সা বসুধা প্রদিষ্টা। রক্তাঙ্কুরাঃ ক্ষীরযুতাঃ করীরা রক্তা ধরা চেজ্জলমশ্মনোঽধঃ ॥ ১০৬ ॥

যেস্থানের ভূমির বর্ণ সূর্য্য, অগ্নি, ভস্ম, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের বর্ণের সদৃশ সেই স্থান জলশূন্য বলিয়া জানিবে। যেস্থানের করীরবৃক্ষ রক্তবর্ণপত্র ও ক্ষীরযুক্ত, আর যে ভূমী রক্তবর্ণ সেই ভূমির মধ্যে প্রস্তরের নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১০৬ ॥

বৈদূর্য্যমুদ্গাম্বুদমেচকাভা পাকোন্মুখোড়ুম্বরসন্নিভা বা। ভৃঙ্গাঞ্জনাভা কপিলাথবা যা জ্ঞেয়া শিলা ভূরিসমীপতোয়া ॥ ১০৭ ॥

যে স্থানের প্রস্তরের বর্ণ বৈদূর্য্যমণি, মুগ, মেঘ ও মেচকবর্ণসদৃশ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ বা পক্ব উড়ুম্বর ফল, কিম্বা ভ্রমর, কজ্জল বা কপিলবর্ণ সদৃশ সেই প্রস্তরের নিম্নে জল আছে বলিয়া জানিবে ॥ ১০৭ ॥

পারাবতক্ষৌদ্রঘৃতোপমা বা ক্ষৌমস্য বস্ত্রস্য চ তুল্যবর্ণা। যা সোমবল্ল্যাশ্চ সমানরূপা সাপ্যাশু তোয়ং কুরুতেঽক্ষয়ঞ্চ ॥ ১০৮ ॥

যেস্থানের প্রস্তরের বর্ণ পারাবত, মধু, ঘৃত অথবা রেশমীবস্ত্র বা সোমলতার বর্ণের ন্যায় সেই শিলার নিম্নস্থিত জল অক্ষয় বলিয়া জানিবে ॥ ১০৮ ॥

তাম্রৈঃ সমেতা পৃষতৈর্বিচিত্রৈরাপাণ্ডুভস্মোষ্ট্রখরানুরূপা। ভৃঙ্গোপমাঙ্গুষ্ঠিকপুষ্পিকা বা সূর্য্যাগ্নিবর্ণা চ শিলা বিতোয়া ॥ ১০৯ ॥

যে স্থানের প্রস্তর তাম্রবর্ণ, লালবিন্দুদ্বারা চিত্রিত, ঈষৎপাণ্ডুরবর্ণ ও ভস্ম, উষ্ট্র এবং গর্দ্দভ এই সকলের বর্ণের সদৃশ, আর ভ্রমর, অঙ্গুষ্ঠপুষ্পিকা, সূর্য্য এবং অগ্নি সদৃশ সেই প্রস্তরের নীচে জল নাই বলিয়া জানিবে ॥ ১০৯ ॥

চন্দ্রাতপস্ফটিকমৌক্তিকহেমরূপা যাশ্চেন্দ্রনীলমণিহিঙ্গুলকাঞ্জনাভাঃ। সূর্য্যোদয়াংশুহরিতালনিভাশ্চ যাঃ স্যুস্তাঃ শোভনা মুনিবচোঽত্র চ বৃত্তমেতৎ ॥ ১১০ ॥

যেস্থানের প্রস্তরের কান্তি চন্দ্রসদৃশ, বা স্ফটিক, মুক্তা, সুবর্ণ, ইন্দ্রনীলমণি, হিঙ্গুল ও কজ্জলসদৃশ অথবা সূর্য্যোদয়ের কিরণ বা হরিতাল সদৃশ সেই প্রস্তর শুভ অর্থাৎ জলযুক্ত, মুনিগণ এইরূপ বলেন ॥ ১১০ ॥

এতা হ্যভেদ্যাশ্চ শিলাঃ শিবাশ্চ যক্ষৈশ্চ নাগৈশ্চ সদাভিজুষ্টাঃ। যেষাঞ্চ রাষ্ট্রেষু ভবন্তি রাজ্ঞাং তেষামবৃষ্টির্ন ভবেৎ কদাচিৎ ॥ ১১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর সকল অভেদ্য অর্থাৎ বিদ্ধ করা যায় না এবং মঙ্গলদায়ক; আর ঐ সকল প্রস্তর সর্ব্বদা যক্ষ ও নাগলোকের নিকট থাকে, এইরূপ প্রস্তর যেরাজ্যে থাকে সেই রাজ্যে কখনই অনাবৃষ্টি হয় না ॥১১১॥

ভেদং যদা নৈতি শিলা তদানীং পালাশকাষ্ঠৈঃ সহ তিন্দুকানাম্। প্রজ্বালয়িত্বানলমগ্নিবর্ণা সুধাম্বুসিক্তা প্রবিদারমেতি ॥ ১১২ ॥

পূর্ব্বোক্ত অভেদ্য প্রস্তর সকলকে যদি তিন্দুক অর্থাৎ গাঁব এবং পলাশবৃক্ষ ইহাদের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া চুণের জলে নিক্ষেপ করা যায় হইলে উক্ত প্রস্তরসকল খণ্ডিত হইতে পারে ॥ ১১২ ॥ *

তোয়ং শৃতং মোক্ষকভস্মনা বা যৎ সপ্তকৃত্বঃ পরিষেচনং তৎ। কার্য্যং শরক্ষারযুতং শিলায়াঃ প্রস্ফোটনং বহ্নিবিতাপিতায়াঃ ॥ ১১৩ ॥

মোক্ষকবৃক্ষের ভস্ম ও জলশর তৃণের ভস্ম একত্রিত করিয়া জলদ্বারা জালদিয়া ক্বাথ প্রস্তুতকরতঃ উক্তক্বাথে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সাতবার নিঃক্ষেপ করিবে এইরূপ করিলে প্রস্তরসকল খণ্ডিত হইবে ॥ ১১৩ ॥

তক্রকাঞ্জিকসুরাঃ সকুলত্থা যোজিতানি বদরাণি চ তস্মিন্। সপ্তরাত্রমুষিতান্যভিতপ্তাং দারয়ন্তি হি শিলাং পরিষেকৈঃ ॥ ১১৪ ॥

তক্র (ঘোল), কাঞ্জী, মদ্য ও কুলথকলাই এইসকল একত্র করিয়া তহার মধ্যে উক্ত প্রস্তর সকল সাতরাত্র পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ইহাতে অভেদ্য প্রস্তর সকলও ভগ্ন হইবে ॥ ১১৪ ॥

নৈম্বং পত্রং ত্বক্ চ নালং তিলানাং সাপামার্গং তিন্দুকং স্যাদ্ গুড়ূচী। গোমূত্রেণ স্রাবিতঃ ক্ষার এষাং ষট্কৃত্বোঽতস্তাপিতো ভিদ্যতেঽশ্মা ॥ ১১৫ ॥

নিম্বের পত্র, বাকল, তিলনাল, আপাঙ্, গাঁব ও পদ্মগুড়ূচী এই সকল দ্রব্য ভস্ম করিয়া গোমূত্রের সহিত মিশাইবে, পরে উক্ত প্রস্তরসমূহ পুনঃ পুনঃ ছয় বার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে ইহাতে প্রস্তরসকল ভগ্ন হইবে ॥ ১১৫ ॥

আর্কং পয়ো হুড়বিষাণমষীসমেতং পারাবতাখুশকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ। টঙ্কস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং পশ্চাচ্ছিতস্য শিলাসু ভবেন্বিঘাতঃ ॥ ১১৬ ॥

আকন্দের আঠা, মেষশৃঙ্গভস্ম এবং পায়রা ও ইন্দুরের বিষ্ঠা এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া প্রস্তরে লেপন করিবে, পরে তদুপরি তৈল দিয়া পান দিবে, এইরূপে প্রস্তুত করিলে কষ্টিপ্রস্তরও আঘাতে ভগ্ন হইবে ॥ ১১৬ ॥

ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ। সম্যক্ ছিতং চাশ্মনি চ এতি ভঙ্গং ন চান্যলোহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্ ॥ ১১৭ ॥

কদলীবৃক্ষের ক্ষার ও ঘোল একত্র মিশ্রিত করিয়া একদিবারাত্রি রাখিয়া তৎপরদিবস উহাদ্বারা উক্ত প্রস্তরে পান দিলে সেই দৃঢ় প্রস্তর আঘাত করিলেই ভগ্ন হইবে ॥ ১১৭ ॥

পালী প্রাগপরায়তাম্বু সুচিরং ধত্তে ন যাম্যোত্তরা কল্লোলৈরবদারমেতি মরুতা সা প্রায়শঃ প্রেরিতৈঃ। তাং চেদিচ্ছতি সারদারুভিরপাং সম্পাতমাবারয়েৎ পাষাণাদিভিরেব বা প্রতিচয়ং ক্ষুণ্ণং দ্বিপাশ্বাদিভিঃ ॥ ১১৮ ॥

জল রাখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে যে বান্ধ দেওয়া যায় তাহাকে পালী বলে, উক্ত পালী যদি পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকপর্য্যন্ত হয় তাহাহইলে উহাতে অধিকদিন জল থাকে, আর যদি দক্ষিণ দিকে পালী হয় তাহাহইলে উহাতে জল অধিকদিন থাকে না, কারণ তরঙ্গের আঘাতে উক্ত বান্ধ ভগ্ন হইয়া থাকে, যদি উক্ত পালী উত্তমরূপ করিবার অভিলাষ হয় তবে ঐপালীর যে দিকে তরঙ্গ থাকে সেই দিক্ কাষ্ঠদ্বারা বা প্রস্তরদ্বারা দৃঢ়রূপে বান্ধ দিবে এং যে স্থান দিয়া জল পতন হইবে সেইস্থান ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত করিবে। আর ঐ পালী হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষপ্রভৃতিদ্বারা মর্দ্দন করাইয়া পালীর দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবে ॥ ১১৮ ॥

ককুভবটাম্রপ্লক্ষকদম্বৈঃ সনিচুলজম্বুবেতসনীপৈঃ।
কুরুবকতালাশোকমধূকৈর্ব্বকুলবিমিশ্রৈশ্চাবৃততীরাম্ ॥ ১১৯

উক্ত পালীর অর্থাৎ বান্ধের চতুর্দ্দিকে অর্জ্জুনবৃক্ষ, বট, আম্র, প্লক্ষ (পাকুড়), কদম্ব, নিম্ব, জাম, বেত্র, তাল, অশোক, মউয়া এবং বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিবে ॥ ১১৯ ॥

দ্বারঞ্চ নৈর্ব্বাহিকমেকদেশে কার্য্যং শিলাসঞ্চিতবারিমার্গম্। কোশস্থিতং নির্ব্বিবরং কপাটং কৃত্বা ততঃ পাংশুভিরাবপেত্তম্ ॥ ১২০ ॥

উক্ত পালী হইতে জলনির্গমনের নিমিত্ত প্রস্তরদ্বারা একটী পথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত পথের দ্বারদেশে ছিদ্ররহিত কপাট প্রস্তুত করিয়া দিবে, পরে উহাহইতে যাহাতে জলনির্গম না হইতে পারে তজ্জন্য ঐ কপাটের পশ্চাদ্ভাগ মাটীদ্বারা লেপ দিবে ॥ ১২০ ॥

অঞ্জনমুস্তোশীরৈঃ সরাজকোশাতকামলকচূর্ণৈঃ।
কতকফলসমাযুক্তৈর্যোগঃ কূপে প্রদাতব্যম্ ॥ ১২১ ॥

উক্ত কূপের জল পরিষ্কারের নিমিত্ত অঞ্জন (কৃষ্ণকার্পাস), নাগরমুথা, বেণারমূল, রাজকোষাতক এবং কতকফল অর্থাৎ নির্ম্মলফল এই সকল একত্র করিয়া চূর্ণ করত কূপের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে ॥ ১২১ ॥

* কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে তিন্দুক অর্থাৎ গাঁববৃক্ষের ডালের এবং শুষ্কপত্রের অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ঐ প্রস্তর সহজে ভেদ অর্থাৎ ভগ্ন হইতে পারে।

কলুষং কটুকং লবণং বিরসং সলিলং যদি বা শুভ-গন্ধি ভবেৎ। তদনেন ভবত্যমলং সুরসং সুসুগন্ধিগুণৈ-রপরৈশ্চ যুতম্ ॥ ১২২ ॥

কূপের জল যদি কলুষ অর্থাৎ ঘোলাটিয়া, তিক্তরস, ক্ষাররস, বা অন্যরূপ বিরস ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহাহইলে উক্ত চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে জল নির্ম্মল, সুরস সুগন্ধযুক্ত ও অপরাপর উত্তম গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥১২২॥

হস্তো মঘানুরাধাপুষ্যধনিষ্ঠোত্তরাণি রোহিণ্যঃ।
শতভিষগিত্যারম্ভে কূপানাং শস্যতে ভগণঃ ॥ ১২৩ ॥

হস্তা, মঘা, অনুরাধা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী ও শতভিষা, এই সকল নক্ষত্রে কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিবে, অর্থাৎ কূপ-খননবিষয়ে এইসকল নক্ষত্র প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১২৩ ॥

কৃত্বা বরুণস্য বলিং বটবেতসকীলকং শিরাস্থানে।
কুসুমৈর্গন্ধৈর্ধূপৈঃ সম্পূজ্য নিধাপয়েৎ প্রথমম্ ॥ ১২৪ ॥

অনন্তর পুষ্প, গন্ধ ও ধূপাদিদ্বারা বরুণদেবের পূজা ও বলিপ্রদান করত যেস্থানে জলের শিরা আছে সেইস্থানে বট ও বেতের গাছ পুতিয়া রাখিবে ॥ ১২৪ ॥

মেঘোদ্ভবং প্রথমমেব ময়া প্রদিষ্টং জ্যৈষ্ঠামতীত্য বলদেবমতাদিদৃষ্ট্যা। ভৌমং দগার্গলমিদং কথিতং দ্বিতীয়ং সম্যগ্বরাহমিহিরেণ মুনিপ্রসাদাৎ ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং দগার্গলং নাম চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রথমাধ্যায়ে জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার জ্যৈষ্ঠানক্ষত্র অতীতে যে মেঘসম্বন্ধীয় জল হইয়া থাকে তাহা বলদেবের মতানুসারে বর্ণন করিয়াছি, আর এই অধ্যায়ে মুনিগণের প্রসাদে দগার্গলের বিষয় অর্থাৎ ভূমীসম্বন্ধীয় জলের বিষয় বিস্তাররূপে বলা হইল ॥ ১২৫ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদঃ।

প্রান্তচ্ছায়াবিনির্ম্মুক্তা ন মনোজ্ঞা জলাশয়াঃ।
যস্মাদতো জলপ্রান্তেষ্বারামান্ বিনিবেশয়েৎ ॥ ১ ॥

পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের চতুর্দ্দিক্ বৃক্ষাদিদ্বারা শোভিত করা কর্ত্তব্য, কারণ জলাশয় ছায়ারহিত হইলে দেখিতে মনোহর হয় না সুতরাং জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদিদ্বারা বাগান প্রস্তুত করিবে ॥ ১ ॥

মৃদ্বী ভূঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং হিতা তস্যাং তিলান্ বপেৎ।
পুষ্পিতাংস্তাংশ্চ গৃহ্নীয়াৎ কর্ম্মৈতৎ প্রথমং ভুবি ॥ ২ ॥

মৃদু অর্থাৎ কোমলভূমি সকলপ্রকার বৃক্ষেরই হিতকারক, এনিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে উক্ত ভূমিতে তিলরোপণ করিবে, পরে যখন ঐ তিলবৃক্ষে পুষ্পাদি হইয়াছে দেখিবে, তখন উহা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে, কেহ কেহ বলেন যে ঐ স্থানে ঐ তিলবৃক্ষ পচাইয়া ভূমির মাটী সার করিবে ॥ ২ ॥

অরিষ্টাশোকপুন্নাগশিরীষাঃ সপ্রিয়ঙ্গবঃ
মঙ্গল্যাঃ পূর্ব্বমারামে রোপণীয়া গৃহেষু বা ॥ ৩ ॥

নিম্ব, অশোক, পুন্নাগ, শিরীষ ও প্রিয়ঙ্গু এইসকল বৃক্ষ মঙ্গলকারক, এনিমিত্ত প্রথমেই বাগানে বা গৃহের নিকটে ঐসকল বৃক্ষ রোপণ করিবে ॥ ৩ ॥

পনসাশোককদলীজম্বূলকুচদাড়িমাঃ। দ্রাক্ষাপালীবতাশ্চৈব বীজপূরাতিমুক্তকাঃ ॥ এতে দ্রুমাঃ কাণ্ডরোপ্যা গোময়েন প্রলেপিতাঃ। মূলচ্ছেদেঽথবা স্কন্ধে রোপণীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪—৫ ॥

কাঁটাল, অশোক, কদলী, জাম, লকুচ (ডহুয়া), দাড়িম, কিস্‌মিস্, পালীবত, বীজপূর এবং অতিমুক্তক এইসকল বৃক্ষের ডাল কর্ত্তন করিয়া কর্ত্তিতস্থানে গোময় লেপনপূর্ব্বক পুতিবে, অথবা ঐ সকল বৃক্ষের কলম করিবে। অর্থাৎ কোন একটী বৃক্ষের ডাল কাটিয়া অপর একটী স্বজাতীয় বৃক্ষের ডালের সহিত সংযুক্ত করিয়া গোময় ইত্যাদিদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে, পরে যখন উহা হইতে শীকড় বাহির হইবে তখন ঐ কলম রোপণ করিবে ॥ ৪—৫ ॥

অজাতশাখাংশ্ছিশিরে জাতশাখান্ হিমাগমে।
বর্ষাগমে চ সুস্কন্ধান্ যথাদিক্ প্রতিরোপয়েৎ ॥ ৬ ॥

যে সকল বৃক্ষের ডাল হয় না সেই সকল বৃক্ষ শিশিরঋতুতে অর্থাৎ মাঘফাল্গুনে রোপণ করিবে। আর যে সকল বৃক্ষের ডাল আছে সেই সকল বৃক্ষ হেমন্তঋতুতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণপৌষে এবং যে সকল বৃক্ষের গুঁড়ি অর্থাৎ বহয় সেইসকল বৃক্ষ বর্ষাকালে রোপণ করিবে। পরন্তু ঐসকল বৃক্ষ যখন তুলিয়া লইবে বা ছেদন করিয়া লইয়া আসিবে তখন যেবৃক্ষ যেদিকে ছিল সেই বৃক্ষ সেই দিকে রোপণ করিবে ॥ ৬ ॥

ঘৃতোশীরতিলক্ষৌদ্রবিড়ঙ্গক্ষীরগোময়ৈঃ।
আমূলস্কন্ধলিপ্তানাং সংক্রামণবিরোপণম্ ॥ ৭ ॥

যদি কোন বৃক্ষ অপর দেশ হইতে আনয়ন করিয়া রোপণ করিতে হয় তাহাহইলে ঘৃত, বেণারমূল, তিল, মধু, বিড়ঙ্গ, দুগ্ধ এবং গোময় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঐ বৃক্ষের মূল হইতে শাখা (ডাল) পর্য্যন্তে লেপন করিয়া রোপণ করিবে ॥ ৭ ॥

শুচির্ভূত্বা তরোঃ পূজাং কৃত্বা স্নানানুলেপনৈঃ।
রোপয়েদ্রোপিতশ্চৈব পত্রৈস্তৈরেব জায়তে ॥ ৮ ॥

অনন্তর পবিত্র হইয়া বৃক্ষকে স্নান করাইয়া চন্দনাদি অনুলেপনদ্বারা পূজা করত বৃক্ষ রোপণ করিতে আরম্ভ করিবে, এইরূপ করিলে বৃক্ষ-

সকল পূর্ব্বপত্রের সহিতই বাঁচিয়া উঠিবে, বৃক্ষের পূর্ব্বের পত্র আর শুষ্ক হইয়া পতিত হইবে না॥ ৮॥

সায়ং প্রাতশ্চ ঘর্ম্মর্ত্তৌ শীতকালে দিনান্তরে।
বর্ষাসু চ ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা রোপিতা দ্রুমাঃ॥ ৯॥

গ্রীষ্মঋতুতে যেসকল বৃক্ষ রোপণ করিবে সেই সকল বৃক্ষে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে জলসেচন করিবে, আর হেমন্ত ও শিশিরঋতুতে যেসকল বৃক্ষ রোপণ করিবে সেই সকল বৃক্ষে একদিন অন্তর জলসেচন করিবে, বর্ষাঋতুতে যেসকল বৃক্ষ রোপণ করিবে সেই সকল বৃক্ষের মূলদেশের মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে পরে জলসিঞ্চন করিবে।

কেহ কেহ বলেন যে হেমন্ত ও শিশিরঋতুতে বৃক্ষরোপণ করিলে তাহাতে দিবার মধ্যভাগে জল-সিঞ্চন করিবে॥ ৯॥

জম্বূবেতসবানীরকদম্বোড়ুম্বরার্জ্জুনাঃ। বীজপূরকমৃদ্বীকালকুচাশ্চ সদাড়িমাঃ॥ বঞ্জুলো নক্তমালশ্চ তিলকঃ পনসস্তথা। তিমিরাম্রাতকশ্চৈব ষোড়শানূপজাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০—১১॥

জাম, বেত, পাকুর, কদম্ব, যজ্ঞডুমুর, অর্জ্জুন, বীজপূরক (বাতাপিলেবু), দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্), লকুচ (ডহুয়া), দাড়িম, আর অশোক, করঞ্জ তিল, কাঁটাল, তিমির এবং আম্‌ড়া এই ষোলটী বৃক্ষ জলের নিকটে জন্মিয়া থাকে, অতএব ইহাদিগকে জলের নিকটে রোপণ করিবে॥ ১০—১১॥

উত্তমং বিংশতির্হস্তা মধ্যমং ষোড়শান্তরম্।
স্থানাৎ স্থানান্তরং কার্য্যং বৃক্ষাণাং দ্বাদশাবরম্॥ ১২॥

যদি কোন বৃক্ষ অপর বৃক্ষের নিকটে রোপণ করিতে হয় তাহাহইলে বিংশতিহস্ত দূরে রোপণ উত্তম, ষোড়শহস্ত দূরে রোপণ মধ্যম, আর বারহস্ত অন্তর রোপণ অধম বলিয়া জানিবে॥ ১২॥

অভ্যাশজাতাস্তরবঃ সংস্পৃশন্তঃ পরস্পরম্।
মিশ্রৈর্মূলৈশ্চ ন ফলং সম্যগ্ যচ্ছন্তি পীড়িতাঃ॥ ১৩॥

বৃক্ষসকল অতিশয় নিকটে রোপিত হইলে বৃক্ষসকলের পরস্পর-সংস্পর্শ ও মূলদ্বয়ের মিশ্রণে পীড়িত হওয়ায় বৃক্ষ সকল উত্তমফল প্রদান করিতে পারে না॥ ১৩॥

শীতবাতাতপৈ রোগো জায়তে পাণ্ডুপত্রতা।
অবৃদ্ধিশ্চ প্রবালানাং শাখাশোষো রসস্রুতিঃ॥ ১৪॥

শীত, বায়ু ও রৌদ্র এইসকলের অধিক্যদ্বারা বৃক্ষসমূহের রোগ জন্মিয়া থাকে, বৃক্ষসকল রুগ্ন হইলে পত্রসকল শ্বেতবর্ণ হয়, নূতন পত্র বাহির হয় না এবং শাখাসকল শুষ্ক হয় ও বৃক্ষ হইতে রসস্রাব হইতে থাকে। এইসকল লক্ষণদ্বারা বৃক্ষসকলের রোগ-নির্ণয় করিবে॥ ১৪॥

চিকিৎসিতমথৈতেষাং শস্ত্রেণাদৌ বিশোধনম্।
বিড়ঙ্গঘৃতপঙ্কাক্তান্ সেচয়েৎ ক্ষীরবারিণা॥ ১৫॥

এইপ্রকারে রুগ্ন বৃক্ষসকলের শুষ্কপত্রাদি প্রথমত অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে পরে বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও কর্দ্দম একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বৃক্ষের সকল স্থান লেপন করিবে। আর বৃক্ষের মূলদেশে দুগ্ধ ও জলসিঞ্চন করিবে॥ ১৫॥

ফলনাশে কুলত্থৈশ্চ মাষৈর্মুদ্গৈস্তিলৈর্যবৈঃ।
শৃতশীতপয়ঃসেকঃ ফলপুষ্পাভিবৃদ্ধয়ে॥ ১৬॥

যদি বৃক্ষের ফলসকল নষ্ট হয় বা পড়িয়া যায় তাহাহইলে কুলত্থি কলাই, মাষকলাই, মুগ, তিল ও যব এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিবে, পরে যখন ইহা শীতল হইবে তখন বৃক্ষে সিঞ্চন করিবে, ইহাতে বৃক্ষের পুষ্প ও ফলবৃদ্ধি হইবে॥ ১৬॥

অবিকাজশকৃচ্চূর্ণস্যাঢ়কে দ্বে তিলাঢ়কম্। সক্তুপ্রস্থো জলদ্রোণো গোমাংসতুলয়া সহ॥ সপ্তরাত্রোষিতৈরেতৈঃ সেকঃ কার্য্যো বনস্পতেঃ। বল্লীগুল্মলতানাঞ্চ ফলপুষ্পায় সর্ব্বদা॥ ১৭—১৮॥

মেষ ও ছাগের বিষ্ঠাচূর্ণ দুই আঢ়ক * তিলের চূর্ণ এক আঢ়ক, যবচূর্ণ একপ্রস্থ, জল একদ্রোণ এবং গোমাংস একতুলা এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তরাত্র রাখিয়া দিবে, পরে ইহা যে কোনবৃক্ষে, গুল্মে বা লতা প্রভৃতিতে সিঞ্চন করিবে তাহাতেই সর্ব্বদা ফলপুষ্প জন্মিবে॥ ১৭—১৮॥

বাসরাণি দশ দুগ্ধভাবিতং বীজমাজ্যযুতহস্তযোজিতম্। গোময়েন বহুশো বিরূক্ষিতং ক্রৌড়মার্গপিশিতৈশ্চ ধূপিতম্॥ মৎস্যশূকরবসাসমন্বিতং রোপিতঞ্চ পরিকর্ম্মিতাবনৌ। ক্ষীরসংযুতজলাবসেচিতং জায়তে কুসুমযুক্তমেব তৎ॥ ১৯—২০॥

দশদিবস পর্য্যন্ত বৃক্ষের বীজ দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে হস্তে ঘৃত মাখাইয়া ঐ বীজ উত্তোলনকরত তাহাতে মাখাইবে, অনন্তর ঐ বীজে-গোময় মাখাইয়া শূকর ও হরিণের মাংসের ধূম দিবে, তৎপর মৎস্য ও শূকরের চর্ব্বি মাখাইয়া, ভূমি উত্তমরূপে প্রস্তুতকরত উক্ত বীজবপন করত তাহাতে দুগ্ধ ও জলসিঞ্চন করিবে। এইরূপে বীজবপণ করিলে সেই বীজ হইতে পুষ্পসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে॥ ১৯—২০॥

তিন্তিড়ীত্যপি করোতি বল্লরীং ব্রীহিমাষতিলচূর্ণশক্তুভিঃ। পূতিমাংসসহিতৈশ্চ সেচিতা ধূপিতা চ সততং হরিদ্রয়া॥ ২১॥

ধান্য, মাষকলাই, তিল ও যব এই সকলের চূর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্তমাংস এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতিশয় কঠিন তেতুল-বৃক্ষেও যদি ইহা সিঞ্চন এবং হরিদ্রাদ্বারা ধূপন করে তাহাহইলেও উহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অন্য বৃক্ষ যে অঙ্কুরিত হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?

* পাঁচ রতিতে এক মাষা, ষোলমাষায় একতোলা, চারিতোলায় একপল, চারিপলে এককুড়ব, চারিকুড়বে একপ্রস্থ, চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে একদ্রোণ, চারি দ্রোণে একমণ, চারিমণে এক খণ্ডী, একশত পলে এক তুলা, এবং কুড়িতুলায় এক ভাড়।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে তেতুলবীজে ঐরূপ জলসিঞ্চন ও হরিদ্রা-দ্বারা ধূপন করিয়া বীজ রোপণ করিলে ঐ বীজ হইতে তেতুলবৃক্ষ লতারূপে জন্মিবে ॥ ২১ ॥

কপিত্থবল্লীকরণায় মূলান্যাস্ফোতধাত্রীধববাসিকানাম্। পলাশিনীবেতসসূর্য্যবল্লীশ্যামাতিমুক্তৈঃ সহিতাষ্টমূলী ॥ ক্ষীরে শৃতে চাপ্যনয়া সুশীতে নালাশতং স্থাপ্যকপিত্থ-বীজম্। দিনে দিনে শোষিতমর্কপাদৈর্ম্মাসং বিধিস্ত্বেষ ততোঽধিরোপ্যম্ ॥ ২২—২৩ ॥

আস্ফোতা (অপরাজিতা), আমলকী, বট, বাসিকা, পলাশিনী, বেত, সূর্য্যবল্লী, শ্যামালতা ও অতিমুক্ত এই সকল বৃক্ষের মূল দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে পরে যখন উহা শীতল হইবে তখন ঐ ক্বাথের মধ্যে কপিথের বীজ নিক্ষেপ করিয়া একশত করতালি পর্য্যন্ত ঐ পাত্রে রাখিবে। অনন্তর ঐ বীজ সূর্য্যের কিরণে রাখিয়া দিবে, এইরূপ নিয়ম ত্রিশদিন করিতে হইবে। ইহার পরে ঐবীজ রোপণ করিলে উহা হইতে কপিথবৃক্ষের লতা জন্মিবে ॥ ২২—২৩ ॥

হস্তায়তং তদ্দ্বিগুণং গভীরং খাত্ব বটং প্রোক্তজলাব-পূর্ণম্। শুষ্কং প্রদগ্ধং মধুসর্পিষা তৎপ্রলেপয়েদ্ভস্মসম-ন্বিতেন ॥ চূর্ণীকৃতৈর্ম্মাষতিলৈর্যবৈশ্চ প্রপূরয়েন্মৃত্তিকয়া-ন্তরস্থৈঃ। মৎস্যামিষাম্ভঃসহিতঞ্চ হন্যাদ্ যাবদ্ ঘনত্বং সমুপা-গতং তৎ ॥ উপ্তঞ্চ বীজং চতুরঙ্গুলাধো মৎস্যাম্ভসা মাংস-জলৈশ্চ সিক্তম্। বল্লী ভবত্যাশু শুভপ্রবালা বিস্মাপনী মণ্ডপমাবৃণোতি ॥ ২৪—২৬ ॥

একহাত লম্বা একহাত প্রস্থ ও দুই হাত গভীর এইরূপ একটী গর্ত্ত খনন করিবে পরে ঐ গর্ত্ত জল ও দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করিবে, অনন্তর ঐ জল ও দুগ্ধ শুষ্ক হইলে উক্ত গর্ত্ত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, পরে মধু, ঘৃত ও ভস্ম একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্ত লেপন করিবে, অনন্তর মাষকলাই, তিল ও যব এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উহার সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া মাংস, মৎস্য ও জল এইসকলদ্বারা গর্ত্তের মধ্য পূর্ণ করিয়া তাড়ন করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাড়না করিবে। পরে ইহার চারি অঙ্গুলি নিম্নে বীজরোপণ করিবে, অনন্তর মৎস্য ও মাংসের সহিত জল ঐবীজে সিঞ্চন করিবে, এইরূপ করিলে ঐ বীজ হইতে উত্তম ও আশ্চর্য্যরূপে লতা জন্মিয়া অতিশীঘ্রই মণ্ডপকে আবরণ করিবে ॥ ২৪—২৬ ॥

শতশোঽঙ্কোল্লনসম্ভূতফলকল্কেন ভাবিতম্। এত-ত্তৈলেন বা বীজং শ্লেষ্মাতকফলেন বা ॥ বাপিতং করকো-ন্মিশ্রং মৃদি তৎক্ষণজন্মকম্। ফলভারান্বিতা শাখা ভব-তীতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

অঙ্কোলফলের রস বা তৈলদ্বারা বৃক্ষের বীজ একশতবার সিক্ত করিলে অথবা শ্লেষ্মাতকফলের রস বা তৈল একশতবার সিঞ্চন করিলে, পরে যদি ঐ বীজ কাঁকর মিশ্রিত মৃত্তিকায় রোপণ করে তাহাহইলে উক্ত বীজ হইতে তৎক্ষণাৎ ফলভারাবনত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ॥ ২৭—২৮ ॥ *

শ্লেষ্মাতকস্য বীজানি নিষ্কুলীকৃত্য ভাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ। অঙ্কোল্লবিজ্জলাদ্ভিশ্ছায়ায়াং সপ্তকৃত্বেবম্ ॥ মাহিষগোময়-ঘৃষ্টান্যস্য করীষে চ তানি নিক্ষিপ্য। করকাজলমৃদ্যোগেঽ-ন্যুপ্তান্যহ্না ফলকরাণি ॥ ২৯—৩০ ॥

শ্লেষ্মাতকফলের খোসা ফেলাইয়া অঙ্কোলফলের রসে সিক্ত করিবে পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপ নিয়মে সাতদিন পর্য্যন্ত সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া মহিষের গোবরে ঘর্ষণ করত ঐ গোবরের মধ্যে কিছুকাল রাখিয়া দিবে, অনন্তর ভূঁয়ের মৃত্তিকা নারিকেলের জলে ভিজাইয়া তাহাতে ঐবীজ বপণ করিবে, ইহাতে একদিনের মধ্যেই বৃক্ষ ফলের সহিত জন্মিবে ॥ ২৯—৩০ ॥

ধ্রুবমৃদুমূলবিশাখা গুরুভং শ্রবণস্তথাশ্বিনীহস্তম্। উক্তানি দিব্যদৃগ্‌ভিঃ পাদপসংরোপণে ভানি ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বৃক্ষায়ু-র্ব্বেদো নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধ্রুবনক্ষত্র অর্থাৎ রোহিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরাভাদ্রপদ, আর মৃদুনক্ষত্র অর্থাৎ মৃগশিরা, চিত্রা, অনুরাধা, রেবতী আর মূলা, বিশাখা, পুষ্যা, শ্রবণা, অশ্বিনী এবং হস্তা এইসকল নক্ষত্রে বীজবপণ করিবে, ইহাই দিব্যজ্ঞানী ঋষিদিগের মত ॥ ৩১ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রাসাদলক্ষণং।

কৃত্বা প্রভূতং সলিলমারামান্বিনিবেশ্য চ। দেবতায়তনং কুর্য্যাদ্ যশোধর্ম্মাভিবৃদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় ও বাগানাদি প্রস্তুত করিয়া পরে ধর্ম্ম ও যশের বৃদ্ধির নিমিত্ত ঐসকলস্থানে দেবালয় প্রস্তুত করিবে ॥ ১ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তেন লভ্যন্তে যে লোকাস্তান্ বুভূষতা। দেবানামালয়ঃ কার্য্যো দ্বয়মপ্যত্র দৃশ্যতে ॥ ২ ॥

যজ্ঞ এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি খননদ্বারা যে লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই লোক প্রাপ্ত্যভিলাষীব্যক্তি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, অর্থাৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলে যজ্ঞ ও পুষ্করিণী খনন এই উভয়ে যে ফললাভ হয় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

* অঙ্কোলতৈলের অন্যান্য বিশেষ গুণ ও প্রস্তুতপ্রণালী আমার প্রকাশিত ইন্দ্রজালাদি-সংগ্রহে বিস্তাররূপে লিখিত আছে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন।

সলিলোদ্যানযুক্তেষু কৃতেষ্বকৃতকেষু চ।
স্থানেষ্বেতেষু সান্নিধ্যমুপগচ্ছন্তি দেবতাঃ॥ ৩॥

জলাশয় ও উপবনাদিযুক্ত যে স্থান তাহা মানবকৃতই হউক অথবা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিকই হউক ঐরূপস্থানে দেবগণ বাস করিয়া থাকেন॥ ৩॥

সরঃসু নলিনীছত্রনিরস্তরবিরশ্মিষু।
হংসাংসাক্ষিপ্তকহ্লারবীচীবিমলবারিষু॥ ৪॥

যে সরোবর পদ্মরূপ ছত্রদ্বারা সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত করিয়াছে এবং যে সরোবরের জল হংসরূপ ভুজতাড়িত পদ্মের তরঙ্গাঘাতে নির্ম্মল, সেই সরোবরে দেবতাসকল বাস করেন॥ ৪॥

হংসকারণ্ডবক্রৌঞ্চচক্রবাকবিরাবিষু।
পর্য্যন্তনিচুলচ্ছায়াবিশ্রান্তজলচারিষু॥ ৫॥

যে সরোবরে হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ শব্দ করে, আর যে সরোবরের চতুর্দ্দিক্‌ হিজলবৃক্ষের ছায়াদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় জলচর প্রাণিগণ তাহাতে বিশ্রাম করে, সেই সরোবরে দেবগণ ক্রীড়া করেন॥ ৫॥

ক্রৌঞ্চকাঞ্চীকলাপাশ্চ কলহংসকলস্বনাঃ।
নদ্যস্তোয়াংশুকা যত্র শফরীকৃতমেখলাঃ॥ ৬॥

ক্রৌঞ্চপক্ষির শ্রেণী যে সরোবরের মালাস্বরূপ এবং কলহংসের মধুর ভাষা যাহার স্বর, জল যাহার বস্ত্র এবং সফরী (পুঁঠী) মৎস্য যাহার মেখলা অর্থাৎ কোমরবন্দ সেই সরোবরে দেবগণ ক্রীড়া করেন॥ ৬॥

ফুল্লতীরদ্রুমোত্তংসাঃ সঙ্গমশ্রোণিমণ্ডলাঃ।
পুলিনাভ্যুন্নতোরস্যা হংসহাসাশ্চ নিম্নগাঃ॥ ৭॥

নদীর তীরস্থিত প্রফুল্লিত বৃক্ষসকল যেনদীর কর্ণভূষণ, নদীদ্বয়ের সঙ্গম অর্থাৎ মিলনস্থান যাহার কটীদেশ, নদীর মধ্যস্থিত উন্নতস্থান সকল (চরসমূহ) যাহার স্তনস্বরূপ এবং হংসগণ যাহার হাস্য সেই নদীতে দেবগণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ৭॥

বনোপান্তনদীশৈলনির্ঝরোপান্তভূমিষু।
রমন্তে দেবতা নিত্যং পুরেষূদ্যানবৎসু চ॥ ৮॥

বনের সমীপবর্ত্তী নদীর তটে, পর্ব্বতের ঝরণার নিকটভূমিতে এবং উপবনযুক্ত নগরে দেবগণ নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ৮॥

ভূময়ো ব্রাহ্মণাদীনাং যাঃ প্রোক্তা বাস্তুকর্ম্মণি।
তা এব তেষাং শস্যন্তে দেবতায়তনেষ্বপি॥ ৯॥

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বাসোপযুক্ত যেস্থান বাস্তুকর্ম্মে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ঐরূপস্থানে দেবালয় প্রস্তুত করাই প্রশস্ত॥ ৯॥

চতুঃষষ্টিপদং কার্য্যং দেবতায়তনং সদা।
দ্বারঞ্চ মধ্যমং তত্র সমদিক্‌স্থং প্রশস্যতে॥ ১০॥

দেবালয়ের ভূমি অর্থাৎ যেস্থানে দেবালয় প্রস্তুত করিতে হইবে সেই স্থানের ভূমিকে চৌষট্টিভাগ করিবে, পরে ঐস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে এবং ঐমন্দিরের মধ্যস্থানে সমানদিকে প্রবেশদ্বার প্রস্তুত করিবে, ইহাই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে॥ ১০॥

যো বিস্তারো ভবেদ্‌ যস্য দ্বিগুণা তৎসমুন্নতিঃ।
উচ্ছ্রায়াদ্যস্তৃতীয়োহংশস্তেন তুল্যা কটির্ভবেৎ॥ ১১॥

মন্দির প্রস্থে যত হাত হইবে তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে এবং উচ্চের তৃতীয়াংশ কটী অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভ (মধ্য) হইবে॥ ১১॥

বিস্তারার্দ্ধং ভবেদ্গর্ভো ভিত্তয়োঽন্যাঃ সমন্ততঃ।
গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং দ্বিগুণমুচ্ছ্রিতম্‌॥ ১২॥

মন্দিরের প্রস্থ যত হাত হইবে তাহার অর্দ্ধেক গর্ভগৃহের অর্থাৎ ভিতরের কুটুরীর প্রস্থ হইবে; আর ঐ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে দেওয়াইল দিবে এবং কুটুরীর প্রস্থ যত তাহার চতুর্থাংশ ঐ গর্ভগৃহের প্রবেশের দ্বারের প্রস্থ হইবে, আর ঐ প্রস্থের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা হইবে॥ ১২॥

উচ্ছ্রায়াৎ পাদবিস্তীর্ণা শাখা তদ্বদুডুম্বরঃ।
বিস্তারপাদপ্রতিমং বাহুল্যং শাখয়োঃ স্মৃতম্‌॥ ১৩॥

প্রবেশদ্বার যত উচ্চ হইবে তাহার চতুর্থভাগের একভাগ বাজুর শাখার অর্থাৎ চৌকাঠের পরিমাণ হইবে। আর শাখার প্রস্থের চতুর্থাংশ শাখার স্থূলতা হইবে॥ ১৩॥

ত্রিপঞ্চসপ্তনবভিঃ শাখাভিস্তৎ প্রশস্যতে।
অধঃশাখা চতুর্ভাগে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ॥ ১৪॥

উক্ত স্থূলতা ৩। ৫। ৭। ৯ অংশ হইবে, এইরূপে শাখাপূরণ করিবে, বাজুর নীচ হইতে দ্বারের উপরের মাপের চতুর্থাংশ পরিমাণ দুইটী ছোট প্রতিহারী রাখিবে॥ ১৪॥

শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষস্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ॥ ১৫॥

ঐ মন্দিরের দ্বার ভিন্ন অপরাপর স্থান মঙ্গলজনক পক্ষী, লক্ষ্মীযুক্ত বৃক্ষ, মঙ্গলকুম্ভ, স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদের প্রতিমূর্ত্তি এবং অন্যান্য পত্র, লতা ও গণসমূহদ্বারা শোভিত করিবে॥ ১৫॥

দ্বারমানাষ্টভাগোনা প্রতিমা স্যাৎ সপিণ্ডিকা।
দ্বৌ ভাগৌ প্রতিমা তত্র তৃতীয়াংশশ্চ পিণ্ডিকা॥ ১৬॥

দ্বারের উচ্চতা যেপরিমাণ হইবে তাহার অষ্টভাগ ন্যূন পিণ্ডিকার (যাহার উপর প্রতিমা স্থাপন করে তাহার) সহিত প্রতিমার উচ্চতা হইবে। আর উহার দুইভাগ মূর্ত্তি ও তিনভাগ পিণ্ডিকা হইবে॥ ১৬॥

মেরুমন্দরকৈলাসবিমানচ্ছদনন্দনাঃ। সমুদ্গপদ্মগরুড়নন্দিবর্দ্ধনকুঞ্জরাঃ॥ গুহরাজো বৃষো হংসঃ সর্ব্বতোভদ্রকো ঘটঃ। সিংহো বৃত্তশ্চতুষ্কোণঃ ষোড়শাষ্টাস্রয়স্তথা॥ ১৭—১৮॥

উক্ত দেবালয় কুড়িপ্রকার যথা—; মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছদ,

নন্দন, সমুদ্গ, পদ্ম, গরুড়, নন্দিবর্দ্ধন, কুঞ্জর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্ব্বতোভদ্র, ঘট, সিংহ, বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ষোড়শাস্রি এবং অষ্টাস্রি ॥ ১৭—১৮

ইত্যেতে বিংশতিঃ প্রোক্তাঃ প্রাসাদাঃ সংজ্ঞয়া ময়া।
যথোক্তানুক্রমেণৈব লক্ষণানি বদাম্যতঃ ॥ ১৯ ॥

উক্ত কুড়িপ্রকার প্রাসাদের যে নাম বলা হইল উহাদের লক্ষণ যথাক্রমে কথিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

তত্র ষড়স্রির্মেরুর্দ্বাদশভৌমো বিচিত্রকুহরশ্চ।
দ্বারৈর্যুতশ্চতুর্ভির্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তবিস্তীর্ণঃ ॥ ২০ ॥

ঐসকল দেবালয়ের মধ্যে যে দেবালয় ষটকোণ ও দ্বাদশভৌমযুক্ত, উত্তমকুটুরি ও চারিদ্বারযুক্ত এবং বত্রিশহাত প্রস্থ ও চৌষট্টিহাত উচ্চ তাহাকে মেরুনামক দেবালয় বলে ॥ ২০ ॥

ত্রিংশদ্ধস্তবামো দশভৌমো মন্দরঃ শিখরযুক্তঃ।
কৈলাসোঽপি শিখরবান্ অষ্টাবিংশোঽষ্টভৌমশ্চ ॥২১॥

যে দেবালয় ত্রিশহাত প্রস্থ, ষাইট্‌হাত উচ্চ ও দশভৌমযুক্ত এবং শিখরবিশিষ্ট তাহাকে মন্দরনামক দেবালয় বলে। আর ষট্‌কোণ, শিখরযুক্ত, আঠাশহাত প্রস্থ, ছাপ্পান্নহাত উচ্চ ও অষ্টভৌমযুক্ত মন্দিরকে কৈলাসনামক দেবালয় বলে ॥ ২১ ॥

জালগবাক্ষকযুক্তো বিমানসংজ্ঞস্ত্রিসপ্তকায়ামঃ।
নন্দন ইতি ষড়্‌ভৌমো দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাণ্ডযুতঃ ॥ ২২ ॥

যে দেবালয় জালের ন্যায় গবাক্ষযুক্ত, একুশহাতপ্রস্থ, বিয়াল্লিশহাত উচ্চ ও অষ্টভৌমযুক্ত তাহাকে বিমাননামক দেবালয় বলে। আর যে দেবালয় ষট্‌ভৌমযুক্ত, বত্রিশহাত প্রস্থ, চৌষট্টিহাত উচ্চ ষোড়শশিখরযুক্ত তাহাকে নন্দননামক দেবালয় বলে ॥ ২২ ॥

বৃত্তঃ সমুদ্গনামা পদ্মঃ পদ্মাকৃতিঃ শয়ানষ্টৌ।
শৃঙ্গেণৈকেন ভবেদেকৈব চ ভূমিকা তস্য ॥ ২৩ ॥

যে দেবালয় গোলাকার, অষ্টকোণযুক্ত, আটহাতপ্রস্থ ষোড়শহাত উচ্চ, একশিখর ও একভৌমযুক্ত তাহাকে সমুদ্গনামক দেবালয় বলে। আর পদ্মনামক দেবালয় পদ্মের ন্যায় ও অষ্টকোণবিশিষ্ট এবং আটহাত প্রস্থ, ষোড়শহাত উচ্চ, একশিখর ও একভৌমযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

গরুড়াকৃতিশ্চ গরুড়ো নন্দীতি চ ষট্‌চতুষ্কবিস্তীর্ণঃ।
কার্য্যশ্চ সপ্তভৌমো বিভূষিতোঽণ্ডৈশ্চ বিংশত্যা ॥২৪॥

গরুড় ও নন্দিবর্দ্ধননামক দেবালয়দ্বয় গরুড়াকৃতি, প্রথম দেবালয় পুচ্ছ সহিত ও দ্বিতীয় দেবালয় পুচ্ছ রহিত; আর চব্বিশহাতপ্রস্থ, আটচল্লিশহাত উচ্চ, সাতভৌমযুক্ত এবং কুড়িটী শিখর দ্বারা শোভিত বলিয়া জানিবে ॥ ২৪ ॥

কুঞ্জর ইতি গজপৃষ্ঠঃ ষোড়শহস্তঃ সমন্ততো মূলাৎ ॥
গুহরাজঃ ষোড়শকস্ত্রিচন্দ্রশালা ভবেদ্বলভী ॥ ২৫ ॥

যে দেবালয় হস্তীপৃষ্ঠের ন্যায় সমতল, ষোড়শহস্তপ্রস্থ এবং বত্রিশহাত উচ্চ, তাহাকে কুঞ্জরনামক দেবালয় বলে। গুহরাজনামক দেবালয় গুহার ন্যায় আকার, ষোড়শহাতপ্রস্থ, বত্রিশহাত উচ্চ, একভৌমযুক্ত এবং তিনটী বলভী ও শিখরবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ২৫ ॥

বৃষ একভূমিশৃঙ্গো দ্বাদশহস্তঃ সমন্ততো বৃত্তঃ।
হংসো হংসাকারো ঘটোঽষ্টহস্তঃ কলশরূপঃ ॥ ২৬ ॥

যে দেবালয় একভৌম ও একশিখরবিশিষ্ট, বারহাতপ্রস্থ ও চব্বিশ হাত উচ্চ এবং গোলাকার তাহাকে বৃষনামক দেবালয় বলে। আর হংসের ন্যায় আকার, একভৌম একশিখরযুক্ত এবং আটহাত প্রস্থ ও ষোড়শহাত উচ্চ যে দেবালয় তাহাকে হংসনামক দেবালয় বলে। ঘটনামক দেবালয় কলসের ন্যায় আকার, আটহাত প্রস্থ, ষোড়শহাত উচ্চ, একভৌম ও একশিখরযুক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

দ্বারৈর্যুতশ্চতুর্ভির্ব্বহুশিখরো ভবতি সর্ব্বতোভদ্রঃ।
বহুরুচিরচন্দ্রশালঃ ষড়্‌বিংশঃ পঞ্চভৌমশ্চ ॥ ২৭ ॥

যে দেবালয় চারিটী দ্বার ও বহুশিখরযুক্ত, ছাব্বিশহাতপ্রস্থ, বাহান্নহাত উচ্চ, পঞ্চভৌমযুক্ত ও চতুষ্কোণ এবং অতিমনোহর তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রনামক দেবালয় বলে ॥ ২৭ ॥

সিংহঃ সিংহাক্রান্তো দ্বাদশকোণোঽষ্টহস্তবিস্তীর্ণঃ।
চত্বারোঽঞ্জনরূপাঃ পঞ্চাণ্ডযুতস্তু চতুরস্রঃ ॥ ২৮ ॥

যে দেবালয় সিংহের ন্যায় আকার, দ্বাদশকোণবিশিষ্ট, আটহাতপ্রস্থ, ষোড়শহাত উচ্চ, একভৌমযুক্ত এবং গোলাকার তাহাকে সিংহনামক দেবালয় বলিয়া জানিবে। আর বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ষোড়শকোণ ও অষ্টকোণনামক চারিটী দেবালয় গোলাকার, চতুষ্কোণ, অন্ধকারযুক্ত ও একশিখরবিশিষ্ট। আর কেবলমাত্র চতুষ্কোণনামক দেবালয় পাঁচশিখরযুক্ত অপর তিনটী দেবালয় একশিখরবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ভূমিকাঙ্গুলমানেন ময়স্যাষ্টোত্তরং শতম্।
সার্দ্ধং হস্তত্রয়ঞ্চৈব কথিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৯ ॥

ময়নামক কোন শিল্পকার বলেন যে একশত আট অঙ্গুলিতে একভৌম হয়, আর বিশ্বকর্ম্মা বলেন যে সাড়েতিনহাতে একভৌম হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

প্রাহুঃ স্থপতয়শ্চাত্র মতমেকং বিপশ্চিতঃ।
কপোতপালিসংযুক্তা ন্যূনা গচ্ছন্তি তুল্যতাম্ ॥ ৩০ ॥

বিদ্বান্ শিল্পশাস্ত্রজ্ঞব্যক্তিসকল বলেন যে যদি ঐমন্দিরে পারাবতের খোপ করিয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে উপরোক্ত উভয়মতের ফল সমান হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

প্রাসাদলক্ষণমিদং কথিতং সমাসাদ্ গর্গেণ যদ্বিরচি
তদিহাস্তি সর্ব্বম্। মন্বাদিভির্ব্বিরচিতা
২০ ॥
তৎসংস্মৃতিং প্রতি ময়াত্র কৃতোঽপি
ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ
লক্ষণং নাম ষষ্ঠ

ষ্ঠের নখ পৌনে এক
ঙ্গুল অথবা ক্রমে কিছু কিছু
য় সেইরূপ করিবে ॥ ২০ ॥

সলিলোদ্যানযুক্তেষু কৃতেষ্বকৃতকেষু চ।
স্থানেষ্বেতেষু সান্নিধ্যমুপগচ্ছন্তি দেবতাঃ ॥ ৩ ॥

জলাশয় ও উপবনাদিযুক্ত যে স্থান তাহা মানবকৃতই হউক অথবা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিকই হউক ঐরূপস্থানে দেবগণ বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

সরঃস্থ নলিনীছত্রনিরস্তরবিরশ্মিষু।
হংসাংসাক্ষিপ্তকহ্লারবীচীবিমলবারিষু ॥ ৪ ॥

যে সরোবর পদ্মরূপ ছত্রদ্বারা সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত করিয়াছে এবং যে সরোবরের জল হংসরূপ ভুজতাড়িত পদ্মের তরঙ্গাঘাতে নির্ম্মল, সেই সরোবরে দেবতাসকল বাস করেন ॥ ৪ ॥

হংসকারণ্ডবক্রৌঞ্চচক্রবাকবিরাবিষু।
পর্য্যন্তনিচুলচ্ছায়াবিশ্রান্তজলচারিষু ॥ ৫ ॥

যে সরোবরে হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ শব্দ করে, আর যে সরোবরের চতুর্দ্দিক্ হিজলবৃক্ষের ছায়াদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় জলচর প্রাণিগণ তাহাতে বিশ্রাম করে, সেই সরোবরে দেবগণ ক্রীড়া করেন ॥ ৫ ॥

ক্রৌঞ্চকাঞ্চীকলাপাশ্চ কলহংসকলস্বনাঃ।
নদ্যস্তোয়াংশুকা যত্র শফরীকৃতমেখলাঃ ॥ ৬ ॥

ক্রৌঞ্চপক্ষির শ্রেণী যে সরোবরের মালাস্বরূপ এবং কলহংসের মধুর ভাষা যাহার স্বর, জল যাহার বস্ত্র এবং সফরী (পুঁটী) মৎস্য যাহার মেখলা অর্থাৎ কোমরবন্ধ সেই সরোবরে দেবগণ ক্রীড়া করেন ॥ ৬ ॥

ফুল্লতীরদ্রুমোত্তংসাঃ সঙ্গমশ্রোণিমণ্ডলাঃ।
পুলিনাভ্যুন্নতোরস্যা হংসহাসাশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ৭ ॥

নদীর তীরস্থিত প্রফুল্লিত বৃক্ষসকল যেনদীর কর্ণভূষণ, নদীদ্বয়ের সঙ্গম অর্থাৎ মিলনস্থান যাহার কটীদেশ, নদীর মধ্যস্থিত উন্নতস্থান সকল (চরসমূহ) যাহার স্তনস্বরূপ এবং হংসগণ যাহার হাস্য সেই নদীতে দেবগণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বনোপান্তনদীশৈলনির্ঝরোপান্তভূমিষু।
রমন্তে দেবতা নিত্যং পুরেষূদ্যানবৎসু চ ॥ ৮ ॥

বনের সমীপবর্ত্তী নদীর তটে, পর্ব্বতের ঝরণার নিকটভূমিতে এবং উপবনযুক্ত নগরে দেবগণ নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ভূময়ো ব্রাহ্মণাদীনাং যাঃ প্রোক্তা বাস্তুকর্ম্মণি।
তা এব তেষাং শস্যন্তে দেবতায়তনেষ্বপি ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বাসোপযুক্ত যেস্থান বাস্তুকর্ম্মে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ঐরূপস্থানে দেবালয় প্রস্তুত করাই প্রশস্ত ॥ ৯ ॥

চতুঃষষ্টিপদং কার্য্যং দেবতায়তনং সদা।
দ্বারঞ্চ মধ্যমং তত্র সমদিক্স্থং প্রশস্যতে ॥ ১০ ॥

দেবালয়ের ভূমি অর্থাৎ যেস্থানে দেবালয় প্রস্তুত করিতে হইবে সেই স্থানের ভূমিকে চৌষট্টিভাগ করিবে, পরে ঐস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে এবং ঐমন্দিরের মধ্যস্থানে সমানদিকে প্রবেশদ্বার প্রস্তুত করিবে, ইহাই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১০ ॥

যো বিস্তারো ভবেদ্ যস্য দ্বিগুণা তৎসমুন্নতিঃ।
উচ্ছ্রায়াদ্যস্তৃতীয়োঽংশস্তেন তুল্যা কটির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥

মন্দির প্রস্থে যত হাত হইবে তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে এবং উচ্চের তৃতীয়াংশ কটী অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভ (মধ্য) হইবে ॥ ১১ ॥

বিস্তারার্দ্ধং ভবেদ্গর্ভো ভিত্তয়োঽন্যাঃ সমন্ততঃ।
গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং দ্বিগুণমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১২ ॥

মন্দিরের প্রস্থ যত হাত হইবে তাহার অর্দ্ধেক গর্ভগৃহের অর্থাৎ ভিতরের কুটুরীর প্রস্থ হইবে; আর ঐ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেওয়াইল দিবে এবং কুটুরীর প্রস্থ যত তাহার চতুর্থাংশ ঐ গর্ভগৃহের প্রবেশের দ্বারের প্রস্থ হইবে, আর ঐ প্রস্থের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা হইবে ॥ ১২ ॥

উচ্ছ্রায়াৎ পাদবিস্তীর্ণা শাখা তদ্বদুদুম্বরঃ।
বিস্তারপাদপ্রতিমং বাহুল্যং শাখয়োঃ স্মৃতম্ ॥ ১৩ ॥

প্রবেশদ্বার যত উচ্চ হইবে তাহার চতুর্থভাগের একভাগ বাজুর শাখার অর্থাৎ চৌকাঠের পরিমাণ হইবে। আর শাখার প্রস্থের চতুর্থাংশ শাখার স্থূলতা হইবে ॥ ১৩ ॥

ত্রিপঞ্চসপ্তনবভিঃ শাখাভিস্তৎ প্রশস্যতে।
অধঃশাখা চতুর্ভাগে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ ॥ ১৪ ॥

উক্ত স্থূলতা ৩। ৫। ৭। ৯ অংশ হইবে, এইরূপে শাখাপূরণ করিবে, বাজুর নীচ হইতে দ্বারের উপরের মাপের চতুর্থাংশ পরিমাণ দুইটী ছোট প্রতিহারী রাখিবে ॥ ১৪ ॥

শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষস্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ঐ মন্দিরের দ্বার ভিন্ন অপরাপর স্থান মঙ্গলজনক পক্ষী, লক্ষ্মীযুক্ত বৃক্ষ, মঙ্গলকুম্ভ, স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদের প্রতিমূর্ত্তি এবং অন্যান্য পত্র, লতা ও গণসমূহদ্বারা শোভিত করিবে ॥ ১৫ ॥

দ্বারমানাষ্টভাগোনা প্রতিমা স্যাৎ সপিণ্ডিকা।
দ্বৌ ভাগৌ প্রতিমা তত্র তৃতীয়াংশশ্চ পিণ্ডিকা ॥ ১৬ ॥

দ্বারের উচ্চতা যেপরিমাণ হইবে তাহার অষ্টভাগ ন্যূন পিণ্ডিকার (যাহার উপর প্রতিমা স্থাপন করে তাহার) সহিত প্রতিমার উচ্চতা হইবে। আর উহার দুইভাগ মূর্ত্তি ও তিনভাগ পিণ্ডিকা হইবে ॥ ১৬ ॥

মেরুমন্দরকৈলাসবিমানচ্ছন্দনন্দনাঃ। সমুদ্গপদ্মগরুড়নন্দিবর্দ্ধনকুঞ্জরাঃ ॥ গুহরাজো বৃষো হংসঃ সর্ব্বতোভদ্রকো ঘটঃ। সিংহো বৃত্তশ্চতুষ্কোণঃ ষোড়শাষ্টাস্রয়স্তথা ॥ ১৭—১৮ ॥

উক্ত দেবালয় কুড়িপ্রকার যথা—; মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছন্দ,

নন্দন, সমুদ্গ, পদ্ম, গরুড়, নন্দিবর্দ্ধন, কুঞ্জর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্ব্বতোভদ্র, ঘট, সিংহ, বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ষোড়শাস্রি এবং অষ্টাস্রি॥ ১৭—১৮

ইত্যেতে বিংশতিঃ প্রোক্তাঃ প্রাসাদাঃ সংজ্ঞয়া ময়া।
যথোক্তানুক্রমেণৈব লক্ষণানি বদাম্যতঃ॥ ১৯॥

উক্ত কুড়িপ্রকার প্রাসাদের যে নাম বলা হইল উহাদের লক্ষণ যথাক্রমে কথিত হইতেছে॥ ১৯॥

তত্র ষড়স্রির্মেরুর্দ্বাদশভৌমো বিচিত্রকুহরশ্চ।
দ্বারৈর্যুতশ্চতুর্ভির্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তবিস্তীর্ণঃ॥ ২০॥

ঐসকল দেবালয়ের মধ্যে যে দেবালয় ষট্‌কোণ ও দ্বাদশভৌমযুক্ত, উত্তমকুটুরি ও চারিদ্বারযুক্ত এবং বত্রিশহাত প্রস্থ ও চৌষট্টিহাত উচ্চ তাহাকে মেরুনামক দেবালয় বলে॥ ২০॥

ত্রিংশদ্ধস্তবামো দশভৌমো মন্দরঃ শিখরযুক্তঃ।
কৈলাসোঽপি শিখরবান্ অষ্টাবিংশোঽষ্টভৌমশ্চ॥২১॥

যে দেবালয় ত্রিশহাত প্রস্থ, বাইট্‌হাত উচ্চ ও দশভৌমযুক্ত এবং শিখরবিশিষ্ট তাহাকে মন্দরনামক দেবালয় বলে। আর ষট্‌কোণ, শিখরযুক্ত, আঠাশহাত প্রস্থ, ছাপ্পান্নহাত উচ্চ ও অষ্টভৌমযুক্ত মন্দিরকে কৈলাসনামক দেবালয় বলে॥ ২১॥

জালগবাক্ষকযুক্তো বিমানসংজ্ঞস্ত্রিসপ্তকায়ামঃ।
নন্দন ইতি ষড়্ভৌমো দ্বাত্রিংশৎ ষোড়শাণ্ডযুতঃ॥ ২২॥

যে দেবালয় জালের ন্যায় গবাক্ষযুক্ত, একুশহাতপ্রস্থ, বিয়াল্লিশহাত উচ্চ ও অষ্টভৌমযুক্ত তাহাকে বিমাননামক দেবালয় বলে। আর যে দেবালয় ষট্‌ভৌমযুক্ত, বত্রিশহাত প্রস্থ, চৌষট্টিহাত উচ্চ ষোড়শশিখরযুক্ত তাহাকে নন্দননামক দেবালয় বলে॥ ২২॥

বৃত্তঃ সমুদ্গনামা পদ্মঃ পদ্মাকৃতিঃ শয়ানষ্টৌ।
শৃঙ্গেণৈকেন ভবেদেকৈব চ ভূমিকা তস্য॥ ২৩॥

যে দেবালয় গোলাকার, অষ্টকোণযুক্ত, আটহাতপ্রস্থ ষোড়শহাত উচ্চ, একশিখর ও একভৌমযুক্ত তাহাকে সমুদ্গনামক দেবালয় বলে। আর পদ্মনামক দেবালয় পদ্মের ন্যায় ও অষ্টকোণবিশিষ্ট এবং আটহাত প্রস্থ, ষোড়শহাত উচ্চ, একশিখর ও একভৌমযুক্ত হইয়া থাকে॥ ২৩॥

গরুড়াকৃতিশ্চ গরুড়ো নন্দীতি চ ষট্‌চতুষ্কবিস্তীর্ণঃ।
কার্য্যশ্চ সপ্তভৌমো বিভূষিতোঽণ্ডৈশ্চ বিংশত্যা॥২৪॥

গরুড় ও নন্দিবর্দ্ধননামক দেবালয়দ্বয় গরুড়াকৃতি, প্রথম দেবালয় পুচ্ছ সহিত ও দ্বিতীয় দেবালয় পুচ্ছ রহিত; আর চব্বিশহাতপ্রস্থ, আটচল্লিশহাত উচ্চ, সাতভৌমযুক্ত এবং কুড়িটী শিখর দ্বারা শোভিত বলিয়া জানিবে॥ ২৪॥

কুঞ্জর ইতি গজপৃষ্ঠঃ ষোড়শহস্তঃ সমন্ততো মূলাৎ॥
গুহরাজঃ ষোড়শকস্ত্রিচন্দ্রশালা ভবেদ্বলভী॥ ২৫॥

যে দেবালয় হস্তীপৃষ্ঠের ন্যায় সমতল, ষোড়শহস্তপ্রস্থ এবং বত্রিশহাত উচ্চ, তাহাকে কুঞ্জরনামক দেবালয় বলে। গুহরাজনামক দেবালয় গুহার ন্যায় আকার, ষোড়শহাতপ্রস্থ, বত্রিশহাত উচ্চ, একভৌমযুক্ত এবং তিনটী বলভী ও শিখরবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে॥ ২৫॥

বৃষ একভূমিশৃঙ্গো দ্বাদশহস্তঃ সমন্ততো বৃত্তঃ।
হংসো হংসাকারো ঘটোঽষ্টহস্তঃ কলশরূপঃ॥ ২৬॥

যে দেবালয় একভৌম ও একশিখরবিশিষ্ট, বারহাতপ্রস্থ ও চব্বিশ হাত উচ্চ এবং গোলাকার তাহাকে বৃষনামক দেবালয় বলে। আর হংসের ন্যায় আকার, একভৌম একশিখরযুক্ত এবং আটহাত প্রস্থ ও ষোড়শহাত উচ্চ যে দেবালয় তাহাকে হংসনামক দেবালয় বলে। ঘটনামক দেবালয় কলসের ন্যায় আকার, আটহাত প্রস্থ, ষোড়শহাত উচ্চ, একভৌম ও একশিখরযুক্ত বলিয়া জানিবে॥ ২৬॥

দ্বারৈর্যুতশ্চতুর্ভির্ব্বহুশিখরো ভবতি সর্ব্বতোভদ্রঃ।
বহুরুচিরচন্দ্রশালঃ ষড়্‌বিংশঃ পঞ্চভৌমশ্চ॥ ২৭॥

যে দেবালয় চারিটী দ্বার ও বহুশিখরযুক্ত, ছাব্বিশহাতপ্রস্থ, বাহান্নহাত উচ্চ, পঞ্চভৌমযুক্ত ও চতুষ্কোণ এবং অতিমনোহর তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রনামক দেবালয় বলে॥ ২৭॥

সিংহঃ সিংহাক্রান্তো দ্বাদশকোণোঽষ্টহস্তবিস্তীর্ণঃ।
চত্বারোঽঞ্জনরূপাঃ পঞ্চাণ্ডযুতস্তু চতুরস্রঃ॥ ২৮॥

যে দেবালয় সিংহের ন্যায় আকার, দ্বাদশকোণবিশিষ্ট, আটহাতপ্রস্থ, ষোড়শহাত উচ্চ, একভৌমযুক্ত এবং গোলাকার তাহাকে সিংহনামক দেবালয় বলিয়া জানিবে। আর বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ষোড়শকোণ ও অষ্টকোণনামক চারিটী দেবালয় গোলাকার, চতুষ্কোণ, অন্ধকারযুক্ত ও একশিখরবিশিষ্ট। আর কেবলমাত্র চতুষ্কোণনামক দেবালয় পাঁচশিখরযুক্ত অপর তিনটী দেবালয় একশিখরবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৮॥

ভূমিকাঙ্গুলমানেন ময়স্যাষ্টোত্তরং শতম্।
সার্দ্ধং হস্তত্রয়ঞ্চৈব কথিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ২৯॥

ময়নামক কোন শিল্পকার বলেন যে একশত আট অঙ্গুলিতে একভৌম হয়, আর বিশ্বকর্ম্মা বলেন যে সাড়েতিনহাতে একভৌম হইয়া থাকে॥ ২৯॥

প্রাহুঃ স্থপতয়শ্চাত্র মতমেকং বিপশ্চিতঃ।
কপোতপালিসংযুক্তা ন্যূনা গচ্ছন্তি তুল্যতাম্॥ ৩০॥

বিদ্বান্ শিল্পশাস্ত্রজ্ঞব্যক্তিসকল বলেন যে যদি ঐমন্দিরে পারাবতের খোপ করিয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে উপরোক্ত উভয়মতের ফল সমান হইয়া থাকে॥ ৩০॥

প্রাসাদলক্ষণমিদং কথিতং সমাসাদ্ গর্গেণ যদ্বিরচি[illegible]
তদিহাস্তি সর্ব্বম্। মন্বাদিভির্ব্বিরচিতা[illegible]
তৎসংস্মৃতিং প্রতি ময়াত্র কৃতোঽ[illegible]
ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ [illegible]
লক্ষণং নাম ষট্[illegible]

[illegible] ৩০॥
[illegible]ষ্ঠের নথ পৌনে এক [illegible]ঙ্গুল অথবা ক্রমে কিছু কিছু [illegible] সেইরূপ করিবে॥ ২০॥

গর্গাচার্য্য ও অন্যান্য মুনিঋষিগণ প্রাসাদনির্ম্মাণবিষয়ে বিস্তারপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন উহা স্মরণপূর্ব্বক তাহাই আমি সংক্ষেপে বলিলাম ॥৩১॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বজ্রলেপঃ।

আমং তিন্দুকমামং কপিত্থকং পুষ্পমপি চ শাল্মল্যাঃ। বীজানি শল্লকীনাং ধন্বনবল্কো বচা চেতি॥ এতৈঃ সলিলদ্রোণঃ ক্বাথয়িতব্যোঽষ্টভাগশেষশ্চ। অবতার্য্যোঽস্য চ কল্কো দ্রব্যৈরেতৈঃ সমনুযোজ্যঃ॥ শ্রীবাসকরসগুগ্‌গুলুভল্লাতককুন্দুরূকসর্জ্জরসৈঃ। অতসীবিল্বৈশ্চ যুতঃ কল্কোঽয়ং বজ্রলেপাখ্যঃ॥ ১—৩॥

কাঁচাগাঁব, কাঁচাকদবেল, শিমুলপুষ্প, শল্লকীরবীজ, ধন্বনবৃক্ষের ছাল এবং বচ এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া একদ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আটভাগের একভাগ শেষ থাকিতে নামাইয়া শ্রীবাসবৃক্ষের রস, গুগ্‌গুল, ভেলা, কুন্দুরু, ধূনা, অতসী এবং বিল্ব এইসকল দ্রব্য জলদ্বারা বাটীয়া ঐক্বাথে প্রদান করিবে। ইহার নাম বজ্রলেপ॥ ১—৩॥

প্রাসাদহর্ম্ম্যবলভীলিঙ্গপ্রতিমাসু কুড্যকূপেষু।
সন্তপ্তো দাতব্যো বর্ষসহস্রায়ুতস্থায়ী॥ ৪॥

দেবালয়, বাসগৃহ, গবাক্ষ, শিবলিঙ্গ, দেবপ্রতিমা, ভিত্তি ও কূপ এইসকল স্থানে উক্ত বজ্রলেপ গরম করিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিবে। ইহাতে উহা দশহাজার বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে॥ ৪॥

লাক্ষাকুন্দুরুগুগ্‌গুলুগৃহধূমকপিত্থবিল্বমধ্যানি। নাগবলাফলতিন্দুকমদনফলমধূকমঞ্জিষ্ঠাঃ॥ সর্জ্জরসরসামলকানি চেতি কল্কঃ কৃতো দ্বিতীয়োঽয়ম্। বজ্রাখ্যঃ প্রথমগুণৈরয়মপি তেষ্বেব কার্য্যেষু॥ ৫—৬॥

লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগ্‌গুলু, গৃহধূম, কদবেল, বিল্বেরমজ্জা, গোরক্ষচাকুলার ফল, গাব, ময়নাফল, মউয়াফল, মঞ্জিষ্ঠা, ধূনা এবং পারা ও আমলকী এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া একদ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আটভাগের একভাগ শেষ থাকিতে নামাইবে, পরে উহা উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদিতে লেপ প্রদান করিবে। এইটী দ্বিতীয় বজ্রলেপ, ইহার গুণ পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়া জানিবে॥ ৫—৬॥

গোমহিষাজবিষাণৈঃ খররোম্না মহিষচর্ম্মগব্যৈশ্চ।
[illegible] সঃ সহ বজ্রতরো নাম কল্কোঽন্যঃ॥ ৭॥

হইয়াছে ঐক্রপস্থানে এইসকলের শৃঙ্গ, গর্দ্দভেররোম, গোচর্ম্ম ও মহিষ- চতুঃষষ্টিপদং কা[illegible] এইসকল দ্রব্যদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় বজ্রলেপ দ্বারঞ্চ মধ্যমং তত্র সমা[illegible]দিতে লাগাইবে এবং ইহার নাম দেবালয়ের ভূমি অর্থাৎ যেস্থানে দেব[illegible]॥

অষ্টৌ সীসকভাগাঃ কাংসস্য দ্বৌ তু রীতিকাভাগঃ।
ময়কথিতো যোগোঽয়ং বিজ্ঞেয়ো বজ্রসঙ্ঘাতঃ॥ ৮॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বজ্রলেপো নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

আটভাগ সীসক, দুইভাগ কাসা এবং পিতল, দস্তা বা লোহারমল একভাগ এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া বজ্রলেপ প্রস্তুত করিবে, এই বজ্রলেপ ময়নামক শিল্পজ্ঞ বলিয়াছেন, ইহার নাম বজ্রসংঘাত, এই বজ্রলেপ দেবালয়াদিতে দিবে ইহাও প্রায় সহস্র বর্ষকালস্থায়ী বলিয়া জানিবে॥ ৮॥

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রতিমালক্ষণং।

জালান্তরগে ভানৌ যদণুতরং দর্শনং রজো যাতি।
তদ্বিন্দ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং তদ্ধি প্রমাণানাম্॥ ১॥

গবাক্ষ অর্থাৎ জানালারদ্বারদ্বারা যে সূর্য্যের কিরণ পতিত হয় তাহার মধ্যে যে বালুকার ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাকে পরমাণু বলে ইহাই প্রথম পরিমাণ॥ ১॥

পরমাণুরজো বালাগ্রলিক্ষযূকা যবোঽঙ্গুলঞ্চেতি।
অষ্টগুণানি যথোত্তরমঙ্গুলমেকং ভবতি মাত্রা॥ ২॥

পরমাণু, রজ, বালাগ্র, লিক্ষা, যূকা, যব ও অঙ্গুল এইসকল যথোত্তর আটগুণ করিলে পূর্ব্বের অঙ্গুল সংখ্যা হইবে। অর্থাৎ আটপরমাণুতে একরজ, আটরজতে একবালাগ্র, আটবালাগ্রে একলিক্ষা, আটলিক্ষায় একযূকা, আটযূকার একযব এবং আটযবে এক অঙ্গুল॥ ২॥

দেবাগারদ্বারস্যাষ্টাংশোনস্য যস্তৃতীয়োঽংশঃ।
তৎ পিণ্ডিকাপ্রমাণং প্রতিমা তদ্দ্বিগুণপরিমাণা॥ ৩॥

দেবালয়ের দ্বার যে পরিমাণ উচ্চ হইবে তাহার অষ্টমাংশ হীন করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহার তৃতীয়াংশ পিণ্ডিকা অর্থাৎ প্রতিমাস্থাপন করিবার আসন হইবে, আর পিণ্ডিকার দ্বিগুণ পরিমাণ প্রতিমা প্রস্তুত করিবে॥৩॥

স্বৈরঙ্গুলপ্রমাণৈর্দ্বাদশবিস্তীর্ণমায়তঞ্চ মুখম্।
নগ্নজিতা তু চতুর্দ্দশ দৈর্ঘ্যেণ দ্রাবিড়ং কথিতম্॥ ৪॥

প্রতিমার মুখের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রতিমার স্বীয় অঙ্গুলীর দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ হইবে। নগ্নজিৎ বলেন যে দ্রাবিড়দেশে প্রতিমার মুখ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও প্রস্থ হইয়া থাকে॥ ৪॥

নাসাললাটচিবুকগ্রীবাশ্চতুরঙ্গুলাস্তথা কর্ণৌ।
দ্বে অঙ্গুলে চ হনুকে চিবুকস্তু দ্ব্যঙ্গুলং বিস্তৃতম্॥ ৫॥

প্রতিমার নাসিকা, ললাট, চিবুক (অধরোষ্ঠ), কণ্ঠ এবং কর্ণ এইসকল

অবয়ব চারি চারি অঙ্গুলি প্রমাণ করিবে, ছুইহনু ও চিবুকের প্রস্থ দুই অঙ্গুলী হইবে ॥ ৫ ॥

অষ্টাঙ্গুলং ললাটং বিস্তারাদ্ দ্ব্যঙ্গুলাৎ পরে শঙ্খৌ।
চতুরঙ্গুলৌ তু শঙ্খৌ কর্ণৌ তু দ্ব্যঙ্গুলং পৃথুলৌ ॥ ৬ ॥

ললাটের বিস্তার আট অঙ্গুল ও ঐললাটের দুইদিক অর্থাৎ শঙ্খস্থান দুই অঙ্গুলি করিয়া করিবে এবং নীচে চারি অঙ্গুলী দীর্ঘ করিবে। আর কর্ণের বিস্তার দুই অঙ্গুলী হইবে ॥ ৬ ॥

কর্ণোপান্তঃ কার্য্যোঽর্দ্ধপঞ্চমে ভ্রূসমেন সূত্রেণ।
কর্ণস্রোতঃ সুকুমারকঞ্চ নয়নপ্রবন্ধসমম্ ॥ ৭ ॥

চক্ষুর কোণ হইতে সাড়ে চারি অঙ্গুলী দূরে কর্ণ প্রস্তুত করিবে। আর উহার উপরে সমসূত্রে ভ্রূ হইবে। কর্ণছিদ্র ও সুকুমারক নেত্র-প্রবন্ধের সমান অর্থাৎ একাঙ্গুল করিবে ॥ ৭ ॥

চতুরঙ্গুলং বসিষ্ঠঃ কথয়তি নেত্রান্তকর্ণয়োর্ব্বিবরম্।
অধরোঽঙ্গুলপ্রমাণস্তস্যার্দ্ধেনোত্তরোষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

চক্ষুর প্রান্ত ও কর্ণ এই উভয়ের মধ্যভাগ চারি অঙ্গুলী হইবে, বসিষ্ঠ-মুনি বলেন, অধরোষ্ঠ এক অঙ্গুলী, আর উপরের ওষ্ঠ অর্দ্ধ অঙ্গুলি করিবে ॥ ৮ ॥

অর্দ্ধাঙ্গুলা তু গোচ্ছা বক্ত্রং চতুরঙ্গুলায়তং কার্য্যম্।
বিপুলন্তু সার্দ্ধমঙ্গুলং মধ্যাত্তত্র্যঙ্গুলং ব্যাত্তম্ ॥ ৯ ॥

গোচ্ছা (মোচ) অর্দ্ধ অঙ্গুল বিস্তার, আর মুখ চারি অঙ্গুল বিস্তার ও দেড় অঙ্গুল প্রস্থ হইবে। আর হাস্যকালীন যে বিস্তার হয় উহা তিন অঙ্গুল পরিমাণ করিবে ॥ ৯ ॥

দ্ব্যঙ্গুলতুল্যৌ নাসাপুটৌ চ নাসাপুটাগ্রতো জ্ঞেয়া।
স্যাদ্ দ্ব্যঙ্গুলমুচ্ছ্রায়শ্চতুরঙ্গুলমন্তরং চাক্ষ্ণোঃ ॥ ১০ ॥

নাসিকার পুট অর্থাৎ ছিদ্র দুই অঙ্গুলি, আর নাসাপুটের অগ্রভাগও দুই অঙ্গুলি, নাসিকার উচ্চতা দুই অঙ্গুলি এবং চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থান চারি অঙ্গুলি করিবে ॥ ১০ ॥

দ্ব্যঙ্গুলমিতোঽক্ষিকোশো দ্বে নেত্রে তত্ত্রিভাগিকা তারা।
দৃক্ তারাপঞ্চাংশো নেত্রবিকাশোঽঙ্গুলং ভবতি ॥ ১১ ॥

চক্ষুর পলক অর্থাৎ চক্ষুর আচ্ছাদন চর্ম্ম দুই অঙ্গুলি, চক্ষু দুই অঙ্গুলি, আর চক্ষুর তৃতীয়াংশস্থিত চক্ষুর তারা দুই অঙ্গুলি হইবে। আর চক্ষুর বিকাশ অর্থাৎ বিস্তৃতী এক অঙ্গুল করিবে ॥ ১১ ॥

পর্য্যন্তাৎ পর্য্যন্তং দশ ভ্রুবোঽর্দ্ধাঙ্গুলং ভ্রুবোর্লেখা।
ভ্রূমধ্যং দ্ব্যঙ্গুলকং ভ্রূদৈর্ঘ্যেণাঙ্গুলচতুষ্কম্ ॥ ১২ ॥

ভ্রূদ্বয়ের অন্তর অর্থাৎ এক ভ্রূর শেষ হইতে অপর ভ্রূর শেষ পর্য্যন্ত স্থানের ফাক্ দশ অঙ্গুল, ভ্রূরেখার বিস্তার অর্দ্ধ অঙ্গুল, ভ্রূর মধ্যভাগ দুই অঙ্গুল, আর এক একটী ভ্রূর দৈর্ঘ্য চারি চারি অঙ্গুলি করিয়া হইবে ॥ ১২ ॥

কার্য্যা তু কেশরেখা ভ্রূবন্ধসমাঙ্গুলার্দ্ধবিস্তীর্ণা।
নেত্রান্তে করবীরকমুপন্যসেদঙ্গুলপ্রতিমম্ ॥ ১৩ ॥

ললাটের উপরিভাগের কেশের রেখা দশ অঙ্গুল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ অঙ্গুল প্রস্থ, আর চক্ষুর প্রান্তভাগে এক অঙ্গুল পরিমাণ করবী পত্র করিবে ॥ ১৩ ॥

দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাচ্চতুর্দ্দশায়ামতোঽঙ্গুলানি শিরঃ।
দ্বাদশ তু চিত্রকর্ম্মণি দৃশ্যন্তে বিংশতিরদৃশ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

মস্তকের বর্ত্তুলতার অর্থাৎ ঘেরের পরিমাণ বত্রিশ অঙ্গুল, আর বিস্তার চতুর্দ্দশ অঙ্গুল, কিন্তু উক্ত মস্তক চিত্র করিলে বার অঙ্গুলি দৃষ্ট হইবে অপর কুড়ি অঙ্গুল দৃষ্ট হইবে না ॥ ১৪ ॥

আস্যং সকেশনিচয়ং ষোড়শ দৈর্ঘ্যেণ নগ্নজিৎপ্রোক্তম্।
গ্রীবা দশ বিস্তীর্ণা পরিণাহাদ্বিংশতিঃ সৈকা ॥ ১৫ ॥

কেশাদির সহিত মুখের দৈর্ঘ্য ষোড়শাঙ্গুল, অর্থাৎ মুখ চৌদ্দ অঙ্গুল ও কেশ দুই অঙ্গুল, নগ্নজিৎ নামক শিল্পশাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত বলেন যে গ্রীবার বিস্তার দশ অঙ্গুল ও ঘের একুশ অঙ্গুল করিবে ॥ ১৫ ॥

কণ্ঠাদ্দ্বাদশ হৃদয়ং হৃদয়ান্নাভিশ্চ তৎপ্রমাণেন।
নাভিমধ্যান্মেঢ্রান্তরঞ্চ তত্তুল্যমেবোক্তম্ ॥ ১৬ ॥

কণ্ঠ হইতে হৃদয় দ্বাদশ অঙ্গুল, হৃদয় হইতে নাভি দ্বাদশ অঙ্গুল, নাভির মধ্য হইতে মেঢ্রের অর্থাৎ লিঙ্গের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অঙ্গুল করিবে ॥ ১৬ ॥

ঊরূ চাঙ্গুলমানৈশ্চতুর্যুতা বিংশতিস্তথা জঙ্ঘে।
জানুকপিচ্ছে চতুরঙ্গুলে চ পাদৌ চ তত্তুল্যৌ ॥ ১৭ ॥

ঊরুর দৈর্ঘ্যের পরিমাণ চব্বিশ অঙ্গুল ও জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য চব্বিশ অঙ্গুল, জানু ও কপিচ্ছের পরিমাণ চারি অঙ্গুল, পাদও চারি অঙ্গুল ॥ ১৭ ॥

দ্বাদশ দীর্ঘৌ ষট্ পৃথুতয়া চ পাদৌ ত্রিকায়তাঙ্গুষ্ঠৌ।
পঞ্চাঙ্গুলপরিণাহৌ প্রদেশিনী ত্র্যঙ্গুলং দীর্ঘা ॥ ১৮ ॥

পাদের গোড়ালী হইতে অঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তের দৈর্ঘ্য দ্বাদশ অঙ্গুল, আর বিস্তার ছয় অঙ্গুল, অঙ্গুষ্ঠ তিন অঙ্গুল দীর্ঘ ও ঘের পাঁচ অঙ্গুল, প্রদেশিনী অঙ্গুলী তিন অঙ্গুল দীর্ঘ হইবে ॥ ১৮ ॥

অষ্টাংশাষ্টাংশোনাঃ শেষাঙ্গুলয়ঃ ক্রমেণ কর্ত্তব্যাঃ।
সচতুর্থভাগমঙ্গুলমুৎসেধোঽঙ্গুষ্ঠকস্যোক্তঃ ॥ ১৯ ॥

অবশিষ্ট তিনটী অঙ্গুলী যথাক্রমে প্রদেশিনী হইতে মধ্যমা, মধ্যমা হইতে অনামিকা এবং অনামিকা হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী অষ্টাংশ কম হইবে। আর অঙ্গুষ্ঠের উচ্চতা সোয়া অঙ্গুলি হইবে ॥ ১৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠনখঃ কথিতশ্চতুর্থভাগোনমঙ্গুলং তজ্জ্ঞৈঃ।
শেষনখানামর্দ্ধাঙ্গুলং ক্রমাৎ কিঞ্চিদূনং বা ॥ ২০ ॥

প্রতিমালক্ষণবেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন যে, অঙ্গুষ্ঠের নখ পৌনে এক অঙ্গুলী, অবশিষ্ট অঙ্গুলীসমূহের নখ অর্দ্ধাঙ্গুল অথবা ক্রমে কিছু কিছু কম করিবে বা যাহাতে সুন্দর দেখা যায় সেইরূপ করিবে ॥ ২০ ॥

জঙ্ঘাগ্রে পরিণাহাশ্চতুর্দ্দশোক্তস্তু বিস্তরঃ পঞ্চ।
মধ্যে তু সপ্ত বিপুলা পরিণাহাত্রিগুণিতাঃ সপ্ত ॥ ২১ ॥

উরুর অগ্রভাগের পরিণাহ অর্থাৎ ঘের চতুর্দ্দশ অঙ্গুল, বিস্তার পাঁচ অঙ্গুল। উরুর মধ্যভাগ সাত অঙ্গুল বিস্তার ও একুশ অঙ্গুল ঘের হইবে ॥ ২১ ॥

অষ্টৌ তু জানুমধ্যে বৈপুল্যং ত্র্যষ্টকস্তু পরিণাহঃ।
বিপুলৌ চতুর্দ্দশোরুমধ্যে দ্বিগুণশ্চ তৎপরিধিঃ ॥ ২২ ॥

জানুর মধ্যভাগের বিস্তার আট অঙ্গুল ও ঘের চব্বিশঅঙ্গুল। জঙ্ঘার মধ্যভাগের বিস্তার চতুর্দ্দশ অঙ্গুল এবং পরিধি অর্থাৎ ঘের আঠাশ অঙ্গুল হইবে ॥ ২২ ॥

কটিরষ্টাদশবিপুলা চত্বারিংশচ্চতুর্যুতা পরিধৌ।
অঙ্গুলমেকং নাভির্ব্বেধেন তথা প্রমাণেন ॥ ২৩ ॥

কটীদেশের বিস্তার আঠার অঙ্গুল ও ঘের চৌয়াল্লিশ অঙ্গুল, নাভির গভীরতা এক অঙ্গুল এবং বিস্তার এক অঙ্গুল ॥ ২৩ ॥

চত্বারিংশদ্ দ্বিযুতা নাভী মধ্যেন মধ্যপরিণাহঃ ॥
স্তনয়োঃ ষোড়শ চান্তরমূর্দ্ধং কক্ষে ষড়ঙ্গুলিকে ॥ ২৪ ॥

নাভির মধ্যের ঘের বিয়াল্লিশ অঙ্গুলি, স্তনদ্বয়ে অন্তর অর্থাৎ মধ্যভাগের ফাক্ ষোড়শ অঙ্গুলি এবং স্তনের উপরিভাগ ছয় অঙ্গুলি করিবে ॥ ২৪ ॥

কার্য্যাবষ্টাবংসৌ দ্বাদশবাহূ তথা প্রবাহূ চ।
বাহূ ষড়্ বিস্তীর্ণৌ প্রতিবাহূ ত্বঙ্গুলচতুষ্কম্ ॥ ২৫ ॥

কণ্ঠ হইতে স্কন্ধদেশ আট অঙ্গুলী দীর্ঘ করিবে, আর বাহুর উপরিভাগ দ্বাদশ অঙ্গুলী ও নিম্নভাগ দ্বাদশাঙ্গুলী দীর্ঘ হইবে। বাহুর বিস্তার ছয় অঙ্গুলী ও প্রবাহুর বিস্তার চারি অঙ্গুলী করিবে ॥ ২৫ ॥

ষোড়শবাহূ মূলে পরিণাহাদ্দ্বাদশাগ্রহস্তে চ।
বিস্তারেণ করতলং ষড়ঙ্গুলং সপ্ত দৈর্ঘ্যেণ ॥ ২৬ ॥

বাহুর মূলদেশের ঘের ষোড়শ অঙ্গুলী, হস্তের অগ্রভাগের ঘের দ্বাদশ অঙ্গুলী, হস্ততলের বিস্তার ছয় অঙ্গুলী, আর দৈর্ঘ্য সাত অঙ্গুলী করিবে ॥ ২৬ ॥

পঞ্চাঙ্গুলানি মধ্যা প্রদেশিনী মধ্যপর্ব্বদলহীনা।
অনয়া তুল্যা চানামিকা কনিষ্ঠা তু পর্ব্বোনা ॥ ২৭ ॥

মধ্যমাঙ্গুলী পাঁচ অঙ্গুল দীর্ঘ করিবে, প্রদেশিনী মধ্যমাঙ্গুলীর পর্ব্বার্দ্ধ হইতে কম করিবে। অনামিকা এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলীক্রমে অর্দ্ধপরিমাণ কম হইবে ॥ ২৭ ॥

পর্ব্বদ্বয়মঙ্গুষ্ঠঃ শেষাঙ্গুল্যস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ কার্য্যাঃ।
নখপরিমাণং কার্য্যং সর্ব্বাসাং পর্ব্বণোঽর্দ্ধেন ॥ ২৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ দুইপর্ব্ববিশিষ্ট করিবে, অপর অঙ্গুলী সকল তিনপর্ব্ব করিবে, অঙ্গুলী সকলের নখ অঙ্গুলী-পর্ব্বের অর্দ্ধপরিমাণ করিবে ॥ ২৮ ॥

দেশানুরূপভূষণবেষালঙ্কারমূর্ত্তিভিঃ কার্য্যা।
প্রতিমা লক্ষণযুক্তা সন্নিহিতা বৃদ্ধিদা ভবতি ॥ ২৯ ॥

প্রতিমা দেশাচারের অনুরূপ ভূষণ, বেষ ও অলঙ্কারাদিযুক্তা করিবে, এইরূপ লক্ষণযুক্তা প্রতিমা নিকটে থাকিলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

দশরথতনয়ো রামো বলিশ্চ বৈরোচনিঃ শতং বিংশম্।
দ্বাদশহান্যা শেষাঃ প্রবরসমন্যূনপরিমাণাঃ ॥ ৩০ ॥

দশরথের পুত্র রাম এবং বিরোচনের পুত্র বলি এই দুইদেবতার পরিমাণ একশত কুড়ি অঙ্গুলি করিবে, আর অপর সমস্ত দেবতার মূর্ত্তি দ্বাদশ অঙ্গুলী কম হইবে, অর্থাৎ একশত আট অঙ্গুলি করিবে; এইরূপ মূর্ত্তি উত্তম, ছিয়ানব্বই অঙ্গুলী প্রতিমা মধ্যমা এবং চৌরাশী অঙ্গুলী পরিমাণ প্রতিমা কনিষ্ঠা বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

কার্য্যোঽষ্টভুজো ভগবাংশ্চতুর্ভুজো দ্বিভুজ এব বা বিষ্ণুঃ। শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ কৌস্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ ॥ অতসীকুসুমশ্যামঃ পীতাম্বরনিবসনঃ প্রসন্নমুখঃ। কুণ্ডলকিরীটধারী পীনগলোরঃস্থলাংসভুজঃ ॥ খড়্গগদাশরপাণির্দ্দক্ষিণতঃ শান্তিদশ্চতুর্থকরঃ। বামকরেষু চ কার্ম্মুকখেটকচক্রাণি শঙ্খশ্চ ॥ ৩১—৩৩ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, বক্ষস্থল শ্রীবৎস চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত এবং উরস্থল কৌস্তুভমণিদ্বারা ভূষিত করিবে। বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যাম; বস্ত্র পীতবর্ণ, মুখ প্রশান্ত, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে কিরীট প্রদান করিবে। আর কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধদেশ ও বাহু এই চারিটী অঙ্গ স্থূল হইবে এবং দক্ষিণের উপরের হস্তত্রয়ে যথাক্রমে শঙ্খ, গদা ও বাণ এবং সর্ব্বনিম্নের চতুর্থহস্তে শান্তি ও বামহস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে ধনু, ঢাল, চক্র ও শঙ্খ দিবে এইরূপে অষ্টভুজবিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ॥ ৩১—৩৩ ॥

অথ চ চতুর্ভুজমিচ্ছতি শান্তিদ একো গদাধরশ্চান্যঃ।
দক্ষিণপার্শ্বে হ্যেবং বামে শঙ্খশ্চ চক্রঞ্চ ॥ ৩৪ ॥

চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলে দক্ষিণের একহস্তে শান্তি ও অপর হস্তে গদা প্রদান করিবে। আর বামহস্তের একহস্তে শঙ্খ ও অপর হস্তে চক্র দিবে ॥ ৩৪ ॥

দ্বিভুজস্য তু শান্তিকরো দক্ষিণহস্তোঽপরশ্চ শঙ্খধরঃ।
এবং বিষ্ণোঃ প্রতিমা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥

দ্বিভুজবিষ্ণু প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার দক্ষিণহস্তে শান্তি ও বামহস্তে শঙ্খ থাকিবে। এইরূপ বিষ্ণুর প্রতিমা ঐশ্বর্য্যাভিলাষীব্যক্তি প্রস্তুত করিবে ॥ ৩৫ ॥

বলদেবো হলপাণির্ম্মদবিভ্রমলোচনশ্চ কর্ত্তব্যঃ।
বিভ্রৎকুণ্ডলমেকং শঙ্খেন্দুমৃণালগৌরবপুঃ ॥ ৩৬ ॥

হস্তে লাঙ্গল ও মদ্যপানে চঞ্চলনেত্র এবং কুণ্ডলধারী এইরূপ বলরামের প্রতিমূর্ত্তি করিবে, আর বলরামের দেহের বর্ণ শঙ্খ, চন্দ্র ও পদ্মসূত্রের ন্যায় গৌর করিবে ॥ ৩৬ ॥

একানংশা কার্য্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োর্ম্মধ্যে।
কটিসংস্থিতবামকরা সরোজমিতরেণ চোদ্বহতী ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ এবং বলরাম এই উভয়ের মধ্যে একানংশা নাম্নী দেবী প্রস্তত করিবে, এই দেবী দ্বিভুজা হইবে, আর এই দেবীর একহস্ত কটীদেশে স্থাপিত করিবে ও অপর হস্তে পদ্ম থাকিবে ॥ ৩৭ ॥

কার্য্যা চতুর্ভুজা যা বামকরাভ্যাং সপুস্তকং কমলম্।
দ্বাভ্যাং দক্ষিণপার্শ্বে বরমর্থিষ্বক্ষসূত্রঞ্চ ॥ ৩৮ ॥

যদি ঐ দেবী চতুর্ভুজা করিতে হয় তবে তাঁহার বামহস্তদ্বয়ে যথাক্রমে পুস্তক ও পদ্ম দিবে, আর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে বরপ্রদান ও রুদ্রাক্ষমালা দিবে ॥ ৩৮ ॥

বামেষ্বষ্টভুজায়াঃ কমণ্ডলুশ্চাপমম্বুজং শাস্ত্রম্।
বরশরদর্পণযুক্তাঃ সব্যভুজাঃ সাক্ষসূত্রাশ্চ ॥ ৩৯ ॥

অষ্টভুজা করিতে হইলে বামহস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম, ও পুস্তক, আর দক্ষিণদিকের চারিহস্তে যথাক্রমে বর, বাণ, দর্পণ ও রুদ্রাক্ষমালা থাকিবে ॥ ৩৯ ॥

শাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ সুরূপশ্চ।
অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ চ কার্য্যে খেটকনিস্ত্রিংশধারিণ্যৌ ॥৪০॥

কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব ইহার হস্তে গদা, আর প্রদ্যুম্নের হস্তে ধনু থাকিবে এবং ইহার মূর্ত্তি সুন্দর করিয়া প্রস্তত করিবে, এই উভয়ের সহিত ইহাদের স্ত্রীর মূর্ত্তিও প্রস্তত করিতে হইবে এবং ইহাদের হস্তে ঢাল ও তরবারি থাকিবে ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মা কমণ্ডলুকরশ্চতুর্ম্মুখঃ পঙ্কজাসনস্থশ্চ।
স্কন্দঃ কুমাররূপঃ শক্তিধরো বর্হিকেতুশ্চ ॥ ৪১ ॥

হস্তে কমণ্ডলু, চতুর্ম্মুখ এবং পদ্মের উপর উপবিষ্ট এইরূপ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি করিবে, আর কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিক ইহার মূর্ত্তি পাঁচবৎসরের বালকের আকৃতির ন্যায় এবং শক্তিনামক অস্ত্রধারী ও ময়ূরধ্বজসহ প্রস্তত করিবে ॥ ৪১ ॥

শুক্লশ্চতুর্ব্বিষাণো দ্বিপো মহেন্দ্রস্য বজ্রপাণিত্বম্।
তির্য্যগ্‌ললাটসংস্থং তৃতীয়মপি লোচনং চিহ্নম্ ॥ ৪২ ॥

শ্বেতবর্ণ ও চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট হস্তির উপর উপবিষ্ট এবং হস্তে বজ্রনামক অস্ত্রবিশেষ ও ললাটোপরি তৃতীয়নয়ন এইরূপ ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তত করিবে ॥ ৪২ ॥

শম্ভোঃ শিরসীন্দুকলা বৃষধ্বজোঽক্ষি চ তৃতীয়মপ্যূর্দ্ধম্।
শূলং ধনুঃ পিনাকং বামার্দ্ধে বা গিরিসুতার্দ্ধম্ ॥ ৪৩ ॥

মস্তকে চন্দ্রকলা, বৃষারূঢ়, ঊর্দ্ধে তৃতীয়নেত্র, একহস্তে শূল ও অপর হস্তে পিনাকনামক ধনু এইরূপ শিবেরমূর্ত্তি করিবে, অথবা শিবের বামার্দ্ধ অঙ্গে পার্ব্বতীর অর্দ্ধাঙ্গ মিলিত করিয়া প্রস্তত করিবে। এইরূপে গৌরীশ্বর মূর্ত্তি প্রস্তত করিবে ॥ ৪৩ ॥

পদ্মাঙ্কিতকরচরণঃ প্রসন্নমূর্ত্তিঃ সুনীচকেশশ্চ।
পদ্মাসনোপবিষ্টঃ পিতেব জগতো ভবেদ্বুদ্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

হস্ত ও পদতল পদ্মচিহ্নযুক্ত ও প্রশান্তমূর্ত্তি, ছোটকেশবিশিষ্ট এবং পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও জগতের পিতাস্বরূপ এইরূপ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রস্তত করিবে ॥ ৪৪ ॥

আজানুলম্ববাহুঃ শ্রীবৎসাঙ্কঃ প্রশান্তমূর্ত্তিশ্চ।
দিগ্বাসাস্তরুণো রূপবাংশ্চ কার্য্যোঽর্হতাং দেবঃ ॥ ৪৫ ॥

আজানুলম্বিতবাহু, শ্রীবৎসচিহ্নিত, প্রশান্তমূর্ত্তি, জিতেন্দ্রিয়, হাস্তবদন, উলঙ্গ, তরুণবয়স এবং সুন্দরদেহ এইরূপ অর্হতদেবের অর্থাৎ জৈনদিগের দেবতার মূর্ত্তি প্রস্তত করিবে ॥ ৪৫ ॥

নাসাললাটজঙ্ঘোরুগণ্ডবক্ষাংসি চোন্নতানি রবেঃ।
কুর্য্যাদুদীচ্যবেশং গূঢ়ং পাদাদুরো যাবৎ ॥ ৪৬ ॥

নাসিকা, ললাট, জানু, জঙ্ঘা, কপোল ও বক্ষস্থল এইসকল স্থান রবিদেবতার উন্নত হইবে। আর উত্তরদেশবাসিদের ন্যায় বেশভূষাদিদ্বারা শোভিত করিবে এবং পদ হইতে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া রাখিবে ॥ ৪৬ ॥

বিভ্রাণঃ স্বকররুহে পাণিভ্যাং পঙ্কজে মুকুটধারী।
কুণ্ডলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিয়দ্গবৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

আর দুই হস্তে পদ্মদ্বয় ও মস্তকে মুকুট এবং কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠদেশে লম্বমান হার ও আকাশচর দেবগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত এইরূপ রবিদেবের মূর্ত্তি প্রস্তত করিবে ॥ ৪৭ ॥

কমলোদরদ্যুতিমুখঃ কঞ্চুকগুপ্তঃ স্মিতপ্রসন্নমুখঃ।
রত্নোজ্জ্বলপ্রভামণ্ডলশ্চ কর্ত্তুঃ শুভকরোঽর্কঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মুখ পদ্মের মধ্যদেশের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং কঞ্চুক অর্থাৎ পীরানদ্বারা দেহ আবৃত, হাস্যযুক্ত, প্রশান্তমূর্ত্তি ও রত্নসদৃশ উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট তাহাকে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে, এইরূপ মূর্ত্তি শুভকারক ॥ ৪৮ ॥

সৌম্যা তু হস্তমাত্রা বসুদা হস্তদ্বয়োচ্ছ্রিতা প্রতিমা।
ক্ষেমসুভিক্ষায় ভবেৎ ত্রিচতুর্হস্তপ্রমাণা যা ॥ ৪৯ ॥

একহস্তপরিমিত উচ্চ প্রতিমা শুভ, দুই হস্ত উচ্চ প্রতিমা ধনদায়ক, তিন হস্ত উচ্চ প্রতিমা কল্যাণকারক, আর চারি হস্ত উচ্চ প্রতিমা সুভিক্ষকারক হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

নৃপভয়মত্যঙ্গায়াং হীনাঙ্গায়ামকল্যতা কর্ত্তুঃ।
শাতোদর্য্যাং ক্ষুদ্ভয়মর্থবিনাশঃ কৃশায়াঞ্চ ॥ ৫০ ॥

প্রতিমা অতিশয় স্থূল হইলে রাজভয়, অঙ্গহীন হইলে কর্ত্তার অশুভ, ক্ষীণোদর হইলে দুর্ভিক্ষভয়, আর প্রতিমা কৃশ হইলে অর্থনাশ হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

মরণন্তু সক্ষতায়াং শস্ত্রনিপাতনেন নির্দ্দিশেৎ কর্ত্তুঃ।
বামাবনতা পত্নীং দক্ষিণবিনতা হিনস্ত্যায়ুঃ ॥ ৫১ ॥

প্রতিমা ব্রণযুক্ত অর্থাৎ ক্ষতবিক্ষত হইলে শস্ত্রাঘাতে কর্ত্তার মৃত্যু, বাম অঙ্গ নম্র হইলে কর্ত্তার শীঘ্র বিনাশ এবং দক্ষিণ অঙ্গ নম্র হইলে কর্ত্তার আয়ুর নাশ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

অন্ধত্বমূর্দ্ধদৃষ্ট্যা করোতি চিন্তামধোমুখী দৃষ্টিঃ।
সর্ব্বপ্রতিমাস্বেবং শুভাশুভং ভাস্করোক্তসমম্ ॥ ৫২ ॥

প্রতিমার দৃষ্টি ঊর্দ্ধ হইলে কর্ত্তা অন্ধ হইয়া থাকে, দৃষ্টি অধো হইলে কর্ত্তার চিন্তা, এইপ্রকারে সমস্ত প্রতিমার শুভাশুভ ফল সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তির শুভাশুভের ন্যায় জানিবে ॥ ৫২ ॥

লিঙ্গস্য বৃত্তপরিধিং দৈর্ঘ্যেণাসূত্র্য তৎ ত্রিধা বিভজেৎ।
মূলে তচ্চতুরস্রং মধ্যে ত্বষ্টাস্রি বৃত্তমধঃ ॥ ৫৩ ॥

শিবলিঙ্গ যে পরিমাণ স্থূল হইবে দীর্ঘও ততপরিমাণ হইবে, আর ঐ দৈর্ঘ্যের তিনভাগের সর্ব্ব শেষভাগ অর্থাৎ সর্ব্ব নিম্নভাগ চতুষ্কোণ ও মধ্যভাগ অষ্টকোণ ও তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ উপরিভাগ গোলাকার করিবে ॥ ৫৩ ॥

চতুরস্রমবনিখাতে মধ্যং কার্য্যন্ত পিণ্ডিকাশ্বভ্রে।
দৃশ্যোচ্ছ্রায়েণ সমা সমন্ততঃ পিণ্ডিকা শ্বভ্রাৎ ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর উক্ত শিবলিঙ্গের সর্ব্ব নিম্ন চতুরস্রভাগ মৃত্তিকামধ্যে স্থাপিত করিবে, মধ্যভাগ অর্থাৎ অষ্টকোণভাগ পিণ্ডিকায় বসাইবে, ঐ শিবলিঙ্গের উপরিভাগ যেপরিমাণ উচ্চ পিণ্ডিকার প্রস্থ ততপরিমাণ হইবে, আর শিবলিঙ্গ যেপরিমাণ দৃষ্ট হইবে ততপরিমাণ পিণ্ডিকার চারিদিকে গর্ত্ত করিবে ॥৫৪॥

কৃশদীর্ঘং দেশঘ্নং পার্শ্ববিহীনং পুরস্য নাশায়।
যস্য ক্ষতং ভবেন্মস্তকে বিনাশায় তল্লিঙ্গম্ ॥ ৫৫ ॥

উক্ত শিবলিঙ্গ কৃশ বা দীর্ঘ হইলে দেশনাশ, পার্শ্বভাগ হীন হইলে নগর নাশ, যে শিবলিঙ্গের মস্তকে ক্ষত অর্থাৎ গর্ত্ত দৃষ্ট হইবে সেই শিবলিঙ্গ কর্ত্তার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

মাতৃগণঃ কর্ত্তব্যঃ স্বনামদেবানুরূপকৃতচিহ্নঃ।
রেবন্তোঽশ্বারূঢ়ো মৃগয়াক্রিয়াদিপরিবারঃ ॥ ৫৬ ॥

মাতৃকাগণকে স্বীয় স্বীয় নামের দেবতার অনুরূপ চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করিবে। রেবন্তনামক দেবতার মূর্ত্তি অশ্বারূঢ়, মৃগয়াদিক্রিয়ারত ও পরিবারযুক্ত করিবে ॥ ৫৬ ॥

দণ্ডী যমো মহিষগোহংসারূঢ়শ্চ পাশভৃদ্বরুণঃ।
নরবাহনঃ কুবেরো বামকিরীটী বৃহৎকুক্ষিঃ ॥ ৫৭ ॥

যমের প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডহস্ত ও মহিষারূঢ় করিবে। পাশহস্ত ও হংসারূঢ় এইরূপ বরুণের প্রতিমা করিবে। মনুষ্যবাহন, বামভাগে মুকুট ও প্রশস্ত উদরবিশিষ্ট কুবেরদেবের প্রতিমা প্রস্তুত করিবে ॥ ৫৭ ॥ *

* কেহ কেহ বলেন যে কুবের গর্দ্দভ বাহন।

প্রমথাধিপো গজমুখঃ প্রলম্বজঠরঃ কুঠারধারী স্যাৎ।
একবিষাণো বিভ্রন্মূলককন্দং সুনীলদলকন্দম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং প্রতিমালক্ষণং নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

হস্তীমুখসদৃশ মুখ, লম্বোদর, কুঠারধারী এবং মূলককন্দসদৃশ দন্তবিশিষ্ট, উত্তম নীলবর্ণ পত্রের সহিত কন্দধারী গণেশদেবের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বনসংপ্রবেশঃ।

কর্ত্তুরনুকূলদিবসে দৈবজ্ঞবিশোধিতে শুভনিমিত্তে।
মঙ্গলশকুনৈঃ প্রাস্থানিকৈশ্চ বনসম্প্রবেশঃ স্যাৎ ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিমা প্রস্তুত করিতে অভিলাষী হইবেন, তিনি জ্যোতির্ব্বিদকর্ত্তৃক বিশোধিত ও শুভ নিমিত্ত যুক্ত স্বীয় অনুকূল দিবসে প্রস্থান সম্বন্ধীয় শুভশাকুন দর্শনকরত বনে প্রবেশ করিবে ॥ ১ ॥

পিতৃবনমার্গসুরালয়বল্মীকোদ্যানতাপসাশ্রমজাঃ। চৈত্যসরিৎসঙ্গমসম্ভবাশ্চ ঘটতোয়সিক্তাশ্চ ॥ কুব্জানুজাতবল্লীনিপীড়িতা বজ্রমারুতোপহতাঃ। স্বপতিতহস্তিনিপীড়িতশুষ্কাগ্নিপ্লুষ্টমধুনিলয়াঃ ॥ তরবো বর্জ্জয়িতব্যাঃ শুভদাঃ স্যুঃ স্নিগ্ধপত্রকুসুমফলাঃ। অভিমতবৃক্ষং গত্বা কুর্য্যাৎ পূজাং সবলিপুষ্পাম্ ॥ ২—৪ ॥

যে সকল বৃক্ষ শ্মশান; পথ, দেবালয়, বল্মীক, বাগান ও তপস্বীর আশ্রম এইসকল স্থানে জন্মে সেই সকল বৃক্ষ এবং গ্রামস্থ প্রধান বৃক্ষ, নদীসঙ্গমস্থানের বৃক্ষ ও ঘটের জলদ্বারা সিক্তবৃক্ষ, কুব্জ অর্থাৎ ছোট বৃক্ষ, অনুজাত (প্রধান বৃক্ষের মূলোত্থিত) বৃক্ষ, লতা-পীড়িতবৃক্ষ, বজ্র ও বায়ুদ্বারা পীড়িত বৃক্ষ, স্বয়ং পতিত ও হস্তীদ্বারা পীড়িতবৃক্ষ এবং শুষ্ক ও অগ্নিদগ্ধবৃক্ষ আর যে সকল বৃক্ষে মধুমক্ষিকা বাস করে, সেই সকল বৃক্ষ পরিত্যাগ করিবে। অপিচ যেসকল বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল স্নিগ্ধ অর্থাৎ কোমল, সেই সকল বৃক্ষের প্রতিমা শুভকর বলিয়া জানিবে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অভীষ্ট বৃক্ষের নিকট গমন করিয়া বলি ও পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে ॥ ২—৪ ॥

সুরদারুচন্দনশমীমধুকতরবঃ শুভা দ্বিজাতীনাম্।
ক্ষত্রস্যারিষ্টাশ্বত্থখদিরবিল্বা বিবৃদ্ধিকরাঃ ॥ ৫ ॥

দেবদারু, শমী ও মউয়া এইসকল বৃক্ষ ব্রাহ্মণের পক্ষে শুভকারক, নিম্ব, অশ্বত্থ, খদির ও বিল্ববৃক্ষ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুভকারক জানিবে ॥ ৫ ॥

বৈশ্যানাং জীবকখদিরসিন্ধুকস্পন্দনাশ্চ শুভফলদাঃ।
তিন্দুককেসরসর্জ্জার্জ্জুনাম্রশালাশ্চ শূদ্রানাম্ ॥ ৬ ॥

জীবক, খদির, সিন্ধুক (নিসিন্দা), স্পন্দন (গাঁব), এইসকল বৃক্ষ

বৈশ্যের শুভফলদায়ক। গাঁব, নাগকেশর, সর্জ্জ অর্থাৎ শাল ও অর্জ্জুন-বৃক্ষ শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত ॥ ৬ ॥

লিঙ্গং বা প্রতিমা বা দ্রুমবৎ স্থাপ্যা যথাদিশং যস্মাৎ।
তস্মাচ্চিহ্নয়িতব্যা দিশো দ্রুমস্যোর্দ্ধমথবাধঃ ॥ ৭ ॥

শিবলিঙ্গ কিংবা প্রতিমা প্রভৃতির জন্য যেবৃক্ষ আনয়ন করিবে বৃক্ষের যে দিক্ যে দিকে থাকিবে প্রতিমা ও লিঙ্গের সেই দিক্ সেই দিকে স্থাপন করিবে। অর্থাৎ বৃক্ষের পূর্ব্বদিকে প্রতিমারও পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিবে এবং বৃক্ষের অধোভাগ প্রতিমারও অধোভাগ আর বৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগ প্রতিমারও তাহাই ঊর্দ্ধভাগ করিবে। এই নিমিত্ত বৃক্ষের দিক্ ও ঊর্দ্ধাধোভাগে চিহ্ন করিবে ॥ ৭ ॥

পরমান্নমোদকৌদনদধিপললোল্লোপিকাভির্ভক্ষ্যৈঃ।
মদ্যৈঃ কুসুমৈর্ধূপৈর্গন্ধৈশ্চ তরুং সমভ্যর্চ্চ্য ॥ ৮ ॥

পায়স, মোদক, অন্ন, দধি, মাংস (কেহ কেহ বলেন তিলচূর্ণ) ও উল্লোপিকা এইসকল ভক্ষ্যপদার্থ এবং মদ্য, পুষ্প, ধূপ ও গন্ধদ্রব্য এই সকলদ্বারা বৃক্ষের পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

সুরপিতৃপিশাচরাক্ষসভুজগাসুরগণবিনায়কাদ্যানাম্।
কৃত্বা রাত্রৌ পূজাং বৃক্ষং সংস্পৃশ্য চ ব্রূয়াৎ ॥ ৯ ॥

রাত্রিকালে দেবতা, পিতৃ, পিশাচ, রাক্ষস, নাগ, দৈত্য, প্রমথাদিগণ দেবতা, বিঘ্নবিনাশক গণেশ, ভূত, প্রেত, সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব্ব এইসকলের পূজা করিয়া পরে বৃক্ষকে স্পর্শপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে ॥ ৯ ॥

অর্চ্চার্থমমুকস্য ত্বং দেবস্য পরিকল্পিতঃ।
নমস্তে বৃক্ষ! পূজেয়ং বিধিবৎ সংপ্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১০ ॥

অমুকদেবতার প্রতিমা প্রস্তুত করিবার জন্য তোমাকে কল্পনা করিয়াছি, হে বৃক্ষ! তোমাকে নমস্কার করি। যথাশাস্ত্রানুসারে পূজা গ্রহণ কর ॥ ১০ ॥

যানীহ ভূতানি বসন্তি তানি বলিং গৃহীত্বা বিধিবৎ প্রযুক্তম্। অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তু ক্ষমন্তু তান্যদ্য নমোঽস্তু তেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

বৃক্ষের উপর যেসকল ভূতগণ বাস করিতেছ, তাহারা যথাশাস্ত্রানুসারে পূজাগ্রহণ কর এবং অপরস্থানে যাওয়ার নিমিত্ত স্থান কল্পনা কর ও আমাকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত তোমাকে অদ্য নমস্কার করিতেছি ॥ ১১ ॥

বৃক্ষং প্রভাতে সলিলেন সিক্ত্বা পূর্ব্বোত্তরস্যাং দিশি সন্নিকৃত্য। মধ্বাজ্যলিপ্তেন কুঠারকেণ প্রদক্ষিণং শেষমতোঽভিহন্যাৎ ॥ ১২ ॥

প্রাতঃকালে বৃক্ষে জলসিঞ্চন করিয়া ঈশানদিকে মধু ও ঘৃত লেপনপূর্ব্বক ঐস্থান প্রথমে ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে ছেদন শেষ করিবে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বেণ পূর্ব্বোত্তরতোঽথবোদক্ পতেদ্ যদা বৃদ্ধিকরস্তদা স্যাৎ। আগ্নেয়কোণাৎ ক্রমশোঽগ্নিদাহঃ ক্ষুদ্রোগরোগাস্তুরগক্ষয়শ্চ ॥ ১৩ ॥

উক্ত ছেদিতবৃক্ষ পূর্ব্ব, ঈশান ও উত্তরদিকে পতিত হইলে বৃদ্ধিকারক, অগ্নিকোণে পতিত হইলে অগ্নিদাহ, দক্ষিণে রোগভয়, নৈর্ঋৎ ও পশ্চিমদিকে পতিত হইলেও রোগ, আর বায়ুকোণে পতিত হইলে অশ্বক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যন্নোক্তমস্মিন্বনসংপ্রবেশে নিপাতবিচ্ছেদনবৃক্ষগর্ভাঃ।
ইন্দ্রধ্বজে বাস্তুনি চ প্রদিষ্টাঃ পূর্ব্বং ময়া তেঽত্র তথৈব যোজ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বনসংপ্রবেশো নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

বৃক্ষের নিপাত, ছেদন ও বৃক্ষের গর্ভ এইসকলবিষয় বনসংপ্রবেশ অধ্যায়ে বলা হইল না, ইন্দ্রধ্বজ ও বাস্তুবিদ্যাতে এইসকল বিষয় বিস্তাররূপে বলা হইয়াছে তাহাও এইস্থলে জানিবে ॥ ১৪ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রতিমাপ্রতিষ্ঠাপনং।

দিশি সৌম্যায়াং কুর্য্যাদধিবাসনমণ্ডপং বুধঃ প্রাগ্বা।
তোরণচতুষ্টয়যুতং শস্তদ্রুমপল্লবচ্ছন্নম্ ॥ ১ ॥

পণ্ডিতগণ উত্তর বা পূর্ব্বদিকে অধিবাসের নিমিত্ত অর্থাৎ প্রতিমাস্থাপনের পূর্ব্বদিবসে পূজাপ্রভৃতি করিবার নিমিত্ত মণ্ডপপ্রস্তুত করিবে। উক্ত মণ্ডপের চারিদিকে চারিটী তোরণ করিবে এবং উক্ত তোরণ প্রশস্ত যজ্ঞীয়বৃক্ষের পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে ভাগে চিত্রাঃ স্রজঃ পতাকাশ্চ মণ্ডপস্যোক্তাঃ।
আগ্নেয্যাং দিশি রক্তাঃ কৃষ্ণাঃ স্যুর্য্যাম্যনৈর্ঋতয়োঃ ॥ ২ ॥

মণ্ডপের পূর্ব্বদিক্ ননাবর্ণের চিত্রিতমালা ও পতাকাদ্বারা শোভিত করিবে। অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ, দক্ষিণ ও নৈঋৎকোণে কৃষ্ণবর্ণ মালা ও পতাকা প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

শ্বেতা দিশ্যপরস্যাং বায়ব্যায়ান্তু পাণ্ডুরা এব।
চিত্রাশ্চোত্তরপার্শ্বে পীতাঃ পূর্ব্বোত্তরে কোণে ॥ ৩ ॥

পশ্চিমকোণে শ্বেতবর্ণ, বায়ুকোণে পাণ্ডুবর্ণ, উত্তরকোণে নানাবিধ চিত্রবর্ণ এবং ঈশানকোণে পীতবর্ণ মালা এবং পতাকা প্রদান করিবে ॥ ৩ ॥

আয়ুঃশ্রীবলজয়দা দারুময়ী মৃন্ময়ী তথা প্রতিমা।
লোকহিতায় মণিময়ী সৌবর্ণী পুষ্টিদা ভবতি ॥ ৪ ॥

কাষ্ঠ অথবা মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত করা প্রতিমা আয়ুর্ব্বর্দ্ধক এবং লক্ষ্মী, বল ও জয়কারক। হীরকাদিমণিময় প্রতিমা লোক-কল্যাণকারক, সুবর্ণময় প্রতিমা পুষ্টিকারক ॥ ৪ ॥

রজতময়ী কীর্ত্তিকরী প্রজাবিবৃদ্ধিং করোতি তাম্রময়ী।
ভূলাভস্তু মহান্তং শৈলী প্রতিমাথবা লিঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

রৌপ্যময়প্রতিমা কীর্ত্তিকারক, তাম্রময়প্রতিমা প্রজাবৃদ্ধিকারক, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা বহুভূমিলাভকারক হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শঙ্কুপহতা প্রতিমা প্রধানপুরুষং কুলঞ্চ ঘাতয়তি।
শ্বভ্রোপহতা রোগান্ উপদ্রবাংশ্চাক্ষয়ান্ কুরুতে ॥ ৬ ॥

শঙ্কুনামক অস্ত্রদ্বারা প্রতিমা উপহত অর্থাৎ ক্ষত হইলে প্রধানপুরুষের ও কুলের বিনাশ হয়, আর প্রতিমায় গর্ত্ত হইলে রোগ ও উপদ্রবসকল সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে ॥ ৬ ॥

মণ্ডপমধ্যে স্থণ্ডিলমুপলিপ্যাস্তীর্য্য সিকতয়াথ কুশৈঃ।
ভদ্রাসনকৃতশীর্ষোপধানপাদাং ন্যসেৎ প্রতিমাম্ ॥ ৭ ॥

মণ্ডপভূমী লেপন করিয়া প্রথমত বালুকা তাহার উপরে দর্ভ অর্থাৎ কুশা বিস্তার করিবে, পরে রাজাসনের উপর প্রতিমার মস্তক ও উপাধানের অর্থাৎ বালিসের উপর পাদস্থাপন করিবে ॥ ৭ ॥

প্লক্ষাশ্বত্থোড়ুম্বরশিরীষবটসম্ভবৈঃ কষায়জলৈঃ। মঙ্গল্যসংজ্ঞিতাভিঃ সর্ব্বৌষধিভিঃ কুশাদ্যাভিঃ॥ দ্বিপবৃষভোদ্ধৃতপর্ব্বতবল্মীকসরিৎসমাগমতটেষু। পদ্মসরঃসু চ মৃদ্ভিঃ সপঞ্চগব্যৈশ্চ তীর্থজলৈঃ॥ পূর্ব্বশিরস্কাং স্নাতাং সুবর্ণরত্নাম্বুভিশ্চ সসুগন্ধৈঃ। নানাতূর্য্যনিনাদৈঃ পুণ্যাহৈর্ব্বেদনির্ঘোষৈঃ ॥ ৮—১০ ॥

প্রতিমাস্নানের নিমিত্ত প্লক্ষ (পাকুড়), অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, শিরীষ ও বট এইসকল বৃক্ষের পত্রের ক্বাথ, আর মাঙ্গলিক কুশাদি সর্ব্বৌষধি অর্থাৎ জয়া, জয়ন্তী, জীবপুত্রক, পুনর্নবা, বিষ্ণুক্রান্তা, হরিতকী, সহা, সহদেবী, পূর্ণকোষা ও শতমূলী এইসকল দ্রব্য এবং গজ ও বৃষভদ্বারা উদ্ধৃতমৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, পর্ব্বতস্থমৃত্তিকা, নদীসঙ্গমের মৃত্তিকা, পদ্মমূলমৃত্তিকা, সরোবরের মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, এবং তীর্থজল আর স্বর্ণ ও রজতযুক্ত সুগন্ধিজল এইসকল সংগ্রহকরত তদ্দারা প্রথমত মস্তক হইতে স্নান করাইতে আরম্ভ করিবে। আর ঐসময়ে নানাবিধ বাদ্য, পুণ্যবাচক শব্দ ও বেদধ্বনি করিতে থাকিবে ॥ ৮—১০ ॥

ঐন্দ্র্যাং দিশীন্দ্রলিঙ্গা মন্ত্রাঃ প্রাগ্দক্ষিণেঽগ্নিলিঙ্গাশ্চ।
জপ্তব্যা দ্বিজমুখ্যৈঃ পূজ্যাস্তে দক্ষিণাভিশ্চ ॥ ১১ ॥

প্রধান ব্রাহ্মণগণদ্বারা পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রদেবতার মন্ত্র এবং অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতার মন্ত্র জপ করাইবে, আর ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদিদ্বারা পূজা করিবে ॥ ১১ ॥

যো দেবঃ সংস্থাপ্যস্তন্মন্ত্রৈশ্চানলং দ্বিজো জুহুয়াৎ।
অগ্নিনিমিত্তানি ময়া প্রোক্তানীন্দ্রধ্বজোচ্ছ্রায়ে ॥ ১২ ॥

যে দেবতা স্থাপন করিবে সেই দেবতার মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিবে। উক্ত হোমকালে অগ্নিসম্বন্ধীয় শুভাশুভলক্ষণ সকল ইন্দ্রধ্বজাধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে এইস্থলেও হোমাগ্নির শুভাশুভ লক্ষণ সেইরূপ জানিবে ॥ ১২ ॥

ধূমাকুলোঽপসব্যো মুহুর্মুহুর্বিস্ফুলিঙ্গকৃন্ন শুভঃ।
হোতুঃ স্মৃতিলোপো বা প্রসর্পণং বাশুভং প্রোক্তম্ ॥ ১৩ ॥

হোমকালে অগ্নিশিখা যদি ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত হয় কিংবা অগ্নিশিখা হইতে পুনঃ পুনঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয় তাহাহইলে অশুভ, আর হোমকালে যদি ক্রিয়াসম্বন্ধে পুরোহিতের ভুল হয় বা পুরোহিত পশ্চাৎদিকে পড়িয়া যায়, তাহাহইলেও অশুভ জানিবে ॥ ১৩ ॥

স্নাতামভুক্তবস্ত্রাং স্বলঙ্কৃতাং পূজিতাং কুসুমগন্ধৈঃ।
প্রতিমাং স্বাস্তীর্ণায়াং শয্যায়াং স্থাপকঃ কুর্য্যাৎ ॥ ১৪ ॥

প্রতিমা স্নান করাইয়া পরে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইবে, অনন্তর উত্তম অলঙ্কার, পুষ্প, গন্ধ ও ধূপাদিদ্বারা পূজা করিবে, এইরূপে প্রতিমার পূজা করিয়া প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা প্রতিমাকে উত্তম শয্যার নিকটে উপবেশন করাইবে ॥ ১৪ ॥

সুপ্তাং সুনৃত্যগীতৈর্জ্জাগরকৈঃ সম্যগেবমধিবাস্য।
দৈবজ্ঞসম্প্রদিষ্টে কালে সংস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

এইরূপে শয়ন করান প্রতিমার নিকটে গীতাদিপ্রদানপূর্ব্বক রাত্রিজাগরণাদিদ্বারা উত্তমরূপে অধিবাস করিয়া জ্যোতির্বিদদ্বারা কথিত উত্তম মুহূর্ত্তে উক্ত প্রতিমা স্থাপন করিবে ॥ ১৫ ॥

অভ্যর্চ্চ্য কুসুমবস্ত্রানুলেপনৈঃ শঙ্খতূর্য্যনির্ঘোষৈঃ।
প্রাদক্ষিণ্যেন নয়েদায়তনস্য প্রযত্নেন ॥ ১৬ ॥

উক্ত প্রতিমাকে পুষ্প, বস্ত্র ও গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিয়া, শঙ্খ ও অন্যান্য বাদ্যাদির সহিত প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা অধিবাসগৃহ হইতে প্রতিমা বাহির করিয়া দেবালয়ের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করত দক্ষিণদিক্ দিয়া দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবে ॥ ১৬ ॥

কৃত্বা বলিং প্রভূতং সম্পূজ্য ব্রাহ্মণাংশ্চ সভ্যাংশ্চ।
দত্বা হিরণ্যশকলং বিনিক্ষিপেৎ পিণ্ডিকা শ্বভ্রে ॥ ১৭ ॥

প্রভূত বলি অর্থাৎ ভোগ প্রদানকরত সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে দানাদিদ্বারা পূজা করিয়া পিণ্ডিকার অর্থাৎ বেদির গর্ত্তমধ্যে স্বর্ণখণ্ডসকল নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রতিমা স্থাপন করিবে ॥ ১৭ ॥

স্থাপকদৈবজ্ঞদ্বিজসভ্যস্থপতীন্ বিশেষতোঽভ্যর্চ্চ্য।
কল্যাণানাং ভাগী ভবতীহ পরত্র চ স্বর্গী ॥ ১৮ ॥

প্রতিমা প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ, সভ্য ও শিল্পিদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। এইরূপে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা ইহকালে কল্যাণভাজন হইয়া পরকালে স্বর্গে বাস করেন ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্ মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্বিদুর্ব্রহ্মণঃ। শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদুর্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুকে যে পূজা করে তাহাকে ভাগবত, সূর্য্যকে যে পূজা করে তাহাকে মগ, শিবকে যে পূজা করে, তাহাকে ভস্মধারী পাশুপত, মাতৃকাগণকে যে পূজা করে তাহাকে মাতৃমণ্ডলবেত্তা, ব্রহ্মাকে যে পূজা করে তাহাকে ব্রাহ্মণ, অর্হৎদেবতার পূজককে শাক্য এবং বুদ্ধদেবতার পূজককে বৌদ্ধ বলে। অপিচ যেব্যক্তি যে দেবতার উপাসক সেই ব্যক্তি সেই দেবতার পূজা ও স্থাপন করিবে ॥ ১৯ ॥

উদগয়নে সিতপক্ষে শিশিরগভস্তৌ চ জীববর্গস্থে। লগ্নে স্থিরে স্থিরাংশে সৌম্যৈর্ধীধর্ম্মকেন্দ্রগতৈঃ ॥ পাপৈরুপচয়সংস্থৈর্ধ্রুবমৃদুহরিতিষ্যবায়ুদেবেষু। বিকুজে দিনেঽনুকূলে দেবানাং স্থাপনং শস্তম্ ॥ ২০—২১ ॥

উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষে, শিশির ঋতুতে এবং বৃহস্পতির গৃহ, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ত্রিংশাংশ এই ষড়্‌বর্গগত চন্দ্র হইলে আর স্থিরলগ্নে, স্থিরাংশে ও লগ্নে এবং ৫।৯।১।৪।৭।১০ এইসকল স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে ও ৩।৬।১০।১১ এইসকলস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে এবং উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাফাল্গুনী ও উত্তরাভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, রেবতী, চিত্রা, অনুরাধা, শ্রবণা, পুষ্যা ও স্বাতী এইসকল নক্ষত্রে এবং মঙ্গল ভিন্ন বারে আর প্রতিষ্ঠাকর্ত্তার মঙ্গলকর দিবসে প্রতিমা স্থাপন করিবে, ইহাতে শুভ হইয়া থাকে ॥ ২০—২১ ॥

সামান্যমিদং সমাসতো লোকানাং হিতদং ময়া কৃতম্। অধিবাসনসন্নিবেশনে সাবিত্রে পৃথগেব বিস্তরাৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং প্রতিষ্ঠাপনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

লোকদিগের মঙ্গলকারক দেবতার প্রতিষ্ঠা সংক্ষেপে বলা হইল, অন্যান্য দেবতাসমূহের অধিবাস ও প্রতিষ্ঠা বিস্তারপূর্ব্বক সাবিত্রশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়।

অথ গোলক্ষণম্।

পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় গোলক্ষণং যৎ ক্রিয়তে ততোঽয়ম্। ময়া সমাসঃ শুভলক্ষণাস্তাঃ সর্ব্বাস্তথাপ্যাগমতোঽভিধাস্যে ॥ ১ ॥

পরাশরঋষি বৃহদ্রথনামক স্বীয় শিষ্যকে যে গো লক্ষণ বলিয়াছেন আমি তাহাহইতে সংক্ষেপে গো লক্ষণ বলিতেছি ॥ ১ ॥

সাস্রাবিলরূক্ষাক্ষ্যো মূষকনয়নাশ্চ ন শুভদা গাবঃ। প্রচলচ্চিপিটবিষাণাঃ করটাঃ খরসদৃশবর্ণাশ্চ ॥ ২ ॥

যে গোর চক্ষু হইতে জলস্রাব হয় এবং যে গোর চক্ষু ঘোলাইটা, রুক্ষ ও মূষিকসদৃশ সেই গো শুভদায়ক নহে। আর যাহার শৃঙ্গ চঞ্চল ও চেপ্টা এবং যাহার বর্ণ কৃষ্ণ লালমিশ্রিত ও গর্দ্দভসদৃশ সেই গোও শুভদায়ক নহে ॥ ২ ॥

দশসপ্তচতুর্দন্ত্যঃ প্রলম্বমুণ্ডাননা বিনতপৃষ্ঠাঃ। হ্রস্বস্থূলগ্রীবা যবমধ্যা দারিতখুরাশ্চ ॥ ৩ ॥

যে গাভীর দশটী, সাতটী ও চারিটী দন্ত এবং যাহার মুখ লম্বা ও মস্তক কেশশূন্য, পৃষ্ঠদেশ নিম্ন, যাহার গলা স্থূল ও ছোট, উদর যবসদৃশ এবং খুর ভগ্ন ॥ ৩ ॥

শ্যাবাতিদীর্ঘজিহ্বাগুল্ফৈরতিতনুভিরতিবৃহদ্ভির্ব্বা। অতিককুদাঃ কৃশদেহা নেষ্টা হীনাধিকাঙ্গ্যশ্চ ॥ ৪ ॥

যে গাভীর জিহ্বা শ্যামবর্ণ ও লম্বা, যাহার গুল্ফ অতিশয় ছোট বা অত্যন্ত বৃহৎ, ককুদ বড় ও দেহ কৃশ, আর যে গাভী হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গবিশিষ্ট সেই গাভী শুভপ্রদ নহে ॥ ৪ ॥

বৃষভোঽপ্যেবং স্থূলাতিলম্ববৃষণঃ শিরাততক্রোড়ঃ। স্থূলশিরাচিতগণ্ডস্ত্রিস্থানং মেহতে যশ্চ ॥ মার্জ্জারাক্ষঃ কপিলঃ করটো বা ন শুভদো দ্বিজস্যেষ্টঃ। কৃষ্ণোষ্ঠতালুজিহ্বঃ শ্বসনো যূথস্য ঘাতকরঃ ॥ ৫—৬ ॥

বৃষও যদি উপরোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ নহে। আর যে বৃষের অণ্ডকোষ স্থূল ও লম্বিত এবং উদর শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত, গণ্ডদেশ বহুশিরাদ্বারা আবৃত ও যাহার মূত্র ত্রিধারায় পতিত হয় ও চক্ষু বিড়ালের চক্ষুসদৃশ বা কপিল কিংবা করটবর্ণ, এইরূপ বৃষ শুভ নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে শুভজনক। আর যে বৃষের ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও যে বৃষ অধিক শ্বাসযুক্ত সেই বৃষ যূথ অর্থাৎ গাভীর পাল বিনাশ করে ॥ ৫—৬ ॥

স্থূলশকৃন্মণিশৃঙ্গঃ সিতোদরঃ কৃষ্ণসারবর্ণশ্চ। গৃহজাতোঽপি ত্যাজ্যো যূথবিনাশাবহো বৃষভঃ ॥ ৭ ॥

যে বৃষ অধিক মল বিসর্জ্জন করে এবং যে বৃষের মণি, (লিঙ্গ) ও শৃঙ্গ বৃহৎ, উদর শ্বেতবর্ণ আর গাত্রের বর্ণ কৃষ্ণশ্বেতমিশ্রিত সেই যূথবিনাশক বৃষ নিজগৃহে জন্মিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৭ ॥

শ্যামকপুষ্পচিতাঙ্গো ভস্মারুণসন্নিভো বিড়ালাক্ষঃ। বিপ্রাণামপি ন শুভং করোতি বৃষভঃ পরিগৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

যে বৃষের শরীর শ্যামবর্ণ ও পুষ্পচিহ্নযুক্ত এবং যাহার বর্ণ ভস্ম বা অরুণসদৃশ, আর যে বৃষের চক্ষুবিড়ালের ন্যায় সেই বৃষ ব্রাহ্মণেরও শুভকারক নহে ॥ ৮ ॥

যে চোদ্ধরন্তি পাদান্ পঙ্কাদিব যোজিতাঃ কৃশগ্রীবাঃ। কাতরনয়না হীনাশ্চ পৃষ্ঠতস্তে ন ভারসহাঃ ॥ ৯ ॥

যে বৃষ ভারবহনকালে কর্দ্দমে পতিত বৃষের ন্যায় পাদোত্তলন করে এবং যাহার গ্রীবা কৃশ ও নেত্র ভয়যুক্ত, পৃষ্ঠদেশ নিম্ন সেই বৃষ ভারবহন করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

মৃদুসংহততাম্রোষ্ঠাস্তনুস্ফিজস্তাম্রতালুজিহ্বাশ্চ। তনুহ্রস্বোচ্চশ্রবণাঃ সুকুক্ষয়ঃ স্পষ্টজঙ্ঘাশ্চ ॥ ১০ ॥

যে বৃষের ওষ্ঠ কোমল, ঘন ও তাম্রবর্ণ এবং যাহার স্ফীক্ অর্থাৎ পশ্চাৎভাগ সূক্ষ্ম, তালু ও জিহ্বা রক্তবর্ণ এবং যে বৃষের কর্ণ সূক্ষ্ম, ছোট ও কিঞ্চিৎ উন্নত, আর যে বৃষ সুন্দর উদর ও সরল জঙ্ঘাবিশিষ্ট ॥ ১০ ॥

আতাম্রসংহতখুরা ব্যূঢ়োরস্কা বৃহৎককুদযুক্তাঃ।
স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণতনুত্বগ্রোমাণস্তাম্রতনুশৃঙ্গাঃ ॥ ১১ ॥

যে বৃষের খুর ঘন ও তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, ককুদ্ বৃহৎ, যাহার চর্ম্ম ও রোমসকল স্নিগ্ধ, কোমল ও পাতলা, আর যে বৃষের শৃঙ্গ রক্তবর্ণ ও সূক্ষ্ম ॥ ১১ ॥

তনুভূস্পৃগ্বালধয়ো রক্তান্তবিলোচনা মহোচ্ছ্বাসাঃ।
সিংহস্কন্ধাস্তন্বল্পকম্বলাঃ পূজিতাঃ সুগতাঃ ॥ ১২ ॥

যে বৃষের পুচ্ছ অর্থাৎ লেজ সূক্ষ্ম ও লম্বমান, যাহার চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, অধিক শ্বাসযুক্ত এবং যে বৃষের স্কন্ধদেশ সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উচ্চ ও যাহার গলকম্বল অর্থাৎ গলদেশের নীচের লম্ববানচর্ম্ম সূক্ষ্ম ও অল্প এবং যাহার গতি মনোহর সেই বৃষ শুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

বামাবর্ত্তৈর্ব্বামে দক্ষিণপার্শ্বে চ দক্ষিণাবর্ত্তৈঃ।
শুভদা ভবন্ত্যনডুহো জঙ্ঘাভিশ্চৈণকনিভাভিঃ ॥ ১৩ ॥

যে সকল বৃষের বামদিকের কেশ বামদিকে এবং দক্ষিণদিকের কেশ দক্ষিণদিকে থাকে, আর যাহাদের জঙ্ঘা হরিণের ন্যায় সেই বৃষ শুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

বৈদূর্য্যমল্লিকাবুদ্বুদেক্ষণাঃ স্থূলনেত্রবর্ম্মাণঃ।
পার্ষ্ণিভিরস্ফুটিতাভিঃ শস্তাঃ সর্ব্বেঽপি ভারবহাঃ ॥ ১৪ ॥

যে বৃষের চক্ষু বৈদূর্য্যমণিসদৃশ শ্যামবর্ণ, বা মল্লিকাপুষ্প অথবা জলবুদ্বুদের ন্যায় নির্ম্মল এবং চক্ষুর উপরের পক্ষ স্থূল ও পার্ষ্ণিদেশ অপ্রকাশিত সেই বৃষ ভারবহন করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

ঘ্রাণোদ্দেশে সবলির্ম্মার্জ্জারমুখঃ সিতশ্চ দক্ষিণতঃ।
কমলোৎপললাক্ষাভঃ সুবালধির্ব্বাজিতুল্যজবঃ ॥ লম্বৈর্বৃষণৈর্ম্মেষোদরশ্চ সঙ্ক্ষিপ্তবঙ্ক্ষণাক্রোড়ঃ। জ্ঞেয়ো ভারাধ্বসহো জবেঽশ্বতুল্যশ্চ শস্তফলঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

যে বৃষের নাসিকার উপরে রেখা দৃষ্ট হয় এবং যাহার মুখ বিড়ালের ন্যায়, দক্ষিণ অঙ্গে শ্বেতচিহ্ন এবং যে বৃষের বর্ণ শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম বা লাক্ষাসদৃশ ও পুচ্ছ সুন্দর, অশ্বের ন্যায় বেগগামী, অণ্ডকোষ লম্বিত, মেষসদৃশ উদর এবং বঙ্ক্ষণ ও ক্রোড়দেশ সঙ্ক্ষিপ্ত অর্থাৎ ছোট সেই বৃষ ভারবহন ও পথগমন করিতে এবং অশ্বের ন্যায় শীঘ্রগতিতে শুভফলদায়ক বলিয়া জানিবে ॥ ১৫—১৬ ॥

সিতবর্ণঃ পিঙ্গাক্ষস্তাম্রবিষাণেক্ষণো মহাবক্ত্রঃ।
হংসো নাম শুভফলো যূথস্য বিবর্দ্ধনঃ প্রোক্তঃ ॥ ১৭ ॥

যে বৃষ শ্বেতবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ নেত্রযুক্ত এবং যাহার শৃঙ্গ ও চক্ষু তাম্রবর্ণ আর মুখ বড় সেই লক্ষণাক্রান্ত বৃষকে হংস নামক বৃষ বলে। এই বৃষ শুভদায়ক ও যূথসমূহ বৃদ্ধি করে ॥ ১৭ ॥

ভূস্পৃগ্বালধিরাতাম্রবঙ্ক্ষণো রক্তদৃক্ ককুদ্মী চ।
কল্মাষশ্চ স্বামিনমচিরাৎ কুরুতে পতিং লক্ষ্ম্যাঃ ॥ ১৮ ॥

যে বৃষের পুচ্ছলোম ভূমি স্পর্শ করে এবং নিতম্ব তাম্রবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, ককুদ্যুক্ত এবং নানাবর্ণে চিত্রিত সেই বৃষ শীঘ্র পালককে বিপুলসম্পত্তির অধিকারী করিয়া দেয় ॥ ১৮ ॥

যো বা সিতৈকচরণো যথেষ্টবর্ণশ্চ সোঽপি শস্তফলঃ।
মিশ্রফলোঽপি গ্রাহ্যো যদি নৈকান্তপ্রশস্তোঽস্তি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গোলক্ষণং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে বৃষের একটী পাদমাত্র শ্বেতবর্ণ, কিন্তু গাত্র অন্য বর্ণের সেই বৃষকেও শুভফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যদি শুভলক্ষণাক্রান্ত বৃষভ না পাওয়া যায় তবে শুভাশুভমিশ্র লক্ষণযুক্ত বৃষভই গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শ্বলক্ষণম্।

পাদাঃ পঞ্চনখাস্ত্রয়োঽগ্রচরণঃ ষড়্ভির্নখৈর্দ্দক্ষিণস্তাম্রোষ্ঠাগ্রনসো মৃগেশ্বরগতির্জ্জিঘ্রন্ ভুবং যাতি চ। লাঙ্গূলং সসটং দৃগৃক্ষসদৃশী কর্ণৌ চ লম্বৌ মৃদূ যস্য স্যাৎ স করোতি পোষ্টুরচিরাৎ পুষ্টাং শ্রিয়ং শ্বা গৃহে ॥ ১ ॥

যে কুক্কুরের তিনখানি পাদ পাঁচ পাঁচ নখযুক্ত ও চতুর্থপাদ অর্থাৎ সম্মুখের দক্ষিণদিকের পাদ ছয় নখযুক্ত, ওষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ এবং সিংহের ন্যায় গতি, আর যে কুক্কুর গমনসময়ে পৃথিবী আঘ্রাণ করিতে করিতে গমন করে, লেজ লোমযুক্ত, দৃষ্টি বানরের ন্যায় এবং কর্ণ কোমল ও লম্বিত সেই কুক্কুর গৃহস্বামীর লক্ষ্মীবৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

পাদে পাদে পঞ্চ পঞ্চাগ্রপাদে বামে যস্যাঃ ষণ্নখা মল্লিকাক্ষ্যাঃ। বক্রং পুচ্ছং পিঙ্গলালম্বকর্ণা যা সা রাষ্ট্রং কুক্কুরী পাতি পোষ্টুঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং শ্বলক্ষণং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে কুক্কুরের পাদে পাঁচ পাঁচ নখ আর পশ্চাৎদিকের প্রথমপাদে ছয়টী নখ, আর মল্লিকার ন্যায় চক্ষু অর্থাৎ চক্ষুর চারিদিকে শ্বেতবর্ণ রেখা, আর পুচ্ছ বক্র এবং পিঙ্গলবর্ণ, সেই কুক্কুর স্বীয়পালকের রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কুক্কুটলক্ষণম্।

কুক্কুটস্ত্বৃজুতনূরুহাঙ্গুলিস্তাম্রবক্ত্রনখচূলিকঃ সিতঃ।
রৌতি সুস্বরমুষাত্যয়ে চ যো বৃদ্ধিদঃ স নৃপরাষ্ট্রবাজিনাম্ ॥ ১ ॥

যে কুক্কুটের পাখা ও অঙ্গুলীসকল সরল, বক্ত্র তাম্রবর্ণ, নখ ও চুলিক অর্থাৎ মস্তকের চূড়া শ্বেতবর্ণ, আর যে কুক্কুট প্রাতঃকালে মধুর শব্দ করে সেই কুক্কুট রাজা এবং রাজ্য ও অশ্বের বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥১॥

যবগ্রীবো যো বা বদরসদৃশো বাপি বিহগো বৃহন্মূর্দ্ধা-বর্ণৈর্ভবতি বহুভির্যশ্চ রুচিরঃ। স শস্তঃ সংগ্রামে মধু-মধুপবর্ণশ্চ জয়কৃন্ন শস্তো যোঽতেঽন্যঃ কৃশতনুরবঃ খঞ্জচরণঃ ॥ ২ ॥

যে কুক্কুটের গ্রীবায় যবসদৃশ চিহ্ন এবং গলদেশে বদরসদৃশ লালবর্ণ চর্ম্ম লম্বিত, যাহার মস্তক বিস্তীর্ণ ও নানাবর্ণে চিত্রিত এবং নির্ম্মল সেই কুক্কুট যুদ্ধকার্য্যে শুভ বলিয়া জানিবে। অথবা যে কুক্কুটের বর্ণ মধুর সদৃশ বা মধুমক্ষিকাসদৃশ সেই কুক্কুট শুভকারক। আর যে কুক্কুট ইহার বিপরীত এবং কৃশ, অল্পশব্দযুক্ত ও খঞ্জ সেই কুক্কুট অশুভজনক বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

কুক্কুটী চ মৃদুচারুভাষিণী স্নিগ্ধমূর্ত্তিরুচিরাননেক্ষণা।
সা দদাতি সুচিরং মহীক্ষিতাং শ্রীযশোবিজয়বীর্য্যসম্পদঃ ॥৩

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং কুক্কুটলক্ষণং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে কুক্কুটী কোমল ও সুন্দর শব্দ করে ও যাহার শরীর নির্ম্মল এবং মুখ ও চক্ষু সুন্দর সেই কুক্কুটী গৃহে বর্ত্তমান থাকিলে রাজার লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, জয়, বল ও সম্পত্তি এইসকল লাভ হইয়া থাকে। এনিমিত্ত এইরূপ কুক্কুটী বাটীতে রাখা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কূর্ম্মলক্ষণম্।

স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীবিচিত্রঃ কলশসদৃশমূর্ত্তি-শ্চারুবংশশ্চ কূর্ম্মঃ। অরুণসমবপুর্ব্বা সর্ষপাকারচিত্রঃ সকলনৃপমহত্ত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি ॥ ১ ॥

যে কূর্ম্মের বর্ণ স্ফটিক ও রজতসদৃশ এবং নীলবর্ণ রেখাদ্বারা চিত্রিত ও শরীর কলসসদৃশ আর পৃষ্ঠদেশ মনোহর সেই কূর্ম্ম আর যে কূর্ম্মের শরীর লালবর্ণ এবং সর্ষপসদৃশ শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্নে চিহ্নিত সেই কূর্ম্ম যে রাজার গৃহে থাকিবে তিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ রাজা অর্থাৎ রাজাধিরাজ হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামতনুর্ব্বা বিন্দুবিচিত্রোঽব্যঙ্গশরীরঃ।
সর্পশিরা বা স্থূলগলো যঃ সোঽপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ॥২॥

যে কূর্ম্মের শরীর কাজল বা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বিন্দু বিন্দু চিহ্ন-দ্বারা চিত্রিত, সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট এবং সর্পের ন্যায় মুখ আর কণ্ঠদেশ বড় সেই কূর্ম্ম রাজার রাজ্যবৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

বৈদূর্য্যত্বিট্ স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণো গূঢ়চ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ। ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা কার্য্যঃ কূর্ম্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং কূর্ম্মলক্ষণং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে কূর্ম্ম বৈদূর্য্যমণির কান্তিসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, আর যাহার কণ্ঠদেশ স্থূল ও যে কূর্ম্ম ত্রিকোণাকৃতি ও গুপ্তছিদ্রযুক্ত এবং মনোহর পৃষ্ঠদেশবিশিষ্ট, সেই কূর্ম্ম শুভজনক। রাজা তাঁহার পুষ্করিণীতে কিম্বা জলপূর্ণ কোন পাত্রে ঐরূপ কূর্ম্ম রাখিয়া দিবেন ॥ ৩ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ছাগলক্ষণম্।

ছাগ-শুভাশুভলক্ষণমভিধাস্যে নবদশাষ্টদন্তাস্তে।
ধন্যাঃ স্থাপ্যা বেশ্মনি সন্ত্যাজ্যাঃ সপ্তদন্তা যে ॥ ১ ॥

এইক্ষণ ছাগের শুভাশুভ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে ছাগের নয়টী, আটটী ও দশটী দন্ত থাকে সেই ছাগ শুভ বলিয়া জানিবে, আর সাতটী দন্তযুক্ত ছাগ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১ ॥

দক্ষিণপার্শ্বে মণ্ডলমসিতং শুক্লস্য শুভফলং ভবতি।
ঋষ্যনিভকৃষ্ণলোহিতবর্ণানাং শ্বেতমপি শুভদম্ ॥ ২ ॥

শ্বেতবর্ণ ছাগের দক্ষিণপার্শ্বের মধ্যভাগে কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইলে শুভ, আর যে ছাগের বর্ণ মৃগের বর্ণ বা কৃষ্ণলোহিতবর্ণসদৃশ সেই ছাগের দক্ষিণপার্শ্বে শ্বেতবর্ণ মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই ছাগও শুভফলপ্রদ জানিবে ॥ ২ ॥

স্তনবদবলম্বতে যঃ কণ্ঠেঽজানাং মণিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।
একমণিঃ শুভফলকৃদ্ধন্যতমা দ্বিত্রিমণয়ো যে ॥ ৩ ॥

ছাগের গলদেশে স্তনসদৃশ যে মাংসপিণ্ড লম্বিত থাকে তাহাকে মণি বলে, এই মণি শুভজনক। আর ঐরূপ দুই তিনটী মণি যে ছাগের গলদেশে থাকে সেই ছাগ অতিশয় শুভজনক বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

মুণ্ডাঃ সর্ব্বে শুভদাঃ সর্ব্বসিতাঃ সর্ব্বকৃষ্ণদেহাশ্চ।
অর্দ্ধাসিতাঃ সিতার্দ্ধা ধন্যাঃ কপিলার্দ্ধকৃষ্ণাশ্চ ॥ ৪ ॥

যে ছাগ মুণ্ডা অর্থাৎ শৃঙ্গ রহিত, সেই ছাগ যেকোন বর্ণের হইলেও শুভজনক। আর যে ছাগ সম্পূর্ণ শ্বেত বা সম্পূর্ণ কৃষ্ণ কিম্বা অর্দ্ধ কৃষ্ণ অথবা অর্দ্ধশ্বেতবর্ণ বা অর্দ্ধ পিঙ্গলবর্ণ সেই ছাগও শুভজনক বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

বিচরতি যূথস্যাগ্রে প্রথমং চাম্ভোঽবগাহতে যোঽজঃ।
স শুভঃ সিতমূর্দ্ধা বা মূর্দ্ধনি বা টিক্কিকা যস্য ॥ ৫ ॥

যে ছাগ দলের মধ্যে সকলের অগ্রে গমন করে এবং সকলের অগ্রে জলে অবগাহন বা জল পান করে, আর যে ছাগের মস্তকে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন ও টীকা চিহ্ন থাকে সেই ছাগ শুভ বলিয়া জানিবে। এইরূপ ছাগকে কুট্টক নামক ছাগ বলে ॥ ৫ ॥

সপৃষতকণ্ঠশিরা বা তিলপিষ্টনিভশ্চ তাম্রদৃক্ শস্তঃ।
কৃষ্ণচরণঃ সিতো বা কৃষ্ণো বা শ্বেতচরণো যঃ ॥ ৬ ॥

যে ছাগের কণ্ঠদেশ বা মস্তক বিন্দু বিন্দু চিহ্নযুক্ত এবং তিলপিষ্টের ন্যায় অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণযুক্ত আর চক্ষু রক্তবর্ণ সেই ছাগ শুভকারক ও কুটিল নামে বিখ্যাত ॥ ৬ ॥

যঃ কৃষ্ণাণ্ডঃ শ্বেতো মধ্যে কৃষ্ণেন ভবতি পট্টেন।
যো বা চরতি সশব্দং মন্দঞ্চ স শোভনশ্ছাগঃ ॥ ৭ ॥

যে ছাগের অণ্ড শ্বেতবর্ণ ও মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং ধীরে ধীরে শব্দ করে ও গমন করে সেই ছাগ শুভকারক, পরন্তু এইরূপ ছাগকে জটিল নামক ছাগ বলে ॥ ৭ ॥

ঋষ্যশিরোরুহপাদো যো বা প্রাক্ পাণ্ডুরোঽপরে নীলঃ।
স ভবতি শুভকৃচ্ছাগঃ শ্লোকশ্চাপ্যত্র গর্গোক্তঃ ॥ ৮ ॥

যে ছাগের মস্তকের কেশ ও পাদ নীলবর্ণ, সেই ছাগ শুভ, আর যে ছাগের মস্তকের পূর্ব্ব অর্দ্ধভাগ শ্বেতবর্ণ ও পশ্চাতের অর্দ্ধভাগ নীলবর্ণ সেই ছাগও শুভ বলিয়া জানিবে। এইরূপ ছাগকে বামন নামক ছাগ বলে। এই বিষয় গর্গঋষি যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

কুট্টকঃ কুটিলশ্চৈব জটিলো বামনস্তথা।
তে চত্বারঃ শ্রিয়ঃ পুত্রা নালক্ষ্মীকে বসন্তি তে ॥ ৯ ॥

কুট্টক, কুটিল, জটিল ও বামন এই চারিপ্রকার ছাগ লক্ষ্মীর পুত্র বলিয়া জানিবে। এই সকল ছাগ দরিদ্রের গৃহে থাকে না ॥ ৯ ॥

অথাপ্রশস্তাঃ খরতুল্যনাদাঃ প্রদীপ্তপুচ্ছাঃ কুনখা বিবর্ণাঃ। নিকৃত্তকর্ণা দ্বিপমস্তকাশ্চ ভবন্তি যে চাসিততালুজিহ্বাঃ ॥ ১০ ॥

যে ছাগের শব্দ গর্দ্দভের ন্যায় এবং পুচ্ছ প্রদীপ্ত অর্থাৎ সমুজ্জ্বল, আর যে ছাগের নখ কুৎসিত, বর্ণ অশুভ, কর্ণ ছিন্ন, মস্তক হস্তীতুল্য এবং তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ সেই ছাগ অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১০ ॥

বর্ণৈঃ প্রশস্তৈর্ম্মণিভিশ্চ যুক্তা মুণ্ডাশ্চ যে তাম্রবিলোচনাশ্চ। তে পূজিতা বেশ্মসু মানবানাং সৌখ্যানি কুর্ব্বন্তি যশঃ শ্রিয়শ্চ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ছাগলক্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে ছাগ পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত বর্ণবিশিষ্ট ও এক, দুই বা তিন মণিযুক্ত অর্থাৎ গলস্তনযুক্ত এবং শৃঙ্গরহিত ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট সেই ছাগ গৃহস্থের সুখ, যশ ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাশ্বলক্ষণম্।

দীর্ঘগ্রীবাক্ষিকূটস্ত্রিকহৃদয়পৃথুস্তাম্রতাল্বোষ্ঠজিহ্বঃ সূক্ষ্মত্বক্‌কেশবালঃ সুশফগতিমুখো হ্রস্বকর্ণোষ্ঠপুচ্ছঃ। জঙ্ঘাজানূরুবৃত্তঃ সমসিতদশনশ্চারুসংস্থানরূপো বাজী সর্ব্বাঙ্গশুদ্ধো ভবতি নরপতেঃ শত্রুনাশায় নিত্যম্ ॥ ১ ॥

যে অশ্বের গলদেশ ও চক্ষুর গোলক দীর্ঘ, কটিদেশ ও হৃদয়বিস্তীর্ণ, ওষ্ঠ ও জিহ্বা রক্তবর্ণ, চর্ম্ম, কেশ ও পুচ্ছের কেশ সূক্ষ্ম, খুর মনোহর, গমন ও মুখ সুন্দর, কর্ণ, ওষ্ঠ এবং পুচ্ছ ছোট, জানু ও উরু গোলাকার, দন্তসমান ও শ্বেতবর্ণ, আর যে অশ্বের আকার ও শরীর মনোজ্ঞ সেই অশ্ব নিত্যই রাজার শত্রুবিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অশ্রুপাতহনুগণ্ডহৃদ্গলপ্রোথশঙ্খকটিবস্তিজানুনি।
মুষ্কনাভিককুদে তথা গুদে সব্যকুক্ষিচরণেষু চাশুভাঃ ॥২॥

যে অশ্বের অশ্রুপতনস্থান, হনু, কপোল, বক্ষস্থল, কণ্ঠ, মুখের প্রান্তদেশ, শঙ্খ অর্থাৎ ললাটের পার্শ্বদেশ, কটী, নাভির নীচ ও লিঙ্গের উপরিভাগ, জানু, অণ্ডকোষ, নাভি, ককুদ, গুহ্যস্থান, বামকুক্ষী এবং পাদ এই সকল স্থানে রোমমণ্ডল দৃষ্ট হয় সেইসকল অশ্ব অশুভকারক বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

যে প্রপাণগলকর্ণসংস্থিতাঃ পৃষ্ঠমধ্যনয়নোপরিস্থিতাঃ।
ওষ্ঠসক্থিভুজকুক্ষিপার্শ্বগাস্তে ললাটসহিতাঃ সুশোভনাঃ ॥৩॥

যে অশ্বের নীচের ওষ্ঠের তলভাগ, গলদেশ, কর্ণ, পৃষ্ঠের মধ্যভাগ, চক্ষুর উপরের ভাগ, ভ্রু, ওষ্ঠ, জঙ্ঘা, ভুজ, বামকুক্ষি, পার্শ্বদেশ ও ললাট এই সকল স্থানে মণ্ডলাকৃতি রোমাবলি দৃষ্ট হয় সেই অশ্ব অধিক শুভকারক বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

তেষাং প্রপাণ একো ললাটকেশেষু চ ধ্রুবাবর্ত্তঃ।
রন্ধ্রোপরন্ধ্রমূর্দ্ধনি বক্ষসি চেতি স্মৃতৌ দ্বৌ দ্বৌ ॥ ৪ ॥

যে অশ্বের উক্ত মণ্ডলাকৃতি রোমাবলি দশটী স্থানে থাকিবে সেই অশ্বকে ধ্রুবাবর্ত্ত নামক অশ্ব বলে। উক্ত দশটী স্থান যথা—ওষ্ঠদেশে একটী, ললাটে একটী রন্ধ্রে, অর্থাৎ কুক্ষি ও নাভি এই উভয়ের মধ্যভাগে দুইটী, উপরন্ধ্রে অর্থাৎ কুক্ষি আর নাভির উপরিভাগে দুইটী, মস্তকে দুইটী এবং বক্ষস্থলে দুইটী ॥ ৪ ॥

ষড়্ভির্দন্তৈঃ সিতাভৈর্ভবতি হয়শিশুস্তৈঃ কষায়ৈর্দ্বিবর্ষঃ সন্দংশৈর্ম্মধ্যমান্ত্যৈঃ পতিতসমুদিতৈস্ত্র্যব্দপঞ্চাব্দিকোঽশ্বঃ। সন্দংশানুক্রমেণ ত্রিকপরিগণিতাঃ কালিকাপীতশুক্লাঃ কাচা মাক্ষিকশঙ্খাবটচলনমতো দন্তপাতঞ্চ বিদ্ধি ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামশ্বলক্ষণং নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে অশ্বের নীচের দন্তপাটীর দুইধারে দুইটী শ্বেতবর্ণ দন্ত দৃষ্ট হয় সেই অশ্বের একবর্ষ বয়স হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যদি ঐ দুইটী দন্ত কৃষ্ণ লালমিশ্রিত বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐ অশ্বের দুই বর্ষ বয়স হইয়াছে বলিয়া জানিবে। দন্তের উপরের ও নীচের পংক্তির ঠিক্ মধ্যে যে দুইটী দন্ত থাকে তাহাকে সংদংশদন্ত বলে, ঐ সংদংশদন্তের দুই পার্শ্বের দুইটী দন্তকে মধ্যসংদংশ আর মধ্যের দুই পার্শ্বের তিনটী দন্তকে অন্ত্য-সংদংশ বলে। সংদংশ দন্ত পতিত হইয়া উত্থিত হইলে অশ্বের বয়স তিন বৎসর, মধ্যম সংদংশ পতিত হইলে চারিবৎসর, অন্ত্যসংদংশ পতিত হইলে পাঁচবৎসর। সংদংশ কৃষ্ণবর্ণ হইলে ছয় বৎসর, মধ্য-সংদংশ কৃষ্ণবর্ণ হইলে সাতবৎসর, অন্ত্যসংদংশ কৃষ্ণবর্ণ হইলে আট বৎসর। সংদংশ পীতবর্ণ হইলে নয়বৎসর, মধ্যসংদংশ পীতবর্ণ হইলে দশবৎসর, অন্ত্যসংদংশ পীতবর্ণ হইলে একাদশ বৎসর। সংদংশ শ্বেতবর্ণ হইলে দ্বাদশবৎসর, মধ্যসংদংশ শ্বেতবর্ণ হইলে ত্রয়োদশ বৎসর, অন্ত্যসংদংশ শ্বেতবর্ণ হইলে, চতুর্দ্দশ বৎসর। সংদংশ কাচবর্ণ হইলে পঞ্চদশ বৎসর, মধ্যসংদংশ কাচ বর্ণ হইলে ষোড়শ-বৎসর, অন্ত্যসংদংশ কাচবর্ণ হইলে সপ্তদশ বৎসর। সংদংশ মধুবর্ণ হইলে অষ্টাদশ বৎসর, মধ্যসংদংশ মধুবর্ণ হইলে উনবিংশ বৎসর, অন্ত্যসংদংশ মধুবর্ণ হইবে বিংশবৎর। সংদংশ শঙ্খের সদৃশ আকার বিশিষ্ট হইলে একবিংশ বৎসর, মধ্যসংদংশ শঙ্খের আকার সদৃশ হইলে দ্বাবিংশবৎসর, অন্ত্যসংদংশ শঙ্খসদৃশ হইলে ত্রয়োবিংশ বৎসর। সংদংশ সচ্ছিদ্র হইলে চতুর্ব্বিংশ বৎসর, মধ্যমসংদংশ সচ্ছিদ্র হইলে পঞ্চ-বিংশ বৎসর, অন্ত্যসংদংশ সচ্ছিদ্র হইলে ষড়্‌বিংশ বৎসর, সংদংশ বক্র হইলে সপ্তবিংশ বৎসর, মধ্যমসংদংশ বক্র হইলে অষ্টাবিংশ বৎসর, অন্ত্য-সংদংশ বক্র হইলে উনত্রিংশ বৎসর বয়স বলিয়া জানিবে। আর সংদংশ পতিত হইলে ত্রিংশ বৎসর, মধ্যমসংদংশ পতিত হইলে একত্রিংশ বৎসর এবং অন্ত্যসংদংশ পতিত হইলে দ্বাত্রিংশবৎসর বয়স বলিয়া জানিবে। এইরূপে বত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত অশ্বের বয়স দন্তদ্বারা অবগত হইবে ॥ ৫ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গজলক্ষণম্।

মধ্বাভদন্তাঃ সুবিভক্তদেহা ন চোপদিগ্ধাশ্চ কৃশাঃ ক্ষমাশ্চ।
গাত্রৈঃ সমৈশ্চাপসমানবংশা বরাহতুল্যৈর্জ্জঘনৈশ্চ ভদ্রাঃ ॥ ১॥

যে হস্তীর দন্ত-কান্তি মধুর বর্ণের ন্যায়, যাহার দেহ সুবিভক্ত অর্থাৎ সুগঠিত, যে হস্তী অতিশয় স্থূল বা অতিশয় কৃশ নহে। আর সকলকর্ম্মে সমর্থ ও সমস্ত শরীর সমান এবং পৃষ্ঠদেশের অস্থি ধনুসদৃশ ও যে হস্তীর কটীদেশ শূকরসদৃশ সেই হস্তী ভদ্রনামক বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

বক্ষোঽথ কক্ষাবলয়ঃ শ্লথাশ্চ লম্বোদরস্ত্বগ্বৃহতীগলশ্চ।
স্থূলা চ কুক্ষিঃ সহ পেচকেন সৈংহী চ দৃগ্মন্দমতঙ্গজস্য ॥ ২॥

যে হস্তীর বক্ষস্থল, কক্ষদেশ ও বলি এই তিনটী অঙ্গ শিথিল ও যাহার উদর লম্বা, চর্ম্ম, গলদেশ এবং কুক্ষি ও পুচ্ছমূল স্থূল, আর যাহার দৃষ্টি সিংহের ন্যায় সেই হস্তী মন্দনামক বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

মৃগাস্তু হ্রস্বাধরবালমেঢ্রাস্তন্বঙ্ঘ্রিকণ্ঠদ্বিজহস্তকর্ণাঃ।
স্থূলেক্ষণাশ্চেতি যথোক্তচিহ্নৈঃ সঙ্কীর্ণনাগা ব্যতিমিশ্র-চিহ্নাঃ ॥ ৩ ॥

যে হস্তীর ওষ্ঠ, পুচ্ছ এবং লিঙ্গ হ্রস্ব, আর পাদদ্বয়, কণ্ঠ, দন্ত, শুণ্ড ও কর্ণ ক্ষীণ অর্থাৎ কৃশ এবং যাহার চক্ষু বিস্তীর্ণ, সেই হস্তীকে মৃগসংজ্ঞক হস্তী বলিয়া জানিবে। আর যে হস্তী উক্ত তিনপ্রকার অর্থাৎ ভদ্র, মন্দ ও মৃগনামক হস্তীর মিশ্রলক্ষণবিশিষ্ট তাহাকে মিশ্রনামক হস্তী বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

পঞ্চোন্নতিঃ সপ্ত মৃগস্য দৈর্ঘ্যমষ্টৌ চ হস্তাঃ পরিণাহমানম্।
একদ্বিবৃদ্ধাবথ মন্দভদ্রৌ সঙ্কীর্ণনাগোঽনিয়তপ্রমাণঃ ॥ ৪ ॥

মৃগসংজ্ঞক হস্তী পাঁচহাত উচ্চ এবং পুচ্ছমূল হইতে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাত হাত, প্রস্থ অর্থাৎ বের আট হাত। মন্দসংজ্ঞক হস্তী উচ্চে ছয় হাত, দীর্ঘে আট হাত, প্রস্থ অর্থাৎ বের নয় হাত। ভদ্রনামক হস্তী উচ্চে সাত হাত, দীর্ঘে নয় হাত, প্রস্থ অর্থাৎ বের দশ হাত। আর মিশ্রসংজ্ঞ হস্তীর কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই ॥ ৪ ॥

ভদ্রস্য বর্ণো হরিতো মদশ্চ মন্দস্য হারিদ্রকসন্নিকাশঃ।
কৃষ্ণো মদশ্চাভিহিতো মৃগস্য সঙ্কীর্ণনাগস্য মদো বিমিশ্রঃ ॥ ৫ ॥

ভদ্রনামক হস্তীর মদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হরিৎবর্ণ, মন্দনামক হস্তীর মদ পীতবর্ণ, মৃগনামক হস্তীর মদ কৃষ্ণবর্ণ, সঙ্কীর্ণনামক হস্তীর মদ মিশ্রবর্ণ অর্থাৎ হরিৎ, পীত ও কৃষ্ণমিশ্রিতবর্ণ এইরূপে হস্তীর মদের বর্ণ দেখিয়া হস্তীর জাতি নির্ণয় করিবে ॥ ৫ ॥

তাম্রোষ্ঠতালুবদনাঃ কলবিঙ্কনেত্রাঃ স্নিগ্ধোন্নতাগ্র-দশনাঃ পৃথুলায়তাস্যাঃ। চাপোন্নতায়তনিগূঢ়নিমগ্নবংশা-স্তন্বেকরোমচিতকূর্ম্মসমানকুম্ভাঃ ॥ ৬ ॥

যে হস্তীর ওষ্ঠ, তালু ও মুখ, রক্তবর্ণ, চক্ষু চটকপক্ষির সদৃশ, যাহার দন্ত স্নিগ্ধ ও উন্নত, মুখ বিস্তীর্ণ ও দীর্ঘ এবং যে হস্তীর পৃষ্ঠাস্থি ধনুসদৃশ, উচ্চ, বিস্তীর্ণ ও সন্ধিসমূহ নিম্ন এবং অনতি উচ্চ, আর যে হস্তীর গণ্ডস্থল কৃশ, একরোমযুক্ত এবং কচ্ছপপৃষ্ঠসদৃশ ॥ ৬ ॥

বিস্তীর্ণকর্ণহনুনাভিললাটগুহ্যাঃ কূর্ম্মোন্নতদ্বিনববিংশতি-ভির্নখৈশ্চ। রেখাত্রয়োপচিতবৃত্তকরাঃ সুবালা ধন্যাঃ সুগন্ধিমদপুষ্করমারুতাশ্চ ॥ ৭ ॥

আর যে হস্তীর কর্ণ, হনু, নাভি, ললাট ও গুহ্য প্রশস্ত এবং যে হস্তী কূর্ম্মসদৃশ উন্নত, অষ্টাদশ বা বিংশতি নখযুক্ত, যে হস্তীর শুণ্ড দীর্ঘ, তিনটী রেখাযুক্ত ও গোলাকার এবং মনোহর কেশযুক্ত, আর যাহার মদ ও শুণ্ডোত্থিত বায়ু সুগন্ধ সেই হস্তী শুভজনক বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

দীর্ঘাঙ্গুলিরক্তপুষ্করাঃ সজলাম্ভোদনিনাদবৃংহিণঃ।
বৃহদায়তবৃত্তকন্ধরা ধন্যা ভূমিপতের্ম্মতঙ্গজাঃ ॥ ৮ ॥

যে হস্তীর অঙ্গুলী অর্থাৎ শুণ্ডাগ্রের মাংসখণ্ড দীর্ঘ ও রক্তবর্ণ, যাহার ধ্বনি মেঘগর্জ্জনসদৃশ, গলদেশ বৃহৎ, বিস্তীর্ণ ও গোলাকার এইরূপ হস্তী রাজার শুভকারক ॥ ৮ ॥

নির্ম্মদাভ্যধিকহীননখাঙ্গান্ কুব্জবামনকমেষবিষাণান্। দৃশ্যকোশফলপুষ্করহীনান্ শ্যাবনীলশবলাসিততালূন্ ॥ স্বল্পবক্ত্ররুহমৎকুণষণ্ঢান্ হস্তিনীঞ্চ গজলক্ষণযুক্তাম্। গর্ভিণীঞ্চ নৃপতিঃ পরদেশং প্রাপয়েদতিবিরুদ্ধফলাস্তে ॥ ৯—১০ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গজলক্ষণং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে হস্তী মদরহিত, যাহার নখ কিম্বা অঙ্গ কোন অবয়ব অধিক বা হীন, যে হস্তী কুব্জ, বামন এবং মেষের শৃঙ্গসদৃশ দন্তবিশিষ্ট,* যাহার অণ্ডকোষ প্রকাশিত, যে হস্তী শুণ্ডহীন। আর যে হস্তীর তালু শ্যাম, নীল, কৃষ্ণ বা মিশ্রবর্ণবিশিষ্ট, যাহার মুখমণ্ডলে অল্পপরিমিত রোম দৃষ্ট হয়, যে সকল হস্তী দন্তহীন এবং ক্লীব এইরূপ হস্তীকে আর যে সকল হস্তিনী হস্তী লক্ষণযুক্ত † ও গর্ভিণী সেইরূপ হস্তিনীকে রাজা নিজরাজ্য হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবেন, কারণ এইরূপ হস্তী ও হস্তিনী বিপরীত ফলপ্রদান করিয়া থাকে ॥ ৯—১০ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পুরুষলক্ষণম্।

উন্মানমানগতিসংহতিসারবর্ণস্নেহস্বরপ্রকৃতিসত্ত্বমনূকমাদৌ। ক্ষেত্রং মৃজাঞ্চ বিধিবৎ কুশলোঽবলোক্য সামুদ্রবিদ্বদতি যাতমনাগতঞ্চ ॥ ১ ॥

পুরুষের উন্মান (উচ্চতা), মান (পরিমাণ), গমন, সন্ধি, বল, বর্ণ, স্নেহ, স্বর, প্রকৃতি, সত্ত্ব, অনূক (মুখের আকৃতি), ক্ষেত্র, (পদাদি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গ) এবং মৃজা (আকার) এই সকলের লক্ষণ দর্শন করিয়া উত্তম সামুদ্রিকবেত্তাপণ্ডিত ভূত ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বলিবেন ॥ ১ ॥

অস্বেদনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরাভৌ শ্লিষ্টাঙ্গুলী রুচিরতাম্রনখৌ সুপার্ষ্ণী। উষ্ণৌ শিরাবিরহিতৌ সুনিগূঢ়গুল্‌ফৌ কূর্ম্মোন্নতৌ চ চরণৌ মনুজেশ্বরস্য ॥ ২ ॥

যাহার চরণদ্বয় ঘর্ম্ম রহিত, পাদতল কোমল ও পদ্মের মধ্যদেশের ন্যায় পীতবর্ণ, অঙ্গুলিসমূহ সংশ্লিষ্ট, নখসকল তাম্রবর্ণ ও মনোহর, পার্ষ্ণীদেশ সুন্দর, উষ্ণ এবং শিরারহিত, আর যাহার গুল্‌ফ, অপ্রকাশিত এবং চরণের উপরিভাগ কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শূর্পাকারবিরূক্ষপাণ্ডুরনখৌ বক্রৌ শিরাসন্ততৌ সংশুষ্কৌ বিরলাঙ্গুলী চ চরণৌ দারিদ্র্যদুঃখপ্রদৌ। মার্গায়োৎকটকৌ কষায়সদৃশৌ বংশস্য বিচ্ছিত্তিদৌ ব্রহ্মঘ্নৌ পরিপক্বমৃদ্দ্যুতিতলৌ পীতাবগম্যে রতৌ ॥ ৩ ॥

যাহার চরণদ্বয় শূর্পাকার অর্থাৎ কুলার ন্যায় এবং নখসকল রুক্ষ ও শ্বেতবর্ণ, আর যাহার চরণদ্বয় বক্র ও দীর্ঘ এবং শিরাযুক্ত, মাংস রহিত ও বিরলাঙ্গুলীবিশিষ্ট সেই মানব দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া থাকে। যাহার পাদদ্বয় উৎকট অর্থাৎ পাদুকার ন্যায় সেই ব্যক্তি দূরপথ গমন করিতে সমর্থ হয়। যাহার পাদতল কষায় অর্থাৎ কৃষ্ণ লালমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট সেই ব্যক্তির বংশনাশ হয়। আর দগ্ধমৃত্তিকার বর্ণসদৃশ পাদতলবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রাহ্মণঘাতী এবং যাহার পাদতল পীতবর্ণ সেই ব্যক্তি অগম্যাস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

প্রবিরলতনুরোমবৃত্তজঙ্ঘা দ্বিরদকরপ্রতিমৈর্ব্বরোরুভিশ্চ। উপচিতসমজানবশ্চ ভূপা ধনরহিতাঃ শ্বশৃগালতুল্যজঙ্ঘাঃ ॥ ৪ ॥

যাহার জঙ্ঘা বিরল ও সূক্ষ্ম রোমযুক্ত, গোলাকার এবং হস্তী শুণ্ডাকার, জানুদেশ পুষ্ট ও সমান সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। আর যাহার জঙ্ঘা কুক্কুর অথবা শৃগালের জঙ্ঘাসদৃশ সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

রোমৈকৈকং কূপকে পার্থিবানাং দ্বে দ্বে জ্ঞেয়ে পণ্ডিতশ্রোত্রিয়াণাম্। ত্র্যাদ্যৈর্নিঃস্বা মানবা দুঃখভাজঃ কেশাশ্চৈবং নিন্দিতাঃ পূজিতাশ্চ ॥ ৫ ॥

যাহার এক এক রোমকূপে একটী করিয়া রোম দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি রাজা হয়; আর পণ্ডিত এবং বেদবেত্তাদিগের এক একটী রোমকূপে দুই দুইটী রোম থাকে। যাহার একরোমকূপে তিন বা চারি রোম বিদ্যমান থাকে সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া থাকে॥ এই প্রকার মস্তকের কেশ সম্বন্ধেও শুভাশুভ নির্ণয় করিবে ॥ ৫ ॥

নির্ম্মাংসজানুর্ম্রিয়তে প্রবাসে সৌভাগ্যমল্পৈর্ব্বিকটৈর্দরিদ্রাঃ। স্ত্রীনির্জ্জিতাশ্চাপি ভবন্তি নিম্নৈ রাজ্যং সমাংসৈশ্চ মহদ্ভিরায়ুঃ ॥ ৬ ॥

যাহার জানু মাংসরহিত তাহার প্রবাসে মৃত্যু হয়; আর জানু কৃশ হইলে সৌভাগ্যবান্, জানু বিস্তীর্ণ হইলে দরিদ্র, জানু নিম্ন হইলে স্ত্রী বশীভূত, জানু মাংসযুক্ত হইলে রাজ্যলাভ এবং জানু বৃহৎ হইলে দীর্ঘায়ু লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

লিঙ্গেঽল্পে ধনবানপত্যরহিতঃ স্থূলে বিহীনো ধনৈর্ম্মেঢ্রে বামনতে সুতার্থরহিতো বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্। দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধোঽল্পতনয়ো লিঙ্গে শিরাসন্ততে স্থূলগ্রন্থিযুতে সুখী মৃদুকরোত্যন্তং প্রমেহাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

পুংচিহ্ন ছোট হইলে ধনবান, স্থূল হইলে পুত্র রহিত, বামদিকে নত

* কেহ কেহ অর্থ করেন যে "ছাগবর্ণসদৃশ দন্তবিশিষ্ট"।

† ইহার অর্থ কেহ কেহ বলেন যে, "হস্তিনী মদযুক্ত"।

হইলে ধন রহিত, বক্র হইলে পুত্র ও ধন রহিত, আর যদি সরল হয় তাহাহইলে পুত্রবান্ হইয়া থাকে। অধোদিকে নত হইলে দরিদ্র, শিরাযুক্ত হইলে অল্প পুত্রবান্ এবং স্থূল গ্রন্থিযুক্ত হইলে সুখী, আর কোমল হইলে প্রমেহরোগে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

কোশনিগূঢ়ৈর্ভূপা দীর্ঘৈর্ভগ্নৈশ্চ বিত্তপরিহীনাঃ।
ঋজুবৃত্তশেফসো লঘুশিরালশিশ্নাশ্চ ধনবন্তঃ ॥ ৮ ॥

পুংচিহ্ন চর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকিলে রাজা হয়, দীর্ঘ এবং অগ্রভাগ প্রকাশিত থাকিলে দরিদ্র, আর পুংচিহ্ন সরল, গোল, ছোট ও শিরাযুক্ত হইলে ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

জলমৃত্যুরেকবৃষণো বিষমৈঃ স্ত্রীচঞ্চলঃ সমৈঃ ক্ষিতিপঃ।
হ্রস্বায়ুশ্চোদ্বদ্ধৈঃ প্রলম্ববৃষণস্য শতমায়ুঃ ॥ ৯ ॥

বৃষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ এক অণ্ডযুক্ত হইলে জলে মৃত্যু হয়। বিষম অর্থাৎ একটী অণ্ড ছোট ও একটী অণ্ড বড় হইলে স্ত্রীর জন্য চঞ্চল, আর উভয় অণ্ড সমান হইলে রাজা, উদ্বদ্ধ অর্থাৎ উচ্চ হইয়া থাকিলে অল্পায়ু এবং লম্বিত হইলে শতবৎসর পরমায়ুলাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

রক্তৈরাঢ্যা মণিভির্নির্দ্রব্যাঃ পাণ্ডুরৈশ্চ মলিনৈশ্চ।
সুখিনঃ সশব্দমূত্রা নিঃস্বা নিঃশব্দধারাশ্চ ॥ ১০ ॥

মণি অর্থাৎ পুংচিহ্নের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ হইলে রাজা, শ্বেত কিম্বা মলিন হইলে দরিদ্র, যাহার মূত্র শব্দযুক্ত হইয়া পতিত হয় সেই ব্যক্তি সুখী, আর মূত্র নিঃশব্দে পতিত হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

দ্বিত্রিচতুর্দ্ধারাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তবলিতমূত্রাভিঃ।
পৃথ্বীপতয়ো জ্ঞেয়া বিকীর্ণমূত্রাশ্চ ধনহীনাঃ ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তির মূত্রধারা ২।৩।৪ ধারে ও দক্ষিণদিকে পতিত হয় সেই ব্যক্তি রাজা, আর যাহার মূত্র বিস্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ অবিরলধারে পতিত না হইয়া ক্রমে ক্রমে পতিত হয় সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

একৈক মূত্রধারা বলিতা রূপপ্রদা ন সুতদাত্রী।
স্নিগ্ধোন্নতসমমণয়ো ধনবনিতারত্নভোক্তারঃ ॥ ১২ ॥

যাহার মূত্রধারা বেষ্টিতভাবে একধারায় পতিত হয় সেই ব্যক্তি সুন্দর হয় কিন্তু তাহার পুত্র জন্মে না। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে রূপবান্ পুত্র জন্মে। যাহার পুংচিহ্নের অগ্রভাগ স্নিগ্ধ, উচ্চ ও সম সেই ব্যক্তি ধন ও রত্ন উপভোগ করে ॥ ১২ ॥

মণিভিশ্চ মধ্যনিম্নৈঃ কন্যাপিতরো ভবন্তি নিঃস্বাশ্চ।
বহুপশুভাজো মধ্যোন্নতৈশ্চ নাত্যুল্বণৈর্ধনিনঃ ॥ ১৩ ॥

যাহার মণির অর্থাৎ পুংচিহ্নের অগ্রভাগের নিকট গর্ত্ত সেই ব্যক্তি কন্যার পিতা ও দরিদ্র হইয়া থাকে। আর মণির অগ্রভাগের নিকট উচ্চ হইলে অনেক পশুর পালনকর্ত্তা হয় ও মণি যদি বড় হয় তবে ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

পরিশুষ্কবস্তিশীর্ষৈর্ধনরহিতা দুর্ভগাশ্চ বিজ্ঞেয়া।
কুসুমসমগন্ধশুক্রা বিজ্ঞাতব্যা মহীপালাঃ ॥ ১৪ ॥

বস্তিশীর্ষ নামক স্থান অর্থাৎ নাভির নীচ ও পুংচিহ্নের উপরের স্থান শুষ্ক হইলে দরিদ্র ও দুর্ভগ হয়, আর যাহার শুক্রের গন্ধ পুষ্পগন্ধের ন্যায় সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধুগন্ধে বহুবিত্তা মৎস্যসগন্ধে বহূন্যপত্যানি।
তনুশুক্রঃ স্ত্রীজনকো মাংসসগন্ধো মহাভোগী ॥ ১৫ ॥

যাহার শুক্রের গন্ধ মধুর গন্ধের ন্যায় সেইব্যক্তি ধনবান্ হয়, আর মৎস্যতুল্য গন্ধ হইলে অধিক সন্তান জন্মিয়া থাকে। যাহার শুক্র অল্প সেই ব্যক্তির কন্যা জন্মিয়া থাকে। শুক্রের গন্ধ মাংসতুল্য হইলে অধিক সুখোপভোগ হয় ॥ ১৫ ॥

মদিরাগন্ধে যজ্বা ক্ষারসগন্ধে চ রেতসি দরিদ্রঃ।
শীঘ্রং মৈথুনগামী দীর্ঘায়ুরতোঽন্যথাল্পায়ুঃ ॥ ১৬ ॥

যাহার শুক্রের গন্ধ মদ্যসদৃশ সেই ব্যক্তি পুরোহিত ও ক্ষারসদৃশ হইলে, সেই ব্যক্তি দরিদ্র। আর যাহার স্ত্রীসম্ভোগকাল শীঘ্র সেই বক্তি দীর্ঘায়ু ও যাহার সম্ভোগকাল দীর্ঘ সেই ব্যক্তি অল্পায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

নিঃস্বোঽতিস্থূলস্ফিক্ সমাংসলস্ফিক্ সুখান্বিতো ভবতি।
ব্যাঘ্রান্তোঽধ্যর্দ্ধস্ফিগ্মণ্ডূকস্ফিগ্নরাধিপতিঃ ॥ ১৭ ॥

যাহার স্ফিক্ অর্থাৎ নিতম্বদেশ অতিশয় স্থূল সেই ব্যক্তি দরিদ্র, আর নিতম্বদেশ মাংসল হইলে সুখী, যাহার নিতম্বদেশের অর্দ্ধভাগ বক্র সেই ব্যক্তি ব্যাঘ্রকর্তৃক মৃত হইবে বলিয়া জানিবে। আর যাহার নিতম্বদেশ মণ্ডূকসদৃশ সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

সিংহকটির্মনুজেন্দ্রঃ কপিকরভকটির্ধনৈঃ পরিত্যক্তঃ।
সমজঠরা ভোগযুতা ঘটপিঠরনিভোদরা নিঃস্বাঃ ॥ ১৮ ॥

যাহার কটীদেশ সিংহের কটীর ন্যায় সেই ব্যক্তি রাজা ও যাহার কটীদেশ বানর ও উষ্ট্রশাবকের ন্যায় সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে, আর যাহার উদর সমান সেই ব্যক্তি সুখী এবং যাহার উদর ঘটসদৃশ সেই ব্যক্তি নির্ধন হইবে ॥ ১৮ ॥

অবিকলপার্শ্বা ধনিনো নিম্নৈর্ব্বক্রৈশ্চ ভোগসন্ত্যক্তাঃ।
সমকুক্ষ্যা ভোগাঢ্যা নিম্নাভির্ভোগপরিহীনাঃ ॥ ১৯ ॥

যাহার পার্শ্বদেশ মাংসল সেইব্যক্তি ধনবান্, পার্শ্বদেশ নিম্ন ও বক্র হইলে দুঃখী, উদরের মধ্যভাগ সমান হইলে ভোগী, আর উদর নিম্ন হইলে ভোগরহিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

উন্নতকুক্ষাঃ ক্ষিতিপাঃ কুটিলাঃ স্যুর্ম্মানবা বিষমকুক্ষাঃ।
সর্পোদরা দরিদ্রা ভবন্তি বহ্বাশিনশ্চৈব ॥ ২০ ॥

যাহার উদর উচ্চ সেই ব্যক্তি রাজা, বিষম উদর বিশিষ্ট ব্যক্তি কপটাচারী, যাহার সর্পের ন্যায় উদর সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও বহুভোজী হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

পরিমণ্ডলোন্নতাভির্ব্বিস্তীর্ণাভিশ্চ নাভিভিঃ সুখিনঃ।
স্বল্পা ত্বদৃশ্যনিম্না নাভিঃ ক্লেশাবহা ভবতি ॥ ২১ ॥

যাহার নাভি বর্ত্তুল, উচ্চ ও বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি সুখী হয়, আর যাহার নাভি ছোট, অদৃশ্য ও গভীর সেইব্যক্তি দুঃখী হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বলিমধ্যগতা বিষমা শূলাবাধং করোতি নৈস্বঞ্চ।
শাঠ্যং বামাবর্ত্তা করোতি মেধাং প্রদক্ষিণতঃ ॥ ২২ ॥

যাহার নাভি বলিমধ্যগত ও বিষম সেই ব্যক্তি শূলরোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হয়। আর নাভি বামাবর্ত্ত হইলে কপটাচারী ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পার্শ্বায়তা চিরায়ুষমুপরিষ্টাচ্ছেশ্বরং গবাঢ্যমধ্যঃ।
শতপত্রকর্ণিকাভা নাভির্মনুজেশ্বরং কুরুতে ॥ ২৩ ॥

যাহার নাভির উভয়পার্শ্ব বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী এবং নাভির উপরিভাগ বিস্তীর্ণ হইলে গো সমূহের অধিকারী, আর যাহার নভি পদ্মের মধ্যের স্থায় সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ॥ ২৩॥

শস্ত্রান্তং স্ত্রীভোগিনমাচার্য্যং বহুসুতং যথাসংখ্যম্।
একদ্বিত্রিচতুর্ভির্বলিভির্বিদ্যান্নৃপং ত্ববলিম্ ॥ ২৪ ॥

যাহার উদরে একটিমাত্র বলি সেই ব্যক্তির শস্ত্রে মৃত্যু হইবে, যাহার দুইটী বলি দৃষ্ট হইবে সে স্ত্রীভোগী; তিনটী বলি দৃষ্ট হইলে উপদেশক আর যাহার উদরে চারিটী বলি দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি বহুপুত্রবান্ হইয়া থাকে। যাহার উদরে একটীমাত্রও বলি দৃষ্ট না হয় সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিষমবলয়ো মনুষ্যা ভবন্ত্যগম্যাভিগামিনঃ পাপাঃ।
ঋজুবলয়ঃ সুখভাজঃ পরদারদ্বেষিণশ্চৈব ॥ ২৫ ॥

যাহার উদরের বলি ছোট ও উচ্চ সেই ব্যক্তি অগম্যাস্ত্রী গমনকারী ও পাপী হইয়া থাকে। আর যাহার উদরের বলি সরল সেই ব্যক্তি সুখী ও পরস্ত্রীদ্বেষী হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

মাংসলমৃদুভিঃ পার্শ্বৈঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তরোমভির্ভূপাঃ।
বিপরীতৈর্নির্দ্রব্যাঃ সুখপরিহীনাঃ পরপ্রেষ্যাঃ ॥ ২৬ ॥

পার্শ্বদেশ মাংসল, কোমল ও দক্ষিণাবর্ত্তরোমরাজিযুক্ত হইলে রাজা এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ কৃশ, রুক্ষ ও বামাবর্ত্তরোমরাজিযুক্ত হইলে দরিদ্র ও দুঃখী এবং অপরের ভৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

সুভগা ভবন্ত্যনুদ্বদ্ধচুচুকা নির্দ্ধনা বিষমদীর্ঘৈঃ।
পীনোপচিতনিমগ্নৈঃ ক্ষিতিপতয়শ্চুচুকৈঃ সুখিনঃ ॥ ২৭ ॥

যাহার চুচুক অর্থাৎ স্তনাগ্রভাগ অনুন্নত সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী, আর যাহার স্তনাগ্রভাগ বিষম অর্থাৎ একটী ছোট ও একটী বড় এবং লম্বা সেই ব্যক্তি দরিদ্র এবং যাহার স্তনাগ্র কঠিন, স্থূল ও গভীর সেই ব্যক্তি নৃপতি ও সুখী হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

হৃদয়ং সমুন্নতং পৃথু ন বেপনং মাংসলঞ্চ নৃপতীনাম্।
অধমানাং বিপরীতং খররোমচিতং শিরালঞ্চ ॥ ২৮ ॥

যাহার বক্ষঃস্থল উন্নত, বিস্তীর্ণ, অকম্পনশীল ও স্থূল সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। আর যাহার বক্ষঃস্থল ইহার বিপরীতলক্ষণযুক্ত ও রুক্ষকেশ এবং শিরাযুক্ত সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে ॥ ২৮ ॥

সমবক্ষসোঽর্থবন্তঃ পীনৈঃ শূরাস্ত্বকিঞ্চনাস্তনুভিঃ।
বিষমং বক্ষো যেষাং তে নিঃস্বাঃ শস্ত্রনিধনাশ্চ ॥ ২৯ ॥

বক্ষঃস্থল সমান হইলে ধনবান্, কঠিন হইলে বীর, কৃষ হইলে দরিদ্র এবং বিষম হইলে ধনরহিত ও অস্ত্র হইতে মৃত্যু হইবে ॥ ২৯ ॥

বিষমৈর্বিষমো জত্রুভিরর্থবিহীনোঽস্থিসন্ধিপরিণদ্ধৈঃ।
উন্নতজত্রুর্ভোগী নিম্নৈর্নিঃস্বোঽর্থবান্ পীনৈঃ ॥ ৩০ ॥

জত্রুস্থান অর্থাৎ বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ এই উভয়ের সন্ধিস্থান বিষম হইলে ক্রূর, অস্থিসমূহের সন্ধিস্থান সকল পরিণদ্ধ অর্থাৎ বৃহৎ হইলে দরিদ্র, উচ্চ ভোগযুক্ত ও নিম্ন হইলে দরিদ্র এবং পুষ্ট হইলে ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

চিপিটগ্রীবো নিঃস্বঃ শুষ্কা সশিরা চ যস্য বা গ্রীবা।
মহিষগ্রীবঃ শূরঃ শস্ত্রান্তো বৃষসমগ্রীবঃ ॥ ৩১ ॥

যাহার গ্রীবা (কণ্ঠ) দেশ চিপিট অর্থাৎ চেপ্টা, শুষ্ক ও শিরাযুক্ত সেই ব্যক্তি নির্দ্ধন হইবে আর মহিষের স্থায় কণ্ঠদেশ হইলে শূর অর্থাৎ যোদ্ধা এবং বৃষের স্থায় কণ্ঠ হইলে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

কম্বুগ্রীবো রাজা প্রলম্বকণ্ঠঃ প্রভক্ষণো ভবতি।
পৃষ্ঠমভগ্নমরোমশমর্থবতামশুভদমতোঽন্যৎ ॥ ৩২ ॥

গ্রীবাদেশ কম্বু অর্থাৎ শঙ্খসদৃশ ত্রিবলিযুক্ত হইলে রাজা ও কণ্ঠদেশ লম্বা হইলে বহুভোজী হইয়া থাকে। যাহার পৃষ্ঠদেশ অভগ্ন অর্থাৎ সমান ও লোমরহিত সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। ইহার অন্যথা হইলে অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

অস্বেদনপীনোন্নতসুগন্ধিসমরোমসঙ্কুলাঃ কক্ষাঃ।
বিজ্ঞাতব্যা ধনিনামতোঽন্যথার্থৈর্বিহীনানাম্ ॥ ৩৩ ॥

যাহার কক্ষদেশ অর্থাৎ বাহুমূল ঘর্ম্মরহিত, পুষ্ট, উচ্চ, সুগন্ধিযুক্ত, সমান ও কেশযুক্ত সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইবে, আর ইহার অন্যথা হইলে দরিদ্র বলিয়া বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

নির্মাংসৌ রোমচিতৌ ভগ্নাবল্পৌ চ নির্দ্ধনস্যাংসৌ।
বিপুলাবব্যুচ্ছিন্নৌ সুশ্লিষ্টৌ সৌখ্যবীর্য্যবতাম্ ॥ ৩৪ ॥

যাহার স্কন্ধদেশ মাংসরহিত, কেশযুক্ত, ভগ্ন অর্থাৎ নিম্ন ও অপ্রশস্ত সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে, আর যাহার স্কন্ধদেশ প্রশস্ত, উচ্চ এবং সুসংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তি সুখী ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

করিকরসদৃশৌ বৃত্তৌ বা জানুবলম্বিনৌ সমৌ পীনৌ।
বাহূ পৃথিবীশানামধমানাং রোমশৌ হ্রস্বৌ ॥ ৩৫ ॥

যাহার বাহুযুগল হস্তীশুণ্ডসদৃশ, গোলাকার, আজানুলম্বিত, সমান এবং স্থূল সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। আর যাহার বাহু লোমযুক্ত ও ছোট সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

হস্তাঙ্গুলয়ো দীর্ঘাশ্চিরায়ুষামবলিতাশ্চ সুভগানাম্।
মেধাবিনাঞ্চ সূক্ষ্মাশ্চিপিটাঃ পরকর্ম্মনিরতানাম্ ॥ ৩৬ ॥

যাহার হস্তাঙ্গুলীসকল লম্বা সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট হইবে, আর যাহার অঙ্গুলী সকল বলিরহিত সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী এবং অঙ্গুলীসমূহ কৃশ হইলে জ্ঞানী ও চেপ্টা হইলে পরের দাস হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

স্থূলাভির্ধনরহিতা বহির্নতাভিশ্চ শস্ত্রনির্যাণাঃ।
কপিসদৃশকরা ধনিনো ব্যাঘ্রোপমপাণয়ঃ পাপাঃ ॥ ৩৭ ॥

হস্তাঙ্গুলী স্থূল হইলে দরিদ্র, হস্তাঙ্গুলী বাহিরেরদিকে নত হইলে শস্ত্র হইতে মৃত্যু হইবে। হস্তাঙ্গুলী বানরের সদৃশ হইলে ধনবান্ আর ব্যাঘ্রের ন্যায় হইলে পাপকার্য্যকারী হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

মণিবন্ধনৈর্নিগূঢ়ৈর্দৃঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টসন্ধিভির্ভূপাঃ।
হীনৈর্হস্তচ্ছেদঃ শ্লথৈঃ সশব্দৈশ্চ নির্দ্রব্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

যাহার মণিবন্ধ অদৃশ্য, দৃঢ় এবং সুসংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তি রাজা হয়, মণিবন্ধ হীন হইলে স্বহস্তে ছিন্ন হয়, আর মণিবন্ধ শিথিল হইলে ও শব্দযুক্ত হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে মণিবন্ধ অদৃশ্যাদি উক্ত লক্ষণের বিপরীত হইলে তরবালের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

পিতৃবিত্তেন বিহীনা ভবন্তি নিম্নেন করতলেন নরাঃ।
সংবৃতনিম্নৈর্ধনিনঃ প্রোত্তানকরাশ্চ দাতারঃ ॥ ৩৯ ॥

হস্ততল নিম্ন হইলে মনুষ্য পিতৃধনে বঞ্চিত হয়, আর গোলাকার ও গভীর হইলে ধনবান্ এবং অত্যন্ত উচ্চ হইলে দাতা হইয়া থাকে ॥৩৯॥

বিষমৈর্ব্বিষমা নিঃস্বাশ্চ করতলৈরীশ্বরাস্তু লাক্ষাভৈঃ।
পীতৈরগম্যবনিতাভিগামিনো নির্দ্ধনা রূক্ষৈঃ ॥ ৪০ ॥

যাহার করতল অসম অর্থাৎ উচ্চ নীচ সেই ব্যক্তি ক্রূর ও দরিদ্র হইয়া থাকে। আর হস্ততল লাহার ন্যায় রক্তবর্ণ হইলে রাজা ও পীতবর্ণ হইলে অগম্যা স্ত্রীগামী এবং রূক্ষ হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

তুষসদৃশনখাঃ ক্লীবাশ্চিপিটৈঃ স্ফুটিতৈশ্চ বিত্তসন্ত্যক্তাঃ।
কুনখবিবর্ণৈঃ পরতর্ক্কাশ্চ তাম্রৈশ্চ ভূপতয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তুষসদৃশ নখ হইলে নপুংসক হয়, চেপ্টা ও স্ফুটিত নখ হইলে দরিদ্র, কুনখ অর্থাৎ কুৎসিৎ ও বিবর্ণ নখ হইলে পরতর্ক্ক অর্থাৎ পরস্ত্রীকাতর হইয়া থাকে। আর নখসকল লাল হইলে সেনাপতি হইবে ॥৪১॥

অঙ্গুষ্ঠযবৈরাঢ্যাঃ সুতবন্তোঽঙ্গুষ্ঠমূলগৈশ্চ যবৈঃ।
দীর্ঘাঙ্গুলিপর্ব্বাণঃ সুভগা দীর্ঘায়ুষশ্চৈব ॥ ৪২ ॥

অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে যবরেখা থাকিলে ধনবান্ এবং অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে যবরেখা থাকিলে পুত্রবান্, আর অঙ্গুলির পর্ব্বসমূহ লম্বা হইলে সৌভাগ্যশালী ও দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

স্নিগ্ধা নিম্না রেখা ধনিনাং তদ্ব্যত্যয়েন নিঃস্বানাম্।
বিরলাঙ্গুলয়ো নিঃস্বা ধনসঞ্চয়িনো ঘনাঙ্গুলয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

যাহার হস্ততলের রেখা স্নিগ্ধ ও গভীর সেই ব্যক্তি ধনবান্, ইহার বিপরীত হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

তিস্রো রেখা মণিবন্ধনোত্থিতাঃ করতলোপগা নৃপতেঃ।
মীনযুগাঙ্কিতপাণির্নিত্যং সত্রপ্রদো ভবতি ॥ ৪৪ ॥

যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটী রেখা উত্থিত হইয়া হস্ততল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে সেই ব্যক্তি নৃপতি হইবে। আর যাহার হস্তে দুইটী মৎস্যচিহ্ন থাকিবে সেই ব্যক্তি যজ্ঞে বহুলোককে অন্নদান করিবে ॥ ৪৪ ॥

বজ্রাকারা ধনিনাং বিদ্যাভাজস্তু মীনপুচ্ছনিভাঃ।
শঙ্খাতপত্রশিবিকাগজাশ্বপদ্মোপমা নৃপতেঃ ॥ ৪৫ ॥

যাহার হস্ততলে বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হইবে সেইব্যক্তি ধনবান্, মৎস্যপুচ্ছ হস্ততলে থাকিলে সেইব্যক্তি বিদ্বান্, আর শঙ্খ, ছত্র, পাল্কী, হস্তী, অশ্ব এবং পদ্ম এইসকলের ন্যায় রেখা যাহার হস্ততলে দৃষ্ট হইবে সেই ব্যক্তি নৃপতিপদ লাভ করিবে ॥ ৪৫ ॥

কলশমৃণালপতাকাঙ্কুশোপমাভির্ভবন্তি নিধিপালাঃ।
দামনিভাভিশ্চাঢ্যাঃ স্বস্তিকরূপাভিরৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৪৬ ॥

যাহার হস্ততলে কলশ, মৃণাল, পতাকা ও অঙ্কুশ সমান রেখা দৃষ্ট হইবে সেই ব্যক্তি রত্ন সকলের অধিপতি হইবে। আর রজ্জুর ন্যায় রেখা দৃষ্ট হইলে ধনবান্ ও স্বস্তিকসদৃশ রেখা দৃষ্ট হইলে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

চক্রাসিপরশুতোমরশক্তিধনুঃকুন্তসন্নিভা রেখাঃ।
কুর্ব্বন্তি চমূনাথং যজ্বানমুলূখলাকারাঃ ॥ ৪৭ ॥

যাহার হস্ততলে চক্র, তরবারি, পরশু অর্থাৎ কুঠার, তোমর, শক্তি, ধনু এবং কুন্ত এই সকলের সদৃশ রেখা দৃষ্ট হইবে সেই ব্যক্তি সেনাপতি হইবে। আর উদূখলসদৃশ রেখা দৃষ্ট হইলে যজ্ঞকারী হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

মকরধ্বজকোষ্ঠাগারসন্নিভাভির্মহাধনোপেতাঃ।
বেদীনিভেন চৈবাগ্নিহোত্রিণো ব্রহ্মতীর্থেন ॥ ৪৮ ॥

যাহার করতলে মকর, ধ্বজা, কোষ্ঠ এবং গৃহ এই সকলের চিহ্নের ন্যায় রেখা দৃষ্ট হয় সেইব্যক্তি প্রভূতধনের অধিপতি হইয়া থাকে। আর যাহার ব্রহ্মতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূলে বেদীচিহ্ন দৃষ্ট হইবে সেই ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী হইবে ॥ ৪৮ ॥

বাপীদেবকুলাদ্যৈর্ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি চ ত্রিকোণাভিঃ।
অঙ্গুষ্ঠমূলরেখাঃ পুত্রাঃ স্যুর্দ্দারিকাঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ৪৯ ॥

যাহার করতলে জলাশয়, দেবালয় কিম্বা সিংহাসন এই সকলের রেখা দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইয়া থাকে, ত্রিকোণ আকার রেখা হস্ততলে থাকিলে ধর্ম্মকার্য্যে মতি হয়। আর অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যতগুলি স্থূলরেখা থাকিবে ততগুলি পুত্র জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

রেখাঃ প্রদেশিনীগাঃ শতায়ুষাং কল্পনীয়মূনাভিঃ।
ছিন্নাভির্দ্রুমপতনং বহুরেখারেখিণো নিঃস্বাঃ ॥ ৫০ ॥

যাহার করতলরেখা উর্দ্ধগামী হইয়া প্রদেশিনী অঙ্গুলির অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর পার্শ্ববর্ত্তি অঙ্গুলির মূলদেশপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে সেই ব্যক্তি একশতবৎসরপর্য্যন্ত পরমায়ুলাভ করিবে। আর উক্তরেখা ইহা হইতে যত কম

হইবে আয়ুকালও তদনুসারে কম হইবে। যদি করতলরেখা ছিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। আর হস্ততলে অধিক রেখা থাকিলে কিম্বা হস্ততল রেখাশূন্য হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

অতিকৃশদীর্ঘৈশ্চিবুকৈর্নির্দ্রব্যা মাংসলৈর্ধনোপেতাঃ।
বিম্বোপমৈরবক্রৈরধরৈর্ভূপাস্তনুভিরস্বাঃ ॥ ৫১ ॥

চিবুক অর্থাৎ নিম্ন ওষ্ঠ অতিশয় কৃশ ও দীর্ঘ হইলে দরিদ্র, স্থূল হইলে ধনবান্, বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ ও সরল হইলে নৃপতি এবং কৃশ অর্থাৎ মাংসহীন হইলে ধনহীন হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

ওষ্ঠৈঃ স্ফুটিতবিখণ্ডিতবিবর্ণরূক্ষৈশ্চ ধনপরিত্যক্তাঃ।
স্নিগ্ধা ঘনাশ্চ দশনাঃ সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ সমাশ্চ শুভাঃ ॥ ৫২ ॥

যাহার উপরের ওষ্ঠ স্ফুটিত, খণ্ডিত, বিবর্ণ ও রূক্ষ সেই ব্যক্তি ধনহীন হইবে। আর দন্তসকল স্নিগ্ধ, ঘন, তীক্ষ্ণ এবং সমান হইলে শুভসূচক বলিয়া জানিবে ॥ ৫২ ॥

জিহ্বা রক্তা দীর্ঘা শ্লক্ষ্ণা সুসমা চ ভোগিনাং জ্ঞেয়া।
শ্বেতা কৃষ্ণা পরুষা নির্দ্রব্যাণাং তথা তালু ॥ ৫৩ ॥

যাহার জিহ্বা রক্তবর্ণ, দীর্ঘ, মসৃন ও সমান সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্, আর জিহ্বা শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ ও রূক্ষ হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে। তালুসম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে ॥ ৫৩ ॥

বক্তুং সৌম্যং সংবৃতমমলং শ্লক্ষ্ণং সমঞ্চ ভূপানাম্।
বিপরীতং ক্লেশভুজাং মহামুখং দুর্ভগাণাঞ্চ ॥ ৫৪ ॥

যাহার মুখ সৌম্য, সংবৃত অর্থাৎ গোলাকার, নির্ম্মল, কোমল এবং সমান সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। আর ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট হইলে ক্লেশভাগী হইয়া থাকে। যদি মুখ অতিশয় বিস্তীর্ণ হয় তবে সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবান্ হইবে ॥ ৫৪ ॥

স্ত্রীমুখমনপত্যানাং শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্।
দীর্ঘং নির্দ্রব্যাণাং ভীরুমুখাঃ পাপকর্ম্মাণঃ ॥ ৫৫ ॥

যাহার মুখ স্ত্রীলোকের মুখের ন্যায় সেই ব্যক্তি পুত্রহীন হইবে, যাহার মুখ গোলাকার সেইব্যক্তি শঠ, আর যাহার মুখ লম্বা সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও যাহার মুখ ভয়যুক্ত সেইব্যক্তি পাপকার্য্যকারী হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

চতুরস্রং ধূর্ত্তানাং নিম্নং বক্তুঞ্চ তনয়রহিতানাম্।
কৃপণানামতিহ্রস্বং সম্পূর্ণং ভোগিনাং কান্তম্ ॥ ৫৬ ॥

যাহার মুখ চতুষ্কোণ সেইব্যক্তি ধূর্ত্ত ও মুখ নিম্ন হইলে পুত্ররহিত হইয়া থাকে, আর যাহার মুখ অতিশয় ছোট সেই ব্যক্তি কৃপণ এবং যাহার মুখ পুষ্ট ও তেজস্বী সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

অস্ফুটিতাগ্রং স্নিগ্ধং শ্মশ্রু শুভং মৃদু চ সন্নতঞ্চৈব।
রক্তৈঃ পরুষৈশ্চৌরাঃ শ্মশ্রুভিরল্পৈশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৫৭ ॥

যাহার শ্মশ্রু ও গোপের অগ্রভাগ স্ফুটিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও নত সেই ব্যক্তির শুভ হইয়া থাকে, আর যাহার শ্মশ্রু ও গোপ লাল, রূক্ষ ও অল্প সেই ব্যক্তিকে চোর বলিয়া জানিবে ॥ ৫৭ ॥

নির্ম্মাংসৈঃ কর্ণৈঃ পাপমৃত্যবশ্চর্পটৈঃ সুবহুভোগাঃ।
কৃপণাশ্চ হ্রস্বকর্ণাঃ শঙ্কুশ্রবণাশ্চ ভূপতয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

যাহার কর্ণদ্বয় মাংসরহিত সেই ব্যক্তির পাপকার্য্যে মৃত্যু হইবে, আর যাহার কর্ণ বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি সুখী, কর্ণ ছোট হইলে কৃপণ এবং কর্ণ তীক্ষ্ণাগ্র হইলে রাজা হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

রোমশকর্ণা দীর্ঘায়ুষস্তু ধনাভাগিনো বিপুলকর্ণাঃ।
ক্রূরাঃ শিরাবনদ্ধৈর্ব্যালম্বৈর্ম্মাংসলৈঃ সুখিনঃ ॥ ৫৯ ॥

যাহার কর্ণদ্বয় লোমযুক্ত সেইব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে, কর্ণ বিস্তীর্ণ হইলে ধনবান্, শিরাযুক্ত হইলে ক্রূর, আর কর্ণদ্বয় লম্বা ও পুষ্ট হইলে সুখী হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

ভোগী ত্বনিম্নগণ্ডো মন্ত্রী সম্পূর্ণমাংসগণ্ডো যঃ।
সুখভাক্ শুকসমনাসশ্চিরজীবী শুষ্কনাসশ্চ ॥ ৬০ ॥

যাহার গণ্ডস্থল উচ্চ সেইব্যক্তি ভোগযুক্ত, মাংসল হইলে প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী হইয়া থাকে। আর নাসিকা শুষ্ক হইলে দীর্ঘায়ু লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

ছিন্নানুরূপয়াগম্যগামিনো দীর্ঘয়া তু সৌভাগ্যম্।
আকুঞ্চিতয়া চৌরঃ স্ত্রীমৃত্যুঃ স্যাচ্চিপিটনাসঃ ॥ ৬১ ॥

যাহার নাসিকা ছিন্নবৎ দৃষ্ট হইবে সেইব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীগমন করিবে, আর নাসিকা লম্বা হইলে সৌভাগ্যবান্, ছোট হইলে চোর এবং চেপ্টা হইলে স্ত্রী হইতে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

ধনিনোঽগ্রবক্রনাসা দক্ষিণবক্রাঃ প্রভক্ষণাঃ ক্রূরাঃ।
ঋজ্বী স্বল্পচ্ছিদ্রা সুপুটা নাসা সভাগ্যানাম্ ॥ ৬২ ॥

যাহার নাসিকার অগ্রভাগ বক্র সেইব্যক্তি ধনবান্ হয়, আর নাসিকার অগ্রভাগ দক্ষিণদিকে বক্র হইলে বহুভোজী ও ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে। আর যাহার নাসিকা সরল ও নাসিকার ছিদ্র সুন্দর এবং সূক্ষ্ম তাহাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া জানিবে ॥ ৬২ ॥

ধনিনাং ক্ষুতং সকৃদ্ দ্বিত্রিপিণ্ডিতং হ্লাদি সানুনাদঞ্চ।
দীর্ঘায়ুষাং প্রমুক্তং বিজ্ঞেয়ং সংহতঞ্চৈব ॥ ৬৩ ॥

যাহার এককালে একটীমাত্র ক্ষুত অর্থাৎ হাঁচি হয় সেই ব্যক্তি ধনবান্, দুইটী বা তিনটী হাঁচি এককালে হইলে এবং ঐ হাঁচির শব্দ মনোহর ও দীর্ঘ হইলে সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

পদ্মদলাভৈর্ধনিনো রক্তান্তবিলোচনাঃ শ্রিয়োভাজঃ।
মধুপিঙ্গৈর্ম্মহার্থা মার্জ্জারবিলোচনাঃ পাপাঃ ॥ ৬৪ ॥

যাহার চক্ষু পদ্মপত্রসদৃশ সেই ব্যক্তি ধনবান্, আর চক্ষুর প্রান্তভাগ লালবর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি লক্ষ্মীযুক্ত, মধুর সদৃশ ও পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু হইলে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী এবং বিড়ালের সদৃশ চক্ষু হইলে পাপকারী হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

হরিণাক্ষা মণ্ডললোচনাশ্চ জিহ্মৈশ্চ লোচনৈশ্চৌরাঃ।
ক্রূরাঃ কেকরনেত্রা গজসদৃশশ্চ ভূপতয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

যাহার চক্ষু মৃগনদৃশ গোল ও কুটিল সেইব্যক্তি চোর এবং যাহার নেত্র কেকর অর্থাৎ টেরা সেইব্যক্তি ক্রূর। আর হস্তীসদৃশ চক্ষু হইলে রাজা হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

ঐশ্বর্য্যং গম্ভীরৈর্নীলোৎপলকান্তিভিশ্চ বিদ্বাংসঃ।
অতিকৃষ্ণতারকাণামক্ষ্ণামুৎপাটনং ভবতি ॥ ৬৬ ॥

যাহার চক্ষু গভীর সেইব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী, নীলপদ্মসদৃশ হইলে বিদ্বান্, আর যাহার চক্ষুর তারা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ সেই ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটিত হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

মন্ত্রিত্বং স্থূলদৃশাং শ্যাবাক্ষাণাঞ্চ ভবতি সৌভাগ্যম্।
দীনা দৃগ্নিঃস্বানাং স্নিগ্ধা বিপুলার্থভোগবতাম্ ॥ ৬৭ ॥

চক্ষুর তারা বড় হইলে মন্ত্রী এবং শ্যামবর্ণ হইলে সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে, আর দৃষ্টি দীন অর্থাৎ কাতর হইলে নির্ধন এবং দৃষ্টি নির্ম্মল ও বিস্তীর্ণ হইলে ধনবান্ ও সুখী হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অভ্যুন্নতাভিরল্পায়ুষো বিশালোন্নতাভিরতিসুখিনঃ।
বিষমভ্রুবো দরিদ্রাবালেন্দুনতভ্রুবঃ সধনাঃ ॥ ৬৮ ॥

ভ্রূদ্বয় ক্রমে উচ্চ হইলে অল্পায়ু, বিস্তীর্ণ ও উচ্চ হইলে সুখী এবং বিষম হইলে দরিদ্র আর বালচন্দ্রের ন্যায় নত হইলে ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

দীর্ঘাসংসক্তাভির্ধনিনঃ খণ্ডাভিরর্থপরিহীনাঃ।
মধ্যবিনতভ্রুবো যে তে সক্তাঃ স্ত্রীষ্বগম্যাসু ॥ ৬৯ ॥

যাহার ভ্রূদ্বয় দীর্ঘ ও অসংলগ্ন সেইব্যক্তি ধনবান্ হইবে, ভ্রূ খণ্ডিত হইলে দরিদ্র, আর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ অবনত হইলে অগম্যাস্ত্রীতে আশক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

উন্নতবিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ধনিনো নিম্নৈঃ সুতার্থসন্ত্যক্তাঃ।
বিষমললাটা বিধনা ধনবন্তোঽর্দ্ধেন্দুসদৃশেন ॥ ৭০ ॥

যাহার শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটের পার্শ্বদেশ উন্নত ও বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি ধনবান্, আর শঙ্খদেশ নিম্ন হইলে পুত্র ও ধন রহিত হইয়া থাকে। ললাট অসমান হইলে নির্ধন বলিয়া জানিবে ॥ ৭০ ॥

শুক্তিবিশালৈরাচার্য্যতা শিরাসন্ততৈরধর্ম্মরতাঃ।
উন্নতশিরাভিরাঢ্যাঃ স্বস্তিকবৎসংস্থিতাভিশ্চ ॥ ৭১ ॥

যাহার ললাটদেশ শুক্তির ন্যায় অর্থাৎ ঝিনুকসদৃশ বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি আচার্য্য, শিরাদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে পাপকার্য্যকারী, আর ললাটের শিরা উচ্চ ও স্বস্তিকের ন্যায় হইলে ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

নিম্নললাটা বধবন্ধভাগিনঃ ক্রূরকর্ম্মনিরতাশ্চ।
অভ্যুন্নতৈশ্চ ভূপাঃ কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ ॥ ৭২ ॥

যাহার ললাটদেশ নিম্ন সেইব্যক্তি বধ ও বন্ধনভাগী হয় এবং পাপকার্য্যে রত থাকে। আর ললাটদেশ উচ্চ হইলে রাজা ও ললাট ছোট হইলে কৃপণ হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

রুদিতমদীনমনশ্রুস্নিগ্ধঞ্চ শুভাবহং মনুষ্যাণাম্।
রূক্ষং দীনং প্রচুরাশ্রু চৈব ন শুভপ্রদং পুংসাম্ ॥ ৭৩ ॥

রোদন দীনতা ও অশ্রুরহিত এবং স্নিগ্ধ হইলে শুভ হয়, আর রোদন রূক্ষ ও দীনতাপূর্ব্বক বহু অশ্রুযুক্ত হইলে অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥

হসিতং শুভদমকম্পং বিনিমীলিতলোচনঞ্চ পাপস্য।
দুষ্টস্য হসিতমসকৃৎ সোন্মাদস্যাসকৃৎপ্রান্তে ॥ ৭৪ ॥

হাস্যকালে যাহার শরীর কম্পিত হয় না সেইব্যক্তি সুখী এবং হাস্যকালে যাহার চক্ষু মুদিত হয় সেইব্যক্তি দুষ্টাশয়, আর বারংবার অধিক হাস্য আনন্দকারক এবং যে ব্যক্তি সকলপ্রকার কথার শেষেই হাস্য করে সেইব্যক্তিকে উন্মত্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৭৪ ॥

তিস্রো রেখাঃ শতজীবিনাং ললাটায়তাঃ স্থিতা যদি তাঃ।
চতসৃভিরবনীশত্বং নবতিশ্চায়ুঃ সপঞ্চাব্দা ॥ ৭৫ ॥

যাহার ললাটদেশে তিনটী লম্বা রেখা থাকে সেইব্যক্তি একশত বৎসর আয়ুলাভ করে, ঐরূপ চারিটী রেখা থাকিলে রাজা হয় এবং পঁচানব্বই বৎসর কাল জীবিত থাকে ॥ ৭৫ ॥

বিচ্ছিন্নাভিশ্চাগম্যগামিনো নবতিরপ্যরেখেণ।
কেশান্তোপগতাভী রেখাভিরশীতিবর্ষায়ুঃ ॥ ৭৬ ॥

ললাটের রেখা বিচ্ছিন্ন থাকিলে কিংবা ললাটদেশ রেখারহিত হইলে নব্বই বৎসর পরমায়ু লাভ হয় এবং অগম্যা স্ত্রী গমন করে, আর ললাটরেখা কেশ পর্য্যন্ত থাকিলে আশীবৎসরকাল পরমায়ুলাভ হয় ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চভিরায়ুঃ সপ্ততিরেকাগ্রাবস্থিতাভিরপি ষষ্টিঃ।
বহুরেখেণ শতার্দ্ধং চত্বারিংশচ্চ বক্রাভিঃ ॥ ৭৭ ॥

যাহার ললাটে পাঁচটী রেখা থাকে সেইব্যক্তি সত্তরবৎসর কাল জীবিত থাকিবে। আর ললাটস্থ সকল রেখাগুলির শেষভাগ একত্রে মিলিত হইলে বাইট্ বৎসর পরমায়ু লাভ হয়, ললাটে অধিক রেখা থাকিলে পঞ্চাশ বৎসর, আর রেখা বক্র হইলে চল্লিশবৎসর পরমায়ু লাভ হইয়াথাকে ॥ ৭৭ ॥

ত্রিংশদ্ভ্রূলগ্নাভির্ব্বিংশতিকশ্চৈব বামবক্রাভিঃ।
ক্ষুদ্রাভিঃ স্বল্পায়ুর্ন্যূনাভিশ্চান্তরে কল্প্যম্ ॥ ৭৮ ॥

যাহার কপালের রেখা ভ্রূপর্য্যন্ত সংলগ্ন হয় সেইব্যক্তি ত্রিশবৎসর জীবিত থাকিবে, রেখা যদি বামদিকে বক্র হয় তাহাহইলে কুড়িবৎসর এবং রেখা সূক্ষ্ম হইলে অল্পায়ু, আর যদি উক্ত রেখা পূর্ব্বকথিত রেখা হইতে ন্যূন সংখ্যক হয় অর্থাৎ এক কি দুই ইত্যাদি রেখা হয় তাহাহইলে মানব অল্পায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

পরিমণ্ডলৈর্গবাঢ্যাশ্ছত্রাকারৈঃ শিরোভিরবনীশাঃ।
চিপিটৈঃ পিতৃমাতৃঘ্নাঃ করোটিশিরসাং চিরান্মৃত্যুঃ ॥ ৭৯ ॥

যাহার মস্তক গোলাকার হইবে সেই ব্যক্তির অধিক গো-ধন থাকিবে। আর মস্তক ছত্রাকার হইলে রাজা, মস্তক চেপ্টা হইলে

পিতামাতার বিনাশক, মস্তক করোটীতুল্য অর্থাৎ টুপি বা পাগ্‌ড়ীসদৃশ হইলে দীর্ঘায়ুলাভ হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

ঘটমূর্দ্ধাধ্বানরুচির্দ্বিমস্তকঃ পাপকৃদ্ধনৈস্ত্যক্তঃ।
নিম্নস্ত শিরো মহতাং বহুনিম্নমনর্থদং ভবতি ॥ ৮০ ॥

যাহার মস্তক কুম্ভসদৃশ সেই ব্যক্তি পথগমনে সন্তোষলাভ করে, আর কাহারও মস্তক দ্বিমস্তকসদৃশ দৃষ্ট হইলে তাহাকে পাপকারী ও দরিদ্র বলিয়া জানিবে, মস্তক নিম্ন হইলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে আর অত্যন্ত গভীর মস্তকবিশিষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

একৈকভবৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কৃষ্ণৈরাকুঞ্চিতৈরভিন্নাগ্রৈঃ।
মৃদুভির্ন চাতিবহুভিঃ কেশৈঃ সুখভাগ্ নরেন্দ্রো বা ॥৮১॥

যাহার মস্তকের এক এক রোমকূপের ছিদ্রে একএকটী রোম স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অগ্রভাগ অভিন্ন, কোমল ও অনতিবহুল দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি সুখী অথবা রাজা হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

বহুমূলবিষমকপিলাঃ স্থূলস্ফুটিতাগ্রপরুষহ্রস্বাশ্চ।
অতিকুটিলাশ্চাতিঘনাশ্চ মূর্দ্ধজা বিত্তহীনানাম্ ॥ ৮২ ॥

যাহার মস্তকের এক একটী রোমকূপের ছিদ্রে অধিক রোম দৃষ্ট হয় এবং ঐ রোমগুলি যদি অসমান, পিঙ্গলবর্ণ, স্থূল, অগ্রভাগ ছিন্ন, রুক্ষ, ছোট ও অধিক কোক্‌ড়ান এবং ঘন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে সেই ব্যক্তিকে দরিদ্র বলিয়া জানিবে ॥ ৮২ ॥

যদ্যদ্গাত্রং রুক্ষং মাংসবিহীনং শিরাবনদ্ধঞ্চ।
তত্তদনিষ্টং প্রোক্তং বিপরীতমতঃ শুভং প্রোক্তং ॥৮৩॥

শরীরের যে যে অবয়ব রুক্ষ, মাংসহীন ও শিরাযুক্ত সেই সেই অবয়ব অশুভকর, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ স্নিগ্ধ, মাংসযুক্ত ও শিরারহিত হইলে তাহা শুভকর বলিয়া জানিবে ॥ ৮৩ ॥

ত্রিষু বিপুলো গম্ভীরস্ত্রিষ্বেব ষড়ুন্নতশ্চতুর্হ্রস্বঃ।
সপ্তসু রক্তো রাজা পঞ্চসু দীর্ঘশ্চ সূক্ষ্মশ্চ ॥ ৮৪ ॥

যাহার তিন স্থান বিস্তীর্ণ, তিনস্থান গভীর, ছয়স্থান উচ্চ, চারি স্থান হ্রস্ব, সাত স্থান রক্তবর্ণ, পাঁচ স্থান দীর্ঘ এবং পাঁচ স্থান সূক্ষ্ম সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। ইহার বিস্তার নিম্নে লিখিত হইতেছে ॥ ৮৪ ॥

নাভিঃ স্বরঃ সত্ত্বমিতি প্রদিষ্টং গম্ভীরমেতত্ত্রিতয়ং নরাণাম্। উরো ললাটং বদনঞ্চ পুংসাং বিস্তীর্ণমেতত্ত্রিতয়ং প্রশস্তম্ ॥ ৮৫ ॥

বক্ষঃস্থল, কপাল ও মুখ এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ, আর নাভি, স্বর ও বল এই তিনটী গভীর হইলে মানবের শুভ হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

বক্ষোঽথ কক্ষা নখনাসিকাস্যং কৃকাটিকা চেতি ষড়ুন্নতানি। হ্রস্বানি চত্বারি চ লিঙ্গপৃষ্ঠং গ্রীবা চ জঙ্ঘে চ হিতপ্রদানি ॥ ৮৬ ॥

বক্ষস্থল, কক্ষ (বগল), নখ, নাসিকা, মুখ এবং ঘাড়ের গাইট এই ছয় স্থান উচ্চ ও পুংচিহ্ন, পৃষ্ঠ, কণ্ঠ ও জঙ্ঘা এই চারি স্থান হ্রস্ব হইলে মানবের হিতকর হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

নেত্রান্তপাদকরতাল্বধরোষ্ঠজিহ্বা রক্তা নখাশ্চ খলু সপ্ত সুখাবহানি। সূক্ষ্মানি পঞ্চদশাঙ্গুলিপর্ব্বকেশাঃ সাকং ত্বচা কররুহাশ্চ ন দুঃখিতানাম্ ॥ ৮৭ ॥

চক্ষুর প্রান্তভাগ, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা এবং নখ এই সাত স্থান রক্তবর্ণ, আর দন্ত, অঙ্গুলিরপর্ব্ব, কেশ, ত্বক্ ও নখ এই পাঁচস্থান সূক্ষ্ম হইলে সুখী হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

হনুলোচনবাহুনাসিকাঃ স্তনয়োরন্তরমত্র পঞ্চমম্।
ইতি দীর্ঘমিদন্তু পঞ্চকং ন ভবত্যেব নৃণামভূভৃতাম্ ॥৮৮॥

ইতি ক্ষেত্রম্।

হনু, নেত্র, বাহু, নাসিকা এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ এই পঞ্চস্থান দীর্ঘ হইলে শুভ হইয়া থাকে, পরন্তু এই সকল লক্ষণ সমস্ত যাহার হইবে সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। আর এই সকল লক্ষণের মধ্যে যাহার কোন কোন লক্ষণ হইবে সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

ছায়া শুভাশুভফলানি নিবেদয়ন্তী লক্ষ্যা মনুষ্যপশুপক্ষিষু লক্ষণজ্ঞৈঃ। তেজোগুণান্ বহিরপি প্রবিকাশয়ন্তী দীপপ্রভা স্ফটিকরত্নঘটস্থিতেব ॥ ৮৯ ॥

যেরূপ স্ফটিকনির্ম্মিত ঘটের মধ্যস্থিত প্রদীপের তেজ বাহিরে প্রকাশ পায় সেইরূপ মনুষ্য, পশু ও পক্ষীপ্রভৃতির কান্তি বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এনিমিত্ত লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহিরের কান্তিদৃষ্টে সকলের শুভাশুভ নির্ণয় করিবেন ॥ ৮৯ ॥

স্নিগ্ধদ্বিজত্বঙ্নখরোমকেশচ্ছায়া সুগন্ধা চ মহীসমুত্থা।
তুষ্ট্যর্থলাভাভ্যুদয়ান্ করোতি ধর্ম্মস্য চাহন্যহনি প্রবৃত্তিম্ ॥৯০॥

পৃথিবীতত্ত্ব ঘটিত ছায়া শরীরে প্রকাশ পাইলে মানবের দন্ত, ত্বক্, নখ, শরীরের রোম ও মস্তকের কেশ এইসকল স্নিগ্ধ হয় এবং শরীর সুগন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। অপিচ এইরূপ কান্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির তুষ্টি, অর্থলাভ, অভ্যুদয় এবং প্রতিদিন ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

স্নিগ্ধা সিতাচ্ছহরিতা নয়নাভিরামা সৌভাগ্যমার্দ্দবসুখাভ্যুদয়ান্ করোতি। সর্ব্বার্থসিদ্ধিজননী জননীব চাপ্যা ছায়া ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি ॥ ৯১ ॥

জলতত্ত্বঘটিত ছায়া শরীরে প্রকাশ পাইলে মানবের কান্তি স্নিগ্ধ হয় এবং বর্ণ শ্বেত, হরিৎ ও নির্ম্মল হয় এবং দেখিতে মনোহর হইয়া থাকে; এইরূপ কান্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী, বিলাসী, সুখী ও উন্নতিশীল হইয়া থাকে এবং সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করে আর এই কান্তি মাতার শুভফলদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

চণ্ডাধৃষ্যা পদ্মহেমাগ্নিবর্ণা যুক্তা তেজোবিক্রমৈঃ

সপ্রতাপৈঃ। আগ্নেয়ীতি প্রাণিনাং স্যাজ্জয়ায় ক্ষিপ্রং সিদ্ধিং বাঞ্ছিতার্থস্য ধত্তে ॥ ৯২ ॥

অগ্নিতত্ত্বঘটিত ছায়া শরীরে প্রকাশ পাইলে মানবের কান্তি প্রচণ্ড ও ভয়জনক হয় এবং পদ্ম, সুবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় বর্ণ হয়, আর সেইব্যক্তি তেজ, বিক্রম ও প্রতাপশালী হইয়া থাকে। এইরূপ কান্তিযুক্ত ব্যক্তি জয়লাভ এবং বাঞ্ছিতফল শীঘ্র সিদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

মলিনপরুষকৃষ্ণা পাপগন্ধানিলোত্থা জনয়তি বধবন্ধব্যাধ্যনর্থার্থনাশান্। স্ফটিকসদৃশরূপা ভাগ্যযুক্তাত্যুদারা নিধিরিব গগনোত্থা শ্রেয়সাং স্বচ্ছবর্ণা ॥ ৯৩ ॥

বায়ুতত্ত্বঘটিত ছায়া শরীরে প্রকাশ পাইলে মানবের কান্তি মলিন, রূক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, এইরূপ কান্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির বধ, বন্ধন, ব্যাধি, অনর্থ ও দ্রব্যনাশ হইয়া থাকে।

আকাশতত্ত্ব-ছায়া শরীরে প্রকাশ পাইলে মানব স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল সৌভাগ্যলাভ করে এবং অতিশয় উদারস্বভাব হয় ও রত্নলাভ করে আর তাহার সকলপ্রকার প্রয়োজনসিদ্ধ হয় এবং শরীরের কান্তি স্ফটিক-সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

ছায়াঃ ক্রমেণ কুজলাগ্ন্যনিলাম্বরোত্থাঃ কেচিদ্বদন্তি দশ তাশ্চ যথানুপূর্ব্ব্যা। সূর্য্যাজনাভপুরুহূতযমোড়ুপানাং তুল্যাস্তু লক্ষণফলৈরিতি তৎসমাসঃ ॥ ৯৪ ॥ ইতি মৃজা।

পূর্ব্বোক্ত ছায়া অর্থাৎ কান্তি যথাক্রমে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্গাদি ঋষিরা বলেন যে মহাভূতোৎপন্ন ছায়া ও সূর্য্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম এবং চন্দ্র এই উভয়ে মিলিত দশপ্রকার ছায়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু সূর্য্য ও অগ্নি, বিষ্ণু ও আকাশ, ইন্দ্র ও পৃথ্বী, যম ও বায়ু এবং চন্দ্র ও জল এই দুই দুই ছায়ার লক্ষণ ও গুণ একই প্রকার বলিয়া সংক্ষেপে পাঁচপ্রকার তত্ত্বেরই লক্ষণ ও গুণ বলা হইল ॥ ৯৪ ॥

করিবৃষরথৌঘভেরীমৃদঙ্গসিংহাব্দনিঃস্বনা ভূপাঃ।
গর্দ্দভজর্জ্জররূক্ষস্বরাশ্চ ধনসৌখ্যসন্ত্যক্তাঃ ॥ ৯৫ ॥
ইতি স্বরঃ।

যাহার স্বর হস্তী, বৃষভ, রথ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, সিংহ এবং মেঘসদৃশ সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। আর যাহার স্বর গর্দ্দভের ন্যায় এবং জড়িত ও কর্কশ সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

সপ্ত ভবন্তি চ সারা মেদোমজ্জাত্বগস্থিশুক্রাণি।
রুধিরং মাংসঞ্চেতি প্রাণভৃতাং তৎসমাসফলম্ ॥ ৯৬ ॥

মেদ অর্থাৎ অস্থিমধ্যস্থিত স্নেহদ্রব্য, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শুক্র, রক্ত এবং মাংস এই সপ্তপদার্থ শরীরের সারপদার্থ, এই সকলের ফল সংক্ষেপে বলিব ॥ ৯৬ ॥

তাল্বোষ্ঠদন্তপালীজিহ্বানেত্রান্তপায়ুকরচরণৈঃ।
রক্তৈস্তু রক্তসারা বহুসুখবনিতার্থপুত্রযুতাঃ ॥ ৯৭ ॥

যাহার তালু, ওষ্ঠ, দন্তগত মাংসপংক্তি, জিহ্বা, চক্ষুর প্রান্তভাগ, মলদ্বার, হস্ত এবং পাদ এই সকল স্থান রক্তবর্ণ সেই ব্যক্তির শরীর রক্তাধিক্য বলিয়া জানিবে, এইরূপ মানব অধিক সুখী হয় এবং স্ত্রী, ধন ও পুত্র এই সকল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

স্নিগ্ধত্বক্‌া ধনিনো মৃদুভিঃ সুভগা বিচক্ষণাস্তনুভিঃ।
মজ্জামেদঃসারাঃ সুশরীরাঃ পুত্রবিত্তযুতাঃ ॥ ৯৮ ॥

ত্বক্ স্নিগ্ধ হইলে ধনবান্, কোমল হইলে ভাগ্যবান্, সূক্ষ্ম হইলে পণ্ডিত, আর অধিক মেদ ও মজ্জাযুক্ত এবং বলিষ্ঠ হইলে উত্তম শরীর, পুত্র ও ধন এই সকল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

স্থূলাস্থিরস্থিসারো বলবান্ বিদ্যান্তগঃ সুরূপশ্চ।
বহুগুরুশুক্রাঃ সুভগা বিদ্বাংসো রূপবন্তশ্চ ॥ ৯৯ ॥
ইতি সারঃ।

যাহার অস্থি স্থূল তাহাকে অস্থিসার পুরুষ বলিয়া জানিবে, এইরূপ মানব বলবান্, বিদ্বান্ এবং সুরূপ হয়। আর শুক্র ঘন হইলে সৌভাগ্য-শালী, বিদ্বান্ ও রূপবান্ হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

উপচিতদেহো বিদ্বান্ ধনী সুরূপশ্চ মাংসসারো যঃ।
সঙ্ঘাত ইতি চ সুশ্লিষ্টসন্ধিতা সুখভুজো জ্ঞেয়া ॥ ১০০ ॥
ইতি সংহতিঃ।

মাংসসার ব্যক্তি স্থূল, বিদ্বান্, ধনবান্ এবং সুরূপ হইয়া থাকে। আর যাহার সর্ব্বশরীরের সন্ধিসকল সুশ্লিষ্ট অর্থাৎ মাংসদ্বারা আবৃত সেই ব্যক্তি অতিশয় সুখী হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

স্নেহঃ পঞ্চসু লক্ষ্যো বাগ্‌জিহ্বাদন্তনেত্রনখসংস্থঃ।
সুতধনসৌভাগ্যযুতাঃ স্নিগ্ধৈস্তৈর্নির্দ্ধনা রূক্ষৈঃ ॥ ১০১ ॥
ইতি স্নেহঃ।

যাহার বাক্য, জিহ্বা, দন্ত, চক্ষু এবং নখ এই পাঁচটী স্নিগ্ধ, সেইব্যক্তি পুত্র, ধন ও সৌভাগ্যশালী হইবে। আর উক্ত পাঁচটী রূক্ষ হইলে দরিদ্র হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

দ্যুতিমান্বর্ণঃ স্নিগ্ধঃ ক্ষিতিপানাং মধ্যমঃ সুতার্থবতাম্।
রূক্ষো ধনহীনানাং শুদ্ধঃ শুভদো ন সঙ্কীর্ণঃ ॥ ১০২ ॥
ইতি বর্ণঃ।

যাহার বর্ণ সতেজী ও স্নিগ্ধ সেই ব্যক্তি রাজা হয়, আর পুত্র ও ধনবান্ ব্যক্তির বর্ণ মধ্যম, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ ও কিঞ্চিৎ রূক্ষ হয়; দরিদ্রের বর্ণ রূক্ষ হইয়া থাকে। আর শুদ্ধবর্ণ শুভ ও মিশ্রবর্ণ অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১০২ ॥

সাধ্যমনূকং বক্ত্রাদ্ গোবৃষশার্দ্দূলসিংহগরুড়মুখাঃ।
অপ্রতিহতপ্রতাপা জিতরিপবো মানবেন্দ্রাশ্চ ॥ ১০৩ ॥

মুখের আকৃতি দৃষ্টে মানবের পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ নির্ণয় হইয়া

থাকে। যে মানবের মুখ গো, বৃষ, ব্যাঘ্র, সিংহ ও গরুড়মুখসদৃশ সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

বানরমহিষবরাহাজতুল্যবদনাঃ সুতার্থসুখভাজঃ।
গর্দ্দভকরভপ্রতিমৈর্ম্মুখৈঃ শরীরৈশ্চ নিঃস্বসুখাঃ ॥ ১০৪ ॥
ইত্যনূকম্।

যাহার মুখ বানর, মহিষ, শূকর ও ছাগমুখসদৃশ সেই ব্যক্তি পুত্রবান্, ধনবান্ ও সুখী হইয়া থাকে। আর যাহার মুখ ও শরীর উষ্ট্র ও গর্দ্দভসদৃশ সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

অষ্টশতং ষণ্ণবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিতি পুংসাম্।
উত্তমসমহীনানামঙ্গুলসংখ্যাস্বমানেন ॥১০৫॥ ইত্যুমানম্।

যাহাদের দেহের উচ্চতা স্বীয় অঙ্গুলির পরিমাণের ১০৮ একশত আট অঙ্গুলী কিংবা ৯৬ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলি বা ৮৪ চৌরাশী অঙ্গুলী তাহাদিগকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ একশত আট অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ পুরুষ উত্তম, ছিয়ানব্বই অঙ্গুলী পরিমাণ উচ্চ পুরুষ মধ্যম, আর চৌরাশী অঙ্গুলী পরিমাণ উচ্চ পুরুষ কনিষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১০৫ ॥

ভারার্দ্ধতনুঃ সুখভাক্ তুলিতোঽতো দুঃখভাগ্‌ভবত্যূনঃ।
ভারোঽতীবাঢ্যানামধ্যর্দ্ধঃ সর্ব্বধরণীশঃ ॥ ১০৬ ॥

যে মানব ওজনে একহাজার পল সেইব্যক্তি সুখী, আর ইহাহইতে কম পরিমাণ ওজনের ব্যক্তি দুঃখী হইয়া থাকে। দুই হাজারপল ওজনের ব্যক্তি অতিশয় ধনবান্ এবং তিন হাজারপল ওজনের ব্যক্তি সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥ *

বিংশতিবর্ষা নারী পুরুষঃ খলু পঞ্চবিংশতিভিরব্দৈঃ।
অর্হতি মানোন্মানং জীবিতভাগে চতুর্থে বা ॥ ১০৭ ॥
ইতি মানম্।

মানবের উচ্চতার ও ওজনের যে পরিমাণ উপরে লিখিত হইল ঐ পরিমাণ ও ওজন পুরুষের পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় আর স্ত্রীলোকের বিশ বৎসর বয়সের সময় জানিবে। অথবা একশত বৎসর যে আয়ুর কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐবয়সের চতুর্থভাগে উক্ত পরিমাণ ও ওজন জানিবে ॥১০৭॥

ভূজলশিখ্যনিলাম্বরসুরনররক্ষঃপিশাচকতিরশ্চাম্।
সত্ত্বেন ভবতি পুরুষো লক্ষণমেতদ্ভবত্যেষাম্ ॥ ১০৮ ॥

সকল মনুষ্যই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, দেবতা, মনুষ্য, রাক্ষস, পিশাচ, পশু ও পক্ষি প্রভৃতির স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু এইসকল স্বভাব ঐ সকলের সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের লক্ষণ পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ১০৮ ॥

মহীস্বভাবঃ শুভপুষ্পগন্ধঃ সম্ভোগবান্ সুশ্বসনঃ স্থিরশ্চ। তোয়স্বভাবো বহুতোয়পায়ী প্রিয়াভিলাষী রসভোজনশ্চ ॥ ১০৯ ॥

* এইস্থলে চারি তোলাতে এক পল ওজন বলিয়া জানিবে।

যাহার পৃথ্বী প্রকৃতি সেইব্যক্তির গাত্র হইতে সুগন্ধ বাহির হয় এবং উক্ত পুরুষ ভোগশীল ও স্থিরপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, আর ইহার শ্বাসপ্রশ্বাস মনোহর হইয়া থাকে। যাহার জলপ্রকৃতি সেই ব্যক্তি অধিক জলপান করে ও অনুকূল বাক্য বলে এবং মধুররস ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

অগ্নিপ্রকৃত্যা চপলোঽতিতীক্ষ্ণশ্চণ্ডঃ ক্ষুধালুর্ব্বহুভোজনশ্চ। বায়োঃ স্বভাবেন চলঃ কৃশশ্চ ক্ষিপ্রঞ্চ কোপস্য বশং প্রয়াতি ॥ ১১০ ॥

অগ্নিপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি চঞ্চল ও তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, ক্রূর, ক্ষুধার্ত্ত ও অধিক ভোজনকারী হইয়া থাকে। আর বায়ুপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি চঞ্চল, কৃশ এবং আশুক্রোধশীল হইবে ॥ ১১০ ॥

খপ্রকৃতির্নিপুণো বিবৃতাস্যঃ শব্দগতেঃ কুশলঃ সুষিরাঙ্গঃ। ত্যাগযুতঃ পুরুষো মৃদুকোপঃ স্নেহরতশ্চ ভবেৎ সুরসত্ত্বঃ ॥ ১১১ ॥

আকাশপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বদা নিপুণ, বিস্তৃতমুখবিশিষ্ট ও শাস্ত্রাধ্যয়নে কুশল এবং শরীরে ছিদ্রযুক্ত। আর দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি দানশীল, অল্পক্রোধী ও স্নেহযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

মর্ত্ত্যসত্ত্বসংযুতো গীতভূষণপ্রিয়ঃ।
সম্বিভাগশীলবাম্নিত্যমেব মানবঃ ॥ ১১২ ॥

মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি গীত ও অলঙ্কারপ্রিয় এবং উত্তমবিভাগশীল হইয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

তীক্ষ্ণপ্রকোপঃ খলচেষ্টিতশ্চ পাপশ্চ সত্ত্বেন নিশাচরাণাম্। পিশাচসত্ত্বশ্চপলো মলাক্তো বহুপ্রলাপী চ সমুল্বণাঙ্গঃ ॥ ১১৩ ॥

রাক্ষসপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধী, দুর্জ্জনের ন্যায় কার্য্যকারী হয় এবং নিত্যপাপকার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে। আর পিশাচপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি চঞ্চল, মলযুক্ত, বহুবাক্যভাষী ও স্থূলশরীরবিশিষ্ট হয় ॥ ১১৩ ॥

ভীরুঃ ক্ষুধালুর্ব্বহুভুক্ চ যঃ স্যাজ্জ্ঞেয়ঃ স সত্ত্বেন নরস্তিরশ্চাম্। এবং নরাণাং প্রকৃতিঃ প্রদিষ্টা যল্লক্ষণজ্ঞাঃ প্রবদন্তি সত্ত্বম্ ॥ ১১৪ ॥

ইতি প্রকৃতিঃ।

ভীত, ক্ষুধিত ও অধিক ভোজনশীল ব্যক্তিকে পশুপক্ষী প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে, এইরূপে প্রকৃতির লক্ষণ বলা হইল, এইসকল লক্ষণ যে ব্যক্তি অবগত থাকেন তিনি মানবদৃষ্টে প্রকৃতির বিষয় বলিয়া দিতে পারেন ॥ ১১৪ ॥

শার্দ্দূলহংসসমদদ্বিপগোপতীনাং তুল্যা ভবন্তি গতিভিঃ শিখিনাঞ্চ ভূপাঃ। যেষাঞ্চ শব্দরহিতং স্তিমিতঞ্চ যাতং তেঽপীশ্বরা দ্রুতপরিপ্লুতগা দরিদ্রাঃ ॥ ১১৫ ॥

ইতি গতিঃ।

যে মানবের গমন ব্যাঘ্র, হংস, উন্মত্তহস্তী, বৃষভ ও ময়ূরসদৃশ সেই ব্যক্তি নৃপতি হইয়া থাকে। আর শব্দরহিত ও মন্দগমনকারী ব্যক্তি ধনবান্ হয়,। যে ব্যক্তি অতিশয় দ্রুত ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক গমন করে সেইব্যক্তি দরিদ্র হইয়া থাকে॥ ১১৫॥

শ্রান্তস্য যানমশনঞ্চ বুভুক্ষিতস্য পানং তৃষাপরিগতস্য ভয়েষু রক্ষা। এতানি যস্য পুরুষস্য ভবন্তি কালে ধন্যং বদন্তি খলু তং নরলক্ষণজ্ঞাঃ॥ ১১৬॥

যে ব্যক্তি পথগমনে শ্রান্ত হওয়ামাত্র ঘোটকাদিযান প্রাপ্ত হয়, ক্ষুধিত হওয়ামাত্র আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, পিপাসিত হওয়া মাত্র জল প্রাপ্ত হয় এবং ভীত হওয়া মাত্র রক্ষাকর্ত্তা প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তিই ধন্য, ইহা লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন॥ ১১৬॥

পুরুষলক্ষণমুক্তমিদং ময়া মুনিমতান্যবলোক্য সমাসতঃ। ইদমধীত্য নরো নৃপসম্মতো ভবতি সর্ব্বজনস্য চ বল্লভঃ॥ ১১৭॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পুরুষলক্ষণং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিদিগের মত অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে পুরুষের লক্ষণ বলা হইল, ইহা যেব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন তিনি রাজা ও অপরাপর ব্যক্তিকর্ত্তৃক পূজিত হইবেন॥ ১১৭॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চমহাপুরুষলক্ষণম্।

তারাগ্রহৈর্ব্বলযুতৈঃ স্বক্ষেত্রস্বোচ্চগৈশ্চতুষ্টয়গৈঃ। পঞ্চপুরুষাঃ প্রশস্তা জায়ন্তে তানহং বক্ষ্যে॥ ১॥

জন্মকালে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এইসকল গ্রহ বলবান্, স্বগৃহস্থ, উচ্চস্থানস্থ এবং কেন্দ্রগত হইলে পঞ্চমহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এই পঞ্চমহাপুরুষের বিষয় নিম্নে বিবৃত হইতেছে॥ ১॥

জীবেন ভবতি হংসঃ সৌরেণ শশঃ কুজেন রুচকশ্চ। ভদ্রো বুধেন বলিনা মালব্যো দৈত্যপূজ্যেন॥ ২॥

যে মহাপুরুষের জন্মকালে বৃহস্পতি বলবান্ থাকে তাহাকে হংস নাম মহাপুরুষ বলে, আর শনি বলবান্ হইলে শশ, মঙ্গল বলবান্ হইলে রুচক, বুধ বলবান্ হইলে ভদ্র এবং শুক্র বলবান্ হইলে মালব্যনামক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ২॥

সত্ত্বমহীনং সূর্য্যাচ্ছারীরং মানসং চ চন্দ্রবলাৎ। যদ্রাশিভেদযুক্তাবেতৌ তল্লক্ষণঃ স পুমান্॥ ৩॥

জন্মকালে রবি বলবান্ হইলে সত্ত্বাদি গুণসম্পূর্ণ হয়, চন্দ্র বলবান্ হইলে শারীরগুণ ও মানসিকগুণ অধিক হয়, আর রাশির হোরা ও দ্রেক্কাণাদিতে বলবান্ রবি ও চন্দ্র থাকিলে মহাপুরুষ সেই রাশির অধিপতিগ্রহের স্বভাবযুক্ত হইবে॥ ৩॥

তদ্ধাতুমহাভূতপ্রকৃতিদ্যুতিবর্ণসত্ত্বরূপাদ্যৈঃ। অবলরবীন্দুযুতৈস্তৈঃ সঙ্কীর্ণা লক্ষণৈঃ পুরুষাঃ॥ ৪॥

আর সেই গ্রহস্বামীর স্নায়ুপ্রভৃতি ধাতু আর মহাভূতের প্রকৃতি, কান্তি, বর্ণ, সত্ত্ব ও রূপ প্রভৃতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ জন্মকালে বলবান্ চন্দ্র ও রবি যে গ্রহের স্বগৃহে, হোরাদিতে ও ষড়্বর্গে অবস্থিতি করেন সেই গ্রহের ধাতু ও প্রকৃতির লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকেন। আর যদি রবি এবং চন্দ্র দুর্ব্বল হয় তাহাহইলে সঙ্কীর্ণ লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকেন॥ ৪॥

ভৌমাৎ সত্ত্বং গুরুতা বুধাৎ সুরেজ্যাৎ স্বরঃ সিতাৎ স্নেহঃ। বর্ণঃ সৌরাদেষাং গুণদোষৈঃ সাধ্বসাধুত্বম্॥ ৫॥

জন্মকালে মঙ্গল বলবান্ হইলে বল, বুধ বলবান্ হইলে শরীরের গুরুত্ব, বৃহস্পতি বলবান্ হইলে উত্তম স্বর, শুক্র বলবান্ হইলে শরীর স্নিগ্ধ এবং শনি বলবান্ হইলে উত্তম বর্ণবিশিষ্ট মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকে। মহাপুরুষের জন্মকালে গ্রহসকল বলবান্ না হইলে সেই পুরুষ উপরোক্ত কোন গুণ প্রাপ্ত হইবে না॥ ৫॥

সঙ্কীর্ণাঃ স্যুর্ন নৃপা দশাসু তেষাং ভবন্তি সুখভাজঃ। রিপুগৃহনীচোচ্চচ্যুতসৎপাপনিরীক্ষণৈর্ভেদঃ॥ ৬॥

সঙ্কীর্ণপুরুষ রাজা হইবে না, কিন্তু বলবান্ গ্রহের দশাকালে সুখী হইবে। আর বলবান্গ্রহ যদি শত্রুগৃহে ও নীচগৃহে থাকে এবং উচ্চ গৃহ হইতে পতিত হয় ও শুভাশুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহাহইলে মহাপুরুষের মিশ্রফল অর্থাৎ সুখদুঃখাদি উভয়ই ভোগ হইয়া থাকে॥ ৬॥

ষণ্ণবতিরঙ্গুলানাং ব্যায়ামো দীর্ঘতা চ হংসস্য। শশরুচকভদ্রমালব্যসংজ্ঞিতাস্ত্র্যঙ্গুলবিবৃদ্ধ্যা॥ ৭॥

হংসসংজ্ঞক পুরুষের উচ্চতা ছিয়ানব্বই অঙ্গুলী অথবা দুই বাহু সমসূত্রে বিস্তার করিলে যে বিস্তার হইবে সেই পরিমাণ হইবে, অবশিষ্ট চারি মহাপুরুষের উচ্চতা ক্রমে তিন তিন অঙ্গুলী অধিক হইবে। অর্থাৎ শশপুরুষ নিরানব্বই অঙ্গুলী, রুচক একশত দুই, ভদ্র একশত পাঁচ এবং মালব্য নামক মহাপুরুষ একশত আট অঙ্গুলী উচ্চ হইবে॥ ৭॥

যঃ সাত্ত্বিকস্তস্য দয়া স্থিরত্বং সত্যার্জ্জবং ব্রাহ্মণদেবভক্তিঃ। রজোঽধিকঃ কাব্যকলাক্রতুস্ত্রীসংসক্তচিত্তঃ পুরুষোঽতিশূরঃ॥ ৮॥

সত্ত্বগুণাধিক পুরুষ দয়ালু, স্থিরচিত্ত, সত্যভাষী, সরলস্বভাব এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। রজোগুণাধিক ব্যক্তি কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শী, নৃত্যগীতাদিতে নিপুণ, যাজ্ঞিক ও স্ত্রীতে আসক্ত এবং বলবান্ হইয়া থাকে॥ ৮॥

তমোঽধিকো বঞ্চয়িতা পরেষাং মূর্খোঽলসঃ ক্রোধ-

পরোঽতিনিদ্রঃ। মিশ্রৈগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্মিশ্রাস্ত তে সপ্ত সহ প্রভেদৈঃ॥ ৯॥

তমোগুণাধিক পুরুষ প্রবঞ্চক, মূর্খ, অলস, ক্রোধনস্বভাব এবং নিদ্রালু হইয়া থাকে। সত্ব, রজএবং তম এই তিনগুণ মিশ্রিত হইয়া কোন পুরুষ জন্মিলে পূর্ব্বোক্ত গুণসকলের মিশ্রিতস্বভাব হইয়া অপর চারি প্রকার পুরুষ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বসমেৎ সাতপ্রকার পুরুষ জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ সত্বগুণোৎপন্ন পুরুষ, ১। রজোগুণোৎপন্ন, ২। তমোগুণোৎপন্ন, ৩। সত্বরজগুণাধিক্য, ৪। রজতমগুণাধিক্য, ৫। সত্বতমগুণাধিক্য, ৬। এবং সত্ব, রজো ও তমোগুণাধিক্য, ৭। এই সাতপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট পুরুষের ভেদ রাশির ও সঙ্কীর্ণের ভেদ নিমিত্ত হইয়া থাকে॥ ৯॥

মালব্যো নাগনাসাসমভুজযুগলো জানুসম্প্রাপ্তহস্তো মাংসৈঃ পূর্ণাঙ্গসন্ধিঃ সমরুচিরতনুর্মধ্যভাগে কৃশশ্চ। পঞ্চাষ্টৌ চোর্দ্ধমাস্যং শ্রুতিবিবরমপি ত্র্যঙ্গুলোনঞ্চ তির্য্যগ্ দীপ্তাক্ষং সৎকপোলং সমসিতদশনং নাতিমাংসাধরোষ্ঠম্॥ ১০॥

মালব্যনামক পুরুষের বাহুদ্বয় হস্তীশুণ্ডসদৃশ ও আজানুলম্বিত, শরীরের সন্ধিসকল মাংসদ্বারা আবৃত, শরীর সমান ও তেজস্বী, মধ্যভাগ অর্থাৎ কটীদেশ কৃশ, হনু হইতে ললাটপর্য্যন্ত মুখ ত্রয়োদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, নাসিকার মূলদেশ হইতে কর্ণের ছিদ্রপর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, চক্ষুদ্বয় নির্ম্মল, গণ্ডস্থল মনোহর, দন্তপক্তি সমান ও শ্বেতবর্ণ এবং অধরোষ্ঠ অল্পমাংসযুক্ত॥ ১০॥

মালবান্ সভরুকচ্ছসুরাষ্ট্রান্ লাটসিন্ধুবিষয়প্রভৃতীংশ্চ। বিক্রমার্জ্জিতধনোঽবতি রাজা পারিযাত্রনিলয়ঃ কৃতবুদ্ধিঃ॥১১

উক্ত মালব্যপুরুষ বুদ্ধিমান্ হইবে এবং পারিযাত্র পর্ব্বতে বাস করিবে, আর রাজা হইয়া মালব, ভরু, কচ্ছ, সুরাষ্ট্র, লাট এবং সিন্ধু এই সকল দেশ পালন করিবে॥ ১১॥

সপ্ততিবর্ষো মালব্যোঽয়ং ত্যক্ষ্যতি সম্যক্ প্রাণাংস্তীর্থে। লক্ষণমেতৎ সম্যক্ প্রোক্তং শেষনরাণাং চাতো বক্ষ্যে॥১২

মালব্যপুরুষ সত্তর বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া তীর্থে প্রাণত্যাগ করিবে, এইরূপে উত্তম মালব্যপুরুষের লক্ষণ বলা হইল, অপর ভদ্রপ্রভৃতি চারিপুরুষের বিষয় নিম্নে কথিত হইতেছে॥ ১২॥

উপচিতসমবৃত্তলম্ববাহুর্ভুজযুগলপ্রমিতঃ সমুচ্ছ্রয়োঽস্য। মৃদুতনুঘনরোমনদ্ধগণ্ডো ভবতি নরঃ খলু লক্ষণেন ভদ্রঃ॥১৩

ভদ্রসংজ্ঞক পুরুষের বাহুদ্বয় মাংসল, সমান, গোল ও লম্বা এবং তুল্য উচ্চ হইবে, আর গণ্ডস্থল মৃদু, সূক্ষ্ম ও ঘন রোমযুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

ত্বক্শুক্রসারঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ সত্ত্বাধিকো ব্যাঘ্রমুখঃ স্থিরশ্চ। ক্ষমান্বিতো ধর্ম্মপরঃ কৃতজ্ঞো গজেন্দ্রগামী বহুশাস্ত্রবেত্তা॥১৪

উক্ত পুরুষ দৃঢ়ত্বকবিশিষ্ট, অধিক শুক্রযুক্ত এবং উহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও মাংসল, এবং মুখ ব্যাঘ্রসদৃশ, অপিচ উক্ত পুরুষ সত্বগুণাধিক, ধৈর্য্যশীল, দয়ালু, ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ, গজেন্দ্রগামী এবং বহুশাস্ত্রবেত্তা হইয়া থাকে॥ ১৪॥

প্রাজ্ঞো বপুষ্মান্ সুললাটশঙ্খঃ কলাস্বভিজ্ঞো ধৃতিমান্ সুকুক্ষিঃ। সরোজগর্ভদ্যুতিপাণিপাদো যোগী সুনাসঃ সমসংহতভ্রূঃ॥ ১৫॥

উক্ত ভদ্রনামক পুরুষ জ্ঞানী এবং উহার শরীর দৃঢ়, ললাট ও শঙ্খদেশ মনোহর, নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞ, ধৈর্য্যশীল, দয়ালু, সুন্দর উদর ও পদ্মসদৃশ হস্তপদবিশিষ্ট, যোগী, সুন্দরনাসিকাযুক্ত এবং সমান ও মিলিত ভ্রুবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

নবাম্বুসিক্তাবনিপত্রকুঙ্কুমদ্বিপেন্দ্রদানাগুরুতুল্যগন্ধতা। শিরোরুহাশ্চৈকজকৃষ্ণকুঞ্চিতাস্তুরঙ্গনাগোপমগূঢ়গুহ্যতা॥১৬॥

ভদ্রনামক পুরুষের গাত্রের গন্ধ নূতন জলসিক্ত ভূমি, তমালপত্র, কুঙ্কুম, হস্তীমদ এবং ধূপসদৃশ হইয়া থাকে। আর ইহার এক এক রোমকূপে এক একটী রোম এবং কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া থাকে ও উক্ত পুরুষ অশ্ব এবং হস্তীসদৃশ গুপ্ত পুংচিহ্নবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

হলমুষলগদাসিশঙ্খচক্রদ্বিপমকরাব্জরথাঙ্কিতাংঘ্রিহস্তঃ। বিভবমপি জনোঽস্য বোভুজীতি ক্ষমতি হি ন স্বজনং স্বতন্ত্রবুদ্ধিঃ॥ ১৭॥

যাহার করতল ও পদতলে লাঙ্গল, মুষল, গদা, তরবারি, শঙ্খ, চক্র, হস্তী, মকর, পদ্ম এবং রথ এই সকলের চিহ্নসদৃশ রেখা দৃষ্ট হয়, আর যাহার ঐশ্বর্য্য পরোপকারের নিমিত্ত আর যে ব্যক্তি স্বজনকে ক্ষমা করে না ও স্বাধীনবুদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ নিজে যাহা ভাল বুঝে তাহাই করে, অপরের বুদ্ধি গ্রহণ করে না, তাহাকে ভদ্রনাক মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে॥ ১৭॥

অঙ্গুলানি নবতিশ্চ ষড়ূনান্যুচ্ছ্রয়েণ তুলয়াপি হি ভারঃ। মধ্যদেশনৃপতির্যদি পুষ্টাস্ত্র্যাদয়োঽস্য সকলাবনিনাথঃ॥১৮॥

যে ব্যক্তি চৌরাশী অঙ্গুলি উচ্চ এবং দুই হাজার পল গুরু, সেইব্যক্তি মধ্যদেশের রাজা হইবে, আর যাহার জন্মকালে তিনটী গ্রহ বলবান্ সেইব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়া থাকে॥ ১৮॥

ভুক্ত্বা সম্যগ্বসুধাং শৌর্য্যেণোপার্জ্জিতামশীত্যব্দঃ। তীর্থে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ভদ্রো দেবালয়ং যাতি॥ ১৯॥

ভদ্রনামক পুরুষ স্বকীয় পরাক্রমদ্বারা প্রাপ্ত পৃথিবী উপভোগ করিয়া অশীতিবৎসর বয়ক্রমের সময় তীর্থস্থানে প্রাণপরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে॥ ১৯॥

ঈষদ্দন্তুরকস্তনুদ্বিজনখঃ কোশেক্ষণঃ শীঘ্রগো বিদ্যাধাতুবণিক্ক্রিয়াসু নিরতঃ সম্পূর্ণগণ্ডঃ শঠঃ। সেনানীঃ প্রিয়-

মৈথুনঃ পরজনস্ত্রীসক্তচিত্তশ্চলঃ শূরো মাতৃহিতো বনাচলনদীদুর্গেষু সক্তঃ শশঃ॥ ২০॥

যাহার দন্ত ঈষৎ উন্নত ও ছোট, নখ সকল পাতলা এবং দূরদৃষ্টি আর যে ব্যক্তি শীঘ্রগামী, শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত, গৈরিকাদি ধাতুর বিশুদ্ধিবিষয়ে ও ক্রয়বিক্রয়াদিতে নিপুণ ও যাহার গণ্ডস্থল মাংসল এবং যে ব্যক্তি পরকার্য্যেবিমুখ, সেনাপতি, স্ত্রীসংসর্গপ্রিয়, পরস্ত্রীতে আসক্ত, চঞ্চলবুদ্ধি, যোদ্ধা, মাতৃভক্ত, বন, পর্ব্বত এবং নদী প্রভৃতি নির্জ্জনস্থানাভিলাষী তাহাকে শশনামক মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে॥ ২০॥

দীর্ঘোঽঙ্গুলানাং শতমষ্টহীনং সাশঙ্কচেষ্টঃ পররন্ধ্রবিচ্চ। সারোঽস্য মজ্জা নিভৃতপ্রচারঃ শশো হ্যয়ং নাতিগুরুঃ প্রদিষ্টঃ॥ ২১॥

শশসংজ্ঞকপুরুষ ৯২ বিরানব্বই অঙ্গুলী উচ্চ, শঙ্কাযুক্ত হইয়া কার্য্যকারী, শত্রুপক্ষের দোষজ্ঞ, কঠিন মজ্জাবিশিষ্ট এবং নির্জ্জনপ্রদেশে গমনশীল ও অনতিস্থূল হইয়া থাকে॥ ২১॥

মধ্যে কৃশঃ খেটকখড়্গবীণাপর্য্যঙ্কমালামুরজানুরূপাঃ। শূলোপমাশ্চোর্দ্ধগতাশ্চ রেখাঃ শশস্য পাদোপগতাঃ করে বা॥ ২২॥

যাহার কটিদেশ কৃশ ও যাহার হস্ত বা পদতলে ঢাল, তরবারি, বীণা, মঞ্চ, মালা, মৃদঙ্গ এবং শূল প্রভৃতির ন্যায় রেখা দৃষ্ট হয় তাহাকে শশনামক মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে॥ ২২॥

প্রাত্যন্তিকো মাণ্ডলিকোঽথবায়ং স্ফিক্‌স্রাবশূলাভিভবার্ত্তমূর্ত্তিঃ। এবং শশঃ সপ্ততিহায়নোঽয়ং বৈবস্বতস্থালয়মভ্যুপৈতি॥ ২৩॥

শশসংজ্ঞকপুরুষ ম্লেচ্ছদেশের রাজা বা মাণ্ডলিক রাজা হইয়া থাকে, আর সত্তরবৎসর বয়সে গ্রহণী ও শূলরোগে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ২৩॥

রক্তং পীনকপোলমুন্নতনসং বক্ত্রং সুবর্ণোপমং বৃত্তং চাস্য শিরোঽক্ষিণী মধুনিভে সর্ব্বে চ রক্তা নখাঃ। স্রগ্‌দামাঙ্কুশ-শঙ্খ-মৎস্যযুগলক্রত্বঙ্গকুম্ভাম্বুজৈশ্চিহ্নৈর্হংসকলস্বনঃ সুচরণো হংসঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৪॥

যাহার গণ্ডস্থল ঈষৎ রক্তবর্ণ ও মাংসল, নাসিকা উচ্চ, মুখের বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, মস্তক গোলাকার, চক্ষু মধুসন্নিভ এবং নখসকল রক্তবর্ণ, আর যাহার হস্ত ও পদতলে মালা, অঙ্কুশ, শঙ্খ, মৎস্যদ্বয়, বেদী, কুম্ভ ও পদ্ম এইসকল চিহ্ন আছে এবং যাহার হংসসদৃশ মধুর শব্দ ও সুন্দর পাদদ্বয় এবং ইন্দ্রিয় সকল নির্ম্মল সেই ব্যক্তিকে হংসনামক মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে॥ ২৪॥

রতিরম্ভসি শুক্রসারতা দ্বিগুণা চাষ্টশতৈঃ পলৈর্ম্মিতিঃ। পরিমাণমথাস্য ষড়্‌যুতা নবতিঃ সম্পরিকীর্ত্তিতা বুধৈঃ॥ ২৫॥

হংসনামক মহাপুরুষ জলক্রীড়াসক্ত ও গাঢ়শুক্রবিশিষ্ট এবং ওজনে ১৬০০ ষোড়শশত পল ও উচ্চ ৯৬ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলী হইয়া থাকে॥ ২৫॥

ভুনক্তি হংসঃ খসশূরসেনান্ গান্ধারগঙ্গাযমুনান্তরালম্। শতং দশোনং শরদাং নৃপত্বং কৃত্বা বনান্তে সমুপৈতি মৃত্যুম্॥ ২৬॥

উক্ত পুরুষ খস, শূরসেন, গান্ধার এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশসকল উপভোগ করিয়া ৯০ নব্বই বৎসর বয়সের সময় বনে প্রাণপরিত্যাগ করিয়া থাকে॥ ২৬॥

সুভ্রূকেশো রক্তশ্যামঃ কম্বুগ্রীবো ব্যাদীর্ঘাস্যঃ। শূরঃ ক্রূরঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রী চৌরস্বামী ব্যায়ামী চ॥ ২৭॥

যাহার ভ্রূযুগল মনোহর, কেশ রক্ত ও শ্যামবর্ণমিশ্রিত, কণ্ঠদেশ শঙ্খসদৃশ, ত্রিবলীযুক্ত ও মুখ দীর্ঘ এবং যে ব্যক্তি যোদ্ধা, ক্রোধী, শ্রেষ্ঠ, বিচারজ্ঞ, চোরের অধিপতি এবং পরিশ্রমী তাহাকে রুচকনামক মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে॥ ২৭॥

যন্মাত্রমাস্যং রুচকস্য দীর্ঘং মধ্যপ্রদেশে চতুরস্রতা সা। তনুচ্ছবিঃ শোণিতমাংসসারো হন্তা দ্বিষাং সাহসসিদ্ধকার্য্যঃ॥ ২৮॥

উক্ত পুরুষের মুখ যে পরিমাণ দীর্ঘ শরীরের মধ্যদেশও সেই পরিমাণ প্রশস্ত এবং ত্বক্ সূক্ষ্ম, রক্ত গাঢ় ও মাংস দৃঢ় হইয়া থাকে, আর উক্ত পুরুষ শত্রুবিনাশক ও সাহসপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধিকারী হইয়া থাকে॥ ২৮॥

খট্বাঙ্গবীণাবৃষচাপবজ্রশক্তীন্দুশূলাঙ্কিতপাণিপাদঃ। ভক্তো গুরুব্রাহ্মণদেবতানাং শতাঙ্গুলঃ স্যাত্তুলয়া সহস্রম্॥২৯

আর রুচকনামক পুরুষের করতল ও পদতলে খট্বাঙ্গ (অস্ত্রবিশেষ), বীণা, বৃষভ, ধনু, বজ্র, শক্তি, চন্দ্র এবং ত্রিশূল এইসকলের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে এবং উক্ত পুরুষ গুরু, ব্রাহ্মণ এবং দেবতার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয় ও একশত অঙ্গুলী উচ্চ এবং এক হাজার পল ওজনে হইয়া থাকে॥ ২৯॥

মন্ত্রাভিচারকুশলঃ কৃশজানুজঙ্ঘো বিন্ধ্যং সসহ্যগিরিমুজ্জয়নীঞ্চ ভুক্ত্বা। সম্প্রাপ্য সপ্ততিসমা রুচকো নরেন্দ্রঃ শস্ত্রেণ মৃত্যুমুপযাত্যথবানলেন॥ ৩০॥

উক্ত মহাপুরুষ মন্ত্রপ্রয়োগ ও মারণাদি কার্য্যে নিপুণ হয় এবং উক্ত পুরুষের জানু ও জঙ্ঘাদেশ কৃশ হইয়া থাকে, আর রুচক মহাপুরুষ বিন্ধ্য, সহ্যপর্ব্বত ও উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্য উপভোগ করিয়া ৭০ সত্তরবর্ষ বয়সের সময় অস্ত্রদ্বারা কিম্বা অগ্নিদ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

পঞ্চাপরে বামনকো জঘন্যঃ কুব্জোঽপরো মণ্ডলকোঽথ সামী। পূর্ব্বোক্তভূপানুচরা ভবন্তি সঙ্কীর্ণসংজ্ঞাঃ শৃণু লক্ষণৈস্তান্॥ ৩১॥

উক্ত পঞ্চমহাপুরুষ ভিন্ন অপর পাঁচপ্রকার পুরুষ আছে, তাহাদের নাম যথা—বামনক, জঘন্য, কুব্জ, মণ্ডলক এবং সামী। ইহাদিগকে

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমহাপুরুষের মিশ্রনামক অনুচর বলিয়া জানিবে। ইহাদিগের লক্ষণ নিম্নে কথিত হইতেছে॥ ৩১॥

সম্পূর্ণাঙ্গো বামনো ভগ্নপৃষ্ঠঃ কিঞ্চিচ্চোরুর্ম্মধ্যকক্ষান্তরেষু। খ্যাতো রাজ্ঞো হ্যেষ ভদ্রানুজীবী স্ফীতো দাতা বাসুদেবস্য ভক্তঃ॥ ৩২॥

বামনকনামক পুরুষের শরীরের অবয়বসকল সম্পূর্ণ, দেহ খর্ব্বাকার, পৃষ্ঠদেশ বক্র, জঙ্ঘা, কটী ও কক্ষদেশ ঈষৎ বক্র হইয়া থাকে, আর উক্ত পুরুষ অতিশয় যশস্বী এবং ভদ্রকনামক মহাপুরুষের ভৃত্য বলিয়া জানিবে, পরন্তু উক্ত পুরুষ বর্দ্ধনশীল, দাতা ও কৃষ্ণভক্ত হইয়া থাকে॥ ৩২॥

মালব্যসেবী তু জঘন্যনামা খণ্ডেন্দুতুল্যশ্রবণঃ সুসন্ধিঃ।
শুক্রেণ সারঃ পিশুনঃ কবিশ্চ রূক্ষচ্ছবিঃ স্থূলকরাঙ্গুলীকঃ॥৩৩

জঘন্যনামক পুরুষ মালব্যনামক মহাপুরুষের সেবক, ইহার কর্ণদ্বয় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শরীরের সন্ধিসকল মনোহর ও শুক্র ঘন, আর উক্ত পুরুষ খল,কবি ও দৃঢ়ত্বকৃবিশিষ্ট এবং উহার হস্তের অঙ্গুলিসকল স্থূল হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

ক্রূরো ধনী স্থূলমতিঃ প্রতীতস্তাম্রচ্ছবিঃ স্যাৎ পরিহাসশীলঃ।
উরোঽঙ্ঘ্রিহস্তেম্বসিশক্তিপাশপরশ্বধাঙ্কশ্চ জঘন্যনামা॥৩৪॥

উক্ত পুরুষ ক্রোধী, ধনবান্, অল্পবুদ্ধিযুক্ত, প্রসিদ্ধ, লোহিতবর্ণ ত্বক্‌বিশিষ্ট এবং হাস্যযুক্ত, আর জঘন্য পুরুষের বক্ষঃস্থল, হস্ততল ও পদতলে তরবারি, শক্তি, পাশ ও কুঠারাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

কুব্জো নাম্না যঃ স শুদ্ধো হ্যধস্তাৎ ক্ষীণঃ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকায়ে নতশ্চ। হংসাসেবী নাস্তিকোঽর্থৈরুপেতো বিদ্বান্ শূরঃ সূচকঃ স্যাৎ কৃতজ্ঞঃ॥ ৩৫॥

কুব্জনামক পুরুষের অধোভাগ সম্পূর্ণ. পূর্ব্বভাগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও নত, আর উক্ত পুরুষ হংসনামক মহাপুরুষের সেবক, নাস্তিক, ধনবান্, বিদ্বান্, বলবান্ এবং খলস্বভাববিশিষ্ট ও কৃতজ্ঞ॥ ৩৫॥

কলাস্বভিজ্ঞঃ কলহপ্রিয়শ্চ প্রভূতভৃত্যঃ প্রমদাজিতশ্চ। সম্পূজ্য লোকং প্রজহাত্যকস্মাৎ কুব্জোঽয়মুক্তঃ সততোদ্যতশ্চ॥ ৩৬॥

উক্ত পুরুষ নৃত্যগীতাদিকলাভিজ্ঞ, কলহপ্রিয়, অধিক ভৃত্যযুক্ত, স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত, পূজ্যব্যক্তির পরিত্যাগকারী এবং সর্ব্বদা উদ্যোগী বলিয়া জানিবে॥ ৩৬॥

মণ্ডলকনামধেয়ো রুচকানুচরোঽভিচারবিৎ কুশলঃ।
কৃত্যাবৈতালাদিষু কর্ম্মসু বিদ্যাসু চানুরতঃ॥ ৩৭॥

মণ্ডলক পুরুষ রুচকনামক মহাপুরুষের সেবক, মারণাদি অভিচারকর্ম্মে নিপুণ, বৈতালিকশাস্ত্রে অর্থাৎ মায়াবিদ্যা ও ভৌতিক কর্ম্মের শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং ঐসকল কার্য্যের ব্যবসায়ী বলিয়া জানিবে॥ ৩৭॥

বৃদ্ধাকারঃ খররূক্ষমূর্দ্ধজঃ শত্রুনাশনে কুশলঃ।
দ্বিজদেবযজ্ঞযোগপ্রসক্তধীঃ স্ত্রীজিতো মতিমান্॥ ৩৮॥

উক্ত পুরুষ দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয় ও উহার মস্তকের কেশ খর ও রূক্ষ, পরন্তু উক্ত পুরুষ শত্রুবিনাশক, স্ত্রীজাতির অনুগত, দেবতার কার্য্যে ভক্তিযুক্ত এবং যজ্ঞকর্ম্মে ও যোগাভ্যাসে একান্ত রত ও বুদ্ধিমান্॥ ৩৮॥

সামীতি যঃ সোঽতিবিরূপদেহঃ শশানুগামী খলু দুর্ভগশ্চ। দাতা মহারম্ভসমাপ্তকার্য্যো গুণৈঃ শশস্যৈব ভবেৎ সমানঃ॥ ৩৯॥

সামীনামক পুরুষ শশনামক মহাপুরুষের সেবক ও কুৎসিত দেহবিশিষ্ট, দুর্ভাগ্যযুক্ত এবং দানশীল, আর উক্ত পুরুষ বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিয়া থাকে এবং শশকের ন্যায় সত্ত্বগুণযুক্ত বলিয়া জানিবে॥ ৩৯॥

পুরুষলক্ষণমুক্তমিদং ময়া মুনিমতানি সমীক্ষ্য সমাসতঃ।
ইদমধীত্য নরো নৃপসম্মতো ভবতি সর্ব্বজনস্য বল্লভঃ॥৪০॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পঞ্চমহাপুরুষলক্ষণং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিদিগের মত অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে পঞ্চমহাপুরুষের লক্ষণ বলা হইল, ইহা যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন তিনি রাজা ও অপরাপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন॥ ৪০॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্ত্রীলক্ষণম্।

স্নিগ্ধোন্নতাগ্রতনুতাম্রনখৌ কুমার্য্যাঃ পাদৌ সমোপচিতচারুনিগূঢ়গুল্ফৌ। শ্লিষ্টাঙ্গুলী কমলকান্তিতলৌ চ যস্যাস্তামুদ্বহেদ্ যদি ভুবোঽধিপতিত্বমিচ্ছেৎ॥ ১॥

যে কুমারীর নখসকল স্নিগ্ধ ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত এবং অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, আর পাদদ্বয় সমান,স্থূল ও মনোহর, গুল্ফদেশ অপ্রকাশ্য, অঙ্গুলীসকল পরস্পর সংলগ্ন এবং পদ্মের কান্তিসদৃশ সেই কুমারীকে সুলক্ষণসম্পন্না বলিয়া জানিবে। যদি কেহ রাজ্য অভিলাষ করেন তাহাহইলে তিনি এইরূপ সুলক্ষণযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিবেন॥ ১॥

মৎস্যাঙ্কুশাব্জযববজ্রহলাসিচিহ্নাবস্বেদনৌ মৃদুতলৌ চরণৌ প্রশস্তৌ। জঙ্ঘে চ রোমরহিতে বিশিরে সুবৃত্তে জানুদ্বয়ং সমমনুল্বণসন্ধিদেশম্॥ ২॥

যে কুমারীর চরণতল মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্ম, যব, বজ্র, লাঙ্গল এবং তরবারি এইসকল চিহ্নযুক্ত ও ঘর্ম্মরহিত এবং কোমল সেই কুমারী শুভলক্ষণযুক্তা; যদি জানুদেশ কেশ ও শিরারহিত এবং গোলাকার হয় আর জানুদেশ সমান ও সূক্ষ্মসন্ধিবিশিষ্ট হয় তাহাহইলে সেই কুমারীকে শুভলক্ষণসম্পন্না বলিয়া জানিবে॥ ২॥

উরূ ঘনৌ করিকরপ্রতিমাবরোমাবশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলঞ্চ গুহ্যম্। শ্রোণীললাটমুরু কূর্ম্মসমুন্নতঞ্চ গূঢ়ো মণিশ্চ বিপুলাং শ্রিয়মাদধাতি ॥ ৩ ॥

যে নারীর উরুদ্বয় ঘন, হস্তীশুণ্ডসদৃশ এবং রোমরহিত, আর যাহার গুহ্যাঙ্গ অশ্বত্থপত্রসদৃশ বিস্তীর্ণ, শ্রোণীদেশ অর্থাৎ গুহ্যাঙ্গের উপরিভাগ বিস্তীর্ণ ও কূর্ম্ম পৃষ্ঠবৎ উন্নত এবং গুহ্যাঙ্গের মণিগুপ্ত সেই সুলক্ষণযুক্তা নারী প্রচুরধন প্রদান করে ॥ ৩ ॥

বিস্তীর্ণমাংসোপচিতো নিতম্বো গুরুশ্চ ধত্তে রসনাকলাপম্। নাভির্গভীরা বিপুলাঙ্গনানাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তগতা প্রশস্তা ॥ ৪ ॥

যে স্ত্রীর নিতম্বদেশ বিস্তীর্ণ, মাংসল ও গুরু সেই স্ত্রী কটীদেশে চন্দ্রহার ধারণ করে, আর নাভিদেশ গভীর, প্রশস্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে তাহাকে প্রশস্তা নারী বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

মধ্যং স্ত্রিয়াস্ত্রিবলিনাথমরোমশঞ্চ বৃত্তৌ ঘনাববিষমৌ কঠিনাবুরস্যৌ। রোমাপবর্জ্জিতমুরো মৃদু চাঙ্গনানাং গ্রীবা চ কম্বুনিচিতার্থসুখানি ধত্তে ॥ ৫ ॥

যে স্ত্রীর মধ্যভাগ অর্থাৎ কটীদেশ ত্রিবলিযুক্ত ও কেশরহিত এবং যাহার স্তনদ্বয় গোল, সমান ও কঠিন, আর যাহার বক্ষস্থল কেশরহিত ও কোমল এবং কণ্ঠদেশ ত্রিবলিযুক্ত সেই স্ত্রী ধন ও সুখলাভ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বন্ধুজীবকুসুমোপমোঽধরো মাংসলো রুচিরবিম্বরূপভৃৎ। কুন্দকুড্মলনিভাঃ সমা দ্বিজা যোষিতাং পতিসুখামিতার্থদাঃ ॥ ৬ ॥

যে স্ত্রীর ওষ্ঠদ্বয় বান্ধুলীপুষ্পসদৃশ বা পক্কবিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ, মাংসল ও মনোহর সেই স্ত্রীর ওষ্ঠ শুভ, আর যাহার দন্তপংক্তি কুন্দপুষ্পসদৃশ শুভ্রবর্ণ ও সমান সেই স্ত্রী ধনশালিনী ও পতির সুখপ্রদায়িনী হয় ॥ ৬ ॥

দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং পরপুষ্টহংসবল্গুপ্রভাষিতমদীনমনল্পসৌখ্যম্। নাসা সমা সমপুটা রুচিরা প্রশস্তা দৃঙ্নীলনীরজদলদ্যুতিহারিণী চ ॥ ৭ ॥

যে নারী দয়াশীলা ও সরলহৃদয়া এবং যাহার স্বর কোকিল ও হংসসদৃশ মনোহর, আর যাহার স্বর দৈন্যসূচক নহে, সেই রমণী সুখদায়িনী। আর যাহার নাসাপুট সমান ও সুন্দর এবং দৃষ্টি নীলপদ্মসদৃশ সেই কামিনী প্রশস্তা বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

নো সঙ্গতে নাতিপৃথূ ন লম্বে শস্তে ভ্রুবৌ বালশশাঙ্কবক্রে। অর্দ্ধেন্দুসংস্থানমরোমশঞ্চ শস্তং ললাটং ন নতং ন তুঙ্গম্ ॥ ৮ ॥

যে রমণীর ভ্রূযুগল অসংলগ্ন, অনতিস্থূল ও ছোট এবং দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় বক্র, সেই রমণীকে প্রশস্তা বলিয়া জানিবে। আর যাহার ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, কেশরহিত এবং অনিম্ন ও অনতি উচ্চ সেই নারীকে সুলক্ষণা বলিয়া জানিবে ॥ ৮ ॥

কর্ণযুগ্মমপি যুক্তমাংসলং শস্যতে মৃদুসমং সমাহিতম্। স্নিগ্ধনীলমৃদুকুঞ্চিতৈকজামূর্দ্ধজাঃ সুখকরাঃ সমং শিরঃ ॥৯॥

যে কামিনীর কর্ণদ্বয় মাংসল, কোমল, সমান ও সংলগ্ন এবং যাহার কেশসমূহ স্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, কোমল, কুঞ্চিত এবং এক এক ছিদ্রে এক একটীজাত সেই রমণী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে, আর যাহার মস্তক সমান সেই রমণী সুখভাগিনী হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৯ ॥

ভৃঙ্গারাসনবাজিকুঞ্জররথশ্রীবৃক্ষযূপেষুভির্মালাকুণ্ডলচামরাঙ্কুশযবৈঃ শৈলৈর্ধ্বজৈস্তোরণৈঃ। মৎস্যস্বস্তিকবেদিকাব্যজনকৈঃ শঙ্খাতপত্রাম্বুজৈঃ পাদে পাণিতলেঽপি বা যুবতয়ো গচ্ছন্তি রাজ্ঞীপদম্ ॥ ১০ ॥

যে স্ত্রীর করতলে বা পদতলে জলপাত্র, আসন, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিল্ববৃক্ষ, যজ্ঞস্তম্ভ, বাণ, মালা, কুণ্ডল, চামর, অঙ্কুশ, যব, পর্ব্বত, ধ্বজ, তোরণ, মঞ্চ, স্বস্তিক, বেদী, ব্যজন (পাখা), শঙ্খ, ছত্র এবং পদ্ম এই-সকল চিহ্ন থাকে সেই স্ত্রী রাজ্ঞী হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

নিগূঢ়মণিবন্ধনৌ তরুণপদ্মগর্ভোপমৌ করৌ নৃপতিযোষিতাং তনুবিকৃষ্টপর্ব্বাঙ্গুলী। ন নিম্নমতিনোন্নতং করতলং সুরেখান্বিতং করোত্যবিধবাং চিরং সুতসুখার্থসম্ভোগিনীম্ ॥ ১১ ॥

যে রমণীর মণিবন্ধ অর্থাৎ হস্তের মূলদেশ অস্পষ্ট অর্থাৎ মাংসদ্বারা আবৃত এবং করতল পদ্মসদৃশ আরক্তবর্ণ ও অঙ্গুলীর পর্ব্বসকল সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ সেই রমণী রাজার মহিষী হইয়া থাকে। আর যাহার হস্ততল গভীর বা উচ্চ নহে এবং উত্তম রেখাযুক্ত সেই নারী চিরকাল পতিযুক্তা থাকে এবং পুত্রবতী হইয়া সুখ ও ধন উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

মধ্যাঙ্গুলিং যা মণিবন্ধনোত্থা রেখা গতা পাণিতলেঽঙ্গনায়াঃ। ঊর্দ্ধস্থিতা পাদতলেঽথবা যা পুংসোঽথবা রাজ্যসুখায় সা স্যাৎ ॥ ১২ ॥

যে রমণীর হস্ততলে মণিবন্ধ হইতে রেখা উৎপন্ন হইয়া মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, আর ঐরূপ ঊর্দ্ধরেখা যে রমণীর পাদতলে দৃষ্ট হয় সেই রমণী রাজমহিষী হইবে বা তাহার স্বামীকে রাজ্যসুখ প্রদান করিবে ॥ ১২ ॥

কনিষ্ঠিকামূলভবা গতা যা প্রদেশিনীমধ্যমিকান্তরালম্। করোতি রেখা পরমায়ুষঃ সা প্রমাণমূনা তু তদূনমায়ুঃ ॥১৩॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রদেশিনী ও মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে রেখা গমন করিয়াছে তাহাকে আয়ুরেখা বলে, ঐ রেখা যদি পরিমাণ হইতে ন্যূন হয় তাহাহইলে পরমায়ুকালও ন্যূন হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমূলে প্রসবস্য রেখাঃ পুত্রা বৃহত্যঃ প্রমদাস্তু তন্ব্যঃ। অচ্ছিন্নদীর্ঘা বৃহদায়ুষাংতাঃ স্বল্পায়ুষাং ছিন্নলঘুপ্রমাণাঃ ॥ ১৪ ॥

অঙ্গুষ্ঠমূলে সন্তানরেখা জানিবে, ঐ রেখা স্থূল হইলে পুত্র ও সূক্ষ্ম

হইলে কন্যা হইয়া থাকে। আর ঐ সন্তানরেখা যদি ছিন্ন না হয় ও দীর্ঘ হয় তাহাহইলে সন্তান দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে, যদি ছিন্ন ও হ্রস্ব হয় তাহাহইলে সন্তানও অল্পায়ু হইয়া থাকে॥ ১৪॥

ইতীদমুক্তং শুভমঙ্গনানামতো বিপর্য্যস্তমনিষ্টমুক্তম্।
বিশেষতোঽনিষ্টফলানি যানি সমাসতস্তান্যনুকীর্ত্তয়ামি॥ ১৫

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রমণীদিগের শুভলক্ষণ বলা হইল, ঐ সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণকে অশুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। যেসকল লক্ষণ স্ত্রীলোকের অত্যন্ত অশুভকর তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে॥ ১৫॥

কনিষ্ঠিকা বাতদনন্তরা বা মহীং ন যস্যাঃ স্পৃশতী স্ত্রিয়াঃ স্যাৎ। গতাথবাঙ্গুষ্ঠমতীত্য যস্যাঃ প্রদেশিনী সা কুলটাতিপাপা॥ ১৬॥

যে স্ত্রীর গমনকালে কনিষ্ঠাঙ্গুলী কিংবা অনামিকা অঙ্গুলী ভূমিস্পর্শ করে না, অথবা যে স্ত্রীর প্রদেশিনী অঙ্গুলী অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী হইতে বড় সেই স্ত্রী ব্যভিচারিণী ও নানাবিধ পাপকার্য্যকারিণী হইয়া থাকে॥ ১৬॥

উদ্বদ্ধাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং শিরালে শুষ্কে জঙ্ঘে রোমশে চাতিমাংসে। বামাবর্ত্তং নিম্নমল্পঞ্চ গুহ্যং কুম্ভাকারঞ্চোদরং দুঃখিতানাম্॥ ১৭॥

যে নারীর জঙ্ঘাদ্বয় ক্রমে স্থূল, শিরাযুক্ত, শুষ্ক, কেশযুক্ত এবং অতিশয় বৃহৎ, আর যাহার গুহ্যস্থান বামাবর্ত্ত ও নিম্ন অর্থাৎ গভীর, সেই স্ত্রী দুর্ভাগিনী হইয়া থাকে। আর যে স্ত্রীর উদর কুম্ভসদৃশ সেই নারীও দুঃখভোগ করে॥ ১৭॥

হ্রস্বয়াতিনিঃস্বতা দীর্ঘয়া কুলক্ষয়ঃ।
গ্রীবায়া পৃথুখয়া যোষিতঃ প্রচণ্ডতা॥ ১৮॥

নারীর গ্রীবাদেশ অতিশয় ছোট হইলে দরিদ্রা, আর অতিশয় লম্বা হইলে কুলক্ষয় এবং স্থূল অর্থাৎ চেপ্‌টা হইলে ক্রূর হইয়া থাকে॥ ১৮॥

নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা সা দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ। কূপৌ যস্যা গণ্ডয়োশ্চ স্মিতেষু নিঃসন্দিগ্ধং বন্ধকীন্তাং বদন্তি॥ ১৯॥

যে স্ত্রীর নেত্র টেরা, পিঙ্গলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ ও চঞ্চল সেই নারী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে, আর হাস্যকালে যে স্ত্রীর কপোলে অর্থাৎ গালে কূপচিহ্ন দৃষ্ট হয় সেই নারী নিশ্চয়ই ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে॥ ১৯॥

প্রবিলম্বিনি দেবরং ললাটে শ্বশুরং হন্ত্যুদরে স্ফিজোঃ পতিঞ্চ। অতিরোমচয়ান্বিতোত্তরোষ্ঠী ন শুভা ভর্ত্তুরতীব যা চ দীর্ঘা॥ ২০॥

রমণীদিগের ললাট লম্বা হইলে দেবরঘাতিনী, উদর লম্বা হইলে শ্বশুরঘাতিনী এবং নিতম্বদেশ লম্বা হইলে স্বামীঘাতিনী হইয়া থাকে। আর যে স্ত্রীর উপরের ওষ্ঠদেশে গোপের ন্যায় রোম দৃষ্ট হয় ও যেসকল স্ত্রী অতিশয় লম্বা সেইসকল স্ত্রী কখনই স্বামীর শুভকারিণী হয় না॥ ২০॥

স্তনৌ সরোমৌ মলিনোল্বণৌ চ ক্লেশং দধাতে বিষমৌ চ কর্ণৌ। স্থূলাঃ করালা বিষমাশ্চ দন্তাঃ ক্লেশায় চৌর্য্যায় চ কৃষ্ণমাংসাঃ॥ ২১॥

যে নারীর স্তন ও কর্ণ রোমযুক্ত, মলিন, অতিশয়স্থূল ও বিষম সেই নারী অতিশয় দুঃখভোগ করে; আর যাহার দন্তসকল স্থূল, ভীতিজনক, লম্বা ও বিষম সেই নারীও ক্লেশভোগ করে, যদি দন্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহাহইলে সেই রমণী নিশ্চয়ই চোর হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ২১॥

ক্রব্যাদরূপৈ-র্বৃক-কাককঙ্কসরীসৃপোলূকসমানচিহ্নৈঃ। শুষ্কৈঃ শিরালৈর্ব্বিষমৈশ্চ হস্তৈর্ভবন্তি নার্য্যঃ সুখবিত্তহীনাঃ॥ ২২॥

যে কামিনীর হস্ততলে বাজপক্ষী, ব্যাঘ্র, কাক, কঙ্ক (পক্ষিবিশেষ), সর্প ও পেচক এই সকলের ন্যায় রেখা দৃষ্ট হয়, আর যাহার হস্ততল মাংসরহিত, শিরাযুক্ত ও অসমান সেই রমণী দুঃখিনী ও দরিদ্রা হইয়া থাকে॥ ২২॥

যা তুঙ্গরোষ্ঠেন সমুন্নতেন রূক্ষাগ্রকেশী কলহপ্রিয়া সা।
প্রায়ো বিরূপাসু ভবন্তি দোষা যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি॥২৩

যে স্ত্রীর উপরের ওষ্ঠ উচ্চ এবং কেশের অগ্রভাগ রূক্ষ, সেই নারী কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। আর যে রমণী অতিশয় কুৎসিতা সেই নারী পাপকার্য্যকারিণী, আর যাহার আকৃতি মনোহারিণী সেই রমণী সৎকার্য্যকারিণী ও গুণবতী হইয়া থাকে॥ ২৩॥

পাদৌ সগুল্ফৌ প্রথমং প্রদিষ্টৌ জঙ্ঘে দ্বিতীয়ঞ্চ সজানুচক্রে। মেঢ্রোরুমুষ্কঞ্চ ততস্তৃতীয়ং নাভিঃ কটিশ্চেতি চতুর্থমাহুঃ॥ উদরং কথয়ন্তি পঞ্চমং হৃদয়ং ষষ্ঠমতঃ স্তনান্বিতম্। অথ সপ্তমমংসজত্রুণী কথয়ন্ত্যষ্টমমোষ্ঠকন্ধরে॥ নবমং নয়নে চ সভ্রুণী সললাটং দশমং শিরস্তথা। অশুভেষ্বশুভং দশাফলং চরণাদ্যেষু শুভেষু শোভনম্॥ ২৪—২৬॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং স্ত্রীলক্ষণং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

গুল্ফ হইতে পাদপর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ প্রথমদশাফল প্রদান করে, জঙ্ঘা হইতে জানুপর্য্যন্ত অঙ্গসকল দ্বিতীয়দশাফল প্রদান করে, পুংচিহ্ন (স্ত্রীজাতির গুহ্যস্থান), জঙ্ঘা ও অণ্ডকোষ এই তিন অঙ্গ তৃতীয়দশাফল, নাভি হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুর্থদশাফল, উদর পঞ্চদশাফল, স্তনযুক্ত হৃদয় ষষ্ঠদশাফল, স্কন্ধ হইতে জত্রুস্থানপর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ সপ্তমদশাফল এবং ওষ্ঠ হইতে কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত অঙ্গসকল অষ্টমদশাফল প্রদান করে। আর চক্ষু হইতে ভ্রূপর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ নবমদশাফল এবং ললাট হইতে মস্তকপর্য্যন্ত অঙ্গসকল দশমদশাফল প্রদান করে। পরন্তু ঐসকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গ

শুভলক্ষণযুক্ত হইবে সেই অঙ্গ শুভফল প্রদান করিবে এবং অশুভলক্ষণযুক্ত অঙ্গ অশুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

স্পষ্টার্থ ;—মানবদেহ দশভাগে বিভক্ত প্রতিভাগে ১২ বৎসর করিয়া এক এক দশা, সুতরাং দশদশাতে মানবের ১২০ বৎসর আয়ুকাল হয়, এইক্ষণ কোন অঙ্গের কোন ভাগে কোন দশা তাহা কথিত হইতেছে। পাদ এবং গুল্‌ফ প্রথমভাগ ও প্রথমদশা, ইহার সংখ্যা ১২ বৎসর। জঙ্ঘা এবং জানু দ্বিতীয়ভাগ ও দ্বিতীয়দশা, ইহার সংখ্যা ১৩ হইতে ২৪। মেঢ়, উরু ও মুষ্ক ইহারা তৃতীয়ভাগ ও তৃতীয়দশা, ইহার সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৬। নাভি ও কটী চতুর্থভাগ ও চতুর্থদশা ইহার সংখ্যা ৩৭ হইতে ৪৮। উদর পঞ্চমভাগ ও পঞ্চমদশা ইহার সংখ্যা ৪৯ হইতে ৬০। হৃদয় ও স্তন ষষ্ঠভাগ ও ষষ্ঠদশা ইহার সংখ্যা ৬১ হইতে ৭২। স্কন্ধ ও বাহু সপ্তমভাগ ও সপ্তমদশা, ইহার সংখ্যা ৭৩ হইতে ৮৪। ওষ্ঠ ও গ্রীবা অষ্টমভাগ ও অষ্টমদশা, ইহার সংখ্যা ৮৫ হইতে ৯৬। নয়ন ও ভ্রূ নবমভাগ ও নবমদশা, ইহার সংখ্যা ৯৭ হইতে ১০৮। ললাট ও মস্তক দশমভাগ ও দশমদশা, ইহার সংখ্যা ১০৯ হইতে ১২০ বৎসর ॥ ২৩—২৬ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বস্ত্রচ্ছেদলক্ষণম্।

বস্ত্রস্য কোণেষু বসন্তি দেবা নরাশ্চ পাশান্তদশান্তমধ্যে। শেষাস্ত্রয়শ্চাত্র নিশাচরাংশাস্তথৈব শয্যাসনপাদুকাসু ॥ ১॥

বস্ত্রের চারিকোনায় দেবগণ বাস করেন, আর পাশান্ত ও দশান্তমধ্যে মনুষ্যগণ বাস করেন, অবশিষ্ট তিনভাগে রাক্ষসগণ বাস করিয়া থাকে। এইরূপ শয্যা, আসন ও পাদুকা প্রভৃতিতেও দেবতা, মনুষ্য ও রাক্ষসগণ বাস করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

লিপ্তে মষীগোময়কর্দ্দমাদ্যৈশ্ছিন্নে প্রদগ্ধে স্ফুটিতে চ বিন্দ্যাৎ। পুষ্টং নবেঽল্পাল্পতরঞ্চ ভুক্তে পাপং শুভং বাধিকমুত্তরীয়ে ॥ ২ ॥

কালী, গোময় ও কর্দমপ্রভৃতিদ্বারা যদি বস্ত্র লিপ্ত হয় বা অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয়, কিম্বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ অথবা ছিদ্রযুক্ত হয় তাহাহইলে ঐ সকল দৃষ্টে বস্ত্রের শুভাশুভ নির্ণয় করিবে। আর ঐ বস্ত্র নূতন হইলে শুভাশুভ ফল সম্পূর্ণ, বস্ত্র মধ্যমরূপ হইলে শুভাশুভফল অল্প, জীর্ণবস্ত্র হইলে শুভাশুভফল অতিশয় অল্প হইয়া থাকে। উত্তরীয়বস্ত্র ঐরূপ লিপ্ত বা দগ্ধ প্রভৃতি দোষযুক্ত হইলে শুভাশুভফল অধিক হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

রুগ্রাক্ষসাংশেষথবাপি মৃত্যুঃ পুংজন্মতেজশ্চ মনুষ্যভাগে। ভাগেঽমরাণামথ ভোগবৃদ্ধিঃ প্রান্তেষু সর্ব্বত্র বদন্ত্যনিষ্টম্ ॥ ৩ ॥

বস্ত্রের রাক্ষসভাগে ছেদাদি চিহ্ন হইলে বস্ত্রস্বামীর রোগ বা মৃত্যু হয়, মনুষ্যভাগে হইলে সুখাদিভোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর অপর সকল ভাগেরই শেষে উক্ত ছেদাদিচিহ্ন দৃষ্ট হইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

কঙ্ক-প্লবোলূক-কপোত-কাক ক্রব্যাদগোমায়ু-খরোষ্ট্র-সর্পৈঃ। ছেদাকৃতির্দ্দৈবতভাগগাপি পুংসাং ভয়ং মৃত্যুসমং করোতি ॥ ৪ ॥

বস্ত্রছেদের আকার যদি কঙ্কপক্ষী, প্লব অর্থাৎ হংসাদিজলচরপক্ষী, পেচক, পারাবৎ, কাক, মাংসাশীপক্ষী, শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং সর্প এই-সকল প্রাণীর ন্যায় হয় এবং এই সকল চিহ্ন যদি বস্ত্রের দেবভাগেও দৃষ্ট হয় তথাপি বস্ত্রস্বামীর মৃত্যুতুল্য বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ছত্রধ্বজ-স্বস্তিকবর্দ্ধমান-শ্রীবৃক্ষকুম্ভাম্বুজতোরণাদ্যৈঃ। ছেদাকৃতির্নৈঋর্তভাগগাপি পুংসাং বিধত্তে ন চিরেণ লক্ষ্মীম্ ॥ ৫ ॥

আর বস্ত্রছেদের আকার যদি ছত্র, ধ্বজ, স্বস্তিক, বর্দ্ধমান অর্থাৎ বেদী, বিল্ববৃক্ষ, কুম্ভ, পদ্ম এবং তোরণ এই সকলের ন্যায় হয় এবং এইরূপ চিহ্ন যদি বস্ত্রের রাক্ষসভাগেও দৃষ্ট হয় তাহাহইলেও বস্ত্রস্বামীর লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

প্রভূতবস্ত্রদাশ্বিনী ভরণ্যথাপহারিণী।
প্রদহ্যতেঽগ্নিদৈবতে প্রজেশ্বরেঽর্থসিদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে নূতনবস্ত্র ধারণ করিলে অধিক বস্ত্রলাভ, ভরণীনক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে বস্ত্র অপহরণ, কৃত্তিকানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং রোহিনীনক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মৃগে তু মূষকাদ্ভয়ং ব্যসুত্বমেব শাঙ্করে।
পুনর্ব্বসৌ শুভাগমস্তদগ্রভে ধনৈর্যুতিঃ ॥ ৭ ॥

মৃগশিরানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে মূষিকভয়, আর্দ্রাতে মৃত্যুভয়, পুনর্ব্বসুতে শুভপ্রাপ্তি এবং পুষ্যানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে ধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ভুজঙ্গভে বিলুপ্যতে মঘাসু মৃত্যুমাদিশেৎ।
ভগাহ্বয়ে নৃপাদ্ভয়ং ধনাগমায় চোত্তরা ॥ ৮ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে বস্ত্র অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয়, মঘাতে মৃত্যুভয়, পূর্ব্বফাল্গুনীতে রাজভয় এবং উত্তরফাল্গুনীতে ধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

করেণ কর্ম্মসিদ্ধয়ঃ শুভাগমস্তু চিত্রয়া।
শুভঞ্চ ভোজ্যমানিলে দ্বিদৈবতে জনপ্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

হস্তানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি, চিত্রাতে শুভপ্রাপ্তি, স্বাতীতে উত্তমভোজন লাভ এবং বিশাখাতে বস্ত্রধারণ করিলে লোকের প্রিয়ভাজন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

সুহৃদ্দ্যুতিশ্চ মিত্রভে পুরন্দরেঽম্বরক্ষয়ঃ।
জলপ্লুতিশ্চ নৈর্ঋতে রুজো জলাধিদৈবতে ॥ ১০ ॥

অনুরাধানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে মিত্রের সহিত সম্মিলন, জ্যেষ্ঠা-

নক্ষত্রে বস্ত্রনাশ, মূলানক্ষত্রে জলে বিনাশ এবং পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে রোগ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মিষ্টমন্নমথ বিশ্বদৈবতে বৈষ্ণবে ভবতি নেত্ররোগতা।
ধান্যলব্ধিমপি বাসবে বিদুর্ব্বারুণে বিষকৃতং মহদ্ভয়ম্ ॥ ১১॥

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি, শ্রবণানক্ষত্রে নেত্ররোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে ধান্যপ্রাপ্তি এবং শতভিষানক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে বিষভয় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ভদ্রপদাসু ভয়ং সলিলোত্থং তৎপরতশ্চ ভবেৎ সুতলব্ধিঃ। রত্নযুতিং কথয়ন্তি চ পৌষ্ণে যোঽভিনবাম্বরমিচ্ছতি ভোক্তুম্ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে বস্ত্রধারণ করিলে জলভয়, উত্তরাভাদ্রপদনক্ষত্রে পুত্রপ্রাপ্তি, রেবতীনক্ষত্রে রত্নপ্রাপ্তি এবং অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রে নূতন বস্ত্রধারণ করিলে বস্ত্রস্বামীর পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিপ্রমতাদথ ভূপতিদত্তং যচ্চ বিবাহবিধাবভিলব্ধম্। তেষু গুণৈ রহিতেষ্বপি ভোক্তুং নূতনমম্বরমিষ্টফলং স্যাৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া এবং রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক ও বিবাহকালীয় বস্ত্রপরিধানের বিধি অনুসারে নূতন বস্ত্র গুণরহিত নক্ষত্রে ধারণ করিলেও অভিলষিত ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভোক্তুং নবাম্বরং শস্তমৃক্ষেঽপি গুণবর্জ্জিতে।
বিবাহে রাজসম্মানে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সম্মতে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বস্ত্রচ্ছেদলক্ষণং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিবাহকালে রাজাকে নূতনবস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের অনুমতিমতে, সগুণনক্ষত্রে বা নক্ষত্র গুণরহিত হইলেও নূতন বস্ত্রধারণ করিবে ইহাই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৪ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ চামরলক্ষণম্।

দেবৈশ্চমর্য্যঃ কিল বালহেতোঃ সৃষ্টা হিমক্ষ্মাধরকন্দরেষু। আপীতবর্ণাশ্চ ভবন্তি তাসাং কৃষ্ণাশ্চ লাঙ্গুলভবাঃ সিতাশ্চ ॥ ১ ॥

দেবগণ চমরীমৃগকে কেশের নিমিত্ত হিমালয়পর্ব্বতের গুহামধ্যে সৃজন করিয়াছেন। চমরীমৃগের পুচ্ছের কেশ ঈষৎ পীত, কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

স্নেহো মৃদুত্বং বহুবালতা চ বৈশদ্যমল্পাস্থিনিবন্ধনত্বম্। শৌক্ল্যঞ্চ তেষাং গুণসম্পদুক্তা বিদ্ধাল্পলুপ্তানি ন শোভনানি ॥ ২ ॥

চমরীমৃগের পুচ্ছ স্নিগ্ধ, কোমল, বহুকেশযুক্ত, নির্ম্মল, সূক্ষ্ম এবং শ্বেতবর্ণ। ইহাদ্বারা নির্ম্মিত চামর খণ্ডিত, ছোট ও ছিন্ন হইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অধ্যর্দ্ধহস্তপ্রমিতোঽস্য দণ্ডো হস্তোঽথবারত্নিসমোঽথবান্যঃ। কাষ্ঠাচ্ছুভাৎ কাঞ্চনরূপ্যগুপ্তাদ্ রত্নৈর্বিচিত্রৈশ্চ হিতায় রাজ্ঞাম্ ॥ ৩ ॥

চামরের দণ্ড দেড়হস্ত বা একহস্ত লম্বা করিবে, আর উক্ত দণ্ড শুভ কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিবে এবং ঐ দণ্ড সুবর্ণ বা রৌপ্যদ্বারা মোড়ক অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিবে ও নানাবিধ বিচিত্র রত্নদ্বারা খচিত করিবে, এইরূপ চামরের দণ্ড রাজার শুভকারক হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যষ্ট্যাতপত্রাঙ্কুশবেত্রচাপবিতানকুন্তধ্বজচামরাণাম্।
ব্যাপীততন্ত্রীমধুকৃষ্ণবর্ণা বর্ণক্রমেণৈব হিতায় দণ্ডাঃ ॥ ৪ ॥

যষ্টি, ছত্র, অঙ্কুশ, বেত্রদণ্ড, ধনু, বিতান অর্থাৎ চন্দ্রাতপ, ধ্বজ এবং চামর এইসকলের দণ্ডের বর্ণ ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ক্রমে বহুপীত ইত্যাদি বর্ণ শুভ হইয়া থাকে অর্থাৎ অতিশয় পীতবর্ণ ব্রাহ্মণের, পীত ও লোহিতমিশ্রিতবর্ণ ক্ষত্রিয়ের, মধুসদৃশ বর্ণ বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ দণ্ড শূদ্রের শুভ বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

মাতৃভূধনকুলক্ষয়াবহা রোগমৃত্যুজননাশ্চ পর্ব্বভিঃ।
দ্ব্যাদিভির্দ্বিকবিবর্দ্ধিতৈঃ ক্রমাদ্ দ্বাদশান্তবিরতৈঃ সমৈঃ ফলম্ ॥ ৫ ॥

উক্ত চামর প্রভৃতির দণ্ডসকলের পর্ব্ব যদি দুই হইতে ক্রমে দুইপর্ব্ব করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশপর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় তাহাহইলে মাতৃনাশ ইত্যাদি ফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ দণ্ডে দুইপর্ব্ব থাকিলে মাতৃনাশ, চারি পর্ব্ব থাকিলে ভূমিনাশ, ছয়পর্ব্ব থাকিলে ধনক্ষয়, আটপর্ব্ব থাকিলে কুলক্ষয়, দশপর্ব্ব থাকিলে রোগোৎপত্তি এবং দ্বাদশপর্ব্ব থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যাত্রাপ্রসিদ্ধির্দ্বিষতাং বিনাশো লাভঃ প্রভূতো বসুধাগমাশ্চ। বৃদ্ধিঃ পশূনামভিবাঞ্ছিতাপ্তিস্ত্র্যাদ্যেষ্বযুগ্মেষু তদীশ্বরাণাম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং চামরলক্ষণং নাম দ্বাসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঐ দণ্ড যদি তিন হইতে বিষমপর্ব্ব হয় তাহাহইলে যথাক্রমে ফল হইয়া থাকে। যথা—দণ্ড তিনপর্ব্ব হইলে যাত্রাতে জয় হয়, পাঁচপর্ব্ব হইলে শত্রুনাশ, সাতপর্ব্ব হইলে বহুতর লাভ, নয়পর্ব্ব হইলে ভূমিলাভ, একাদশপর্ব্ব হইলে পশুবৃদ্ধি এবং ত্রয়োদশপর্ব্ব হইলে অভিলষিত বিষয় লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ছত্রলক্ষণম্।

নিচিতস্তু হংসপক্ষৈঃ কৃকবাকুময়ূরসারসানাঞ্চ।
দৌকূলেন নবেন তু সমন্ততশ্ছাদিতং শুক্লম্॥ ১॥

রাজার নিমিত্ত যে ছত্র প্রস্তুত করিবে তাহা হংস, কৃকবাকু, ময়ূর এবং সারস এইসকল পক্ষির পালকদ্বারা শোভিত ও চতুর্দ্দিক নূতন শুভ্র-বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে॥ ১॥

মুক্তাফলৈরুপচিতং প্রলম্বমালাবিলং স্ফটিকমূলম্।
ষড়্ঢস্তশুদ্ধহৈমং নবপর্ব্বনগৈকদণ্ডঞ্চ॥ ২॥

আর উক্ত ছত্রের উপর মুক্তা বসাইবে এবং ছত্রের চারিদিকে মুক্তার মালা লম্বিত করিয়া দিবে এবং দণ্ডের মূলদেশ স্ফটিকমণি-দ্বারা প্রস্তুত করিবে ও দণ্ড ছয়হাত লম্বা এবং শুদ্ধ সুবর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, পরন্তু ঐ দণ্ড নয়পর্ব্ব বা সাতপর্ব্ব হইবে ও একটী কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিবে॥ ২॥

দণ্ডার্দ্ধবিস্তৃতং তৎসমাবৃতং রত্নবিভূষিতমুদগ্রম্।
নৃপতেস্তদাতপত্রং কল্যাণপরং বিজয়দঞ্চ॥ ৩॥

উক্ত ছত্র-দণ্ডের অর্দ্ধ অর্থাৎ তিনহাত ছত্রের বিস্তার করিবে এবং নূতন বস্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিক আবৃত ও রত্নদ্বারা পরিশোভিত ও উচ্চ করিবে, এইরূপ ছত্র রাজার মঙ্গলদায়ক ও বিজয়প্রদ বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

যুবরাজনৃপতিপত্ন্যাঃ সেনাপতিদণ্ডনায়কানাঞ্চ।
দণ্ডোঽর্দ্ধপঞ্চহস্তঃ সমপঞ্চকৃতার্দ্ধবিস্তারঃ॥ ৪॥

যুবরাজ, রাজ্ঞী, সেনাপতি ও দণ্ডনায়ক অর্থাৎ ন্যায় অন্যায়ের বিচারক এইসকলের ছত্রের দণ্ড সাড়েচারিহাত লম্বা ও ছত্রের প্রশস্ততা আড়াই হাত করিবে॥ ৪॥

অন্যেষামুষ্ণঘ্নং প্রসাদপট্টৈর্ব্বিভূষিতশিরস্কম্।
ব্যালম্বিরত্নমালং ছত্রং কার্য্যঞ্চ মায়ূরম্॥ ৫॥

যুবরাজাদি ভিন্ন অপর সাধারণের ছত্র রৌদ্রনিবারণের নিমিত্ত শুভ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া ছত্রের শিরোদেশ রত্নমালা ও ময়ূরের পালক-দ্বারা শোভিত করিবে॥ ৫॥

অন্যেষাঞ্চ নারাণাং শীতাতপবারণস্তু চতুরস্রম্।
সমবৃত্তদণ্ডযুক্তং ছত্রং কার্য্যন্তু বিপ্রাণাম্॥ ৬॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ছত্রলক্ষণং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

সাধারণের ছত্র শীত ও উষ্ণনিবারণকারক এবং চতুষ্কোণ। ব্রাহ্মণের ছত্র চারিদিকে গোলাকার ও দণ্ডযুক্ত করিবে॥ ৬॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্ত্রী-প্রশংসা।

জয়ে ধরিত্র্যাঃ পুরমেব সারং পুরে গৃহং সদ্মনি চৈকদেশঃ। তত্রাপি শয্যা শয়নে বরা স্ত্রী রত্নোজ্জ্বলা রাজ্য-সুখস্য সারঃ॥ ১॥

বিজীতপ্রদেশের মধ্যে নগর অর্থাৎ রাজধানী শ্রেষ্ঠ, নগরের মধ্যে গৃহ, গৃহের মধ্যে একদেশ অর্থাৎ নিদ্রা যাইবার স্থান, তন্মধ্যে শয্যা, শয্যার মধ্যে মণিমুক্তাশোভিতা উত্তমা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা, যেহেতু এইরূপ স্ত্রী রাজ্যসুখকারকের মধ্যে সারভূতা বলিয়া জানিবে॥ ১॥

রত্নানি বিভূষয়ন্তি যোষা ভূষ্যন্তে বনিতা ন রত্ন-কান্ত্যা। চেতো বনিতা হরন্ত্যরত্না নো রত্নানি বিনা-ঙ্গনাঙ্গসঙ্গাৎ॥ ২॥

কামিনীগণ রত্নসকলকে শোভিত করে, কিন্তু রত্নসকলের কান্তি কামিনীগণকে শোভিত করিতে পারে না। কামিনীগণ রত্নভূষিতা না হইলেও পুরুষদিগের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু রত্নসকল কামিনী-গণের অঙ্গ সঙ্গ ভিন্ন মনোহরণ করিতে পারে না॥ ২॥

আকারং বিনিগূহতাং রিপুবলং জেতুং সমুত্তিষ্ঠতাং তন্ত্রং চিন্তয়তাং কৃতাকৃতশতব্যাপারশাখাকুলম্। মন্ত্রি-প্রোক্তনিষেবিনাং ক্ষিতিভুজামাশঙ্কিনাং সর্ব্বতো দুঃখাম্ভো-নিধিবর্ত্তিনাং সুখলবঃ কান্তাসমালিঙ্গনম্॥ ৩॥

সুখ দুঃখাদিসংগোপনকারী, শত্রুসৈন্যবিনাশে উদ্যোগী এবং সম্পন্ন ও অসম্পন্ন শত শত কার্য্যে ব্যাপৃত, রাজকার্য্যে চিন্তাশীল, মন্ত্রীকথিত পথাবলম্বী এবং পুত্রাদি হইতেও আশঙ্কিত এইরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন রাজার পক্ষে মনোহারিণী কামিনীর দৃঢ়ালিঙ্গনই একমাত্র সুখকর বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

শ্রুতং দৃষ্টং স্পৃষ্টং স্মৃতমপি নৃণাং হ্লাদজননং ন রত্নং স্ত্রীভ্যোঽন্যৎ ক্বচিদপি কৃতং লোকপতিনা। তদর্থং ধর্ম্মার্থৌ সুতবিষয়সৌখ্যানি চ ততো গৃহে লক্ষ্ম্যো মান্যাঃ সততমবলা মানবিভবৈঃ॥ ৪॥

রমণীদিগের নামশ্রবণ, দর্শন, অঙ্গসংস্পর্শন এবং স্মরণ করিলেও পুরুষ-দিগের মনে আনন্দের উদয় হইয়া থাকে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্ত্রীরত্ন ভিন্ন পুরুষের এইরূপ মানসিক আনন্দদায়ক অন্য কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। স্ত্রী হইতে ধর্ম্ম, অর্থ এবং পুত্রসুখ ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, অতএব সততই অবলাগণকে সম্মান ও ঐশ্বর্য্যাদি-দ্বারা মান্য করা কর্ত্তব্য॥ ৪॥

যেঽপ্যঙ্গনানাং প্রবদন্তি দোষান্ বৈরাগ্যমার্গেণ গুণান্ বিহায়। তে দুর্জ্জনা মে মনসো বিতর্কঃ সদ্ভাববাক্যানি ন তানি তেষাম্॥ ৫॥

বৈরাগ্যধর্ম্মাবলম্বীরা রমণীদিগের গুণ পরিত্যাগ করিয়া দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকে, আমার বিবেচনায় উহারা দুর্জ্জন এবং মিথ্যাবাদী অর্থাৎ কপটাচারী ॥ ৫ ॥

প্রব্রূত সত্যং কতরোঽঙ্গনানাং দোষোঽস্তি যো নাচরিতো মনুষ্যৈঃ। ধার্ষ্ট্যেন পুম্ভিঃ প্রমদা নিরস্তা গুণাধিকাস্তা মনুনাত্র চোক্তম্ ॥ ৬ ॥

পুরুষগণ যেরূপ দোষাচারণ করেন না, এইরূপ বৃহৎ কি দোষ রমণীদিগের কর্ত্তৃক আচরিত হয়? অর্থাৎ যথার্থ বলিতে গেলে স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে কামিনীদিগের এমন কোন দোষ নাই যাহা পুরুষদিগের কর্ত্তৃক আচরিত না হয়। পরদারাদি গমনরূপদোষ প্রথমত পুরুষকর্ত্তৃক আচরিত হয়, পরে তাহারা ঐদোষে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, পুরুষগণ নির্লজ্জতাহেতুকই রমণীদিগকে দূষিত করিয়া থাকে। বস্তুত রমণীগণ উত্তমগুণবতী, তাহাতে সন্দেহ নাই এইনিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহাত্মা মনু রমণীদিগের প্রধান্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এইবিষয় মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

সোমস্তাসামদাচ্ছৌচং গন্ধর্ব্বাঃ শিক্ষিতাং গিরম্।
অগ্নিশ্চ সর্ব্বভক্ষিত্বং তস্মান্নিষ্কসমা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রমা রমণীদিগকে বিশুদ্ধতা প্রদান করেন, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দজনক বাক্য প্রদান করেন এবং অগ্নি সর্ব্বভক্ষতা প্রদান করেন এই নিমিত্ত কামিনীগণ সুবর্ণসদৃশ শুভ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণাঃ পাদতো মেধ্যা গাবো মেধ্যাস্তু পৃষ্ঠতঃ।
অজাশ্বা মুখতো মেধ্যাঃ স্ত্রিয়ো মেধ্যাস্তু সর্ব্বতঃ ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণগণের পাদদ্বয় পবিত্র, গাভীর পৃষ্ঠদেশ পবিত্র, অজা ও অশ্বের মুখ পবিত্র এবং অবলাগণের সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র ॥ ৮ ॥

স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥ ৯ ॥

রমণীগণ অতিশয় শুদ্ধা, ইহারা কখনই দূষিতা হয় না, মাসে মাসে যে আর্ত্তবস্রাব হয় তাহাতেই পাপরহিতা হইয়া বিশুদ্ধা হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ১০ ॥

যে গৃহে কামিনীগণ পূজিতা না হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, সেই গৃহের সকলেই বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

জায়া বা স্যাজ্জনিত্রী বা সম্ভবঃ স্ত্রীকৃতো নৃণাম্।
হেকৃতঘ্নাস্তয়োর্নিন্দাং কুর্ব্বতাং বঃ কুতঃ সুখম্ ॥ ১১ ॥

রমণীগণ পুরুষের ভার্য্যা বা জননী হইয়া থাকে, পুরুষদিগের উৎপত্তি স্ত্রী হইতেই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত রমণীগণের নিন্দা করাতে কৃতঘ্নের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং নারীনিন্দাকারীদিগের সুখের সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ১১ ॥

দম্পত্যোর্ব্যুৎক্রমে দোষঃ সমঃ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতঃ।
নরা ন তমবেক্ষন্তে তেনাত্র বরমঙ্গনাঃ ॥ ১২ ॥

পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয়েরই ব্যুৎক্রমভাবে দোষ তুল্য অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন ও পরপুরুষগমন শাস্ত্রানুসারে এই দোষ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সমান কিন্তু পুরুষ ইহাকে দূষিতকার্য্য বলিয়া মনে করে না, রমণীগণ ইহাতে দোষ দর্শন করেন, সুতরাং নারীগণই শ্রেষ্ঠা ॥ ১২ ॥

বহির্লোম্না তু ষণ্মাসান্ বেষ্টিতঃ খরচর্ম্মণা।
দারাতিক্রমণে ভিক্ষাং দেহীত্যুক্ত্বা বিশুধ্যতি ॥ ১৩ ॥

পুরুষ পরস্ত্রীগমন করিলে বহির্লোমযুক্ত গর্দ্দভচর্ম্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া "আমাকে ভিক্ষা দাও" এইরূপ করিয়া দ্বারে দ্বারে ছয়মাসকাল ভিক্ষা করিলে পুরুষ শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ন শতেনাপি বর্ষাণামপৈতি মদনাশয়ঃ।
তত্রাশক্ত্যা নিবর্ত্তন্তে নরা ধৈর্য্যেণ যোষিতঃ ॥ ১৪ ॥

পুরুষদিগের কামবাসনা একশতবর্ষেও নিবৃত্তি হয় না, একমাত্র শক্তিহীন হইলেই কামবাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু রমণীগণ ধৈর্য্যদ্বারাই কামবাসনা নিবৃত্তি করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই নারীদিগের বল অধিক ॥ ১৪ ॥

অহো ধার্ষ্ট্যমসাধূনাং নিন্দতামনঘাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মুষ্যতামিব চৌরাণাং তিষ্ঠ চৌরেতি জল্পতাম্ ॥ ১৫ ॥

নির্দ্দোষ নারীদিগের নিন্দাকারী দুর্জ্জনপুরুষগণের বাক্য যেন চোরের মুখে অপর নির্দ্দোষীকে চোর বলার ন্যায় শোনা হয় ॥ ১৫ ॥

পুরুষশ্চটুলানি কামিনীনাং কুরুতে যানি রহো ন তানি পশ্চাৎ। সুকৃতজ্ঞতয়াঙ্গনা গতাসূন্ অবগূহ্য প্রবিশন্তি সপ্তজিহ্বম্ ॥ ১৬ ॥

পুরুষগণ স্ত্রীর নিকট একান্তে যে সকল প্রলোভনসূচক প্রিয়বাক্য বলে সংসর্গানন্তর আর সেইসকল প্রলোভনের কার্য্য কিছুই করে না, বরং বিপরীত ব্যবহারই করিয়া থাকে, কিন্তু নারীগণ কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া থাকে অর্থাৎ পতির উপকার স্মরণ করিয়া মৃতপতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

স্ত্রীরত্নভোগোঽস্তি নরস্য যস্য নিঃস্বোঽপি স্বং প্রত্যবনীশ্বরোঽসৌ। রাজ্যস্য সারোঽশনমঙ্গনাশ্চ তৃষ্ণানলোদ্দীপনদারু শেষম্ ॥ ১৭ ॥

যে পুরুষ স্ত্রীরত্ন উপভোগ করে সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলেও রাজা সদৃশ; যেহেতু উত্তম ভোজন এবং স্ত্রীরত্নের উপভোগ এই দুই রাজ্যের সারপদার্থ, অপর দ্রব্য সকল তৃষ্ণারূপ অগ্নির কাষ্ঠস্বরূপ ॥ ১৭ ॥

কামিনীং প্রথমযৌবনান্বিতাং মন্দবল্গুমৃদুপীড়িতস্বনাম্। উৎস্তনীং সমবলম্ব্য যা রতিঃ সা ন ধাতৃভবনেঽস্তি মে মতিঃ ॥ ১৮ ॥

প্রথমযৌবনান্বিতা, মৃদুমন্দমধুরভাষিণী এবং পীনোন্নতপয়োধরা কামিনীর সংসর্গে যে সুখলাভ হয় আমার বিবেচনায় সেই সুখ ব্রহ্মার গৃহে অর্থাৎ স্বর্গেও লাভ হয় না॥ ১৮॥

তত্র দেবমুনিসিদ্ধচারণৈর্ম্মান্যমানপিতৃসেব্যসেবনাৎ। ব্রূত ধাতৃভবনেঽস্তি কিং সুখং যদ্রহঃ সমবলম্ব্য ন স্ত্রিয়ম্॥১৯

ব্রহ্মলোকে দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, বিদ্যাধরাদি এবং মান্যমান পিতৃপুরুষগণ কর্তৃক যাঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন তাঁহারাও কামিনীরত্ন উপভোগের তুল্য সুখপ্রাপ্ত হয়েন না॥ ১৯॥

আব্রহ্মকীটান্তমিদং নিবদ্ধং পুংস্ত্রীপ্রয়োগেন জগৎসমস্তম্। ব্রীড়াত্র কা যত্র চতুর্মুখত্বমীশোঽপি লোভাদ্গমিতো যুবত্যাঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামন্তঃপুরচিন্তায়াং স্ত্রী-প্রশংসা নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মা হইতে কীটপর্য্যন্ত সমস্ত জগতই স্ত্রীপুরুষের সংযোগে বদ্ধ আছে, এই বিষয়ে লজ্জার কারণ আর কি আছে? কিম্বদন্তী আছে, যুবতী কামিনীর নিমিত্তই শিবের চতুর্ম্মুখ হইয়াছিল।

কিম্বদন্তী যথা;—একদা পার্ব্বতীসহ শিব উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে তিলোত্তমানাম্নী অপ্সরা শিবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঐসময় পার্ব্বতীর দিকে বিমুখ করিলে পার্ব্বতী কুপিতা হইবেন শিব এই আশঙ্কায় অপর চতুর্ম্মুখ সৃষ্টিকরত চতুর্দ্দিকে তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২০॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ সৌভাগ্যকরণম্।

জাত্যং মনোভবসুখং সুভগস্য সর্ব্বমাভাসমাত্রমিতরস্য মনোবিয়োগাৎ। চিত্তেন ভাবয়তি দূরগতাপি যং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি সদৃশং পুরুষস্য তস্য॥ ১॥

রতিবিষয়ক সুখ সুপুরুষদিগেরই সম্পূর্ণ উপভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য পুরুষের সুখ আভাসমাত্র। কারণ রমণীদিগের মন সুপুরুষেই আসক্ত, এমন কি কামিনীগণ দূরস্থীতা হইয়া যে পুরুষের প্রতি একান্ত চিন্তাপরায়ণা হয়, সেই পুরুষের সমান গর্ভস্থ বালকের আকৃতি হইয়া থাকে॥ ১॥

ভঙ্‌ক্ত্বা কাণ্ডং পাদপস্যোপ্তমুর্ব্ব্যাং বীজং বান্যাং নান্যতামেতি যদ্বৎ। এবং হ্যাত্মা জায়তে স্ত্রীষু ভূয়ঃ কশ্চিত্তস্মিন্ ক্ষেত্রযোগাদ্বিশেষঃ॥ ২॥

কোন বৃক্ষের শাখা বা বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে যেরূপ সেই বৃক্ষই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ বীজরূপ আত্মাই রমণীগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যপ্রকার হয় না, তবে কখন কখন ক্ষেত্রযোগবশত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখা যায়॥ ২॥

আত্মা সহৈতি মনসা মন ইন্দ্রিয়েণ স্বার্থেন চেন্দ্রিয়মিতি ক্রম এষ শীঘ্রঃ। যোগোঽয়মেব মনসঃ কিমগম্যমস্তি যস্মিন্মনো ব্রজতি তত্র গতোঽয়মাত্মা॥ ৩॥

আত্মা মনের সহিত গমন করে, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত গমন করে, ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব শব্দাদিবিষয়ের সহিত গমন করে, এইরূপ ক্রমগতি অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে, এই সকল কার্য্য মনেরই বলিয়া জানিবে। সুতরাং মনের অগম্য কিছুই নাই, মন যেখানে গমন করে আত্মাও সেইখানেই গমন করিয়া থাকে॥ ৩॥

আত্মায়মাত্মনি গতো হৃদয়েঽতিসূক্ষ্মো গ্রাহ্যোঽচলেন মনসা সততাভিযোগাৎ। যো যং বিচিন্তয়তি যাতি স তন্ময়ত্বং যস্মাদতঃ সুভগমেব গতা যুবত্যঃ॥ ৪॥

জীবাত্মা সূক্ষ্ম হইলেও যখন অন্যের আত্মাতে গমন করে তখন মনের চেষ্টায়ই আত্মা প্রবেশ করিয়া থাকে, এইবিষয় যোগশাস্ত্রে ভালরূপ জানিবে, অর্থাৎ আত্মার সঞ্চরণমার্গ উত্তমরূপে জ্ঞাত হইবে। আত্মা একাগ্রচিত্তে যে বস্তু চিন্তা করে আত্মাও সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য রমণীগণের চিত্ত সুপুরুষের দিকে ধাবিত হয়॥ ৪॥

দাক্ষিণ্যমেকং সুভগত্বহেতুর্বিদ্বেষণং তদ্বিপরীতচেষ্টা। মন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ কুহকপ্রয়োগৈর্ভবন্তি দোষা বহবো ন শর্ম্ম॥৫

একমাত্র দাক্ষিণ্যগুণ অর্থাৎ মনস্তুষ্টিকর অনুকূলকার্য্যই সৌভাগ্যের কারণ, ইহার বিপরীতই বিদ্বেষকারক। বশীকরণাদিমন্ত্র ও ঔষধি এবং ভোজনাদি কপটাচারণ বলিয়া বহুদোষাবহ ও অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে॥ ৫॥

বাল্লভ্যমায়াতি বিহায় মানং দৌর্ভাগ্যমাপাদয়তেঽভিমানঃ। কৃচ্ছ্রেণ সংসাধয়তেঽভিমানী কার্য্যাণ্যযত্নেন বদন্ প্রিয়াণি॥ ৬॥

অগর্ব্বিত অর্থাৎ নিরহঙ্কারীব্যক্তি সকলের প্রিয় হইয়া থাকে, অভিমানীপুরুষ যে কার্য্য অতিশয় কষ্টে সাধন করে, প্রিয়ভাষীব্যক্তি বিনা যত্নে সেইকার্য্য সাধন করিয়া থাকে॥ ৬॥

তেজো ন তদ্ যৎ প্রিয়সাহসত্বং বাক্যং ন চানিষ্টমসৎপ্রণীতম্। কার্য্যস্য গত্বান্তমনুদ্ধতা যে তেজস্বিনস্তেন বিকত্থনা যে॥ ৭॥

প্রিয়বস্তুতে যে সাহস তাহা তেজস্বিতা নহে, আর মর্ম্মান্তিকবাক্য ও দুর্জ্জনবাক্য বাক্য নহে। কার্য্যসিদ্ধি করিয়া যেব্যক্তি গর্ব্বিত না হয়েন এবং যে ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করেন তিনিই তেজস্বী॥ ৭॥

যঃ সার্ব্বজন্যং সুভগত্বমিচ্ছেদ্ গুণান্ স সর্ব্বস্য বদেৎ পরোক্ষে। প্রাপ্নোতি দোষানসতোঽপ্যনেকান্ পরস্য যো দোষকথাং করোতি॥ ৮॥

যিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইতে অভিলাষ করিবেন তিনি সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সকলের গুণকীর্ত্তন করিবেন। আর যে ব্যক্তি সকলের দোষ কীর্ত্তন করে সেই ব্যক্তি দুর্জ্জন হইতেও অধিক নিন্দনীয় হইয়া থাকে॥ ৮॥

সর্ব্বাপকারানুগতস্য লোকং সর্ব্বোপকারানুগতো নরস্য। কৃত্বোপকারং দ্বিষতাং বিপৎস্থ যা কীর্ত্তিরল্পেন ন সা শুভেন॥ ৯॥

যেব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের উপকার করেন তিনি সকলেরই উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর বিপদ্‌গ্রস্ত শত্রুর উপকার করিয়া যদি কীর্ত্তি-লাভ হয় তাহা অল্পপুণ্যে লাভ হয় না॥ ৯॥

তৃণৈরিবাগ্নিঃ সুতরাং বিবৃদ্ধিমাচ্ছাদ্যমানোঽপি গুণো-ঽভ্যুপৈতি। স কেবলং দুর্জ্জনভাবমেতি হন্তুং গুণান্ বাঞ্ছতি যঃ পরস্য॥ ১০॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামন্তঃপুরচিন্তায়াং সৌভাগ্যকরণং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগ্নি তৃণাচ্ছাদিত হইলেও যেরূপ আপনগুণে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুণীর গুণপ্রকাশ হয়, কিন্তু পরগুণে দোষারোপকারী দুর্জ্জন-ব্যক্তি অতিশয় নীচতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র॥ ১০॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কান্দর্পিকং।

রক্তেঽধিকে স্ত্রী পুরুষস্তু শুক্রে নপুংসকং শোণিত-শুক্রসাম্যে। যস্মাদতঃ শুক্রবিবৃদ্ধিদানি নিষেবিতব্যানি রসায়নানি॥ ১॥

গর্ভাধানকালে রক্ত অধিক হইলে কন্যা, শুক্র অধিক হইলে পুরুষ আর শুক্র ও রক্ত তুল্যপরিমাণ হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শুক্রবর্দ্ধক রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে॥ ১॥

হর্ম্ম্যপৃষ্ঠমুড়ুনাথরশ্ময়ঃ সোৎপলং মধুমদালসা প্রিয়া। বল্লকী স্মরকথারহঃ স্রজো বর্গ এষ মদনস্য বাগুরা॥ ২॥

হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ অর্থাৎ দালানের ছাদ, চন্দ্রকিরণ, নীলপদ্মসহমদ্য, মদালসাস্ত্রী অর্থাৎ মদ্যপানোন্মত্তাকামিনী, মনোহরবীণাবাদন, কামকথা, নির্জ্জন-স্থান এবং সুগন্ধপুষ্পমালা, এইসকল কামবন্ধন-রজ্জুস্বরূপ, অর্থাৎ এই-সকল পদার্থ কামোদ্দীপক॥ ২॥

মাক্ষিকধাতুমধুপারদলোহচূর্ণপথ্যা শিলাজতুবিড়ঙ্গ-ঘৃতানি যোঽদ্যাৎ। সৈকানি বিংশতিরহানি জরান্বিতো-ঽপি সোঽশীতিকোঽপি রময়ত্যবলাং যুবেব॥ ৩॥

স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম, মধু, পারা, লৌহচূর্ণ, হরীতকী, শিলাজতু এবং বিড়ঙ্গ এইসকল সমানপরিমাণ লইয়া মধু ও ঘৃতদ্বারা গুটিকাপ্রস্তুতকরত একুশ দিবসপর্য্যন্ত সেবন করিলে অশীতিবর্ষের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় স্ত্রীসহ-বাসে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ৩॥

ক্ষীরং শৃতং যঃ কপিকচ্ছুমূলৈঃ পিবেৎ ক্ষয়ং স্ত্রীষু ন সোঽভ্যুপৈতি। মাষান্ পয়ঃসর্পিষি বা বিপক্কান্ ষড়্‌-গ্রাসমাত্রাংশ্চ পয়োঽনুপানাৎ॥ ৪॥

শুকশিম্বিরমূল দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া যে কামীব্যক্তি পান করে সেই ব্যক্তি স্ত্রীসহবাসে কখনও অপারগ হয় না। আর মাষকলাই দুগ্ধ বা দুগ্ধোদ্ভৃত নবনীতদ্বারা প্রস্তুতীয় ঘৃতের সহিত পাক করত উহা ভোজন করিবার পর দুগ্ধপান করিলে স্ত্রীসংসর্গে কদাচ অশক্ত হইবে না॥ ৪॥

বিদারিকায়াঃ স্বরসেন চূর্ণং মুহুর্মুহুর্ভাবিতশোষিতঞ্চ। শৃতেন দুগ্ধেন সশর্করেণ পিবেৎ স যস্য প্রমদাঃ প্রভূতাঃ॥৫॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত সাতবার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর যাহার বহুস্ত্রী সেইব্যক্তি ঐ চূর্ণ চিনি ও উষ্ণদুগ্ধের সহিত পান করিবে॥ ৫॥

ধাত্রীফলানাং স্বরসেন চূর্ণং সুভাবিতং ক্ষৌদ্রসিতাজ্য-যুক্তম্। লীঢ়ানুপীত্বা চ পয়োঽগ্নিশক্ত্যা কামং নিকামং পুরুষো নিষেবেৎ॥ ৬॥

আমলকী চূর্ণ করিয়া উহাকে আমলকীর রসের সহিত পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে মধু, চিনি ও ঘৃত সমান পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ইহা লেহন করিয়া জঠরাগ্নির বল বিবেচনাপূর্ব্বক দুগ্ধপান করিবে, ইহাতে যথেষ্টরূপে স্ত্রীসঙ্গ করিলেও তাহাতে অশক্ত হইবে না॥ ৬॥

ক্ষীরেণ বস্তাণ্ডযুজা শৃতেন সংপ্লাব্য কামী বহুশ-স্তিলান্ যঃ। সুশোষিতানত্তি পিবেৎ পয়শ্চ তস্যাগ্রতঃ কিং চটকঃ করোতি॥ ৭॥

ছাগাণ্ড দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে তিলমিশ্রিত করত শুষ্ক করিবে, পরে ইহা ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধপান করিবে, এইরূপ ঔষধ সেবনকারী ব্যক্তির নিকট স্ত্রীসংসর্গবিষয়ে চটকপক্ষীও পরাভূত হইয়া থাকে॥ ৭॥

মাষসূপসহিতেন সর্পিষা ষষ্টিকৌদনমদন্তি যে নরাঃ। ক্ষীরমপ্যনুপিবন্তি তাসু তে সর্ব্বরীষু মদনেন শেরতে॥৮॥

যে—পুরুষ মাষকলাইর যুষের সহিত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ষেটেধান্যের অন্ন ভোজনকরত দুগ্ধপান করে সেই ব্যক্তি সমস্তযামিনী সংসর্গেও কাতর হয় না॥ ৮॥

তিলাশ্বগন্ধাকপিকচ্ছুমূলৈর্ব্বিদারিকাষষ্টিকপিষ্টযোগঃ। আজেন পিষ্টঃ পয়সা ঘৃতেন পক্কা ভবেচ্ছষ্কুলিকা-তিবৃষ্যাঃ॥ ৯॥

তিল, অশ্বগন্ধা, শুকশিম্বির মূল এবং ভূমিকুষ্মাণ্ড এই সকলদ্রব্য যে পরিমাণ, ততপরিমাণ ষেটেধান্যের তণ্ডুলের চূর্ণ লইয়া একত্রে মিশ্রিত

করত ঘৃতে সন্তলন করিয়া ভক্ষণ করিলে অতিশয় শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ক্ষীরেণ বা গোক্ষুরকোপযোগং বিদারিকাকন্দক-ভক্ষণং বা। কুর্ব্বন্ন সীদেদ্ যদি জীর্য্যতেঽস্য মন্দাগ্নিতা চেদিদমত্র চূর্ণম্ ॥ ১০ ॥

গোক্ষুর দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অথবা ভুমিকুষ্মাণ্ড দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসংসর্গে শুক্রস্তম্ভন হয়, ইহা সেবনে যদি মন্দাগ্নি হয় তাহাহইলে ইহার চূর্ণ ভক্ষণ করিবে ॥ ১০ ॥

সাজমোদলবণা হরীতকী শৃঙ্গবেরসহিতা চ পিপ্পলী। মদ্যতক্রতরলোষ্ণবারিভিশ্চূর্ণপানমুদরাগ্নিদীপনম্ ॥ ১১ ॥

জোয়ান্, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, শুঁঠ এবং পিপ্পলী এইসকলদ্রব্য চূর্ণ করিয়া মদ্য এবং তক্র (ঘোল) দ্বারা পান করিবে, ই হাতে অগ্নি দীপ্তি হয় ॥ ১১ ॥

অত্যম্লতিক্তলবণানি কটূনি বান্তি ক্ষারশাকবহুলানি চ ভোজনানি। দৃক্‌ছুক্রবীর্য্যরহিতঃ স করোত্যনেকানি ব্যাজান্ জরন্নিব যুবাপ্যবলামবাপ্য ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামন্তঃপুরচিন্তায়াং কান্দর্পিকং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অতিশয় অম্ল, অতিশয় তিক্ত, অতিশয় লবণ এবং অতিশয় কটুদ্রব্য যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেবন করে, আর যে ব্যক্তি ক্ষারশাক অধিক ভোজন করে সেইব্যক্তির দৃষ্টিহীন হয় এবং শুক্র রহিত হইয়া থাকে ॥ ১২॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গন্ধযুক্তিঃ।

স্রগ্‌গন্ধধূপাম্বরভূষণাদ্যং ন শোভতে শুক্লশিরোরুহস্য। যস্মাদতো মূর্দ্ধজরাগসেবাং কুর্য্যাদ্যথৈবাঞ্জনভূষণানাম্ ॥১॥

মালা, সুগন্ধদ্রব্য, ধূপ, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং অনুলেপন এইসকল বিলাস-দ্রব্য শ্বেতকেশবিশিষ্ট পুরুষের শোভা পায় না, এইনিমিত্তই কেশ রঞ্জিত করিবে, পরন্তু অঞ্জন যেরূপ চক্ষুর শোভাবর্দ্ধক সেইরূপ কৃষ্ণকেশ ভূষণাদির শোভাবর্দ্ধক ॥ ১ ॥

লৌহে পাত্রে তণ্ডুলান্ কোদ্রবাণাং শুক্তে পক্বাঁল্লোহ-চূর্ণেন সাকম্। পিষ্টান্ সূক্ষ্মং মূর্দ্ধ্নি শুক্লাম্লকেশে দত্ত্বা তিষ্ঠেদ্বেষ্টয়িত্বার্কপত্রৈঃ ॥ ২ ॥

কোদোধানের চাউল নির্ম্মল লৌহপাত্রে লৌহচূর্ণের সহিত জলদ্বারা পাক করিয়া লেহবৎ করত মস্তকে লেপন করিবে, অনন্তর আকন্দপত্র-দ্বারা বেষ্টন করিয়া দুইপ্রহরকাল রাখিবে ॥ ২ ॥

যাতে দ্বিতীয়ে প্রহরে বিহায় দদ্যাচ্ছিরস্যামলকপ্রলে-পম্। সম্ছাদ্যপত্রৈঃ প্রহরদ্বয়েন প্রক্ষালিতং কার্ষ্ণ্য-মুপৈতি শীর্ষম্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর উক্ত প্রলেপ তুলিয়া পুনরায় আমলকী বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে, এই প্রলেপও আকন্দপত্রদ্বারা বেষ্টনকরত দুইপ্রহরকাল রাখিবে। দুইপ্রহরের পর মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে, এইরূপ করিলেই মস্তকের শুভ্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পশ্চাচ্ছিরঃস্নানসুগন্ধতৈলৈর্লোহাম্লগন্ধং শিরসো-ঽপনীয়। হৃদ্যৈশ্চ গন্ধৈর্ব্বিবিধৈশ্চ ধূপৈরন্তঃপুরে রাজ্য-সুখং নিষেবেৎ ॥ ৪ ॥

ইহার পর মস্তকের লোহ ও অম্লগন্ধাদি দূর করিবার নিমিত্ত সুগন্ধ-তৈল মর্দ্দনকরত স্নান করিয়া মনোহর নানাবিধ সুগন্ধধূপাদিদ্বারা সুগন্ধযুক্ত হইয়া অন্তঃপুরে সুখোপভোগার্থ গমন করিবে ॥ ৪ ॥

ত্বক্কুষ্ঠরেণুনলিকাস্পৃক্কারসতগরবালকৈস্তুল্যৈঃ। কেসরপত্রবিমিশ্রৈর্নরপতিযোগ্যং শিরঃস্নানম্ ॥ ৫ ॥

দারুচিনী, কুড়, রেণুকা, নালুকা, স্পৃক্কারস, তগরপাদুকা, বালা, নাগ-কেশর এবং তেজপত্র এইসকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করত রাজার মস্তকে মাখাইয়া স্নান করাইবে, এইসকল দ্রব্যকে রাজযোগ্য শিরঃস্নান-দ্রব্য বলে ॥ ৫ ॥

মঞ্জিষ্ঠয়া ব্যাঘ্রনখেন শুক্ত্যা ত্বচা সকুষ্ঠেন রসেন চূর্ণঃ। তৈলেন যুক্তোঽর্কময়ূখতপ্তঃ করোতি তচ্চম্পক-গন্ধিতৈলম্ ॥ ৬ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখী, শুক্তিভস্ম, দারুচিনী এবং কুড় এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিতকরত রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপ ভাবে তৈল প্রস্তুত করিলে তৈলের গন্ধ চম্পকপুষ্পসদৃশ হইয়া থাকে ॥৬॥

তুল্যৈঃ পত্রতুরুষ্কবালতগরৈর্গন্ধঃ স্মরোদ্দীপনঃ সব্যামো বকুলোঽয়মেব কটুকাহিঙ্গুপ্রধূপান্বিতঃ। কুষ্ঠে-নোৎপলগন্ধিকঃ সমলয়ঃ পূর্ব্বো ভবেচ্চম্পকো জাতীত্বক্-সহিতোঽতিমুক্তক ইতি জ্ঞেয়ঃ সকুস্তম্বুরুঃ ॥ ৭ ॥

তেজপত্র, * তুরুষ্ক, বালা এবং তগরপাদুকার মূল এইসকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে তৈলপ্রস্তুত করিবে; তৈলের এইরূপ গন্ধকে কামোদ্দীপকগন্ধ বলে. ইহার সহিত ব্যাম অর্থাৎ রোহিষতৃণ, কটুকা (সুগন্ধিতৃণবিশেষ), এইসকল মিশ্রিত করিলে বকুলনামক গন্ধ হয়. পুনর্ব্বার এইসকলের সহিত কুড় মিশ্রিত করিলে উৎপলগন্ধ নামক গন্ধ হইয়া থাকে। আর চন্দন মিশ্রিত করিলে পূর্ব্বোক্ত চম্পকগন্ধ হয় এবং জাতীপত্র, দারুচিনী ও ধনিয়া মিশ্রিত করিলে অতিমুক্তকসদৃশ গন্ধ প্রস্তুত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

* কেহ কেহ তেজপত্রস্থলে তালিশপত্র ব্যবহার করেন।

শতপুষ্পাকুন্দুরুকৌ পাদেনার্দ্ধেন নখতুরুষ্কৌ চ।
মলয়প্রিয়ঙ্গুভাগৌ গন্ধো ধূপ্যো গুড়নখেন ॥ ৮ ॥

শলুফা ও কুন্দুরু এই দুই পদ চতুর্থভাগ এবং নখী ও তুরুষ্ক অর্দ্ধভাগ, চন্দন ও প্রিয়ঙ্গু দুইভাগ এইসকল দ্রব্য গুড় ও নখীর সহিত মিশ্রিত করিয়া ধূপপ্রস্তত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে অত্যন্ত সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

গুগ্গুলুবালকলাক্ষামুস্তানখশর্করাঃ ক্রমাদ্ধূপঃ।
অন্যো মাংসীবালকতুরুষ্কনখচন্দনৈঃ পিণ্ডঃ ॥ ৯ ॥

গুগ্গুল, বেণারমূল, লাক্ষা, নাগরমুথা, নখী এবং চিনী এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ধূপপ্রস্তত করিবে। আর জটামাংসী, বেণারমূল, ধূপ, নখী এবং চন্দন এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দ্বিতীয়প্রকার ধূপপ্রস্তত করিবে ॥ ৯ ॥

হরীতকীশঙ্খঘনদ্রবাম্বুভিগুর্ড়োৎপলৈঃ শৈলকমুস্তকান্বিতৈঃ। নবান্তপাদাদিবিবর্দ্ধিতৈঃ ক্রমাদ্ ভবন্তি ধূপা বহবো মনোহরাঃ ১০ ॥

হরীতকী, নখী, নাগরমুথা, বালা, বেণারমূল, গুড় এবং পদ্ম এইসকল দ্রব্য, যথাক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া ধূপপ্রস্ত করিবে। আর শৈলজ ও নাগরমুথাদ্বারা ঐরূপ ভাগে মিশ্রিত করিলে উত্তম সুগন্ধি ধূপ প্রস্তত হইয়া থাকে। এই নয়টী দ্রব্যদ্বারা যথোত্তরভাগ বৃদ্ধিদ্বারা আর বহু প্রকার মনোহর ধূপপ্রস্তত করিবে ॥ ১০ ॥

ভাগৈশ্চতুর্ভিঃ সিতশৈলমুস্তাঃ শ্রীসর্জ্জভাগৌ নখগুগ্গুলূ চ। কর্পূরবোধো মধুপিণ্ডিতোঽয়ং কোপচ্ছদো নাম নরেন্দ্রধূপঃ ॥ ১১ ॥

চিনী, শৈলজ ও মুথা ইহারা প্রত্যেকে চারিভাগ, চন্দন ও ধুনা ইহারা প্রত্যেকে দুইভাগ এবং গুগ্গুল দুইভাগ এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুদ্বারা মর্দ্দনকরত কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। উত্তম সুগন্ধযুক্ত এই ধূপ রাজার ব্যবহারযোগ্য; ইহার নাম কোপচ্ছেদ অর্থাৎ এই ধূপের সুগন্ধ গ্রহণ করিলে ক্রোধের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ত্বগুশীরপত্রভাগৈঃ সূক্ষ্মৈলার্দ্ধেন সংযুতৈশ্চূর্ণঃ।
পটবাসঃ প্রবরোঽয়ং মৃগকর্পূরপ্রবোধেন ॥ ১২ ॥

দারুচিনী, বেণারমূল এবং তালিশপত্র, ইহারা প্রত্যেকে একভাগ, সূক্ষ্ম এলাচিচূর্ণ অর্দ্ধভাগ এইসকল একত্র কবিয়া মিশ্রিত করত ধূপ প্রস্তত করিবে, ইহার গন্ধ অতিশয় মনোহর, পরন্ত এইসকলের সহিত কস্তুরী ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ধূপ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ঘনবালকশৈলেয়ককর্পূরোশীরনাগপুষ্পাণি। ব্যাঘ্রনখস্পৃকাগুরুদমনকনখতগরধান্যানি ॥ কর্পূরচোরমলয়ৈঃ স্বেচ্ছাপরিবর্ত্তিতৈশ্চতুর্ভিরতঃ। একদ্বিত্রিচতুর্ভির্ভাগৈর্গন্ধার্ণবো ভবতি ॥ ১৩—১৪ ॥

নাগরমুথা, বালা, শৈলজ, কর্পূর, বেণারমূল, নাগকেশর, ব্যাঘ্রনখ, স্পৃক্কা, অগুরু, সমুদ্রফেণা, নখী, তগর, ধনিয়া, কর্পূর, জোয়ান এবং চন্দন এইসকলের মধ্যের চারি চারিটী দ্রব্যে এক একটী গণ হইয়া থাকে। এইসকলের ভাগ ইচ্ছাপূর্ব্বক এক, দুই, তিন ও চারিভাগ মিশ্রিত করিলে গন্ধসমুদ্র হইয়া থাকে, অর্থাৎ বহুপ্রকার গন্ধদ্রব্য হইয়া থাকে। যথা—; নাগরমুথা ১ ভাগ, বালা ২ ভাগ, শৈলজ ৩ ভাগ, কর্পূর ৪ ভাগ এই একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। দ্বিতীয়প্রকার যথা—; নাগরমুথা ১ ভাগ, বালা ২ ভাগ, শৈলজ ৪ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ। তৃতীয়প্রকার যথা—; নাগরমুথা ১ ভাগ, বালা ৩ ভাগ, শৈলজ ২ ভাগ, কর্পূর ৪ ভাগ। চতুর্থপ্রকার যথা—, নাগরমুথা ১ ভাগ, বালা ৩ ভাগ, শৈলজ ৪ ভাগ, কর্পূর ২ ভাগ। পঞ্চমপ্রকার যথা—; নাগরমুথা ১ ভাগ, বালা ৪ ভাগ, শৈলজ ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ। ষষ্ঠপ্রকার যথা—; নাগরমুথা ১ ভাগ, বালা ৪ ভাগ, শৈলজ ৩ ভাগ এবং কর্পূর ২ ভাগ। এইপ্রকারে বহুতর গন্ধদ্রব্য প্রস্তত হইতে পারে ॥ ১৩—১৪ ॥

অত্যুল্বণধূপাদ্ একাংশো নিত্যমেব ধান্যানাম্।
কর্পূরস্য তদূনৌ নৈতৌ দ্বিত্র্যাদিভির্দ্দেয়ৌ ॥ ১৫ ॥

ধনিয়া অতিশয় তীক্ষ্ণদ্রব্য এইনিমিত্ত ইহার একভাগ প্রদান করিবে। আর কর্পূরও অত্যন্ত উগ্রগন্ধযুক্ত, এনিমিত্ত ইহাও খুব অল্পপরিমাণ দিবে। যদ্যপি যথাক্রমে দুই, তিন এইরূপ ভাগলব্ধ হয় তথাপি ঐভাগ দিবে না, কারণ কর্পূর যতই কম পড়ুক্ না কেন তাহাতেই অপরের গন্ধ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শ্রীসর্জ্জগুড়নখৈস্তে ধূপয়িতব্যাঃ ক্রমান্ন পিণ্ডস্থৈঃ।
বোধঃ কস্তূরিকয়া দেয়ঃ কর্পূরসংযুতয়া ॥ ১৬ ॥

চন্দন, ধুনা, গুড় এবং নখী এই চারি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্নরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মিশ্রিত করিবে, কিন্তু একত্র করিয়া মিশ্রিত করিবে না। অনন্তর কস্তূরী ও কর্পূরদ্বারা বোধিত করিয়া সুক্ষ্মরূপে মিশ্রিত করিবে ॥ ১৬ ॥

অত্র সহস্রচতুষ্টয়মন্যানি চ সপ্ততিসহস্রাণি।
লক্ষং শতানি সপ্তবিংশতিযুক্তানি গন্ধানাম্ ॥ ১৭ ॥

এইসকল গন্ধদ্রব্য গণসংখ্যায় ১৭৪৭২০ একলক্ষ চুয়াত্তরহাজার সাতশত কুড়িপ্রকার গন্ধদ্রব্য হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

একৈকমেকভাগং দ্বিত্রিচতুর্ভাগিকৈর্যুতং দ্রব্যৈঃ।
ষড়্গন্ধকরং তদ্বদ্ দ্বিত্রিচতুর্ভাগিকং কুরুতে ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত ১৩। ১৪ শ্লোকোক্ত এক এক দ্রব্যের একভাগ, অপর তিন দ্রব্যের যথাক্রমে ২।৩।৪ ভাগ দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক মিশ্রিত করিলে ছয়প্রকার গন্ধদ্রব্য হইয়া থাকে, আর ঐরূপে ২.৩।৪ ভাগ মিশ্রিত করিবে ॥ ১৮ ॥

দ্রব্যচতুষ্টয়যোগাদ্ গন্ধচতুর্ব্বিংশতির্যথৈকস্য।
এবং শেষাণামপি ষণ্ণবতিঃ সর্ব্বপিণ্ডোঽত্র ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত চারিদ্রব্যের যোগে চব্বিশপ্রকার গন্ধদ্রব্য হইয়া থাকে,

এইরূপে শেষ তিন চারিদ্রব্যেরও মিশ্রণ জানিবে। এইরূপে সকলপ্রকার গন্ধদ্রব্য একত্রে ছিয়ানব্বইপ্রকার হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ষোড়শকে দ্রব্যগণে চতুর্ব্বিকল্পেন ভিদ্যমানানাম্।
অষ্টাদশ জায়ন্তে শতানি সহিতানি বিংশত্যা॥ ২০॥

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশশ্লোকোক্ত ষোলটী দ্রব্যের চারিপ্রকার বিকল্পদ্বারা ভেদ হইলে আঠারশত কুড়িপ্রকার গন্ধদ্রব্য হইয়া থাকে॥ ২০॥

ষন্নবতিভেদভিন্নশ্চতুর্ব্বিকল্পো গণো যতস্তস্মাৎ।
ষন্নবতিগুণঃ কার্য্যঃ সা সংখ্যা ভবতি গন্ধানাম্॥ ২১॥

চারিপ্রকার গন্ধদ্রব্যের প্রত্যেকের মিশ্রণভেদে ৯৬ নব্বই প্রকার গন্ধদ্রব্য হয়, আর উপরোক্ত ১৮২০ কে ৯৬ নব্বইদ্বারা গুণ করিলে পূর্ব্বলিখিত ১৭৪৭২০ প্রকার গন্ধদ্রব্য হইয়া থাকে॥ ২১॥

পূর্ব্বেণ পূর্ব্বেণ গতেন যুক্তং স্থানং বিনান্ত্যং প্রবদন্তি সংখ্যাম্। ইচ্ছাবিকল্পৈঃ ক্রমশোঽভিনীয় নীতে নিবৃত্তিঃ পুনরন্যনীতিঃ॥ ২২॥

গন্ধদ্রব্যসকল পুনঃ পুনঃ মিশ্রণমতে ইচ্ছানুসারে যতসংখ্যা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে অভিলাষ হইবে তাহা করা যাইতে পারে যথা—১৬ হইতে ক্রমে ১ পর্য্যন্ত অঙ্কপাত করিবে, পরে ১৫ সংখ্যকদ্রব্যের সহিত ১৪ সংখ্যকদ্রব্য মিশ্রণ করিবে। এইরূপে ষোলসংখ্যক দ্রব্য ভিন্ন ১৫ সংখ্যক দ্রব্যের সহিত ১৪ সংখ্যকদ্রব্যের যোগ করিবে, এই নিয়মমতে ১ সংখ্যক দ্রব্যপর্য্যন্ত মিশ্রণ করিবে। তাহাতে যে সংখ্যক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইবে যদি সেই সংখ্যা হইতে অধিকসংখ্যক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে অভিলাষ হয় তবে পুনরায় প্রথম হইতে মিশ্রণ করিতে থাকিবে॥ ২২॥

দ্বিত্রীন্দ্রিয়াষ্টভাগৈরগুরুঃ পত্রং তুরুষ্কশৈলেয়ৌ।
বিষয়াষ্টপক্ষদহনাঃ প্রিয়ঙ্গুমুস্তারসাঃ কেশঃ॥ স্পৃক্কাত্বক্তগরাণাং মাংস্যাশ্চ কৃতৈকসপ্তষড়্ভাগাঃ। সপ্তর্ত্তু বেদচন্দ্রৈর্ম্মলয়নখশ্রীককুন্দুরুকাঃ॥ ২৩—২৪॥

অগুরু দুইভাগ, তালিশপত্র তিনভাগ, ধূপ পাঁচভাগ, শৈলজ আটভাগ, প্রিয়ঙ্গু পাঁচভাগ, নাগরমুথা আটভাগ, বালা তিনভাগ, বেণারমূল তিনভাগ। স্পৃক্কা চারিভাগ, দারুচিনী একভাগ, চন্দন সাতভাগ, নখী ছয়ভাগ বিশেষ ধূপ চারিভাগ এবং কুন্দুরু একভাগ এই ষোলটীর মধ্যে চারি চারিটী দ্রব্যের মিশ্রণে এক একটী গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবে॥২৩-২৪॥

ষোড়শকে কচ্ছপুটে যথা তথা মিশ্রিতৈশ্চতুর্দ্রব্যৈঃ।
যেঽত্রাষ্টাদশভাগাস্তেঽস্মিন্ গন্ধাদয়ো যোগাঃ॥ ২৫॥

উক্ত ষোলটী মিশ্রিত দ্রব্যের যে মৌলিক চারিটী দ্রব্য তাহাদের প্রত্যেক মিশ্রিত দ্রব্যের আঠারভাগ হইবে। আর ঐসকল গন্ধদ্রব্যদ্বারা তৈল প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

নখতগরতুরুষ্কযুতা জাতীকর্পূরমৃগকৃতোদ্বোধাঃ।
গুড়নখধূপ্যা গন্ধাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বতোভদ্রাঃ॥ ২৬॥

নখী, তগরমূল এবং তুরুষ্ক এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত ও জাতীপত্র, কর্পূর এবং কস্তূরীদ্বারা বোধিত, আর গুড় ও নখী এইসকল দ্বারা ধূপিত করিলে যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রনামক গন্ধদ্রব্য বলে॥ ২৬॥

জাতীফলমৃগকর্পূরবোধিতৈঃ সসহকারমধুসিক্তৈঃ।
বহবোঽত্র পারিজাতাশ্চতুর্ভিরিচ্ছাপরিগৃহীতৈঃ॥ ২৭॥

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত চারিটী করিয়া দ্রব্য গ্রহণকরত, তাহার সহিত জাতিফল, কস্তূরী এবং কর্পূরমিশ্রিত করিয়া তাহাতে আম্রবস ও মধু প্রদান করিবে। এইরূপে প্রস্তুতীয় গন্ধদ্রব্যের গন্ধ পারিজাতপুষ্পসদৃশ হইয়া থাকে॥ ২৭॥

সর্জ্জরসশ্রীবাসকসমন্বিতা যেঽত্র ধূপযোগাস্তৈঃ।
শ্রীসর্জ্জরসবিযুক্তৈঃ স্নানানি সবালকত্বগ্‌ভিঃ॥ ২৮॥

চন্দন এবং ধুনা প্রভৃতিদ্বারা যে ধূপ কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে চন্দন ও ধুনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেণারমূল ও দারুচিনী মিশ্রিত করিয়া স্নানযোগ্য সুগন্ধিচূর্ণ প্রস্তুত করিবে॥ ২৮॥

রোধ্রোশীরনতাগুরুমুস্তাপত্রপ্রিয়ঙ্গুবনপথ্যাঃ। নবকোষ্ঠাৎ কচ্ছপুটাদ্ দ্রব্যত্রিতয়ং সমুদ্ধৃত্য॥ চন্দনতুরুষ্কভাগৌ শুক্ত্যর্দ্ধং পাদিকা তু শতপুষ্পা। কটুহিঙ্গুলাগুড়ধূপাঃ কেসরগন্ধাশ্চতুরশীতিঃ॥ ২৯—৩০॥

লোধ একভাগ, বেণারমূল দুইভাগ, তগরমূল তিনভাগ, অগুরু চারিভাগ, তালীশপত্র ছয়ভাগ, প্রিয়ঙ্গু সাতভাগ, ছোটমুথা আটভাগ এবং হরীতকী নয়ভাগ, এই নয়টী দ্রব্য হইতে তিন তিনটী দ্রব্য লইয়া উহার সহিত চন্দন ও ধূপ একভাগ, নখী দুইভাগ এবং শলুফা চারিভাগ এইসকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া হিঙ্গুল, কর্পূর ও গুড় ইহারদ্বারা ধূপিত করিবে, এইরূপে চৌরাশীপ্রকার নাগকেশর তুল্য গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে॥ ২৯—৩০॥

সপ্তাহং গোমূত্রে হরীতকীচূর্ণসংযুতে ক্ষিপ্ত্বা।
গন্ধোদকে চ ভূয়ো বিনিক্ষিপেদ্দন্তকাষ্ঠানি॥ ৩১॥

দন্তকাষ্ঠলক্ষণাধ্যায়োক্ত দন্তকাষ্ঠ হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত গোমূত্রে সপ্তাহকাল ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উঠাইয়া পুনরায় সাড়েতিনদিন বক্ষ্যমাণ গন্ধোদকে নিঃক্ষেপ করিয়া রাখিবে॥ ৩১॥

এলাত্বক্‌পত্রাঞ্জনমধুমরিচৈর্নাগপুষ্পকুষ্ঠৈশ্চ।
গন্ধাম্ভঃ কর্ত্তব্যং কঞ্চিৎকালং স্থিতান্যস্মিন্॥ ৩২॥

গন্ধোদক যথা—; এলাচি, দারুচিনী, তেজপত্র, রসাঞ্জন, মধু, মরিচ, নাগকেশর এবং কুড়, এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, এইরূপ কিছুদিন রাখিলেই গন্ধোদক প্রস্তুত হইয়া থাকে॥৩২॥

জাতিফলপত্রৈলাকর্পূরৈঃ কৃতযমৈকশিখিভাগৈঃ।
অবচূর্ণিতানি ভানোর্ম্মরীচিভিঃ শোষণীয়ানি॥ ৩৩॥

জাতিফল চারিভাগ, তালিশপত্র দুইভাগ, ছোটএলাচী একভাগ এবং

কর্পূর তিনভাগ এইসকল দ্রব্য চুর্ণ করিয়া উক্ত দন্তকাষ্ঠে মাখাইয়া সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক করিবে॥ ৩৩॥

বর্ণপ্রসাদং বদনস্য কান্তিং বৈশদ্যমাস্যস্য সুগন্ধিতাঞ্চ। সংসেবিতুঃ শ্রোত্রসুখাঞ্চ বাচং কুর্ব্বন্তি কাষ্ঠান্যসকৃদ্ভবানাম্॥ ৩৪॥

ইহাদ্বারা দন্তধাবন করিলে শরীরের কান্তিবৃদ্ধি হয় এবং মুখ সুন্দর, নির্ম্মল ও সুগন্ধযুক্ত হয়, আর বাক্যসকল মনোহর হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

কামং প্রদীপয়তি রূপমভিব্যনক্তি সৌভাগ্যমাবহতি বক্ত্রসুগন্ধিতাঞ্চ। ঊর্জ্জং করোতি কফজাংশ্চ নিহন্তি রোগাংস্তাম্বূলমেবমপরাংশ্চ গুণান্ করোতি॥ ৩৫॥

তাম্বূল সেবন করিলে কাম উদ্দীপ্ত হয়, শরীরের শোভা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় এবং মুখের সুগন্ধ ও বলকারক হয়, আর কফজন্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

যুক্তেন চুর্ণেন করোতি রাগং রাগক্ষয়ং পূগফলাতিরিক্তম্। চূর্ণাধিকং বক্ত্রবিগন্ধকারী পত্রাধিকং সাধু করোতি গন্ধম্॥ ৩৬॥

তাম্বূলে চুণ যথোপযুক্তরূপ হইলে রঙ্গ বৃদ্ধি হয়, সুপারী অধিক হইলে রঙ্গ বিনাশ হয়, চুণ অধিক হইলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, আর তাম্বূল অধিক হইলে উত্তম গন্ধ হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

পত্রাধিকং নিশি হিতং সফলং দিবা চ প্রোক্তান্যথাকরণমস্য বিড়ম্বনৈব। কক্কোলপূগলবলীফলপারিজাতৈরামোদিতং মদমুদামুদিতং করোতি॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামন্তঃপুরচিন্তায়াং গন্ধযুক্তির্নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

রাত্রিকালে তাম্বূল অধিক হইলে হিতকারক, দিবসে সুপারী অধিক হইলে হিতকর, ইহার অন্যথা হইলে তাম্বূলসেবন বিড়ম্বনাকারক হয়। পরন্তু কক্কোল, সুপারী, লবঙ্গ এবং জায়ফল এই সকলদ্বারা তাম্বূল সেবন করিলে কামজন্য আনন্দবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পুংস্ত্রীসমাযোগঃ।

শস্ত্রেণ বেণীবিনিগূহিতেন বিদূরথং স্বা মহিষী জঘান। বিষপ্রদিগ্ধেন চ নূপুরেণ দেবী বিরক্তা কিল কাশিরাজম্॥ ১॥

বিদূরথনামক রাজার স্ত্রী কেশপাশের মধ্যে গোপনে সংরক্ষিত অস্ত্রদ্বারা বিদূরথনৃপতিকে বিনাশ করিয়াছিল। আর কাশীরাজের মহিষী নূপুরের মধ্যে বিষসংগোপিত রাখিয়া তদ্দ্বারা রাজাকে বিনাশ করিয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে॥ ১॥

এবং বিরক্তা জনয়ন্তি দোষান্ প্রাণচ্ছিদোঽন্যৈরনুকীর্ত্তিতৈঃ কিম্। রক্তা বিরক্তাঃ পুরুষৈরতোঽর্থাৎ পরীক্ষিতব্যাঃ প্রমদাঃ প্রযত্নাৎ॥ ২॥

বিরক্তা স্ত্রীগণ এইপ্রকারে প্রাণবিনাশকদোষ উৎপাদন করিয়া থাকে, অপর দোষের আর কীর্ত্তনে আবশ্যক কি? এইনিমিত্ত স্ত্রী বিরক্তা কি অনুরক্তা ইহা পরীক্ষা করা পুরুষের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য॥ ২॥

স্নেহং মনোভবকৃতং কথয়ন্তি ভাবা নাভীভুজস্তনবিভূষণদর্শনানি। বস্ত্রাভিসংযমনকেশবিমোক্ষণানি ভ্রূক্ষেপকম্পিতকটাক্ষনিরীক্ষণানি॥ ৩॥

অনুরক্তা স্ত্রীগণ কামজভাবসকল প্রকাশ করিয়া থাকে অর্থাৎ নাভী, ভুজ, স্তন ও অলঙ্কারাদি প্রদর্শন করাইয়া থাকে এবং বস্ত্রপরিধানের ছল, কেশবন্ধন, কেশমুক্ত, ভ্রূক্ষেপ আর কম্পিতকটাক্ষে নিরীক্ষণ এইসকল চিহ্ন অনুরক্তা স্ত্রীগণ প্রিয়জনদর্শনে প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৩॥

উচ্চৈঃষ্ঠীবনমুৎকটপ্রহসিতং শয্যাসনোৎসর্পণং গাত্রাস্ফোটনজৃম্ভণানি সুলভদ্রব্যাল্পসম্প্রার্থনা। বালালিঙ্গনচুম্বনান্যভিমুখে সখ্যাঃ সমালোকনং দৃক্‌পাতশ্চ পরাঙ্মুখে গুণকথা কর্ণস্য কণ্ডূয়নম্॥ ৪॥

উচ্চৈঃস্বরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, উৎকট হাস্য, শয্যা ও আসন উল্লম্ফন অথবা শয্যা ও আসনের নিকট গাত্রের শব্দকরণ, জৃম্ভন, অল্পমূল্য দ্রব্যের ও সুলভ দ্রব্যের প্রার্থনা, সম্মুখস্থ বালককে আলিঙ্গন ও চুম্বনকরণ, সখীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ও প্রিয়ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত, তাহার গুণকথন এবং কর্ণকণ্ডূয়ন অর্থাৎ কানচুল্‌কান এই সকল চিহ্ন অনুরক্তা স্ত্রী প্রিয়ব্যক্তি দর্শনে প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৪॥

ইমাঞ্চ বিন্দ্যাদনুরক্তচেষ্টাং প্রিয়াণি বক্তি স্বধনং দদাতি। বিলোক্য সংহৃষ্যতি বীতরোষা প্রমার্ষ্টি দোষান্ গুণকীর্ত্তনেন॥ ৫॥

প্রিয়-বাক্যকথন, স্বকীয় ধনপ্রদান, বীতরাগা হইয়া প্রিয়ব্যক্তির দর্শনে আনন্দপ্রকাশ এবং প্রিয়ব্যক্তির দোষ গোপনপূর্ব্বক গুণকীর্ত্তন করণ এইসকল চিহ্ন অনুরক্তা স্ত্রী প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৫॥

তন্মিত্রপূজা তদরিদ্বিষত্বং কৃতস্মৃতিঃ প্রোষিতদৌর্ম্মনস্যম্। স্তনৌষ্ঠদানান্যুপগূহনঞ্চ স্বেদোঽথ চুম্বাপ্রথমাভিযোগঃ॥ ৬॥

প্রিয়ব্যক্তির মিত্রকে সম্মান করা ও শত্রুর প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করা, প্রিয়ব্যক্তির উপকার স্মরণ করা, প্রিয়ব্যক্তি বিদেশস্থ হইলে দুঃখপ্রকাশ করা এবং প্রথম সম্মিলনে স্তনস্পর্শ, ওষ্ঠচুম্বন, আলিঙ্গন, গাত্রের স্বেদোদ্‌গম এবং মুখসংযোগ; অনুরক্তা স্ত্রীগণ প্রিয়দর্শনে এইসকল লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৬॥

বিরক্তচেষ্টা ভ্রুকুটীমুখত্বং পরাঙ্মুখত্বং কৃতবিস্মৃতিশ্চ। অসম্ভ্রমো দুষ্পরিতোষতা চ তদ্বিষ্টমৈত্রী পরুষঞ্চ বাক্যম্॥ স্পৃষ্ট্বাথবালোক্যধুনোতি গাত্রং করোতি গর্ব্বং ন রুণদ্ধি যান্তম্। চুম্বা বিরামে বদনং প্রমার্ষ্টি পশ্চাৎ সমুত্তিষ্ঠতি পূর্ব্বসুপ্তা॥ ৭—৮॥

বিরক্তা স্ত্রীগণ পতিকে শত্রুর ন্যায় দর্শনকরত ভ্রুকুটীপ্রকাশ করে, পতিরদিকে পৃষ্ঠ রাখে এবং উপকার স্মরণ করে না, সমাদর করে না, ধনপ্রদানেও সন্তুষ্টা হয় না, পতির শত্রুর সহিত মিত্রতা করে, কর্কশবাক্য বলে, পতির স্পর্শনে ও দর্শনে শরীর কম্পিত করে, অভিমান করে ও পতি ক্রোধ করিয়া গমন করিলে পথ অবরোধ করে না এবং চুম্বন পরিসমাপ্তির পর মুখমার্জ্জন করে, আর নিদ্রার পূর্ব্বে নিদ্রা যায় ও পরে উঠে, বিরক্তা স্ত্রীগণ এইসকল চেষ্টা প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৭—৮॥

ভিক্ষুণিকা প্রব্রজিতা দাসী ধাত্রী কুমারিকা রজকা। মালাকারী দুষ্টাঙ্গনা সখী নাপিতী দূত্যঃ॥ ৯॥

ভিক্ষাকারিণী, কৃত্রিমতপস্বিনী, দাসী, উপমাতা অর্থাৎ ধাত্রী, কুমারিকা, রজকী, মালিনী, দুষ্টাস্ত্রী, সখী এবং নাপিত্তিনী ইহারা কামিনীদিগকে পরপুরুষের বশীভূতা করিয়া দেয়, পরন্ত ইহাদিগকেই কুটনী বা দূতী বলে॥ ৯॥

কুলজনবিনাশহেতুর্দূত্যো যস্মাদতঃ প্রযত্নেন। তাভ্যঃ স্ত্রিয়োঽভিরক্ষ্যা বংশযশোমানবৃদ্ধ্যর্থম্॥ ১০॥

এইসকল দূতী কুলস্ত্রীগণের সতীত্ব বিনাশের কারণ হয়, এইনিমিত্ত উত্তমবংশের কীর্ত্তি ও সম্মানবৃদ্ধি অভিলাষী ব্যক্তি ঐসকল দূতী হইতে যত্নপূর্ব্বক কুলস্ত্রীদিগকে রক্ষা করিবেন॥ ১০॥

রাত্রাবিহারজাগররোগব্যপদেশপরগৃহেক্ষণিকাঃ। ব্যসনোৎসবাশ্চ সঙ্কেতহেতবস্তেষু রক্ষ্যাশ্চ॥ ১১॥

রাত্রিকালে পথপর্য্যটন, রোগের ছল, পরগৃহে বাস, জ্যোতিষীর নিকট প্রশ্ন, সামান্য রোগের ছলদ্বারা দুঃখপ্রকাশ এবং বিবাহাদি উৎসবগৃহ এইসকল নারীদিগের সঙ্কেতস্থান সুতরাং এইসকল হইতে নারীদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে॥ ১১॥

আদৌ নেচ্ছতি নোজ্ঝতি স্মরকথাং ব্রীড়াবিমিশ্রালসা মধ্যে হ্রীপরিবর্জ্জিতাভ্যুপরমে লজ্জাবিনম্রাননা। ভাবৈর্নৈকবিধৈঃ করোত্যভিনয়ং ভূয়শ্চ যা সাদরা বুদ্ধা পুংপ্রকৃতিঞ্চ যানুচরতি গ্লানেতরৈশ্চেষ্টিতৈঃ॥ ১২॥

যেসকল কামিনী শয্যার উপর উপবেসনকরত প্রথমত সঙ্গমেচ্ছা প্রকাশ করে না, কিন্তু সুরতকথা বলিলে শ্রবণ করে, সংসর্গারম্ভে লজ্জাবিমিশ্রিতা ও আলস্যযুক্তা, মধ্যম সময়ে লজ্জারহিতা এবং সংসর্গান্তে লজ্জাপ্রযুক্তবিনম্রমুখা, আর লীলাবিলাসাদিনানাভাবে যত্নপূর্ব্বক চেষ্টাকারিণী এবং স্বামী গ্লানিযুক্ত হইলে নিজেও গ্লানিযুক্তা ও স্বামী সন্তুষ্ট হইলে নিজেও সন্তুষ্টা হইয়া থাকে॥ ১২॥

স্ত্রীণাং গুণা যৌবনরূপবেষদাক্ষিণ্যবিজ্ঞানবিলাসপূর্ব্বাঃ। স্ত্রীরত্নসংজ্ঞা চ গুণান্বিতাসু স্ত্রীব্যাধয়োঽন্যাশ্চতুরস্য পুংসঃ॥ ১৩॥

যৌবন অবস্থা, সুন্দর আকৃতি, অলঙ্কারাদিধারণ, দয়াদাক্ষিণ্যাদি, কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, পুরুষের মনগ্রাহিতা, মধুরভাষিতা এবং কটাক্ষাদিবিলাস এইসকল স্ত্রীলোকদিগের গুণ। এইসকল গুণবিশিষ্টা নারী স্ত্রীরত্ন বলিয়া কথিতা হইয়া থাকে। ইহার অন্যরূপ নারী চতুর পুরুষের ব্যাধিস্বরূপ অর্থাৎ মনের খেদকর বলিয়া জানিবে॥ ১৩॥

ন গ্রাম্যবর্ণৈর্মলদিগ্ধকায়া নিন্দ্যাঙ্গসম্বন্ধিকথাঞ্চ কুর্য্যাৎ। ন চান্যকার্য্যস্মরণং রহঃস্থা মনো হি মূলং হরদগ্ধমূর্ত্তেঃ॥ ১৪॥

গ্রাম্যভাষাযুক্তা অর্থাৎ প্রাকৃতভাষিণী, মলিনা এবং কুৎসিতশরীরা নারীদিগের সহিত কামসম্বন্ধীয় আলাপ পরিত্যাগ করিবে। আর যে নারী নির্জ্জনস্থানস্থিতা হইয়াও অপরকার্য্য স্মরণ করে তাহার সহিত কামালাপ করিবে না, কারণ মনই কামবৃত্তির মূল॥ ১৪॥

শ্বাসং মনুষ্যেণ সমন্ত্যজন্তী বাহূপধানস্তনদানদক্ষা। সুগন্ধকেশা সুসমীপরাগা সুপ্তেঽনুসুপ্তা প্রথমং বিবুদ্ধা॥ ১৫

যে রমণী পতির সহিত একসময় শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে, এবং বাহুতে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যায় ও স্তনদ্বারা বক্ষস্থল পীড়নকরত শয়ন করে, আর যাহার কেশ সুগন্ধযুক্ত এবং যে রমণী রতিক্রিয়ারম্ভে প্রেমাধিক প্রকাশ করে, স্বামীর সম্মুখে বেশভূষাযুক্তা থাকে ও স্বামীর নিদ্রার পর নিদ্রিতা ও অগ্রে জাগরিতা হয় সেই রমণীকে অনুরক্তা বলিয়া জানিবে॥ ১৫॥

দুষ্টস্বভাবাঃ পরিবর্জ্জনীয়া বিমর্দ্দকালেষু চ ন ক্ষমা যাঃ। যাসামসৃগ্বাসিতনীলপীতমাতাম্রবর্ণঞ্চ ন তাঃ প্রশস্তাঃ॥১৬

সংসর্গকালে যে রমণী বিমর্দ্দনাদিতে অক্ষমা সেই দুষ্টস্বভাবা রমণীকে সুরতকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। আর যে রমণীর আর্ত্তব-রক্ত কৃষ্ণ, নীল ও পীত অথবা ঈষৎ লালবর্ণ তাহাকেও কামধর্ম্মে পরিবর্জ্জন করিবে॥১৬॥

যা স্বপ্নশীলা বহুরক্তপিত্তা প্রবাহিনী বাতকফাতিরিক্তা। মহাশনা স্বেদযুতাঙ্গদুষ্টা যা হ্রস্বকেশী পলিতান্বিতা চ॥ মাংসানি যস্যাশ্চ চলন্তি নার্য্যা মহোদরা খিক্খিনী চ যা স্যাৎ। স্ত্রীলক্ষণে যাঃ কথিতাশ্চ পাপাস্তাভির্ন কুর্য্যাৎ সহ কামধর্ম্মম্॥ ১৭—১৮॥

অতিশয় নিদ্রাশীলা, অধিক রক্তপিত্তরোগিণী, আর যাহার গুহ্যস্থান হইতে রক্তাদি সর্ব্বদা প্রবাহিত হয় এবং বাতকফাধিকা, অধিক ভোজন-

শীলা, বহুধর্ম্মযুক্তা, দোষযুক্ত অঙ্গবিশিষ্টা, হ্রস্ব ও শুভ্রকেশিনী, পলিতকেশযুক্তা, স্থূলোদরবিশিষ্টা এবং অস্পষ্টভাষিণী ও স্ত্রীলক্ষণোক্তদোষযুক্তা রমণীদিগকে কামধর্ম্মে বর্জ্জন করিবে ॥ ১৭—১৮ ॥

শশশোণিতসঙ্কাশং লাক্ষারসসন্নিকাশমথবা যৎ।
প্রক্ষালিতং বিরজ্যতি যচ্চাশৃক্তত্তবেচ্ছুদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

যে নারীর ঋতুকালীয় রক্ত শশকরক্তসদৃশ, অথবা লাক্ষারসসন্নিভ, আর যে আর্ত্তব জলদ্বারা প্রক্ষালিত হইলে ধৌত হয়, সেই নারীর আর্ত্তব শুদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

যচ্ছব্দবেদনাবর্জ্জিতং ত্র্যহাৎ সন্নিবর্ত্ততে রক্তম্।
তৎপুরুষসম্প্রয়োগাদবিচারং গর্ভতাং যাতি ॥ ২০ ॥

যে রমণীর আর্ত্তব-রক্তের স্রাব বেদনা ও শব্দরহিত হয় এবং তিন দিবস পরে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, সেই রমণী পুরুষসংসর্গে নিশ্চয়ই গর্ভগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ন দিনত্রয়ং নিষেবেৎ স্নানং মাল্যানুলেপনঞ্চ স্ত্রী।
স্নায়াচ্চতুর্থদিবসে শাস্ত্রোক্তেনোপদেশেন ॥ ২১ ॥

নারীগণ ঋতুর তিনদিবস স্নান, পুষ্পমালাধারণ এবং চন্দনাদি অনুলেপন কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। চতুর্থদিবসে শাস্ত্রোক্তবিধি অনুসারে স্নান করিবে ॥ ২১ ॥

পুষ্যস্নানৌষধয়ো যাঃ কথিতাস্তাভিরম্বুমিশ্রাভিঃ।
স্নায়াত্তথাত্রমন্ত্রঃ স এব যস্তত্রনির্দ্দিষ্টঃ ॥ ২২ ॥

পুষ্যাস্নানাধ্যয়োক্ত ঔষধিমিশ্রিত জলদ্বারা রজস্বলানারী স্নান করিবে এবং স্নানকালে পুষ্যাস্নানোক্ত মন্ত্রও পাঠ করিবে ॥ ২২ ॥

যুগ্মাসু কিল মনুষ্যা নিশাসু নার্য্যো ভবন্তি বিষমাসু।
দীর্ঘায়ুষঃ সুরূপাঃ সুখিনশ্চ বিকৃষ্টযুগ্মাসু ॥ ২৩ ॥

রজোদর্শনের তিনদিবস অতীতে যুগ্মরাত্রিতে গর্ভধারণ করিলে পুত্র এবং বিষমরাত্রিতে কন্যা, আর ৬।৮।১২।১৪।১৬ এই সকল রাত্রিতে গর্ভগ্রহণ করিলে দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট, রূপবান্ এবং সুখী সন্তান জন্মিয়া থাকে। চতুর্থরাত্রিতে ইহার বিপরীত বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

দক্ষিণপার্শ্বে পুরুষো বামে নারী যমাবুভয়সংস্থৌ।
যদ্রুদরমধ্যোপগতং নপুংসকং তন্নিবোদ্ধব্যম্ ॥ ২৪ ॥

রমণীদিগের দক্ষিণকুক্ষিতে গর্ভস্থ সন্তান থাকিলে ঐ সন্তান পুরুষ, আর বামকুক্ষিতে কন্যা, যমজ হইলে উভয় কুক্ষিতে থাকে, আর গর্ভাশয়ের মধ্যস্থানে থাকিলে সন্তান নপুংসক জন্মিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কেন্দ্রত্রিকোণেষু শুভস্থিতেষু লগ্নে শশাঙ্কে চ শুভৈঃ সমেতে। পাপৈস্ত্রিলাভারিগতৈশ্চ যায়াৎ পুংজন্মযোগেষু চ সম্প্রয়োগম্ ॥ ২৫ ॥

কেন্দ্রে অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ স্থানে এবং ত্রিকোণে অর্থাৎ ৯। ৫ম স্থানে আর উদিতলগ্নে ও যে রাশিতে চন্দ্র অবস্থিতি করিবে সেই রাশিতে শুভগ্রহ অর্থাৎ বুধ, শুক্র এবং বৃহস্পতি থাকিলে, আর যখন ৩। ১১। ৬ স্থানে পাপগ্রহ অবস্থিতি করিলে পুংজন্মযোগ থাকিলে সেই সময় স্ত্রীসম্ভোগ করিবে ॥ ২৫ ॥

ন নখদশনবিক্ষতানি কুর্য্যাদ্ ঋতুসময়ে পুরুষঃ স্ত্রিয়াঃ কথঞ্চিৎ। ঋতুরপি দশষট্ চ বাসরাণি প্রথমনিশাত্রিতয়ং ন তত্র গম্যম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামন্তঃপুরচিন্তায়াং পুংস্ত্রীসমাযোগো নামাষ্টাসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঋতুকালে কখনই কামিনীদিগকে নখ বা দন্তদ্বারা ক্ষত করিবে না। আর এস্থলে ঋতুকালশব্দে রজস্বলা হওয়ার তিন দিন পর ষোল দিন পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, কারণ রজস্বলার প্রথম তিনদিবস স্ত্রীসংসর্গ শাস্ত্রে নিষেধ আছে ॥ ২৬ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শয্যাসনলক্ষণম্।

সর্ব্বস্য সর্ব্বকালং যস্মাদুপযোগমেতি শাস্ত্রমিদম্।
রাজ্ঞাং বিশেষতোঽতঃ শয়নাসনলক্ষণং বক্ষ্যে ॥ ১ ॥

শয়নাসনলক্ষণোক্ত শাস্ত্র সর্ব্বদাই সর্ব্বসাধারণের আবশ্যক হইয়া থাকে, রাজার ত বিশেষরূপ আবশ্যক, এইনিমিত্ত পালঙ্ক প্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

অসনস্পন্দনচন্দনহরিদ্রসুরদারুতিন্দুকীশালাঃ।
কাশ্মর্য্যঞ্জনপদ্মকশাকা বা শিংশপা চ শুভাঃ ॥ ২ ॥

অশনবৃক্ষ, স্পন্দনবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ এবং দারুহরিদ্রা, দেবদারু, গাব, সেগুন, গাম্ভারী, অঞ্জন, পদ্মক, শিরীষ এবং শিশু এইসকল বৃক্ষের পালঙ্ক প্রভৃতি শয্যা ও আসনাদি শুভকারক ॥ ২ ॥

অশনিজলানিলহস্তিপ্রপাতিতা মধুবিহঙ্গকৃতনিলয়াঃ।
চৈত্যশ্মশানপথিজোর্দ্ধশুষ্কবল্লীনিবদ্ধাশ্চ ॥ ৩ ॥

যেসকল বৃক্ষ বজ্র, জল, বায়ু ও হস্তীদ্বারা পতিত হইয়াছে, আর যেসকল বৃক্ষে মধুমক্ষিকা ও পক্ষিগণ বাসকরে এবং গ্রামের মধ্যের প্রধান বৃক্ষ, শ্মশানস্থবৃক্ষ ও পথের নিকটের বৃক্ষ আর যে সকল বৃক্ষের উপরের দিক্ শুষ্ক হইয়াছে সেই সকল বৃক্ষ শয্যাসনাদিতে শুভকারক নহে ॥ ৩ ॥

কণ্টকিনো বা যে স্যুর্ম্মহানদীসঙ্গমোদ্ভবা যে চ।
সুরভবনজাশ্চ ন শুভা যে চাপরযাম্যদিক্পতিতাঃ ॥ ৪ ॥

কণ্টকবৃক্ষ এবং নদীসঙ্গমের নিকটস্থিত বৃক্ষ ও দেবালয়জাত বৃক্ষ আর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পতিতবৃক্ষ এইসকলদ্বারা শয্যা ও আসন প্রস্তুত করিলে তাহা শুভকারক হয় না ॥ ৪ ॥

প্রতিসিদ্ধবৃক্ষনির্ম্মিতশয়নাসনসেবনাৎ কুলবিনাশঃ।
ব্যাধিভয়ব্যয়কলহা ভবন্ত্যনর্থাশ্চ নৈকবিধাঃ॥ ৫॥

নিষিদ্ধবৃক্ষদ্বারা শয্যা ও আসন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে কুলক্ষয়, ব্যাধিভয়, ধনহানি, কলহ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

পূর্ব্বচ্ছিন্নং যদি বা দারু ভবেত্তৎ পরীক্ষ্যমারম্ভে।
যদ্যারোহেত্তস্মিন্ কুমারকঃ পুত্রপশুদং তৎ॥ ৬॥

পূর্ব্বে যে বৃক্ষ ছিন্ন হইয়াছে তাহার পরীক্ষা আসনাদিপ্রস্তুত করিতে আরম্ভকালে করিবে। অর্থাৎ যে বৃক্ষ পূর্ব্বে ছিন্ন হইয়াছে তাহার উপর যদি কোন বালক হঠাৎ উঠে, তবে জানিবে যে উক্ত বৃক্ষের শয্যা ও আসন পুত্র ও পশুপ্রদ হইবে॥ ৬॥

সিতকুসুমমত্তবারণদধ্যক্ষতপূর্ণকুম্ভরত্নানি।
মঙ্গল্যান্যন্যানি চ দৃষ্ট্বারম্ভে শুভং জ্ঞেয়ম্॥ ৭॥

শয্যা কিম্বা আসনপ্রস্তুত করিতে আরম্ভকরিবার সময় যদি শ্বেতপুষ্প, মত্তহস্তী, দধি, আতপতণ্ডুল, পূর্ণকুম্ভ, রত্ন এবং শঙ্খ ও বেদধ্বনি আর চক্রবাক ও কোকিলের ধ্বনি এইসকল মাঙ্গলিক শব্দশ্রুত ও মাঙ্গলিক পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে॥ ৭॥

কর্ম্মাঙ্গুলং যবাষ্টকমুদরাসক্তং তুষৈঃ পরিত্যক্তম্।
অঙ্গুলশতং নৃপাণাং মহতী শয্যা জয়ায় কৃতা॥ ৮॥

তুষরহিত আটটী যব পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিলে যতটুকু প্রশস্ত হয় তাহাকে সূত্রধারের অর্থাৎ মিস্তিরির এক অঙ্গুলি পরিমাণ বলে। এই অঙ্গুলীর একশত অঙ্গুলী পরিমাণ রাজার প্রধান শয্যা প্রস্তুত করিবে, এইরূপ শয্যাই রাজার শুভকারক॥ ৮॥

নবতিঃ সৈব ষড়ূনা দ্বাদশহীনা ত্রিষট্‌কহীনা চ।
নৃপপুত্রমন্ত্রিবলপতিপুরোধসাং স্যুর্যথাসঙ্খ্যম্॥ ৯॥

রাজপুত্রের শয্যা নব্বই অঙ্গুলী, প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীর শয্যা চৌরাশী অঙ্গুলী, সেনাপতির শয্যা আটসত্তর অঙ্গুলী এবং পুরোহিতের শয্যা বাহাত্তর অঙ্গুলী পরিমাণ প্রস্তুত করিবে॥ ৯॥

অর্দ্ধমতোঽষ্টাংশোনং বিষ্কম্ভো বিশ্বকর্ম্মণা প্রোক্তঃ।
আয়ামত্র্যংশসমঃ পাদোচ্ছ্রায়ঃ সকুক্ষিশিরাঃ॥ ১০॥

শয্যার দৈর্ঘ্য যত অঙ্গুলী হইবে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ পরিত্যাগকরত অপর অর্দ্ধেকের অষ্টমাংশ কম যত অঙ্গুলী হইবে তত অঙ্গুলী শয্যার প্রস্থ হইবে, ইহা বিশ্বকর্ম্মা বলিয়াছেন। শয্যার খুরা অর্থাৎ পায়া দৈর্ঘ্যের তৃতীয়াংশ উচ্চ হইবে, মস্তকের বাহিরের বর্ত্তুলও ঐরূপ হইবে॥ ১০॥

যঃ সর্ব্বঃ শ্রীপর্ণ্যা পর্য্যঙ্কো নির্ম্মিতঃ স ধনদাতা।
অসনকৃতো রোগহরস্তিন্দুকসারেণ বিত্তকরঃ॥ ১১॥

যদি শ্রীপর্ণীবৃক্ষদ্বারা সম্পূর্ণ পালঙ্ক প্রস্তুত হয় তাহাহইলে সেই পালঙ্ক ধনপ্রদান করে, আর অসনবৃক্ষদ্বারা প্রস্তুত করা পালঙ্ক রোগবিনাশকারক এবং তেন্দুক অর্থাৎ গাঁবকাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করা পালঙ্ক দ্রব্যপ্রদান করিয়া থাকে॥ ১১॥

যঃ কেবলশিংশপয়া বিনির্ম্মিতো বহুবিধং স বৃদ্ধিকরঃ।
চন্দনময়ো রিপুঘ্নো ধর্ম্মযশোদীর্ঘজীবিতকৃৎ॥ ১২॥

একমাত্র শিশুকাষ্ঠদ্বারা পালঙ্ক প্রস্তুত করিলে নানাপ্রকারে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, চন্দনকাষ্ঠদ্বারা পালঙ্ক প্রস্তুত করিলে শত্রুবিনাশ এবং ধর্ম্ম, যশ ও দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে॥ ১২॥

যঃ পদ্মকপর্য্যঙ্কঃ স দীর্ঘমায়ুঃ শ্রিয়ং শ্রুতং বিত্তম্।
কুরুতে শালেন কৃতঃ কল্যাণং শাকরচিতশ্চ॥ ১৩॥

পদ্মকাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুতকরা পালঙ্ক দীর্ঘায়ুকারক, এবং লক্ষ্মী, বিদ্যা ও দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। শাল ও শিরীষদ্বারা প্রস্তুত করা পালঙ্ক কল্যাণকারক বলিয়া জানিবে॥ ১৩॥

কেবলচন্দনরচিতং কাঞ্চনগুপ্তং বিচিত্ররত্নযুতম্।
অধ্যাসন্ পর্য্যঙ্কং বিবুধৈরপি পূজ্যতে নৃপতিঃ॥ ১৪॥

একমাত্র চন্দনকাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুতকরা পালঙ্ক যদি সুবর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত ও নানাবিধ রত্নদ্বারা পরিশোভিত হয় এবং তদুপরি রাজা উপবেসন করেন তাহাহইলে দেবগণও তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন॥ ১৪॥

অন্যেন সমাযুক্তা ন তিন্দুকী শিংশপা চ শুভফলদা।
ন শ্রীপর্ণী ন চ দেবদারুবৃক্ষো ন চাপ্যসনঃ॥ ১৫॥

তিন্দুক অর্থাৎ গাঁব এবং শিশু এই দুই বৃক্ষ যদি অন্যকোন বৃক্ষের সহিত জোড়া দিয়া পালঙ্ক প্রস্তুত করে তাহাহইলে সেই পালঙ্ক শুভকর নহে। আর যদি শ্রীপর্ণী, দেবদারু এবং অসন এইসকল বৃক্ষ অন্য বৃক্ষের সহিত জোড়া দিয়া পালঙ্ক প্রস্তুত করে তাহাহইলে সেই পালঙ্কও শুভফলপ্রদ হয় না॥ ১৫॥

শুভদৌ তু শাকশালৌ পরস্পরং সংযুতৌ পৃথক্ চৈব।
তদ্বৎ পৃথক্ প্রশস্তৌ সহিতৌ চ হরিদ্রককদম্বৌ॥ ১৬॥

শিরীষ এবং শাল এই উভয় বৃক্ষ যদি পরস্পর যোড়া দিয়া কিংবা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পালঙ্ক প্রস্তুত করে তাহাহইলে সেই পালঙ্ক শুভফলপ্রদ হয়। আর দারুহরিদ্রা এবং কদম্ব এই দুই বৃক্ষ যদি পরস্পর যোড়া দিয়া বা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পালঙ্ক প্রস্তুত করে তাহাহইলে সেই পালঙ্কও শুভজনক হইয়া থাকে॥ ১৬॥

সর্ব্বঃ স্পন্দনরচিতো ন শুভঃ প্রাণান্ হিনস্তি চাম্বকৃতঃ।
অসনোঽন্যদারুসহিতঃ ক্ষিপ্রং দোষান্ করোতি বহূন্॥ ১৭॥

তিনিশকাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত পালঙ্ক প্রাণনাশক, সুতরাং শুভ নহে। অসনবৃক্ষ অপর বৃক্ষের সহিত মিলিত করত পালঙ্ক করিলে সেই পালঙ্কও বহুদোষ জন্মাইয়া থাকে॥ ১৭॥

আম্রস্পন্দনচন্দনবৃক্ষাণাং স্পন্দনাচ্ছুভাঃ পাদাঃ।
ফলতরুণাং শয়নাসনমিষ্টফলং ভবতি সর্ব্বেণ ॥ ১৮ ॥

আম্র, স্পন্দন অর্থাৎ তিনিশ ও চন্দন এইসকল বৃক্ষের মধ্যে স্পন্দন-বৃক্ষের পায়া শুভকারক। আর সকলপ্রকার ফলবান্ বৃক্ষেরই পালঙ্ক ও আসন শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

গজদন্তঃ সর্ব্বেষাং প্রোক্ততরূণাং প্রশস্যতে যোগে।
কার্য্যোঽলঙ্কারবিধির্গজদন্তেন প্রশস্তেন ॥ ১৯ ॥

উক্ত সমস্তপ্রকার বৃক্ষের সহিতই হস্তিদন্ত যোড়া দিয়া প্রস্তুত করা পালঙ্ক শুভকারক হইয়া থাকে। এইনিমিত্ত প্রশস্ত হস্তীর দন্তদ্বারা পালঙ্ক প্রভৃতি শোভিত করিবে ॥ ১৯ ॥

দন্তস্য মূলপরিধিং দ্বিরায়তং প্রোজ্‌ঝ্য কল্পয়েচ্ছেষম্।
অধিকমনূপচারাণাং ন্যূনং গিরিচারিণাং কিঞ্চিৎ ॥ ২০ ॥

গজদন্তের মূলদেশ হইতে দুইপরিধি অর্থাৎ গজদন্তের মূলদেশ যে পরিমাণ প্রশস্ত তাহার দ্বিগুণ পরিত্যাগকরত অপরাংশের দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবে। আর সজলদেশের হস্তীদন্তের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক ও পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় হস্তীদন্তের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কমপরিমাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০ ॥

শ্রীবৎসবর্দ্ধমানচ্ছত্রধ্বজচামরানুরূপেষু।
ছেদে দৃষ্টেষ্বারোগ্যবিজয়ধনবৃদ্ধিসৌখ্যানি ॥ ২১ ॥

হস্তীদন্ত ছেদন করিবার সময় ছিন্নস্থানে যদি শ্রীবৎস ও বর্দ্ধমান নামক চিহ্ন এবং ছত্র, ধ্বজ ও চামরসদৃশ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় তাহাহইলে আরোগ্য, বিজয়, ধন এবং সুখ এইসকল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

প্রহরণসদৃশেষু জয়ো নন্দ্যাবর্ত্তে প্রনষ্টদেশাপ্তিঃ।
লোষ্টে তু লব্ধপূর্ব্বস্য ভবতি দেশস্য সম্প্রাপ্তিঃ ॥ ২২ ॥

উক্ত চিহ্ন অস্ত্রসদৃশ হইলে জয়প্রাপ্তি, নন্দ্যাবর্ত্তসদৃশ হইলে নষ্টদেশ পুনঃ প্রাপ্তি, আর মৃত্তিকার পিণ্ডসদৃশ দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বলব্ধ অথচ হস্তগত নহে এইরূপ দেশ লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

স্ত্রীরূপে স্ববিনাশো ভৃঙ্গারেঽভ্যুত্থিতে সুতোৎপত্তিঃ।
কুম্ভেন নিধিপ্রাপ্তির্যাত্রাবিঘ্নঞ্চ দণ্ডেন ॥ ২৩ ॥

হস্তীদন্তের ছিন্নস্থান নারীসদৃশ দৃষ্ট হইলে অশ্বের বিনাশ, ভৃঙ্গার অর্থাৎ ঝারিসদৃশ দৃষ্ট হইলে পুত্রপ্রাপ্তি, কুম্ভসদৃশ দৃষ্ট হইলে রত্নপ্রাপ্তি এবং দণ্ডসদৃশ দৃষ্ট হইলে যাত্রায় বিঘ্ন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কৃকলাসকপিভুজঙ্গেষ্বসুভিক্ষব্যাধয়ো রিপুবশত্বম্।
গৃধ্রোলূকধ্বাঙ্ক্ষশ্যেনাকারেষু জনমরকঃ ॥ ২৪ ॥

উক্ত ছিন্নস্থান টীকৃটীকী ও বানরের ন্যায় দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং শত্রুর বশতা এইসকল ঘটিয়া থাকে। আর গৃধ্র, উলূক, কাক এবং শ্যেনপক্ষী এই সকলের ন্যায় দৃষ্ট হইলে মারিভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পাশেঽথবা কবন্ধে নৃপমৃত্যুর্জ্জনবিপৎ স্রুতে রক্তে।
কৃষ্ণে শ্যাবে রূক্ষে দুর্গন্ধে চাশুভং ভবতি ॥ ২৫ ॥

উক্ত ছিন্নস্থান পাশ বা কবন্ধসদৃশ দৃষ্ট হইলে রাজার মৃত্যু, আর ছেদনকালে রক্তস্রাব হইলে লোকসমূহের দুঃখ, ছিন্নস্থান কৃষ্ণবর্ণ, মলীন, রূক্ষ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শুক্লঃ সমঃ সুগন্ধিঃ স্নিগ্ধশ্চ শুভাবহো ভবেচ্ছেদঃ।
অশুভশুভচ্ছেদা যে শয়নেষ্বপি তে তথা ফলদাঃ ॥ ২৬ ॥

হস্তীদন্তের ছিন্নস্থান যদি শ্বেতবর্ণ, সমান, সুগন্ধিযুক্ত এবং নির্ম্মল দেখা যায় তাহাহইলে শুভ ফলপ্রদ। হস্তীদন্তের ছেদনসম্বন্ধীয় যে শুভাশুভফল বলা হইল তাহা শয্যার জন্য ছিন্ন হস্তীদন্তসম্বন্ধীয়ই জানিবে ॥ ২৬ ॥

ঈষাযোগে দারু প্রদক্ষিণাগ্রং প্রশস্তমাচার্য্যৈঃ।
অপসব্যৈকদিগগ্রে ভবতি ভয়ং ভূতসঞ্জনিতম্ ॥ ২৭ ॥

পালঙ্কের চারিদিকের কাষ্ঠের যোড়া দেওয়াকালে প্রথমত বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে ঐ চারি কাষ্ঠের অগ্রভাগ যোড়া দিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত যোড়া দিয়া ঐ পূর্ব্বদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগ দক্ষিণদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত যোড়া দিবে. পরে দক্ষিণদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগ পশ্চিমদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত যোড়া দিয়া সর্ব্বশেষে পশ্চিমদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগ উত্তরদিকের কাষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত যোড়া দিবে। ইহার বিপরীত হইলে ভূতের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

একেনাবাক্‌শিরসা ভবতি হি পাদেন পাদবৈকল্যম্।
দ্বাভ্যাং ন জীর্য্যতেঽন্নং ত্রিচতুর্ভিঃ ক্লেশবধবন্ধাঃ ॥ ২৮ ॥

পালঙ্কের একটী পাদ অর্থাৎ একটী পায়া নিম্ন হইলে পালঙ্কের স্বামীর পাদবিকল হয়, দুইটী পাদ নিম্ন হইলে পালঙ্কস্বামীর অন্ন পরিপাক হয় না, আর তিনটী বা চারিটী পায়া নিম্ন হইলে পালঙ্কস্বামীর বধ, বন্ধন ও অপরাপর ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

সুষিরেঽথবা বিবর্ণে গ্রন্থৌ পাদস্য শীর্ষগে ব্যাধিঃ।
পাদে কুম্ভো যশ্চ গ্রন্থৌ তস্মিন্নুদররোগঃ ॥ ২৯ ॥

পালঙ্কের পায়ার মস্তকের ছিদ্র যদি ভিন্নবর্ণ হয় কিম্বা গ্রন্থিযুক্ত হয় তাহাহইলে পালঙ্কস্বামীর মস্তকের পীড়া হইয়া থাকে। আর পায়ার কুম্ভভাগে গ্রন্থী অর্থাৎ গাইট্ থাকিলে পালঙ্কস্বামীর উদরসম্বন্ধীয় পীড়া হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কুম্ভাধস্তাজ্জঙ্ঘা তত্র কৃতো জঙ্ঘয়োঃ করোতি ভয়ম্।
তস্যাশ্চাধারোঽধঃক্ষয়কৃদ্দ্ব্যস্য তত্র কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

পালঙ্কের পায়ার কুম্ভস্থানের নীচের ভাগকে জঙ্ঘা বলে, যদি এই জঙ্ঘাতে আটটী গ্রন্থী থাকে তাহাহইলে পালঙ্কস্বামীর জঙ্ঘার ভয় হইয়া থাকে, আর ঐ জঙ্ঘার নীচের ভাগকে আধার বলে ঐ অধারে যদি গ্রন্থি থাকে তাহাহইলে পালঙ্কস্বামীর ধনক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

খুরদেশে যো গ্রন্থিঃ খুরিণাং পীড়াকরঃ স নির্দ্দিষ্টঃ।
ঈষাশীর্ষণ্যোশ্চ ত্রিভাগসংস্থো ভবেন্ন শুভঃ ॥ ৩১ ॥

পালঙ্কের পায়ার পাদস্থানে গ্রন্থি থাকিলে ক্ষুরবিশিষ্ট অশ্বাদি প্রাণীর

পীড়া হইয়া থাকে, ঈষার অর্থাৎ পালঙ্কের বাজুর কাষ্ঠের এবং মস্তকের ও পাদের ধারের কাষ্ঠের তৃতীয়াংশে গ্রন্থি থাকিলে তাহা অশুভকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩১ ॥

নিষ্কুটমথ কোলাক্ষং শূকরনয়নঞ্চ বৎসনাভঞ্চ।
কালকমন্যদ্ধুন্ধুকমিতি কথিতশ্ছিদ্রসঙ্ক্ষেপঃ ॥ ৩২ ॥

পালঙ্কের পায়ায় নিষ্কুট, কোলাক্ষ, শূকরনয়ন, বৎসনাভ, কালক, এবং ধুন্ধুকনামক ছিদ্র হইয়া থাকে, ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

ঘটবৎসুষিরং মধ্যে সঙ্কটমাস্যে চ নিষ্কুটং ছিদ্রম্।
নিষ্পাবমাষমাত্রং নীলং ছিদ্রঞ্চ কোলাক্ষম্ ॥ ৩৩ ॥

পায়ার মধ্যভাগে ঘটের সদৃশ এবং মুখের নিকট ছোট যে ছিদ্র হয় তাহাকে নিষ্কুট নামক ছিদ্র বলে, আর যে ছিদ্র নিষ্পাব ও মাষকলাই-সদৃশ নীলবর্ণ তাহাকে কোলাক্ষনামক ছিদ্র বলে ॥ ৩৩ ॥

শূকরনয়নং বিষমং বিবর্ণমধ্যর্দ্ধপর্ব্বদীর্ঘঞ্চ।
বামাবর্ত্তং ভিন্নং পর্ব্বমিতং বৎসনাভাখ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

যে ছিদ্র অসমান, বিবর্ণ এবং অর্দ্ধপর্ব্ব দীর্ঘ তাহাকে শূকরনয়ন নামক ছিদ্র বলে। আর যে ছিদ্র বামাবর্ত্ত ও পর্ব্বপরিমিত তাহাকে বৎসনাভ-নামক ছিদ্র বলে ॥ ৩৪ ॥

কালকসংজ্ঞং কৃষ্ণং ধুন্ধুকমিতি যত্তবেদ্বিনির্ভিন্নম্।
দারুসবর্ণং ছিদ্রং ন তথা পাপং সমুদ্দিষ্টম্ ॥ ৩৫ ॥

যে ছিদ্র কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে কালক নামক ছিদ্র বলে, আর যেছিদ্রের উভয় দিক্ দেখা যায় ও যে ছিদ্র কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে ধুন্ধুনামক ছিদ্র বলে। যে ছিদ্রের বর্ণ কাষ্ঠসদৃশ সেই ছিদ্র অধিক অশুভকর নহে ॥ ৩৫ ॥

নিষ্কুটসংজ্ঞে দ্রব্যক্ষয়স্তু কোলাক্ষেণ কুলধ্বংসঃ।
শস্ত্রভয়ং শূকরকে রোগভয়ং বৎসনাভাখ্যে ॥ ৩৬ ॥

নিষ্কুটনামক ছিদ্র হইলে দ্রব্যনাশ, কোলাক্ষ নামক ছিদ্র হইলে কুলনাশ, শূকরনয়ননামক ছিদ্র হইলে শস্ত্রভয় এবং বৎসনাভ নামক ছিদ্র হইলে রোগভয় হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

কালকধুন্ধুকসংজ্ঞং কীটৈর্ব্বিদ্ধঞ্চ ন শুভদং ছিদ্রম্।
সর্ব্বং গ্রন্থিপ্রচুরং সর্ব্বত্র ন শোভনং দারু ॥ ৩৭ ॥

কালক ও ধুন্ধুকনামক ছিদ্র আর কীটদ্বারা কৃতছিদ্র শুভকর নহে। যদি কাষ্ঠের সকলস্থানে গ্রন্থি থাকে তাহাহইলে সকলকার্য্যেই অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

একদ্রুমেণ ধন্যং বৃক্ষদ্বয়নির্ম্মিতঞ্চ ধন্যতরম্।
ত্রিভিরাত্মজবৃদ্ধিকরং চতুর্ভির্থৈর্যশশ্চাগ্র্যম্ ॥ ৩৮ ॥

পালঙ্ক যদি একটী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হয় তাহাহইলে শুভ, দুইটী বৃক্ষদ্বারা প্রস্তুত হইলে অত্যন্ত শুভ, তিনটী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা হইলে পুত্রবৃদ্ধি আর চারিটী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হইলে দ্রব্যপ্রাপ্তি ও উত্তম যশ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

পঞ্চবনস্পতিরচিতে পঞ্চত্বং যাতি তত্র যঃ শেতে।
ষট্সপ্তাষ্টতরূণাং কাষ্ঠৈর্ঘটিতে কুলবিনাশঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং শয্যাসন-লক্ষণং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পাঁচটী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করা পালঙ্কে যে ব্যক্তি শয়ন করিবে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে, আর ৬। ৭। ৮। টী বৃক্ষদ্বারা প্রস্তুতকরা পালঙ্ক কুলনাশক হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ রত্নপরীক্ষা।

রত্নেন শুভেন শুভং ভবতি নৃপাণামনিষ্টমশুভেন।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যং দৈবং রত্নাশ্রিতং তজ্জ্ঞৈঃ ॥ ১ ॥

শুভলক্ষণযুক্ত রত্ন হইতে শুভফল ও অশুভলক্ষণযুক্ত রত্ন হইতে অশুভফল হইয়া থাকে, এইনিমিত্ত রত্নপরীক্ষকদ্বারা হীরকাদিরত্নাশ্রিত দেবতা পরীক্ষা করিবে ॥ ১ ॥

দ্বিপহয়বনিতাদীনাং স্বগুণবিশেষেণ রত্নশব্দোঽস্তি।
ইহ তূপলরত্নানামধিকারো বজ্রপূর্ব্বাণাম্ ॥ ২ ॥

হস্তী, অশ্ব এবং স্ত্রী এই সকলকে ও অন্যান্য দ্রব্যকেও স্ব স্ব গুণাধিক্য প্রযুক্ত রত্ন বলে, কিন্তু এস্থলে রত্নশব্দে হীরকাদি প্রস্তরখণ্ডকেই বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

রত্নানি বলাদ্দৈত্যাদ্ দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবাদ্ বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্ ॥ ৩ ॥

কেহ কেহ বলেন যে বলনামক দৈত্য হইতে রত্ন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইন্দ্র উক্ত দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন পরে তাহার অস্থি হইতেই রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন যে দধিচিমুনির অস্থি হইতে রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন ভূমির স্বভাবেই প্রস্তরের নানারূপ চিত্রিত রঙ্ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বজ্রেন্দ্রনীলমরকতকর্কেতনপদ্মরাগরুধিরাখ্যাঃ। বৈদূর্য্য-পুলকবিমলকরাজমণিস্ফটিকশশিকান্তাঃ ॥ সৌগন্ধিক-গোমেদকশঙ্খমহানীলপুষ্পরাগাখ্যাঃ। ব্রহ্মমণিজ্যোতী-রসশস্যকমুক্তাপ্রবালানি ॥ ৪—৫ ॥

বজ্র, ইন্দ্রনীল, মরকত, কর্কেতন, পদ্মরাগ, রুধিরাখ্য, বৈদূর্য্য, পুলক, বিমলক, রাজমণি, স্ফটিক, চন্দ্রকান্ত, সৌগন্ধিক, গোমেদক, শঙ্খ, মহা-নীল, পুষ্পরাজ, ব্রহ্মমণি, জ্যোতিরস, শস্যক, মুক্তাফল এবং প্রবাল এইসকল রত্নের মধ্যে ভেদ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বজ্র, মুক্তা, পদ্মরাগ এবং মরকত এই চারিপ্রকার রত্ন সর্ব্বোত্তম বলিয়া আচার্য্যগণ ইহাদেরই লক্ষণ বলিয়াছেন ॥ ৪—৫ ॥

বেণাতটে বিশুদ্ধং শিরীষকুসুমোপমঞ্চ কৌশলকম্।
সৌরাষ্ট্রকমাতাম্রং কৃষ্ণং সৌর্পারকং বজ্রম্ ॥ ৬ ॥

বেণানদীর তীরে উৎপন্ন রত্নকে বজ্র অর্থাৎ হীরা বলে, এই হীরা বিশুদ্ধ অর্থাৎ দোষরহিত। শিরীষপুষ্পসদৃশ শ্বেতপীতবর্ণ হীরা কোশলদেশোৎপন্ন। ঈষত্তাম্রবর্ণ হীরা সৌরাষ্ট্রদেশোৎপন্ন। আর কৃষ্ণবর্ণহীরা সুর্পাকরদেশোৎপন্ন বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

ঈষত্তাম্রং হিমবতি মতঙ্গজং বল্লপুষ্পসঙ্কাশম্।
আপীতঞ্চ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ্ড্রেষু সম্ভূতম্ ॥ ৭ ॥

যে হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ সেই হীরক হিমালয়পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। বল্লপুষ্পসদৃশ হীরা মতঙ্গজদেশোৎপন্ন। ঈষৎপীতবর্ণ হীরা কলিঙ্গদেশোৎপন্ন এবং শ্যামবর্ণ হীরা পৌণ্ড্রদেশোৎপন্ন বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

ঐন্দ্রং ষড়স্রি শুক্লং যাম্যং সর্পাস্যরূপমসিতঞ্চ।
কদলীকাণ্ডনিকাশং বৈষ্ণবমিতি সর্ব্বসংস্থানম্ ॥ ৮ ॥

যে হীরা ষট্‌কোণ এবং শ্বেতবর্ণ তাহা ইন্দ্রদৈবত, যে হীরক কৃষ্ণবর্ণ ও সর্পমুখসদৃশ তাহা যমদৈবত, যে হীরক কদলীকাণ্ডসদৃশ (নীলপীত) বর্ণ ও পূর্ব্বোক্ত আকার হইতে ভিন্ন তাহা বিষ্ণুদৈবত বলিয়া জানিবে ॥ ৮ ॥

বারুণমবলাগুহ্যোপমং ভবেৎ কর্ণিকারপুষ্পনিভম্।
শৃঙ্গাটকসংস্থানং ব্যাঘ্রাক্ষিনিভঞ্চ হৌতভুজম্ ॥ ৯ ॥

যে হীরক নারীদিগের গুহ্যস্থানের ন্যায় ও কর্ণীকারপুষ্পসদৃশ ঈষৎ পীতবর্ণ সেই হীরক বরুণদৈবত, আর যে হীরক শৃঙ্গাটকসদৃশ ত্রিকোণ ও ব্যাঘ্রের নেত্রসদৃশ সেই হীরক অগ্নিদৈবত ॥ ৯ ॥

বায়ব্যঞ্চ যবোপমমশোককুসুমপ্রভং সমুদ্দিষ্টম্।
স্রোতঃ খনিঃ প্রকীর্ণকমিত্যাকরসম্ভবস্ত্রিবিধঃ ॥ ১০ ॥

যে হীরক যবসদৃশ আকার ও অশোকপুষ্পসদৃশ রক্তবর্ণ সেই হীরক বায়ুদৈবত। এইরূপে হীরকসম্বন্ধীয় দেবতার বিষয় বলা হইল। এই সকল হীরা নদী, খনি ও ঝিল এই তিনস্থানে পাওয়া যায় ॥ ১০ ॥

রক্তং পীতঞ্চ শুভং রাজন্যানাং সিতং দ্বিজাতীনাম্।
শৈরীষং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং শস্যতেঽসিনিভম্ ॥ ১১ ॥

রক্ত ও পীতবর্ণ হীরা রাজার শুভকর, শ্বেতবর্ণ হীরা ব্রাহ্মণের শুভকর, শিরীষপুষ্পবর্ণ-সদৃশ হীরা বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরা শূদ্রের শুভকর হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলো ভবেত্তণ্ডুলৈস্তু বিংশত্যা।
তুলিতস্য দ্বে লক্ষে মূল্যং দ্বিদ্ব্যূনিতে চৈতৎ ॥ ১২ ॥

আটটী শ্বেতসর্ষপে একটী তণ্ডুলপরিমাণ হয়, ইহার বিংশতিতণ্ডুলপরিমাণ হীরার মূল্য দুই লক্ষ কার্ষাপন।* আর এই বিংশতিতণ্ডুল হইতে দুই দুই তণ্ডুল কম হীরা হইলে যে মূল্য হইবে তাহা নিম্নশ্লোকে কথিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

পাদত্র্যংশার্দ্ধোনং ত্রিভাগপঞ্চাংশষোড়শাংশাশ্চ।
ভাগশ্চ পঞ্চবিংশঃ শতিকঃ সাহস্রিকশ্চেতি ॥ ১৩ ॥

আঠার তণ্ডুলপরিমিত হীরকের মূল্য দুই লক্ষ কার্ষাপনের এক চতুর্থাংশ কম অর্থাৎ দেড়লক্ষ কার্ষাপন হইবে। আর ষোলতণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের তৃতীয়াংশ কম অর্থাৎ ১৩৩৩৩৩⅓ কার্ষাপন। চৌদ্দতণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের অর্দ্ধ কম অর্থাৎ ১০০০০০ কার্ষাপন। বারতণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৬৬৬৬⅔ কার্ষাপন। দশতণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৪০০০০ কার্ষাপন। আটতণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের ষোড়শাংশ অর্থাৎ ১২৫০০ কার্ষাপন; ছয়তণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের পচিশ অংশ অর্থাৎ ৮০০০ কার্ষাপন। চারিতণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের শতাংশ অর্থাৎ ২০০০ কার্ষাপন। দুই তণ্ডুলপরিমিত হীরক দুই লক্ষের সহস্রাংশ অর্থাৎ ২০০ কার্ষাপন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

নিম্নলিখিত টেবিল দৃষ্টে হীরার মূল্য স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

তণ্ডুলপরিমিত হীরকের ওজন	কার্ষাপনরূপ মূল্য	তণ্ডুলপরিমিত হীরকের ওজন	কার্ষাপনরূপ মূল্য
২০	২০০০০০	১০	৪০০০০
১৮	১৫০০০০	৮	১২৫০০
১৬	১৩৩৩৩৩⅓	৬	৮০০০
১৪	১০০০০০	৪	২০০০
১২	৬৬৬৬৬⅔	২	২০০

সর্ব্বদ্রব্যাভেদ্যং লঘ্বম্ভসি তরতি রশ্মিবৎ স্নিগ্ধম্।
তড়িদনলশক্রচাপোপমঞ্চ বজ্রং হিতায়োক্তম্ ॥ ১৪ ॥

যে হীরক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রদ্বারা অভেদ্য, ছোট, জলের উপর ভাসমান, কিরণযুক্ত, স্নিগ্ধ এবং বিদ্যুৎ, অগ্নি ও ইন্দ্রধনুসদৃশতেজস্বী সেই হীরক শ্রেষ্ঠ ও হিতকর ॥ ১৪ ॥

কাকপদমক্ষিকাকেশধাতুযুক্তানি শর্করাবিদ্ধম্।
দ্বিগুণাস্রি দগ্ধকলুষত্রস্তবিশীর্ণানি ন শুভানি ॥ ১৫ ॥

যে হীরক কাকপদ ও মক্ষিকাসদৃশ চিহ্নযুক্ত, কেশের ন্যায় সূক্ষ্মচিহ্নবিশিষ্ট, অপর ধাতুমিশ্রিত, সূক্ষ্মকণাযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট, অগ্নিদগ্ধ, মলিন, তেজহীন এবং ভগ্ন সেই হীরক শুভকর নহে ॥ ১৫ ॥

যানি চ বুদ্বুদদলিতাগ্রচিপিটবাসীফলপ্রদীর্ঘাণি।
সর্ব্বেষাং চৈতেষাং মূল্যাদ্ভাগোঽষ্টমো হানিঃ ॥ ১৬ ॥

যে হীরক জলবিম্বসদৃশ, শেষভাগ ভগ্ন, চেপ্টা ও লম্বা সেই হীরার মূল্য পূর্ব্বোক্ত হীরা হইতে অষ্টমাংশ কম হইবে ॥ ১৬ ॥

বজ্রং ন কিঞ্চিদপি ধারয়িতব্যমেকে পুত্রার্থিনীভিরবলাভিরুশন্তি তজ্জ্ঞাঃ। শৃঙ্গাটকত্রিপুটধান্যকবৎস্থিতং যচ্ছ্রোণীনিভঞ্চ শুভদং তনয়ার্থিনীনাম্ ॥ ১৭ ॥

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রী কোনপ্রকার

* এক কার্ষাপনের মূল্য ২ তোলা পরিমিত সুবর্ণ।

হীরাই ধারণ করিবে না। পরন্তু শৃঙ্গাটকসদৃশ অর্থাৎ ত্রিকোণযুক্ত, ধনিয়ার ন্যায় ও নারীদিগের গুহ্যস্থানসদৃশ হীরক পুত্রাভিলাষিণী নারীর পক্ষে হিতকর॥ ১৭॥

স্বজনবিভবজীবিতক্ষয়ং জনয়তি বজ্রমনিষ্টলক্ষণম্।
অশনিবিষভয়ারিনাশনং শুভমুরুভোগকরঞ্চ ভূভৃতাম্॥১৮॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বজ্রপরীক্ষা নামাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

অনিষ্টলক্ষণযুক্ত হীরা আত্মীয়, ঐশ্বর্য্য এবং আয়ুবিনাশ করিয়া থাকে, আর শুভলক্ষণযুক্ত হীরা বিদ্যুতের ভয়, বিষভয় ও শত্রুভয় বিনাশ করে বলিয়া জানিবে; অপিচ রাজা হীরাধারণ করিলে রাজার নানাবিধ সুখ উপভোগ হইয়া থাকে॥ ১৮॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মুক্তাফলপরীক্ষা।

দ্বিপভুজগশুক্তিশঙ্খাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহুসাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥ ১॥

হস্তী, সর্প, ঝিনুক, শঙ্খ, মেঘ, বাঁস, মৎস্য এবং শূকর এই আটপ্রকার পদার্থে মুক্তা জন্মে; এই সকলের মধ্যে শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক হইতে যে মুক্তা জন্মে তাহাই উত্তম ও ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে॥ ১॥

সিংহলকপারলৌকিকসৌরাষ্ট্রকতাম্রপর্ণিপারশবাঃ।
কৌবেরপাণ্ড্যবাটকহৈমা ইত্যাকরা হ্যষ্টৌ॥ ২॥

সিংহল, পারলোক এবং সুরাষ্ট্র, এইসকল দেশে আর তাম্রপর্ণীনদী ও পারশবদেশ, কৌবের, পাণ্ড্যবাট এবং হিমালয় এই আটস্থানে মুক্তা জন্মিয়া থাকে॥ ২॥

বহুসংস্থানাঃ স্নিগ্ধা হংসাভাঃ সিংহলাকরাঃ স্থূলাঃ।
ঈষত্তাম্রাঃ শ্বেতাস্তমোবিযুক্তাশ্চ তাম্রাখ্যাঃ॥ ৩॥

নানাবিধ আকারবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল, হংসতুল্য শুভ্রকান্তিবিশিষ্ট এবং স্থূল এইরূপ মুক্তা সিংহলদ্বীপোৎপন্ন বলিয়া জানিবে। ঈষৎ লাল ও শ্বেতবর্ণ এবং নির্ম্মল মুক্তা তাম্রপর্ণী নদীতে জন্মিয়া থাকে॥ ৩॥

কৃষ্ণাঃ শ্বেতাঃ পীতাঃ সশর্করাঃ পারলৌকিকা বিষমাঃ।
ন স্থূলা নাত্যল্পা নবনীতনিভাশ্চ সৌরাষ্ট্রাঃ॥ ৪॥

যে মুক্তা কৃষ্ণ শ্বেত ও পীতবর্ণ এবং বালুকাযুক্ত ও অসমান সেই মুক্তা পারলোকদেশোৎপন্ন। অধিক স্থূল ও অধিক লঘু নহে এবং নবনীত অর্থাৎ মাখমসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট মুক্তা সৌরাষ্ট্রদেশে জন্মিয়া থাকে॥ ৪॥

জ্যোতিষ্মন্তঃ শুভ্রা গুরবোঽতিমহাগুণাশ্চ পারশবাঃ।
লঘু জর্জ্জরং দধিনিভং বৃহদ্বিসংস্থানমপি হৈমম্॥ ৫॥

যে মুক্তা তেজঃসম্পন্ন, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, গুরু এবং উত্তমগুণযুক্ত সেই মুক্তা পারশবদেশে জন্মিয়া থাকে। আর ছোট, রুক্ষ, দধিসদৃশবর্ণবিশিষ্ট, বৃহৎ এবং দ্বিবিধ আকারযুক্ত মুক্তা হিমালয়পর্ব্বতে জন্মে॥ ৫॥

বিষমং কৃষ্ণং শ্বেতং লঘু কৌবেরং প্রমাণতেজোবৎ।
নিম্বফলত্রিপুটধান্যকচূর্ণাঃ স্যুঃ পাণ্ড্যবাটভবাঃ॥ ৬॥

যে মুক্তা অসমান, কৃষ্ণবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ, ছোট এবং অধিকতেজস্বী সেই মুক্তা কৌবেরদেশে উৎপন্ন হয়, আর নিম্বফলসদৃশ এবং ত্রিপুট ও খোসারহিত, ধনিয়ার ন্যায় আকারবিশিষ্ট ও অতিশয় সূক্ষ্ম মুক্তাকে পাণ্ড্যবাটদেশোৎপন্ন মুক্তা বলিয়া জানিবে॥ ৬॥

অতসীকুসুমশ্যামং বৈষ্ণবমৈন্দ্রং শশাঙ্কসঙ্কাশম্।
হরিতালনিভং বারুণমসিতং যমদৈবতং ভবতি॥ ৭॥

তিসীর পুষ্পসদৃশ কৃষ্ণবর্ণমুক্তা বিষ্ণুদৈবত, অর্থাৎ এইরূপ মুক্তার অধিপতি বিষ্ণুদেবতা, চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ মুক্তা ইন্দ্রদৈবত, হরিতালসদৃশ পীতবর্ণ মুক্তা বরুণদৈবত এবং কৃষ্ণবর্ণ মুক্তা যমদৈবত বলিয়া জানিবে॥ ৭॥

পরিণতদাড়িমগুলিকাগুঞ্জাতাম্রঞ্চ বায়ুদৈবত্যম্।
নির্ধূমানলকমলপ্রভঞ্চ বিজ্ঞেয়মাগ্নেয়ম্॥ ৮॥

যে মুক্তা পক্কদাড়িমবীজ ও গুঞ্জাফলসদৃশ তাম্রবর্ণ, সেই মুক্তা বায়ুদৈবত, আর ধূমরহিত অগ্নি ও পদ্মসদৃশ তেজস্বী মুক্তা অগ্নিদৈবত বলিয়া জানিবে॥ ৮॥

মাষকচতুষ্টয়ধৃতস্যৈকস্য শতাহতা ত্রিপঞ্চাশৎ।
কার্ষাপণা নিগদিতা মূল্যং তেজোগুণযুতস্য॥ ৯॥

একটী মুক্তা যদি তেজস্বী ও অন্যান্যগুণযুক্ত হয় এবং পাঁচরতি মাষার চারিমাষা ওজনে হয় তাহাহইলে সেই মুক্তার মূল্য পাঁচহাজার তিনশত কার্ষাপন বলিয়া জানিবে॥ ৯॥

মাষকদলহান্যাতো দ্বাত্রিংশদ্বিংশতিস্ত্রয়োদশ চ। অষ্টৌ শতানি চ শতত্রয়ং ত্রিপঞ্চাশতা সহিতম্॥ পঞ্চত্রিংশং শতমিতি চত্বারঃ কৃষ্ণলা নবতিমূল্যাঃ। সার্দ্ধাস্ত্রিস্রো গুঞ্জাঃ সপ্ততিমূল্যং ধৃতং রূপম্॥ গুঞ্জাত্রয়স্য মূল্যং পঞ্চাশদ্রূপকা গুণযুতস্য। রূপকপঞ্চত্রিংশৎ ত্রয়স্য গুঞ্জার্দ্ধহীনস্য॥ ১০—১২॥

চারিমাষা হইতে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মাষা কম ওজনের মুক্তার মূল্য নিম্নে কথিত হইতেছে—; সাড়েতিন মাষা ওজনের মুক্তার মূল্য ৩২০০ বত্রিশশত কার্ষাপন, তিনমাষা ওজনের মুক্তার মূল্য ২০০০ কার্ষাপন, আড়াইমাষা ওজনে মুক্তার মূল্য ১৩০০ কার্ষাপন, দুইমাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ৮০০ কার্ষাপন, দেড়মাষা পরিমত মুক্তার মূল্য ৩৫৩ কার্ষাপন; একমাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ১৩৫ কার্ষাপন। চারিগুঞ্জা অর্থাৎ চারিরতি পরিমিত মুক্তার মূল্য ৯০ কার্ষাপন, সাড়েতিন গুঞ্জাপরিমিত মুক্তার মূল্য ৭০ কার্ষাপন, তিনগুঞ্জাপরিমিত মুক্তার মূল্য ৫০ কার্ষাপন, আর অড়াই গুঞ্জা পরিমিত মুক্তার মূল্য ৩৫ কার্ষাপন হইয়া থাকে॥ ১০—১২॥

পলদশভাগো ধরণং তদ্‌যদি মুক্তাস্ত্রয়োদশস্বরূপাঃ।
ত্রিশতী সপঞ্চবিংশা রূপকসঙ্খ্যা কৃতং মূল্যম্‌ ॥ ১৩ ॥

একপলের দশভাগের একভাগকে ধরণ বলে, একধরণে ৩২ বত্রিশ গুঞ্জা হয়; এই বত্রিশগুঞ্জা পরিমিত সুন্দর ত্রয়োদশটী মুক্তার মূল্য ৩২৫ তিনশত পচিশ টাকা ॥ ১৩ ॥

ষোড়শকস্য দ্বিশতী বিংশতিরূপস্য সপ্ততিঃ সশতা।
যৎ পঞ্চবিংশতিধৃতং তস্য শতং ত্রিংশতা সহিতম্‌ ॥ ১৪ ॥

একধরণ পরিমিত সুন্দর ষোড়শটী মুক্তার মূল্য ২০০ টাকা, কুড়িটী মুক্তার মূল্য ১৭০ টাকা এবং ২৫ টী মুক্তার মূল্য ১৩০ টাকা ॥ ১৪ ॥

ত্রিংশৎ সপ্ততিমূল্যা চত্বারিংশচ্ছতার্দ্ধমূল্যা চ।
ষষ্টিঃ পঞ্চোনা বা ধরণং পঞ্চাষ্টকং মূল্যম্‌ ॥ ১৫ ॥

একধরণ পরিমিত ৩০ টী মুক্তার মূল্য ৭০ টাকা, ৪০ টী মুক্তার মূল্য ৫০ টাকা বা ৫৫ টাকা এবং ৫৫ টী মুক্তার মূল্য ৪০ টাকা ॥ ১৫ ॥

মুক্তাশীত্যাস্ত্রিংশৎ শতস্য সা পঞ্চরূপকবিহীনা।
দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চশতা দ্বাদশষট্‌পঞ্চকং ত্রিতয়ম্‌ ॥ ১৬ ॥

একধরণ পরিমিত ৮০ টী মুক্তার মূল্য ত্রিশ টাকা, ঐ পরিমিত ১০০ একশত মুক্তার মূল্য ৩৫ পয়ত্রিশ টাকা, ২০০ মুক্তার মূল্য ১২ টাকা, ৩০০ শত মুক্তার মূল্য ৬ টাকা, ৪০০ মুক্তার মূল্য ৫ টাকা, আর এক ধরণতুল্য ৫০০ শত মুক্তার মূল্য ৩ টাকা বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

পিক্কাপিচ্চার্ঘার্দ্ধা রবকঃ সিক্থং ত্রয়োদশাদ্যানাম্‌।
সংজ্ঞাঃ পরতো নিগরাশ্চূর্ণাশ্চাশীতিপূর্ব্বাণাম্‌ ॥ ১৭ ॥

যদি ১৩টী মুক্তায় একধরণ পরিমাণ হয় তবে তাহাকে পিক্কা বলে; ১৬টী মুক্তায় ধরণ হইলে তাহাকে পিচ্চা বলে; ২০টী মুক্তায় যে একধরণ হয় তাহাকে অর্ঘা বলে, ২৫টী মুক্তায় ধরণ হইলে অর্দ্ধা বলে, ৩০টী মুক্তায় ধরণ হইলে তাহাকে রবক বলে, ৪০ টী মুক্তায় ধরণ হইলে তাহাকে সিক্থ বলে, ৫৫ টী মুক্তায় ধরণ হইলে তাহাকে নিগর বলে। আর ৮০টী মুক্তা হইতে ৫০০ পর্য্যন্তের মধ্যে যতসংখ্যক মুক্তায় ধরণ হইবে তাহাকে চূর্ণ বলে। মুক্তার এইরূপ নাম বলার উদ্দেশ্য এই যে মুক্তার উৎপত্তি-স্থানে এই সকল নাম ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

এতদ্‌গুণযুক্তানাং ধরণধৃতানাং প্রকীর্ত্তিতং মূল্যম্‌।
পরিকল্প্যমন্তরালে হীনগুণানাং ক্ষয়ঃ কার্য্যঃ ॥ ১৮ ॥

গুণযুক্ত ধরণ পরিমিত মুক্তার মূল্য বলা হইল, এতদ্ভিন্ন যাহাদের মূল্য কথিত হইল না তাহাদের মূল্য স্বকীয় বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্যস্তত্রৈরাশিক-দ্বারা নিরূপণ করিবে। আর গুণহীন মুক্তার মূল্য বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে স্থির করিবে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণশ্বেতকপীতকতাম্রাণামীষদপি চ বিষমাণাম্‌।
ত্র্যংশোনং বিষমকপীতয়োশ্চ ষড়্‌ভাগদলহীনম্‌ ॥ ১৯ ॥

যে সকল মুক্তা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ পীতবর্ণ, ঈষৎ-তাম্রবর্ণ এবং ঈষৎ বিষম সেইসকল মুক্তা পূর্ব্বোক্তমূল্য হইতে তিন-ভাগের একভাগ কম হইবে। অতিশয় বিষম হইলে ষড়্‌ভাগ কম, আর অতিশয় পীতবর্ণ হইলে মুক্তা পূর্ব্বোক্ত মূল্য হইতে অর্দ্ধমূল্য কম হইবে ॥ ১৯ ॥

ঐরাবতকুলজানাং পুষ্পশ্রবণেন্দুসূর্য্যদিবসেষু।
যে চোত্তরায়ণভবা গ্রহণেঽর্কেন্দ্বোশ্চ ভদ্রেভাঃ ॥ ২০ ॥

যে হস্তী ঐরাবতবংশোদ্ভব এবং পুষ্যা ও শ্রবণানক্ষত্রে এবং সোম বা রবিবারে জাত, আর যে হস্তী উত্তরায়ণে ও চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে জন্মিয়াছে সেই হস্তীকে ভদ্রনামক হস্তী বলে ॥ ২০ ॥

তেষাং কিল জায়ন্তে মুক্তাঃ কুম্ভেষু সরদকোশেষু।
বহবো বৃহৎপ্রমাণা বহুসংস্থানাঃ প্রভাযুক্তাঃ ॥ ২১ ॥

ভদ্রনামক হস্তীর কুম্ভে ও দন্তকোষে অতিশয় বৃহৎ, বহু আকৃতি-বিশিষ্ট এবং প্রভাযুক্ত মুক্তা জন্মিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

নৈষামর্দ্ধঃ কার্য্যো ন চ বেধোঽতীব তে প্রভাযুক্তাঃ।
সুতবিজয়ারোগ্যকরা মহাপবিত্রা ধৃতা রাজ্ঞাম্‌ ॥ ২২ ॥

এই গজমুক্তার মূল্য নিরূপণ করিবে না, আর উহাকে বিদ্ধও করিবে না, কারণ এই মুক্তা অতিশয় তেজস্বী এবং পবিত্র, এই মুক্তা রাজা ধারণ করিলে পুত্রলাভ, বিজয় ও আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

দংষ্ট্রামূলে শশিকান্তিসমপ্রভং বহুগুণঞ্চ বারাহম্‌।
তিমিজং মৎস্যাক্ষিনিভং বৃহৎপবিত্রং বহুগুণঞ্চ ॥ ২৩ ॥

শূকরের দন্তমূলে চন্দ্রসদৃশ তেজস্বী, নানাবিধগুণবিশিষ্ট মুক্তা জন্মিয়া থাকে আর মৎস্যজাত মুক্তা মৎস্যের নেত্রসদৃশ ও অতিশয় পবিত্র এবং নানাবিধ গুণযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্কন্ধাচ্চ সপ্তমাদ্‌ ভ্রষ্টম্‌।
হ্রিয়তে কিল খাদ্দিব্যৈস্তড়িতৎপ্রভং মেঘসম্ভূতম্‌ ॥২৪॥

মেঘোৎপন্ন মুক্তা আকাশ হইতে পতিতশিলের ন্যায় এবং সপ্তমবায়ুর স্থান হইতে পতিত ও বিদ্যুৎসদৃশ তেজস্বী বলিয়া জানিবে, পরন্তু এই মুক্তা দেবগণ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা যে চ পন্নগাস্তেষাম্‌।
স্নিগ্ধা নীলদ্যুতয়ো ভবন্তি মুক্তাঃ ফলস্যান্তে ॥ ২৫ ॥

তক্ষক ও বাসুকীরবংশসম্ভূত এবং যথেচ্ছগমনশীল সর্পের ফণার মধ্যে নির্ম্মল ও নীলবর্ণ মুক্তা জন্মিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শস্তেঽবনিপ্রদেশে রজতময়ে ভাজনে স্থিতে চ যদি।
বর্ষতি দেবোঽকস্মাৎ তজ্জ্ঞেয়ং নাগসম্ভূতম্‌ ॥ ২৬ ॥

এই সর্পের ফণাজাত মুক্তা যদি পবিত্রভূমিতে রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করে তাহাহইলে ইন্দ্রদেব বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকেন। এইরূপ গুণযুক্ত মুক্তাকে সর্পসম্ভূত মুক্তা বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

অপহরতি বিষমলক্ষ্মীং ক্ষপয়তি শত্রূন্‌ যশো বিকাশয়তি।
ভৌজঙ্গং নৃপতীনাং ধৃতমকৃতার্ঘং বিজয়দঞ্চ ॥ ২৭ ॥

এই সর্পমুক্তার মূল্য না করিয়া যদি রাজা ধারণ করেন তাহাইলে অলক্ষী ও শত্রুবিনাশ এবং যশবৃদ্ধি হয় ও যুদ্ধাদিতে জয়লাভ হইয়া থাকে॥ ২৭॥

কর্পূরস্ফটিকনিভং চিপিটং বিষমঞ্চ বেণুজং জ্ঞেয়ম্।
শঙ্খোদ্ভবং শশিনিভং বৃত্তং ভ্রাজিষ্ণু রুচিরঞ্চ॥ ২৮॥

বংশে অর্থাৎ বাঁশে জন্মে যে মুক্তা তাহা কর্পূর ও স্ফটিকমণিসদৃশ এবং চেপ্টা ও অসমান। আর যে মুক্তা চন্দ্রকান্তিসদৃশ, গোলাকার, তেজস্বী এবং সুন্দর তাহা শঙ্খোৎপন্ন বলিয়া জানিবে॥ ২৮॥

শঙ্খতিমিবেণুবারণবরাহভুজগাভ্রজান্যবেধ্যানি।
অমিতগুণত্বাচ্চৈষামর্ঘঃ শাস্ত্রে ন নির্দ্দিষ্টঃ॥ ২৯॥

শঙ্খ, মৎস্য, বাঁশ, হস্তী, শূকর, সর্প এবং মেঘ এইসকলে যে মুক্তা জন্মে তাহা বিদ্ধ করিবে না, আর এইসকল মুক্তা অতিশয় গুণবান্ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইহার মূল্য নিরূপণ করেন নাই॥ ২৯॥

এতানি সর্ব্বাণি মহাগুণানি সুতার্থসৌভাগ্যযশস্করাণি। রুক্‌ছোকহন্তৄণি চ পার্থিবানাং মুক্তাফলানীপ্সিতকামদানি॥ ৩০॥

উক্ত মুক্তাসকল মহাগুণশালী এবং পুত্র, ধন, সৌভাগ্য ও যশবৃদ্ধি করিয়া থাকে, আর রোগ ও শোক বিনাশ করে এবং অভিলষিত বিষয় সকল লাভ হয়। পরন্তু এইসকল ফল রাজাদিগেরই হইয়া থাকে॥ ৩০॥

সুরভূষণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দ্রচ্ছন্দো নাম্না বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন॥ ৩১॥

১০০৮ একহাজার আটলহর ও চারিহাত লম্বা মুক্তার মালা দেবতাদিগের জন্য করিবে, ইহার নাম ইন্দ্রচ্ছন্দ। আর ইহার অর্দ্ধলহর মালার নাম বিজয়চ্ছন্দ॥ ৩১॥

শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দো হ্যশীতিরেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোঽর্দ্ধহারো রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্‌কঃ॥ ৩২॥

১০৮ একশত আটলহর ও দুইহাত লম্বা, আর ৮১ একাশীলহর ও দুই হাত লম্বা মুক্তার মালার নাম দেবচ্ছন্দ। ৬৪ চৌষট্টিলহর মুক্তার মালাকে অর্দ্ধহার, আর ৫৪ চৌয়ান্নলহর মালাকে রশ্মিকলাপ নামক হার বলে॥ ৩২॥

দ্বাত্রিংশতা তু গুচ্ছো বিংশত্যা কীর্ত্তিতোঽর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্ম্মাণবকো দ্বাদশভিশ্চার্দ্ধমাণবকঃ॥ ৩৩॥

৩২ বত্রিশ লহর মুক্তার মালার নাম গুচ্ছ; ২০ কুড়িলহর মুক্তার মালার নাম অর্দ্ধগুচ্ছ; ১৬ ষোল লহর মুক্তার মালার নাম মাণবক, আর ১২ বার লহর মুক্তার মালার নাম অর্দ্ধমাণবক॥ ৩৩॥

মন্দরসংজ্ঞোঽষ্টাভিঃ পঞ্চলতাহারফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তবিংশতিমুক্তা হস্তো নক্ষত্রমালেতি॥ ৩৪॥

৮ আটলহর মুক্তার মালার নাম মন্দর, ৫ পাঁচ লহর মুক্তার মালার নাম ফলক। আর ২৭টী মুক্তাদ্বারা এক হাত লম্বা যে মালা হয় তাহাকে নক্ষত্রমালা বলে॥ ৩৪॥

অন্তরমণিসংযুক্তা মণিসোপানং সুবর্ণগুলিকৈর্ব্বা।
তরলকমণিমধ্যং তদ্‌বিজ্ঞেয়ং চাটুকারমিতি॥ ৩৫॥

ঐ নক্ষত্রমালার মধ্যে যদি রত্ন কিম্বা সুবর্ণমণি গ্রথিত থাকে তবে তাহাকে মণিসোপান নামক মালা বলে। আর তরলকমণি থাকিলে তাহাকে চাটুকার বলে॥ ৩৫॥

একাবলী নাম যথেষ্টসংখ্যা হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা। সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে যষ্টীতি সা ভূষণবিদ্ভিরুক্তা॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং মুক্তাফলপরীক্ষা নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভূষণবেত্তাপণ্ডিতগণ বলেন যে বহুতরমুক্তাদ্বারা একহস্তপরিমাণ লম্বা মণির হীন মালাকে একাবলীমালা বলে। আর এই মালাই যদি মণিযুক্ত হয় তবে তাহাকে যষ্টিনামক মালা বলে॥ ৩৭॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পদ্মরাগপরীক্ষা।

সৌগন্ধিককুরুবিন্দস্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগসম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরাঞ্জনাব্জজম্বূরসদ্যুতয়ঃ॥ ১॥

সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ (ধাতুবিশেষ) এবং স্ফটিকমণি এইসকল হইতে পদ্মরাগমণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পদ্মরাগমণি ভ্রমর, কজ্জল, নীলপদ্ম এবং জামফলের তুল্য সেই পদ্মরাগমণি সৌগন্ধিকজাত বলিয়া জানিবে॥১॥

কুরুবিন্দভবাঃ শবলা মন্দদ্যুতয়শ্চ ধাতুভির্ব্বিদ্ধাঃ।
স্ফটিকভবা দ্যুতিমন্তো নানাবর্ণা বিশুদ্ধাশ্চ॥ ২॥

যে পদ্মরাগমণি শবল অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত বর্ণ, অল্পকান্তিযুক্ত এবং ধাতুদ্বারা বিদ্ধ অর্থাৎ ধাতু ও মৃত্তিকাদি ময়লাযুক্ত সেই পদ্মরাগমণি কুরুবিন্দোৎপন্ন বলিয়া জানিবে। আর যে পদ্মরাগমণি তেজস্বী, নানাবিধ রঙ্গযুক্ত এবং নির্ম্মল তাহাকে স্ফটিকমণিসম্ভূত বলিয়া জানিবে॥ ২॥

স্নিগ্ধঃ প্রভানুলেপী স্বচ্ছোঽর্চ্চিষ্মান্ গুরুঃ সুসংস্থানঃ।
অন্তঃপ্রভোঽতিরাগো মণিরত্নগুণাঃ সমস্তানাম্॥ ৩॥

স্নিগ্ধ, প্রভাযুক্ত, নির্ম্মল, তেজস্বী, গুরু, মনোহর, মধ্যভাগ কান্তিযুক্ত এবং অতিশয় লোহিত এইসকল গুণ পদ্মরাগাদি সকলপ্রকার মণির সাধারণ গুণ বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

কলুষা মন্দদ্যুতয়ো লেখাকীর্ণাঃ সধাতবঃ খণ্ডাঃ।
দুর্ব্বিদ্ধা ন মনোজ্ঞাঃ সশর্করাশ্চেতি মণিদোষাঃ॥ ৪॥

কলুষ অর্থাৎ মলিন, অল্পকান্তিযুক্ত, রেখাব্যাপ্ত, মৃত্তিকাদিধাতুযুক্ত, ছিন্ন, অপ্রশস্তবিদ্ধ, কুৎসিত আকারবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্মকণাযুক্ত এইসকল পদ্মরাগাদি মণির দোষ বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

ভ্রমরশিখিকণ্ঠবর্ণো দীপশিখাসমপ্রভো ভুজঙ্গানাম্।
ভবতি মণিঃ কিল মূর্দ্ধনি যোঽনর্ঘেয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৫ ॥

ভ্রমরসদৃশ ও ময়ূরকণ্ঠসদৃশবর্ণবিশিষ্ট এবং দীপশিখার ন্যায় মণি সর্পের মস্তকে থাকে। আর এই মণির মূল্য নাই, অর্থাৎ এই মণির এত মূল্য যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না ৫ ॥

যস্তং বিভর্ত্তি মনুজাধিপতির্ন তস্য দোষা ভবন্তি বিষরোগকৃতাঃ কদাচিৎ। রাষ্ট্রে চ নিত্যমভিবর্ষতি তস্য দেবঃ শত্রূংশ্চ নাশয়তি তস্য মণেঃ প্রভাবাৎ ॥ ৬ ॥

এই মণি যে রাজা ধারণ করেন তাঁহার বিষভয় ও রোগপীড়া হয় না এবং সেই রাজার রাজ্যে ইন্দ্রদেব অতিশয় বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকেন আর এই মণির বলে রাজার শত্রুসকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ষড়্‌বিংশতিঃ সহস্রাণ্যেকস্য মণেঃ পলপ্রমাণস্য।
কর্ষত্রয়স্য বিংশতিরুপদিষ্টা পদ্মরাগস্য ॥ ৭ ॥

চারিতোলাপরিমিত একটী পদ্মরাগমণির মূল্য ২৬ ছাব্বিশহাজার টাকা, তিন তোলাপরিমাণের একটী পদ্মরাগ মণির মূল্য ২০ কুড়িহাজার টাকা হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অর্দ্ধপলস্য দ্বাদশকর্ষস্যৈকস্য ষট্‌সহস্রাণি।
যচ্চাষ্টমাষকধৃতং তস্য সহস্রত্রয়ং মূল্যম্ ॥ ৮ ॥

দুইতোলাপরিমিত একটী পদ্মরাগমণির মূল্য ১২ বারহাজার টাকা, একতোলাপরিমিত একটী পদ্মরাগমণির মূল্য ৬ হাজার টাকা, আর আট মাষাপরিমিত মণির মূল্য ৩ তিনহাজার টাকা হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মাষকচতুষ্টয়ং দশশতত্রয়ং দ্বৌ তু পঞ্চশতমূল্যৌ।
পরিকল্প্যমন্তরালে মূল্যং হীনাধিকগুণানাম্ ॥ ৯ ॥

চারিমাষাপরিমিতমণির মূল্য ১৩১০ একহাজার তিনশত দশ টাকা। দুইমাষাপরিমিত একটী পদ্মরাগমণির মূল্য ৫০০ পাঁচশত টাকা, এই-সকল পরিমাণ হইতে ন্যূন কি অধিক ওজনের পদ্মরাগমণির মূল্য বুদ্ধি-পূর্ব্বক নিরূপণ করিবে ॥ ৯ ॥

বর্ণন্যূনস্যার্দ্ধং তেজোহীনস্য মূল্যমষ্টাংশঃ।
অল্পগুণো বহুদোষো মূল্যাৎ প্রাপ্নোতি বিংশাংশম্ ॥ ১০ ॥

মণির রঙ্‌ যদি কম হয় তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত মূল্য হইতে অর্দ্ধ-পরিমাণ কম হইবে, আর তেজহীন হইলে অষ্টমাংশ মূল্য জানিবে, অল্পগুণযুক্ত ও বহুদোষযুক্ত মণির মূল্য পূর্ব্বোক্ত মূল্যের কুড়ি অংশ হইবে ॥ ১০ ॥

আধূম্রং ব্রণবহুলং স্বল্পগুণং চাপ্নুয়াদ্দ্বিশতভাগম্।
ইতি পদ্মরাগমূল্যং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ সমুদ্দিষ্টম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পদ্মরাগ-পরীক্ষা নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঈষৎধূম্রবর্ণ ও বহুব্রণ অর্থাৎ গর্ত্তযুক্ত এবং অল্পগুণবিশিষ্ট পদ্মরাগমণির মূল্য উক্ত মূল্যের দুইশত অংশ হইবে। পূর্ব্বে প্রাচীন আচার্য্য-গণ পদ্মরাগমণির মূল্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মরকতপরীক্ষা।

শুকবংশপত্রকদলীশিরীষকুসুমপ্রভং গুণোপেতম্।
সুরপিতৃকার্য্যে মরকতমতীব শুভদং নৃণাং বিধৃতম্ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং মরকত-পরীক্ষা নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

শুক, বংশপত্র, হরিতাল, কদলী এবং শিরীষপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ৮২ অধ্যায়ের তিন শ্লোকোক্ত স্নিগ্ধাদিগুণযুক্ত মরকতমণি অর্থাৎ পান্না ধারণকরত পিতৃ ও দৈবকার্য্যাদি করিলে তাহাতে শুভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দীপলক্ষণম্।

বামাবর্ত্তো মলিনকিরণঃ সস্ফুলিঙ্গোঽল্পমূর্ত্তিঃ ক্ষিপ্রং নাশং ব্রজতি বিমলস্নেহবর্ত্ত্যন্বিতোঽপি। দীপঃ পাপং কথয়তি ফলং শব্দবান্ বেপনশ্চ ব্যাকীর্ণার্চ্চির্ব্বিষলভ-মরুদ্যশ্চ নাশং প্রয়াতি ॥ ১ ॥

যে দীপের শিখা বামাবর্ত্ত ও যে দীপ মলিনকিরণযুক্ত; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও হীনজ্যোতিবিশিষ্ট এবং নির্ম্মল, তৈল ও সলিতাসত্ত্বেও নির্ব্বাণ হয়, আর যে দীপ শব্দ ও কম্পযুক্ত এবং বায়ুপতঙ্গাদি ভিন্নও নির্ব্বাপিত হয় সেই দীপ অশুভফল প্রদান করে ॥ ১ ॥

দীপঃ সংহতমূর্ত্তিরায়ততনুর্নির্ব্বেপনো দীপ্তিমান্ নিঃশব্দো রুচিরঃ প্রদক্ষিণগতির্বৈদূর্য্যহেমদ্যুতিঃ। লক্ষ্মীং ক্ষিপ্রমভিব্যনক্তি রুচিরং যশ্চোদ্যতং দীপ্যতে শেষং লক্ষণমগ্নিলক্ষণসমং যোজ্যং যথাযুক্তিতঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং দীপলক্ষণং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

যে দীপের নিবীড়জ্যোতি, শিখা লম্বিত ও কম্পরহিত, তেজস্বী, শব্দরহিত, অতিশয়দীপ্তশালী এবং যাহার শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, আর

যে দীপের শিখার কান্তি বৈদুর্য্যমণি ও সুবর্ণসদৃশ এবং অধিক সময়-পর্য্যন্ত অতিশয় তেজের সহিত জলিতে থাকে সেই দীপ শীঘ্রই লক্ষ্মীপ্রদান করিয়া থাকে। অপিচ দীপসম্বন্ধীয় অপর লক্ষণসকল ৪৩ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৫ শ্লোকে যে অগ্নিশিখা সম্বন্ধীয় শুভাশুভ লক্ষণ বলা হইয়াছে সেই সকল শুভাশুভ লক্ষণ এস্থলেও অবগত হইবে॥ ২॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দন্তকাষ্ঠলক্ষণম্।

বল্লীলতাগুল্মতরুপ্রভেদৈঃ স্যুর্দ্দন্তকাষ্ঠানি সহস্রশো যৈঃ। ফলানি বাচ্যান্যতি তৎপ্রসঙ্গো মাভূদতো বচ্ম্যথ কামিকানি॥ ১॥

বল্লী, লতা, গুল্ম এবং বৃক্ষপ্রভৃতির ভেদে দন্তকাষ্ঠেরও সহস্রপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে, প্রসঙ্গবিস্তার না হয় এনিমিত্ত শুভফলপ্রদ দন্তকাষ্ঠের বিষয়ই বলা যাইতেছে॥ ১॥

অজ্ঞাতপূর্ব্বাণি ন দন্তকাষ্ঠান্যদ্যান্ন পত্রৈশ্চ সমন্বিতানি। ন যুগ্মপর্ব্বাণি ন পাটিতানি ন চোর্দ্ধশুষ্কানি বিনা ত্বচা বা॥ ২॥

যে বৃক্ষের উৎপত্তি জানা নাই এবং যে বৃক্ষ পত্রযুক্ত, সমপর্ব্ব, স্ফুটিত, উপরিভাগ শুষ্ক ও বল্কলরহিত অর্থাৎ ছালবিহীন সেই বৃক্ষ ও বল্লীপ্রভৃতি-দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিবে না॥ ২॥

বৈকঙ্কতশ্রীফলকাশ্মরীষু ব্রাহ্মী দ্যুতিঃ ক্ষেমতরৌ সুদারাঃ। বৃদ্ধির্ব্বটেঽর্কে প্রচুরঞ্চ তেজঃ পুত্রা মধূকে ককুভে প্রিয়ত্বম্॥ ৩॥

বৈকঙ্কত, শ্রীফল এবং গাম্ভারী এই সকল বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে শরীরে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন হয়, ক্ষেমতরুর দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে উত্তমাস্ত্রী লাভ, বটবৃক্ষদ্বারা দন্তধাবন করিলে অর্থবৃদ্ধি, অর্কবৃক্ষদ্বারা করিলে তেজবৃদ্ধি, মহুয়াবৃক্ষদ্বারা করিলে পুত্র প্রাপ্তি এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে লোক-প্রিয় হইয়া থাকে॥ ৩॥

লক্ষ্মীঃ শিরীষে চ তথা করঞ্জে প্লক্ষেঽর্থসিদ্ধিঃ সমভীপ্সিতা স্যাৎ। মান্যত্বমায়াতি জনস্য জাত্যাং প্রাধান্যমশ্বত্থতরৌ বদন্তি॥ ৪॥

শিরীষ ও করঞ্জবৃক্ষদ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিলে লক্ষ্মীপ্রাপ্তি, প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুরদ্বারা দন্তধাবন করিলে অভিলষিতদ্রব্য লাভ ও প্রয়োজন সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর জাতিবৃক্ষদ্বারা দন্তধাবন করিলে মানলাভ এবং অশ্বত্থকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইয়া থাকে॥ ৪॥

আরোগ্যমায়ুর্ব্বদরীবৃহত্যোরৈশ্বর্য্যবৃদ্ধিঃ খদিরে সবিল্বে। দ্রব্যাণি চেষ্টান্যতিমুক্তকে স্যুঃ প্রাপ্নোতি তান্যেব পুনঃ কদম্বে॥ ৫॥

বদরীবৃক্ষ ও বৃহতীবৃক্ষদ্বারা দন্তকাষ্ঠ করিলে আরোগ্যলাভ ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খদির ও বিল্ববৃক্ষদ্বারা দন্তকাষ্ঠ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়, আর অতিমুক্তক ও কদম্ববৃক্ষদ্বারা দন্তকাষ্ঠ করিলে অভিলষিতদ্রব্য লাভ হইয়া থাকে॥ ৫॥

নিম্বেঽর্থাপ্তিঃ করবীরেঽন্নলব্ধির্ভাণ্ডীরে স্যাদিদমেব প্রভূতম্। শম্যাং শত্রূনপহন্ত্যর্জ্জুনে চ শ্যামায়াঞ্চ দ্বিষতামেব নাশঃ॥ ৬॥

নিম্বকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে ধনপ্রাপ্তি, করবীর কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে অন্নলাভ, ভাণ্ডীর বৃক্ষদ্বারা দন্তধাবন করিলে বহুতর অন্নলাভ, শমীবৃক্ষ ও অর্জ্জুনবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে শত্রুনাশ এবং শ্যামাবৃক্ষদ্বারা দন্তকাষ্ঠ করিলেও শত্রুবিনাশ হইয়া থাকে॥ ৬॥

শালেঽশ্বকর্ণে চ বদন্তি গৌরবং সভদ্রদারাবপি চাটরূষকে। বাল্লভ্যমায়াতি জনস্য সর্ব্বতঃ প্রিয়ঙ্গ্বপামার্গসজম্বুদাড়িমৈঃ॥ ৭॥

শালবৃক্ষ, অশ্বকর্ণ, দেবদারু এবং বাসক এইসকলের দ্বারা দন্তধাবন করিলে সম্মানলাভ হয়, আর প্রিয়ঙ্গু, আপাঙ্গ, জাম এবং দাড়িম এই সকলের কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিলে সকলের প্রিয়ত্ব লাভ হইয়া থাকে॥ ৭॥

উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখ এব বাব্দং কামং যথেষ্টং হৃদয়ে নিবেশ্য। অদ্যাদনিন্দ্যঞ্চ সুখোপবিষ্টঃ প্রক্ষাল্য জহ্যাচ্চ শুচিপ্রদেশে॥ ৮॥

উত্তর মুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া সুখোপবিষ্ট হওত অনিন্দনীয় দন্তকাষ্ঠ-দ্বারা দন্তমার্জ্জন করত ঐ দন্তকাষ্ঠ ধৌত করিয়া পবিত্রস্থানে নিঃক্ষেপ করিবে॥ ৮॥

অভিমুখপতিতং প্রশান্তদিক্স্থং শুভমতিশোভনমূর্দ্ধসংস্থিতং যৎ। অশুভকরমতোঽন্যথা প্রদিষ্টং স্থিতপতিতঞ্চ করোতি মৃষ্টমন্নম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং দন্তকাষ্ঠলক্ষণং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

নিক্ষিপ্ত দন্তকাষ্ঠ যদি দন্তমার্জ্জনকর্ত্তার সম্মুখে পতিত হয় কিম্বা শান্তাদিকে পতিত হয় তাহাহইলে শুভ আর উপরিভাগে পতিত হইয়া তথায় থাকিলে অতিশয় শুভ। যদি স্থিরভাবে পতিত হয় তাহাহইলে নির্দ্দোষভাবে ধনলাভ হইয়া থাকে॥ ৯॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ সর্ব্বশাকুনং।

যচ্ছুক্রশক্রবাগীশকপিষ্ঠলগরুত্মতাম্। মতেভ্যঃ প্রাহ ঋষভো ভাগুরের্দ্দেবলস্য চ॥ ভারদ্বাজমতং দৃষ্ট্বা যচ্চ শ্রীদ্রব্যবর্দ্ধনঃ। আবন্তিকঃ প্রাহ নৃপো মহারাজাধিরাজকঃ॥ সপ্তর্ষীণাং মতং যচ্চ সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ যৎ। যানি চোক্তানি গর্গাদ্যৈর্যাত্রাকারৈশ্চ ভূরিভিঃ॥ তানি দৃষ্ট্বা চকারেমং সর্ব্বশাকুনসংগ্রহম্। বরাহমিহিরঃ প্রীত্যা শিষ্যাণাং জ্ঞানমুত্তমম্॥ ১—৪॥

পূর্ব্বকালে শুক্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কপিষ্ঠলঋষি এবং গরুড়প্রভৃতি শাকুনশাস্ত্রকর্ত্তাদিগের শাস্ত্রদর্শন করিয়া ও ভাগুরী এবং দেবল ইহাঁদিগের মত অবলম্বন করত ঋষভাচার্য্য যে শাকুনশাস্ত্র লিখিয়াছেন আর ভরদ্বাজমুনির মত অনুসরণ করিয়া অবন্তিদেশাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীদ্রব্যবর্দ্ধন যে শাকুনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিদিগের মান্য এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষায় অভিজ্ঞ গর্গ, বশিষ্ঠ, পরাশর, কশ্যপ এবং অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ যাত্রাদিবিষয়ের যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন সেইসকল দেখিয়া বরাহমিহিরাচার্য্য শিষ্যদিগের সন্তোষার্থ উত্তম শাকুনশাস্ত্র সংগ্রহকরত সংক্ষেপে প্রণয়ন করিয়াছেন॥ ১—৪॥

অন্যজন্মান্তরকৃতং কর্ম্ম পুংসাং শুভাশুভম্।
যত্তস্য শকুনঃ পাকং নিবেদয়তি গচ্ছতাম্॥ ৫॥

গমনকালে শাকুনদ্বারা মানবগণের যেসকল শুভাশুভ ফল সংঘটিত হয়, সেই সকল ফল জন্মান্তরের শুভাশুভ কর্ম্মবশতই ঘটিয়া থাকে॥ ৫॥

গ্রামারণ্যাম্বুভূব্যোমদ্যুনিশোভয়চারিণঃ।
রুতযাতেক্ষিতোক্তেষু গ্রাহ্যাঃ স্ত্রীপুন্নপুংসকাঃ॥ ৬॥

যেসকল প্রাণীকে শাকুন বলা যায় তাহাদের মধ্যে কেহ গ্রামচর অর্থাৎ গ্রামে বিচরণ করে, কেহ বনচর, কেহ জলচর, কেহ ভূচর, কেহ আকাশচর, কেহ দিনচর, কেহ রাত্রিচর এবং কেহ কেহ দিনরাত্রি উভয়চর অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি উভয়কালেই বিচরণ করে, আর ইহাদিগের শব্দ, গমন ও দৃষ্টিদ্বারা স্ত্রী, পুং ও নপুংসক ইত্যাদি অবগত হইবে॥ ৬॥

পৃথগ্জাত্যনবস্থানাদেষাং ব্যক্তির্ন লক্ষ্যতে।
সামান্যলক্ষণোদ্দেশে শ্লোকাবৃষিকৃতাবিমৌ॥ ৭॥

শাকুনদিগের জাতি ও দেশ অবগত হওয়া যায় না বলিয়া উহাদিগের পুং, স্ত্রী ও ক্লীব নিরূপণ করা কঠিন হয়, এই নিমিত্ত বৃদ্ধ গর্গঋষি শাকুনদিগের পুং, স্ত্রী ও নপুংসক নির্ণয়বিষয়ে যে দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে॥ ৭॥

পীনোন্নতবিকৃষ্টাংসাঃ পৃথুগ্রীবাঃ সুবক্ষসঃ।
স্বল্পগম্ভীরবিরুতাঃ পুমাংসঃ স্থিরবিক্রমাঃ॥ ৮॥

যেসকল শাকুনের স্কন্ধদেশ পুষ্ট, অর্থাৎ মাংসল, উচ্চ ও বিস্তীর্ণ, আর গ্রীবাদেশ প্রশস্ত, বক্ষস্থল মনোহর, শব্দ স্বল্প ও গভীর এবং স্থিরপরাক্রম সেইসকল শাকুন পুংজাতি বলিয়া জানিবে॥ ৮॥

তনূরস্কশিরোগ্রীবাঃ সূক্ষ্মাস্যপদবিক্রমাঃ।
প্রশস্তমৃদুভাষিণ্যঃ স্ত্রিয়োঽতোঽন্যন্নপুংসকম্॥ ৯॥

যাহাদিগের বক্ষস্থল, মস্তক, গ্রীবা, মুখ এবং চরণ সূক্ষ্ম অর্থাৎ ক্ষীণ ও মৃদু সেইসকল শাকুন স্ত্রীজাতীয় বলিয়া জানিবে। ইহাদের বিপরীত ক্লীব বলিয়া জানিবে॥ ৯॥

গ্রামারণ্যপ্রচরাদ্যং লোকাদেবোপলক্ষয়েৎ।
সঙ্কিক্ষিপ্সু বৃহৎ বচ্মি যাত্রামাত্রপ্রয়োজনম্॥ ১০॥

কোন্ শাকুন গ্রামচর এবং কোন্ শাকুন বনচর ইত্যাদি লোকমুখে ও শাস্ত্রে অবগত হইবে, এস্থলে আমি সংক্ষেপে কেবল যাত্রাসম্বন্ধীয় শাকুনের শুভাশুভ ফল বলিব॥ ১০॥

পথ্যাত্মানং নৃপং সৈন্যে পুরে চোদ্দিশ্যদেবতাম্।
সার্থে প্রধানং সাম্যং স্যাজ্জাতিবিদ্যাবয়োঽধিকম্॥ ১১॥

পথিমধ্যে যে শাকুন দৃষ্ট হয় তাহার শুভাশুভ পথিকদিগেরই ঘটিয়া থাকে। সৈন্যমধ্যের শাকুনের শুভাশুভফল রাজার প্রতি বর্ত্তে, গ্রামের মধ্যে যে শাকুন দৃষ্ট হয় তাহার শুভাশুভ গ্রামাধিপতির, বহুজনমধ্যে শাকুনের ফল উহাদের সর্ব্বপ্রধানের ঘটিয়া থাকে। আর ঐসকল লোক সমশ্রেণীর হইলে উহাদের মধ্যে বয়স, জাতি এবং বিদ্যাপ্রভৃতিতে যে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহারই শুভাশুভ ফল ঘটিয়া থাকে॥ ১১॥

মুক্তপ্রাপ্তৈষ্যদর্কাসু ফলং দিক্ষু তথাবিধম্।
অঙ্গারিদীপ্তধূমিন্যস্তাশ্চ শান্তাস্ততোঽপরা॥ ১২॥

সূর্য্যের উদয় হইতে পুনরায় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দিবারাত্রি ৬০ দণ্ডের (আট প্রহরের) মধ্যে চক্রবালবৃত্তকে যথাক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইতে সমান আটভাগে আটযামে বিভাগ করিবে, পরে গণনাকালে দেখিবে যে রবি ঐ আটভাগের কোন্‌ভাগে অর্থাৎ কোন্ যামে অবস্থিতি করিতেছে, রবি যে যামে বা ভাগে অবস্থিতি করিবে, তাহার নাম দীপ্তা। দীপ্তার অগ্রের দিক্ অর্থাৎ যাহা রবিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাকে অঙ্গারি এবং দীপ্তার পরবর্ত্তী দিককে ধূমিনী কহে। এই তিনদিক্ ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচদিকের নাম শান্তা। অঙ্গারি, দীপ্তা ও ধূমিনী এই তিন দিকের যে কোন দিকে শাকুন দৃষ্ট হউক না কেন, তাহার ফল অশুভ জানিবে। অঙ্গারিদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার মন্দফল গত, দীপ্তাদিকে দৃষ্ট হইলে তাহার মন্দফল বর্ত্তমান এবং ধূমিনীদিকে দৃষ্ট হইলে তাহার মন্দফল ভবিষ্যতে ঘটিবে।

স্পষ্টার্থ;—মুক্ত, প্রাপ্ত এবং এষ্য এই তিন দিক্‌কে যথাক্রমে অঙ্গারি, দীপ্তা ও ধূমিনী বলে অর্থাৎ সূর্য্য যে দিক্‌কে ভোগকরত পরিত্যাগ করিয়া আসে তাহাকে মুক্ত বা অঙ্গারিদিক্ বলে, সূর্য্য যেদিক্ ভোগ করিতেছেন তাহাকে প্রাপ্তা বা দীপ্তাদিক্ বলে, আর সূর্য্য যেদিক্ ভোগ করিবেন তাহাকে এষ্য বা ধূমিনীদিক্ বলে। এতদ্ভিন্ন অপর পাঁচ

দিক্‌কে শান্তাদিক্ বলে। মুক্তদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার অশুভফল গত হইয়াছে জানিবে, প্রাপ্তাদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার অশুভফল বর্ত্তমান, আর এষ্যাদিকে শাকুনদৃষ্ট হইলে তাহার অশুভফল ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া জানিবে। সূর্য্য উদয় হইতে একপ্রহর পর্য্যন্ত ঈশানকোণে মুক্তসূর্য্য, পূর্ব্বদিকে প্রাপ্তসূর্য্য ও অগ্নিকোণে এষ্যসূর্য্য। অপর পাঁচ দিক্ শান্তা, দ্বিতীয়প্রহরে পূর্ব্বদিকে মুক্তসূর্য্য, অগ্নিকোণে প্রাপ্তসূর্য্য, ও দক্ষিণকোণে এষ্যসূর্য্য, অপর পাঁচ দিক্‌কে শান্তাদিক্। তৃতীয়-প্রহরে অগ্নিকোণে মুক্তসূর্য্য, দক্ষিণদিকে প্রাপ্তসূর্য্য, নৈঋৎকোণে এষ্য-সূর্য্য। চতুর্থপ্রহরে দক্ষিণে মুক্তসূর্য্য, নৈঋৎকোণে প্রাপ্তসূর্য্য ও পশ্চিমে এষ্যসূর্য্য। রাত্রির প্রথমপ্রহরে নৈঋৎকোণে মুক্তসূর্য্য, পশ্চিমে প্রাপ্ত-সূর্য্য ও বায়ুকোণে এষ্যসূর্য্য। রাত্রির দ্বিতীয়প্রহরে পশ্চিমে মুক্তসূর্য্য, বায়ুকোণে প্রাপ্তসূর্য্য, উত্তরে এষ্যসূর্য্য। রাত্রির তৃতীয়প্রহরে বায়ুকোণে মুক্তসূর্য্য, উত্তরে প্রাপ্তসূর্য্য এবং ঈশানকোণে এষ্যসূর্য্য। রাত্রির চতুর্থপ্রহরে মুক্তসূর্য্য, ঈশাণকোণে প্রাপ্তসূর্য্য আর পূর্ব্বদিকে এষ্যসূর্য্য হইয়া থাকে আর অপর পাঁচ দিক্ শান্তা বলিয়া জানিবে। এই সকল স্থানের শাকুন দৃষ্টে শুভাশুভ ফল গণনা করিবে ॥ ১২ ॥

তৎপঞ্চমদিশাং তুল্যং শুভং ত্রৈকাল্যমাদিশেৎ।
পরিশেষয়োর্দ্দিশোর্ব্বাচ্যং যথাসন্নং শুভাশুভম্ ॥ ১৩ ॥

উপরোক্ত তিনদিক্ ব্যতীত শান্তানামক অবশিষ্ট পাঁচদিকের ফল শুভ, দীপ্তার বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী শান্তাদিকে শকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভফল বর্ত্তমান। অঙ্গারির বিপরীতদিকের শান্তাদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভফল গত এবং ধূমিনীর বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী শান্তাদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভফল ভবিষ্যতে জানিবে। যদি উল্লিখিত তিনটী শান্তাব্যতীত অবশিষ্ট শান্তাদ্বয়ের মধ্যে কোন দিকে শাকুনদৃষ্ট হয় তাহাহইলে ঐদিক্ প্রথমোক্ত শান্তাত্রয়ের কোন একদিকের নিকটবর্ত্তী হইলে শুভ আর দীপ্তানাম্নীদিকের সন্নিহিত হইলে অশুভ বুঝা যাইবে ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রমাসন্ননিম্নস্থৈশ্চিরাদুন্নতদূরগৈঃ।
স্থানবৃদ্ধ্যুপঘাতাচ্চ তদ্বদ্ ব্রূয়াৎ ফলং পুনঃ ॥ ১৪ ॥

শাকুন নিকটে ও নিম্নস্থলে দৃষ্ট হইলে তাহার শুভাশুভ ফল শীঘ্র হইয়া থাকে। আর উচ্চস্থানে ও দূরে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভাশুভ-ফল বহুকালবিলম্বে হইয়া থাকে। যেস্থানে শাকুন প্রতিদিনই অধিক ফলপ্রদান করে সেই স্থানে শুভশাকুন দৃষ্ট হইলে বৃদ্ধিকারক হয়, আর যেস্থানে শাকুন দৃষ্ট হইলে বিনাশ হয় সেই স্থানে অশুভশাকুন দৃষ্ট হইলে নাশ কারক হয়। কিন্তু নাশস্থানে শুভশাকুন দৃষ্ট হইলে অল্পশুভকারক হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ক্ষণতিথ্যুড়ুবাতার্কৈর্দ্দৈবদীপ্তো যথোত্তরম্।
ক্রিয়াদীপ্তো গতিস্থানভাবস্বরবিচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, বায়ু এবং সূর্য্য এই সকলের অশুভাবস্থায় শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহাকে দৈবদীপ্তা বলে। আর গমন, স্থান, ভাব, স্বর ও বিচেষ্টা এই পঞ্চ অবস্থায় শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহাকে ক্রিয়াদীপ্তা বলে, ইহার ফল উত্তর উত্তর বলিষ্ঠ, অর্থাৎ ক্ষণ হইতে তিথি, তিথি হইতে নক্ষত্র আর ঐরূপ গতি হইতে স্থান, স্থান হইতে ভাব উত্তরোত্তর বলিষ্ঠ বলিয়া জানিবে। চতুর্থী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশীকে তিথিদীপ্তা বলে। মূলা, জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, বিশাখা, ভরণী, মঘা ও কৃত্তিকাকে নক্ষত্রদীপ্তা বলে। আর ঐ সকল নক্ষত্রের মুহূর্ত্তকে ক্ষণদীপ্তা বলে। চণ্ড, খর, পরুষ এবং প্রতিলোমাদিকে বাতদীপ্তা বলে। সম্মুখ এবং দীপ্তাদিকৃস্থ সূর্য্যকে অর্কদীপ্তা বলে। অর্কদীপ্তা ও অর্কবায়ু এই উভয়ের মধ্য দিয়া শাকুনের গমনশীলতাকে গতিদীপ্তা বলে। কুস্থানকে স্থানদীপ্তা বলে। স্বল্পসংজ্ঞক শাকুনকে ভাবদীপ্তা, ভয়ঙ্কর স্বরকে স্বরদীপ্তা এবং শাকুনের ছিন্নভিন্নাদি চেষ্টাকে চেষ্টাদীপ্তা বলে। এইরূপ শাকুন দশপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

দশধৈবং প্রশান্তোঽপি সৌম্যস্তৃণফলাশনঃ।
মাংসামেধ্যাশনো রৌদ্রো বিমিশ্রোঽন্নাশনঃ স্মৃতঃ ॥১৬॥

উক্ত দশপ্রকার শাকুন শান্তাদিকস্থিত হইলেও তৃণভক্ষক কিম্বা ফেণভক্ষক হইলে শুভ বলিয়া জানিবে। আর মাংস ও বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী হইলে অতি রৌদ্র অর্থাৎ অতিদীপ্তা আর অন্নভক্ষক হইলে মিশ্র অর্থাৎ শান্তদীপ্তা বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

হর্ম্ম্যপ্রাসাদমঙ্গল্যমনোজ্ঞস্থানসংস্থিতাঃ।
শ্রেষ্ঠা মধুরসক্ষীরফলপুষ্পদ্রুমেষু চ ॥ ১৭ ॥

হর্ম্ম্য অর্থাৎ গৃহ বা দালান, দেবালয়, মঙ্গল্য অর্থাৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণ এবং গো, মনোহরস্থান ও শীতল ছায়াযুক্ত স্থান এই সকলের নিকট শাকুন দৃষ্ট হইলে আর মধুর ও রসালে ফল এবং সুগন্ধপুষ্পযুক্ত বৃক্ষে শাকুনদৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

স্বকালে গিরিতোয়স্থা বলিনো দ্যুনিশাচরাঃ।
ক্লীবস্ত্রীপুরুষাশ্চৈষাং বলিনঃ স্যুর্যথোত্তরম্ ॥ ১৮ ॥

দিবাচর পক্ষী এবং পর্ব্বতের উপরিভাগে বিচরণকারী পক্ষী দিবা-ভাগে দৃষ্ট হইলে তাহার ফল বলবান্ হইয়া থাকে। জলচরপক্ষী ও রাত্রিচরপক্ষী রাত্রিকালে দৃষ্ট হইলে তাহার ফল ক্রমে ক্লীব, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ শাকুনানুসারে বলবান্ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

জবজাতিবলস্থানহর্ষসত্ত্বস্বরান্বিতাঃ।
স্বভূমাবনুলোমাশ্চ তদূনাঃ স্যুর্ব্বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥

যেসকল শাকুন দ্রুতগামী, শ্রেষ্ঠজাতীয়, উত্তমস্থানস্থিত, হর্ষযুক্ত, ধৈর্য্যশীল এবং সুস্বরবিশিষ্ট সেইসকল শাকুন যদি স্বস্থানস্থিত ও অনু-কূল হয় তাহাহইলে তাহার ফল বলবান্ আর ইহার বিপরীত হইলে হীনবল বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

কুকুটেভপিরিল্যশ্চ শিখিবঞ্জুলছিক্করাঃ।
বলিনঃ সিংহনাদশ্চ কূটপূরী চ পূর্ব্বতঃ ॥ ২০ ॥

কুক্কুট, হস্তী, পিরিল্য, ময়ূর, বঞ্জুল, ছিক্কর (মৃগবিশেষ), সিংহনাদ, (পক্ষীবিশেষ) কূটপূরী (বকপক্ষির স্ত্রী) এই সকল শাকুন পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইলে তাহার ফল বলবান্ বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

ক্রোষ্টুকোলূকহারীতকাককোকর্ক্ষপিঙ্গলাঃ।
কপোতরুদিতাক্রন্দক্রূরশব্দাশ্চ যাম্যতঃ ॥ ২১ ॥

শৃগাল, পেচক, হারীত-কবুতর, কাক, চক্রবাক্, ভল্লুক, পিঙ্গলপক্ষী, এবং গোলা-কবুতর এই সকল শাকুন যদি দক্ষিণদিকে রোদন করে, বা চিৎকার করে কিম্বা ক্রূর শব্দ করে তাহাহইলে উহার ফল বলবান্ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

গোশশক্রৌঞ্চলোমাশহংসোৎক্রোশকপিঞ্জলাঃ।
বিড়ালোৎসববাদিত্রগীতহাসাশ্চ বারুণাঃ ॥ ২২ ॥

গো, শশক, ক্রৌঞ্চপক্ষী, মেষ, হংস, কুররপক্ষী, কপিঞ্জল (কবুতর) এবং বিড়াল এইসকল শাকুন যদি পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হয়, আর বিবাহাদি উৎসব, বাদ্য, গীত এবং হাস্য এইসকল যদি পশ্চিমদিকে শ্রুত হয় তাহাহইলে ঐসকলের ফল বলবান্ বলিয়া জানিবে ॥ ২২ ॥

শতপত্রকুরঙ্গাখুমৃগৈকশফকোকিলাঃ।
চাষশল্যকপুণ্যাহঘণ্টাশঙ্খরবা উদক্ ॥ ২৩॥

শতপত্র (সারসপক্ষী), মৃগ, মূষিক, একশফ (অশ্বাদি), কোকিল, চাষ (নীলকণ্ঠপক্ষী) এবং শল্যক (সজারু) এই সকল শাকুন উত্তর দিকে দৃষ্ট হইলে আর আশীর্ব্বাদহ্ চকবাক্য, ঘণ্টা এবং শঙ্খ এই সকলের ধ্বনি উত্তরদিকে শ্রুত হইলে তাহার ফল বলবান্ বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

ন গ্রাম্যোঽরণ্যগো গ্রাহ্যো নারণ্যো গ্রামসংস্থিতঃ।
দিবাচরো ন শর্ব্বর্য্যাং ন চ নক্তঞ্চরো দিবা ॥ ২৪ ॥

গ্রাম্যশাকুন বনে দৃষ্ট হইলে তাহার শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে না, আর বন্যশাকুন গ্রামে দৃষ্ট হইলেও তাহার শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে না, আর দিবাচর শাকুন রাত্রিতে এবং রাত্রিচরশাকুন দিবাতে দৃষ্ট হইলে তাহারও শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে না ॥ ২৪ ॥

দ্বন্দ্বরোগার্দ্দিতত্রস্তাঃ কলহামিষকাঙ্ক্ষিণঃ।
আপগান্তরিতা মত্তা ন গ্রাহ্যাঃ শকুনাঃ কচিৎ ॥ ২৫ ॥

যে সকলশাকুন ভিন্নজাতীয় স্ত্রী পুং-সংযোগদ্বারা ক্ষীণ, পীড়িত, ভীত, কলহোদ্যত, আমিষাকাঙ্ক্ষী, নদীদ্বারা স্বীয় বাসা হইতে অন্তরিত এবং মত্ত সেইসকল শাকুনের শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে না ॥ ২৫ ॥

রোহিতাশ্বাজরাসভকুরঙ্গোষ্ট্রমৃগাঃ শশঃ।
নিষ্ফলা শিশিরে জ্ঞেয়া বসন্তে কাককোকিলৌ ॥ ২৬ ॥

রোহিত (চমর মৃগ) অশ্ব, মেষ বা ছাগ, গর্দ্দভ, কুরঙ্গ (মৃগবিশেষ) ও উষ্ট্র, মৃগ (হরিণ) এবং শশক (খরগোস) এই সকল শাকুনের ফল শিশিরঋতুতে নিষ্ফল বলিয়া জানিবে। আর কাক ও কোকিলের ফল বসন্তঋতুতে নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ন তু ভাদ্রপদে গ্রাহ্যাঃ শূকরশ্ববৃকাদয়ঃ।
শরদ্যব্জাদগোক্রৌঞ্চাঃ শ্রাবণে হস্তিচাতকৌ ॥ ২৭ ॥

শূকর, কুক্কুর এবং বৃক অর্থাৎ নেকড়াবাঘ ইহারা ভাদ্রমাসে শাকুন বলিয়া গ্রাহ্য নহে। অব্জাদ অর্থাৎ কমলভক্ষকহংস, গো এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী ইহারা শরৎঋতুতে আর হস্তী ও চাতক ইহারা শ্রাবণমাসে শাকুন বলিয়া গ্রাহ্য নহে। কারণ এইসকল মাসে ইহারা মত্ত থাকে বলিয়া ইহাদিগকে শাকুন বলিয়া গ্রাহ্য করা হয় না ॥ ২৭ ॥

ব্যাঘ্রর্ক্ষবানরদ্বীপিমহিষাঃ সবিলেশয়াঃ।
হেমন্তে নিষ্ফলা জ্ঞেয়া বালাঃ সর্ব্বে বিমানুষাঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাঘ্র, ঋক্ষ (ভল্লুক), বানর, দ্বীপি (চিতাবাঘ), মহিষ এবং বিলেশয় অর্থাৎ মূষিক ও সর্পপ্রভৃতি, আর মনুষ্য ভিন্ন অপর অল্পবয়স্ক জন্তু সকল হেমন্তঋতুতে শাকুন বলিয়া গ্রাহ্য নহে ॥ ২৮ ॥

ঐন্দ্রানলদিশোর্ম্মধ্যে ত্রিভাগেষু ব্যবস্থিতাঃ।
কোশাধ্যক্ষানলাজীবিতপোযুক্তাঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৯ ॥

একটী গোলাকার অঙ্কিত করিয়া তাহার পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণের মধ্যে তিনটী ভাগ অর্থাৎ তিনটী ঘর করিবে তাহার প্রথমভাগে কোশাধ্যক্ষ, দ্বিতীয়ভাগে সুবর্ণকারাদি অগ্নিজীবী আর তৃতীয় ভাগে তপস্বী প্রদক্ষিণক্রমে স্থাপন করিবে ॥ ২৯ ॥

শিল্পী ভিক্ষুর্ব্বিবস্ত্রা স্ত্রী যাম্যানলদিগন্তরে।
পরতশ্চাপি মাতঙ্গগোপধর্ম্মসমাশ্রয়াঃ ॥ ৩০ ॥

ঐরূপ দক্ষিণ ও অগ্নিকোণের মধ্যে যে তিনভাগ করিয়া তাহার প্রথমভাগে শিল্পী, দ্বিতীয়ভাগে সন্ন্যাসী আর তৃতীয়ভাগে বস্ত্ররহিত স্ত্রী স্থাপন করিবে। নৈঋৎ ও দক্ষিণকোণের মধ্যের প্রথমভাগে হস্তীর আশ্রয়কারী, দ্বিতীয়ভাগে গোপাশ্রয়কারী ও তৃতীয়ভাগে ধর্ম্মাশ্রয়কারী স্থাপন করিবে ॥ ৩০ ॥

নৈর্ঋতীবারুণীমধ্যে প্রমদাসূতিতস্করাঃ।
শৌণ্ডিকঃ শাকুনী হিংস্রো বায়ব্যপশ্চিমান্তরে ॥ ৩১ ॥

নৈঋৎ ও পশ্চিমকোণের মধ্যের প্রথমভাগে মদ্যপানরত, দ্বিতীয় ভাগে ধীবর আর তৃতীয়ভাগে ক্রূর স্থাপন করিবে ॥ ৩১ ॥

বিষঘাতকগোস্বামিকুহকজ্ঞাস্ততঃপরম্।
ধনবানীক্ষণীকশ্চ মালাকারস্ততঃ পরং ॥ ৩২ ॥

বায়ু ও উত্তরকোণের মধ্যের প্রথমভাগে বিষঘাতক, দ্বিতীয়ভাগে বৃষভ, আর তৃতীয়ভাগে গোর অধিপতি ও গুণীন্ অর্থাৎ নানাবিধ আশ্চর্য্য কুহককারী ব্যক্তি স্থাপন করিবে। আর উত্তর ও ঈশানকোণের মধ্যের প্রথমভাগে ধনবান্, দ্বিতীয়ভাগে জ্যোতিষী এবং তৃতীয়ভাগে মালী স্থাপন করিবে ॥ ৩২ ॥

বৈষ্ণবশ্চরকশ্চৈব বাজিনাং রক্ষণে রতঃ।
এবং দ্বাত্রিংশতো ভেদাঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভিঃ সহোদিতাঃ ॥৩৩॥

ঈশান ও পূর্ব্বকোণের মধ্যের প্রথমভাগে বিষ্ণুভক্ত, দ্বিতীয়ভাগে চর অর্থাৎ গুপ্ত খবরদাতা, তৃতীয়ভাগে অশ্বরক্ষক স্থাপন করিবে। এই প্রকারে চব্বিশটী ভাগ হইল আর পূর্ব্বাদি আট দিক্ ইহার সহিত যোগ করিলে বত্রিশভাগ হইয়া থাকে। এই চক্র প্রস্তুত প্রদক্ষিণক্রমে হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

রাজাকুমারৌ নেতা চ দূতঃ শ্রেষ্ঠী চরো দ্বিজঃ।
গজাধ্যক্ষশ্চ পূর্ব্বাদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাশ্চতুর্দ্দিশম্॥ ৩৪॥

উক্ত আটদিকের পূর্ব্বদিকে রাজা, অগ্নিকোণে কুমার, দক্ষিণদিকে সেনাপতি, নৈঋতকোণে দূত, পশ্চিমদিকে শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ কুলপরম্পরাগত অতি উত্তম শিল্পজ্ঞ, বায়ুকোণে চর, উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ এবং ঈশানকোণে গজাধ্যক্ষ স্থাপন করিবে। এইরূপ পূর্ব্বদিকে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণদিকে বৈশ্য, পশ্চিমদিকে শূদ্র এবং উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে॥ ৩৪॥

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি দিশি যস্যাং ব্যবস্থিতঃ।
বিরৌতি শকুনো বাচ্যস্তদ্দিগ্‌জেন সমাগমঃ॥ ৩৫॥

পুরুষের গমনকালে কিংবা অবস্থিতিকালে পূর্ব্বাদিদিকের পূর্ব্বোক্ত যেভাগে শাকুন শব্দ করিবে সেই ভাগাশ্রিত ব্যক্তির সহিত পুরুষের সমাগম হইবে। অর্থাৎ শাকুন পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণের মধ্যের ভাগের প্রথমভাগস্থিত হইলে কোশাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে শাকুন হইলে স্বর্ণকারদিগের সমাগম, আর তৃতীয়ভাগস্থিত শাকুন হইলে তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া জানিবে॥ ৩৫॥

ভিন্নভৈরবদীনার্ত্তপরুষক্ষামজর্জ্জরাঃ।
স্বরা নেষ্টাঃ শুভাঃ শান্তা হৃষ্টপ্রকৃতিপূরিতাঃ॥ ৩৬॥

শাকুনের স্বর যদি ভিন্ন অর্থাৎ বিষম, ক্রূর, দীন, পীড়িত, কঠোর, জর্জ্জরিত এবং ভগ্নকাসার ন্যায় হয় তাহাহইলে সেই শাকুন শুভকর নহে। আর যদি শাকুন শান্তাদিক্‌স্থিত হয় ও সূর্য্যাভিমুখ না হয় এবং শাকুনের স্বর যদি হর্ষযুক্ত হয় তাহাহইলে সেই শাকুন শুভকর হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

শিবা শ্যামা রলা ছুচ্ছুঃ পিঙ্গলা গৃহগোধিকা।
শূকরী পরপুষ্টা চ পুন্নামানশ্চ বামতঃ॥ ৩৭॥

শৃগাল, শ্যামা, রলা (পক্ষীবিশেষ), ছুঁচা, পিঙ্গলা, জ্যেষ্ঠী, শূকর, কোকিল এবং পুংসংজ্ঞক পশু বা পক্ষী এইসকল যদি যাত্রাকালে বামদিকে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

স্ত্রীসংজ্ঞা ভাসভষককপিশ্রীকর্ণছিক্করাঃ।
শিখিশ্রীকণ্ঠপিপ্পীকরুরুশ্যেনাশ্চ দক্ষিণাঃ॥ ৩৮॥

স্ত্রীসংজ্ঞক পক্ষী, ভাস অর্থাৎ গৃধ্রপক্ষী, কুক্কুর, বানর, শ্রীপর্ণ (পক্ষিবিশেষ), ছিক্কর (মৃগবিশেষ), ময়ূর, শ্রীকণ্ঠ (পক্ষিবিশেষ), পিপ্পীক (পক্ষিবিশেষ), রুরু (মৃগবিশেষ) এবং শ্যেনপক্ষী এইসকল প্রাণী যদি গমনকর্ত্তার দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হয় তাহাহইলে গমনকর্ত্তার শুভ হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

ক্ষ্বেড়াস্ফোটিতপুণ্যাহগীতশঙ্খাম্বুনিঃস্বনাঃ।
সতূর্য্যাধ্যয়নাঃ পুংবৎ স্ত্রীবদন্যাঃ গিরঃ শুভাঃ॥ ৩৯॥

যাত্রাকালে বামদিকে সিংহনাদ, করতালি, আশীর্ব্বাদসূচকশব্দ, শঙ্খধ্বনি, জলের গর্জ্জন এবং অধ্যয়নের শব্দ এইসকল পুংবৎ, শব্দ বামদিকে শ্রুত হইলে শুভ; আর এতদ্ভিন্ন অপরাপর শব্দ স্ত্রীবৎ ও দক্ষিণদিকে শুভ বলিয়া জানিবে॥ ৩৯॥

গ্রামৌ মধ্যমষড়্‌জৌ তু গান্ধারশ্চেতি শোভনাঃ।
ষড়্‌জা মধ্যমগান্ধারা ঋষভশ্চ স্বরা হিতাঃ॥ ৪০॥

মধ্যম, ষড়্‌জ ও গান্ধার এই গ্রামত্রয় এবং ষড়্‌জ, মধ্যম, গান্ধার ও ঋষভ এই স্বরচতুষ্টয় যাত্রাকালে শ্রুত হইলে গমনকর্ত্তার শুভ হইয়া থাকে॥ ৪০॥

রুতকীর্ত্তনদৃষ্টেষু ভারদ্বাজজবর্হিণঃ।
ধন্যা নকুলচাপৌ চ সরটঃ পাপদোঽগ্রতঃ॥ ৪১॥

যাত্রাকালে ভরদ্বাজপক্ষী (বাজবৌরী), ছাগ, ময়ূর, নকুল (বেজী) এবং স্বর্ণ চাতক এইসকলের নামকীর্ত্তন, শব্দশ্রবণ ও দর্শন শুভকারক এবং ইহাতে ধনলাভ হয়। আর গির্গিটি অর্থাৎ টিকটিকী সম্মুখে দর্শন করিলে অশুভ হইয়া থাকে॥ ৪১॥

জাহকাহিশশক্রোড়গোধানাং কীর্ত্তনং শুভম্।
রুতং সন্দর্শনং নেষ্টং প্রতীপং বানরর্ক্ষয়োঃ॥ ৪২॥

যাত্রাকালে জলৌকা, সর্প, খর্গোস, শূকর এবং গোসাপ এইসকলের নামশ্রবণ শুভকারক কিন্তু এই সকলের দর্শন ও শব্দশ্রবণ অশুভকর বলিয়া জানিবে। আর বানর ও ভল্লুকের নামশ্রবণ অশুভ কিন্তু শব্দ শ্রবণ ও দর্শন শুভকর হইয়া থাকে॥ ৪২॥

ওজাঃ প্রদক্ষিণং শস্তা মৃগাঃ সনকুলাণ্ডজাঃ।
চাষঃ সনকুলো বামো ভৃগুরাহাপরাহ্নতঃ॥ ৪৩॥

যাত্রাকালে মৃগ, নকুল এবং পক্ষী এই সকল শাকুন বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখিলে শুভ হইয়া থাকে, আর ভৃগুঋষি বলেন যে, নকুলের সহিত চাষপক্ষী অপরাহ্নে বামভাগে দৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

ছিক্করঃ কূটপূরী চ পিরিলী চাহ্নি দক্ষিণাঃ।
অপসব্যাঃ সদা শস্তা দংষ্ট্রিণঃ সবিলেশয়াঃ॥ ৪৪॥

ছিক্কর (মৃগবিশেষ), কূটপূরী (বকপক্ষীরস্ত্রী) এবং পিরিলী (পক্ষীবিশেষ) এইসকল শাকুন দিবসে দক্ষিণভাগে গমন করিতে দেখিলে গমনকারীব্যক্তির শুভ হইয়া থাকে। আর শূকরাদি দংষ্ট্রী এবং বিলেশয় অর্থাৎ সর্প, সজারু ও নকুলপ্রভৃতি বামদিকে গমন করিতে দেখিলে শুভ হইবে বলিয়া জানিবে॥ ৪৪॥

শ্রেষ্ঠে হয়সিতে প্রাচ্যাং শবমাংসে চ দক্ষিণে।
কন্যকাদধিনী পশ্চাদুদগ্‌গোবিপ্রসাধবঃ॥ ৪৫॥

যাত্রাকালে পূর্ব্বদিকে অশ্ব এবং শ্বেতবর্ণ পদার্থ আর দক্ষিণদিকে শব ও মাংস, পশ্চিমদিকে কন্যা ও দধি এবং উত্তরদিকে গো, ব্রাহ্মণ ও সাধু দৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে॥ ৪৫॥

জালশ্বচরণৌ নেষ্টৌ প্রাগ্‌যাম্যৌ শস্ত্রঘাতকৌ।
পশ্চাদাসবষণ্ডৌ চ খলাসনহলান্যুদক্॥ ৪৬॥

যাত্রাকালে জাল ও কুক্কুরসহ পূর্ব্বদিকে ভ্রমণকারী ব্যক্তি অর্থাৎ ধীবর ও ডোরিয়া দৃষ্ট হইলে অশুভ; আর দক্ষিণদিকে শস্ত্রধারী ও ঘাতক, পশ্চিমদিকে মদ্যকারক (শুড়ী) ও নপুংসক এবং উত্তরে দুষ্টলোক, আসন ও হল দৃষ্ট হইলে গমনকর্ত্তার অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মসঙ্গমযুদ্ধেষু প্রবেশে নষ্টমার্গণে।
যানব্যস্তগতা গ্রাহ্যা বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে ॥ ৪৭ ॥

কোনকার্য্য উপলক্ষে গমনকালে, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকার্য্যে, যুদ্ধাদিতে গমন ও গৃহপ্রবেশ সময়ে এবং নষ্টবস্তুর অন্বেষণে গমনকালে পূর্ব্বোক্ত শাকুনের বিপরীতফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাত্রাকালে যে শাকুন দক্ষিণদিকে শুভ এইসকল কার্য্যে সেই শাকুন বামদিকে শুভ। আর পূর্ব্বদিকে যাহা শুভ তাহাই পশ্চিমদিকে শুভ বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন যাহা বিশেষ তাহা পরে বলা যাইতেছে ॥ ৪৭ ॥

দিবা প্রস্থানবদ্‌গ্রাহ্যাঃ কুরঙ্গরুরুবানরাঃ।
অহ্নশ্চ প্রথমে ভাগে চাষবঞ্জুলকুক্কুটাঃ ॥ ৪৮ ॥

উপরি উক্ত কার্য্যে গমনকালে যদি দিবাভাকে হরিণ, রুরু (মৃগবিশেষ) এবং বানর এই সকল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যাত্রাকালে ঐ সকল দর্শনের সমান ফল হইয়া থাকে। আর দিবসের প্রথমভাগে চাষ অর্থাৎ স্বর্ণচাতক, বঞ্জুল ও কুক্কুট এইসকল দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যাত্রাকালে ঐসকল দর্শনের তুল্য ফল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

পশ্চিমে শর্ব্বরীভাগে নপ্তৃকোলূকপিঙ্গলাঃ।
সর্ব্ব এব বিপর্য্যস্তা গ্রাহ্যাঃ সার্থেষু যোষিতাম্‌ ॥ ৪৯ ॥

উপরিউক্ত কার্য্যকালে রাত্রির শেষভাগে যদি নপ্তৃক (চটকপক্ষী), পেচক ও পিঙ্গল অর্থাৎ বেজি এইসকল শাকুন দৃষ্ট হয় তাহাহইলে যাত্রাকালে ঐসকল দর্শনের যেরূপ সেই ফল হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে শাকুন দর্শনের ফল পুরুষের শাকুনদর্শনের ফলের বিপরীত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

নৃপসন্দর্শনে গ্রাহ্যাঃ প্রবেশেঽপি প্রয়াণবৎ।
গির্য্যরণ্যপ্রবেশে চ নদীনাং চাবগাহনে ॥ ৫০ ॥

রাজদর্শন এবং রাজগৃহে প্রবেশ-সময়ে শাকুনদর্শনের ফল যাত্রাকালীয় শাকুন দর্শনের ফলের তুল্য বলিয়া জানিবে। আর পর্ব্বত ও বনপ্রবেশ এবং নদীতে স্নান এইসকল কার্য্যে গমনকালের শাকুন দর্শনের ফল যাত্রাসম্বন্ধীয় শাকুনের ফলের ন্যায় জানিবে ॥ ৫০ ॥

বামদক্ষিণগৌ শস্তৌ যৌ তু তাবগ্রপৃষ্ঠগৌ।
ক্রিয়াদীপ্তৌ বিনাশায় যাতুঃ পরিঘসংজ্ঞিতৌ ॥ ৫১ ॥

যাত্রাকালে যেসকল শাকুন বামভাগে শুভ সেইসকল শাকুন পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ যুদ্ধাদিতে গমন ইত্যাদি কার্য্যে সম্মুখভাগে শুভ, আর যাত্রাকালে যেসকল শাকুন দক্ষিণভাগে শুভ সেইসকল শাকুন উক্তকার্য্যে পশ্চাদ্ভাগে শুভ। যদি ক্রিয়াদীপ্ত শাকুন গমনকর্ত্তার উভয়দিকে থাকে তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

তাবেব তু যথাভাগং প্রশান্তরুতচেষ্টিতৌ।
শকুনৌ শকুনদ্বারসংজ্ঞিতাবর্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫২ ॥

উক্ত শাকুনদ্বয় যদি শান্তশব্দ ও শুভ চেষ্টা করে তাহাহইলে উহারাই শুভশাকুনরূপে পরিণত হইয়া কার্য্যসিদ্ধিকারক হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

কেচিত্তু শকুনদ্বারমিচ্ছন্ত্যুভয়তঃ স্থিতৈঃ।
শকুনৈরেকজাতীয়ৈঃ শান্তচেষ্টাবিরাবিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে উক্ত শাকুনদ্বয় যদি একজাতীয় হয় ও শান্তশব্দ এবং শুভ চেষ্টা করে তাহাহইলে উক্ত শাকুনদ্বয় কার্য্যসিদ্ধিকারক হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিসর্জ্জয়তি যদ্যেক একশ্চ প্রতিষেধতি।
সবিরোধোঽশুভো যাতুর্গ্রাহ্যো বা বলবত্তরঃ ॥ ৫৪ ॥

যাত্রাকালে যদি একশাকুন শুভ সূচনা করে ও অপর একশাকুন অশুভ সূচনা করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার অশুভ হইয়া থাকে, অথবা উক্ত উভয় শাকুনের মধ্যে যেশাকুন বলবান্‌ হইবে তাহারই অনুরূপ কার্য্য হইবে ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বং প্রাবেশিকো ভূত্বা পুনঃ প্রাস্থানিকো ভবেৎ।
সুখেন সিদ্ধিমাচষ্টে প্রবেশে তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

যাত্রাকালে কোন শাকুন প্রবেশসম্বন্ধে অনুকূল সূচনা করিয়া পরে যদি প্রস্থানসম্বন্ধে অনুকূলসূচনা করে তাহাহইলে গমনকর্ত্তার কার্য্য অতি সুখে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আর প্রবেশকালে ইহার বিপরীত অর্থাৎ কোন শাকুন প্রথমত প্রস্থানসম্বন্ধীয় অনুকূলসূচনা করিয়া পরে প্রবেশসম্বন্ধে অনুকূলসূচনা করে তাহাহইলে সুখে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

বিসৃজ্য শকুনঃ পূর্ব্বং স এব নিরুণদ্ধি চেৎ।
প্রাহ যাতুররের্মৃত্যুং ডমরং রোগমেব বা ॥ ৫৬ ॥

যাত্রাকালে শাকুন যদি প্রথমত যাত্রাবিষয়ে শুভ দেখাইয়া পরে ঐ শকুনই অশুভ দর্শন করায় তাহাহইলে গমনকর্ত্তার শত্রু হইতে মৃত্যুভয়ে পলায়ন ও রোগ এইসকল সূচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

অপসব্যাস্তু শকুনা দীপ্তা ভয়নিবেদিনঃ।
আরম্ভে শকুনো দীপ্তো বর্ষমন্তি তদ্ভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৭ ॥

যাত্রাকালে শাকুন যদি দীপ্তাদিকৃস্থিত হয় ও বামদিক্‌ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করে তাহাহইলে ভয় বুঝা যায়, আর কার্য্যের আরম্ভে যদি দীপ্তাদিকৃস্থিত শাকুন দৃষ্ট হয় তাহাহইলেও গমনকর্ত্তার ভয় বুঝায়; কিন্তু এই ভয়ের কার্য্য একবৎসর পরে হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

তিথিবায়্বর্কভস্থানচেষ্টাদীপ্তা যথাক্রমম্‌।
ধনসৈন্যবলাঙ্গেষ্টকর্ম্মণাং স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৮ ॥

যাত্রাকালে শাকুন যদি তিথিদীপ্তা, বায়ুদীপ্তা, রবিদীপ্তা, নক্ষত্রদীপ্তা, স্থানদীপ্তা এবং চেষ্টাদীপ্তা হয় তাহাহইলে যথাক্রমে ধন, সৈন্য, বল, শরীর, বন্ধু ও কার্য্য এইসকলের ভয় অর্থাৎ হানি বুঝা যায় ॥ ৫৮ ॥

জীমূতধ্বনিদীপ্তেষু ভয়ং ভবতি মারুতাৎ।
উভয়োঃ সন্ধ্যয়োর্দীপ্তাঃ শস্ত্রোদ্ভবভয়ঙ্করাঃ ॥ ৫৯ ॥

মেঘগর্জ্জনকালে দীপ্তাদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে বায়ুহইতে ভয় অর্থাৎ ঝড়ের ভয় হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে শস্ত্রভয় জানা যায় ॥ ৫৯ ॥

চিতিকেশকপালেষু মৃত্যুবন্ধবধপ্রদাঃ।
কণ্টকীকাষ্ঠভস্মস্থাঃ কলহায়াসদুঃখদাঃ ॥ ৬০ ॥

শ্মশানাগ্নি, কেশরাশি ও মনুষ্যের মস্তকের খুলি এই সকলের নিকটে শাকুন দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে মৃত্যু, বন্ধন ও বধ বুঝায়। আর কণ্টকীবৃক্ষ, কাষ্ঠ এবং ভস্ম এইসকল স্থানে শাকুন দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে কলহ, উপদ্রব এবং দুঃখ এইসকল সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

অপ্রসিদ্ধিং ভয়ং বাপি নিঃসারাশ্মব্যবস্থিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি শকুনা দীপ্তাঃ শান্তা যাপ্যফলাস্তু তে ॥ ৬১ ॥

কোন গর্ত্তের কিম্বা প্রস্তরের নিকট দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে কার্য্যের অসিদ্ধি ও কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্ত ভয় জানা যায় আর ঐসকল স্থানে শান্তা শাকুন দৃষ্ট হইলে কার্য্যের ফল অল্প হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

অসিদ্ধিসিদ্ধিদৌ জ্ঞেয়ৌ নির্হাদাহারকারিণৌ।
স্থানাদ্রুবন্ ব্রজেদ্ যাত্রাং শংসতে ত্বন্যথাগমম্ ॥ ৬২ ॥

যাত্রাকালে যদি শাকুনকে মলবিসর্জ্জন করিতে দেখা যায় তাহাহইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বলিয়া জানিবে। আর শাকুনকে আহার করিতে দেখিলে কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। যদি গমনকালে গমনকর্ত্তার অগ্রে অগ্রে শাকুন শব্দ করিতে করিতে গমন করে তাহাহইলে যাত্রাবিষয়ে শুভ হইয়া থাকে। আর যদি শাকুন শব্দ করিতে করিতে গমনকর্ত্তার সম্মুখে আগমন করে তাহাহইলে নির্ব্বিঘ্নে আগমন বুঝায় ॥ ৬২ ॥

কলহঃ স্বরদীপ্তেষু স্থানদীপ্তেষু বিগ্রহঃ।
উচ্চমাদৌ স্বরং কৃত্বা নীচং পশ্চাচ্চ মোষকৃৎ ॥ ৬৩ ॥

স্বরদীপ্তাশাকুন অর্থাৎ যে শাকুনের স্বর কর্কশ সেই শাকুন দৃষ্ট হইলে কলহ উপস্থিত হয়, স্থানদীপ্তাশাকুন অর্থাৎ কুস্থানস্থিত শাকুন দৃষ্ট হইলে যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। আর শাকুন যদি প্রথমত উচ্চ শব্দ করিয়া পরে ছোট শব্দ করে তাহাহইলে চোরী যাইবে এইরূপ বুঝিবে ॥ ৬৩ ॥

একস্থানে রুবন্দীপ্তঃ সপ্তাহাদ্ গ্রামঘাতকৃৎ।
পুরদেশে নরেন্দ্রাণামৃত্বর্থায়নবৎসরাৎ ॥ ৬৪ ॥

দীপ্তাশাকুন যদি একস্থানে অবস্থিত হইয়া সমস্তদিন রোদন করে তাহাহইলে সাতদিনের মধ্যে গ্রামের বিনাশ, দুই মাসের মধ্যে নগরের বিনাশ, তিনমাসের মধ্যে দেশের বিনাশ এবং একবৎসরের মধ্যে রাজার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বে দুর্ভিক্ষকর্ত্তারঃ স্বজাতিপিশিতাশনাঃ।
সর্পমূষকমার্জ্জারপৃথুরোমবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

যেসকল শাকুন স্বজাতির মাংস ভক্ষণ করে সেইসকল শাকুন দুর্ভিক্ষকারক। কিন্তু সর্প, মূষিক, বিড়াল ও মৎস্য এইসকল শাকুন নহে, কারণ ইহারা স্বাভাবিক স্বজাতি-মাংসভক্ষক ॥ ৬৫ ॥

পরযোনিষু গচ্ছন্তো মৈথুনং দেশনাশনাঃ।
অন্যত্র বেসরোৎপত্তের্নৃণাং চাজাতিমৈথুনাৎ ॥ ৬৬ ॥

মনুষ্য ও ঘোটক ভিন্ন অপর প্রাণী যদি অপর প্রাণীর সহিত সংসর্গ করে তাহাহইলে দেশ বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

বন্ধঘাতভয়ানি স্যুঃ পাদোরুমস্তকান্তিগৈঃ।
অপ্শষ্পপিশিতান্নাদৈর্ব্বর্ষমোষকক্ষতগ্রহাঃ ॥ ৬৭ ॥

যাত্রাকালে কোন শাকুনকে পাদসমীপস্থ দেখিলে বন্ধন, বক্ষস্থলের নিকট দেখিলে আঘাতপ্রাপ্ত এবং মস্তকের নিকট দৃষ্ট হইলে ভয় জানা যায়, আর যদি কোন শাকুনকে জলপান করিতে দেখা যায়, তাহাহইলে বৃষ্টি, তৃণ ভক্ষণ করিতে দেখিলে চৌরভয়, মাংসভক্ষণ করিতে দেখিলে ক্ষত এবং অন্নভোজন করিতে দেখিলে কারাবাস বুঝা যায় ॥ ৬৭ ॥

ক্রূরোগ্রদোষদুষ্টৈশ্চ প্রধাননৃপবৃত্তকৈঃ।
চিরকালৈশ্চ দীপ্তাদ্যাঃ স্বাগমো দিক্ষু তন্নৃণাম্ ॥ ৬৮ ॥

দীপ্তাদি আটদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে দীপ্তা হইতে পর পর দিকে খল, অন্তরূপ দুষ্টমনুষ্য, রাজমন্ত্রী, রাজা, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা, বৃদ্ধ, নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী এইসকলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

সদ্রব্যো বলবাংশ্চ স্যাৎ সদ্রব্যস্যাগমো ভবেৎ।
দ্যুতিমান্বিনতপ্রেক্ষী সৌম্যো দারুণবৃত্তকৃৎ ॥ ৬৯ ॥

যদি কোন শাকুন ফলপ্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আগমন করে এবং সেই শাকুন যদি বলবান্ হয় তাহাহইলে পথিকের দ্রব্যলাভ হইয়া থাকে। আর যদি কোন শাকুনকে তেজস্বী, বিনত এবং অধোমুখী দেখা যায় তাহাহইলে পথিক কোন দারুণ কর্ম্ম করিবে বলিয়া জানিবে ॥ ৬৯ ॥

বিদিক্স্থঃ শকুনো দীপ্তো বামস্থেনানুবাশিতঃ।
স্ত্রিয়াঃ সংগ্রহণং প্রাহ তদ্দিগাখ্যাতযোনিতঃ ॥ ৭০ ॥

ঈশানাদি চারিকোণের যে কোন এক কোণস্থিত দীপ্তশাকুন যদি যাত্রিকের বামদিকস্থ শাকুনের সহিত যুক্ত হয় তাহাহইলে ঐ দিকে যে জাতীয় স্ত্রী বুঝা যায় সেই জাতীয় স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

শান্তঃ পঞ্চমদীপ্তেন বিরুতো বিজয়াবহঃ।
দিগ্নরাগমকারী বা দোষকৃত্তদ্বিপর্য্যয়ে ॥ ৭১ ॥

যদি যাত্রাকালে শান্তাদিকস্থিত কোন শাকুন তাহার পঞ্চম দীপ্তাশাকুনের ধ্বনি শ্রবণ করে তাহাহইলে যাত্রিকের যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে অথবা শান্তাদিকে গমনকারী কোন ব্যক্তির প্রত্যাগমন জানা যায়, আর ইহার বিপরীত হইলে যাত্রিকের যাত্রায় দোষ ঘটে ॥ ৭১ ॥

বামসব্যরুতো মধ্যঃ প্রাহ স্বপরয়োর্ভয়ম্।
মরণং কথয়ন্ত্যেতে সর্ব্বে সমবিরাবিণঃ ॥ ৭২ ॥

যাত্রাকালে যাত্রিকের সম্মুখস্থিত শাকুন যদি বামদিকস্থ শাকুনের সহিত শব্দ করে তাহাহইলে আত্মীয় হইতে যাত্রিকের ভয় বুঝায়, আর দক্ষিণদিকস্থিত শাকুনের সহিত শব্দ করিলে যাত্রিকের শত্রু হইতে ভয় বুঝায়, যদি তিনটী শাকুন একবারে শব্দ করে তাহাহইলে যাত্রিকের মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

বৃক্ষাগ্রমধ্যমূলেষু গজাশ্বরথিকাগমঃ।
দীর্ঘাজমুষিতাগ্রেষু নরনৌশিবিকাগমঃ ॥ ৭৩ ॥

বৃক্ষের অগ্রভাগে শাকুন দৃষ্ট হইলে গজারূঢ় ব্যক্তির, বৃক্ষের মধ্যভাগে শাকুন দৃষ্ট হইলে অশ্বারূঢ় ব্যক্তির এবং বৃক্ষের মূলদেশে শাকুন দৃষ্ট হইলে রথারূঢ় ব্যক্তির আগমন বুঝা যায়। উচ্চস্থানে শাকুন দৃষ্ট হইলে নরারূঢ় ব্যক্তির, জলজবৃক্ষে শাকুন দৃষ্ট হইলে নৌকারূঢ় ব্যক্তির এবং অগ্রভাগ হীনবৃক্ষে শাকুন দৃষ্ট হইলে শিবিকা-(পাল্কী) রূঢ় ব্যক্তির আগমন বুঝা যায় ॥ ৭৩ ॥

শকটেনোন্নতস্থে চ ছায়াস্থে ছত্রসংযুতঃ।
একত্রিপঞ্চসপ্তাহাৎ পূর্ব্বাদ্যাস্বন্তরাসু চ ॥ ৭৪ ॥

উচ্চস্থানে অর্থাৎ পর্ব্বতাদির উপরে শাকুন দৃষ্ট হইলে গাড়িতে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তির আগমন, ছায়াতে অবস্থিত শাকুন দৃষ্ট হইলে ছত্রযুক্ত ব্যক্তির আগমন বুঝা যায়। পূর্ব্বদিকে এবং অগ্নিকোণের মধ্যে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভাশুভফল একদিবস পরে, দক্ষিণ এবং নৈঋৎ কোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে তিন দিবস পরে, পশ্চিম ও বায়ুকোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে পাঁচ দিবস পরে এবং উত্তর ও ঈশানকোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে ইহার শুভাশুভফল সাতদিবস পরে ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

সুরপতিহুতবহযমনির্ঋতিবরুণপবনেন্দুশঙ্করাঃ ক্রমশঃ।
প্রাচ্যাদীনাং পতয়ো দিশঃ পুমাংসোঽঙ্গনা বিদিশাঃ ॥৭৫॥

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋত, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র এবং শিব এইসকল দেবতা যথাক্রমে পূর্ব্বাদি আটদিকের অধিপতি, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের অধিপতি ইন্দ্র, পূর্ব্বদক্ষিণকোণের অধিপতি অগ্নি, দক্ষিণদিকের অধিপতি যম, দক্ষিণপশ্চিমকোণের অধিপতি নির্ঋতি, পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণ, পশ্চিম উত্তরকোণের অধিপতি বায়ু, উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র এবং উত্তরপূর্ব্বকোণের অধিপতি শিব অর্থাৎ ঈশান। আর পূর্ব্বাদি চারিদিক্ পুরুষ এবং আগ্নেয়াদি চারি কোণ স্ত্রী বলিয়া কল্পনা জানিবে ॥ ৭৫ ॥

তরুতালীবিদলাম্বরসলিলজশরচর্ম্মপট্টলেখাঃ স্যুঃ।
দ্বাত্রিংশৎপ্রবিভক্তে দিক্‌চক্রে তেষু কার্য্যাণি ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্বাদি আটদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে বৃক্ষ সম্বন্ধীয় পত্র আসিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে বৃক্ষের ত্বকে লিখিত পত্র, অগ্নিকোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে তালপত্র, দক্ষিণকোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে বংশপত্র, নৈর্ঋতকোণে দৃষ্ট হইলে বস্ত্র, পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইলে পদ্মপত্র, বায়ুকোণে দৃষ্ট হইলে শর, উত্তরদিকে দৃষ্ট হইলে চর্ম্ম এবং ঈশানকোণে দৃষ্ট হইলে পট্টবস্ত্রে লিখিত পত্র আসিবে বলিয়া জানিবে। আর দ্বাত্রিংশদ্বিভক্ত দিক্‌চক্রস্থিত শাকুনদ্বারা যেদিকের যেরূপ কার্য্যতাহাও ঐসকল পত্রে লিখিত হইয়া আসিবে ॥ ৭৬ ॥

ব্যায়ামশিখিনিকূজিতকলহাম্ভোনিগড়মন্ত্রগোশব্দাঃ।
বর্ণাশ্চ রক্তপীতককৃষ্ণসিতাঃ কোণগা মিশ্রাঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বাদি আটদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভাশুভ ফল যেস্থানে ঘটিবে তাহা কথিত হইতেছে; যথা—পূর্ব্বদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে তাহার শুভাশুভ ফল বাহুযুদ্ধস্থানে ঘটিবে, অগ্নিকোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে অগ্নির নিকটে, দক্ষিণকোণে শাকুন দৃষ্ট হইলে শব্দশ্রবণ স্থানে, নৈর্ঋৎকোণে দৃষ্ট হইলে কলহস্থানে, পশ্চিমকোণে দৃষ্ট হইলে জলস্থানে, বায়ুকোণে দৃষ্ট হইলে বন্ধনাদিস্থানে, উত্তরদিকে দৃষ্টহইলে বেদমন্ত্র অধ্যয়নস্থানে এবং ঈশানকোণে দৃষ্ট হইলে গাভীর নিকটে শুভাশুভ ফল ঘটিবে। আর পূর্ব্বাদি চারিদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে যে বস্তুলাভ হইবে তাহা পূর্ব্বাদিদিকের যথাক্রমে লাল, পীত, কৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ হইবে। যদি আগ্নেয়াদিদিকে শাকুন দৃষ্টে যে বস্তুলাভ হইবে তাহার বর্ণ যথাক্রমে মিশ্র হইবে অর্থাৎ রক্তপীত, পীতরক্ত, কৃষ্ণসিত ও সিতরক্ত বর্ণ হইবে ॥ ৭৭ ॥

চিহ্নং ধ্বজো দগ্ধমথ শ্মশানং দরী জলং পর্ব্বতযজ্ঞঘোষাঃ। এতেষু সংযোগভয়ানি বিন্দ্যাদ্ অন্যানি বা স্থানবিকল্পিতানি ॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বাদি আটদিকের যেরূপ স্থানে শাকুন দৃষ্ট হইবে সেইরূপ স্থানে ফল হইবে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ধ্বজস্থানে শাকুন দৃষ্ট হইলে ঐ ধ্বজস্থানে সেই শাকুন দর্শনের ফল ঘটিবে, এইরূপ পূর্ব্বাদি আটদিকের শাকুন দৃষ্ট হইবে তাহার ফল যথাক্রমে ধ্বজ, দগ্ধভূমী, শ্মশান, পর্ব্বত, গুহা, জল, যজ্ঞ এবং ঘোষস্থান এইসকল স্থানে শাকুনসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিচার এইরূপে কল্পনা করিয়া লইবে ॥ ৭৮ ॥

স্ত্রীণাং বিকল্পে বৃহতী কুমারী ব্যঙ্গা বিগন্ধা ত্বথ নীলবস্ত্রা। কুস্ত্রী প্রদীর্ঘা বিধবা চ তাশ্চ সংযোগচিন্তাপরিবেদিকাঃ স্যুঃ ॥ ৭৯ ॥

স্ত্রীবিষয়ক চিন্তাকালে পূর্ব্বাদিদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে বৃহৎশরীরা, কুমারী, ব্যঙ্গা, দুর্গন্ধযুক্তা, নীলবস্ত্রা, কুৎসিতা, দীর্ঘা এবং বিধবা এইরূপ স্ত্রীর সহিত সংযোগ বুঝিবে। অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে শাকুন দৃষ্ট হইলে বৃহৎশরীরা স্ত্রীর সহিত সংযোগ হইবে, অগ্নিকোণে দৃষ্ট হইলে কুমারী স্ত্রী লাভ হইবে এইরূপ অপর অপর দিকেও সকল জানিবে ॥৭৯॥

পৃচ্ছাসু রূপ্যকনকাতুরভামিনীনাং মেষাদ্যযানমথ-

গোকুলসংশ্রয়াস্তু। ন্যগ্রোধরক্তকতরুরোধ্রককীচকাখ্যাশ্চূতদ্রুমাঃ খদিরবিল্বনগার্জ্জুনাশ্চ ॥ ৮০।

ইতি সর্ব্বশাকুনে মিশ্রকাধ্যায়ঃ প্রথমঃ।

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

প্রশ্নকালে পূর্ব্বাদি আটদিকে শাকুন বা প্রশ্নকর্ত্তা থাকিলে যথাক্রমে রৌপ্য, স্বুবর্ণ, রোগী, স্ত্রী, নাবাদিধান্য, অশ্বাদিযান, গমন, যজ্ঞ এবং গোকুলসম্বন্ধীয় চিন্তা বুঝিবে। আর পূর্ব্বাদি আটদিকে যথাক্রমে, বট, রক্তবৃক্ষ, লোধ, বাঁশ, আম্রবৃক্ষ, খদির, বিল্ব, অর্জ্জুনবৃক্ষ এবং পর্ব্বত এইসকল স্থানে ঐ সকল বস্তু আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৮০ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ অন্তরচক্রম্।

ঐন্দ্র্যাং দিশি শান্তায়াং বিরুবন্নৃপসংশ্রিতাগমং বক্তি।
শকুনিঃ পূজালাভং মণিরত্নদ্রব্যসম্প্রাপ্তিম্ ॥ ১ ॥

চক্রবালবৃত্তকে বত্রিশভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার পূর্ব্বাদিভাগক্রমে শাকুনের শুভাশুভ গণনা করিতে হইবে। এইক্ষণ ঐ বৃত্তের কোন্ কোন্ ভাগে শাকুন দৃষ্টে কি কি রূপ ফল হইবে তাহাই লিখিত হইতেছে। যদি পূর্ব্বদিকের প্রথমভাগে শাকুনের শব্দ শ্রুত হয় কিম্বা শাকুন পূর্ব্বদিকে অবস্থিত থাকে আর ঐসময় পূর্ব্বদিকের প্রথমভাগ শান্তা হয় তাহাহইলে রাজপুরুষের সহিত সাক্ষ্যাৎ, সম্মানলাভ এবং মণি, রত্ন ও দ্রব্যাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অপিচ উক্ত শাকুন যদি শুভ হয় তাহাহইলে ফল সম্পূর্ণ, মধ্যম হইলে মধ্যম, আর অশুভ হইলে অল্পলাভ হইবে। অপর সর্ব্বত্রই এইরূপ জানিবে ॥ ১ ॥

তদনন্তরদিশি কনকাগমো ভবেদ্বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধিশ্চ।
আয়ুধধনপূগফলাগমস্তৃতীয়ে ভবেদ্ভাগে ॥ ২ ॥

চক্রবালের পূর্ব্বদিকে প্রদক্ষিণক্রমে দ্বিতীয়ভাগে শাকুনের শব্দ শ্রুত হইলে কিম্বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হইলে স্বুবর্ণ লাভ হয় ও অভিলষিতবিষয় সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর তৃতীয়ভাগে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে অস্ত্র, ধন ও পূগফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধদ্বিজস্য সন্দর্শনঞ্চতুর্থে তথাহিতাগ্নেশ্চ।
কোণেঽনুজীবিভিক্ষুপ্রদর্শনং কনকলোহাপ্তিঃ ॥ ৩ ॥

চক্রবালের পূর্ব্বদিকের চতুর্থভাগে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সময় যদি উক্ত ভাগ শান্তা হয় তাহাহইলে অভিলষিত ব্রাহ্মণ এবং অগ্নিহোত্রীর সহিত সাক্ষ্যাৎ হইয়া থাকে। আর অগ্নিকোণে শাকুন-শব্দ শ্রুত ও শাকুন দৃষ্ট হইলে ভৃত্যের সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং স্বুবর্ণও অস্ত্রলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যাম্যেনাদ্যে নৃপপুত্রদর্শনং সিদ্ধিরভিমতস্যাপ্তিঃ।
পরতঃ স্ত্রীধর্ম্মাপ্তিঃ সর্ষপযবলব্ধিরপ্যুক্তা ॥ ৪ ॥

অগ্নিকোণের অগ্রে দক্ষিণদিকের দ্বিতীয়ভাগে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে রাজপুত্র-দর্শন, কার্য্যসিদ্ধি এবং অভিলষিতবিষয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর তৃতীয়ভাগে শাকুন দৃষ্ট বা শাকুনের শব্দ শ্রুত হইলে স্ত্রী ও ধর্ম্মলাভ এবং সর্ষপ ও যব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

কোণাচ্চতুর্থখণ্ডে লব্ধির্দ্রব্যস্য পূর্ব্বনষ্টস্য।
যদ্বা তদ্বা ফলমপি যাত্রায়াং প্রাপ্নুয়াদ্যাতা ॥ ৫ ॥

চক্রবালের অষ্টমভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণের চতুর্থভাগে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে আর ঐ ভাগ তৎকালে শান্তা হইলে পূর্ব্বের নষ্টদ্রব্য পুনরায় লাভ হয়, আর যাত্রাবিষয়ে গমনকর্ত্তার যেকোন প্রকারে অভিষ্টফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যাত্রাসিদ্ধিঃ সমদক্ষিণেন শিখিমহিষকুক্কুটাপ্তিশ্চ।
যাম্যাদ্দ্বিতীয়ভাগে চারণসঙ্গঃ শুভং প্রীতিঃ ॥ ৬ ॥

চক্রবালের নবমভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের প্রথমভাগে শাকুন-শব্দ শ্রুত ও শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সময় উক্তদিক্ শান্তা হইলে যাত্রিকের যাত্রাসিদ্ধি এবং ময়ূর, মহিষ ও কুক্কুট লাভ হয়, আর চক্রবালের দশমভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের দ্বিতীয়ভাগে শাকুন-শব্দ শ্রুত ও শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐদিক্ শান্তা হইলে নট ও নর্ত্তকের সহিত সাক্ষ্যাৎ, শুভফল আর কার্য্যে প্রীতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ঊর্দ্ধং সিদ্ধিঃ কৈবর্ত্তসঙ্গমো মীনতিত্তিরাদ্যাপ্তিঃ।
প্রব্রজিতদর্শনং তৎপরে চ পক্বান্নফললব্ধিঃ ॥ ৭ ॥

চক্রবালের একাদশভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের তৃতীয়ভাগে যদি শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হয় এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হয় তাহাহইলে কার্য্যসিদ্ধি, কৈবর্ত্তের সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং মৎস্য ও তিত্তির পক্ষী লাভ হয়। আর চক্রবালের দ্বাদশভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের চতুর্থভাগে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ দিক্ শান্তা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষ্যাৎ, পক্ব অন্ন ও ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নৈর্ঋত্যাং স্ত্রীলাভস্তুরগালঙ্কারদূতলেখাপ্তিঃ।
পরতোঽস্য চর্ম্মতচ্ছিল্পিদর্শনং চর্ম্মময়লব্ধিঃ ॥ ৮ ॥

চক্রবালের ত্রয়োদশভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋতকোণে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হইলে স্ত্রীলাভ এবং অশ্ব, অলঙ্কার, দূত ও লেখক এই সকলের প্রাপ্তি বুঝা যায়। আর চক্রবালের চতুর্দ্দশভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋৎকোণের দ্বিতীয়ভাগে শাকুনশব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হইলে চর্ম্ম ও চর্ম্মশিল্পী অর্থাৎ চামার ইহাদের সহিত সাক্ষ্যাৎ হইয়া থাকে এবং চর্ম্মময় (জুতা প্রভৃতি) দ্রব্য লাভ হয় ॥ ৮ ॥

বানরভিক্ষুশ্রবণাবলোকনং নৈর্ঋতাত্তৃতীয়াংশে।
ফলকুসুমদন্তঘটিতাগমশ্চ কোণাচ্চতুর্থাংশে ॥ ৯ ॥

চক্রবালের পঞ্চদশভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋতকোণের তৃতীয় অংশে যদি

শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হয় এবং তৎকালে ঐ দিক্ যদি শান্তা হয় তাহাহইলে বানর, সন্ন্যাসী এবং বৌদ্ধ (জৈন) ইহাদের দর্শন হয়। আর চক্রবালের ষোড়শভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋতকোণের চতুর্থ অংশে শাকুন দৃষ্ট বা শাকুন শব্দ শ্রুত হইলে এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হইলে ফল, পুষ্প এবং হস্তীদন্তনির্মিত দ্রব্যসমূহ লাভ হইয়া থাকে॥ ৯॥

বারুণ্যামর্ণবজাতরত্নবৈদূর্য্যমণিময়প্রাপ্তিঃ।
পরতোঽতঃ শবরব্যাধচৌরসঙ্গঃ পিশিতলব্ধিঃ॥ ১০॥

চক্রবালের সপ্তদশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের প্রথম অংশে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হইলে সমুদ্রজাত রত্ন, বৈদূর্য্যমণি এবং মণিময়পাত্র এইসকল লাভ হইয়া থাকে। আর চক্রবালের অষ্টাদশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমের দ্বিতীয় অংশে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ শান্তা হইলে শবর অর্থাৎ ভিল, ব্যাধ এবং চোর এইসকলের সহিত সমাগম হয় ও মাংস লাভ হইয়া থাকে॥ ১০॥

পরতোঽপি দর্শনং বাতরোগিণাং চন্দনাগুরুপ্রাপ্তিঃ।
আয়ুধপুস্তকলব্ধিস্তদ্বৃত্তিসমাগমশ্চোর্দ্ধম্॥ ১১॥

চক্রবালের উনবিংশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের তৃতীয় অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ শান্তা হইলে বাতরোগীর সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং চন্দন ও অপর সুগন্ধিদ্রব্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, আর চক্রবালের বিংশতিভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের চতুর্থ অংশে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ ভাগ শান্তা হইলে অস্ত্র ও পুস্তক প্রাপ্তি হয় এবং অস্ত্র ও পুস্তকব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে॥ ১১॥

বায়ব্যে ফেনকচামরৌর্ণিকাপ্তিঃ সমেতি কায়স্থঃ।
মৃণ্ময়লাভোঽন্যস্মিন্ বৈতালিকডিণ্ডিভাণ্ডানাম্॥ ১২॥

চক্রবালের একবিংশতিভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের প্রথম অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ শান্তা হইলে সমুদ্রফেনা, চামর এবং কম্বল প্রভৃতি লাভ হয় ও কায়স্থের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। আর চক্রবালের দ্বাবিংশতিভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের দ্বিতীয় অংশে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট ও ঐ ভাগ শান্তা হইলে মৃণ্ময়পাত্র লাভ হয় ও ডিণ্ডিভাণ্ড অর্থাৎ, পটহ, মৃদঙ্গ এবং করট এই তিনপ্রকার বাদ্যের সঙ্গতি হয়॥ ১২॥

বায়ব্যাচ্চ তৃতীয়ে মিত্রেণ সমাগমো ধনপ্রাপ্তিঃ।
বস্ত্রাশ্বাপ্তিরতঃ পরমিষ্টস্বহৃৎসম্প্রয়োগশ্চ॥ ১৩॥

চক্রবালের ত্রয়োবিংশভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের তৃতীয় অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ শান্তা হইলে মিত্রের নিকট গমন এবং ধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। চক্রবালের চতুর্ব্বিংশতিভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের চতুর্থাংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ শান্তা হইলে বস্ত্র ও অশ্ব লাভ হয় এবং বন্ধু ও কুটুম্বের সহিত সাক্ষ্যাৎ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

দধিতণ্ডুললাজানাং লব্ধিরুদগ্দর্শনঞ্চ বিপ্রস্য।
অর্থাবাপ্তিরনন্তরমুপগচ্ছতি সার্থবাহশ্চ॥ ১৪॥

চক্রবালের পঞ্চবিংশতিভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের প্রথম অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ শান্তা হইলে দধি, তণ্ডুল ও খৈ এই সকল লাভ হয় এবং ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আর চক্রবালের ষড়্বিংশতিভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের দ্বিতীয় অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সময় উক্ত অংশ শান্তা হইলে দ্রব্য প্রাপ্তি এবং ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষ্যাৎ হইয়া থাকে॥ ১৪॥

বেশ্যাবটুদাসসমাগমঃ পরে শুষ্কপুষ্পফললব্ধিঃ।
অতঃপরং চিত্রকরস্য দর্শনং বস্ত্রসম্প্রাপ্তিঃ॥ ১৫॥

চক্রবালের সপ্তবিংশভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের তৃতীয় অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ শান্তা হইলে বেশ্যা, ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য এই সকলের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং শুষ্কপুষ্প ও শুষ্ক ফল লাভ হইয়া থাকে। আর চক্রবালের অষ্টাবিংশভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের চতুর্থ অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ শান্তা হইলে চিত্রকারকের সহিত সাক্ষ্যাৎ হয় এবং চিত্রিত বস্ত্র লাভ হয়॥ ১৫॥

ঐশান্যাং দেবলকোপসঙ্গমো ধান্যরত্নপশুলব্ধিঃ।
প্রাক্ প্রথমে বস্ত্রাপ্তিঃ সমাগমশ্চাপি বন্ধক্যাঃ॥ ১৬॥

চক্রবালের উনত্রিংশভাগে অর্থাৎ ঈশানকোণে শাকুন-শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ শান্তা হইলে দেবলব্রাহ্মণের অর্থাৎ দেবতা পূজাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং ধান্য, রত্ন ও পশু এইসকল প্রাপ্তি হয়। আর চক্রবালের ত্রিংশৎভাগে অর্থাৎ ঈশানকোণের অগ্রে পূর্ব্বদিকের প্রথমভাগে শাকুনশব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সময় ঐ দিক্ শান্তা হইলে বস্ত্রলাভ হয় ও বেশ্যার সমাগম হইয়া থাকে॥ ১৬॥

রজকেন সমাযোগো জলজদ্রব্যাগমশ্চ পরতোঽতঃ।
হস্ত্যুপজীবিসমাজশ্চাস্মাদ্ধনহস্তিলাব্ধিশ্চ॥ ১৭॥

চক্রবালের একত্রিংশভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয়ভাগে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে উক্ত অংশ শান্তা হইলে রজকের সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং জলজাত দ্রব্য লাভ হইয়া থাকে। আর চক্রবালের দ্বাত্রিংশৎভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের তৃতীয় অংশে শাকুনের শব্দ শ্রুত বা শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ শান্তা হইলে হস্তীব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং উহার নিকট হইতে ধন ও হস্তীলাভ হইয়া থাকে॥ ১৭॥

দ্বাত্রিংশৎ প্রবিভক্তং দিক্‌চক্রং বাস্তুবন্ধনেঽপ্যুক্তম্।
অরনাভিষ্টৈরন্তঃফলানি নবধা বিকল্প্যানি॥ ১৮॥

দিক্‌চক্রকে অর্থাৎ চক্রবালকে বত্রিশভাগে বিভক্ত করিবার বিষয়

বাস্তুবিদ্যা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, উক্ত বত্রিশভাগের মধ্যস্থানকে নাভিস্থান বলে, আর ঐ নাভিস্থান এবং আটদিকের আটটী ব্যাসার্দ্ধ সমসমেত চক্রবালকে পুনরায় নয়ভাগে বিভক্ত করা হইল এই নয়ভাগে শাকুনদর্শনের ফল নিম্নে বলা যাইতেছে ॥ ১৮॥

নাভিস্থে বন্ধুসুহৃৎসমাগমস্তুষ্টিরুত্তমা ভবতি।
প্রাগ্রক্তপট্টবস্ত্রাগমস্তত্রে নৃপতিসংযোগঃ ॥ ১৯ ॥

নয়ভাগে বিভক্ত চক্রবালের নাভিস্থানে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ স্থান শান্তা হইলে বন্ধু এবং মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে এবং উত্তম সন্তোষলাভ হয়। পূর্ব্বদিকের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সময় ঐ স্থান শান্তা হইলে লালবর্ণের পট্টবস্ত্র লাভ হয় ও রাজার সমাগম হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

আগ্নেয়ে কৌলিকতক্ষপারিকর্ম্মাশ্বসূতসংযোগঃ।
লব্ধিশ্চ তৎকৃতানাং দ্রব্যাণামশ্বলব্ধির্ব্বা ॥ ২০ ॥

অগ্নিকোণের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐস্থান শান্তা হইলে কৌলিক অর্থাৎ বস্ত্র প্রস্তুতকারী (তন্তুবায়), সুতারমিস্ত্রি, ভৃত্য, অশ্ব এবং সারথী এই সকলের সমাগম হইয়া থাকে। আর ঐসকল ব্যক্তিদিগের কৃত দ্রব্য লাভ হয় এবং অশ্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নেমীভাগং বুদ্ধা নাভীভাগঞ্চ দক্ষিণে যোঽরঃ।
ধার্ম্মিকজনসংযোগস্তত্র ভবেদ্ধর্ম্মলাভশ্চ ॥ ২১ ॥

চক্রবালের নাভিস্থান হইতে দক্ষিণদিকে যে ব্যাসার্দ্ধ, সেই ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ স্থান শান্তা হইলে ধার্ম্মিকব্যক্তির সহিত সাক্ষ্যাৎ এবং ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

উস্রাক্রীড়ককাপালিকাগমো নৈর্ঋতে সমুদ্দিষ্টঃ।
বৃষভস্য চাত্র লব্ধির্ম্মাষকুলত্থাদ্যমশনঞ্চ ॥ ২২ ॥

নৈর্ঋৎকোণের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ স্থান শান্তা হইলে গো, খেলোয়ার এবং কাপালিক অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মালম্বী এই সকলের সহিত সাক্ষাৎ হয় ও বৃষলাভ হইয়া থাকে। আর ঐ ব্যক্তি মাষকলাই ও কুল্‌থিকলাই ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অপরস্যাং দিশি যোঽরস্তত্রাসক্তিঃ কৃষীবলৈর্ভবতি।
সামুদ্রদ্রব্যসুসারকা চ ফলমদ্যলব্ধিশ্চ ॥ ২৩ ॥

চক্রবালের পশ্চিমদিকে যে ব্যাসার্দ্ধ তাহাতে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐসময় ঐস্থান শান্তা হইলে কৃষকের সহিত সাক্ষ্যাৎ হয় এবং সমুদ্রজাত দ্রব্য, সুসার অর্থাৎ স্ফটিকাদিমণিবিশেষ, আম্রাদিফল এবং মদ্য এই সকল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ভারবহতক্ষভিক্ষুকসন্দর্শনমপি চ বায়ুদিক্‌সংস্থে।
তিলককুসুমস্য লব্ধিঃ সনাগপুন্নাগকুসুমস্য ॥ ২৪ ॥

বায়ুকোণের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ শান্তা হইলে ভারবাহী, সূত্রধার এবং সন্ন্যাসী এইসকলের সহিত সাক্ষ্যাৎ হয় আর তিল, নাগকেশর এবং পুন্নাগ অর্থাৎ তগর এইসকল পুষ্প প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কৌবের্য্যাং দিশি শকুনঃ শান্তায়াং বিত্তলাভমাখ্যাতি।
ভাগবতেন সমাগমমাচষ্টে পীতবস্ত্রৈশ্চ ॥ ২৫ ॥

উত্তরদিকের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ দিক্ শান্তা হইলে ধনলাভ হয় এবং বৈষ্ণব ও পীতবস্ত্রধারী ব্যক্তিরসমাগম হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

ঐশানে ব্রতযুক্তা বনিতাসন্দর্শনং সমুপযাতি।
লব্ধিশ্চ পরিজ্ঞেয়া কৃষ্ণায়ো বস্ত্রঘন্টানাম্ ॥ ২৬ ॥

ঈশানকোণের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ স্থান শান্তা হইলে ব্রতপরায়ণা স্ত্রীর দর্শন এবং শস্ত্র, বস্ত্র ও ঘণ্টা এইসকলের লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যাম্যেঽষ্টাংশে পশ্চাদ্দ্বিষট্‌ত্রিসপ্তাষ্টমেষু মধ্যফলা।
সৌম্যেন চ দ্বিতীয়ে শেষেষ্বতিশোভনা যাত্রা ॥ ২৭ ॥

দক্ষিণদিকের আট ব্যাসার্দ্ধে এবং পশ্চিমদিকের ২।৬।৩।৭।৮। ব্যাসার্দ্ধে ও উত্তরদিকের ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐস্থান শান্তা হইলে যাত্রার ফল মধ্যম হইবে। আর অবশিষ্ট পঞ্চবিংশতি ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে যাত্রাতে অতিশয় শুভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অভ্যন্তরে তু নাভ্যাং শুভফলদা ভবতি ষটসু চারেষু।
বায়ব্যানৈর্ঋতয়োরুভয়োঃ ক্লেশাবহা যাত্রা ॥ ২৮ ॥

মধ্যের নাভিস্থানের ছয়ব্যাসার্দ্ধে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ ব্যাসার্দ্ধ শান্তা হইলে যাত্রাবিষয়ে শুভফল হইয়া থাকে। আর বায়ু ও নৈর্ঋৎ এই দুই দিকে কোন শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং উক্ত কোনদ্বয় শান্তা হইলে যাত্রায় ক্লেশ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

শান্তাসু দিক্ষু ফলমিদমুক্তং দীপ্তাস্বতোঽভিধাস্যামি।
ঐন্দ্র্যাং ভয়ং নরেন্দ্রাৎ সমাগমশ্চৈব শত্রূণাম্ ॥ ২৯ ॥

চক্রবালের বত্রিশভাগস্থ শান্তাশাকুনের ফল বলা হইল, এইক্ষণ দীপ্তাদিকস্থ শাকুনের ফল বলা যাইতেছে। চক্রবালের প্রথমভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের প্রথমভাগে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐভাগ দীপ্তা হইলে রাজা হইতে ভয় ও শত্রুর সমাগম হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

তদনন্তরদিশি নাশঃ কনকস্য ভয়ং সুবর্ণকারাণাম্।
অর্থক্ষয়স্তৃতীয়ে কলহঃ শস্ত্রপ্রকোপশ্চ ॥ ৩০ ॥

চক্রবালের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে উক্ত দিক্ দীপ্তা হইলে সুবর্ণনাশ এবং সুবর্ণকারের ভয় হইয়া থাকে। চক্রবালের তৃতীয়ভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের তৃতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে দ্রব্যনাশ, কলহ ও শস্ত্রকোপ অর্থাৎ যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অগ্নিভয়ঞ্চ চতুর্থে ভয়মাগ্নেয়ে চ ভবতি চৌরেভ্যঃ।
কোণাদপি দ্বিতীয়ে ধনক্ষয়ো নৃপসুতবিনাশঃ ॥ ৩১ ॥

চক্রবালের চতুর্থভাগে পূর্ব্বদিকের চতুর্থ অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে

এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে অগ্নিভয় হইয়া থাকে। চক্রবালের পঞ্চমভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণের প্রথম অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সময় উক্ত অংশ দীপ্তা হইলে চৌরভয় হইয়া থাকে। চক্রবালের ষষ্ঠভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে ধননাশ ও রাজপুত্রের মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৩১॥

প্রমদাগর্ভবিনাশস্তৃতীয়ভাগে ভবেচ্চতুর্থে চ।
হৈরণ্যককারুকয়োঃ প্রধ্বংসঃ শস্ত্রকোপশ্চ॥ ৩২॥

চক্রবালের সপ্তমভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণের তৃতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে স্ত্রীর গর্ভ নাশ হইয়া থাকে। চক্রবালের অষ্টমভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণের চতুর্থ অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে স্বর্ণকার অর্থাৎ কর্ম্মকার ও শিল্পী অর্থাৎ কারীকরের বিনাশ হয় আর অস্ত্রকোপ অর্থাৎ যুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৩২॥

অথ * দক্ষিণে নৃপভয়ং মারীমৃতদর্শনঞ্চ বক্তব্যম্।
ষষ্ঠে তু ভয়ং জ্ঞেয়ং গন্ধর্ব্বাণাং সড়োম্বানাম্॥ ৩৩॥

চক্রবালের নবমভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের প্রথম অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে রাজভয়, মারীভয় এবং মৃতব্যক্তির দর্শন হইয়া থাকে। চক্রবালের দশমভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে ও তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে গন্ধর্ব্ব এবং গুণ্ডাপ্রভৃতির ভয় হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

ধীবরশাকুনিকানাং সপ্তমভাগে ভয়ং ভবতি দীপ্তে।
ভোজনবিঘাত উক্তো নিগ্রর্ন্থভয়ঞ্চ তৎপরতঃ॥ ৩৪॥

চক্রবালের একাদশভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের তৃতীয়াংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে কৈবর্ত্ত ও পক্ষীধৃতকারী অর্থাৎ শাকুনিক হইতে ভয় হয়। আর চক্রবালের দ্বাদশভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকের চতুর্থ অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে ভোজনের ব্যাঘাৎ এবং নিগ্রর্ন্থ অর্থাৎ ভ্রান্তিযুক্ত মূর্খ হইতে ভয় হয়॥ ৩৪॥

কলহো নৈর্ঋতভাগে রক্তস্রাবোঽথ শস্ত্রকোপশ্চ।
অপরাদ্যে চর্ম্মকৃতং বিনশ্যতে চর্ম্মকারভয়ম্॥ ৩৫॥

চক্রবালের ত্রয়োদশভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋৎকোণের প্রথম অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে কলহ, রক্তস্রাব এবং শস্ত্রকোপ অর্থাৎ যুদ্ধ হইয়া থাকে। আর চক্রবালের চতুর্দ্দশভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋৎকোণের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে চর্ম্মদ্বারা প্রস্তুতীয় বস্তু নাশ হয় এবং চর্ম্মকার হইতে ভয় হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

তদনন্তরে পরিব্রাট্‌চ্ছ্রবণভয়ং তৎপরে ত্বনশনভয়ম্।
বৃষ্টিভয়ং বারুণ্যাং স্বতস্করাণাং ভয়ং পরতঃ॥ ৩৬॥

চক্রবালের পঞ্চদশভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋৎকোণের তৃতীয়াংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে সন্ন্যাসীর সেবা হইতে ও শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে ভয় হয়। চক্রবালের ষোড়শভাগে অর্থাৎ নৈর্ঋৎকোণের চতুর্থাংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে উপবাসের ভয় হয়। চক্রবালের সপ্তদশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের প্রথম অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে বৃষ্টিভয়, অর্থাৎ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে; আর চক্রবালের অষ্টাদশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং ঐ অংশ দীপ্তা হইলে কুক্কুর এবং চোরের ভয় হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

বায়ুগ্রস্তবিনাশঃ পরে পরে শস্ত্রপুস্তবার্ত্তানাম্।
কোণে পুস্তকনাশঃ পরে বিষস্তেন বায়ুভয়ম্॥ ৩৭॥

চক্রবালের উনবিংশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিগের তৃতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। চক্রবালের বিংশভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের চতুর্থঅংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে শস্ত্র এবং লেপপ্রস্তুতকারী হইতে ভয় হইয়া থাকে। আর চক্রবালের একবিংশভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের প্রথম অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে পুস্তক নাশ হইয়া থাকে। চক্রবালের দ্বাবিংশতিভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে বিষ, চোর এবং বায়ু হইতে ভয় হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

পরতো বিত্তবিনাশো মিত্রৈঃ সহ বিগ্রহশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ।
তস্যাসন্নেঽশ্ববধো ভয়মপি চ পুরোধসঃ প্রোক্তম্॥ ৩৮॥

চক্রবালের ত্রয়োবিংশতিভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের তৃতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে বিত্তনাশ ও মিত্রের সহিত যুদ্ধ হয় আর চক্রবালের চতুর্ব্বিংশতিভাগে অর্থাৎ বায়ুকোণের চতুর্থভাগে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে অশ্ব ও পুরোহিতের ভয় হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

গোহরণশস্ত্রঘাতাবুদক্ পরে সার্থঘাতধননাশৌ।
আসন্নে চ শ্বভয়ং ব্রাত্যদ্বিজদাসগণিকানাম্॥ ৩৯॥

চক্রবালের পঞ্চবিংশতিভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের প্রথমাংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে গো-হরণ ও শস্ত্রাঘাত হইয়া থাকে। চক্রবালের ষড়্‌বিংশতিভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে ব্যবসায়ী ও ধন বিনাশ হইয়া থাকে। চক্রবালের সপ্তবিংশতিভাগে অর্থাৎ উত্তর দিকের তৃতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে কুক্কুর, ব্রতপতিত ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও বেশ্যা এইসকল হইতে ভয় হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

ঐশানস্যাসন্নে চিত্রাম্বরচিত্রকৃদ্ভয়ং প্রোক্তম্।
ঐশানে ত্বগ্নিভয়ং দূষণমপ্যুত্তমস্ত্রীণাম্॥ ৪০॥

চক্রবালের অষ্টাবিংশতিভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকের চতুর্থ অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে চিত্রবস্ত্র পরিধানকারী ও

* দক্ষিণে ইত্যত্র পকনে ইতি পাঠান্তরং।

চিত্রকর হইতে ভয় হয়, চক্রবালের ঊনবিংশভাগে অর্থাৎ ঈশানকোণের প্রথম অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে অগ্নিভয় এবং উত্তম স্ত্রীর প্রতি দোষারোপ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

প্রোক্তস্থৈবাসন্নে দুঃখোৎপত্তিঃ স্ত্রিয়া বিনাশশ্চ।
ভয়মূর্দ্ধং রজকানাং বিজ্ঞেয়ং কাচ্ছিকানাঞ্চ ॥ ৪১ ॥

চক্রবালের ত্রিংশৎভাগে অর্থাৎ ঈশানকোণের দ্বিতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে দুঃখোৎপত্তি ও স্ত্রীর বিনাশ হয়, আর চক্রবালের একত্রিংশভাগে অর্থাৎ ঈশানকোণের তৃতীয় অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ ভাগ দীপ্তা হইলে রজকের ও নদীকূলবাসীর ভয় হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

হস্ত্যারোহভয়ং স্যাদ্ দ্বিরদবিনাশশ্চ মণ্ডলসমাপ্তৌ।
অভ্যন্তরে তু দীপ্তে পত্নীমরণং ধ্রুবং পূর্ব্বে ॥ ৪২ ॥

চক্রবালের দ্বাত্রিংশৎভাগে অর্থাৎ ঈশানকোণের চতুর্থ অংশে শাকুন দৃষ্ট হইলে এবং তৎকালে ঐ অংশ দীপ্তা হইলে হস্তীপালক অর্থাৎ হস্তীচালক হইতে ভয় হয় ও হস্তীর বিনাশ হয়। চক্রবালের পূর্ব্বদিকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তা শাকুন দৃষ্ট হইলে স্ত্রীর মৃত্যু বুঝা যায় ॥ ৪২ ॥

শস্ত্রানলপ্রকোপাবাগ্নেয়ে বাজিমরণশিল্পিভয়ম্।
যাম্যে ধর্ম্মবিনাশঃ পরেঽগ্ন্যবস্কন্দচোক্ষবধাঃ ॥ ৪৩ ॥

অগ্নিকোণের ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তা শাকুন দৃষ্ট হইলে শস্ত্র ও অগ্নিভয়, এবং অশ্বের মরণ ও শিল্পী হইতে ভয় হইয়া থাকে। দক্ষিণদিকের ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তাশাকুন হইলে ধর্ম্ম নাশ হয় আর, নৈঋৎকোণের ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে অগ্নিভয় এবং সৎপুরুষের বধ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

অপরে তু কর্ম্মিণাং ভয়মথ কোণে চানিলে খরোষ্ট্রবধঃ।
অত্রৈব মনুষ্যাণাং বিষূচিকাবিষভয়ং ভবতি ॥ ৪৪ ॥

পশ্চিমদিকের ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে কর্ম্মকারের ভয়। বায়ুকোণের ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের বিনাশ হইয়া থাকে এবং হস্তী ও মনুষ্যের বিসূচিকা অর্থাৎ অজীর্ণরোগ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

উদগর্থবিপ্রপীড়া দিশ্যৈশান্যান্তু চিত্তসন্তাপঃ।
গ্রামীণ গোপপীড়া চ তত্র নাভ্যাং তথাত্মবধঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সর্ব্বশাকুনেঽন্তরচক্রং নামাধ্যায়ো দ্বিতীয়ঃ।

উত্তর দিকের ব্যাসার্দ্ধে দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে দ্রব্যনাশ ও ব্রাহ্মণের পীড়া হয়, ঈশানকোণে দীপ্তাশাকুন দৃষ্ট হইলে মনের সন্তাপ এবং গ্রামস্থ লোকের ও গোপদিগের পীড়া হইয়া থাকে। আর দীপ্তাশাকুন চক্রবালের নাভিস্থিত হইলে আত্মঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শাকুনরুতম্।

শ্যামাশ্যেনশশঘ্নবঞ্জুলশিখিশ্রীকণ্ঠচক্রাহ্বয়াশ্চাষণ্ডীরকখঞ্জরীটকশুকধ্বাঙ্ক্ষাঃ কপোতাস্ত্রয়ঃ। ভারদ্বাজকুলালকুক্কুটখরা হারীতগৃধ্রৌ কপিঃ ফেণ্টঃ কুক্কুটপূর্ণকূটচটকাশ্চোক্তা দিবা সঞ্চরাঃ ॥ ১ ॥

কোকিল, শ্যেনপক্ষী, শশঘ্ন (পক্ষিবিশেষ), বঞ্জুল (পক্ষিবিশেষ), ময়ূর, শ্রীকর্ণ (পক্ষিবিশেষ), চক্রবাক্, চাষ, বক, খঞ্জন, শুক, কাক, তিনপ্রকার কপোত, (কাগদী, গোলা ও সিরাজী), ভরদ্বাজ, কুলাল (পক্ষিবিশেষ), কুক্কুট, খর (গর্দ্দভ), হরিৎবর্ণ কপোত, গৃধ্র, বানর, ফেণ্ট (পক্ষিবিশেষ), গ্রাম্যকুক্কুট, পূর্ণকূট (পক্ষিবিশেষ) এবং চটকপক্ষী এই সকল দিবাচর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

লোমাশিকা পিঙ্গলছিপ্পিকাখ্যৌ বল্গুল্যুলূকৌ শশকশ্চ রাত্রৌ। সর্ব্বে স্বকালোৎক্রমচারিণঃ স্যুর্দ্দেশস্য নাশায় নৃপাস্তদা বা ॥ ২ ॥

লোমাশিক (খেক্শিয়াল), পিঙ্গল, ছিপ্পিক, বল্গুলী, পেচক ও শশক এই সকল পশু ও পক্ষী রাত্রিকালে বিচরণ করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দিবাচর ও রাত্রিচর, ইহারা যদি স্বীয় বিচরণ কাল পরিত্যাগ করিয়া অপর সময় বিচরণ করে, তাহাহইলে দেশের বিনাশ হয় অথবা রাজার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

হয়নরভুজগোষ্ট্রদ্বীপিসিংহর্ক্ষগোধাবৃকনকুলকুরঙ্গশ্বাজগোব্যাঘ্রহংসাঃ। পৃষতমৃগশৃগালশ্বাবিদাখ্যান্যপুষ্টা দ্যুনিশমপি বিড়ালঃ সারসঃ শূকরশ্চ ॥ ৩ ॥

অশ্ব, মনুষ্য, সর্প, উষ্ট্র, চিতাবাঘ, সিংহ, ভল্লুক, গোসাপ, ক্ষুদ্রব্যাঘ্র, বেজি, হরিণ, কুক্কুর, ছাগ, গো, ব্যাঘ্র, হংস, চিত্রমৃগ, শৃগাল, সজারু, কোকিল, বিড়াল, সারসপক্ষী ও শূকর ইহারা দিবা ও রাত্রি উভয় সময়েই বিচরণ করে ॥ ৩ ॥

ভষকূটপূরিকরবককরায়িকাঃ পূর্ণকূটসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।
নামান্যুলূকচেট্যাঃ পিঙ্গলিকা পেচিকা হক্কা ॥ ৪ ॥

ভষ, কূটপূরিক, রবক এবং করক; ইহারা পূর্ণকূটসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে। পিঙ্গল, পেচক ও হক্কা, ইহারা উলূক অর্থাৎ পেচকজাতীয়; আর ইহারা উলূকচেটীক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

কপোতকী চ শ্যামা বঞ্জুলকঃ কীর্ত্যতে খদিরচঞ্চুঃ।
ছুচ্ছুন্দরী নৃপসুতা বালেয়ো গর্দ্দভঃ প্রোক্তঃ ॥ ৫ ॥

শ্যামাপক্ষী কপোতকী নামে অভিহিত হইয়া থাকে, বঞ্জুলকপক্ষী খদিরচঞ্চু নামে কথিত হয় এবং ছুছুন্দরী নৃপসুতা অর্থাৎ ইন্দুর ও বালেয় গর্দ্দভ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

স্রোতস্তড়াগভেদ্যেকপুত্রকঃ কলহকারিকা চ বলা।
ভৃঙ্গারবচ্চ বাশতি নিশি ভূমৌ দ্ব্যঙ্গুলশরীরা ॥ ৬॥

স্রোতোভেদী, তড়াগভেদী, একপুত্রক ও কলহকারিকা, ইহারা বলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, আর উহারা গাড়ুর মধ্যে জল পুরিলে যেরূপ শব্দ হয়, রাত্রিকালে সেইরূপ শব্দ করিয়া থাকে এবং ভূমিতে অবস্থান করে ও ইহার শরীর দুই অঙ্গুলী পরিমাণ লম্বা ॥ ৬॥

দুর্ব্বলিকো ভাণ্ডীকঃ প্রাচ্যানাং দক্ষিণঃ প্রশস্তোঽসৌ।
ছিক্কারো মৃগজাতিঃ কৃকবাকুঃ কুক্কুটঃ প্রোক্তঃ ॥ ৭॥

দুর্ব্বালকপক্ষী ভাণ্ডি নামে কথিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বদেশবাসী লোক যদি দক্ষিণদিকে ভাণ্ডিক পক্ষী দর্শন করেন, তবে শুভ বলিয়া জানিবে। ছিক্কার মৃগ নামে এবং কৃকবাক কুক্কুট নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥৭॥

গর্ত্তাকুক্কুটকস্য প্রথিতস্তু কুলালকুক্কুটো নাম।
গৃহগোধিকেতি সংজ্ঞা বিজ্ঞেয়া কুড্যমৎস্যস্য ॥ ৮॥

গর্ত্তাকুক্কুট কুলালকুক্কুট নামে প্রসিদ্ধ এবং কুড্যমৎস্যকে গৃহগোধিকা বলিয়া জানিবে ॥ ৮॥

দিব্যো ধন্বন উক্তঃ ক্রোড়ঃ স্যাৎ শূকরোঽথ গৌরুস্রা।
শ্বা সারমেয় উক্তো জাত্যা চটিকা চ শূকরিকা ॥ ৯॥

দিব্য নামক প্রাণী ধন্বন নামে, ক্রোড় নামকপ্রাণী শূকর নামে, উস্রানামকপ্রাণী গো নামে, সারমেয় নামকপ্রাণী কুক্কুর নামে এবং চটক জাতীয় পক্ষী শূকরিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৯॥

এবং দেশে দেশে তদ্বিদ্ভ্যঃ সমুপলভ্য নামানি।
শকুনরুতজ্ঞানার্থং শাস্ত্রে সঞ্চিন্ত্য যোজ্যানি ॥ ১০॥

ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী যেসকল ব্যক্তি পক্ষীদিগের নাম অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পক্ষীদিগের নাম অবগত হইয়া শাকুনশব্দ জ্ঞানার্থ শাকুনশাস্ত্রের বিচার করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিবে ॥ ১০॥

বঞ্জুলকরুতং তিত্তিড়িতি দীপ্তমথ কিল্কিলীতি তৎপূর্ণম্।
শ্যেনশুকগৃধ্রকঙ্কাঃ প্রকৃতেরন্যস্বরা দীপ্তাঃ ॥ ১১॥

বঞ্জুলপক্ষী "তিত্তিট্" এইরূপ শব্দ করিলে, তাহা অশুভ বলিয়া জানিবে। আর "কিল কিল" এইরূপ শব্দ করিলে তাহা শুভ হইয়া থাকে। যদি শ্যেন, শুক, গৃধ্র এবং কঙ্কপক্ষী, ইহারা স্বাভাবিক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ শব্দ করে, তবে, তাহা অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১১॥

যানাসনশয্যানিলয়নং কপোতস্য পদ্মবিশনং বা।
অশুভপ্রদং নরাণাং জাতিবিভেদেন কালোঽন্যঃ ॥ ১২॥

কপোতক পক্ষী যদি অশ্বাদি যানে, আসনে বা শয্যায় যাইয়া লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করে অথবা গৃহের মধ্যে যায়, তাহাহইলে মানবের অশুভ হইয়া থাকে। ইহাদের অশুভ কতদিনে হইবে, তাহা কপোতের জাতিভেদে নির্ণীত হইবে, তদ্বিষয় নিম্নে কথিত হইতেছে ॥ ১২॥

আপাণ্ডুরস্য বর্ষাচ্চিত্রকপোতস্য চৈব ষণ্মাসাৎ।
কুঙ্কুমধূম্রস্য ফলং সদ্যঃপাকং কপোতস্য ॥ ১৩॥

অল্প শ্বেতবর্ণ কপোতের ফল এক বৎসরে, বিচিত্রিত কপোতের ফল ছয় মাসে, কুঙ্কুম ও ধূম্রবর্ণ কপোতের শুভাশুভ ফল সদ্যই হইয়া থাকে ॥ ১৩॥

চিচিদিতি শব্দঃ পূর্ণঃ শ্যামায়াঃ শূলিশূলিতি চ ধন্যঃ।
চচ্চেতি চ দীপ্তঃ স্যাৎ স্বপ্রিয়যোগায় চিকৃচিগিতি ॥১৪॥

শ্যামা (কপোতকী) "চিচিৎ" এইরূপ শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে। "শূলিশূল" এইরূপ শব্দও শুভ বলিয়া জানিবে। আর "চচ্চা" এইরূপ শব্দ করিলে অশুভ এবং "চিক্ চিক্" এইরূপ শব্দ স্বীয় প্রিয়পতির সংযোগার্থ হইয়া থাকে ॥ ১৪॥

হারীতস্য তু শব্দো গুগ্গুঃ পূর্ণোঽপরে প্রদীপ্তা স্যুঃ।
স্বরবৈচিত্র্যং সর্ব্বং ভারদ্বাজ্যাঃ শুভং প্রোক্তম্ ॥ ১৫॥

হারীতপক্ষীর "গুগ্গু" এইরূপ শব্দ শুভকারক, এতদ্ভিন্ন, ইহার অন্য সকল শব্দই অশুভকারক হইয়া থাকে। ভারদ্বাজপক্ষীর সকল প্রকারের শব্দই শুভ বলিয়া জানিবে ॥ ১৫॥

কিঙ্কিষিশব্দঃ পূর্ণঃ করায়িকায়াঃ শুভঃ কহকহেতি।
ক্ষেমায় কেবলং করকরেতি ন স্বর্থসিদ্ধিকরঃ ॥ ১৬॥

করায়িকার (পূর্ণকূটার) "কিষ কিষ" এবং "কহ কহ" এইরূপ শব্দ শুভকারক। "কর কর" এইরূপ শব্দ কেবল কল্যাণকর বলিয়া জানিবে, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধিকর নহে ॥ ১৬॥

কোটুক্লীতি ক্ষেম্যঃ স্বরঃ কটুক্লীতি বৃষ্টয়ে তস্যাঃ।
অফলঃ কোটিকিলীতি চ দীপ্তঃ খলু গুং কৃতঃ শব্দঃ॥১৭॥

করায়িকার কোটুক্লী এইরূপ শব্দ মঙ্গলকর। কটুক্লী এইরূপ শব্দ বৃষ্টিকারক। কোটীকিলি এইরূপ শব্দ নিষ্ফল আর গুং এইরূপ শব্দ অশুভজনক বলিয়া জানিবে ॥ ১৭॥

শস্তং বামে দর্শনং দিব্যকস্য সিদ্ধির্জ্ঞেয়া হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতস্য। তস্মিন্নেব প্রোন্নতস্থে শরীরাদ্ ধাত্রী বশ্যং সাগরান্তাভ্যুপৈতি ॥ ১৮॥

দিব্যপক্ষী বামভাগে দৃষ্ট হইলে শুভ, একহস্ত পরিমিত উচ্চস্থানে দৃষ্ট হইলে কার্য্যসিদ্ধি, আর শরীর পরিমিতমাত্র উচ্চস্থানে দৃষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮॥

ফণিনোঽভিমুখাগমোঽরিসঙ্গং কথয়তি বন্ধবধাত্যয়ঞ্চ যাতুঃ। অথবা সমুপৈতি সব্যভাগান্ ন স সিদ্ধ্যে কুশলো গমাগমে চ ॥ ১৯॥

গমনকর্ত্তার সম্মুখে সর্প আসিলে শত্রুর সমাগম, বন্ধন, বধ কিম্বা বিনাশ হইয়া থাকে। আর যদি সর্প গমনকর্ত্তার দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে যায়, তাহাহইলে কার্য্যসিদ্ধি এবং গমনে শুভ হয় না ॥ ১৯॥

অজেষু মূর্দ্ধস্থ চ বাজিগজোরগাণাং রাজ্যপ্রদঃ কুশল-কৃচ্ছুচিশাদ্বলেষু। ভস্মাস্থিকাষ্ঠতুষকেশতৃণেষু দুঃখং দৃষ্টঃ করোতি খলু খঞ্জনকোঽব্দমেকম্ ॥ ২০ ॥

পদ্ম, অশ্ব, হস্তী এবং সর্প এই সকলের মস্তকে যদি খঞ্জনপক্ষী দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, আর পবিত্র স্থানে এবং দূর্ব্বা-ঘাসের উপর খঞ্জন দৃষ্ট হইলে মঙ্গল হইয়া থাকে। ভস্ম, অস্থি, কাষ্ঠ তুষ, কেশ এবং তৃণ রাশির উপর খঞ্জনপক্ষী দৃষ্ট হইলে একবর্ষ দুঃখভোগ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কিলিকিঙ্কিলি তিত্তিরিস্বনঃ শান্তঃ শস্তফলোঽন্যথাপরঃ। শশকো নিশি বামপার্শ্বগো বাশঙ্কুস্তফলো নিগদ্যতে ॥২১॥

তিত্তিরিপক্ষী যদি "কিলি কিল্ কিলি" শব্দ করে তাহাহইলে কল্যাণ ও শুভ হইয়া থাকে। পরন্তু তিত্তিরিপক্ষীর অপর শব্দ অশুভ-দায়ক, আর শশক রাত্রিকালে বামদিকে গমন করিয়া শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

কিলিকিলিবিরুতং কপেঃ প্রদীপ্তং ন শুভফলপ্রদ-মুদ্দিশন্তি যাতুঃ। শুভমপি কথয়ন্তি চুগ্‌লুশব্দং কপি-সদৃশঞ্চ কুলালকুক্‌টস্য ॥ ২২ ॥

বানরের "কিলি কিলি" শব্দ দীপ্তা অর্থাৎ অশুভ এবং গমনকর্ত্তার শুভফল প্রদান করে না। গুগ্‌লুশব্দ শুভকারক, কুলাল ও কুক্কুট যদি বানরের ন্যায় শব্দ করে, তাহাহইলে শুভ এবং অশুভ উভয়ই বুঝা যায় ॥২২

পূর্ণাননঃ কৃমিপতঙ্গপিপীলিকাদ্যৈশ্চাপঃ প্রদক্ষিণ-মুপৈতি নরস্য যস্য। খে স্বস্তিকং যদি করোত্যথবা যিয়াসোস্তস্যার্থলাভমচিরাৎ সুমহৎ করোতি ॥ ২৩ ॥

স্বর্ণচাতক যদি কৃমি, পতঙ্গ এবং পিপীলিকা ইত্যাদি মুখে করিয়া কোন মানবের দক্ষিণদিকে গমন করে অথবা পথিকের মস্তকোপরি আকাশে মণ্ডলাকারে গমন করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি শীঘ্র অতিশয় অর্থলাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

চাষস্য কাকেন বিরুধ্যতশ্চেৎ পরাজয়ো দক্ষিণ-ভাগগস্য। বধঃ প্রযাতস্য তদা নরস্য বিপর্য্যয়ে তস্য জয়ঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ২৪ ॥

গমনকালে উভয়ের মধ্যে চাষ এবং কাক এই উভয়পক্ষী যুদ্ধ করিতে করিতে চাষপক্ষী যদি দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহাহইলে চাষ-পক্ষীর পরাজয় বলিয়া জানিবে, এই সময় কোন মানব যাত্রা করিয়া গমন করিলে তাহার বধ হয়। আর ঐরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে চাষপক্ষী যদি উত্তরদিকে গমন করে, তাহাহইলে চাষপক্ষীর জয় বলিয়া জানিবে এবং এই সময় কোন ব্যক্তি যাত্রা করিলে তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কেকেতি পূর্ণকুটবদ্‌যদি বামপার্শ্বে চাষঃ করোতি বিরুতং জয়কৃত্তদা স্যাৎ। ক্রকেতি তস্য বিরুতং ন শিবায় দীপ্তং সন্দর্শনং শুভদমস্য সদৈব যাতুঃ ॥ ২৫ ॥

চাষপক্ষী যদি কেকা ও পূর্ণকূট পক্ষীর ন্যায় পথিকের বামদিকে শব্দ করে, তাহাহইলে পথিকের জয়। আর "ক্র ক্র" এইরূপ শব্দ করিলে অশুভ বলিয়া জানিবে। কিন্তু চাষপক্ষীর দর্শন সর্ব্বদাই শুভ-কারক বলিয়া জানিবে ॥ ২৫ ॥

অণ্ডীরকষ্টীতি রুতেন পূর্ণষ্টিট্টিট্টিশব্দেন তু দীপ্ত উক্তঃ। ফেণ্টঃ শুভো দক্ষিণভাগসংস্থো ন বাশিতে তস্য কৃতো বিশেষঃ ॥ ২৬ ॥

যদি অণ্ডীরক পক্ষী "টী" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে শুভ "টি ,টি টি" এইরূপ শব্দ করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। ফেণ্টনামক পক্ষী দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হইলে শুভ, কিন্তু উহার শব্দ শুভ কি অশুভ তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই ॥ ২৬ ॥

শ্রীকর্ণরুতস্য দক্ষিণে কক্কেতি শুভং প্রকীর্ত্তিতম্। মধ্যং খলু চিক্‌চিকীতি যচ্ছেষং সর্ব্বমুশন্তি নিষ্ফলম্ ॥২৭॥

শ্রীপর্ণপক্ষী যদি "ক ক ক" এইরূপ শব্দ দক্ষিণদিকে করে, তাহাহইলে শুভ, আর চিক্ চিক্ এরূপ শব্দ মধ্যম ফলদায়ক; এতদ্ভিন্ন অন্য সকল শব্দই নিষ্ফল বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

দুর্ব্বলেরপি চিরিল্বিরিল্বিতি প্রোক্তমিষ্টফলদং হি বামতঃ। বামতশ্চ যদি দক্ষিণং ব্রজেৎ কার্য্যসিদ্ধিমচি-রেণ যচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

যদি দুর্ব্বলীনামক পক্ষীর "চিরিলু ইরিলু" শব্দ বামদিকে শ্রুত হয়, তাহাহইলে শুভ, আর যদি ঐ দুর্ব্বলী বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে যায়, তাহাহইলে শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

চিক্‌চিকি বা সিতমেব তু কৃত্বা দক্ষিণভাগমুপৈতি চ বামাৎ। ক্ষেমকৃদেব ন সাধয়তেঽর্থান্ ব্যত্যয়গো বধ-বন্ধভয়ায় ॥ ২৯ ॥

ভণ্ডীরক যদি "চিক্‌চিকি" এইরূপ শব্দ করিয়া বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে যায়, তাহাহইলে মঙ্গলমাত্র হয়; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হয় না। আর যদি ইহার বিপরীত দিকে যায় অর্থাৎ দক্ষিণদিক্ হইতে বামদিকে যায়, তাহাহইলে বধ, বন্ধন এবং ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ক্রক্রেতি চ সারিকা রুতং ত্রেত্রে বাপ্যভয়া বিরৌতি যা। সা বক্তি যিয়াসতোঽচিরাদ্ গাত্রেভ্যঃ ক্ষতজস্য বিস্রুতিম্ ॥ ৩০ ॥

সারিকা নির্ভয়ে যদি "ক্র ক্র" কিম্বা "ত্রে ত্রে" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার শরীর হইতে রক্তস্রাব হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

ফেণ্টকস্য বামতশ্চিরিল্বিরিল্বিতি স্বনঃ। শোভনো নিগদ্যতে প্রদীপ্ত উচ্যতেঽপরঃ ॥ ৩১ ॥

ফেণ্টকপক্ষী যদি বামভাগে "চিরিলু ইরিলু" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে শুভফল হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য শব্দ দীপ্তা অর্থাৎ অশুভ বলিয়া জানিবে ॥ ৩১ ॥

শ্রেষ্ঠং স্বরং স্বাস্মুমুশন্তি বামমোঙ্কারশব্দেন হিতঞ্চ যাতুঃ। অতঃপরং গর্দ্দভনাদিতং যৎ সর্ব্বাশ্রয়ং তৎ প্রবদন্তি দীপ্তম্ ॥ ৩২ ॥

গর্দ্দভ যদি গমনকর্ত্তার বামদিকে কোন একস্থানে অবস্থিত হইয়া শব্দ করে, তাহাহইলে শুভ হয়, আর গর্দ্দভ যদি ওঙ্কার শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার হিত বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন গর্দ্দভের অপর সমস্ত শব্দই অশুভকারক হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

আকাররাবী সযুগঃ কুরঙ্গ ওকাররাবী পৃষতশ্চ পূর্ণঃ। যেহন্যে স্বরাস্তে কথিতাঃ প্রদীপ্তাঃ পূর্ণাঃ শুভাঃ পাপফলাঃ প্রদীপ্তাঃ ॥ ৩৩ ॥

কুরঙ্গ (মৃগবিশেষ) যদি অপর মৃগের সহিত "আ" এইরূপ শব্দ করে এবং পৃষত মৃগ যদি "ও" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে তাহা শুভসূচক বলিয়া জানিবে। কিন্তু উহাতে মৃগদ্বয়ের ঐ দুইপ্রকার শব্দ ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার শব্দই অশুভ বলিয়া জানিবে। আর শকুনের পূর্ণ যে শব্দ, তাহা শুভ এবং দীপ্তা শব্দ অশুভকারক বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

ভীতা রুবন্তি কুকুকুকিতি তাম্রচূড়াস্ত্যক্ত্বা রুতানি ভয়দান্যপরাণি রাত্রৌ। স্বস্থৈঃ স্বভাববিরুতানি নিশাবসানে তারাণি রাষ্ট্রপুরপার্থিববৃদ্ধিদানি ॥ ৩৪ ॥

কুক্কুট যদি ভীত হইয়া রাত্রিকালে অপর ভয়প্রদ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া "কু কু কু কু" এইরূপ শব্দ করে এবং সুস্থশরীরে রাত্রির শেষভাগে উচ্চস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করে, তাহাহইলে রাষ্ট্র, নগর এবং রাজা এই সকলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

নানাবিধানি বিরুতানি হি ছিপ্পিকায়াস্তস্যাঃ শুভাঃ কুলুকুলুর্ন শুভাস্ত শেষাঃ। যাতুর্ব্বিড়ালবিরুতং ন শুভং সদৈব গোস্ত ক্ষুতং মরণমেব করোতি যাতুঃ ॥ ৩৫ ॥

ছিপ্পিকা নানাপ্রকার শব্দ করে, কিন্তু তন্মধ্যে "কুলু কুলু" এইরূপ শব্দ শুভকারক, অপর সকল শব্দই অশুভকারক বলিয়া জানিবে। বিড়ালের শব্দ গমনকর্ত্তার পক্ষে সর্ব্বদাই অশুভকারক। গোরুর হাচিতে গমনকর্ত্তার মরণ বুঝা যায় অর্থাৎ গমনকালে গোরুতে হাচি দিলে গমনকর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

হুংহুংগুগ্গুলুগিতি প্রিয়ামভিলষন্ ক্রোশত্যুলূকো মুদা পূর্ণং স্যাদ্গুরুলু প্রদীপ্তমপি চ জ্ঞেয়ং সদা কিস্কিসি। বিজ্ঞেয়ঃ কলহো যদা বলবলং তস্যাঃ সক্লদ্বাসিতং দোষায়ৈব টটট্টটেতি ন শুভাঃ শেষাশ্চ দীপ্তাঃ স্বরাঃ ॥ ৩৬ ॥

পেচক স্বকীয় স্ত্রীর অভিলাষী হইয়া আনন্দে যে "হুং হুং গুগলুক" এইরূপ শব্দকরে, তাহা এবং 'গুরুলু' শব্দ শুভকারক হইয়া থাকে। আর পেচক যদি "কিসি কিসি" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে সেই শব্দ দীপ্তা অর্থাৎ অশুভকারক বলিয়া জানিবে। পেচকের স্ত্রী যদি "বল্ বল্" এইরূপ শব্দ করে তাহাহইলে কলহ বুঝা যায়, "টটট্টট" এইরূপ শব্দ করিলে অশুভ হইয়া থাকে। পেচকের অপর সকলপ্রকার শব্দই দীপ্তা (অশুভ) বলিয়া জানিবে ॥ ৩৬ ॥

সারসকূজিতমিষ্টফলং তদ্যদ্যুগপদ্বিরুতং মিথুনস্য। একরুতং ন শুভং যদি বা স্যাদ্ একরুতে প্রতিরৌতি চিরেণ ॥ ৩৭ ॥

সারস মিথুনের অর্থাৎ সারসপক্ষীর স্ত্রীপুরুষের শব্দ এককালিন শ্রুত হইলে শুভ হইয়া থাকে, কিন্তু একটী সারসের শব্দ অশুভকারক হইয়া থাকে। আর যদি একটী সারসপক্ষীর শব্দ শ্রবণ করিয়া অপর সারস শব্দ করে এবং ঐ শব্দ যদি যাত্রাকালে শ্রুত হয়, তাহাহইলেও অশুভ ফল হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

চিরিল্বিরিল্বিতি স্বনৈঃ শুভং করোতি পিঙ্গলা।
অতোহপরে তু যে স্বরাঃ প্র দীপ্তসংজ্ঞিতাস্ত তে ॥ ৩৮ ॥

পিঙ্গলাপক্ষী যদি "চিরিলু ইরিলু" শব্দ করে, তাহা হইলে শুভফল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিঙ্গলার অপর শব্দ দীপ্তা অর্থাৎ অশুভ ফলদায়ক বলিয়া জানিবে ॥ ৩৮ ॥

ইশিবিরুতং গমনপ্রতিষেধি কুশুকুশু চেৎ কলহং প্রকরোতি। অভিমতকার্য্যগতিঞ্চ যথা সা কথয়তি তঞ্চ বিধিং কথয়ামি ॥ ৩৯ ॥

পিঙ্গলাপক্ষী "ইঙ্গি" এইরূপ শব্দ করিলে গমনের নিষেধ বলিয়া জানিবে, আর "কুশু কুশু" এইরূপ শব্দ করিলে কলহ সূচনা করে। যেরূপ কার্য্য করিলে পিঙ্গলা কার্য্য সিদ্ধি করে, তাহা বলা যাইতেছে ॥ ৩৯

দিনান্তসন্ধ্যাসময়ে নিবাসমাগম্য তস্যাঃ প্রয়তশ্চ বৃক্ষম্। দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য পিতামহাদীন্ নবাম্বরৈস্তঞ্চ রুতং সুগন্ধৈঃ ॥ ৪০ ॥

পিঙ্গলা যে বৃক্ষে বাস করে, সেই বৃক্ষের নিকটে সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতার পূজা করিবে, অনন্তর নূতন বস্ত্র ও সুগন্ধ দ্রব্যাদিদ্বারা উক্ত বৃক্ষকে পূজা করিবে ॥ ৪০ ॥

একো নিশীথেহনলদিকৃস্থিতশ্চ দিব্যেতরৈস্তাং শপথৈর্নিযোজ্য। পৃচ্ছেদ্যথা চিন্তিতমর্থমেবমনেন মন্ত্রেণ যথা শৃণোতি ॥ ৪১ ॥

অনন্তর ঐ দিবস পূর্ব্বপূজিত বৃক্ষের নিকট মধ্যরাত্রির সময় গমনপূর্ব্বক অগ্নিকোণে দণ্ডায়মান হইয়া দিব্য ও লৌকিক শপথ করিয়া যে প্রকারে অভিলষিত বিষয় পিঙ্গলা শুনিতে পায়, সেই প্রকারে বক্ষ্যমাণ (পশ্চাল্লিখিত) মন্ত্রের সহিত প্রশ্ন করিবে ॥ ৪১ ॥

বিদ্ধি ভদ্রে ময়া যত্ত্বমিমমর্থং প্রচোদিতা।
কল্যাণি সর্ব্ববচসাং বেদিত্রী ত্বং প্রকীর্ত্ত্যসে ॥ ৪২ ॥

শৃগাল শব্দ করিবার সময় যদি ঐ শৃগাল মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের শব্দ শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করে, তাহাহইলে সৈন্য ও নগরের মঙ্গল হইয়া থাকে॥ ১১॥

ভেভেতি শিবা ভয়ঙ্করী ভোভো ব্যাপদমাদিশেচ্চ সা।
মৃতিবন্ধনিবেদিনী ফিফ হুহু চাত্মহিতা শিবা স্বরে॥ ১২॥

যাত্রাকালে শৃগাল "ভেঁভে" এইরূপ শব্দ করিলে ভয়, "ভোভো" শব্দ করিলে বিপদ, "ফিফি" শব্দ করিলে মৃত্যু ও বন্ধন, আর "হুহু" এইরূপ শব্দ করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। পরন্তু এই সকল ফল গমনকর্ত্তার হইয়া থাকে॥ ১২॥

শান্তা ত্ববর্ণাৎ পরমৌ রুবন্তী টাটামুদীর্ণামিতি বাশ্যমানা। টেটে চ পূর্ব্বং পরতশ্চ থেথে তস্যাঃ স্বতুষ্টি-প্রভবং রুতং ত॥ ১৩॥

যে শৃগাল শান্তাদিকে অবস্থিত হইয়া শান্তভাবে প্রথমত "অ" এই শব্দ করিয়া পরে "ঔ" এইরূপ শব্দ করে, অথবা "টাটা" এইরূপ শব্দের পর; কিম্বা প্রথমত "টেটে" এইরূপ শব্দ করিলে পরে "থেথে" এইরূপ শব্দ করে, সেই শৃগালের শব্দে সন্তোষ বুঝা যায়। এইরূপ শব্দে শুভা-শুভ কোন ফল হয় না॥ ১৩॥

উচ্চৈর্ঘোরং বর্ণমুচ্চার্য্য পূর্ব্বং পশ্চাৎ ক্রোশেৎ ক্রোষ্টু-কস্যানুরূপম্। যা সা ক্ষেমং প্রাহ বিত্তস্য চাপ্তিং সংযোগং বা প্রোষিতেন প্রিয়েণ॥ ১৪॥

ইতি সর্ব্বশাকুনে শিবারুতং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যে শৃগাল প্রথমত ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া পরে স্বাভাবিক শব্দ করে, সেই শৃগাল কল্যাণদ্রব্য লাভ ও বিদেশস্থ প্রিয়ব্যক্তির সমাগম সূচনা করিয়া থাকে॥ ১৪॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মৃগচেষ্টিতং।

সীমাগতা বন্যমৃগা রুবন্তঃ স্থিতা ব্রজন্তোঽথ সমা-পতন্তঃ। সম্প্রত্যতীতৈষ্যভয়ানি দীপ্তাঃ কুর্ব্বন্তি শূন্যং পরিতো ভ্রমন্তঃ॥ ১॥

বন্যমৃগ অর্থাৎ বন্যপশু যদি গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ করে, অথবা গ্রামের মধ্যদিয়া যাইবার সময় শব্দ করে কিম্বা গ্রামহইতে আসিবার কালে শব্দ করে, আর ঐ পশু যদি দীপ্তা হয়, তাহাহইলে যথাক্রমে বর্ত্ত-মান, ভূত ও ভবিষ্যৎকালে ভয় হইয়া থাকে। এইপ্রকার বন্যপশু যদি গ্রামের মধ্যে ভ্রমণ করে, তাহাহইলে গ্রাম কিম্বা নগর জনশূন্য হইয়া থাকে॥ ১॥

তে গ্রাম্যসত্ত্বৈরনুবাশ্যমানা ভয়ায় রোধায় ভবন্তি বন্যৈঃ। দ্বাভ্যামপি প্রত্যনুবাশিতাস্তে বন্দিগ্রহায়ৈব মৃগা ভবন্তি॥ ২॥

বন্যপশুর শব্দের পশ্চাৎ যদি গ্রাম্যপশু শব্দ করে, তাহাহইলে ভয় হইয়া থাকে। গ্রাম্যপশুর শব্দের পশ্চাৎ যদি বন্যপশু শব্দ করে, তাহা-হইলে শত্রুকর্ত্তৃক নগর অবরুদ্ধ হয়। আর বন্যপশু ও গ্রাম্যপশু গ্রামের সীমায় আসিয়া বন্যপশুর শব্দের পর বন্য ও গ্রাম্য উভয় পশু একত্রে শব্দ করে, তাহাহইলে বলপূর্ব্বক নগর শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ২॥

বন্যসত্ত্বে দ্বারসংস্থে পুরস্য রোধো বাচ্যঃ সম্প্রবিষ্টে বিনাশঃ। সূতে মৃত্যুঃ স্যাদ্ভয়ং সংস্থিতে চ গেহং যাতে বন্ধনং সম্প্রদিষ্টম্॥ ৩॥

ইতি সর্ব্বশাকুনে মৃগচেষ্টিতং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যদি বন্যপশু নগরের দ্বারে অবস্থান করে, তাহাহইলে শত্রুকর্ত্তৃক নগর অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। নগরের মধ্যে বন্যপশু প্রবেশ করিলে নগরের বিনাশ হইয়া থাকে। আর নগরে যদি বন্যপশু প্রসব করে, তাহাহইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি গৃহে প্রবেশ করে, তাহাহইলে গৃহস্বামীর বন্ধন হইয়া থাকে॥ ৩॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়ামেক-নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বানবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গবেঙ্গিতং।

গাবো দীনাঃ পার্থিবস্যাশিবায় পাদৈর্ভূমিং কুট্টয়ন্ত্যশ্চ রোগান্। মৃত্যুং কুর্ব্বন্ত্যশ্রুপূর্ণায়তাক্ষ্যঃ পত্যুর্ভীতা-স্তস্করানারুবন্ত্যঃ॥ ১॥

গো যদি দীনভাবে থাকে, তাহাহইলে রাজার অনিষ্ট হইয়া থাকে। পাদদ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে রোগ হইয়া থাকে। চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইলে গোস্বামীর মৃত্যু হইয়া থাকে। আর ভীত হইয়া শব্দ করিলে চৌরভয় হইয়া থাকে॥ ১॥

অকারণে ক্রোশতি চেদনর্থো ভয়ায় রাত্রি বৃষভং শিবায়।
ভৃশং নিরুদ্ধা যদি মক্ষিকাভিস্তদাশু বৃষ্টিং সরমাত্মজৈর্ব্বা॥

গোসকল যদি কারণব্যতীত অর্থাৎ বৎস, জল এবং তৃণ এইসকলের অভাব ভিন্ন শব্দ করে, তাহাহইলে অনর্থ ঘটনা হয়, আর রাত্রিতে শব্দ করিলে ভয়, কিন্তু বলদ যদি রাত্রিতে শব্দ করে, তাহাহইলে মঙ্গল হইয়া থাকে। গোসমূহ যদি মক্ষিকা বা কুকুরদ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তাহাহইলে শীঘ্রই অতিশয় বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২॥

আগচ্ছন্ত্যো বেশ্ম বম্ভারবেণ সংসেবন্ত্যো গোষ্ঠবৃদ্ধ্যৈ গবাং গাঃ। আর্দ্রাঙ্গ্যো বা হৃষ্টরোমণ্যঃ প্রহৃষ্টা ধন্যা গাবঃ স্যুর্মহিষ্যোঽপি চৈবম্ ॥ ৩ ॥

ইতি সর্ব্বশাকুনে গবেঙ্গিতং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

গোসমূহ যদি "বম্বা" রব করিতে করিতে গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে গোষ্ঠের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আর গোসকল যদি আর্দ্রদেহে ও আনন্দিতমনে এবং রোমাঞ্চিত শরীরে ও সহর্ষে গৃহে আগমন করে, তাহাহইলে শুভ হইয়া থাকে। মহিষসম্বন্ধীয় শুভাশুভও এইরূপে নির্ণয় করিবে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং দ্বানবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাশ্বচেষ্টিতং।

উৎসর্গান্ন শুভদমাসনাপরস্থং বামে চ জ্বলনমতোঽপরং প্রশস্তম্। সর্ব্বাঙ্গজ্বলনমবৃদ্ধিদং হয়ানাং দ্বে বর্ষে দহনকণাশ্চ ধূপনং বা ॥ ১ ॥

অশ্বের পশ্চাৎদিকে অর্থাৎ পুচ্ছদেশে এবং বাম অঙ্গে অগ্নি দৃষ্ট হইলে অশুভ। অশ্বের অগ্রভাগে অর্থাৎ মস্তকের দিকে ও দক্ষিণ অঙ্গে অগ্নি দৃষ্ট হইলে শুভফল হইয়া থাকে। অশ্বের সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি দৃষ্ট হইলে বৃদ্ধিকারক হয় না; আর যদি অশ্বের গাত্র হইতে অগ্নিকণা ও ধুম নির্গত হয়, তাহাহইলে ইহার ফল দুই বৎসরের মধ্যে ফলিবে।

এই শ্লোকের চতুর্থচরণের অর্থ কেহ কেহ এইরূপ করেন, যে নিরন্তর দুই বৎসরপর্য্যন্ত অশ্বের গাত্র হইতে অগ্নিকণা ও ধূম নির্গত হইলে অশ্বের প্রভুর মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অন্তঃপুরং নাশমুপৈতি মেঢ্রে কোশঃ ক্ষয়ং যাত্যুদরে প্রদীপ্তে। পায়ৌ চ পুচ্ছে চ পরাজয়ঃ স্যাদ্ বক্ত্রোত্তমাঙ্গজ্বলনে জয়শ্চ ॥ ২ ॥

অশ্বের মেঢ্রদেশে প্রদীপ্ত হইলে অর্থাৎ অগ্নিবৎ দৃষ্ট হইলে রাজার অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকের বিনাশ, উদরে অগ্নি দৃষ্ট হইলে কোষ অর্থাৎ ধনাগারের ধনক্ষয় হইয়া থাকে। মলদ্বার ও পুচ্ছে অগ্নি দৃষ্ট হইলে পরাজয়, আর মুখ ও মস্তকে অগ্নি দৃষ্ট হইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

স্কন্ধাসনাংসজ্বলনং জয়ায় বন্ধায় পাদজ্বলনং প্রদিষ্টম্। ললাটবক্ষোঽক্ষিভুজেষু ধূমঃ পরাভবায় জ্বলনং জয়ায় ॥৩॥

অশ্বের গলদেশের দুইপার্শ্বে ও গলদেশের নিম্নের দিকে এবং লাগাম লাগাইবার স্থানে অগ্নি দৃষ্ট হইলে জয়লাভ; পাদদেশে অগ্নি দৃষ্ট হইলে অশ্বের অধিপতির বন্ধন হয়। ললাট, বক্ষস্থল, চক্ষু ও ভুজ এইসকল স্থানে ধুম দৃষ্ট হইলে পরাজয়, আর অগ্নি দৃষ্ট হইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥৩॥

নাসাপুটপ্রোথশিরোঽশ্রুপাতনেত্রেষু রাত্রৌ জ্বলনং জয়ায়। পালাশতাম্রাসিতকর্ব্বুরাণাং নিত্যং শুকাভস্য সিতস্য চেষ্টম্ ॥ ৪ ॥

অশ্বের নাসিকার ছিদ্র, নাসিকা, মস্তক, চক্ষুর অশ্রুপতন স্থান এবং চক্ষু এইসকল স্থানে রাত্রিকালে অগ্নি দৃষ্ট হইলে জয়লাভ, আর যেসকল অশ্ব পলাশপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা লালবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা নানাবর্ণে চিত্রিত ও শ্বেতবর্ণ, সেইসকল অশ্বের গাত্রে যে কোন সময় অগ্নি দৃষ্ট হইলেই অভিলষিত দ্রব্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

প্রদ্বেষো যবসাম্ভসাং প্রপতনং স্বেদো নিমিত্তাদ্বিনা কম্পো বা বদনাচ্চ রক্তপতনং ধূমস্য বা সম্ভবঃ। অস্বপ্নশ্চ বিরোধিতা নিশি দিবা নিদ্রালসধ্যানতা সাদোঽধোমুখতা বিচেষ্টিতমিদং নেষ্টং স্মৃতং বাজিনাম্ ॥ ৫ ॥

অশ্ব যদি দানা ও জলগ্রহণ না করে এবং হঠাৎ পতিত হয়, বিনাকারণে শরীর কম্পিত করে, আর অশ্বের ঘর্ম্ম হয়, মুখহইতে রক্তস্রাব হয় কিম্বা ধূমনির্গত হয় এবং রাত্রিতে নিদ্রার অভাব, দিবাভাগে নিদ্রা, আলস্য, চিন্তা, গ্লানিও অধোমুখে অবস্থান, এইসকল লক্ষণ হয়, তাহাহইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আরোহণমন্যবাজিনাং পর্য্যাণাদিযুতস্য বাজিনঃ। উপবাহ্যতুরঙ্গমস্য বা কল্যস্যৈব বিপন্ন শোভনা ॥ ৬ ॥

বল্লাদিযুক্ত সুসজ্জিত অশ্ব যদি অপর অশ্বের উপর আরোহণ করে, আর সর্ব্বদা উপবিষ্ট অশ্বের কিম্বা নিরোগী অশ্বের যদি ব্যারাম হয়, তাহাহইলে অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ক্রৌঞ্চবদ্রিপুবধায় হেষিতং গ্রীবয়া ত্বচলয়া চ সোন্মুখম্। স্নিগ্ধমুচ্চমনুনাদি হৃষ্টবদ্ গ্রাসরুদ্ধবদনৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ৭ ॥

যদি অশ্বগণ ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শব্দ করে এবং গলদেশ সরল ও মুখ উন্নত করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে জয়লাভ হইয়া থাকে। আর অশ্ব যদি মধুর ও উচ্চৈস্বরে আনন্দযুক্ত হইয়া গ্রাসযুক্ত মুখে শব্দ করে, তাহাহইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পূর্ণপাত্রদধিবিপ্রদেবতা গন্ধপুষ্পফলকাঞ্চনাদি বা। দ্রব্যমিষ্টমথবাপরং ভবেদ্ধেষতাং যদি সমীপতো জয়ঃ ॥৮॥

যে সময় অশ্ব শব্দ করিতে থাকে, সেই সময় যদি অশ্বের সম্মুখে তণ্ডুল পূর্ণপাত্র, দধি, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গন্ধ, পুষ্প, ফল, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মুক্তা অথবা অপর কোন অভিলষিত দ্রব্য দেখা যায়, তাহাহইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ভক্ষপানস্খলিনাভিনন্দিনঃ পত্যুরৌপয়িকনন্দিনোঽথবা। সব্যপার্শ্বগতদৃষ্টয়োঽথবা বাঞ্ছিতার্থফলদাস্তুরঙ্গমাঃ ॥ ৯ ॥

যে সকল অশ্ব আহারীয় দ্রব্য, জল এবং লাগাম প্রভৃতিতে সন্তুষ্ট ও প্রভুর হর্ষবর্দ্ধক হয় এবং বামপার্শ্বে দৃষ্টি করে, সেই সকল অশ্ব প্রভুকে অভিলষিত ফলপ্রদান করে ॥ ৯ ॥

বামৈশ্চ পাদৈরভিতাড়য়ন্তো মহীং প্রবাসায় ভবন্তি ভর্তুঃ। সন্ধ্যাসু দীপ্তামবলোকয়ন্তো হেষন্তি চেদ্বন্ধপরাজয়ায় ॥ ১০॥

অশ্ব যদি বামপাদদ্বারা ভূমিতাড়ন করে, তাহাহইলে অশ্বস্বামীর প্রবাস গমন হয়, আর চারিসন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সূর্য্যাস্ত সময় ও অর্দ্ধরাত্রি এইসকল সময় যদি দীপ্তাদিকে দৃষ্টি করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে অশ্বপতির বন্ধন এবং পরাজয় হয়॥ ১০ ॥

অতীব হেষন্তি কিরন্তি বালান্ নিদ্রারতাশ্চ প্রবদন্তি যাত্রাম্। রোমত্যজো দীনখরস্বরাশ্চ পাংশূন্ গ্রসন্তশ্চ ভয়ায় দৃষ্টাঃ ॥ ১১ ॥

অশ্ব যদি অতিশয় শব্দ করে এবং দেহের রোমসমূহ বিস্তীর্ণ করে ও সর্ব্বদা নিদ্রা যায়, তাহাহইলে অশ্বস্বামীর বিদেশের যাত্রা জানায়, আর অশ্ব যদি শরীরের রোম ত্যাগ করে ও দীনভাবে কর্কশ শব্দ করে এবং ধূলীগ্রাস করে, তাহাহইলে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ১১॥

সমুদ্রবদ্দক্ষিণপার্শ্বশায়িনঃ পদং সমুৎক্ষিপ্য চ দক্ষিণং স্থিতাঃ। জয়ায় শেষেষ্বপি বাহনেষ্বিদং ফলং যথাসম্ভবমাদিশেদ্বুধঃ ॥ ১২ ॥

যে অশ্ব দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করে এবং দক্ষিণপাদ উঠাইয়া দাড়াইয়া থাকে, সেই অশ্ব জয়প্রদ বলিয়া জানিবে। আর বাহনসম্বন্ধীয় শুভাশুভ ফল পণ্ডিতগণ যথাসম্ভব বিচারপূর্ব্বক যোজনা করিবেন॥ ১২॥

আরোহতি ক্ষিতিপতৌ বিনয়োপপন্নো যাত্রানুগোঽন্যতুরগং প্রতি হেষতে চ। বক্ত্রেণ বা স্পৃশতি দক্ষিণমাত্মপার্শ্বং যোঽশ্বঃ স ভর্তুরচিরাৎ প্রচিনোতি লক্ষ্মীম্ ॥১৩

রাজা অশ্বারোহণ করিলে পর, যে অশ্ব বিনীতভাবে রাজার যাত্রানুসারে যথাদিকে গমন করে এবং অপর অশ্বের শব্দ শ্রবণ করিয়া শব্দ করে, আর মুখদ্বারা আপন দক্ষিণপার্শ্ব স্পর্শ করে, সেই অশ্ব প্রভুর লক্ষ্মীপ্রদান করিয়া থাকে॥ ১৩॥

মুহুর্মুহুর্মূত্রশকৃৎ করোতি ন তাড্যমানোঽপ্যনুলোমযায়ী। অকার্য্যভীতোঽশ্রুবিলোচনশ্চ শুভং ন ভর্ত্তুস্তুরগোঽভিধত্তে ॥ ১৪ ॥

যে অশ্ব বারম্বার মলমূত্র পরিত্যাগ করে এবং চাবুকদ্বারা প্রহার করিলেও চালকের অভিমত দিকে গমন করে না, আর বিনা কারণে ভীত ও চক্ষুর জল পাতিত করে; সেই অশ্ব প্রভুর মঙ্গলসাধন করে না॥ ১৪॥

উক্তমিদং হয়চেষ্টিতমত ঊর্দ্ধং দন্তিনাং প্রবক্ষ্যামি। তেষাং তু দন্তকল্পনভঙ্গম্লানাদিচেষ্টাভিঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি সর্ব্বশাকুনে অশ্বচেষ্টিতং নামাধ্যায়োঽষ্টমঃ।

এইপ্রকারে অশ্বের শুভাশুভ নির্ণয় করা হইল, অনন্তর নিম্নে হস্তীর শুভাশুভ বলা যাইতেছে। হস্তীর দন্ত কল্পন অর্থাৎ ছেদন, দন্ত ভঙ্গ ও অপরাপর দীনচেষ্টা বলা যাইতেছে॥ ১৫॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ত্রয়োনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ হস্তীঙ্গিতং।

দন্তস্য মূলপরিধিং দ্বিরায়তং প্রোজ্ঝ্য কল্পয়েচ্ছেষম্। অধিকমনূপচরাণাং ন্যূনং গিরিচারিণাং কিঞ্চিৎ ॥ ১ ॥

গজদন্তের মূলদেশ হইতে দুইপরিধি অর্থাৎ গজদন্তের মূলদেশ যে পরিমাণ প্রশস্ত, তাহার দ্বিগুণ পরিত্যাগকরত অপরাংশের দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবে। আর সজলদেশের হস্তীদন্তের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক ও পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় হস্তীদন্তের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কমপরিমাণ পরিত্যাগ করিবে॥ ১॥

শ্রীবৎসবর্দ্ধমানচ্ছত্রধ্বজচামরানুরূপেষু। ছেদে দৃষ্টেষ্বারোগ্যবিজয়ধনবৃদ্ধিসৌখ্যানি ॥ ২ ॥

হস্তীদন্ত ছেদন করিবার সময় ছিন্নস্থানে যদি শ্রীবৎস ও বর্দ্ধমান নামক চিহ্ন এবং ছত্র, ধ্বজ ও চামরসদৃশ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাহইলে আরোগ্য, বিজয়, ধন এবং সুখ এইসকল লাভ হইয়া থাকে॥ ২॥

প্রহরণসদৃশেষু জয়ো নন্দ্যাবর্ত্তে প্রনষ্টদেশাপ্তিঃ। লোষ্টে তু লব্ধপূর্ব্বস্য ভবতি দেশস্য সম্প্রাপ্তিঃ ॥ ৩ ॥

উক্ত চিহ্ন অস্ত্রসদৃশ হইলে জয়প্রাপ্তি, নন্দ্যাবর্ত্তসদৃশ হইলে নষ্টদেশ পুনঃ প্রাপ্তি, আর মৃত্তিকার পিণ্ডসদৃশ দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বলব্ধ অথচ হস্তগত নহে এইরূপ দেশলাভ হইয়া থাকে॥ ৩॥

স্ত্রীরূপে স্ববিনাশো ভৃঙ্গারেঽভ্যুত্থিতে সুতোৎপত্তিঃ। কুম্ভেন নিধিপ্রাপ্তির্যাত্রাবিঘ্নঞ্চ দণ্ডেন ॥ ৪ ॥

হস্তীদন্তের ছিন্নস্থান নারীসদৃশ দৃষ্ট হইলে অশ্বের বিনাশ, ভৃঙ্গার অর্থাৎ ঝারিসদৃশ দৃষ্ট হইলে পুত্রপ্রাপ্তি, কুম্ভসদৃশ দৃষ্ট হইলে রত্নপ্রাপ্তি এবং দণ্ডসদৃশ দৃষ্ট হইলে যাত্রায় বিঘ্ন হইয়া থাকে॥ ৪॥

কৃকলাসকপিভুজঙ্গেষ্বসুভিক্ষব্যাধয়ো রিপুবশত্বম্। গৃধ্রোলূকধ্বাঙ্ক্ষশ্যেনাকারেষু জনমরকঃ ॥ ৫ ॥

উক্ত ছিন্নস্থান টীকটীকী ও বানরের ন্যায় দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং শত্রুর বশতা এইসকল ঘটিয়া থাকে। আর গৃধ্র, উলূক, কাক এবং শ্যেনপক্ষী এই সকলের ন্যায় দৃষ্ট হইলে মারিভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

পাশেঽথবা কবন্ধে নৃপমৃত্যুর্জ্জনবিপৎক্রুতে রক্তে। কৃষ্ণে শ্যাবে রূক্ষে দুর্গন্ধে চাশুভং ভবতি ॥ ৬ ॥

উক্ত ছিন্নস্থান পাশ বা কবন্ধসদৃশ দৃষ্ট হইলে রাজার মৃত্যু, আর ছেদনকালে রক্তস্রাব হইলে লোকসমূহের দুঃখ, ছিন্নস্থান কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, রুক্ষ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে অশুভ হইয়া থাকে॥ ৬॥

শুক্লঃ সমঃ সুগন্ধিঃ স্নিগ্ধশ্চ শুভাবহো ভবেচ্ছেদঃ।
গলনম্লানফলানি চ দন্তস্য সমানি ভঙ্গেন॥ ৭॥

হস্তীর দন্ত ছেদন করিলে যদি তাহা শ্বেতবর্ণ, সমান, সুগন্ধিযুক্ত এবং স্নিগ্ধ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে শুভকারক বলিয়া জানিবে। আর হস্তী-দন্ত কর্ত্তন করিলে যেরূপ চিহ্নে যেরূপ শুভাশুভ ফল বলা হইল, দন্তভঙ্গ ও দন্তের বিবর্ণতার ফলও সেইরূপ জানিবে॥ ৭॥

মূলমধ্যদশনাগ্রসংস্থিতা দেবদৈত্যমনুজাঃ ক্রমাত্ততঃ।
স্ফীতমধ্যপরিপেলবং ফলং শীঘ্রমধ্যচিরকালসম্ভবম্॥ ৮॥

হস্তীদন্তের মূলদেশে দেবতা, মধ্যভাগে দৈত্য এবং অগ্রভাগে মনুষ্য অবস্থিতি করে, এই নিমিত্ত ইহার ফল পূর্ণ, মধ্যম ও অল্প, আর ইহার ফলের কাল শীঘ্র, মধ্যম ও চিরকাল অর্থাৎ অধিক বিলম্বে হয় বলিয়া জানিবে॥ ৮॥

দন্তভঙ্গফলমত্র দক্ষিণে ভূপদেশবলবিদ্রবপ্রদম্।
বামতঃ সুতপুরোহিতেভপান্ হন্তি সাটবিকদারনায়কান্॥৯

হস্তীর দক্ষিণদন্তের মূলদেশ ভগ্ন হইলে রাজা পলায়ন করে, মধ্যভাগ ভগ্ন হইলে দেশনাশ হয়, আর অগ্রভাগ ভগ্ন হইলে সৈন্যের বিনাশ হয়। বামদন্তের মূলদেশ ভগ্ন হইলে পুত্র ও বনচারীর মৃত্যু হয়, মধ্যভাগ ভগ্ন হইলে পুরোহিত ও স্ত্রীর বিনাশ এবং হস্তীপক অর্থাৎ মাহৎ ও প্রধান পুরুষের অর্থাৎ মাহুতের মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৯॥

আদিশেদুভয়ভঙ্গদর্শনাৎ পার্থিবস্য সকলং কুলক্ষয়ম্।
সৌম্যলগ্নতিথিভাদিভিঃ শুভং বর্দ্ধতেঽশুভমতোঽন্যথা ভবেৎ॥ ১০॥

উভয় দিকের দন্ত এককালে ভগ্ন হইলে রাজার কুলক্ষয় হইয়া থাকে। আর শুভগ্রহ, শুভতিথি এবং শুভনক্ষত্রে ভগ্ন হইলে শুভ হয়, ইহার অন্যথা হইলে অশুভ বলিয়া জানিবে॥ ১০॥

ক্ষীরবৃক্ষফলপুষ্পপাদপেষ্বাপগাতটবিঘট্টিতেন বা।
বামমধ্যরদভঙ্গখণ্ডনং শত্রুনাশকৃদতোঽন্যথাপরম্॥ ১১॥

ক্ষীরীবৃক্ষ এবং ফল পুষ্পযুক্ত অন্য বৃক্ষ কিম্বা নদীতীর এইসকল স্থানে মুখঘর্ষণ করিয়া যদি হস্তীর বামদন্ত ভগ্ন হয় বা ফাটিয়া যায়, তাহাহইলে শত্রুনাশ হইয়া থাকে। আর ইহার অন্যথা হইলে শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১১॥

স্খলিতগতিরকস্মাত্রস্তকর্ণোঽতিদীনঃ শ্বসিতি মৃদু সুদীর্ঘং ন্যস্তহস্তঃ পৃথিব্যাম্। দ্রুতমুকুলিতদৃষ্টিঃ স্বপ্নশীলো বিলোমো ভয়কৃদহিতভক্ষী নৈকশোঽসৃক্ ছকৃচ্ছ॥১২

যদি হস্তী গমন করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার গতি স্খলন হয়, কর্ণদ্বয় ত্রাসযুক্তের ন্যায় লক্ষিত হয়, আর হস্তী যদি অতিশয় বিষণ্ণভাব ধারণ করে এবং শ্বাস যদি অতি মৃদু ও অতি দীর্ঘ পরিত্যাগ করে ও পৃথিবীতে শুণ্ড নিক্ষেপ করে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকে, বিপরীতদিকে গমন করে, অহিতকর দ্রব্য ভোজন করে, বহুকাল রক্তস্রাব করে ও মলমূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে সেই হস্তী প্রভুর ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে॥ ১২॥

বল্মীকস্থাণুগুল্মক্ষুপতরুমথনঃ স্বেচ্ছয়া হৃষ্টদৃষ্টির্যায়াদ্যাত্রানুলোমং ত্বরিতপদগতির্ব্বক্ত্রমুন্নাম্য চোচ্চৈঃ। কক্ষাসন্নাহকালে জনয়তি চ মুহুঃ শীকরং বৃংহিতং বা তৎকালং বা মদাপ্তির্জ্জয়কৃদথ রদং বেষ্টয়ন্দক্ষিণং বা॥১৩॥

হস্তী যদি বল্মীক, শাখাবিহীন বৃক্ষ, গুল্ম, লতা এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষ, এই সকল উৎপাটন করিয়া ফেলে এবং স্বইচ্ছায় আনন্দিত হইয়া দৃষ্টি করে, যাত্রাকালে অনুকূলদিকে গমন করে ও শীঘ্র গমন করে এবং মুখ উপরের দিকে রাখিয়া গমন করে, আর হস্তী সাজাইবার সময় বারম্বার মুখহইতে জলবর্ষণ করে এবং শব্দ করে, আর হস্তীর উপর আরোহণকালে যে হস্তী মত্ত হয় ও শুণ্ডদ্বারা দক্ষিণ দন্ত বেষ্টন করে, সেই হস্তী রাজার জয়কারক হইয়া থাকে॥ ১৩॥

প্রবেশনং বারিণি বারণস্য গ্রাহেণ নাশায় ভবেন্নৃপস্য। গ্রাহং গৃহীত্বোত্তরণং দ্বিপস্য তোয়াৎ স্থলং বৃদ্ধিকরং নৃভর্ত্তুঃ॥ ১৪॥

ইতি সর্ব্বশাকুনে হস্তীঙ্গিতং নামাধ্যায়ো নবমঃ।

হস্তী জলে প্রবেশ করিলে পর যদি তাহাকে কুম্ভীরে আক্রমণ করে, তাহাহইলে রাজার বিনাশ হয়। আর যে হস্তী জলহইতে কুম্ভীরকে উপরে লইয়া আইসে, সেই হস্তী রাজার বৃদ্ধিকারক হইয়া থাকে॥ ১৪॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বায়সরুতং।

প্রাচ্যানাং দক্ষিণতঃ শুভদঃ কাকঃ করায়িকা বাসা।
বিপরীতমন্যদেশেষ্ববধির্লোকপ্রসিদ্ধ্যৈব॥ ১॥

পূর্ব্বদেশবাসী লোকের পক্ষে দক্ষিণদিক্‌স্থিত কাক এবং বামদিক্‌স্থিত করায়িকা অর্থাৎ বকস্ত্রী শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। আর অন্যদেশের পক্ষে বামদিক্‌স্থিত কাক ও দক্ষিণদিক্‌স্থিত বকস্ত্রী শুভফলপ্রদ হয়। পূর্ব্বদেশের সীমা লোক প্রসিদ্ধিতে অবগত হইবে, অর্থাৎ সরস্বতীনদীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকস্থ দেশসমূহকে পূর্ব্বদেশ বলে॥ ১॥

বৈশাখে বিরূপহতে বৃক্ষে নীড়ঃ সুভিক্ষশিবদাতা।
নিন্দিতকণ্টকিশুষ্কেষ্বসুভিক্ষভয়ানি তদ্দেশে॥ ২॥

কাক যদি বৈশাখমাসে উপদ্রবরহিত বৃক্ষে বাসা প্রস্তুত করে, তাহাহইলে সুভিক্ষ এবং মঙ্গল হইয়া থাকে। আর যদি নিন্দিত বৃক্ষ অর্থাৎ কন্টকবৃক্ষ ও শুষ্কবৃক্ষ এইসকল বৃক্ষে কাক বাসা করে, তাহাহইলে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ ও ভয় হইয়া থাকে। অপিচ এইসকল শুভাশুভ ফল দেশে হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

নীড়ে প্রাক্‌শাখায়াং শরদি ভবেৎ প্রথমবৃষ্টিরপরস্যাম্।
যাম্যোত্তরয়োর্ম্মধ্যা প্রধানবৃষ্টিস্তরোরুপরি ॥ ৩ ॥

যদি কাক বৃক্ষের পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকের শাখাতে বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহাহইলে শরৎঋতুতে (আশ্বিন, কার্ত্তিকমাসে) প্রথম বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের শাখাতে কাক বাসা নির্ম্মাণ করিলে ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে বৃষ্টি হইয়া থাকে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা প্রস্তুত করিলে শ্রাবণাদি চারিমাসই বৃষ্টি হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

শিখিদিশি মণ্ডলবৃষ্টির্নৈর্ঋত্যাং শারদস্য নিষ্পত্তিঃ।
পরিশেষয়োঃ সুভিক্ষং মূষকসম্পত্তু বায়ব্যে ॥ ৪ ॥

কাক আগ্নেকোণে বাসা প্রস্তুত করিলে কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হইয়া থাকে, নৈঋৎকোণে কাক বাসা করিলে শরৎঋতুতে ধান্য হইবে, বায়ু ও ঈশানকোণে বাসা প্রস্তুত করিলে সুভিক্ষ হইবে, আর বায়ুকোণে কাক বাসা করিলে মূষিকবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শরদর্ভগুল্মবল্লীধান্যপ্রাসাদগেহনিম্নেষু।
শূন্যো ভবতি স দেশশ্চৌরানাবৃষ্টিরোগার্ত্তঃ ॥ ৫ ॥

কাক যদি শর (তৃণবিশেষ), দর্ভ, গুল্ম, বল্লী অর্থাৎ লতা, ধান্য, দেবালয়, গৃহ এবং নিম্নভূমি এইসকল স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহাহইলে চৌর, অনাবৃষ্টি এবং রোগ এইসকল উপদ্রবদ্বারা দেশ জনশূন্য হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

দ্বিত্রিচতুঃশাবত্বং সুভিক্ষদং পঞ্চভির্নৃপান্যত্বম্।
অণ্ডাবকিরণমেকাণ্ডতাপ্রসূতিশ্চ ন শিবায় ॥ ৬ ॥

যদি কাক, দুই, তিন বা চারিটী শাবক প্রসব করে, তাহাহইলে দেশে সুভিক্ষ হয়, পাঁচটী শাবক প্রসব করিলে দ্বিতীয় রাজা হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভিন্ন দেশের রাজা আসিয়া রাজত্ব করিবে। আর কাকের ডিম্বের চারিদিক্ ফাটিয়া গেলে কিংবা একটিমাত্র ডিম্ব হইলে অথবা ডিম্ব না হইলে দেশে অমঙ্গল উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

চৌরকবর্ণৈশ্চৌরাশ্চিত্রৈর্ম্মৃত্যুঃ সিতৈশ্চ বহ্নিভয়ম্।
বিকলৈর্দুর্ভিক্ষভয়ং কাকানাং নির্দ্দিশেচ্ছিশুভিঃ ॥ ৭ ॥

কাকের শাবকের বর্ণ চোরক অর্থাৎ চোরপুষ্পী নামক গন্ধদ্রব্যের সদৃশ হইলে চৌরভয়, নানাবর্ণে চিত্রিত হইলে মৃত্যু; শ্বেতবর্ণ হইলে অগ্নিভয়, আর শাবক অঙ্গহীন হইলে দুর্ভিক্ষভয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনিমিত্তসংহতৈর্গ্রামমধ্যগৈঃ ক্ষুদ্ভয়ং প্রবাশদ্ভিঃ।
ক্রোধশ্চক্রাকারৈরভিঘাতো বর্গবর্গ স্থৈঃ ॥ ৮ ॥

কতকগুলি কাক গ্রামের মধ্যভাগে বিনা কারণে একত্রিত হইয়া শব্দ করিলে দুর্ভিক্ষ ভয়, আর গ্রামের মধ্যে চক্রাকার হইয়া উড়িয়া বেড়াইলে গ্রামের অবরোধ এবং দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের স্থানে স্থানে কাক উড়িয়া বেড়াইলে গ্রামের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অভয়াশ্চ তুণ্ডপক্ষৈশ্চরণবিঘাতৈর্জ্জনানভিভবন্তঃ।
কুর্ব্বন্তি শত্রুবৃদ্ধিং নিশিবিচরন্তো জনবিনাশম্ ॥ ৯ ॥

যদি কাক নির্ভয় হইয়া চঞ্চু (ঠোঁট), পক্ষ এবং পাদ এই সকলদ্বারা আঘাত করিয়া লোকের ত্রাস জন্মায়, তাহাহইলে শত্রুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর রাত্রিকালে বিচরণ করিলে লোকনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

সব্যেন খে ভ্রমদ্ভিঃ স্বভয়ং বিপরীতমণ্ডলৈশ্চ পরাৎ।
অত্যাকুলং ভ্রমদ্ভির্ব্বাতোদ্ভ্রামো ভবতি কাকৈঃ ॥ ১০ ॥

যদি কাক আকাশে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে, তাহাহইলে স্বীয় আত্মীয় হইতে ভয় বুঝা যায়; আর ঐরূপ দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে ভ্রমণ করিতে থাকিলে শত্রু হইতে ভয় উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে। যদি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কাক সকল উড়িয়া বেড়ায়, তাহাহইলে অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ঊর্দ্ধমুখাশ্চলপক্ষাঃ পথি ভয়দাঃ ক্ষুদ্ভয়ায় ধান্যমুষঃ।
সেনাঙ্গস্থা যুদ্ধং পরিমোষং চান্যভৃতপক্ষাঃ ॥ ১১ ॥

যদি কাক উপরের দিকে মুখ করিয়া পক্ষদ্বয় কম্পিত করে বা আঘাত করে, তাহাহইলে পথে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। আর কাক যদি লুক্কায়িতভাবে ধান্য লইয়া যায়, তাহাহইলে দুর্ভিক্ষ হয়। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক ও অন্যান্য সেনাঙ্গের উপর কাক বসিলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যদি কোকিলের ন্যায় অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কাকের পক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে চৌরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ভস্মাস্থিকেশপত্রাণি বিন্যসন্ পতিবধায় শয্যায়াম্।
মণিকুসুমাদ্যবহনেন সুতস্য জন্মান্যথাঙ্গনায়াশ্চ ॥ ১২ ॥

যদি কাক শয্যায় ভস্ম, অস্থি, কেশ এবং পত্র, এই সকল নিক্ষেপ করে, তাহাহইলে পতির বধ; মণি, পুষ্প এবং ফল এই সকল বিছানার উপর নিঃক্ষেপ করিলে পুত্র জন্মে, আর তৃণ, কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে কন্যা জন্মিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পূর্ণাননেঽর্থলাভঃ সিকতাধান্যার্দ্রমৃৎকুসুমপূর্ব্বৈঃ।
ভয়দো জনসংবাসাদ্ যদি ভাণ্ডান্যপনয়েৎ কাকঃ ॥ ১৩ ॥

যদি কাকের মুখ বালুকা, ধান্য, কাঁচামৃত্তিকা, পুষ্প ও ফল এই সকলদ্বারা পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলেই অর্থলাভ হয়, যাত্রাকালে দৃষ্ট হইলেই এই সকল ফল হইয়া থাকে। আর যদি কাক জনসমূহের মধ্যহইতে কোন পাত্র লইয়া যায়, তাহাহইলে ভয় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বাহনশস্ত্রোপানচ্ছত্রচ্ছায়াঙ্গকুট্টনে মরণম্।
তৎপূজায়াং পূজা বিষ্ঠাকরণেঽন্নসম্প্রাপ্তিঃ ॥ ১৪ ॥

যদি কাক অশ্বপ্রভৃতি বাহন, খড়্গাদি অস্ত্র, জুতা, ছত্র, ছায়া এবং

অশ্ব এইসকল কুট্টন করে অর্থাৎ ঠোক্‌রায়, তাহাহইলে ঐ সকলের স্বামীর মৃত্যু হইয়া থাকে। আর ঐ বাহনাদির উপর পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ঐ সকলের স্বামীর পূজা প্রাপ্তি হয়, যদি ঐ সকলের উপর বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে অন্নপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

যদ্দ্রব্যমুপনয়েত্তস্য লব্ধিরপহরতি চেৎ প্রণাশং স্যাৎ।
পীতদ্রব্যে কনকং বস্ত্রং কার্পাসিকে সিতে রূপ্যম্ ॥১৫॥

যদি কাক কোন ব্যক্তির নিকট কোন দ্রব্য আনিয়া নিক্ষেপ করে, তাহাহইলে উক্ত ব্যক্তির ঐ দ্রব্যলাভ হইয়া থাকে, আর যদি কাক কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দ্রব্য লইয়া যায়, তাহাহইলে ঐ ব্যক্তির উক্ত দ্রব্য বিনাশ হইবে বলিয়া জানিবে। কাক পীতবর্ণ দ্রব্য লইয়া আসিয়া নিক্ষেপ করিলে সুবর্ণলাভ হয়, আর পীতবর্ণ দ্রব্য অপহরণ করিলে সুবর্ণনাশ হইয়া থাকে। কার্পাসসম্বন্ধীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া নিক্ষেপ করিলে বস্ত্রলাভ; আর কার্পাসসম্বন্ধীয় দ্রব্য অপহরণ করিলে বস্ত্রনাশ; শ্বেতবর্ণ পদার্থ আনয়ন করিলে রৌপ্যলাভ; আর শ্বেতবর্ণ পদার্থ অপহরণ করিলে রৌপ্য বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সক্ষীরার্জ্জুনবঞ্জুলকূলদ্বয়পুলিনগা রুবন্তশ্চ।
প্রাবৃষি বৃষ্টিং দুর্দ্দিনমনৃতৌ স্নাতাশ্চ পাংশুজলৈঃ ॥১৬॥

যদি কাক ক্ষীরীবৃক্ষের অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, পাকুর ও যজ্ঞডুমুর ইত্যাদি বৃক্ষের উপর এবং অর্জ্জুন, অশোক ও নদীর উভয় তীর এইসকল স্থানে উপবেশন করিয়া বর্ষাঋতুতে শব্দ করে, তাহাহইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আর বর্ষা ভিন্নঋতুতে যদি কাক ঐ সকল স্থানে শব্দ করে, তাহাহইলে দুর্দ্দিন অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কাক যদি বর্ষাঋতুতে ধূলি কিম্বা জলে স্নান করে, তাহাহইলে বৃষ্টি হয়; আর অন্য ঋতুতে স্নান করিলে দুর্দ্দিন হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

দারুণনাদস্তরুকোটরোপগো বায়সো মহাভয়দঃ।
সলিলমবলোক্য বিরুবন্ বৃষ্টিকরোঽব্দানুরাবী বা ॥১৭॥

কাক যদি বৃক্ষের কোঠরে বসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করে, তাহাহইলে মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। আর জলের দিকে দৃষ্টি করিয়া শব্দ করিলে বা মেঘের সমান শব্দ করিলে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দীপ্তোদ্বিগ্নো বিটপে বিকুট্টয়ন্বহ্নিকৃদ্বিধুতপক্ষঃ।
রক্তদ্রব্যং দগ্ধং তৃণকাষ্ঠং বা গৃহে বিদধৎ ॥ ১৮ ॥

যদি কাক পক্ষদ্বয় আঘাত করিতে করিতে সূর্য্যাভিমুখ হওত দুঃখিত হইয়া ঠোঁটদ্বারা বৃক্ষ খোদিত করে বা ঠোকরায়, তাহাহইলে অগ্নিভয়, আর গৃহের উপরে রক্তবর্ণ দ্রব্য কিম্বা পুরাতন তৃণকাষ্ঠ স্থাপন করিলেও অগ্নিভয় হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ঐন্দ্র্যাদিদিগবলোকী সূর্য্যাভিমুখো রুবন্ গৃহে গৃহিণঃ।
রাজভয়চোরবন্ধনকলহাঃ স্যুঃ পশুভয়ং চেতি ॥ ১৯ ॥

যদি কাক পূর্ব্বাদি দীপ্তদিকে দৃষ্টিকরত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গৃহের উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গৃহস্বামীর এইসকল ফল হয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বন্ধন, উত্তরদিকে কলহ, আর অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে পশুভয় হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শান্তামৈন্দ্রীমবলোকয়ন্ রুয়াদ্রাজপুরুষমিত্রাপ্তিঃ।
ভবতি চ সুবর্ণলব্ধিঃ শাল্যন্নগুড়াশনাপ্তিশ্চ ॥ ২০ ॥

কাক পূর্ব্বাদি শান্তাদিকে দৃষ্টিকরত শব্দ করিলে রাজপুরুষ ও মিত্রের আগমন হয়। আর সুবর্ণলাভ এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন গুড়ভোজন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

আগ্নেয্যামনলাজীবিকযুবতিপ্রবরধাতুলাভশ্চ।
যাম্যে মাষকুলত্থা ভোজ্যং গান্ধর্ব্বিকৈর্যোগঃ ॥ ২১ ॥

যদি কাক শান্তা অগ্নিকোণে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করে, তাহাহইলে স্বর্ণকারাদি অগ্নিজীবির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যুবতী স্ত্রীও সুবর্ণাদি শ্রেষ্ঠধাতু লাভ হইয়া থাকে। আর শান্তা দক্ষিণদিকে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করিলে মাষকলাই ও কুলত্থিকলাই ভোজন হয় এবং গান্ধার্ব্বিক অর্থাৎ গায়কের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

নৈর্ঋত্যাং দূতাশ্চোপকরণদধিতৈলপললভোজ্যাপ্তিঃ।
বারুণ্যাং মাংসসুরাসবধান্যসমুদ্ররত্নাপ্তিঃ ॥ ২২ ॥

যদি কাক শান্তা নৈর্ঋৎকোণে দৃষ্টিকরত শব্দ করে, তাহাহইলে দূতের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং অশ্বও অশ্বের উপকরণ সামগ্রী লাভ হয় ও দধি, তৈল ও মাংস এইসকল ভোজন হয়। আর শান্তা পশ্চিমদিকে দৃষ্টিকরত শব্দ করিলে মাংস, মদ্য, আসব, ধান্য এবং সমুদ্রজাত রত্নলাভ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

মারুত্যাং শস্ত্রায়ুধসরোজবল্লীফলাশনাপ্তিশ্চ।
সৌম্যায়াং পরমান্নাশনং তুরঙ্গাম্বরপ্রাপ্তিঃ ॥ ২৩ ॥

কাক শান্তা বায়ুকোণে দৃষ্টিকরত শব্দ করিলে লৌহনির্ম্মিত শস্ত্রখড়্গাদি আয়ুধ, পদ্ম, কুষ্মাণ্ডাদি লতাজাত ফল ভোজন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শান্তা উত্তরদিকে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করিলে দুগ্ধপান ও অশ্ব এবং বস্ত্রাদিলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ঐশান্যাং সম্প্রাপ্তির্ঘৃতপূর্ণানাং ভবেদনড়ুহশ্চ।
এবং ফলং গৃহপতের্গৃহপৃষ্ঠসমাশ্রিতে ভবতি ॥ ২৪ ॥

কাক শান্তা ঈশানদিকে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করিলে ঘৃতপূর্ণ পাত্র ও বলদ লাভ হইয়া থাকে। কাক গৃহের উপর বসিয়া ঐরূপ শব্দ করিলে গৃহস্বামীর উপরি কথিত ফলসকল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

গমনে কর্ণসমশ্চেৎ ক্ষেমায় ন কার্য্যসিদ্ধয়ে ভবতি।
অভিমুখমুপৈতি যাতুর্ব্বিরুবন্বিনিবর্ত্তয়েদ্‌যাত্রাম্ ॥ ২৫ ॥

যাত্রাকালে কাক যাত্রাকর্ত্তার কর্ণের বরাবর শব্দ করিয়া চলিয়া গেলে মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হয় না। গমনকর্ত্তার সম্মুখে কাক আসিয়া শব্দ করিলে গমন হয় না ॥ ২৫ ॥

বামে বাশিত্বাদৌ দক্ষিণপার্শ্বেঽনুবাশতে যাতুঃ।
অর্থাপহারকারী তদ্বিপরীতোঽর্থসিদ্ধিকরঃ॥ ২৬॥

যাত্রাকালে কাক প্রথমতঃ গমনকর্ত্তার বামদিকে শব্দ করিয়া পরে দক্ষিণদিকে শব্দ করিলে দ্রব্য অপহৃত হয়, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথমতঃ গমনকর্ত্তার দক্ষিণদিকে শব্দ করিয়া পরে বামদিকে শব্দ করিলে অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৬॥

যদি বাম এব বিরুয়ান্ মুহুর্মুহুর্যায়িনোঽনুলোমগতিঃ।
অর্থস্য ভবতি সিদ্ধ্যৈ প্রাচ্যানাং দক্ষিণশ্চৈবম্॥ ২৭॥

যাত্রাকালে কাক গমনকর্ত্তার বামদিক হইতে বারম্বার শব্দ করিতে করিতে পথিকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহাহইলে প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে বলিয়া জানিবে। কিন্তু পূর্ব্বদেশীয় পক্ষে যাত্রাকালে যদি যাত্রিকের দক্ষিণদিক হইতে শব্দ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহাহইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে॥ ২৭॥

বাম প্রতিলোমগতির্ব্বাশন্ গমনস্য বিঘ্নকৃদ্ভবতি।
তত্রস্থস্যৈব ফলং কথয়তি যদ্বাঞ্ছিতং গমনে॥ ২৮॥

কাক গমনকর্ত্তার সম্মুখে আসিয়া বামদিকে শব্দ করিতে করিতে গমন করিলে গমনের বিঘ্ন হইয়া থাকে। আর যদি অবস্থিত ব্যক্তির বামদিকে কাক শব্দ করে, তাহাহইলে অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৮॥

দক্ষিণবিরুতং কৃত্বা বামে বিরুয়াদ্যথেপ্সিতাবাপ্তিঃ।
প্রতিবাশ্য পুরো যায়াদ্ দ্রুতমগ্রেঽর্থাগমোঽতিমহান্॥২৯

কাক যদি গমনকর্ত্তার দক্ষিণদিকে শব্দ করিতে করিতে বামদিকে যায়, তাহাহইলে বাঞ্ছিতার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর কাক শব্দ করিতে করিতে যদি গমনকর্ত্তার অগ্রে যায়, তাহাহইলে অচিরকালের মধ্যে প্রধান দ্রব্যলাভ হইয়া থাকে॥ ২৯॥

প্রতিবাশ্য পৃষ্ঠতো দক্ষিণেন যায়াদ্ দ্রুতং ক্ষতজকর্ত্তা।
একচরণোঽর্কমীক্ষন্ বিরুবংশ্চ পুরো রুধিরহেতুঃ॥৩০॥

কাক যদি গমনকর্ত্তার পশ্চাদ্ভাগ হইতে শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে শীঘ্র যায়, তাহাহইলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, আর কাক যদি এক পাদে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিকরতঃ গমনকর্ত্তার সম্মুখে শব্দ করে, তাহাহইলে রক্তস্রাবের কারণ সজ্ঘটিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

দৃষ্ট্বার্কমেকপাদস্তুণ্ডেন লিখেদ্যদা স্বপিচ্ছানি।
পরতো জনস্য মহতো বধমভিধত্তে তদা বলিভুক্॥৩১॥

যদি যাত্রাকালে কাক গমনকর্ত্তার সম্মুখে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া একপাদে অবস্থিত হইয়া কাষ্ঠদ্বারা স্বীয় পুচ্ছ বিলিখন করে, তাহাহইলে মহাজনের বধ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

শস্যোপেতে ক্ষেত্রে বিরুবতি শান্তে সশস্য-ভূলব্ধিঃ।
আকুলচেষ্টো বিরুবন্ সীমান্তে ক্লেশকৃদ্যাতুঃ॥ ৩২॥

যাত্রাকালে কাক ধান্যাদি শস্য-পূর্ণক্ষেত্রে শান্ত হইয়া শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার ধান্যাদি শস্য-পূর্ণক্ষেত্র লাভ হইয়া থাকে। আর ক্ষেত্রের শেষসীমায় কাক যদি আকুল হইয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার দুঃখ হইয়া থাকে॥ ৩২॥

সুস্নিগ্ধপত্রপল্লবকুসুমফলানম্রসুরভিমধুরেষু।
সক্ষীরাব্রণসুস্থিতমনোজ্ঞবৃক্ষেষু চার্থকরঃ॥ ৩৩॥

যাত্রাকালে সুস্নিগ্ধপত্র, পল্লব, পুষ্প ও ফলভারাবনত এবং মধুর, সুগন্ধ, ক্ষীরিবৃক্ষ, অক্ষত ও উত্তমভাবে সংস্থিত সুন্দর বৃক্ষের উপর উপবিষ্ট কাক শব্দ করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

নিষ্পন্নশস্যশাদ্বলভবনপ্রাসাদহর্ম্ম্যহরিতেষু।
ধান্যোচ্ছ্রয়মঙ্গল্যেষু চৈব বিরুবন্ধনাগমদঃ॥ ৩৪॥

যে স্থান পক্বশস্যে আচ্ছাদিত, ঘাসে পরিপূর্ণ, গৃহ, মন্দির, রাজভবন, অট্টালিকা, হরিৎবর্ণ স্থান, ধান্যরাশি এবং শুভস্থান এইসকল স্থানে কাক শব্দ করিলে যাত্রাকারীর ধন লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

গোপুচ্ছস্থে বল্মীকগেঽথবা দর্শনং ভুজঙ্গস্য।
সদ্যো জ্বরো মহিষগে বিরুবতি গুল্মে ফলং স্বল্পম্॥৩৫॥

যাত্রাকালে যদি কাক গোপুচ্ছের উপর বা বল্মীকের অর্থাৎ উয়ের ঢিপীর উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে সর্পদর্শন হইয়া থাকে। আর মহিষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে সদ্যই জ্বর হইয়া থাকে। গুল্মের উপর বসিয়া শব্দ করিলে অল্প ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

কার্য্যস্য ব্যাঘাতস্তৃণকূটে বামগেঽস্থিসংস্থে বা।
ঊর্দ্ধাগ্নিপ্লুষ্টেঽশনিহতে চ কাকে বধো ভবতি॥ ৩৬॥

যাত্রাকালে গমনকর্ত্তার বামদিকে তৃণরাশির বা অস্থিরাশির উপর কাক বসিয়া শব্দ করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, আর অগ্নিদগ্ধ বা বজ্রাহত বৃক্ষের উপর কাক বসিয়া যদি শব্দ করে, তাহাহইলে যাত্রিকের মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

কণ্টকিমিশ্রে সৌম্যে সিদ্ধিঃ কার্য্যস্য ভবতি কলহশ্চ।
কণ্টকিনি ভবতি কলহো বল্লীপরিবেষ্টিতে বন্ধঃ॥ ৩৭॥

যাত্রাকালে কণ্টকবৃক্ষযুক্ত শুভবৃক্ষের উপর বসিয়া যদি কাক শব্দ করে, তাহাহইলে যাত্রিকের কার্য্যসিদ্ধি ও কলহ হইয়া থাকে। আর কেবল কণ্টকবৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে কলহ হইয়া থাকে। যদি লতাবেষ্টিত বৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে বন্ধন হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

ছিন্নাগ্রেঽঙ্গচ্ছেদঃ কলহঃ শুষ্কদ্রুমস্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে।
পুরতশ্চ পৃষ্ঠতো বা গোময়সংস্থে ধনপ্রাপ্তিঃ॥ ৩৮॥

যাত্রাকালে কাক ছিন্নাগ্রবৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে যাত্রিকের অঙ্গচ্ছেদন, শুষ্কবৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে কলহ হয়, গমনকর্ত্তার অগ্রে বা পশ্চাদ্ভাগে গোময়ের উপর বসিয়া কাক শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

মৃতপুরুষাঙ্গাবয়বস্থিতোঽভিবাশন্ করোতি মৃত্যুভয়ম্।
ভঙ্গমস্থি চ চঞ্চ্বা যদি বাশত্যস্থিভঙ্গায় ॥ ৩৯ ॥

যদি কাক মৃতপুরুষের কোন অঙ্গের উপর উপবেসন করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে যাত্রিকের মৃত্যুভয় জানা যায়, আর যদি কাক চঞ্চুদ্বারা অস্থি আঘাতকরতঃ শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার অস্থি ভঙ্গ হইবে, এইরূপ জানা যায় ॥ ৩৯ ॥

রজ্জ্বস্থিকাষ্ঠকণ্টকিনিঃসারশিরোরুহাননে রুবতি।
ভুজগগদদংষ্ট্রি তস্করশস্ত্রাগ্নিভয়ান্যনুক্রমশঃ ॥ ৪০ ॥

যদি কাক যাত্রাকালে রজ্জু, অস্থি, কাষ্ঠ, অসার পদার্থ এবং কেশ মুখে করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার যথাক্রমে সর্প, রোগ, শূকরাদিদংষ্ট্রী, চৌর, শস্ত্র এবং অগ্নি এই সকলের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে অর্থাৎ রজ্জু মুখে করিয়া শব্দ করিলে সর্পভয়, অস্থি মুখে করিয়া শব্দ করিলে রোগভয় ইত্যাদিরূপ জানিবে ॥ ৪০ ॥

সিতকুসুমাশুচিমাংসাননেঽর্থসিদ্ধির্যথেপ্সিতা যাতুঃ।
ধুন্বন্ পক্ষাবূর্দ্ধাননে চ বিঘ্নং মুহুঃ কণতি ॥ ৪১ ॥

যদি যাত্রাকালে কাক শ্বেতপুষ্প, অপবিত্র পদার্থ এবং মাংস মুখে করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে পথিকের যথোভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হইয়া থাকে, আর পক্ষদ্বয় আঘাতকরতঃ উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

যদি শৃঙ্খলাং বরত্রাং বল্লীং বাদায় বাশতে বন্ধঃ।
পাষাণস্থে চ ভয়ং ক্লিষ্টাপূর্ব্বাধ্বিকযুতিশ্চ ॥ ৪২ ॥

যদি কাক শৃঙ্খল অর্থাৎ শিকল, চর্ম্মরজ্জু এবং লতা মুখে করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার বন্ধন হইয়া থাকে, আর প্রস্তরের উপর উপবেসন করিয়া কাক শব্দ করিলে ভয় এবং ক্লেশযুক্ত ও অপূর্ব্ব-পথস্থিত পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

অন্যোন্যভক্ষসংক্রামিতাননে তুষ্টিরুত্তমা ভবতি।
বিজ্ঞেয়ঃ স্ত্রীলাভো দম্পত্যোর্ব্বাশতোর্যুগপৎ ॥ ৪৩ ॥

যাত্রাকালে কাকদ্বয় যদি পরস্পর পরস্পরের মুখে আহারীয় দ্রব্য দিতেছে, ইহা দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে গমনকর্ত্তা অতিশয় সন্তোষলাভ করে। আর যদি স্ত্রী ও পুরুষ কাক একত্রিত হইয়া যাত্রাকালে শব্দ করে, তাহাহইলে স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

প্রমদাশির উপগতপূর্ণকুম্ভসংস্থেঽঙ্গনার্থসম্প্রাপ্তিঃ।
ঘটকুট্টনে সুতবিপদ্ ঘটোপহদনেঽন্নসম্প্রাপ্তিঃ ॥ ৪৪ ॥

স্ত্রীলোকের মস্তকস্থিত পূর্ণকুম্ভের উপর যদি কাক উপবেসন করে, তাহাহইলে যাত্রিকের ঐ যাত্রায় স্ত্রী ও ধনলাভ হইয়া থাকে, আর যদি পূর্ণকুম্ভে আঘাত করে, তাহাহইলে পুত্রের দুঃখ উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে, যদি উক্ত পূর্ণকুম্ভের উপর কাক মলত্যাগ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার ভোজন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

স্কন্ধবারাদীনাং নিবেশসময়ে রুবংশ্চলৎপক্ষঃ।
সূচয়তেঽন্যস্থানং নিশ্চলপক্ষস্তু ভয়মাত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

স্কন্ধাবারে অর্থাৎ তাম্বুর মধ্যে প্রবেশকালে কাক যদি পক্ষদ্বয় কম্পিত করত শব্দ করে, তাহাহইলে অন্যস্থানে অমন অর্থাৎ অপর স্থানে শিবির সন্নিবেশ সূচনা করে, আর পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া যদি শব্দ করে, তাহাহইলে ভয়মাত্র সূচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

প্রবিশদ্ভিঃ সৈন্যাদীন্ সগৃধ্রকঙ্কৈর্ব্বিনামিষং ধ্বাঙ্ক্ষৈঃ।
অবিরুদ্ধৈস্তৈঃ প্রীতির্দ্বিষতাং যুদ্ধং বিরুদ্ধৈশ্চ ॥ ৪৬ ॥

কাক, শকুন ও কঙ্ক এই সকল পক্ষী যদি সৈন্য, নগর ও গ্রাম এই সকল স্থানে প্রবেশ করে এবং প্রবিষ্ট হইয়া বিরোধ করে, তাহাহইলে শত্রুর প্রাপ্তি ও যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বন্ধঃ শূকরসংস্থে পঙ্কাক্তে শূকরে দ্বিকেঽর্থাপ্তিঃ।
ক্ষেমং খরোষ্ট্রসংস্থে কেচিৎ প্রাহুর্ব্বধস্তু খরে ॥ ৪৭ ॥

যদি যাত্রাকালে দেখা যায় যে, কাক শূকরের উপরে উপবেসন করিয়া আছে, তাহাহইলে যাত্রাকারী ব্যক্তির বন্ধন এবং কর্দ্দমাক্ত শূকরে উপবিষ্ট দেখিলে ধনলাভ হয়। আর কাককে গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট দেখিলে গমনকর্ত্তার মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, গর্দ্দভের উপর কাককে উপবিষ্ট দেখিলে গমনকারীর বধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বাহনলাভোঽশ্বগতে বিরুবত্যনুযায়িনি ক্ষতজপাতঃ।
অন্যেঽপ্যনুব্রজন্তো যাতারং কাকবদ্বিহগাঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি যাত্রাকালে কাক অশ্বের উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার বাহন লাভ হইয়া থাকে। পথিকের পশ্চাৎদিক্ হইতে কাক শব্দ করিয়া চলিয়া গেলে রক্তপাত হইয়া থাকে। এইরূপ যদি অন্য পক্ষী পশ্চাৎদিক্ হইতে চলিয়া যায়, তাহাহইলেও কাকের ন্যায় ফল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

দ্বাত্রিংশৎ প্রবিভক্তে দিকৃচক্রে যদ্যথা সমুদ্দিষ্টম্।
তত্তত্তথা বিধেয়ং গুণদোষফলং যিযাসূনাম্ ॥ ৪৯ ॥

চক্রবালকে ৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার কোন্ ভাগে শাকুন-দর্শনে কিরূপ ফল হইবে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কাকের শব্দ শ্রবণ এবং কাকদর্শনেও যাত্রিকের পক্ষে সেইরূপ শুভাশুভ ফল স্থির করিবে ॥ ৪৯ ॥

কা ইতি কাকস্য রুতং স্বনিলয়সংস্থস্য নিষ্ফলং প্রোক্তম্।
কব ইতি চাত্মপ্রীত্যৈ ক ইতি রুতে স্নিগ্ধমিত্রাপ্তিঃ ॥৫০॥

যদি কাক স্বীয় বাসায় বসিয়া "কা" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে ঐ শব্দ নিষ্ফল বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ উহার কোন শুভাশুভ ফল হয় না। "কব" এইরূপ শব্দ স্বীয় মানসিক আনন্দে করে, তাহারও কোন ফল নাই। আর "ক" এইরূপ শব্দ করিলে প্রিয় মিত্রের সমাগম হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৫০ ॥

কাক যদি বৈশাখমাসে উপদ্রবরহিত বৃক্ষে বাসা প্রস্তুত করে, তাহা-হইলে সুভিক্ষ এবং মঙ্গল হইয়া থাকে। আর যদি নিন্দিত বৃক্ষ অর্থাৎ কণ্টকবৃক্ষ ও শুষ্কবৃক্ষ এইসকল বৃক্ষে কাক বাসা করে, তাহাহইলে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ ও ভয় হইয়া থাকে। অপিচ এইসকল শুভাশুভ ফল দেশে হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

নীড়ে প্রাক্শাখায়াং শরদি ভবেৎ প্রথমবৃষ্টিরপরস্যাম্।
যাম্যোত্তরয়োর্ম্মধ্যা প্রধানবৃষ্টিস্তরোরুপরি ॥ ৩ ॥

যদি কাক বৃক্ষের পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকের শাখাতে বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহাহইলে শরৎঋতুতে (আশ্বিন, কার্ত্তিকমাসে) প্রথম বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের শাখাতে কাক বাসা নির্ম্মাণ করিলে ভাদ্র ও আশ্বিনমাসে বৃষ্টি হইয়া থাকে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা প্রস্তুত করিলে শ্রাবণাদি চারিমাসই বৃষ্টি হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

শিখিদিশি মণ্ডলবৃষ্টির্নৈঋত্যাং শারদস্য নিষ্পত্তিঃ।
পরিশেষয়োঃ সুভিক্ষং মূষকসম্পত্তু বায়ব্যে ॥ ৪ ॥

কাক অগ্নিকোণে বাসা প্রস্তুত করিলে কোন কোন স্থানে বৃষ্টি হইয়া থাকে, নৈঋৎকোণে কাক বাসা করিলে শরৎঋতুতে ধান্য হইবে, বায়ু ও ঈশানকোণে বাসা প্রস্তুত করিলে সুভিক্ষ হইবে, আর বায়ুকোণে কাক বাসা করিলে মূষিকবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শরদর্ভগুল্মবল্লীধান্যপ্রাসাদগেহনিম্নেষু।
শূন্যো ভবতি স দেশশ্চৌরানাবৃষ্টিরোগার্ত্তঃ ॥ ৫ ॥

কাক যদি শর (তৃণবিশেষ), দর্ভ, গুল্ম, বল্লী অর্থাৎ লতা, ধান্য, দেবালয়, গৃহ এবং নিম্নভূমি এইসকল স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহা-হইলে চৌর, অনাবৃষ্টি এবং রোগ এইসকল উপদ্রবদ্বারা দেশ জনশূন্য হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

দ্বিত্রিচতুঃশাবত্বং সুভিক্ষদং পঞ্চভির্নৃপান্যত্বম্।
অণ্ডাবকিরণমেকাণ্ডতাপ্রসূতিশ্চ ন শিবায় ॥ ৬ ॥

যদি কাক, দুই, তিন বা চারিটী শাবক প্রসব করে, তাহাহইলে দেশে সুভিক্ষ হয়, পাঁচটী শাবক প্রসব করিলে দ্বিতীয় রাজা হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভিন্ন দেশের রাজা আসিয়া রাজত্ব করিবে। আর কাকের ডিম্বের চারিদিক্ ফাটিয়া গেলে কিংবা একটিমাত্র ডিম্ব হইলে অথবা ডিম্ব না হইলে দেশে অমঙ্গল উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

চৌরকবর্ণৈশ্চৌরাশ্চিত্রৈর্ম্মৃত্যুঃ সিতৈশ্চ বহ্নিভয়ম্।
বিকলৈর্দুর্ভিক্ষভয়ং কাকানাং নির্দ্দিশেচ্ছিশুভিঃ ॥ ৭ ॥

কাকের শাবকের বর্ণ চোরক অর্থাৎ চোরপুষ্পী নামক গন্ধদ্রব্যের সদৃশ হইলে চৌরভয়, নানাবর্ণে চিত্রিত হইলে মৃত্যু; শ্বেতবর্ণ হইলে অগ্নিভয়, আর শাবক অঙ্গহীন হইলে দুর্ভিক্ষভয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অনিমিত্তসংহতৈর্গ্রামমধ্যগৈঃ ক্ষুদ্ভয়ং প্রবাশন্তিঃ।
ক্রোধশ্চক্রাকারৈরভিঘাতো বর্গবর্গস্থৈঃ ॥ ৮ ॥

কতকগুলি কাক গ্রামের মধ্যভাগে বিনা কারণে একত্রিত হইয়া শব্দ করিলে দুর্ভিক্ষ হয়, আর গ্রামের মধ্যে চক্রাকার হইয়া উড়িয়া বেড়াইলে গ্রামের অবরোধ এবং দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের স্থানে স্থানে কাক উড়িয়া বেড়াইলে গ্রামের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অভয়াশ্চ তুণ্ডপক্ষৈশ্চরণবিঘাতৈর্জ্জনানভিভবন্তঃ।
কুর্ব্বন্তি শত্রুবৃদ্ধিং নিশিবিচরন্তো জনবিনাশম্ ॥ ৯ ॥

যদি কাক নির্ভয় হইয়া চঞ্চু (ঠোঁট), পক্ষ এবং পাদ এই সকলদ্বারা আঘাত করিয়া লোকের ত্রাস জন্মায়, তাহাহইলে শত্রুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর রাত্রিকালে বিচরণ করিলে লোকনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

সব্যেন খে ভ্রমদ্ভিঃ স্বভয়ং বিপরীতমণ্ডলৈশ্চ পরাৎ।
অত্যাকুলং ভ্রমদ্ভির্ব্বাতোদ্ভ্রামো ভবতি কাকৈঃ ॥ ১০ ॥

যদি কাক আকাশে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে, তাহাহইলে স্বীয় আত্মীয় হইতে ভয় বুঝা যায়; আর ঐরূপ দক্ষিণ-দিক হইতে বামদিকে ভ্রমণ করিতে থাকিলে শত্রু হইতে ভয় উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে। যদি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কাক সকল উড়িয়া বেড়ায়, তাহাহইলে অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ঊর্দ্ধমুখাশ্চলপক্ষাঃ পথি ভয়দাঃ ক্ষুদ্ভয়ায় ধান্যমুষঃ।
সেনাঙ্গস্থা যুদ্ধং পরিমোষং চান্যভৃতপক্ষাঃ ॥ ১১ ॥

যদি কাক উপরের দিকে মুখ করিয়া পক্ষদ্বয় কম্পিত করে বা আঘাত করে, তাহাহইলে পথে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। আর কাক যদি লুক্কায়িতভাবে ধান্য লইয়া যায়, তাহাহইলে দুর্ভিক্ষ হয়। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক ও অন্যান্য সেনাঙ্গের উপর কাক বসিলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যদি কোকিলের ন্যায় অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কাকের পক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা-হইলে চৌরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ভস্মাস্থিকেশপত্রাণি বিন্যসন্ পতিবধায় শয্যায়াম্।
মণিকুসুমাদ্যবহননে সুতস্য জন্মান্যথাঙ্গনায়াশ্চ ॥ ১২ ॥

যদি কাক শয্যায় ভস্ম, অস্থি, কেশ এবং পত্র, এই সকল নিক্ষেপ করে, তাহাহইলে পতির বধ; মণি, পুষ্প এবং ফল এই সকল বিছানার উপর নিঃক্ষেপ করিলে পুত্র জন্মে, আর তৃণ, কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলে কন্যা জন্মিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পূর্ণাননেঽর্থলাভঃ সিকতাধান্যার্দ্রমৃৎকুসুমপূর্ব্বৈঃ।
ভয়দো জনসংবাসাদ্ যদি ভাণ্ডান্যপনয়েৎ কাকঃ ॥ ১৩ ॥

যদি কাকের মুখ বালুকা, ধান্য, কাঁচামৃত্তিকা, পুষ্প ও ফল এই সকল-দ্বারা পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাহইলেই অর্থলাভ হয়, যাত্রাকালে দৃষ্ট হইলেই এই সকল ফল হইয়া থাকে। আর যদি কাক জনসমূহের মধ্যহইতে কোন পাত্র লইয়া যায়, তাহাহইলে ভয় হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বাহনশস্ত্রোপানচ্ছত্রচ্ছায়াঙ্গকুট্টনে মরণম্।
তৎপূজায়াং পূজা বিষ্ঠাকরণেঽন্নসম্প্রাপ্তিঃ ॥ ১৪ ॥

যদি কাক অশ্বপ্রভৃতি বাহন, খড়্গাদি অস্ত্র, জুতা, ছত্র, ছায়া এবং

অঙ্গ এইসকল কুট্টন করে অর্থাৎ ঠোক্‌রায়, তাহাহইলে ঐ সকলের স্বামীর মৃত্যু হইয়া থাকে। আর ঐ বাহনাদির উপর পুষ্প নিক্ষেপ করিলে ঐ সকলের স্বামীর পূজা প্রাপ্তি হয়, যদি ঐ সকলের উপর বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে অন্নপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ১৪॥

যদ্দ্ব্যমুপনয়েত্তস্য লব্ধিরপহরতি চেৎ প্রণাশং স্যাৎ।
পীতদ্রব্যে কনকং বস্ত্রং কার্পাসিকে সিতে রূপ্যম্॥১৫॥

যদি কাক কোন ব্যক্তির নিকট কোন দ্রব্য আনিয়া নিক্ষেপ করে, তাহাহইলে উক্ত ব্যক্তির ঐ দ্রব্যলাভ হইয়া থাকে, আর যদি কাক কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দ্রব্য লইয়া যায়, তাহাহইলে ঐ ব্যক্তির উক্ত দ্রব্য বিনাশ হইবে বলিয়া জানিবে। কাক পীতবর্ণ দ্রব্য লইয়া আসিয়া নিক্ষেপ করিলে সুবর্ণলাভ হয়, আর পীতবর্ণ দ্রব্য অপহরণ করিলে সুবর্ণনাশ হইয়া থাকে। কার্পাসসম্বন্ধীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া নিক্ষেপ করিলে বস্ত্রলাভ; আর কার্পাসসম্বন্ধীয় দ্রব্য অপহরণ করিলে বস্ত্রনাশ; শ্বেতবর্ণ পদার্থ আনয়ন করিলে রৌপ্যলাভ; আর শ্বেতবর্ণ পদার্থ অপহরণ করিলে রৌপ্য বিনাশ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

সক্ষীরার্জ্জুনবঞ্জুলকূলদ্বয়পুলিনগা রুবন্তশ্চ।
প্রাবৃষি বৃষ্টিং দুর্দ্দিনমনৃতৌ স্নাতাশ্চ পাংশুজলৈঃ॥১৬॥

যদি কাক ক্ষীরীবৃক্ষের অর্থাৎ বট, অশ্বথ, পাকুর ও যজ্ঞডুমুর ইত্যাদি বৃক্ষের উপর এবং অর্জ্জুন, অশোক ও নদীর উভয় তীর এইসকল স্থানে উপবেশন করিয়া বর্ষাঋতুতে শব্দ করে, তাহাহইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আর বর্ষা ভিন্নঋতুতে যদি কাক ঐ সকল স্থানে শব্দ করে, তাহাহইলে দুর্দ্দিন অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কাক যদি বর্ষাঋতুতে ধূলি কিম্বা জলে স্নান করে, তাহাহইলে বৃষ্টি হয়; আর অন্য ঋতুতে স্নান করিলে দুর্দ্দিন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

দারুণনাদস্তরুকোটরোপগো বায়সো মহাভয়দঃ।
সলিলমবলোক্য বিরুবন্ বৃষ্টিকরোঽব্দানুরাবী বা॥১৭॥

কাক যদি বৃক্ষের কোটরে বসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করে, তাহাহইলে মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। আর জলের দিকে দৃষ্টি করিয়া শব্দ করিলে বা মেঘের সমান শব্দ করিলে বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ১৭॥

দীপ্তোদ্বিগ্নো বিটপে বিকুট্টয়ন্বহ্নিকৃদ্বিধুতপক্ষঃ।
রক্তদ্রব্যং দগ্ধং তৃণকাষ্ঠং বা গৃহে বিদধৎ॥ ১৮॥

যদি কাক পক্ষদ্বয় আঘাত করিতে করিতে সূর্য্যাভিমুখ হওত দুঃখিত হইয়া ঠোঁটদ্বারা বৃক্ষ খোদিত করে বা ঠোকরায়, তাহাহইলে অগ্নিভয়, আর গৃহের উপরে রক্তবর্ণ দ্রব্য কিম্বা পুরাতন তৃণকাষ্ঠ স্থাপন করিলেও অগ্নিভয় হইয়া থাকে॥ ১৮॥

ঐন্দ্র্যাদিদিগবলোকী সূর্য্যাভিমুখো রুবন্ গৃহে গৃহিণঃ।
রাজভয়চোরবন্ধনকলহাঃ স্যুঃ পশুভয়ং চেতি॥ ১৯॥

যদি কাক পূর্ব্বাদি দীপ্তদিকে দৃষ্টিকরত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গৃহের উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গৃহস্বামীর এইসকল ফল হয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বন্ধন, উত্তরদিকে কলহ, আর অগ্নিপ্রভৃতি চারিকোণে পশুভয় হইয়া থাকে॥ ১৯॥

শান্তামৈন্দ্রীমবলোকয়ন্ রুয়াদ্রাজপুরুষমিত্রাপ্তিঃ।
ভবতি চ সুবর্ণলব্ধিঃ শাল্যন্নগুড়াশনাপ্তিশ্চ॥ ২০॥

কাক পূর্ব্বাদি শান্তাদিকে দৃষ্টিকরত শব্দ করিলে রাজপুরুষ ও মিত্রের আগমন হয়। আর সুবর্ণলাভ এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন গুড়ভোজন প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২০॥

আগ্নেয্যামনলাজীবিকযুবতিপ্রবরধাতুলাভশ্চ।
যাম্যে মাষকুলত্থা ভোজ্যং গান্ধর্ব্বিকৈর্যোগঃ॥ ২১॥

যদি কাক শান্তা অগ্নিকোণে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করে, তাহাহইলে সুবর্ণকারাদি অগ্নিজীবির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যুবতী স্ত্রীও সুবর্ণাদি শ্রেষ্ঠধাতু লাভ হইয়া থাকে। আর শান্তা দক্ষিণদিকে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করিলে মাষকলাই ও কুল্‌থিকলাই ভোজন হয় এবং গান্ধার্ব্বিক অর্থাৎ গায়কের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে॥ ২১॥

নৈর্ঋত্যাং দূতাশ্বোপকরণদধিতৈলপললভোজ্যাপ্তিঃ।
বারুণ্যাং মাংসসুরাসবধান্যসমুদ্ররত্নাপ্তিঃ॥ ২২॥

যদি কাক শান্তা নৈর্ঋৎকোণে দৃষ্টিকরত শব্দ করে, তাহাহইলে দূতের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং অশ্বও অশ্বের উপকরণ সামগ্রী লাভ হয় ও দধি, তৈল ও মাংস এইসকল ভোজন হয়। আর শান্তা পশ্চিমদিকে দৃষ্টিকরত শব্দ করিলে মাংস, মদ্য, আসব, ধান্য এবং সমুদ্রজাত রত্নলাভ হইয়া থাকে॥ ২২॥

মারুত্যাং শস্ত্রায়ুধসরোজবল্লীফলাশনাপ্তিশ্চ।
সৌম্যায়াং পরমান্নাশনং তুরঙ্গাম্বরপ্রাপ্তিঃ॥ ২৩॥

কাক শান্তা বায়ুকোণে দৃষ্টিকরত শব্দ করিলে লৌহনির্ম্মিত শস্ত্র-খড়্গাদি আয়ুধ, পদ্ম, কুষ্মাণ্ডাদি লতাজাত ফল ভোজন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শান্তা উত্তরদিকে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করিলে দুগ্ধপান ও অশ্ব এবং বস্ত্রাদিলাভ হইয়া থাকে॥ ২৩॥

ঐশান্যাং সম্প্রাপ্তির্ঘৃতপূর্ণানাং ভবেদনডুহশ্চ।
এবং ফলং গৃহপতের্গৃহপৃষ্ঠসমাশ্রিতে ভবতি॥ ২৪॥

কাক শান্তা ঈশানদিকে দৃষ্টিকরতঃ শব্দ করিলে ঘৃতপূর্ণ পাত্র ও বলদ লাভ হইয়া থাকে। কাক গৃহের উপর বসিয়া ঐরূপ শব্দ করিলে গৃহস্বামীর উপরি কথিত ফলসকল লাভ হইয়া থাকে॥ ২৪॥

গমনে কর্ণসমশ্চেৎ ক্ষেমায় ন কার্য্যসিদ্ধয়ে ভবতি।
অভিমুখমুপৈতি যাতুর্ব্বিরুবন্বিনিবর্ত্তয়েদ্‌যাত্রাম্॥ ২৫॥

যাত্রাকালে কাক যাত্রাকর্ত্তার কর্ণের বরাবর শব্দ করিয়া চলিয়া গেলে মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হয় না। গমনকর্ত্তার সম্মুখে কাক আসিয়া শব্দ করিলে গমন হয় না॥ ২৫॥

বামে বাশিত্বাদৌ দক্ষিণপার্শ্বেঽনুবাশতে যাতুঃ।
অর্থাপহারকারী তদ্বিপরীতোঽর্থসিদ্ধিকরঃ॥ ২৬॥

যাত্রাকালে কাক প্রথমতঃ গমনকর্ত্তার বামদিকে শব্দ করিয়া পরে দক্ষিণদিকে শব্দ করিলে দ্রব্য অপহৃত হয়, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথমতঃ গমনকর্ত্তার দক্ষিণদিকে শব্দ করিয়া পরে বামদিকে শব্দ করিলে অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৬॥

যদি বাম এব বিরুয়ান্ মুহুর্মুহুর্যায়িনোঽনুলোমগতিঃ।
অর্থস্য ভবতি সিদ্ধ্যৈ প্রাচ্যানাং দক্ষিণশ্চৈবম্॥ ২৭॥

যাত্রাকালে কাক গমনকর্ত্তার বামদিক হইতে বারম্বার শব্দ করিতে করিতে পথিকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহাহইলে প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে বলিয়া জানিবে। কিন্তু পূর্ব্বদেশীর পক্ষে যাত্রাকালে যদি যাত্রিকের দক্ষিণদিক হইতে শব্দ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তাহাহইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে॥ ২৭॥

বাম প্রতিলোমগতির্ব্বাশন্ গমনস্য বিঘ্নকৃদ্ভবতি।
তত্রস্থস্যৈব ফলং কথয়তি যদ্বাঞ্ছিতং গমনে॥ ২৮॥

কাক গমনকর্ত্তার সম্মুখে আসিয়া বামদিকে শব্দ করিতে করিতে গমন করিলে গমনের বিঘ্ন হইয়া থাকে। আর যদি অবস্থিত ব্যক্তির বামদিকে কাক শব্দ করে, তাহাহইলে অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৮॥

দক্ষিণবিরুতং কৃত্বা বামে বিরুয়াদ্‌যথেপ্সিতাবাপ্তিঃ।
প্রতিবাশ্য পুরো যায়াদ্ দ্রুতমগ্রেঽর্থাগমোঽতিমহান্॥২৯

কাক যদি গমনকর্ত্তার দক্ষিণদিকে শব্দ করিতে করিতে বামদিকে যায়, তাহাহইলে বাঞ্ছিতার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর কাক শব্দ করিতে করিতে যদি গমনকর্ত্তার অগ্রে যায়, তাহাহইলে অচিরকালের মধ্যে প্রধান দ্রব্যলাভ হইয়া থাকে॥ ২৯॥

প্রতিবাশ্য পৃষ্ঠতো দক্ষিণেন যায়াদ্ দ্রুতং ক্ষতজকর্ত্তা।
একচরণোঽর্কমীক্ষন্ বিরুবংশ্চ পুরো রুধিরহেতুঃ॥৩০॥

কাক যদি গমনকর্ত্তার পশ্চাদ্ভাগ হইতে শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে শীঘ্র যায়, তাহাহইলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, আর কাক যদি এক পাদে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিকরতঃ গমনকর্ত্তার সম্মুখে শব্দ করে, তাহাহইলে রক্তস্রাবের কারণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

দৃষ্ট্বার্কমেকপাদস্তুণ্ডেন লিখেদ্‌যদা স্বপিচ্ছানি।
পরতো জনস্য মহতো বধমভিধত্তে তদা বলিভুক্॥৩১॥

যদি যাত্রাকালে কাক গমনকর্ত্তার সম্মুখে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া একপাদে অবস্থিত হইয়া কাষ্ঠদ্বারা স্বীয় পুচ্ছ বিলিখন করে, তাহাহইলে মহাজনের বধ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

শস্যোপেতে ক্ষেত্রে বিরুবতি শান্তে সশস্য-ভূলব্ধিঃ।
আকুলচেষ্টো বিরুবন্ সীমান্তে ক্লেশকৃদ্‌যাতুঃ॥ ৩২॥

যাত্রাকালে কাক ধান্যাদি শস্য-পূর্ণক্ষেত্রে শান্ত হইয়া শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার ধান্যাদি শস্য-পূর্ণক্ষেত্র লাভ হইয়া থাকে। আর ক্ষেত্রের শেষসীমায় কাক যদি আকুল হইয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার দুঃখ হইয়া থাকে॥ ৩২॥

সুস্নিগ্ধপত্রপল্লবকুসুমফলানত্রসুরভিমধুরেষু।
সক্ষীরাব্রণসুস্থিতমনোজ্ঞবৃক্ষেষু চার্থকরঃ॥ ৩৩॥

যাত্রাকালে সুস্নিগ্ধপত্র, পল্লব, পুষ্প ও ফলভারাবনত এবং মধুর, সুগন্ধ, ক্ষীরিবৃক্ষ, অক্ষত ও উত্তমভাবে সংস্থিত সুন্দর বৃক্ষের উপর উপবিষ্ট কাক শব্দ করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

নিষ্পন্নশস্যশাদ্বলভবনপ্রাসাদহর্ম্ম্যহরিতেষু।
ধান্যোচ্ছ্রয়মঙ্গল্যেষু চৈব বিরুবন্ধনাগমদঃ॥ ৩৪॥

যে স্থান পক্কশস্যে আচ্ছাদিত, ঘাসে পরিপূর্ণ, গৃহ, মন্দির, রাজভবন, অট্টালিকা, হরিৎবর্ণ স্থান, ধান্যরাশি এবং শুভস্থান এইসকল স্থানে কাক শব্দ করিলে যাত্রাকারীর ধন লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৪॥

গোপুচ্ছস্থে বল্মীকগেঽথবা দর্শনং ভুজঙ্গস্য।
সদ্যো জ্বরো মহিষগে বিরুবতি গুল্মে ফলং স্বল্পম্॥৩৫॥

যাত্রাকালে যদি কাক গোপুচ্ছের উপর বা বল্মীকের অর্থাৎ উয়ের ঢিপীর উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে সর্পদর্শন হইয়া থাকে। আর মহিষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে সদ্যই জ্বর হইয়া থাকে। গুল্মের উপর বসিয়া শব্দ করিলে অল্প ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

কার্য্যস্য ব্যাঘাতস্তৃণকূটে বামগেঽস্থিসংস্থে বা।
ঊর্দ্ধাগ্নিপ্লুষ্টেঽশনিহতে চ কাকে বধো ভবতি॥ ৩৬॥

যাত্রাকালে গমনকর্ত্তার বামদিকে তৃণরাশির বা অস্থিরাশির উপর কাক বসিয়া শব্দ করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, আর অগ্নিদগ্ধ বা বজ্রাহত বৃক্ষের উপর কাক বসিয়া যদি শব্দ করে, তাহাহইলে যাত্রিকের মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

কণ্টকিমিশ্রে সৌম্যে সিদ্ধিঃ কার্য্যস্য ভবতি কলহশ্চ।
কণ্টকিনি ভবতি কলহো বল্লীপরিবেষ্টিতে বন্ধঃ॥ ৩৭॥

যাত্রাকালে কণ্টকবৃক্ষযুক্ত শুভবৃক্ষের উপর বসিয়া যদি কাক শব্দ করে, তাহাহইলে যাত্রিকের কার্য্যসিদ্ধি ও কলহ হইয়া থাকে। আর কেবল কণ্টকবৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে কলহ হইয়া থাকে। যদি লতাবেষ্টিত বৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে বন্ধন হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

ছিন্নাগ্রেঽঙ্গচ্ছেদঃ কলহঃ শুষ্কদ্রুমস্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে।
পুরতশ্চ পৃষ্ঠতো বা গোময়সংস্থে ধনপ্রাপ্তিঃ॥ ৩৮॥

যাত্রাকালে কাক ছিন্নাগ্রবৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে যাত্রিকের অঙ্গছেদন, শুষ্কবৃক্ষের উপর বসিয়া শব্দ করিলে কলহ হয়, গমনকর্ত্তার অগ্রে বা পশ্চাদ্ভাগে গোময়ের উপর বসিয়া কাক শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার অর্থপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

মৃতপুরুষাঙ্গাবয়বস্থিতোঽভিবাশন্ করোতি মৃত্যুভয়ম্।
ভঞ্জন্নস্থি চ চঞ্চ্বা যদি বাশত্যস্থিভঙ্গায় ॥ ৩৯ ॥

যদি কাক মৃতপুরুষের কোন অঙ্গের উপর উপবেসন করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে যাত্রিকের মৃত্যুভয় জানা যায়, আর যদি কাক চঞ্চু-দ্বারা অস্থি আঘাতকরতঃ শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার অস্থি ভঙ্গ হইবে, এইরূপ জানা যায় ॥ ৩৯ ॥

রজ্জ্বস্থিকাষ্ঠকণ্টকিনিঃসারশিরোরুহাননে রুবতি।
ভুজগগদদংষ্ট্রিতস্করশস্ত্রাগ্নিভয়ান্যনুক্রমশঃ ॥ ৪০ ॥

যদি কাক যাত্রাকালে রজ্জু, অস্থি, কাষ্ঠ, অসার পদার্থ এবং কেশ মুখে করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার যথাক্রমে সর্প, রোগ, শূকরাদিদংষ্ট্রী, চৌর, শস্ত্র এবং অগ্নি এই সকলের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে অর্থাৎ রজ্জু মুখে করিয়া শব্দ করিলে সর্পভয়, অস্থি মুখে করিয়া শব্দ করিলে রোগভয় ইত্যাদিরূপ জানিবে ॥ ৪০ ॥

সিতকুসুমাশুচিমাংসাননেঽর্থসিদ্ধির্যথেপ্সিতা যাতুঃ।
ধুন্বন্ পক্ষাবূর্দ্ধাননে চ বিঘ্নং মুহুঃ ক্বণতি ॥ ৪১ ॥

যদি যাত্রাকালে কাক শ্বেতপুষ্প, অপবিত্র পদার্থ এবং মাংস মুখে করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে পথিকের যথোভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হইয়া থাকে, আর পক্ষদ্বয় আঘাতকরতঃ ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

যদি শৃঙ্খলাং বরত্রাং বল্লীং বাদায় বাশতে বন্ধঃ।
পাষাণস্থে চ ভয়ং ক্লিষ্টাপূর্ব্বাধ্বিকযুতিশ্চ ॥ ৪২ ॥

যদি কাক শৃঙ্খল অর্থাৎ শিকল, চর্ম্মরজ্জু, এবং লতা মুখে করিয়া শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার বন্ধন হইয়া থাকে, আর প্রস্তরের উপর উপবেসন করিয়া কাক শব্দ করিলে ভয় এবং ক্লেশযুক্ত ও অপূর্ব্ব-পথস্থিত পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

অন্যোন্যভক্ষসংক্রামিতাননে তুষ্টিরুত্তমা ভবতি।
বিজ্ঞেয়ঃ স্ত্রীলাভো দম্পত্যোর্ব্বাশতোর্যুগপৎ ॥ ৪৩ ॥

যাত্রাকালে কাকদ্বয় যদি পরস্পর পরস্পরের মুখে আহারীয় দ্রব্য দিতেছে, ইহা দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে গমনকর্ত্তা অতিশয় সন্তোষলাভ করে। আর যদি স্ত্রী ও পুরুষ কাক একত্রিত হইয়া যাত্রাকালে শব্দ করে, তাহা-হইলে স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

প্রমদাশির উপগতপূর্ণকুম্ভসংস্থেঽঙ্গনার্থসম্প্রাপ্তিঃ।
ঘটকুট্টনে সুতবিপদ্ ঘটোপহদনেঽন্নসম্প্রাপ্তিঃ ॥ ৪৪ ॥

স্ত্রীলোকের মস্তকস্থিত পূর্ণকুম্ভের উপর যদি কাক উপবেসন করে, তাহাহইলে যাত্রিকের ঐ যাত্রায় স্ত্রী ও ধনলাভ হইয়া থাকে, আর যদি পূর্ণকুম্ভে আঘাত করে, তাহাহইলে পুত্রের দুঃখ উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে, যদি উক্ত পূর্ণকুম্ভের উপর কাক মলত্যাগ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার ভোজন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

স্কন্ধবারাদীনাং নিবেশসময়ে রুবংশ্চলৎপক্ষঃ।
সূচয়তেঽন্যস্থানং নিশ্চলপক্ষস্তু ভয়মাত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

স্কন্ধাবারে অর্থাৎ তাম্বুর মধ্যে প্রবেশকালে কাক যদি পক্ষদ্বয় কম্পিত করত শব্দ করে, তাহাহইলে অন্যস্থানে অমন অর্থাৎ অপর স্থানে শিবির সন্নিবেশ সূচনা করে, আর পক্ষদ্বয় কম্পিত করিয়া যদি শব্দ করে, তাহাহইলে ভয়মাত্র সূচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

প্রবিশদ্ভিঃ সৈন্যাদীন্ সগৃধ্রকঙ্কৈর্ব্বিনামিষং ধ্বাঙ্ক্ষৈঃ।
অবিরুদ্ধৈস্তৈঃ প্রীতির্দ্বিষতাং যুদ্ধং বিরুদ্ধৈশ্চ ॥ ৪৬ ॥

কাক, শকুন ও কঙ্ক এই সকল পক্ষী যদি সৈন্য, নগর ও গ্রাম এই সকল স্থানে প্রবেশ করে এবং প্রবিষ্ট হইয়া বিরোধ করে, তাহাহইলে শত্রুর প্রাপ্তি ও যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বন্ধঃ শূকরসংস্থে পঙ্কাক্তে শূকরে দ্বিকেঽর্থাপ্তিঃ।
ক্ষেমং খরোষ্ট্রসংস্থে কেচিৎ প্রাহুর্ব্বধস্তু খরে ॥ ৪৭ ॥

যদি যাত্রাকালে দেখা যায় যে, কাক শূকরের উপরে উপবেসন করিয়া আছে, তাহাহইলে যাত্রাকারী ব্যক্তির বন্ধন এবং কর্দ্দমাক্ত শূকরে উপবিষ্ট দেখিলে ধনলাভ হয়। আর কাককে গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট দেখিলে গমনকর্ত্তার মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, গর্দ্দভের উপর কাককে উপবিষ্ট দেখিলে গমনকারীর বধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বাহনলাভোঽশ্বগতে বিরুবত্যনুযায়িনি ক্ষতজপাতঃ।
অন্যেঽপ্যনুব্রজন্তো যাতারং কাকবদ্বিহগাঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি যাত্রাকালে কাক অশ্বের উপর বসিয়া শব্দ করে, তাহা-হইলে গমনকর্ত্তার বাহন লাভ হইয়া থাকে। পথিকের পশ্চাৎদিক্ হইতে কাক শব্দ করিয়া চলিয়া গেলে রক্তপাত হইয়া থাকে। এইরূপ যদি অন্য পক্ষী পশ্চাৎদিক্ হইতে চলিয়া যায়, তাহাহইলেও কাকের ন্যায় ফল হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

দ্বাত্রিংশৎ প্রবিভক্তে দিক্চক্রে যদ্যথা সমুদ্দিষ্টম্।
তত্তত্তথা বিধেয়ং গুণদোষফলং যিয়াসূনাম্ ॥ ৪৯ ॥

চক্রবালকে ৩২ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার কোন্ ভাগে শাকুন-দর্শনে কিরূপ ফল হইবে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কাকের শব্দ শ্রবণ এবং কাকদর্শনেও যাত্রিকের পক্ষে সেইরূপ শুভাশুভ ফল স্থির করিবে ॥ ৪৯ ॥

কা ইতি কাকস্য রুতং স্বনিলয়সংস্থস্য নিষ্ফলং প্রোক্তম্।
কব ইতি চাত্মপ্রীত্যৈ ক ইতি রুতে স্নিগ্ধমিত্রাপ্তিঃ ॥৫০॥

যদি কাক স্বীয় বাসায় বসিয়া "কা" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে ঐ শব্দ নিষ্ফল বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ উহার কোন্ শুভাশুভ ফল হয় না। "কব" এইরূপ শব্দ স্বীয় মানসিক আনন্দে করে, তাহারও কোন ফল নাই। আর "ক" এইরূপ শব্দ করিলে প্রিয় মিত্রের সমাগম হইবে বলিয়া জানিবে ॥ ৫০ ॥

কর ইতি কলহং কুরুকুরু চ হর্ষমথ কটকটেতি দধিভক্তম্।
কেকে বিরুতং কুকু বা ধনলাভং যায়িনঃ প্রাহ ॥ ৫১ ॥

যদি যাত্রাকালে কাক "কর" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে গমনকর্ত্তার সহিত কাহারও কলহ উপস্থিত হইবে বলিয়া জানিবে। "কুরু কুরু" এইরূপ শব্দ আনন্দসূচক, "কটকট" এইরূপ শব্দ করিলে পথিকের দধিযুক্ত অন্নভোজন হইয়া থাকে। আর "কেকে" বা "কুকু" এইরূপ শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার ধনলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

খরেখরে পথিকাগমমাহ কখাখেতি যায়িনো মৃত্যুম্।
গমনপ্রতিষেধিমাখলখল সদ্যোঽভিবর্ষায় ॥ ৫২ ॥

যাত্রাকালে কাক "খরে খরে" এইরূপ শব্দ করিলে পথিকের আগমন বুঝা যায়, অর্থাৎ যাত্রাকারী কার্য্য শেষ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পঁহুছিবে। "কখাখ" এইরূপ শব্দ করিলে গমনকর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে। "আ" এইরূপ শব্দ করিলে গমনের নিষেধ বুঝা যায়; আর "খল খল" এইরূপ শব্দ করিলে সেই সময় বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

কাকেতি বিঘাতং কাকটীতি চাহারদূষণং প্রাহ।
প্রীত্যাস্পদ কবকবেতি বন্ধমেবং কগাকুরিতি ॥ ৫৩ ॥

যাত্রাকালে কাক যদি "কাকা" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে বিনাশ বুঝা যায়, "কাকটী" এইরূপ শব্দ করিলে বিষাদিদ্বারা অন্ন দূষিত হইয়া থাকে; "কব কব" এইরূপ শব্দ করিলে প্রিয়তম লাভ হয়, "কুগাকু" এইরূপ শব্দ করিলে পথিকের বন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

করকৌ বিরুতে বর্ষং গুড়বত্রাসায় বড়িতি বস্ত্রাপ্তিঃ।
কলয়েতি চ সংযোগঃ শূদ্রস্য ব্রাহ্মণৈঃ সাকম্ ॥ ৫৪ ॥

যাত্রাকালে কাক যদি "করকৌ" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে, "গুড়বৎ" এইরূপ শব্দ করিলে পথিকের ভয় হইয়া থাকে, "বড়" এইরূপ শব্দ করিলে বস্ত্রলাভ আর "কলয়" এইরূপ শব্দ করিলে শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ফড়িতি ফলাপ্তিঃ ফলবাহিদর্শনং টড়িতি প্রহারাঃ স্যুঃ।
স্ত্রীলাভঃ স্ত্রীতি রুতে গড়িতি গবাং পুড়িতি পুষ্পাণাম্ ॥ ৫৫ ॥

যদি "ফড়" এইরূপ শব্দ করে, তাহাহইলে পথিকের কার্য্যে ফললাভ হয় এবং ফল লইয়া আগমনকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। "টড়" এইরূপ শব্দ করিলে যুদ্ধ হয়, "স্ত্রী" এইরূপ শব্দ করিলে পথিকের স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে। "গড়" এইরূপ শব্দ করিলে গোপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, "পুড়" এইরূপ শব্দ করিলে পুষ্পলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

যুদ্ধায় টাকুটাকিতি গুহু বহ্নিভয়ং কটেকটে কলহঃ।
টাকুলি চিণ্টিচি কেকেকেতি পুরুঞ্চেতি দোষায় ॥ ৫৬ ॥

যাত্রাকালে কাক "টাকুটাকু" এইরূপ শব্দ করিলে যুদ্ধ হইয়া থাকে, "গুহু" এইরূপ শব্দ করিলে অগ্নিভয়, "কটে কটে" এইরূপ শব্দ করিলে কলহ হইয়া থাকে। "টাকুলি" "চিণ্টিচি" "কেকেকে" "পুরুঞ্চ" এইরূপ শব্দ করিলে পথিকের অশুভ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

কাকদ্বয়স্যাপি সমানমেতৎ ফলং যদুক্তং রুতচেষ্টিতাদ্যৈঃ। পতত্রিণোঽন্যেঽপি যথৈব কাকো বন্যাঃ শ্বরচ্চোপরিদংষ্ট্রিণো যে ॥ ৫৭ ॥

একটী কাক শাকুনের যেরূপ ফল বলা হইয়াছে, দুই, তিন বা চারিটী কাক শাকুনের ফল ও ঐরূপ জানিবে। যে সকল পক্ষী শাকুনের ফল কথিত হয় নাই, সেই সকল পক্ষী শাকুনের ফল কাক শাকুনের ন্যায় জানিবে; শূকরপ্রভৃতি বন্যপশুর ফল কুকুর শাকুনের ন্যায় জানিবে ॥ ৫৭ ॥

স্থলসলিলচরাণাং ব্যত্যয়ো মেঘকালে প্রচুরসলিলবৃষ্ট্যৈ শেষকালে ভয়ায়। মধু ভবননিলীনং তৎ করোত্যাশু শূন্যং মরণমপি নিলীনা মক্ষিকা মূর্দ্ধ্নি নীলা ॥ ৫৮ ॥

বর্ষাকালে পৃথিবীতে বিচরণকারী মেষপ্রভৃতি প্রাণী যদি জলে প্রবেশ করে, জলচর মৎস্যপ্রভৃতি প্রাণী যদি ভূমির উপর আসে, তাহাহইলে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ অন্য ঋতুতে হইলে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকা যদি গৃহের মধ্যে বাসা প্রস্তুত করে, তাহাহইলে উক্ত গৃহ মনুষ্য শূন্য করিয়া থাকে। আর ঐ সকল মধুমক্ষিকার মস্তক যদি নীলবর্ণ হয়, তাহাহইলে মারিভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

বিনিক্ষিপন্ত্যঃ সলিলেঽণ্ডকানি পিপীলিকা বৃষ্টিনিরোধমাহুঃ। তরুস্থলং বাপি নয়ন্তি নিম্নাদ্ যদা তদা তাঃ কথয়ন্তি বৃষ্টিম্ ॥ ৫৯ ॥

পিপীলিকা যদি তাহার অণ্ড জলে নিক্ষেপ করে, তাহাহইলে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া থাকে, আর পিপীলিকা যদি নিম্নভূমি হইতে বৃক্ষ কিম্বা উচ্চপ্রদেশে অণ্ড রাখে, তাহাহইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কার্য্যন্তু মূলশকুনেঽন্তরজে তদহ্নি বিন্দ্যাৎ ফলং নিয়তমেবমিমে বিচিন্ত্যাঃ। প্রারম্ভযানসময়েষু তথা প্রবেশে গ্রাহ্যং ক্ষুতং ন শুভদং কচিদপ্যুশন্তি ॥ ৬০ ॥

যাত্রাকালে প্রথমতঃ যে শাকুন দেখিবে, তাহার শুভাশুভ যাত্রাসম্বন্ধেই হইবে। আর পথিমধ্যে যে শাকুন দেখিবে তাহার শুভাশুভ সেই দিনেই ঘটিবে। এই অধ্যায়োক্ত শাকুনের শুভাশুভ ফল সর্ব্বদাই বিচার করিবে। সকল কার্য্যের আরম্ভে যাত্রাকালে ও গৃহপ্রবেশাদি কালে সকলপ্রকার শাকুনই দেখিবে। হাঁচি কোনও কার্য্যের শুভফল প্রদান করে না ॥ ৬০ ॥

শুভং দশাপাকমবিঘ্নসিদ্ধিং মূলাভিরক্ষামথবা সহায়ান্।
ইষ্টস্য সংসিদ্ধিমনাময়ত্বং বদন্তি তে মার্নয়িতুর্নৃপস্য ॥ ৬১ ॥

শাকুন শুভ হইলে দশাফল প্রদান করে, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি, মূলস্থানের রক্ষা, পথের সুবিধা, অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধি এবং নিরোগতা, এইসকল ফল সাধু অনুষ্ঠানকারী রাজার হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

ক্রোশাদূর্দ্ধং শকুনিবিরুতং নিষ্ফলং প্রাহুরেকে তত্রা-

নিষ্টে প্রথমশকুনে মানয়েৎ পঞ্চ ষট্ চ। প্রাণায়ামান্ নৃপতিরশুভে ষোড়শৈব দ্বিতীয়ে প্রত্যাগচ্ছেৎ স্বভবনমতো যদ্যনিষ্টস্তৃতীয়ঃ॥ ৬২॥

ইতি সর্ব্বশাকুনে বায়সরুতং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একক্রোশ দূরস্থিত শাকুনের শব্দ নিষ্ফল, এই কথা কাশ্যপাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। রাজা যদি প্রথমতঃ একটী অশুভ শাকুন দর্শন করেন, তাহাহইলে একাদশবার প্রাণায়াম করিয়া আবশ্যক কার্য্যার্থ গমন করিবেন। আর দুইবার অশুভ শাকুন দর্শন করিলে ষোড়শবার প্রাণায়াম করিয়া যাত্রা করিবেন। যদি তিনবার অশুভ শাকুন দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে বাটীতে প্রত্যাগমন করিবেন, কখনই কার্য্যার্থ গমন করিবেন না॥ ৬২॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষণ্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শাকুনোত্তরাধ্যায়ঃ।

দিগ্দেশচেষ্টাস্বরবাসরর্ক্ষমুহূর্ত্তহোরাকরণোদয়াংশান্।
চিরস্থিরোন্মিশ্রবলাবলঞ্চ বুদ্ধ্বা ফলানি প্রবদেদ্রুতজ্ঞঃ॥১॥

অঙ্গারিতাদিক্, শুভাশুভস্থান, শাকুনের চেষ্টা, দীপ্তাদিশব্দ, বার, নক্ষত্র, শিবাদিমুহূর্ত্ত, হোরা, ববাদিকরণ, লগ্ন, নবাংশ, দ্রেক্কাণ, চর, স্থির, দ্বিস্বভাব এবং শকুনের বলাবল; এইসকল বিষয় যিনি সম্যক্‌রূপ অবগত আছেন ও পক্ষ্যাদির শব্দ যিনি জানেন; এইরূপ ব্যক্তিদ্বারা শাকুনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে॥ ১॥

দ্বিবিধং কথয়ন্তি সংস্থিতানামাগামি স্থিরসংজ্ঞিতঞ্চ কার্য্যম্। নৃপদূতচরান্যদেশজাতান্যভিঘাতঃ স্বজনাদি চাগমাখ্যম্॥ ২॥

উদ্বন্ধসংগ্রহণভোজনচৌরবহ্নিবর্ষোৎসবাত্মজবধাঃ কলহো ভয়ঞ্চ। বর্গঃ স্থিরোঽয়মুদয়েন্দুযুতে স্থিরর্ক্ষে বিন্দ্যাৎ স্থিরং চরগৃহে চ চরং যদুক্তম্॥ ৩॥

প্রশ্ন দুইপ্রকার চর ও স্থির, এই উভয়ের মধ্যে রাজা, দূত, ইতরলোক, পররাজ্যসম্বন্ধীয় উপদ্রব এবং বন্ধুপ্রভৃতির আগম, এইসকল সম্বন্ধীয় প্রশ্নকে চর প্রশ্ন বলে; আর উদ্বন্ধনে মৃত্যু, প্রিয়ব্যক্তির সমাগম, ভোজন, চৌর, অগ্নি, বৃষ্টি, বিবাহাদি উৎসব, পুত্রাদির প্রতিপালন, কলহ ও ভয়, এইসকল সম্বন্ধীয় প্রশ্নকে স্থিরপ্রশ্ন কহে; প্রশ্ন যদি স্থিরলগ্নে, স্থিরনক্ষত্রে এবং চন্দ্রস্থির রাশিস্থ থাকিলে হয়, তাহাহইলে প্রশ্নের ফল স্থির হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রশ্নের ফল হইয়াছে বা অদ্য দিবসের মধ্যে হইবে, এইরূপ জানিবে। প্রশ্ন যদি চরলগ্নে, চরনক্ষত্রে ও চন্দ্র চররাশিস্থ হইলে হয়, তাহাহইলে তাহার ফল চর হয়, অর্থাৎ প্রশ্নের ফল ভবিষ্যতে হইবে, এইরূপ জানিবে॥ ২—৩॥

স্থিরপ্রদেশোপলমন্দিরেষু সুরালয়ে ভূজলসন্নিধৌ চ। স্থিরাণি কার্য্যাণি চরাণি যানি চলপ্রদেশাদিষু চাগমায়॥ ৪॥

স্থিরপ্রদেশ প্রস্তরের উপর গৃহ, দেবালয়, ভূমি এবং জলসমীপ স্থান, এইসকল স্থানস্থিত শাকুনের ফল স্থির অর্থাৎ কার্য্য হইয়াছে বা অনতিবিলম্বে হইবে। আর চলপ্রদেশস্থ শাকুনের ফল চর অর্থাৎ ভবিষ্যতে হইবে॥ ৪॥

আপ্যোদয়র্ক্ষক্ষণদিগ্‌জলেষু পক্ষাবসানেষু চ যে প্রদীপ্তাঃ। সর্ব্বেঽপি তে বৃষ্টিকরা রুবন্তঃ শান্তোঽপি বৃষ্টিং কুরুতেঽম্বুচারী॥ ৫॥

জললগ্ন, জলনক্ষত্র, জলমুহূর্ত্ত, জলদিক্ এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, এই সকল স্থিতদীপ্তা শাকুন বৃষ্টিকারক হইয়া থাকে। আর জলচারী শাকুন শান্তাদিকস্থ হইলেও বৃষ্টিকারক হইয়া থাকে॥ ৫॥

আগ্নেয়দিগ্লগ্নমুহূর্ত্তদেশেষ্বর্কপ্রদীপ্তোঽগ্নিভয়ায় রৌতি।
বিষ্ট্যাং যমর্ক্ষোদয়কণ্টকেষু নিষ্পত্রবল্লীষু চ মোষকৃৎ স্যাৎ॥৬

অগ্নিদিকে, ক্রূরগ্রহের লগ্নে, আগ্নেয়মুহূর্ত্তে, কৃত্তিকানক্ষত্রে এবং ভয়ঙ্কর স্থানে সূর্য্য দীপ্তাশাকুন হইলে অগ্নিভয় হইয়া থাকে। ভদ্রাতিথি, শনির লগ্ন (মকর ও কুম্ভে), কণ্টকবৃক্ষে, পত্রবৃক্ষে এবং লতাপ্রভৃতিতে শাকুন দৃষ্টহইলে চোরী হইয়া থাকে॥ ৬॥

গ্রাম্যঃ প্রদীপ্তঃ স্বরচেষ্টিতাভ্যামুগ্রো রুবন্ কণ্টকিনি স্থিতশ্চ। ভৌমর্ক্ষলগ্নে যদি নৈর্ঋতিঞ্চ স্থিতোঽভিতশ্চেৎ কলহায় দৃষ্টঃ॥ ৭॥

গ্রাম্যশাকুন যদি দীপ্তাশব্দ ও চেষ্টা করে এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করে, কণ্টকবৃক্ষস্থিত ও মঙ্গলের লগ্নস্থ হয় অর্থাৎ মেষ ও বৃশ্চিক লগ্নস্থ হয় এবং নৈর্ঋৎকোণস্থিত সম্মুখে দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৭॥

লগ্নেঽথবেন্দোর্ভ্রগুভাংশসংস্থে বিদিক্স্থিতো[illegible] বদনশ্চ রৌতি। দীপ্তঃ স চেৎ সংগ্রহণং [illegible] যোস্যা তয়া যা বিদিশি প্রদিষ্টা॥ ৮॥

চন্দ্রের লগ্নে ও নবাংশে শাকুন যদি আগ্নেয়াদিকোণে অবস্থিত হইয়া অধোমুখ হইয়া শব্দ করে এবং দীপ্তা হয়, তাহাহইলে স্ত্রীর গ্রহণ জানা যায়। অথবা যে কোণে যাহার উৎপত্তি বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সমাগম হইয়া থাকে॥ ৮॥

পুংরাশিলগ্নে বিষমে তিথৌ চ দিক্স্থঃ প্রদীপ্তঃ শকুনো নরাখ্যঃ। বাচ্যং তদা সংগ্রহণং নরাণাং মিশ্রে ভবেৎ পণ্ডকসম্প্রয়োগঃ॥ ৯॥

পুংরাশি, বিষমলগ্ন এবং বিষমতিথিতে ও দীপ্তাদিকে অবস্থিত শাকুনকে পুরুষ শাকুন বলে. এইরূপ শাকুন দৃষ্টিপথে পতিত হইলে পুরুষের সহিত সমাগম হয়, আর মিশ্র হইলে নপুংসক সমাযোগ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

এবং রবেঃ ক্ষেত্রনবাংশলগ্নে লগ্নে স্থিতে বা স্বয়মেব সূর্য্যে। দীপ্তোঽভিধত্তে শকুনো বিবাসং পুংসঃ প্রধানস্য হি কারণং তৎ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সিংহরাশিতে ও উহার নবাংশে এবং তাৎকালিক সূর্য্যস্থলগ্নে দীপ্তাশাকুন হইলে প্রধান মন্ত্রীর প্রবাশ গমন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

প্রারভ্যমানেষু চ সর্ব্বকার্য্যেষ্বর্কান্বিতাত্তাদ্গণয়েদ্বিলগ্নম্। সম্পদ্বিপচ্চেতি যথাক্রমেণ সম্পদ্বিপদ্বাপি তথৈব বাচ্যা ॥ ১১ ॥

কোন কার্য্যের প্রারম্ভকালে উদিতরাশি যদি সূর্য্যস্থিত রাশিহইতে সম্পদ বিপদ গণনায় সম্পদ হয়, তাহাহইলে কার্য্যে শুভ হইবে, যদি বিপদ হয়, তবে সেই কার্য্য অশুভ হইবে ॥ ১১ ॥

কাণেনাক্ষ্ণা দক্ষিণেনৈতি সূর্য্যে চন্দ্রে লগ্নাদ্দ্বাদশে চেতরেণ। লগ্নস্থেঽর্কে পাপদৃষ্টেঽন্ধ এব স্বর্ক্ষে শ্রোত্রহীনো জড়ো বা ॥ ১২ ॥

প্রশ্নসময়ে যে লগ্ন হইবে, সেই লগ্নহইতে সূর্য্য দ্বাদশস্থানে থাকিলে প্রশ্নকারকের দক্ষিণ চক্ষু কাণা হইবে। লগ্নহইতে দ্বাদশস্থানে চন্দ্র থাকিলে বামচক্ষু কাণা হইবে, প্রশ্নলগ্নে সূর্য্য থাকিলে এবং পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া উভয় চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে। সূর্য্য স্বীয় রাশিতে (সিংহরাশিতে) থাকিলে কুব্জ বা বধির হয় কিম্বা মূর্খ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ক্রূরঃ ষষ্ঠে ক্রূরদৃষ্টো বিলগ্নাদ্ যস্মিন্রাশৌ তদ্গৃহাঙ্গে ব্রণঃ স্যাৎ। এবং প্রোক্তং যন্ময়া জন্মকালে চিহ্নং রূপং তত্তদস্মিন্বিচিন্ত্যম্ ॥ ১৩ ॥

ভূপ্রশ্নলগ্নের ষষ্ঠস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ও পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে ক্রমশঃ ...নস্থ রাশি কোন পুরুষের যে অঙ্গে থাকিবে. প্রশ্নকর্ত্তার সেই অ... হইয়া থাকে। আর জন্মকালীয় চিহ্ন এবং রূপের বিষয় যাহা ...ম বলিয়াছি, তাহাও এস্থলে বিচার করিবে ॥ ১৩ ॥

দ্ব্যক্ষরং চরগৃহাংশকোদয়ে নাম চাস্য চতুরক্ষরং স্থিরে। নামযুগ্মমপি চ দ্বিমূর্ত্তিষু ত্র্যক্ষরং ভবতি চাস্য পঞ্চভিঃ ॥ ১৪

চরলগ্নে চরনবাংশ হইলে আগমনকর্ত্তা ও প্রশ্নকর্ত্তার দুই অক্ষরে নাম হইবে, আর স্থিরলগ্নে স্থিরনবাংশ হইলে চারি অক্ষরে নাম হইবে; দ্বিস্বভাবলগ্নে দ্বিস্বভাব নবাংশ হইলে দুইটি নাম হইবে, তন্মধ্যে প্রথম নামটী তিন অক্ষরে ও দ্বিতীয় নামটী পাঁচ অক্ষরের হইবে, এইরূপ বলিবে ॥ ১৪ ॥

কাদ্যাঃ পবর্গাঃ কুজশুক্রসৌম্যজীবার্কজানাং ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ। বর্ণাষ্টকং যাদি চ শীতরশ্মে রবেরকারাৎ ক্রমশঃ স্বরাঃ স্যুঃ ॥ ১৫ ॥

প্রশ্নলগ্নে মঙ্গল, শুক্র, বুধ প্রভৃতি গ্রহ বলবান্ হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিলষিত ব্যক্তির নামের আদ্য অক্ষর কচটতপ বর্গের মধ্যের যে কোন একবর্ণ হইবে যথা—; মঙ্গল বলবান্ হইলে কবর্গ অর্থাৎ ক খ গ ঘ ঙ, শুক্র বলবান্ হইলে চ ছ জ ঝ ঞ, বুধ বলবান্ হইলে ট ঠ ড ঢ ণ, বৃহস্পতি বলবান্ হইলে ত থ দ ধ ন. শনি বলবান্ হইলে প ফ ব ভ ম, সোম বলবান্ হইলে য র ল ব শ ষ স হ, রবি বলবান্ হইলে অকারাদিষোড়শবর্ণ নামের আদ্য অক্ষর হইবে ॥ ১৫ ॥

নামানি চাগ্ন্যম্বুকুমারবিষ্ণুশক্রেন্দ্রপত্নীচতুরাননানাম্। তুল্যানি সূর্য্যাৎ ক্রমশো বিচিন্ত্য দ্বিত্র্যাদিবর্ণৈর্ঘটয়েৎ স্ববুদ্ধ্যা ॥ ১৬ ॥

সূর্য্য আদি গ্রহের সহিত অগ্নি, বরুণ, কুমার, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী এবং ব্রহ্মা এই সপ্তদেবতা যথাক্রমে হইবে। অর্থাৎ রবি ও অগ্নি, সোম ও বরুণ ইত্যাদি হইবে।

স্পষ্টার্থ—; সূর্য্য বলবান্ হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিলষিত ব্যক্তির নাম অগ্নিদেবতার নাম হইবে। সোমগ্রহ বলবান্ হইলে বরুণের পর্য্যায়বাচক নাম হইবে। এইরূপ অন্যান্যও জানিবে ॥ ১৬ ॥

বয়াংসি তেষাং স্তনপানবাল্যব্রতস্থিতা যৌবনমধ্যবৃদ্ধাঃ। অতীববৃদ্ধা ইতি চন্দ্রভৌমজ্ঞশুক্রজীবার্কশনৈশ্চরাণাম্ ॥ ১৭

ইতি শাকুনোত্তরাধ্যায়ঃ।

চন্দ্র বলবান্ হইলে প্রশ্নকর্ত্তার অভিলষিত ব্যক্তির বয়স পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত; মঙ্গল বলবান্ হইলে ষোড়শবৎসর পর্য্যন্ত, শুক্র বলবান্ হইলে ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত, বৃহস্পতি বলবান্ হইলে পঞ্চাশবৎসর পর্য্যন্ত এবং শনি বলবান্ হইলে আশীবৎসর পর্য্যন্ত বয়স হইবে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পাকাধ্যায়ঃ।

পক্ষাদ্ভানোঃ সোমস্য মাসিকোঽঙ্গারকস্য বক্রোক্তঃ। আদর্শনাচ্চ পাকো বুধশ্চ জীবস্য বর্ষেণ ॥ ষড়ভিঃ সিতস্য মাসৈরর্দ্ধেন শনেঃ সুরদ্বিষোঽব্দার্দ্ধাৎ। বর্ষাৎ সূর্য্যগ্রহণে সদ্যঃ স্যাত্ত্বাষ্ট্রকীলকয়োঃ ॥ ত্রিভিরেব ধূমকেতো-

শাসৈঃ শ্বেতস্য সপ্তরাত্রান্তে। সপ্তাহাৎ পরিবেষেন্দ্রচাপসন্ধ্যাভ্রসূচীনাম্॥ ১—৩॥

সূর্য্যাচারে যে সকল শুভাশুভ ফল কথিত হইয়াছে, সেই সকল ফল ১৫ পোনরদিনে ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রচারের শুভাশুভ ফল একমাসে ফলিয়া থাকে, মঙ্গলচারের শুভাশুভ ফল ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত বক্রভাগের পর; বুধচারের শুভাশুভ ফল বুধগ্রহের দৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত, বৃহস্পতিচারের শুভাশুভ ফল একবৎসরের মধ্যে হইবে, শুক্রের ফল ছয়মাসে হইবে, শনির ফল একবৎসরে, রাহুর ফল ছয়মাসে, সূর্য্যগ্রহণের ফল একবৎসরে, সূর্য্যের মধ্যস্থিত দণ্ড ও কীলক প্রভৃতি চিহ্নের ফল সেই দিনই হইয়া থাকে। ধূমকেতুর ফল তিনমাসে হইয়া থাকে, শ্বেতকেতুর ফল সাতদিনে হয় এবং মণ্ডল, ইন্দ্রধনু, সন্ধ্যাভ্রের (রক্তসন্ধ্যা প্রভৃতির) ফল সাতদিনে হইয়া থাকে॥ ১—৩॥

শীতোষ্ণবিপর্য্যাসঃ ফলপুষ্পমকালজং দিশাং দাহঃ।
স্থিরচরয়োরন্যত্বং প্রসূতিবিকৃতিশ্চ ষণ্মাসাৎ॥ ৪॥

শীত এবং উষ্ণ ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ শীতকালে উষ্ণ ও উষ্ণকালে শীত হইলে অথবা স্বাভাবিকই শীতলপদার্থ উষ্ণ বা উষ্ণপদার্থ শীতল হইলে এবং অকালে ফল ও পুষ্প প্রভৃতির উৎপত্তি, দিগ্‌দাহ, স্থির ও গমনশীল পদার্থের বিপর্য্যয় অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থির পদার্থের গমনশীলতা এবং প্রসববিকার এই সকলের শুভাশুভ ফল ছয়মাস পরে ঘটিবে বলিয়া জানিবে॥ ৪॥

অক্রিয়মাণককরণং ভূকম্পোঽনুৎসবো দুরিষ্টঞ্চ।
শোষশ্চাশোষ্যাণাং স্রোতোঽন্যত্বঞ্চ বর্ষার্দ্ধাৎ॥ ৫॥

কর্ত্তাবিহীন কার্য্য, ভূমিকম্প, হোমাদিকার্য্যের অগ্নিশিখা, নানাবিধ অশুভচিহ্ন, অশোষ্যদ্রব্যের শোষণ এবং নদী প্রভৃতির বিপরীত স্রোতের গতি এই সকলের শুভাশুভ ফল ছয়মাস পরে হইয়া থাকে॥ ৫॥

স্তম্ভকুসূলার্চ্চানাং জল্পিতরুদিতপ্রকম্পিতস্বেদাঃ।
মাসত্রয়েণ কলহেন্দ্রচাপনির্ঘাতপাকাশ্চ॥ ৬॥

স্তম্ভ, কুঠার এবং দেবদেবীর প্রতিমার কথা বলা, রোদন, কম্প, ঘর্ম্ম ও কলহ; আর ইন্দ্রধনু ও নির্ঘাত এই সকলের ফল তিনমাসে হইবে, ইন্দ্রধনুর ফল সাতদিনে হইবে বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় না হয়, তাহাহইলে তিনমাসে নিশ্চয় হইবে॥ ৬॥

কীটাখুমক্ষিকোরগবাহুল্যং মৃগবিহঙ্গমরুতঞ্চ।
লোষ্টস্য চাপ্সু তরণং ত্রিভিরেব বিপচ্যতে মাসৈঃ॥ ৭॥

কীট, মূষিক, মক্ষিকা এবং সর্প এই সকল অধিক হইলে, আর পশু ও পক্ষীসকল রোদন করিলে এবং মৃত্তিকার ঢেলা জলে ভাসিলে তাহার ফল তিনমাসে হইবে॥ ৭॥

প্রসবঃ শুনামরণ্যে বন্যানাং গ্রামসম্প্রবেশশ্চ।
মধুনিলয়তোরণেন্দ্রধ্বজাশ্চ বর্ষাৎ সমধিকাদ্বা॥ ৮॥

কুকুর প্রভৃতি গ্রাম্যপশু যদি বনে প্রসব করে এবং বন্যপশু যদি গ্রামে প্রবেশ করে, আর মৌমাছির চাক, নগরের ফটক ও ইন্দ্রধ্বজ এই সকলের শুভাশুভ ফল একবৎসরে বা একবৎসরের কিছু অধিকদিনে ঘটিবে॥ ৮॥

গোমায়ুগৃধ্রসঙ্ঘা দশাহিকাঃ সদ্য এব তূর্য্যরবঃ।
আক্রুষ্টং পক্ষফলং বল্মীকো বিদরণঞ্চ ভুবঃ॥ ৯॥

শৃগাল ও গৃধ্র প্রভৃতির শুভাশুভ ফল দশদিনের পর, বাদ্যশব্দের শুভাশুভ ফল, সেই সময়েই হইয়া থাকে। চিৎকারশব্দ, বল্মীক এবং ভূমিবিদারণ প্রভৃতির শুভাশুভ ফল একপক্ষ অন্তর হইয়া থাকে॥ ৯॥

অহুতাশপ্রজ্বলনং ঘৃততৈলবসাদিবর্ষণঞ্চাপি।
সদ্যঃ পরিপচ্যন্তে মাসেঽধ্যর্দ্ধে চ জনবাদঃ॥ ১০॥

অগ্নি ভিন্ন উৎপন্ন অগ্নিশিখা, ঘৃত, তৈল, মাংস ও রক্ত প্রভৃতির বর্ষণ এই সকলের শুভাশুভ ফল ঐদিবসেই হইয়া থাকে। লোকাপবাদের ফল দেড়মাস পরে ঘটিয়া থাকে॥ ১০॥

ছত্রচিতিযূপহুতবহবীজানাং সপ্তভির্ভবতি পক্ষৈঃ।
ছত্রস্য তোরণস্য চ কেচিন্মাসাৎ ফলং প্রাহুঃ॥ ১১॥

ছত্র, চিতি, যূপ অর্থাৎ যজ্ঞীয় স্তম্ভ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এই সকলের ফল সাড়েতিনমাসের পর হইয়া থাকে; কোন কোন ঋষি বলেন যে তোরণ ও ছত্রের ফল একমাসে হইয়া থাকে॥ ১১॥

অত্যন্তবিরুদ্ধানাং স্নেহঃ শব্দশ্চ বিয়তি ভূতানাম্।
মার্জ্জারনকুলয়োর্মূষকেণ সঙ্গশ্চ মাসেন॥ ১২॥

পরস্পরবিদ্বেষী প্রাণীগণের পরস্পরের প্রণয়, ভূতসকলের আকাশে শব্দ, মূষিকসহ বিড়াল ও নকুলের সঙ্গম এই সকল বিকৃতের শুভাশুভ ফল একমাসের পর হইয়া থাকে॥ ১২॥

গন্ধর্ব্বপুরং মাসাদ্ রসবৈকৃত্যং হিরণ্যবিকৃতিশ্চ।
ধ্বজবেশ্মপাংশুধূমাকুলা দিশশ্চাপি মাসফলাঃ॥ ১৩॥

গন্ধর্ব্বনগরের ফল একমাস পর ঘটিয়া থাকে, মধুরাদিরসের বৈপরীত্য, সুবর্ণের বৈপরীত্য, ধ্বজাদিভঙ্গ, গৃহাদির বিকৃত ধূলী এবং ধূমদ্বারা দিক্‌সকলের আচ্ছন্নতা এই সকলের ফল একমাস পরে হইয়া থাকে॥ ১৩॥

নবকৈকাষ্টদশকৈকষট্‌ত্রিকত্রিকসংখ্যমাসপাকানি।
নক্ষত্রাণ্যশ্বিনিপূর্ব্বকাণি সদ্যঃফলাশ্লেষা॥ ১৪॥

অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ যোগতারার উপসর্গ অর্থাৎ দোষ হইলে তাহার ফল নয়মাস পরে হইয়া থাকে; অর্থাৎ অশ্বিনী নয়মাস পরে, ভরণী একমাস, কৃত্তিকা আটমাস, রোহিণী দশমাস, মৃগশিরা একমাস, আর্দ্রা ছয়মাস, পুনর্ব্বসু তিনমাস এবং পুষ্যানক্ষত্রের ফল তিনমাস পরে হইবে। আর অশ্লেষানক্ষত্রের ফল ঐদিবসেই হইয়া থাকে॥ ১৪॥

পিত্র্যান্মাসঃ ষট্ ষট্ ত্রয়োঽর্দ্ধমষ্টৌ চ ত্রিষড়েকৈকাঃ।
মাসচতুষ্কেঽষাঢ়ে সদ্যঃপাকাভিজিত্তারা॥ ১৫॥

মঘানক্ষত্র যোগতারার দোষ হইলে তাহার ফল একমাসে হইয়া থাকে, অর্থাৎ মঘা একমাস, পূর্ব্বফাল্গুনী ছয়মাস, উত্তরফাল্গুনী ছয়মাস, হস্তা তিনমাস, চিত্রা অর্দ্ধমাস, স্বাতী আটমাস, বিশাখা তিনমাস, অনুরাধা ছয়মাস, জ্যেষ্ঠা একমাস, মূলা একমাস, পূর্ব্বাষাঢ়া চারিমাস এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ফল চারিমাস পরে হইবে। আর অভিজিৎ নক্ষত্রের ফল সেই সময়ে হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সপ্তাষ্টাবধ্যর্দ্ধং ত্রয়স্ত্রয়ঃ পঞ্চ চৈব মাসাঃ স্যুঃ।
শ্রবণাদীনাং পাকো নক্ষত্রাণাং যথাসংখ্যম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রবণানক্ষত্রের ফল সাতমাস পরে হইবে, এইরূপ ধনিষ্ঠার আটমাস শতভিষার দেড়মাস, পূর্ব্বভাদ্রপদের তিনমাস, উত্তরভাদ্রপদের তিনমাস, রেবতীনক্ষত্রের ফল পাঁচমাস পরে হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

নিগদিতসময়ে ন দৃশ্যতে চেদ্ অধিকতরং দ্বিগুণে প্রপচ্যতে তৎ। যদি ন কনকরত্নগোপ্রদানৈরুপশমিতং বিধিবদ্দ্বিজৈশ্চ শান্ত্যা ॥ ১৭ ॥

ইতি পাকাধ্যায়ঃ।

যেসকল অদ্ভূতকার্য্যের শুভাশুভ ফল ঘটিবার সময় কথিত হইল, যদি ঐ সময়ে উল্লিখিত ফলসকল না ঘটে, তবে তাহার দ্বিগুণিতসময়ে ফল ফলিবে। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণদ্বারা যথা শাস্ত্রানুসারে শান্তি বা স্বুবর্ণ, রত্ন এবং গো এইসকল দান করে, তবে ঐ সকল ফল হইবে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং পাকাধ্যায়ো নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ নক্ষত্রগুণাঃ।

শিখিগুণরসেন্দ্রিয়ানলশশিবিষয়গুণর্ত্তুপঞ্চবসুপক্ষাঃ।
বিষয়ৈকচন্দ্রভূতার্ণবাগ্নিরুদ্রাশ্বিবসুদহনাঃ ॥ ১ ॥
ভূতশতপক্ষবসবো দ্বাত্রিংশচ্চেতি তারকামানম্।
ক্রমশোঽশ্বিন্যাদীনাং কালস্তারাপ্রমাণেন ॥ ২ ॥

অশ্বিনী তিন, ভরণী তিন, কৃত্তিকা ছয়, রোহিণী পাঁচ, মৃগশিরা তিন, আর্দ্রা এক, পুনর্ব্বসু পাঁচ, পুষ্যা তিন, অশ্লেষা ছয়, মঘা পাঁচ, পূর্ব্বফাল্গুনী আট, উত্তরফাল্গুনী দুই, হস্তা পাঁচ, চিত্রা এক, স্বাতী এক, বিশাখা পাঁচ, অনুরাধা সাত, জ্যেষ্ঠা তিন, মূলা একাদশ, পূর্ব্বাষাঢ়া দুই, উত্তরাষাঢ়া আট, শ্রবণা তিন, ধনিষ্ঠা পাঁচ, শতভিষা একশত, পূর্ব্বভাদ্রপদ দুই, উত্তরভাদ্রপদ আট এবং রেবতী বত্রিশনক্ষত্রে গঠিত হইয়া থাকে। নক্ষত্রের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফলের কাল পরিমাণ জানিবে, নিম্নে বিস্তাররূপ বলা যাইতেছে।

স্পষ্টার্থ ;—অশ্বিনীনক্ষত্র তিনটী নক্ষত্রে বিরচিত, ভরণী তিনটী নক্ষত্রের সমষ্টি, কৃত্তিকা ছয়টী নক্ষত্রে বিরচিত, রোহিণী পাঁচটী নক্ষত্রবিশিষ্ট, মৃগশিরা তিনটী নক্ষত্রযুক্ত, আর্দ্রা একটী নক্ষত্রমাত্র, পুনর্ব্বসু পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত, পুষ্যা তিনটী নক্ষত্রযুক্ত, অশ্লেষা ছয়টী নক্ষত্রবিশিষ্ট, মঘা পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত, পূর্ব্বফাল্গুনী আটটী নক্ষত্রযুক্ত, উত্তরফাল্গুনী দুই নক্ষত্রযুক্ত, হস্তা পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত, চিত্রা একটী নক্ষত্রযুক্ত, স্বাতী একটী নক্ষত্রে গঠিত, বিশাখা পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত, অনুরাধা সাতটী নক্ষত্রযুক্ত, জ্যেষ্ঠা তিনটী নক্ষত্রযুক্ত, মূলা একাদশ নক্ষত্রযুক্ত, পূর্ব্বাষাঢ়া দুইটী নক্ষত্রযুক্ত, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র আটটী নক্ষত্রযুক্ত, শ্রবণা তিনটী নক্ষত্রবিশিষ্ট, ধনিষ্ঠা পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত, শতভিষা একশত নক্ষত্রবিশিষ্ট, পূর্ব্বভাদ্রপদ দুইটী নক্ষত্রে বিরচিত, উত্তরভাদ্রপদ আটটী নক্ষত্রবিশিষ্ট এবং রেবতীনক্ষত্র বত্রিশটী নক্ষত্রে বিরচিত ॥ ১—২ ॥

নক্ষত্রজমুদ্বাহে ফলমব্দৈস্তারকামিতৈঃ সদসৎ।
দিবসৈর্জ্বরস্য নাশো ব্যাধেরন্যস্য বা বাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

যে নক্ষত্রে বিবাহ হইবে, সেই নক্ষত্র যতসংখ্যক নক্ষত্রে গঠিত, উক্ত বিবাহের শুভাশুভ ফল, তত বৎসর পরে আরম্ভ হইবে। আর যে নক্ষত্রে জর বা অন্য ব্যাধি হইবে, সেই নক্ষত্র যতসংখ্যক নক্ষত্রে বিরচিত, ততদিন পরে ঐ জর বা অন্য ব্যাধি মুক্ত হইবে ॥ ৩ ॥

অশ্বিযমদহনকমলজশশিশূলভৃদদিতিজীবফণিপিতরঃ।
যোন্যর্যমদিনকৃত্ত্বষ্টৃপবনশক্রাগ্নিমিত্রাশ্চ ॥ ৪ ॥
শক্রো নির্ঋতিস্তোয়ং বিশ্বে ব্রহ্মা হরির্ব্বসুর্ব্বরুণঃ।
অজপাদোঽহির্ব্বুধ্নঃ পূষা চেতীশ্বরা ভানাম্ ॥ ৫ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রের অধিপতি অশ্বিনীকুমার, ভরণীনক্ষত্রের অধিপতি যম, কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিপতি অগ্নি, রোহিণীনক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা, মৃগশিরানক্ষত্রের অধিপতি ইন্দ্র, আর্দ্রার অধিপতি শিব, পুনর্ব্বসুর অধিপতি অদিতি, পুষ্যার অধিপতি জীব, অশ্লেষানক্ষত্রের অধিপতি সর্প, মঘানক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ, পূর্ব্বফাল্গুনীর অধিপতি যোনি, উত্তরফাল্গুনীর অধিপতি অর্য্যমা, হস্তার অধিপতি সূর্য্য, চিত্রার অধিপতি ত্বষ্টা, স্বাতীর অধিপতি বায়ু, বিশাখার অধিপতি ইন্দ্রাগ্নি, অনুরাধার অধিপতি মিত্র, জ্যেষ্ঠার অধিপতি ইন্দ্র, মূলার অধিপতি নির্ঋতি (রাক্ষস), পূর্ব্বাষাঢ়ার অধিপতি জল, উত্তরাষাঢ়ার অধিপতি বিশ্বদেব, অভিজিতের অধিপতি ব্রহ্মা, শ্রবণার অধিপতি বিষ্ণু, ধনিষ্ঠার অধিপতি হরি, শতভিষার অধিপতি বসু, পূর্ব্বভাদ্রপদের অধিপতি বরুণ, উত্তরভাদ্রপদের অধিপতি অজপাদ এবং রেবতীনক্ষত্রের অধিপতি অহিবুধ্ন ও পুষা ॥ ৪-৫ ॥

ত্রীণ্যুত্তরাণি তেভ্যো রোহিণ্যশ্চ ধ্রুবাণি তৈঃ কুর্য্যাৎ।
অভিষেকশান্তিতরুনগরধর্ম্মবীজধ্রুবারম্ভান্ ॥ ৬ ॥

উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এবং রোহিণী, এইসকল নক্ষত্রকে ধ্রুবনামক নক্ষত্র বলে। এইসকল নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক, উৎপাত,শান্তি, বৃক্ষাদি রোপণ, নগরপ্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মকার্য্য, বীজবপন এবং স্থিরতর কার্য্যের আরম্ভ করিবে ॥ ৬ ॥

মূলশিবশক্রভুজগাধিপানি তীক্ষ্ণানি তেষু সিদ্ধ্যন্তি।
অভিঘাতমন্ত্রবেতালবন্ধবধভেদসম্বন্ধাঃ ॥ ৭ ॥

মূলা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা এবং অশ্লেষা এইসকল নক্ষত্রকে তীক্ষ্ণনামক নক্ষত্র বলে, এইসকল নক্ষত্রে অভিঘাত, মন্ত্রপ্রয়োগ, বেতালবন্ধন, বধ এবং সম্বন্ধ এইসকল সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

উগ্রাণি পূর্ব্বভরণীপিত্র্যাণ্যুৎসাদনাশশাঠ্যেষু।
যোজ্যানি বন্ধবিষদহনশস্ত্রঘাতাদিষু চ সিদ্ধ্যৈ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী এবং মঘা এইসকল উগ্রসংজ্ঞক নক্ষত্র, এইসকল নক্ষত্রে উৎপাদন, বিনাশ, শঠতা, বন্ধন, বিষপ্রয়োগ, অগ্নিকর্ম, শস্ত্রপ্রয়োগ ও আঘাত, এ সকল কার্য্য করিবে ॥ ৮ ॥

লঘু হস্তাশ্বিনপুষ্যাঃ পণ্যরতিজ্ঞানভূষণকলাসু।
শিল্পৌষধযানাদিষু সিদ্ধিকরাণি প্রদিষ্টানি ॥ ৯ ॥

হস্তা, অশ্বিনী, পুষ্যা এই কয়েকটী নক্ষত্রকে লঘুসংজ্ঞক নক্ষত্র বলে। এই সকল নক্ষত্রে ক্রয়, বিক্রয়, সুরতব্যাপার, শাস্ত্রারম্ভ, অলঙ্কার ধারণ, গীতবাদ্যাদি কার্য্য, শিল্পকার্য্য, ঔষধপ্রয়োগ এবং যাত্রা এইসকল করিলে কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মৃদুবর্গস্ত্বনুরাধাচিত্রাপৌষ্ণৈন্দবানি মিত্রার্থে।
সুরতবিধিবস্ত্রভূষণমঙ্গলগীতেষু চ হিতানি ॥ ১০ ॥

অনুরাধা, চিত্রা, রেবতী এবং মৃগশিরা এইসকল নক্ষত্র মৃদুসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে, এইসকল নক্ষত্রে মিত্রতা, সুরতকার্য্য, বস্ত্রধারণ, ভূষণ, মাঙ্গলিককার্য্য এবং গীত এইসকল কার্য্য করিবে ॥ ১০ ॥

হৌতভুজং সবিশাখং মৃদুতীক্ষ্ণং তদ্বিমিশ্রফলকারী।
শ্রবণাত্রয়মাদিত্যানিলে চ চরকর্ম্মণি হিতানি ॥ ১১ ॥

কৃত্তিকা ও বিশাখা এই দুইটী মৃদু ও তীক্ষ্ণ (মিশ্র) সংজ্ঞক নক্ষত্র, এই দুই নক্ষত্রে যে সকল কার্য্য করিবে, তাহার ফল মিশ্র হইয়া থাকে। আর শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, হস্তা এবং স্বাতী এই সকল নক্ষত্রে চরকার্য্য করিলে হিতকারক হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

হস্তাত্রয়ং মৃগশিরঃ শ্রবণাত্রয়ঞ্চ পূষাশ্বিশক্রগুরুভানি পুনর্ব্বসুশ্চ। ক্ষৌরে তু কর্ম্মণি হিতান্যুদয়ে ক্ষণে বা যুক্তানি চোড়ুপতিনা শুভতারয়া চ ॥ ১২ ॥

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, মৃগশীর্ষ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রেবতী, অশ্বিনী, জ্যেষ্ঠা, পুষ্যা এবং পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্রে ক্ষৌরকর্ম্ম শুভকারক। উক্ত নক্ষত্র যদি ক্ষৌরকর্ম্মের আবশ্যক দিবসে সঙ্ঘটিত না হয়, তাহাহইলে দিবারাত্রির মধ্যে যে দ্বাদশ লগ্ন উদয় হয় এবং ঐ সকল লগ্ন যে সাতাইশটী নক্ষত্রভোগ করে, যখন উক্ত হস্তাপ্রভৃতি নক্ষত্রভোগ করিবে, সেই সময়ে ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে, অথবা ঐ সকল নক্ষত্রের মুহূর্ত্তে, কিম্বা ঐ সকল নক্ষত্রের চন্দ্র বা তারাগণ বর্ত্তমানকালে ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে ॥ ১২ ॥

ন স্নাতমাত্রগমনোৎসুকভূষিতানামভ্যক্তভুক্তরণকাল-নিরাসনানাম্। সন্ধ্যানিশোঃ কুজযমার্কদিনে চ রিক্তে ক্ষৌরং হিতং ন নবমেঽহ্নি ন চাপি বিষ্ট্যাম্ ॥ ১৩ ॥

স্নানের পর, যাত্রার পর, অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক তৈলাদি মর্দ্দনের পর, ভোজনের পর, যুদ্ধোন্মুখ হইয়া আসনাদিরহিত হইয়া, সন্ধ্যার সময়, রাত্রিকালে এবং মঙ্গল, শনি ও রবিবারে, আর রিক্তাতিথি অর্থাৎ চতুর্থী নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ও চান্দ্রমাসের নবমদিনে এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে গণনায় নবমদিনে এবং বৃষ্টিভদ্রাকরণে ক্ষৌরকর্ম্ম শুভকারক নহে ॥ ১৩ ॥

নৃপাজ্ঞয়া ব্রাহ্মণসম্মতে চ বিবাহকালে মৃতসূতকে চ।
বদ্ধস্য মোক্ষে ক্রতুদীক্ষণাসু সর্ব্বেষু শস্তং ক্ষুরকর্ম্মভেষু ॥ ১৪ ॥

রাজার এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া বিবাহকালে, মৃতাশৌচান্তে, বন্ধন মুক্ত হইলে অর্থাৎ ফাটক হইতে মুক্ত হইলে এবং কোন দৈবকার্য্যে দীক্ষিত হইবার কালে সকল নক্ষত্রই ক্ষৌরকার্য্যে শুভ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

হস্তো মূলং শ্রবণা পুনর্ব্বসুর্ম্মৃগশিরস্তথা পুষ্যঃ।
পুংসংজ্ঞিতেষু কার্য্যেষ্বেতানি শুভানি ধিষ্ণ্যানি ॥ ১৫ ॥

হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা এবং পুষ্যা এই সকল নক্ষত্র পুংসবনাদিকার্য্যে শুভকারক হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সাবিত্রপৌষ্ণানিলমৈত্রতিষ্যে ত্বাষ্ট্রে তথা চোড়ুগণাধিপর্ক্ষে। সংস্কারদীক্ষাব্রতমেখলাদি কুর্য্যাদ্‌গুরৌ শক্রবুধেন্দুযুক্তে ॥ ১৬ ॥

হস্তা, রেবতী, স্বাতী, অনুরাধা, পুষ্যা, চিত্রা এবং মৃগশিরা, এইসকল নক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও সোম এইসকল বারে নামকরণাদিসংস্কার, দীক্ষা, ব্রত এবং মেখলাবন্ধনাদিকার্য্য করিবে ॥ ১৬ ॥

লাভে তৃতীয়ে চ শুভৈঃ সমেতে পাপৈর্ব্বিহীনে শুভরাশিলগ্নে। বেধ্যৌ তু কর্ণৌ ত্রিদশেজ্যলগ্নে তিষ্যেন্দুচিত্রাহরিরেবতীষু ॥ ১৭ ॥

একাদশ এবং তৃতীয়স্থানে শুভগ্রহের অবস্থিতি সময় ও পাপগ্রহরহিত শুভগ্রহের লগ্নে নামকরণাদিকার্য্য করিবে। আর বৃহস্পতির লগ্নেও পুষ্যা, মৃগশিরা, চিত্রা, শ্রবণা এবং রেবতী এইসকল নক্ষত্রে কর্ণবেধ সংস্কার করিবে ॥ ১৭ ॥

শুদ্ধৈর্দ্বাদশকেন্দ্রনৈধনগৃহৈঃ পাপৈস্ত্রিষষ্ঠায়গৈর্লগ্নে কেন্দ্রগতেঽথবা সুরগুরৌ দৈত্যেন্দ্রপূজ্যেঽপিবা। সর্ব্বারম্ভফলপ্রসিদ্ধিরুদয়ে রাশৌ চ কর্ত্তুঃ শুভে সগ্রাম্যস্থিরভোদয়ে চ ভবনং তার্য্যং প্রবেশোঽপিবা ॥ ১৮ ॥

দ্বাদশস্থান, কেন্দ্রস্থান অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ স্থান এবং নিধনস্থান (৮ম স্থান) পাপগ্রহরহিত হইলে ও ৩।৬।১১ এইসকল স্থান পাপগ্রহ-

যুক্ত হইলে আর লগ্নে কিংবা কেন্দ্রস্থানে বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে, যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিবে, সেই সকল কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর উদিতলগ্ন ও স্থিররাশি কার্য্যকর্ত্তার শুভ হইলে গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশ করিবে॥ ১৮॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নক্ষত্রগুণা নামাষ্টানবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তিথিকরণগুণাঃ।

কমলজবিধাতৃহরিযমশশাঙ্কষড়্বক্ত্রশক্রবসুভুজগাঃ।
ধর্ম্মেশসবিতৃমন্মথকলয়ো বিশ্বে চ তিথিপতয়ঃ॥ ১॥

ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, চন্দ্র, স্কন্দ, ইন্দ্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম, ঈশ, সূর্য্য, কাম, কলি এবং বিশ্বদেব এইসকল দেবতা প্রতিপদাদিতিথি সমূহের যথাক্রমে অধিপতি বলিয়া জানিবে॥ ১॥

পিতরোঽমাবাস্যায়াং সংজ্ঞাসদৃশাশ্চ তৈঃ ক্রিয়াঃ কার্য্যা।
নন্দা ভদ্রা বিজয়া রিক্তা পূর্ণা চ তাস্ত্রিবিধাঃ॥ ২॥

অমাবস্যাতিথির অধিপতি পিতৃগণ, অপর তিথি সমূহের অধিপতি দেবতার কার্য্য, তাহাদের স্বস্ব তিথিতে করিবে। আর প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথির নাম নন্দা, দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথির নাম ভদ্রা, তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথির নাম জয়া, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথির নাম রিক্তা এবং পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই চারি তিথির নাম পূর্ণা বলিয়া জানিবে॥২

যৎ কার্য্যং নক্ষত্রে তদ্দৈবত্যাসু তিথিষু তৎ কার্য্যম্।
করণমুহূর্ত্তেষ্বপি তৎ সিদ্ধিকরং দেবতাসদৃশম্॥ ৩॥

যে কার্য্য যে নক্ষত্রে করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি আছে, যদি ঐ নক্ষত্র প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহাহইলে উক্ত নক্ষত্রের দেবতা নিরূপণকরতঃ ঐ দেবতার তিথিতে কার্য্য করিবে। এইরূপ করা ও মুহূর্ত্তসম্বন্ধে কার্য্যের বিধি জানিবে॥ ৩॥

বববালবকৌলবতৈতিলাখ্যগরবণিজবিষ্টিসংজ্ঞানাম্।
পতয়ঃ স্যুরিন্দ্রকমলজমিত্রার্য্যমভূশ্রিয়ঃ সযমাঃ॥ ৪॥

বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ এবং বিষ্টি এই সকলকে করণ বলে, এই করণসমূহের অধিপতি দেবতা যথাক্রমে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মিত্র, অর্য্যমা, ভূমি, লক্ষ্মী এবং যম নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৪॥

কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যর্দ্ধাদ্ ধ্রুবাণি শকুনিশ্চতুষ্পদং নাগম্।
কিংস্তুঘ্নমিতি চ তেষাং কলিবৃষফণিমারুতাঃ পতয়ঃ॥৫॥

নিম্নলিখিত চারিটি ধ্রুবকরণ অর্থাৎ শকুনি, চতুষ্পদ, নাগ এবং কিংস্তুঘ্ন। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথির শেষার্দ্ধে শকুনিকরণ, অমাবস্যার পূর্ব্বার্দ্ধে চতুষ্পাদকরণ ও উত্তরার্দ্ধে নাগকরণ, আর প্রতিপদের প্রথমার্দ্ধে কিংস্তুঘ্নকরণ। এই সকলের অধিপতি দেবতা যথাক্রমে কলি, বৃষ, সর্প ও বায়ু বলিয়া জানিবে॥ ৫॥

কুর্য্যাদ্ববে শুভচরস্থিরপৌষ্টিকানি ধর্ম্মক্রিয়া দ্বিজহিতানি চ বালবাখ্যে। সম্প্রীতিমিত্রবরণানি চ কৌলবে স্যুঃ সৌভাগ্যসংশ্রয়গৃহাণি চ তৈতিলাখ্যে॥ ৬॥

শুভকার্য্য সকল এবং যে সকল কার্য্য অল্প সময়ে সমাধা হয়, আর যে সকল কার্য্য বহুকালপর্য্যন্ত স্থায়ী এবং শরীরের পুষ্টিকর কার্য্য; ঈদৃশ কর্ম্ম সকল ববকরণে করিবে। ধর্ম্মকার্য্য এবং ব্রাহ্মণের হিতকর কার্য্য বালবকরণে, পরস্পরের প্রণয় ও মিত্রতা প্রভৃতি কার্য্য কৌলবকরণে এবং সৌভাগ্য, আশ্রয় ও গৃহকর্ম্ম তৈতিলকরণে করিবে॥ ৬॥

কৃষিবীজগৃহাশ্রয়জানি গরে বণিজি ধ্রুবকার্য্যবণিগ্‌যুতয়ঃ। নহি বৃষ্টিকৃতং বিদধাতি শুভং পরঘাতবিষাদিষু সিদ্ধিকরম্॥ ৭॥

কৃষিকার্য্য, বীজবপন, গৃহকর্ম্ম, ইত্যাদি কার্য্য গরকরণে করিবে, স্থিরকার্য্য ও বাণিজ্যযোগ এই সকল কার্য্য বণিজকরণে করিবে। বিষ্টিকরণে কোন কার্য্যই শুভকারক হয় না, পরন্তু শত্রুর পীড়াকর এবং বিষ ও অগ্নিকার্য্য ইত্যাদি ক্রূরকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৭॥

কার্য্যং পৌষ্টিকমৌষধাদি শকুনৌ মূলানি মন্ত্রাস্তথা গোকার্য্যাণি চতুষ্পদে দ্বিজপিতৄনুদ্দিশ্য রাজ্যানি চ। নাগে স্থাবরদারুণানি হরণং দৌর্ভাগ্যকর্ম্মাণ্যতঃ কিংস্তুঘ্নে শুভমিষ্টপুষ্টিকরণং মঙ্গল্যসিদ্ধিক্রিয়াঃ॥ ৮॥

শরীরের পুষ্টিকারক এবং ঔষধপ্রস্তুতকরণ ও ঔষধপ্রদান এইসকল কার্য্য শাকুনিককরণে করিবে, মূল ঔষধগ্রহণ, মন্ত্রপ্রয়োগ ইত্যাদি কার্য্য গোসম্বন্ধীয় কার্য্য, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের কার্য্য এবং রাজকার্য্য চতুষ্পদকরণে করিবে, স্থিরকার্য্য, ক্রূরকর্ম্ম, পরধনগ্রহণ, দুর্ভগত্ব অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের শত্রুভাব এইসকল কার্য্য নাগকরণে করিবে, আর শুভকার্য্য, পুত্রাভিলাষীকার্য্য, শরীর পুষ্টিকরকার্য্য এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিককার্য্য কিংস্তুঘ্নকরণে করিবে॥ ৮॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং তিথিকরণগুণা নামৈকোনশততমোঽধ্যায়ঃ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিবাহ-নক্ষত্র-লগ্ননির্ণয়ঃ।

রোহিণ্যুত্তররেবতীমৃগশিরোমূলানুরাধামঘাহস্তস্বাতিষু ষষ্ঠতৌলিমিথুনেষদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ। সপ্তাষ্টান্ত্যবহিঃ

শুভৈরূড়পতাবেকাদশদ্বিত্রিগে ক্রূরৈস্ত্র্যায়ষড়ষ্টগৈর্ন তু
ভৃগৌ ষষ্ঠে কুজে চাষ্টমে॥ ১॥

রোহিণী, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, মৃগশীর্ষ, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা এবং স্বাতী এইসকল নক্ষত্রে, আর কন্যা, তুলা এবং মিথুনলগ্নে বিবাহাদিকার্য্য করিবে। আর লগ্ন হইতে ৭৮।১২শ স্থান ভিন্ন শুভগ্রহ থাকিলে এবং ১১।২।৩ স্থানে চন্দ্র থাকিলে ও ৩।১১।৬।৮ ম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে বিবাহ করিবে। পরন্তু শুক্র ৬ ষষ্ঠস্থানে ও মঙ্গল ৮ অষ্টমস্থানে শুভকারক নহে॥ ১॥

দম্পত্যোর্দ্বিনবাষ্টরাশিরহিতে চারানুকূলে রবৌ
চন্দ্রে চার্ককুজার্কিশুক্রবিযুতে মধ্যেঽথবা পাপয়োঃ।
ত্যক্ত্বা চ ব্যতিপাতবৈধৃতদিনং বিষ্টিঞ্চ রিক্তাং তিথিং
ক্রূরাহায়নচৈত্রপৌষবিরহে লগ্নাংশকে মানুষে॥ ২॥

কন্যা এবং বর এই উভয়ের রাশি যদি লগ্নের দ্বিতীয়, নবম ও অষ্টম না হয়, আর সূর্য্য যদি বলবান্ হয় এবং চন্দ্র যদি সূর্য্য, মঙ্গল, শনি ও শুক্রযুক্ত ও পাপগ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী না হয়, আর ব্যতিপাত ও বৈধৃতিকরণ এবং ভদ্রা ও রিক্তাতিথি পরিত্যাগ করিয়া পাপগ্রহের বার, দক্ষিণায়ণ, চৈত্র ও পৌষ ভিন্ন মাসে এবং লগ্নে ও নবাংশে দ্বিপদরাশি বর্ত্তমানকালে বিবাহকাল নিরূপণ করিবে॥ ২॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বিবাহনক্ষত্রলগ্ননির্ণয়ো নাম শততমোঽধ্যায়ঃ॥

একোত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ নক্ষত্রজাতকম্।

প্রিয়ভূষণঃ স্বরূপঃ সুভগো দক্ষোঽশ্বিনীষু মতিমাংশ্চ।
কৃতনিশ্চয়সত্যারুগ্ দক্ষঃ সুখিতশ্চ ভরণীষু॥ ১॥

মানব অশ্বিনীনক্ষত্রে জন্মিলে অলঙ্কারপ্রিয়, উত্তমরূপবান্, সৌভাগ্যশালী, চতুর এবং বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে। ভরণীনক্ষত্রে জন্মিলে মানব কৃতনিশ্চয়, আর বধকার্য্যের শেষকারী, সত্যভাষী, নিরোগী, চতুর এবং সুখী হইয়া থাকে॥ ১॥

বহুভুক্ পরদাররতস্তেজস্বী কৃত্তিকাসু বিখ্যাতঃ।
রোহিণ্যাং সত্যশুচিঃ প্রিয়ম্বদঃ স্থিরসুরূপশ্চ॥ ২॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে যাহার জন্ম হইবে, সেই ব্যক্তি বহুভোজী; পরদাররত, তেজস্বী এবং কীর্ত্তিমান হইয়া থাকে। আর রোহিণীনক্ষত্রে জন্মিলে সত্যভাষী, বিশুদ্ধবাদী, প্রিয়ভাষী, স্থিরবুদ্ধি এবং রূপবান্ হইয়া থাকে॥ ২॥

চপলশ্চতুরো ভীরুঃ পটুরুৎসাহী ধনী মৃগে ভোগী।
শঠগর্ব্বিতচণ্ডকৃতঘ্নহিংস্রপাপশ্চ রৌদ্রর্ক্ষে॥ ৩॥

মৃগশিরানক্ষত্রে জন্মিলে মানব চঞ্চলবুদ্ধি, চতুর, ভীত, নিপুণ আনন্দযুক্ত, ধনবান্ এবং ভোগযুক্ত হইবে বলিয়া জানিবে। আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্মিলে মানব পরকার্য্যে বিমুখ, অহঙ্কারী, ক্রোধী, কৃতঘ্ন, হিংসাপরায়ণ ও পাপকার্য্যকারী হইয়া থাকে॥ ৩॥

দান্তঃ সুখী সুশীলো দুর্ম্মেধা রোগভাক্ পিপাসুশ্চ।
অল্পেন চ সন্তুষ্টঃ পুনর্ব্বসৌ জায়তে মনুজঃ॥ ৪॥

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে যদি কোন ব্যক্তি জন্মে, তবে সে জিতেন্দ্রিয়, সুখী, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত, রোগী, তৃষ্ণার্ত্ত ও অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪॥

শান্তাত্মা সুভগঃ পণ্ডিতো ধনী ধর্ম্মসংশ্রিতঃ পুষ্যে।
শঠসর্ব্বভক্ষপাপঃ কৃতঘ্নধূর্ত্তশ্চ ভৌজঙ্গে॥ ৫॥

পুষ্যানক্ষত্রে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রিয়, পণ্ডিত, ধনবান্ এবং ধার্ম্মিক হয়, আর অশ্লেষানক্ষত্রে জন্মিলে পরকার্য্যে বিমুখ, সর্ব্বভক্ষক, পাপী, দুর্জ্জন এবং পরবঞ্চক হইয়া থাকে॥৫॥

বহুভৃত্যধনো ভোগী সুরপিতৃভক্তো মহোদ্যমঃ পিত্র্যে।
প্রিয়বাগ্দাতা দ্যুতিমান্ অটনো নৃপসেবকো ভাগ্যে॥৬॥

মঘানক্ষত্রে জাতব্যক্তি বহুভৃত্যযুক্ত, প্রচুরধনবান্, ভোগশালী, দেব ও পিতৃভক্ত এবং উৎসাহযুক্ত। আর পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রে জন্মিলে মানব প্রিয়ভাষী, দাতা, তেজস্বী, ভ্রমণশীল এবং রাজসেবক হইয়া থাকে॥ ৬॥

সুভগো বিদ্যাপ্তধনো ভোগী সুখভাগ্ দ্বিতীয়ফল্গুন্যাম্।
উৎসাহী ধৃষ্টঃ পানপোঽঘৃণী তস্করো হস্তে॥ ৭॥

উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে জন্মিলে মানব সকলের প্রিয়, বিদ্যাদ্বারা ধনলাভ, ভোগযুক্ত এবং সুখী হইয়া থাকে। হস্তানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব আনন্দিত, ধৈর্য্যবান্, মদ্যপানাসক্ত, নির্দ্দয় এবং চোর হইয়া থাকে॥৭॥

চিত্রাম্বরমাল্যধরঃ সুলোচনাঙ্গশ্চ ভবতি চিত্রায়াম্।
দান্তো বণিক্ কৃপালুঃ প্রিয়বাগ্ধর্ম্মাশ্রিতঃ স্বাতৌ॥ ৮॥

চিত্রানক্ষত্রে জন্মিলে সেই ব্যক্তি নানাবর্ণের চিত্রিত বস্ত্র ও মাল্যধারণশীল এবং মনোহর চক্ষু ও শরীরবিশিষ্ট হয়। আর স্বাতীনক্ষত্রে জন্মিলে মানব ইন্দ্রিয়দমনশীল অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ক্রয়বিক্রয় বিষয়ে নিপুণ, দয়ালু, প্রিয়ভাষী এবং ধার্ম্মিক হইয়া থাকে॥ ৮॥

ঈর্ষ্যুর্লুব্ধো দ্যুতিমান্ বচনপটুঃ কলহকৃদ্বিশাখাসু।
আঢ্যো বিদেশবাসী ক্ষুধালুরটনোঽনুরাধাসু॥ ৯॥

বিশাখানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব পরশ্রী কাতর অর্থাৎ পরের বৃদ্ধি অসহনশীল, লোভী, তেজস্বী, বক্তা এবং কলহকারী হইয়া থাকে। আর অনুরাধানক্ষত্রে জন্ম হইলে ধনবান্, বিদেশবাসী, ক্ষুধার্ত্ত এবং ভ্রমণশীল হইয়া থাকে॥ ৯॥

জ্যেষ্ঠে ন বহুমিত্রঃ সন্তুষ্টো ধর্ম্মকৃৎ প্রচুরকোপঃ।
মূলে মানী ধনবান্ সুখী ন হিংস্রঃ স্থিরো ভোগী॥ ১০॥

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব অল্পমিত্রযুক্ত, সন্তুষ্ট, ধর্ম্মপরায়ণ এবং অতিশয় ক্রোধী হয়। আর মূলানক্ষত্রে জাতব্যক্তি অভিমানী, ধনবান্, সুখী, অহিংসক, স্থিরবুদ্ধি ও ভোগযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইষ্টানন্দকলত্রো বীরো দৃঢ়সৌহৃদশ্চ জলদেবে।
বৈশ্বে বিনীতধার্ম্মিকবহুমিত্রকৃতজ্ঞসুভগশ্চ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব অভিমত ও আনন্দবর্দ্ধক ভার্য্যা-সম্পন্ন, যুদ্ধবিষয়ে বীর এবং স্থিরমিত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে জন্মিলে মানব বিনয়ী, ধার্ম্মিক, বহুমিত্র সম্পন্ন, প্রত্যুপকারী এবং সকলের প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শ্রীমান্ শ্রবণে শ্রুতবান্ উদারদারো ধনান্বিতঃ খ্যাতঃ।
দাতাঢ্যশূরগীতপ্রিয়ো ধনিষ্ঠাসু ধনলুব্ধঃ ॥ ১২ ॥

শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব লক্ষ্মীবান্, পণ্ডিত, উদারচরিত্র, ভার্য্যাবান্, ধনবান্, কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। আর ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব দানবীর, অভিমানী, বীর, গীতপ্রিয় এবং ধনলোভী হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

স্ফুটবাগ্ব্যসনী রিপুহা সাহসিকঃ শতভিষক্ষু দুর্গ্রাহ্যঃ।
ভদ্রপদাসূদ্বিগ্নঃ স্ত্রীজিতধনপটুরদাতা চ ॥ ১৩ ॥

শতভিষানক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব নিষ্ঠুরভাষী, স্ত্রীপ্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত, শত্রুনাশক, সাহসিক এবং দুরারাধ্য (কেহই উহার প্রিয় হইতে পারে না,) হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে দুঃখী, স্ত্রীজিত, ধনবান্, নিপুন এবং লোভী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বক্তা সুখী প্রজাবান্ জিতশত্রুর্ধার্ম্মিকো দ্বিতীয়াসু।
সম্পূর্ণাঙ্গঃ সুভগঃ শূরঃ শুচিরর্থবান্ পৌষ্ণে ॥ ১৪ ॥

উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে বক্তা, সুখী, পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, বিজিতশত্রু এবং ধার্ম্মিক হয়। আর রেবতীনক্ষত্রে জন্ম হইলে অবিকল শরীর অর্থাৎ পরিপূর্ণ দেহবিশিষ্ট, সৌভাগ্যবান্, বীর, পবিত্র এবং ধনবান্ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নক্ষত্রজাতকং নামৈকোত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্ব্যুত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ রাশিপ্রবিভাগঃ।

অশ্বিন্যোঽথ ভরণ্যো বহুলপাদশ্চ কীর্ত্যতে মেষঃ।
বৃষভো বহুলাশেষং রোহিণ্যর্দ্ধঞ্চ মৃগশিরসঃ ॥ ১ ॥

সাতাইশটি নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্রেরই চারিটি করিয়া পাদ আছে। তাহার নয় নয় পাদে এক এক রাশি হইয়া থাকে। যথা—অশ্বিনী নক্ষত্রের চারিপাদ, ভরণীনক্ষত্রের চারিপাদ এবং কৃত্তিকার প্রথমপাদ, এই নয়পাদে এক মেষরাশি হয়। এইরূপ কৃত্তিকার তিনপাদ, রোহিণীর চারিপাদ ও মৃগশিরানক্ষত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ (পূর্ব্ব দুই পাদ), এই নয় পাদে বৃষরাশি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

মৃগশিরসোঽর্দ্ধং রৌদ্রং পুনর্ব্বসোশ্চাংশকত্রয়ং মিথুনম্।
পাদশ্চ পুনর্ব্বসোঃ সতিষ্যোঽশ্লেষা চ কর্কটকঃ ॥ ২ ॥

মৃগশিরার উত্তরার্দ্ধ, আর্দ্রা নক্ষত্র ও পুনর্ব্বসুর তিনপাদে মিথুনরাশি হয়, আর পুনর্ব্বসুর শেষপাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্রে কর্কটরাশি হয় ॥২॥

সিংহোঽথ মঘা পূর্ব্বা চ ফল্গুনী পাদ উত্তরায়াশ্চ।
তৎ পরিশেষঃ হস্তশ্চিত্রাদ্যর্দ্ধঞ্চ কন্যাখ্যঃ ॥ ৩ ॥

মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনীর প্রথমচরণ সিংহরাশি হয়, উত্তরফাল্গুনীর তিনচরণ, হস্তা ও চিত্রানক্ষত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে কন্যরাশি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তৌলিনি চিত্রান্ত্যার্দ্ধং স্বাতিঃ পাদত্রয়ং বিশাখায়াঃ।
অলিনি বিশাখাপাদস্তথানুরাধান্বিতা জ্যেষ্ঠা ॥ ৪ ॥

চিত্রানক্ষত্রের শেষার্দ্ধ, স্বাতী ও বিশাখার প্রথম তিনচরণে তুলারাশি হয়, আর বিশাখার শেষচরণ অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে বৃশ্চিকরাশি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মূলমষাঢ়া পূর্ব্বা প্রথমশ্চাপ্যুত্তরাংশকো ধন্বী।
মকরস্তৎ পরিশেষং শ্রবণঃ পূর্ব্বং ধনিষ্ঠার্দ্ধম্ ॥ ৫ ॥

মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথমচরণে ধনুরাশি হয়, উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিনচরণ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে মকররাশি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

কুম্ভোঽন্ত্যধনিষ্ঠার্দ্ধং শতভিষগংশত্রয়ঞ্চ পূর্ব্বায়াঃ।
ভদ্রপদায়াঃ শেষং তথোত্তরা রেবতী চ ঝষঃ ॥ ৬ ॥

ধনিষ্ঠানক্ষত্রের শেষার্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম তিনচরণে কুম্ভরাশি, আর পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষচরণ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীনক্ষত্রে মীনরাশি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অশ্বিনীপিত্র্যমূলাদ্যা মেষসিংহহয়াদয়ঃ।
বিষমর্ক্ষান্নিবর্ত্তন্তে পাদবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্ ॥ ৭ ॥

মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন রাশির প্রথমে যথাক্রমে অশ্বিনী, মঘা ও মূলা এই তিন নক্ষত্র হয়; আর বিষম নক্ষত্রের পাদ বৃদ্ধি অনুসারে সমাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—কৃত্তিকা একপাদে মেষ মৃগশিরার দুই পাদ বৃষ, পুনর্ব্বসুর তিনপাদে মিথুন, অশ্লেষার চারিপাদে কর্কট, উত্তরাফাল্গুনীর একপাদে সিংহ, চিত্রার দুইপাদে কন্যা, বিশাখার তিনপাদে তুলা, জ্যেষ্ঠার চারিপাদে বৃশ্চিক, উত্তরাষাঢ়ার একপাদে ধনু, ধনিষ্ঠার দুইপাদে মকর, পূর্ব্বভাদ্রপদের তিনপাদে কুম্ভ এবং রেবতীর চারিপাদে মীনরাশি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং রাশিপ্রবিভাগো নাম দ্ব্যুত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্র্যুত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিবাহপটলম্।

মূর্ত্তৌ করোতি দিনকৃদ্বিধবাং কুজশ্চ রাহুর্ব্বিপন্নতনয়াং রবিজো দরিদ্রাম্। শুক্রঃ শশাঙ্কতনয়শ্চ গুরুশ্চ সাধ্বীম্ আয়ুঃক্ষয়ং প্রকুরুতেঽথ বিভাবরীশঃ॥ ১॥

বিবাহলগ্নে রবি বা মঙ্গল থাকিলে কন্যা বিধবা হয়, রাহু থাকিলে মৃতপুত্রা, শনি থাকিলে নির্ধনা, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতি থাকিলে পতিব্রতা এবং চন্দ্র থাকিলে আয়ুনাশ হইয়া থাকে॥ ১॥

কুর্ব্বন্তি ভাস্করশনৈশ্চররাহুভৌমা দারিদ্র্যদুঃখমতুলং নিয়তং দ্বিতীয়ে। বিত্তেশ্বরীমবিধবাং গুরুশুক্রসৌম্যা নারীং প্রভূততনয়াং কুরুতে শশাঙ্কঃ॥ ২॥

বিবাহলগ্নের দ্বিতীয়স্থানে রবি, শনি, রাহু কিম্বা মঙ্গল থাকিলে কন্যার দারিদ্র্যাদি নানাবিধ দুঃখ হয়, আর বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ থাকিলে কন্যা ধন ও পতিযুক্তা থাকিবে, চন্দ্র থাকিলে বহুপুত্রবতী হইয়া থাকে॥ ২॥

সূর্য্যেন্দুভৌমগুরুশুক্রবুধাস্তৃতীয়ে কুর্য্যুঃ সদা বহুসুতাং ধনভাগিনীঞ্চ। ব্যক্তং দিবাকরসুতঃ সুভগাং করোতি মৃত্যুং দদাতি নিয়মাৎ খলুঃ সৈংহিকেয়ঃ॥ ৩॥

যদি বিবাহলগ্নের তৃতীয় স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র কিম্বা বুধ থাকে, তাহাহইলে কন্যা বহুপুত্রবতী ও ধনশালিনী হইয়া থাকে। শনি থাকিলে সৌভাগ্যবতী হয়, রাহু থাকিলে কন্যার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥ ৩॥

স্বল্পং পয়ঃ স্রবতি সূর্য্যসুতে চতুর্থে দৌর্ভাগ্যমুষ্ণকিরণঃ কুরুতে শশী চ। রাহুঃ সপত্নমপি চ ক্ষিতিজোঽল্পবিত্তাং দদ্যাদ্ভৃগুঃ সুরগুরুশ্চ বুধশ্চ সৌখ্যম্॥ ৪॥

বিবাহলগ্নের চতুর্থস্থানে শনি থাকিলে কন্যা অল্প দুগ্ধবতী হয়, সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র থাকিলে দুর্ভাগা হয়, রাহু থাকিলে সপত্নীযুক্তা হয়, মঙ্গল থাকিলে অল্প ধনবতী হয়, আর শুক্র, বৃহস্পতি বা বুধ থাকিলে কন্যা সৌখ্যযুক্তা হইয়া থাকে॥ ৪॥

নষ্টাত্মজাং রবিকুজৌ খলু পঞ্চমস্থৌ চন্দ্রাত্মজো বহুসুতাং গুরুভার্গবৌ চ। রাহুর্দ্দদাতি মরণং শনিরুগ্ররোগং কন্যাপ্রসূতিমচিরাৎ কুরুতে শশাঙ্কঃ॥ ৫॥

বিবাহলগ্নের পঞ্চমস্থানে সূর্য্য কিম্বা মঙ্গল থাকিলে কন্যা নষ্টপুত্রা হয়, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে বহুপুত্রা, রাহু থাকিলে মৃত্যু, শনি থাকিলে ভয়ঙ্কর রোগ, আর চন্দ্র থাকিলে অচিরে কন্যা জন্মে॥ ৫॥

ষষ্ঠাশ্রিতাঃ শনিদিবাকররাহুজীবাঃ কুর্য্যুঃ কুজশ্চ সুভগাং শ্বশুরেষু ভক্তাম্। চন্দ্রঃ করোতি বিধবামুশনা দরিদ্রাম্ ঋদ্ধাং শশাঙ্কতনয়ঃ কলহপ্রিয়াঞ্চ॥ ৬॥

বিবাহলগ্নের ষষ্ঠস্থানে শনি, সূর্য্য, রাহু, বৃহস্পতি বা মঙ্গল থাকিলে কন্যা সুভগা ও শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি পরায়ণা হইয়া থাকে। আর চন্দ্র থাকিলে বিধবা হয়, শুক্র থাকিলে দারিদ্র্য হয় এবং বুধ থাকিলে কন্যা ধনবতী ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে॥ ৬॥

সৌরারজীববুধরাহুরবীন্দুশুক্রাঃ কুর্য্যুঃ প্রসহ্য খলু সপ্তমরাশিসংস্থাঃ। বৈধব্যবন্ধনবধক্ষয়মর্থনাশং ব্যাধিপ্রবাসমরণানি যথাক্রমেণ॥ ৭॥

বিবাহলগ্নের সপ্তমস্থানে শনি থাকিলে কন্যা বিধবা, মঙ্গল থাকিলে বন্ধন, বৃহস্পতি থাকিলে বধ, বুধ থাকিলে ক্ষয়, রাহু থাকিলে ধনহানি, রবি থাকিলে ব্যাধি, চন্দ্র থাকিলে প্রবাস এবং শুক্র থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৭॥

স্থানেঽষ্টমে গুরুবুধৌ নিয়তং বিয়োগং মৃত্যুং শশী ভৃগুসুতশ্চ তথৈব রাহুঃ। সূর্য্যঃ করোত্যবিধবাং সরুজং মহীজঃ সূর্য্যাত্মজো ধনবতীং পতিবল্লভাঞ্চ॥ ৮॥

বিবাহলগ্নের অষ্টমস্থানে বৃহস্পতি কিম্বা বুধ থাকিলে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের নিরন্তর বিচ্ছেদ হয়, আর চন্দ্র, শুক্র বা রাহু থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। সূর্য্য থাকিলে বিধবা হয় না, মঙ্গল থাকিলে রোগযুক্তা এবং শনি থাকিলে ধনবতী ও পতিপ্রিয় হইয়া থাকে॥ ৮॥

ধর্ম্মে স্থিতা ভৃগুদিবাকরভূমিপুত্রা জীবশ্চ ধর্ম্মনিরতাং শশিজস্ত্বরোগাম্। রাহুশ্চ সূর্য্যতনয়শ্চ করোতি বন্ধ্যাং কন্যাপ্রসূতিমটনং কুরুতে শশাঙ্কঃ॥ ৯॥

বিবাহলগ্নের নবম স্থানে শুক্র, রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতি থাকিলে কন্যা ধর্ম্মরতা, বুধ থাকিলে রোগশূন্যা, রাহু কিম্বা শনি থাকিলে বন্ধ্যা, চন্দ্র থাকিলে কন্যাসন্তান প্রসব করে এবং পরিভ্রমণ পরায়ণা হইয়া থাকে॥ ৯॥

রাহুর্নভস্তলগতো বিধবাং করোতি পাপে রতাং দিনকরশ্চ শনৈশ্চরশ্চ। মৃত্যুং কুজোঽর্থরহিতাং কুলটাঞ্চ চন্দ্রঃ শেষা গ্রহা ধনবতীং সুভগাঞ্চ কুর্য্যুঃ॥ ১০॥

বিবাহলগ্নের দশমস্থানে রাহু থাকিলে বিধবা, সূর্য্য কিম্বা শনি থাকিলে পাপরত, মঙ্গল থাকিলে মৃত্যু, চন্দ্র থাকিলে ধনরহিত ও কুলটা হয়। আর বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে ধনবতী ও সুভগা হইয়া থাকে॥ ১০॥

আয়ে রবির্ব্বহুসুতাং ধনিনীং শশাঙ্কঃ পুত্রান্বিতাং ক্ষিতিসুতো রবিজো ধনাঢ্যাম্। আয়ুষ্মতীং সুরগুরুঃ শশিজঃ সমৃদ্ধাং রাহুঃ করোত্যবিধবাং ভৃগুরর্থযুক্তাম্॥ ১১॥

বিবাহলগ্নের একাদশস্থানে সূর্য্য থাকিলে কন্যা বহু পুত্রবতী, চন্দ্র থাকিলে ধনযুক্তা, মঙ্গল থাকিলে পুত্রযুক্তা, শনি থাকিলে ধনযুক্তা, বৃহস্পতি থাকিলে চিরজীবিনী, বুধ থাকিলে ধনযুক্তা, রাহু থাকিলে সধবা এবং শুক্র থাকিলে কন্যা অর্থযুক্তা হইয়া থাকে॥ ১১॥

অন্তে গুরুর্ধনবতীং দিনকৃদ্দরিদ্রাং চন্দ্রো ধনব্যয়করীং কুলটাঞ্চ রাহুঃ। সাধ্বীং ভৃগুঃ শশিসুতো বহুপুত্রপৌত্রাং পানপ্রসক্তহৃদয়াং রবিজঃ কুজশ্চ ॥ ১২ ॥

বিবাহলগ্নের দ্বাদশস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে কন্যা ধনযুক্তা, সূর্য্য থাকিলে দরিদ্রা, চন্দ্র থাকিলে ধননাশকারিণী, রাহু থাকিলে কুলটা, শুক্র থাকিলে পতিব্রতা, বুধ থাকিলে বহু পুত্র পৌত্রযুক্তা এবং শনি কিম্বা মঙ্গল থাকিলে কন্যা মদ্যপানরক্তা হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গোপৈর্যষ্ট্যাহতানাং খুরপুটদলিতা যা তু ধূলির্দ্দিনান্তে সোদ্বাহে সুন্দরীণাং বিপুলধনসুতারোগ্যসৌভাগ্যকর্ত্রী। তস্মিন্ কালে ন চর্ক্ষং ন চ তিথিকরণং নৈব লগ্নং ন যোগঃ খ্যাতঃ পুংসাং সুখার্থং শময়তি দুরিতান্যুত্থিতং গোরজস্তু ॥ ১৩ ॥

দিবসের শেষভাগে গোপগণ যখন যষ্টিদ্বারা আঘাত করিতে করিতে গোসমূহকে গৃহে প্রত্যানয়ন করে, সেই সময় সেই গোপদিগের যষ্ট্যাহত গোসমূহের খুর-পুটদ্বারা বিদলিত ধূলিসমূহ যে আকাশমার্গে উত্থিত হয়, সেই সময়কে গোধূলি বলে। এই গোধূলিতে রমণীদিগের বিবাহ হইলে রমণীগণ অত্যন্ত ধনবতী, পুত্রবতী, আরোগ্যযুক্তা ও সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। গোধূলিসময়ে নক্ষত্র, তিথি, করণ, লগ্ন এবং যোগ কিছুরই বিচার আবশ্যক করে না। কারণ গোধূলি উত্থিত হইয়া সকলের পাপ রাশি বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ *

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বিবাহপটলং নাম ত্র্যুত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রহগোচরাধ্যায়ঃ।

প্রায়েণ সূত্রেণ বিনাকৃতানি প্রকাশরন্ধ্রাণি চিরন্তনানি। রত্নানি শাস্ত্রাণি চ যোজিতানি নবৈগুর্ণৈর্ভূষয়িতুং ক্ষমাণি ॥ ১ ॥

ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সছিদ্র পুরাতন মুক্তা সকল সূত্রদ্বারা গ্রথিত করিলে যেরূপ ভূষণযোগ্য হয়, সেইরূপ নানাগ্রন্থের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত প্রাচীন শাস্ত্র সকল সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়া একস্থানে সংগৃহীত করিলে অধ্যয়নের সুবিধা হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

প্রায়েণ গোচরো ব্যবহার্য্যোঽতস্তৎ ফলানি বক্ষ্যামি। নানাবৃত্তৈস্তন্মো মুখচপলত্বং ক্ষমন্ত্বার্য্যাঃ ॥ ২ ॥

গ্রহদিগের গোচরফল মানবের প্রতি নানারূপ হইয়া থাকে, ঐ সকল গ্রহ গোচরফল নানাবিধ ছন্দে বলিব। অতএব পণ্ডিতগণ আমার এই মুখচপলত্ব ক্ষমা করিবেন ॥ ২ ॥

মাণ্ডব্যগিরং শ্রুত্বা ন মদীয়া রোচতেঽথবা নৈবম্। সাধ্বী তথা ন পুংসাং প্রিয়া যথা স্যাজ্জঘনচপলা ॥ ৩ ॥

যাঁহারা মাণ্ডব্যঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার বাক্য সন্তোষকর হইবে না, অথবা প্রীতিকর হইলেও হইতে পারে; যেহেতু এমন লোকও আছে যে, চঞ্চল নিতম্বা কুলটা স্ত্রীকে যেরূপ ভাল বাসে, সাধ্বীস্ত্রীকে সেইরূপ ভালবাসে না ॥ ৩ ॥

সূর্য্যঃ ষট্ত্রিদশস্থিতস্ত্রিদশষট্সপ্তাদ্যপশ্চন্দ্রমা জীবঃ সপ্তনবদ্বিপঞ্চমগতো বক্রার্কজৌ ষট্ত্রিগৌ। সৌম্যঃ ষড়্দ্বিচতুর্দ্দশাষ্টমগতঃ সর্ব্বেঽপ্যুপান্তে শুভাঃ শুক্রঃ সপ্তমষড়্দশর্ক্ষসহিতঃ শার্দূলবত্ত্রাসকৃৎ ॥ ৪ ॥

জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, তৃতীয় এবং দশমস্থানে রবি থাকিলে শুভ, আর চন্দ্র তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, সপ্তম এবং জন্মস্থ হইলে শুভ; জন্মরাশি হইতে বৃহস্পতি সপ্তম, নবম দ্বিতীয় এবং পঞ্চমস্থানস্থ হইলে শুভ; মঙ্গল এবং শনি ষষ্ঠ এবং তৃতীয়স্থানস্থ হইলে শুভ; বুধ ষষ্ঠ, দ্বিতীয়, চতুর্থ, দশম এবং অষ্টমস্থ হইলে শুভ; কিন্তু জন্মরাশি হইতে শুক্র সপ্তম, ষষ্ঠ এবং দশম রাশিস্থ হইলে অশুভ; জন্মরাশি হইতে একাদশস্থানে গ্রহগণ থাকিলে শুভ; আর রবিপ্রভৃতি সমস্ত গ্রহই একাদশস্থানে শুভ হইয়া থাকে। পরন্তু শুক্র সপ্তম, ষষ্ঠ ও দশমস্থানস্থ হইলে সিংহের ন্যায় ভয়জনক হইয়া থাকে, সুতরাং অশুভ। এই শ্লোকের ছন্দকে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ বলে ॥ ৪ ॥

জন্মন্যায়াসদোঽর্কঃ ক্ষপয়তি বিভবান্ কোষ্ঠরোগাধ্বদাতা বিত্তভ্রংশং দ্বিতীয়ে দিশতি চ ন সুখং বঞ্চনাং দৃগ্‌রুজঞ্চ। স্থানপ্রাপ্তিং তৃতীয়ে ধননিচয়মুদাকল্যকৃচ্চারিহন্তা রোগান্ধত্তে চতুর্থে জনয়তি চ মুহুঃ স্রগ্ধরাভোগবিঘ্নম্ ॥ ৫ ॥

রবি জন্মরাশিস্থ হইলে উপদ্রব, ঐশ্বর্য্যনাশ, উদররোগ এবং পথভ্রমণ হইয়া থাকে। জন্মরাশি হইতে দ্বিতীয় স্থানে হইলে বিত্তনাশ, অসুখ, বঞ্চনা ও চক্ষুরোগ ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়স্থানে রবি হইলে স্থানলাভ, ধনাদি হইতে আনন্দ, অরোগিতা এবং শত্রুবিনাশক হইয়া থাকে। রবি চতুর্থস্থানস্থ হইলে রোগকারক ও স্ত্রীসম্ভোগ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উৎপাদক হয়। ছন্দের নাম "স্রগ্ধরাবৃত্ত" ॥ ৫ ॥

পীড়াঃ স্যুঃ পঞ্চমস্থে সবিতরি বহুশো রোগারিজনিতাঃ ষষ্ঠেঽর্কো হন্তি রোগান্ ক্ষপয়তি চ রিপূঞ্ছোকাংশ্চ নুদতি। অধ্বানং সপ্তমস্থো জঠরগদভয়ং দৈন্যঞ্চ কুরুতে রুক্‌কাসৌ চাষ্টমস্থে ভবতি সুবদনা ন স্বাপি বনিতা ॥ ৬ ॥

রবি জন্মরাশি হইতে পঞ্চমস্থানস্থ হইলে রোগ ও শত্রু হইতে পীড়া

---

* গোরজো ধান্যধূলিশ্চ পুত্রস্যালিঙ্গনে রজঃ।
বিপ্রপাদরজো রাজন্! হন্তি দারুণদুষ্কৃতম্॥ মহাভারত।

হয়, ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে রোগনাশ, শত্রুক্ষয় এবং শোকনাশ হইয়া থাকে। রবি সূর্য্য সপ্তমস্থ হইলে পথভ্রমণ, উদররোগের ভয় ও দরিদ্রতা হয়। রবি অষ্টমস্থ হইলে কাসরোগ হয় এবং স্বকীয় সুন্দরী স্ত্রী ব্যবহারে আইসে না। ছন্দের নাম "সুবদনাবৃত্ত" ॥ ৬ ॥

রবাবাপদ্দৈন্যং রুগিতি নবমে চিত্তচেষ্টাবিরোধো জয়ং প্রাপ্নোত্যুগ্রং দশমগৃহগে কর্ম্মসিদ্ধিং ক্রমেণ। জয়ং স্থানং মানং বিভবমপি চৈকাদশে রোগনাশং সুবৃত্তানাং চেষ্টা ভবতি সফলা দ্বাদশে নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

রবি জন্মরাশি হইতে নবমস্থানস্থ হইলে বিপদ, দরিদ্রতা, রোগ ও মানসিক ক্লেশ হয়, রবি দশমস্থানস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ জয়লাভ, ক্রমে কার্য্য-সিদ্ধি হয়, আর রবি একাদশস্থানস্থিত হইলে জয়, স্থান, সম্মান ঐশ্বর্য্য এবং রোগনাশ হইয়া থাকে, রবি দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে সৎপথাবলম্বী হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কার্য্যে সুফল ফলিয়া থাকে। অন্যথাচরণে ফল হইবেক না। "সুবৃত্তছন্দ" ॥ ৭ ॥

শশী জন্মন্যন্নপ্রবরশয়নাচ্ছাদনকরো দ্বিতীয়ে মানার্থৌ গ্লপয়তি সবিঘ্নশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে বস্ত্রস্ত্রীধননিচয়-সৌখ্যানি লভতে চতুর্থেঽবিশ্বাসঃ শিখরিণি ভুজঙ্গেন সদৃশঃ ॥ ৮ ॥

চন্দ্র জন্ম হইলে ভোজন, উত্তমশয্যা এবং বস্ত্রলাভ হয়, চন্দ্র দ্বিতীয়স্থানস্থ হইলে সম্মান ও বিত্তনাশ হয় এবং নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। চন্দ্র তৃতীয়স্থানস্থ হইলে বস্ত্র, স্ত্রীধনসমূহ এবং সুখপ্রাপ্ত হয়, চন্দ্র চতুর্থস্থানস্থ হইলে পর্ব্বতস্থিত সর্পের নিকট গমন করিতে যেরূপ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ লোকের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্পের ন্যায় ভীমদর্শন হইয়া থাকে। "শিখরিণীবৃত্ত" ॥ ৮ ॥

দৈন্যং ব্যাধিং শুচমপি শশী পঞ্চমে মার্গবিঘ্নং ষষ্ঠে বিত্তং জনয়তি সুখং শত্রুরোগক্ষয়ঞ্চ। যানং মানং শয়ন-মশনং সপ্তমে বিত্তলাভং মন্দাক্রান্তে ফণিনি হিমগৌ চাষ্টমে ভীর্ন কস্য ॥ ৯ ॥

চন্দ্র পঞ্চমস্থানস্থ হইলে দরিদ্রতা, ব্যাধি, মানসিকপীড়া, শোক এবং পথের বিঘ্ন হইয়া থাকে। চন্দ্র ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে দ্রব্য, সুখভোগ, শত্রু এবং রোগনাশ হইয়া থাকে; চন্দ্র সপ্তমস্থানস্থ হইলে বাহন, পূজা, শয্যা, ভোজন এবং দ্রব্য এইসকল লাভ হয়; আর চন্দ্র অষ্টমস্থানস্থ হইলে অনিষ্ট ঘটনার আশঙ্কা সর্ব্বদা থাকে। "মন্দাক্রান্তাবৃত্ত" ॥ ৯ ॥

নবমগৃহগো বন্ধোদ্বেগশ্রমোদররোগকৃদ্দশমভবনে চাজ্ঞাকর্ম্মপ্রসিদ্ধিকরঃ। উপচয়সুহৃৎসংযোগার্থপ্রমোদ-মুপান্ত্যগো বৃষভচরিতান্দোষানন্তে করোতি হি সব্যয়ান্ ॥ ১০

চন্দ্র নবমস্থানস্থ হইলে বন্ধন, পরিশ্রম এবং উদররোগ হয়, চন্দ্র দশমস্থানস্থ হইলে প্রভুত্ব এবং কার্য্যসিদ্ধি হয়, একাদশস্থানস্থ হইলে মিত্রলাভ, সৌভাগ্য ও অর্থলাভ এবং আনন্দ হইয়া থাকে। আর চন্দ্র দ্বাদশস্থানস্থ হইলে বৃষভের পাদ ও শৃঙ্গদ্বারা তাড়নজনিত দুঃখভোগ হয় এবং ব্যয় হইয়া থাকে। "বৃষভচরিতবৃত্ত" ॥ ১০ ॥

কুজেঽভিঘাতঃ প্রথমে দ্বিতীয়ে নরেন্দ্রপীড়া কল-হারিদোষৈঃ। ভৃশঞ্চ পিত্তানলরোগচৌরৈরুপেন্দ্রবজ্র-প্রতিমোঽপি যঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥

মঙ্গল জন্মরাশিস্থ হইলে উপদ্রব হয়, দ্বিতীয়স্থানস্থ হইলে রাজাকর্ত্তৃক পীড়া, কলহ ইত্যাদি ও শত্রু-দোষ এবং পিত্ত, অগ্নিজনিত রোগ ও চোর এইসকল দ্বারা অত্যন্ত দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এমন কি নারায়ণ এবং ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ক্ষমতাশালী হইলেও উহা ভোগ করিতে হইবে। "উপেন্দ্রবজ্রাবৃত্ত" ॥ ১১ ॥

তৃতীয়গশ্চৌরকুমারকেভ্যো ভৌমঃ সকাশাৎ ফল-মাদধাতি। প্রদীপ্তিমাজ্ঞাং ধনমৌর্ণিকানি ধাত্বাকরা-খ্যানি কিলাপরাণি ॥ ১২ ॥

মঙ্গল তৃতীয়স্থানস্থ হইলে চোর ও কুমার হইতে ধনলাভ হইয়া থাকে। আর কান্তি, প্রভুত্ব, ধন, কম্বলাদিবস্ত্র, সুবর্ণাদিধাতুর উৎপত্তি স্থান ও অন্যান্য স্থান প্রদান করিয়া থাকে। উপজাতিবৃত্ত" ॥ ১২ ॥

ভবতি ধরণিজে চতুর্থগে জ্বরজঠরগদাসৃগুদ্ভবঃ। কুপুরুষজনিতাচ্চ সঙ্গমাৎ প্রসভমপি করোতি চাশুভম্ ॥ ১৩

মঙ্গল চতুর্থস্থানস্থ হইলে জ্বর, উদররোগ ও রক্তস্রাব এইসকল রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে, আর দুষ্টপুরুষের সংসর্গে অধিক অমঙ্গল ভয় উৎপাদন করে। "প্রসভবৃত্ত" ॥ ১৩ ॥

রিপুগদকোপভয়ানি পঞ্চমে তনয়কৃতাশ্চ শুচো মহীসুতে। দ্যুতিরপি ন[illegible] চিরং ভবেৎ স্থিরা শিরসি কপেরিব মালতী কৃতা ॥ ১৪ ॥

মঙ্গল পঞ্চমস্থানস্থ হইলে শত্রু, রোগ, ক্রোধ, ভয় ও পুত্র হইতে ক্লেশ হইয়া থাকে। কিন্তু বানরের মস্তকে যেরূপ মালতীপুষ্পের মালা স্থির থাকে না, সেইরূপ তাহার (মানবের) তেজ থাকে না। "মালতীবৃত্ত" ॥ ১৪ ॥

রিপুভয়কলহৈর্বিবর্জ্জিতঃ সকনকবিদ্রুমতাম্রকাগমঃ। রিপুভবনগতে মহীসুতে কিমপরবক্ত্রবিকারমীক্ষতে ॥ ১৫ ॥

মঙ্গল ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে শত্রুভয় ও কলহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, আর সুবর্ণ, প্রবাল ও তাম্র প্রাপ্তি হয় এবং এইরূপ পুরুষ কখনই অপরের অধীন হয় না। "অপর বক্ত্রবৃত্ত" ॥ ১৫ ॥

কলত্রকলহাক্ষিরুগ্জঠররোগকৃৎ সপ্তমে ক্ষরৎক্ষতজ-রূক্ষিতঃ ক্ষয়িতবিত্তমানোঽষ্টমে। কুজে নবমসংস্থিতে পরিভবার্থনাশাদিভির্বিলম্বিতগতির্ভবত্যবলদেহধাতু-ক্রমৈঃ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল সপ্তমস্থানস্থ হইলে স্ত্রীর সহিত কলহ. চক্ষুরোগ ও উদররোগ হয়, মঙ্গল অষ্টমস্থানস্থ হইলে রক্তস্রাব হইয়া শরীর বিবর্ণ এবং ধন ও সম্মানরহিত হইয়া থাকে। মঙ্গল নবমস্থানস্থ হইলে পরাজয়, ধননাশ, পীড়া ইত্যাদিদ্বারা দুর্ব্বলতা ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতিদ্বারা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। "বিলম্বিতগতিবৃত্ত" ॥ ১৬ ॥

দশমগৃহগতে সমং মহীজে বিবিধধনাপ্তিরুপান্ত্যগে জয়শ্চ। জনপদমুপরিস্থিতশ্চ ভুঙ্ক্তে বনমিব ষট্চরণঃ সুপুষ্পিতাগ্রম্ ॥ ১৭ ॥

মঙ্গল দশমস্থানস্থিত হইলে অধিক সুখ বা অধিক দুঃখ হয় না, অর্থাৎ মধ্যমরূপ অবস্থায় থাকে কিন্তু অধিক ধনলাভ হইয়া থাকে। মঙ্গল একাদশস্থানস্থ হইলে নানাপ্রকার দ্রব্য লাভ এবং জয়লাভ হয়, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের মস্তকের উপর বাসযোগ্য হয় এবং ভ্রমর যেরূপ অরণ্যস্থ সমস্ত পুষ্পের মধু উপভোগ করে, সেইরূপ সমস্ত দেশ উপভোগ করিয়া থাকে। "পুষ্পিতাগ্রবৃত্ত" ॥ ১৭ ॥

নানাব্যয়ৈর্দ্বাদশগে মহীসুতে সন্তাপ্যতেঽনর্থশতৈশ্চ মানবঃ। স্ত্রীকোপপিত্তৈশ্চ সনেত্রবেদনৈর্য্যোঽপীন্দ্রবংশাভিজনেন গর্ব্বিতঃ ॥ ১৮ ॥

মঙ্গল দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে মানব নানাপ্রকার ব্যয় ও বহুবিধ উপদ্রবদ্বারা সন্তাপযুক্ত হয়, আর ইন্দ্র বংশসম্ভূত হইলেও ক্রোধান্বিতা স্ত্রী, পিত্ত এবং নেত্রপীড়াদিদ্বারা দুঃখিত হইয়া থাকে। "ইন্দ্রবংশবৃত্ত" ॥ ১৮ ॥

দুষ্টবাক্যপিশুনাহিতভেদৈর্ব্বন্ধনৈঃ সকলহৈশ্চ হৃতস্বঃ। জন্মগে শশিসুতে পথি গচ্ছন্ স্বাগতেঽপি কুশলং ন শৃণোতি ॥ ১৯ ॥

বুধ জন্মরাশিতে থাকিলে দুষ্টবাক্য, দুর্জ্জন, শত্রু, ভেদ, বন্ধন ও কলহ, এইসকল দ্বারা নির্ধন হয় এবং পথভ্রমণ কালে অসন্তোষকর সংবাদ শ্রবণ করে। "স্বাগতাবৃত্ত" ॥ ১৯ ॥

পরিভবো ধনগতে ধনলব্ধিঃ সহজগে শশিসুতে সুহৃদাপ্তিঃ। নৃপতিশত্রুভয়শঙ্কিতচিত্তো দ্রুতপদং ব্রজতি দুশ্চরিতৈঃ স্বৈঃ ॥ ২০ ॥

বুধ দ্বিতীয়স্থানগত হইলে পরাজয় ও ধনলাভ হইয়া থাকে। বুধ তৃতীয়স্থানগত হইলে মিত্রপ্রাপ্তি, আর নৃপতিও শত্রু হইতে ভয় এবং স্বকীয় দুশ্চরিত্রাবশতঃ স্থানত্যাগ করিয়া থাকে। "দ্রুতপদবৃত্ত" ॥ ২০ ॥

চতুর্থগে স্বজনকুটুম্ববৃদ্ধয়ো ধনাগমো ভবতি চ শীতরশ্মিজে। সুতস্থিতে তনয়কলত্রবিগ্রহো নিষেবতে ন চ রুচিরামপি স্ত্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

বুধ চতুর্থস্থানস্থিত হইলে স্বজন ও কুটুম্বের বৃদ্ধি এবং ধনলাভ হইয়া থাকে। বুধ পঞ্চমস্থানস্থিত হইলে পুত্র ও স্ত্রীর সহিত কলহ হয় এবং স্ত্রী সুন্দরী হইলেও ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। "রুচিরাবৃত্ত" ॥ ২১ ॥

সৌভাগ্যং বিজয়মথোন্নতিঞ্চ ষষ্ঠে বৈবর্ণ্যঃ কলহমতীব সপ্তমে জ্ঞঃ। মৃত্যুস্থে সুতজয়বস্ত্রবিত্তলাভা নৈপুণ্যং ভবতি মতিপ্রহর্ষণীয়ম্ ॥ ২২ ॥

বুধ ষষ্ঠস্থানস্থিত হইলে সৌভাগ্য, জয়লাভ এবং উন্নতি হইয়া থাকে। বুধ সপ্তমস্থান স্থিত হইলে বিবর্ণ ও কলহ অতিশয় হইয়া থাকে। বুধ অষ্টমস্থানস্থিত হইলে পুত্র, জয়লাভ, বস্ত্র, ধনলাভ হয় এবং সুখি ও ক্ষমবান হইবে। বুদ্ধির "প্রহর্ষনীয়বৃত্ত" ॥ ২২ ॥

বিঘ্নকরো নবমঃ শশিপুত্রঃ কর্ম্মগতো রিপুহা ধনদশ্চ। সপ্রমদং শয়নঞ্চ বিধত্তে তদ্গৃহদোঽথ কুথাস্তরণঞ্চ ॥ ২৩ ॥

বুধ নবমস্থানস্থিত হইলে সকল কার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়, বুধ দশমস্থানস্থ হইলে শত্রু বিনাশক ও ধনদাতা হয়, আর স্ত্রীযুক্ত শয্যা ও স্ত্রীযুক্ত গৃহ এবং নানাবিধ রঙ্গের কম্বলাদিদ্বারা আস্তরণযুক্ত শয্যাপ্রদান করে। "দোধকবৃত্ত" ॥ ২৩ ॥

ধন-সুখ-সুতযোষিন্মিত্রবাহাপ্তিতুষ্টিস্তুহিনকিরণপুত্রে লাভগে মৃষ্টবাক্যঃ। রিপুপরিভবরোগৈঃ পীড়িতো দ্বাদশস্থে ন সহতি পরিভোক্তুং মালিনীযোগসৌখ্যম্ ॥২৪

বুধ একাদশস্থান স্থিত হইলে ধন, সুখ, পুত্র, স্ত্রী, মিত্র এবং অশ্বাদিযান, এইসকল লাভহেতু সন্তুষ্ট থাকে এবং সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়। বুধ দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে শত্রু হইতে পরাজয় ও পীড়িত হয় এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। "মালিনীবৃত্ত" ॥ ২৪ ॥

জীবে জন্মন্যপগতধনধীঃ স্থানভ্রষ্টো বহুকলহযুতঃ। প্রাপ্যার্থেঽর্থান্ ব্যয়িরপি কুরুতে কান্তাস্যাজে ভ্রমরবিলসিতম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহস্পতি জন্মরাশি গত হইলে ধন ও বুদ্ধিলোপ এবং স্থানচ্যুত হয় ও কলহ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দ্বিতীয়স্থানস্থিত হইলে ধন ও স্ত্রীসম্ভোগ হয়। "ভ্রমরবিলসিতবৃত্ত" ॥ ২৫ ॥

স্থানভ্রংশাৎ কার্য্যবিঘাতাচ্চ তৃতীয়ে নৈকৈঃ ক্লেশৈর্ব্বন্ধুজনোত্থৈশ্চ চতুর্থে। জীবে শান্তিং পীড়িতচিত্তশ্চ স বিন্দেৎ নৈব গ্রামে নাপি বনে মত্তময়ূরে ॥ ২৬ ॥

বৃহস্পতি তৃতীয়স্থানস্থিত হইলে স্থানভ্রষ্ট, কার্য্যনাশাদিদ্বারা দুঃখিত চিত্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি চতুর্থস্থানস্থিত হইলে বন্ধুজনদ্বারা পীড়িত হওয়ায় গ্রামে বা অরণ্যে শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। "মত্তময়ূরবৃত্ত" ॥ ২৬ ॥

জনয়তি চ তনয়ভবনমুপগতঃ পরিজনশুভসুতকরিতুরগবৃষান্। সকনকপুরগৃহযুবতিবসনকৃৎ মণিগুণনিকরকৃদপি বিবুধগুরুঃ ॥ ২৭ ॥

বৃহস্পতি পঞ্চমস্থানস্থিত হইলে ভৃত্য, ধর্ম্মাদি শুভকর্ম্ম, পুত্র, গজ, অশ্ব এবং বলদ এইসকল লাভ হইয়া থাকে। আর সুবর্ণযুক্ত নগর, গৃহ, স্ত্রী ও বস্ত্র এইসকল প্রাপ্ত হয় এবং রত্ন ও বিদ্যালাভ করে। "মণিগুণনিকরবৃত্ত" ॥ ২৭ ॥

ন সখীবদনং তিলকোজ্জ্বলং ন ভবনং শিখিকোকিল-নাদিতম্। হরিণপ্লুতশাববিচিত্রিতং রিপুগতে মনসঃ সুখদং গুরৌ ॥ ২৮ ॥

বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানস্থিত হইলে তিলকদ্বারা উজ্জ্বল সখীর মুখ এবং ময়ূর ও কোকিলদ্বারা শব্দিত ও উল্লম্ফনকারী হরিণশাবকশোভিত বনও মনের সুখকর হয় না। "হরিণপ্লুতবৃত্ত" ॥ ২৮ ॥

ত্রিদশগুরুঃ শয়নং রতিভোগং ধনমশনং কুসুমান্যুপবাহ্যম্। জনয়তি সপ্তমরাশিমুপেতো ললিতপদাঞ্চ গিরং ধিষণাঞ্চ ॥ ২৯ ॥

বৃহস্পতি সপ্তমস্থানস্থিত হইলে শয্যা, রতিসুখ, ধন, ভোজন, পুষ্প, অশ্বাদিবাহন, সুন্দরপদযুক্ত বাক্য এবং বুদ্ধি এইসকল লাভ হইয়া থাকে। "ললিতপদবৃত্ত" ॥ ২৯ ॥

বন্ধং ব্যাধিঞ্চাষ্টমে শোকমুগ্রং মার্গক্লেশং মৃত্যুতুল্যাংশ্চ রোগান্। নৈপুণ্যাজ্ঞাপুত্রকর্ম্মার্থসিদ্ধিং ধর্ম্মে জীবঃ শালিনীনাঞ্চ লাভম্ ॥ ৩০ ॥

বৃহস্পতি অষ্টমস্থানস্থিত হইলে বন্ধন, পীড়া, অধিক শোক, পথে ক্লেশ এবং মৃত্যুতুল্য রোগ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি নবমস্থানস্থিত হইলে সকল কার্য্যে নিপুণত্ব, প্রভুত্ব, পুত্র, কর্ম্ম এবং অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। আর ধান্যযুক্ত উত্তম ভূমিলাভ হয়। "শালিনীবৃত্ত" ॥ ৩০ ॥

স্থানকল্যধনহা দশর্ক্ষগস্তৎপ্রদো ভবতি লাভগো গুরুঃ। দ্বাদশেঽধ্বনি বিলোমদুঃখভাগ্ যাতি যদ্যপি নরো রথোদ্ধতঃ ॥ ৩১ ॥

বৃহস্পতি দশমস্থানস্থিত হইলে স্থানত্যাগ, আরোগ্য এবং ধন বিনাশ করিয়া থাকে। একাদশস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে স্থানলাভ, আরোগ্য এবং ধন পুনঃপ্রাপ্ত হয়, আর দ্বাদশস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মানব বেগবান রথে আরোহনপূর্ব্বক গমন করিলেও দুঃখপ্রাপ্ত হইবে। "রথোদ্ধতবৃত্ত" ॥ ৩১ ॥

প্রথমগৃহোপগো ভৃগুসুতঃ স্মরোপকরণৈঃ সুরভিমনোজ্ঞগন্ধকুসুমাম্বরৈরুপচয়ম্। শয়নগৃহাসনাশনযুতস্য চানু কুরুতে সমদবিলাসিনীমুখসরোজষট্চরণতাম্ ॥ ৩২ ॥

শুক্র জন্মরাশিস্থ হইলে কামোদ্দীপন, সুগন্ধদ্রব্য, মনের আনন্দজনক গন্ধদ্রব্য, পুষ্প ও বস্ত্রলাভ হয় এবং শয্যা, গৃহ, আসন ও ভোজন এই সকলযুক্ত পুরুষ মদ্যপানোন্মত্তা স্ত্রীর মুখকমলে ভ্রমরের ন্যায় আসক্ত থাকে। "বিলাসিনীষট্পদীবৃত্ত" ॥ ৩২ ॥

শুক্রে দ্বিতীয়গৃহগে প্রসবার্থধান্যভূপালসন্মতিকুটুম্বহিতান্যবাপ্য। সংসেবতে কুসুমরত্নবিভূষিতশ্চ কামং বসন্ততিলকদ্যুতিমূর্দ্ধজোঽপি ॥ ৩৩ ॥

শুক্র দ্বিতীয়স্থান গত হইলে অপত্য, (পুত্র ও কন্যা) ধন, ধান্য, রাজার প্রীতি এবং কুটুম্বের কল্যাণ হয় এবং পুষ্প ও রত্নদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। আর বসন্তকালের তিলপুষ্পের কান্তির ন্যায় শ্বেতবর্ণ কেশযুক্ত হইলেও স্ত্রীসম্ভোগে রত থাকে। "বসন্ততিলকাবৃত্ত" ॥ ৩৩ ॥

আজ্ঞার্থমানাস্পদভূতিবস্ত্রশত্রুক্ষয়ান্ দৈত্যগুরুস্তৃতীয়ে। ধত্তে চতুর্থশ্চ সুহৃৎসমাজং রুদ্রেন্দ্রবজ্রপ্রতিমাঞ্চ শক্তিম্ ॥ ৩৪

শুক্র তৃতীয়স্থানে থাকিলে প্রভুত্ব, ধন, মান, স্থান, ঐশ্বর্য্য, বস্ত্রলাভ ও শত্রুনাশ হইয়া থাকে। শুক্র চতুর্থস্থানস্থিত হইলে মিত্রলাভ এবং রুদ্র, ইন্দ্র ও বজ্রসদৃশ শক্তিসম্পন্ন হয়। "ইন্দ্রবজ্রবৃত্ত" ॥ ৩৪ ॥

জনয়তি শুক্রঃ পঞ্চমসংস্থো গুরুপরিতোষং বন্ধুজনাপ্তিম্। সুতধনলব্ধিং মিত্রসহায়ান্ অনবসিতত্বঞ্চারিবলেষু ॥ ৩৫ ॥

শুক্র পঞ্চমস্থানস্থিত হইলে অতিশয় সন্তোষ, বন্ধুজনপ্রাপ্তি, পুত্র ও ধনলাভ হয়। আর মিত্র সহায় ও শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হয় না। "অনবশিতবৃত্ত" ॥ ৩৫ ॥

ষষ্ঠো ভৃগুঃ পরিভবরোগতাপদঃ স্ত্রীহেতুকং জনয়তি সপ্তমোঽশুভম্। যাতোঽষ্টমং ভবনপরিচ্ছদপ্রদো লক্ষ্মীবতীমুপনয়তি স্ত্রিয়ঞ্চ সঃ ॥ ৩৬ ॥

শুক্র ষষ্ঠস্থানস্থিত হইলে পরাজয়, রোগ এবং সন্তাপপ্রদান করে। শুক্র সপ্তমস্থানস্থিত হইলে স্ত্রীর নিমিত্ত অনিষ্ট হয়। আর শুক্র অষ্টমস্থানস্থিত হইলে গৃহ ও পরিবার এবং লক্ষ্মীযুক্ত স্ত্রীপ্রদান করে। "লক্ষ্মীবৃত্ত" ॥ ৩৬ ॥

নবমে তু ধর্ম্মবনিতাসুখভাগ্ ভৃগুজেঽর্থবস্ত্রনিচয়শ্চ ভবেৎ। দশমেঽবমানকলহান্নিয়মাৎ প্রমিতাক্ষরাণ্যপি বদন্ লভতে ॥ ৩৭ ॥

শুক্র নবমস্থানস্থিত হইলে ধর্ম্ম, স্ত্রী ও সুখ উপভোগ হইয়া থাকে। আর ধন ও বস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হয়, শুক্র দশমস্থানস্থিত হইলে অতি অল্প বাক্য বলিলেও অপমান ও কলহ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। "প্রমিত অক্ষরবৃত্ত" ॥ ৩৭ ॥

উপান্ত্যগো ভৃগোঃ সুতঃ সুহৃদ্ধনান্নগন্ধদঃ। ধনাম্বরাগমোঽন্ত্যগে স্থিরস্তু নাম্বরাগমঃ ॥ ৩৮ ॥

শুক্র একাদশস্থানস্থিত হইলে মিত্র, ধন, অন্ন এবং সুগন্ধদ্রব্য এই সকল প্রাপ্ত হয়। শুক্র দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে ধন ও বস্ত্রলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বস্ত্রলাভের স্থিরতা নাই ॥ "স্থিরবৃত্ত" ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে রবিজে বিষবহ্নিহতঃ স্বজনৈর্বিযুতঃ কৃতবন্ধবধঃ। পরদেশমুপৈত্যসুহৃদ্ভবনো বিমুখার্থসুতোঽটকদীনমুখঃ ॥৩৯

শনি জন্মরাশিস্থ হইলে বিষ ও অগ্নিদ্বারা পীড়িত, স্বজনরহিত, বদ্ধ ও বধযুক্ত, মিত্র ও গৃহরহিত এবং পুত্র ও ধননাশ হয়। আর পরিভ্রমণ করতঃ ক্লান্তমুখ হইয়া বিদেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "তোটকবৃত্ত" ॥ ৩৯ ॥

চারবশাদ্দ্বিতীয়গৃহগে দিনকরতনয়ে রূপসুখাববর্জ্জিত-তনুর্ব্বিগতমদবলঃ। অন্যগুণৈঃ কৃতং বসুচয়ং তদপি খলু ভবত্যস্কিব বংশপত্রপতিতং ন বহু ন চ চিরম্ ॥ ৪০ ॥

শনি দ্বিতীয়স্থানস্থিত হইলে রূপ ও সুখ শূন্যশরীর হয় এবং অহঙ্কার ও বলরহিত হইয়া থাকে, আর বিদ্যাদি গুণদ্বারা সঞ্চিত অর্থ ও বংশ, পত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল হয়, অর্থাৎ হস্তে অর্থ অতি অল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে। "বংশপত্রপতিতবৃত্ত" ॥ ৪০ ॥

সূর্য্যসুতে তৃতীয়গৃহগে ধনানি লভতে দাসপরিচ্ছদোষ্ট্রমহিষাশ্বকুঞ্জরখরান্। সদ্মবিভূতিসৌখ্যমমিতং গদব্যুপরমং ভীরুরপি প্রশাস্ত্যধি রিপুংশ্চ বীরললিতৈঃ ॥৪১

শনি তৃতীয়স্থানস্থিত হইলে ধন, দাস, পরিবার, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব, হস্তী, গর্দ্দভ, গৃহ ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বহুসুখ এবং রোগবিনাশ এইসকল হইয়া থাকে। আর ভীরু হইলেও বীরপুরুষের সহায়তায় প্রধান শত্রুকেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। "ললিতবৃত্ত" ॥ ৪১ ॥

চতুর্থং গৃহং সূর্য্যপুত্রেঽভ্যুপেতে সুহৃদ্বিত্তভার্য্যাদিভির্ব্বিপ্রযুক্তঃ। ভবত্যস্য সর্ব্বত্র চাসাধুতুষ্টং ভুজঙ্গপ্রয়াতানুকারঞ্চ চিত্তম্ ॥ ৪২ ॥

শনি চতুর্থস্থানস্থিত হইলে মিত্র, ধন, স্ত্রী ও পুত্ররহিত হইয়া থাকে। আর এই মানবের মন সর্ব্বদাই অসাধুভাবযুক্ত ও পাপকার্য্যে রত থাকে। আর তাহার গতি সর্পবৎ কুটিল হয় অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর হইয়া থাকে। "ভুজঙ্গপ্রয়াতবৃত্ত" ॥ ৪২ ॥

সুতধনপরিহীনঃ পঞ্চমস্থে প্রচুরকলহযুক্তশ্চার্কপুত্রে। বিনিহতরিপুরোগঃ ষষ্ঠযাতে পিবতি চ বনিতাশ্চ স্ত্রীপুটৌষ্ঠম্ ॥ ৪৩ ॥

শনি পঞ্চমস্থানে থাকিলে পুত্র ও ধনরহিত হয় এবং বহু কলহ হইয়া থাকে। শনি ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে শত্রু ও রোগনাশ হয়, আর সুন্দরী স্ত্রী উপভোগ হইয়া থাকে। "পুটবৃত্ত" ॥ ৪৩ ॥

গচ্ছত্যধ্বানং সপ্তমে চাষ্টমে চ হীনঃ স্ত্রীপুত্রৈঃ সূর্য্যজে দীনচেষ্টঃ। তদ্বদ্ধর্ম্মস্থে বৈরহৃদ্রোগবন্ধৈর্ধর্ম্মোঽপ্যুচ্ছিদ্যেদ্বৈশ্বদেবীক্রিয়াদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

শনি সপ্তমস্থানস্থিত হইলে লোক পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। শনি অষ্টমস্থানস্থিত হইলে পুত্র ও স্ত্রীরহিত এবং দীনচেষ্ট হইয়া থাকে। শনি নবমস্থানস্থিত হইলে গমন, স্ত্রীপুত্রহীন, দীনচেষ্ট হয়। আর শত্রু, হৃদ্রোগ ও বন্ধনবশত ধর্ম্মকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। "বৈশ্বদেবীবৃত্ত" ॥ ৪৪ ॥

কর্ম্মপ্রাপ্তির্দ্দশমেঽর্থক্ষয়শ্চ বিদ্যাকীর্ত্ত্যোঃ পরিহানিশ্চ সৌরে। তৈক্ষ্ণ্যং লাভে পরযোবার্থলাভশ্চান্তে প্রাপ্নোত্যপি শোকোর্ম্মিমালাম্ ॥ ৪৫ ॥

শনি দশমস্থানস্থিত হইলে কর্ম্মপ্রাপ্তি, দ্রব্যনাশ, বিদ্যা ও কীর্ত্তির হানি হয়। শনি একাদশস্থানস্থ হইলে উগ্রস্বভাব, অপরের স্ত্রী ও ধনলাভ হইয়া থাকে। শনি দ্বাদশস্থানে থাকিলে উপর্য্যুপরি বহু শোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "ঊর্ম্মিমালাবৃত্ত" ॥ ৪৫ ॥

অপি কালমপেক্ষ্য চ পাত্রং শুভকৃদ্বিদধাত্যনুরূপম্। ন মহো বহু কং কুড়বে চ বিসৃজত্যপি মেঘবিতানঃ ॥৪৬॥

শুভকারক গ্রহ, শুভদশাদিকাল ও মানবের অবস্থা এইসকল বিবেচনায় গোচরের শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। বসন্তকালে বহুতর বৃষ্টি বরিষণ হইলেও ছোটপাত্রে যে জল ধরে, তাহার অধিক ধরিতে পারে না। "মেঘবিতানবৃত্ত" ॥ ৪৬ ॥

রক্তৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তাম্রৈঃ কনকবৃষবকুলকুসুমৈর্দ্দিবাকরভূসুতৌ ভক্ত্যা পূজ্যাবিন্দুর্ধেন্বা সিতকুসুমরজতমধুরৈঃ সিতশ্চ মদপ্রদৈঃ। কৃষ্ণদ্রব্যৈঃ সৌরিঃ সৌম্যো মণিরজততিলককুসুমৈর্গুরুঃ পরিপীতকৈঃ প্রীতৈঃ পীড়া ন স্যাদুচ্চাদ্যদি পততি বিশতি যদি বা ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতম্ ॥৪৭॥

রবি ও মঙ্গলের শান্তির নিমিত্ত লালপুষ্প, সুগন্ধ দ্রব্য, রক্তচন্দনাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট চন্দন, তামা, সুবর্ণ, বৃষভ এবং বকুলপুষ্প, এই সকলদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। চন্দ্রের শান্তির নিমিত্ত ধেনু, শ্বেতপুষ্প, রৌপ্য, দধি, মধু, ঘৃত, শর্করাদি মধুর দ্রব্যদ্বারা পূজা করিবে। কামোদ্দীপক দ্রব্যদ্বারা শুক্রের পূজা করিবে। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা শনির পূজা করিবে। মণি, রৌপ্য, তিলের পুষ্প এই সকলদ্বারা বুধ গ্রহের পূজা করিবে। অশ্ব ও পীতবর্ণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা বৃহস্পতির পূজা করিবে। এই প্রকারে গ্রহ সমুদায়ের শান্তির জন্য পূজা করিলে মানব উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে বা সর্পের মধ্যে প্রবেশ করিলেও গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার কোনরূপ ক্লেশ হয় না। "ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতবৃত্ত" ॥ ৪৭ ॥

শময়োদ্গতামশুভদৃষ্টিমপি বিবুধবিপ্রপূজয়া। শান্তিজপনিয়মদানদমৈঃ সুজনাভিভাষণসমাগমৈস্তথা ॥৪৮॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্যালাপ ও সাধুসমাগম, এইসকলদ্বারা পাপগ্রহদিগের অশুভদৃষ্টির শান্তি হইয়া থাকে। "উদ্গতবৃত্ত" ॥ ৪৮ ॥

রবিভৌমৌ পূর্ব্বার্দ্ধে শশিসৌরৌ কথয়তোঽন্ত্যগৌ রাশেঃ। সদসল্লক্ষণমার্য্যা গীত্যুপগীত্যোর্যথাসংখ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

পণ্ডিতগণ বলেন রবি ও মঙ্গল রাশির পূর্ব্বার্দ্ধে (রাশিপ্রবেশকালে) এবং চন্দ্র ও শনি রাশির শেষার্দ্ধে থাকাকালে শুভাশুভ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। যেমন আর্য্যা ছন্দোন্তর্গত গীতি ও উপগীতি ছন্দ। "গীতিবৃত্ত" ॥ ৪৯ ॥

আদৌ যাদৃক্ সৌম্যঃ পশ্চাদপি তাদৃশো ভবতি। উপগীতের্ম্মাত্রাণাং গণবৎসংসম্প্রয়োগো বা ॥ ৫০ ॥

বুধ রাশিতে প্রবেশকাল হইতে শেষপর্য্যন্ত যতক্ষণ উক্ত রাশিতে অবস্থিতি করে, সেই সমস্তকালেই শুভাশুভ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। "উপগীতিছন্দ" ॥৫০॥

আর্য্যাণামপি কুরুতে বিনাশমন্তর্গুরুর্ব্বিষমসংস্থঃ।
গণ ইব ষষ্ঠে দৃষ্টশ্চ সর্ব্বলঘুতাং গতো নয়তি ॥ ৫১ ॥

গণনামক দেবতার পূজা না করিলে সাধুজনকে যেরূপ নাশ করে, সেইরূপ বৃহস্পতি অশুভ হইয়া রাশির মধ্যভাগে থাকিলে সাধুব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আর উক্ত বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানে থাকিলে মানব সর্ব্বত্র গৌরবহীন হইয়া থাকে। আর্য্যাছন্দের গণের মধ্যভাগে গুরু অক্ষর থাকিলে যেরূপ আর্য্যা ছন্দকে নাশ করে সেইরূপ জানিবে। "আর্য্যাবৃত্ত" ॥ ৫১ ॥

অশুভনিরীক্ষিতঃ শুভফলো বলিনা বলবান্ অশুভফলপ্রদশ্চ শুভদৃগ্বিষয়োপগতঃ। অশুভশুভাবপি স্বফলয়োর্ব্রজতঃ সমতাম্ ইদমপি গীতকঞ্চ খলু নর্কুটকঞ্চ যথা ॥ ৫২ ॥

শুভফলদাতা বলবান্ গ্রহ ও অশুভ ফলদাতা বলিষ্ঠ গ্রহদ্বারা দৃষ্ট হইলে অথবা অশুভ ফলবান গ্রহ ও শুভফলপ্রদ বলিষ্ঠ গ্রহদ্বারা দৃষ্ট হইলে এবং শুভগ্রহ একত্রে থাকিলে তাহাদিগের ফল একরূপই হয়। যেরূপ নর্কুটকবৃত্ত প্রাকৃত ও সংস্কৃতে সমান হইয়া থাকে সেইরূপ হয়। "নর্কুটকবৃত্ত" ॥ ৫২ ॥

নীচেঽরিভেঽস্তে চারিদৃষ্টস্য সর্ব্বং বৃথা যৎ পরিকীর্ত্তিতম্। পুরতোঽন্ধস্যেব ভামিন্যাঃ সবিলাসকটাক্ষনিরীক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥

নীচস্থানে, শত্রুগৃহে, সপ্তমস্থানে শত্রু গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার ফল ব্যর্থ হইয়া থাকে। যেরূপ অন্ধের নিকট সুন্দরী স্ত্রীর বিলাসযুক্ত কটাক্ষদৃষ্টি ব্যর্থ হয়, সেইরূপ জানিবে। "বিলাসবৃত্ত" ॥ ৫৩ ॥

সূর্য্যসুতোঽর্কফলসমশ্চন্দ্রসুতশ্ছন্দতঃ সমনুযাতি।
যথা স্কন্ধকমার্য্যগীতির্বৈতালীয়ঞ্চ মাগধী গাথার্য্যাম্ ॥৫৪

শনি সূর্য্যের সমানই শুভাশুভ ফলপ্রদান করে; আর শনি ৩।৬।১০।১১ স্থানে শুভ হয়, বুধসমীপস্থ গ্রহের অনুসারে শুভাশুভ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। যেরূপ সংস্কৃতের আর্য্যাগীতিবৃত্তই প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ বালভাষায় স্কন্ধকবৃত্ত, সেইরূপ বৈতালীয় বৃত্তমাগধী গাথা আর্য্যাছন্দের অনুগমন করে, আর সংস্কৃতের বৈতালীয়বৃত্ত সংস্কৃতছন্দ হইতে প্রাকৃত মাগধীগাথা আর্য্যাছন্দের অনুগমন করিয়া থাকে। ॥ ৫৪ ॥

সৌরোঽর্করশ্মিরাগাৎ সবিকারো লব্ধবৃদ্ধিরধিকতরম্।
পিত্তবদাচরতি নৃণাং পথ্যকৃতাং ন তু তথার্য্যাণাম্ ॥৫৫॥

শনি সূর্য্যকিরণে অস্তগত হইলে অশুভ ফলপ্রদান করেন, কিন্তু সাধুব্যক্তির অশুভ করেন না। "পথ্যা আর্য্যাবৃত্ত" ॥ ৫৫ ॥

যাদৃশেন গ্রহেণেন্দুর্যুক্তস্তাদৃগ্ ভবেৎ সোঽপি।
মনোবৃত্তিসমাযোগাদ্বিকার ইব বক্ত্রস্য ॥ ৫৬ ॥

চন্দ্র শুভাশুভ গ্রহের যোগে শুভাশুভ ফলপ্রদান করে, যেরূপ মনবৃত্তি হইতে সুখ হইয়া থাকে। "বক্ত্রবৃত্ত" ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চমং সর্ব্বপাদেষু সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
যদ্বৎশ্লোকাক্ষরং তদ্বল্লঘুতাং যাতি দুঃস্থিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকছন্দতে সকল চরণের পঞ্চম অক্ষর আর দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদের সপ্তম অক্ষর যেরূপ লঘু হয়, সেইরূপ অশুভস্থানে গ্রহ থাকিলে পুরুষ লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। "শ্লোকবৃত্ত" ॥ ৫৭ ॥

প্রকৃত্যাপি লঘুর্যশ্চ বৃত্তবাহ্যে ব্যবস্থিতঃ।
স যাতি গুরুতাং লোকে যদা স্যুঃ সুস্থিতা গ্রহাঃ ॥৫৮॥

স্বভাবত লঘু অর্থাৎ অসৎকুলোৎপন্ন ও দুঃখশীল মানবের যদি শুভস্থানে গ্রহ আসে, তাহাহইলে শ্রেষ্ঠলোক হইয়া থাকে। যেরূপ প্রকৃত লঘু অক্ষরও শ্লোকের চরণের শেষে থাকিলে গুরু হয় সেইরূপ জানিবে ॥ ৫৮ ॥

প্রারব্ধমসুস্থিতৈর্গ্রহৈর্যৎ কর্ম্মাত্মবিবৃদ্ধয়েঽবুধৈঃ।
বিনিহন্তি তদেব কর্ম্ম তান্ বৈতালীয়মিবাযথাকৃতম্ ॥৫৯॥

মূর্খ মানব স্বকীয় বৃদ্ধির নিমিত্ত অশুভস্থানে গ্রহ থাকিলেও যে কার্য্য আরম্ভ করে, সেই কার্য্যই উক্ত মানবের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ বৈতালীয় পূজা কার্য্য (ভূতপ্রেতসাধন কার্য্য) যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান না করিলে সেই ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সেইরূপ জানিবে। "বৈতালীয়বৃত্ত" ॥ ৫৯ ॥

সৌস্থিত্যমবেক্ষ্য যো গ্রহেভ্যঃ কালে প্রক্রমণং করোতি রাজা। অণুনাপি স পৌরুষেণ বৃত্তস্যৌপচ্ছন্দসিকস্য যাতি পারম্ ॥ ৬০ ॥

যে রাজা গ্রহ সকলের শুভস্থানে স্থিতি দেখিয়া আক্রমণ করেন, তিনি অল্প ক্ষমতা থাকিলেও বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

উপচয়ভবনোপযাতস্য ভানোর্দ্দিনে কারয়েদ্ধেমতাম্রাশ্বকাষ্ঠাস্থি-চর্ম্মোর্ণিকাদ্রিদ্রুম-ত্বগ্নখব্যাল-চৌরাযুধীয়াটবীক্রূররাজোপসেবাভিষেকৌষধক্ষৌমপণ্যাদিগোপালকান্তারবৈদ্যাশ্মকূটাবদাতাভিবিখ্যাতশূরাহবশ্লাঘ্যযাজ্যাগ্নিকার্য্যাণি সিধ্যন্তি লগ্নস্থিতে বা রবৌ। শিশিরকিরণবাসরে তস্য বাপ্যুদ্গমে কেন্দ্রসংস্থেঽথবা ভূষণং শঙ্খমুক্তাজরূপ্যাম্বুযজ্ঞেক্ষুভোজ্যাঙ্গনাক্ষীরসুস্নিগ্ধবৃক্ষক্ষুপানূপধান্যদ্রবদ্রব্যবিপ্রাশ্বশীতক্রিয়াশৃঙ্গিকৃষ্যাদিসেনাধিপাক্রন্দভূপালসৌভাগ্যনক্তঞ্চরশ্লৈষ্মিকদ্রব্যমাতঙ্গপুষ্পাম্বরারম্ভসিদ্ধির্ভবেৎ। ক্ষিতিতনয়দিনে প্রসিধ্যন্তি ধাত্বাকরাদীনি

অস্তে গুরুর্ধনবতীং দিনকৃদ্দরিদ্রাং চন্দ্রো ধনব্যয়করীং কুলটাঞ্চ রাহুঃ। সাধ্বীং ভৃগুঃ শশিসুতো বহুপুত্রপৌত্রাং পানপ্রসক্তহৃদয়াং রবিজঃ কুজশ্চ ॥ ১২ ॥

বিবাহলগ্নের দ্বাদশস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে কন্যা ধনযুক্তা, সূর্য্য থাকিলে দরিদ্রা, চন্দ্র থাকিলে ধননাশকারিণী, রাহু থাকিলে কুলটা, শুক্র থাকিলে পতিব্রতা, বুধ থাকিলে বহু পুত্র পৌত্রযুক্তা এবং শনি কিম্বা মঙ্গল থাকিলে কন্যা মদ্যপানরক্তা হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

গোপৈর্যষ্ট্যাহতানাং খুরপুটদলিতা যা তু ধূলির্দ্দিনান্তে সোদ্বাহে সুন্দরীণাং বিপুলধনসুতারোগ্যসৌভাগ্যকর্ত্রী। তস্মিন্ কালে ন চর্ক্ষং ন চ তিথিকরণং নৈব লগ্নং ন যোগঃ খ্যাতঃ পুংসাং সুখার্থং শময়তি দুরিতান্যুত্থিতং গোরজস্তু ॥ ১৩ ॥

দিবসের শেষভাগে গোপগণ যখন যষ্টিদ্বারা আঘাত করিতে করিতে গোসমূহকে গৃহে প্রত্যানয়ন করে, সেই সময় সেই গোপদিগের যষ্ট্যাহত গোসমূহের খুর-পুটদ্বারা বিদলিত ধূলিসমূহ যে আকাশমার্গে উত্থিত হয়, সেই সময়কে গোধূলি বলে। এই গোধূলিতে রমণীদিগের বিবাহ হইলে রমণীগণ অত্যন্ত ধনবতী, পুত্রবতী, আরোগ্যযুক্তা ও সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। গোধূলিসময়ে নক্ষত্র, তিথি, করণ, লগ্ন এবং যোগ কিছুরই বিচার আবশ্যক করে না। কারণ গোধূলি উত্থিত হইয়া সকলের পাপ রাশি বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ *

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং বিবাহপটলং নাম ত্র্যুত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রহগোচরাধ্যায়ঃ।

প্রায়েণ সূত্রেণ বিনাকৃতানি প্রকাশরন্ধ্রাণি চিরন্তনানি। রত্নানি শাস্ত্রাণি চ যোজিতানি নবৈর্গুণৈর্ভূষয়িতুং ক্ষমাণি ॥ ১ ॥

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সছিদ্র পুরাতন মুক্তা সকল সূত্রদ্বারা গ্রথিত করিলে যেরূপ ভূষণযোগ্য হয়, সেইরূপ নানাগ্রন্থের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত প্রাচীন শাস্ত্র সকল সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়া একস্থানে সংগৃহীত করিলে অধ্যয়নের সুবিধা হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

প্রায়েণ গোচরো ব্যবহার্য্যোঽতস্তৎ ফলানি বক্ষ্যামি। নানাবৃত্তৈস্তন্মে মুখচপলত্বং ক্ষমন্ত্বার্য্যাঃ ॥ ২ ॥

গ্রহদিগের গোচরফল মানবের প্রতি নানারূপ হইয়া থাকে, ঐ সকল গ্রহ গোচরফল নানাবিধ ছন্দে বলিব। অতএব পণ্ডিতগণ আমার এই মুখচপলত্ব ক্ষমা করিবেন ॥ ২ ॥

মাণ্ডব্যগিরং শ্রুত্বা ন মদীয়া রোচতেঽথবা নৈবম্। সাধ্বী তথা ন পুংসাং প্রিয়া যথা স্যাজ্জঘনচপলা ॥ ৩ ॥

যাঁহারা মাণ্ডব্যঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার বাক্য সন্তোষকর হইবে না, অথবা প্রীতিকর হইলেও হইতে পারে; যেহেতু এমন লোকও আছে যে, চঞ্চল নিতম্বা কুলটা স্ত্রীকে যেরূপ ভাল বাসে, সাধ্বীস্ত্রীকে সেইরূপ ভালবাসে না ॥ ৩ ॥

সূর্য্যঃ ষট্ত্রিদশস্থিতস্ত্রিদশষট্সপ্তাদ্যপশ্চন্দ্রমা জীবঃ সপ্তনবদ্বিপঞ্চমগতো বক্রার্কজৌ ষট্ত্রিগৌ। সৌম্যঃ ষড়্দ্বিচতুর্দ্দশাষ্টমগতঃ সর্ব্বেঽপ্যুপান্তে শুভাঃ শুক্রঃ সপ্তমষড়্দশর্ক্ষসহিতঃ শার্দূলবত্ত্রাসকৃৎ ॥ ৪ ॥

জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, তৃতীয় এবং দশমস্থানে রবি থাকিলে শুভ, আর চন্দ্র তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, সপ্তম এবং জন্মস্থ হইলে শুভ; জন্মরাশি হইতে বৃহস্পতি সপ্তম, নবম দ্বিতীয় এবং পঞ্চমস্থানস্থ হইলে শুভ; মঙ্গল এবং শনি ষষ্ঠ এবং তৃতীয়স্থানস্থ হইলে শুভ; বুধ ষষ্ঠ, দ্বিতীয়, চতুর্থ, দশম এবং অষ্টমস্থ হইলে শুভ; কিন্তু জন্মরাশি হইতে শুক্র সপ্তম, ষষ্ঠ এবং দশম রাশিস্থ হইলে অশুভ; জন্মরাশি হইতে একাদশস্থানে গ্রহগণ থাকিলে শুভ; আর রবিপ্রভৃতি সমস্ত গ্রহই একাদশস্থানে শুভ হইয়া থাকে। পরন্তু শুক্র সপ্তম, ষষ্ঠ ও দশমস্থানস্থ হইলে সিংহের ন্যায় ভয়জনক হইয়া থাকে, সুতরাং অশুভ। এই শ্লোকের ছন্দকে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ বলে ॥ ৪ ॥

জন্মন্যায়াসদোঽর্কঃ ক্ষপয়তি বিভবান্ কোষ্ঠরোগাধ্বদাতা বিত্তভ্রংশং দ্বিতীয়ে দিশতি চ ন সুখং বঞ্চনাং দৃগ্রুজঞ্চ। স্থানপ্রাপ্তিং তৃতীয়ে ধননিচয়মুদাকল্যকৃচ্চারিহন্তা রোগান্দত্তে চতুর্থে জনয়তি চ মুহুঃ স্রগ্ধরাভোগবিঘ্নম্ ॥ ৫ ॥

রবি জন্মরাশিস্থ হইলে উপদ্রব, ঐশ্বর্য্যনাশ, উদররোগ এবং পথভ্রমণ হইয়া থাকে। জন্মরাশি হইতে দ্বিতীয় স্থানে হইলে বিত্তনাশ, অসুখ, বঞ্চনা ও চক্ষুরোগ ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়স্থানে রবি হইলে স্থানলাভ, ধনাদি হইতে আনন্দ, অরোগিতা এবং শত্রুবিনাশক হইয়া থাকে। রবি চতুর্থস্থানস্থ হইলে রোগকারক ও স্ত্রীসম্ভোগ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উৎপাদক হয়। ছন্দের নাম "স্রগ্ধরাবৃত্ত" ॥ ৫ ॥

পীড়াঃ স্যুঃ পঞ্চমস্থে সবিতরি বহুশো রোগারিজনিতাঃ ষষ্ঠেঽর্কো হন্তি রোগান্ ক্ষপয়তি চ রিপূঞ্শোকাংশ্চ নুদতি। অধ্বানং সপ্তমস্থো জঠরগদভয়ং দৈন্যঞ্চ কুরুতে রুক্কাসৌ চাষ্টমস্থে ভবতি সুবদনা ন স্বাপি বনিতা ॥ ৬ ॥

রবি জন্মরাশি হইতে পঞ্চমস্থানস্থ হইলে রোগ ও শত্রু হইতে পীড়া

* গোরজো ধান্যধূলিশ্চ পুত্রত্তালিঙ্গনে রজঃ।
বিপ্রপাদরজো রাজন্! হন্তি দারুণদুষ্কৃতম্। মহাভারত।

হয়, ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে রোগনাশ, শত্রুক্ষয় এবং শোকনাশ হইয়া থাকে। রবি সূর্য্য সপ্তমস্থ হইলে পথভ্রমণ, উদররোগের ভয় ও দরিদ্রতা হয়। রবি অষ্টমস্থ হইলে কাসরোগ হয় এবং স্বকীয় সুন্দরী স্ত্রী ব্যবহারে আইসে না। ছন্দের নাম "সুবদনাবৃত্ত" ॥ ৬ ॥

রবাবাপদ্দৈন্যং রুগিতি নবমে চিত্তচেষ্টাবিরোধো জয়ং প্রাপ্নোত্যুগ্রং দশমগৃহগে কর্ম্মসিদ্ধিং ক্রমেণ। জয়ং স্থানং মানং বিভবমপি চৈকাদশে রোগনাশং সুবৃত্তানাং চেষ্টা ভবতি সফলা দ্বাদশে নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

রবি জন্মরাশি হইতে নবমস্থানস্থ হইলে বিপদ, দরিদ্রতা, রোগ ও মানসিক ক্লেশ হয়, রবি দশমস্থানস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ জয়লাভ, ক্রমে কার্য্যসিদ্ধি হয়, আর রবি একাদশস্থানস্থিত হইলে জয়, স্থান, সম্মান ঐশ্বর্য্য এবং রোগনাশ হইয়া থাকে, রবি দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে সৎপথাবলম্বী হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কার্য্যে সুফল ফলিয়া থাকে। অন্যথাচরণে ফল হইবেক না। "সুবৃত্তছন্দ" ॥ ৭ ॥

শশী জন্মন্যন্নপ্রবরশয়নাচ্ছাদনকরো দ্বিতীয়ে মানার্থৌ গ্লপয়তি সবিঘ্নশ্চ ভবতি। তৃতীয়ে বস্ত্রস্ত্রীধননিচয়সৌখ্যানি লভতে চতুর্থেহবিশ্বাসঃ শিখরিণি ভুজঙ্গেন সদৃশঃ ॥ ৮ ॥

চন্দ্র জন্ম হইলে ভোজন, উত্তমশয্যা এবং বস্ত্রলাভ হয়, চন্দ্র দ্বিতীয়স্থানস্থ হইলে সম্মান ও বিত্তনাশ হয় এবং নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। চন্দ্র তৃতীয়স্থানস্থ হইলে বস্ত্র, স্ত্রীধনসমূহ এবং সুখপ্রাপ্ত হয়, চন্দ্র চতুর্থস্থানস্থ হইলে পর্ব্বতস্থিত সর্পের নিকট গমন করিতে যেরূপ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ লোকের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্পের ন্যায় ভীমদর্শন হইয়া থাকে। "শিখরিণীবৃত্ত" ॥ ৮ ॥

দৈন্যং ব্যাধিং শুচমপি শশী পঞ্চমে মার্গবিঘ্নং ষষ্ঠে বিত্তং জনয়তি সুখং শত্রুরোগক্ষয়ঞ্চ। যানং মানং শয়নমশনং সপ্তমে বিত্তলাভং মন্দাক্রান্তে ফণিনি হিমগৌ চাষ্টমে ভীর্ন কস্য ॥ ৯ ॥

চন্দ্র পঞ্চমস্থানস্থ হইলে দরিদ্রতা, ব্যাধি, মানসিকপীড়া, শোক এবং পথের বিঘ্ন হইয়া থাকে। চন্দ্র ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে দ্রব্য, সুখভোগ, শত্রু এবং রোগনাশ হইয়া থাকে; চন্দ্র সপ্তমস্থানস্থ হইলে বাহন, পূজা, শয্যা, ভোজন এবং দ্রব্য এইসকল লাভ হয়; আর চন্দ্র অষ্টমস্থানস্থ হইলে অনিষ্ট ঘটনার আশঙ্কা সর্ব্বদা থাকে। "মন্দাক্রান্তাবৃত্ত" ॥ ৯ ॥

নবমগৃহগো বন্ধোদ্বেগশ্রমোদররোগকৃদ্দশমভবনে চাজ্ঞাকর্ম্মপ্রসিদ্ধিকরঃ। উপচয়সুহৃৎসংযোগার্থপ্রমোদমুপান্ত্যগো বৃষভচরিতান্দোবানন্তে করোতি হি সব্যয়ান্ ॥ ১০ ॥

চন্দ্র নবমস্থানস্থ হইলে বন্ধন, পরিশ্রম এবং উদররোগ হয়, চন্দ্র দশমস্থানস্থ হইলে প্রভুত্ব এবং কার্য্যসিদ্ধি হয়, একাদশস্থানস্থ হইলে মিত্রলাভ, সৌভাগ্য ও অর্থলাভ এবং আনন্দ হইয়া থাকে। আর চন্দ্র দ্বাদশস্থানস্থ হইলে বৃষভের পাদ ও শৃঙ্গদ্বারা তাড়নজনিত দুঃখভোগ হয় এবং ব্যয় হইয়া থাকে। "বৃষভচরিতবৃত্ত" ॥ ১০ ॥

কুজেঽভিঘাতঃ প্রথমে দ্বিতীয়ে নরেন্দ্রপীড়া কলহারিদোষৈঃ। ভৃশঞ্চ পিত্তানলরোগচৌরৈরুপেন্দ্রবজ্রপ্রতিমোঽপি যঃ স্যাৎ ॥ ১১ ॥

মঙ্গল জন্মরাশিস্থ হইলে উপদ্রব হয়, দ্বিতীয়স্থানস্থ হইলে রাজাকর্ত্তৃক পীড়া, কলহ ইত্যাদি ও শত্রু-দোষ এবং পিত্ত, অগ্নিজনিত রোগ ও চোর এইসকল দ্বারা অত্যন্ত দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এমন কি নারায়ণ এবং ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ক্ষমতাশালী হইলেও উহা ভোগ করিতে হইবে। "উপেন্দ্রবজ্রাবৃত্ত" ॥ ১১ ॥

তৃতীয়গশ্চৌরকুমারকেভ্যো ভৌমঃ সকাশাৎ ফলমাদধাতি। প্রদীপ্তিমাজ্ঞাং ধনমৌর্ণিকানি ধাত্বাকরাখ্যানি কিলাপরাণি ॥ ১২ ॥

মঙ্গল তৃতীয়স্থানস্থ হইলে চোর ও কুমার হইতে ধনলাভ হইয়া থাকে। আর কান্তি, প্রভুত্ব, ধন, কম্বলাদিবস্ত্র, সুবর্ণাদিধাতুর উৎপত্তি স্থান ও অন্যান্য স্থান প্রদান করিয়া থাকে। উপজাতিবৃত্ত" ॥ ১২ ॥

ভবতি ধরণিজে চতুর্থগে জ্বরজঠরগদাসৃগুদ্ভবঃ। কুপুরুষজনিতাচ্চ সঙ্গমাৎ প্রসভমপি করোতি চাশুভম্ ॥ ১৩

মঙ্গল চতুর্থস্থানস্থ হইলে জ্বর, উদররোগ ও রক্তস্রাব এইসকল রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে, আর দুষ্টপুরুষের সংসর্গে অধিক অমঙ্গল ভয় উৎপাদন করে। "প্রসভবৃত্ত" ॥ ১৩ ॥

রিপুগদকোপভয়ানি পঞ্চমে তনয়কৃতাশ্চ শুচো মহীসুতে। দ্যুতিরপি নাস্য চিরং ভবেৎ স্থিরা শিরসি কপেরিব মালতী কৃতা ॥ ১৪ ॥

মঙ্গল পঞ্চমস্থানস্থ হইলে শত্রু, রোগ, ক্রোধ, ভয় ও পুত্র হইতে ক্লেশ হইয়া থাকে। কিন্তু বানরের মস্তকে যেরূপ মালতীপুষ্পের মালা স্থির থাকে না, সেইরূপ তাহার (মানবের) তেজ থাকে না। "মালতীবৃত্ত" ॥ ১৪ ॥

রিপুভয়কলহৈর্ব্বিবর্জ্জিতঃ সকনকবিদ্রুমতাম্রকাগমঃ। রিপুভবনগতে মহীসুতে কিমপরবক্ত্রবিকারমীক্ষতে ॥ ১৫ ॥

মঙ্গল ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে শত্রুভয় ও কলহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, আর সুবর্ণ, প্রবাল ও তাম্র প্রাপ্তি হয় এবং এইরূপ পুরুষ কখনই অপরের অধীন হয় না। "অপর বক্ত্রবৃত্ত" ॥ ১৫ ॥

কলত্রকলহাক্ষিরুগ্জঠররোগকৃৎ সপ্তমে ক্ষরৎক্ষতজরুক্ষিতঃ ক্ষয়িতবিত্তমানোঽষ্টমে। কুজে নবমসংস্থিতে পরিভবার্থনাশাদিভির্ব্বিলম্বিতগতির্ভবত্যবলদেহধাতুক্রমৈঃ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল সপ্তমস্থানস্থ হইলে স্ত্রীর সহিত কলহ, চক্ষুরোগ ও উদররোগ হয়, মঙ্গল অষ্টমস্থানস্থ হইলে রক্তস্রাব হইয়া শরীর বিবর্ণ এবং ধন ও সম্মানরহিত হইয়া থাকে। মঙ্গল নবমস্থানস্থ হইলে পরাজয়, ধননাশ, পীড়া ইত্যাদিদ্বারা দুর্ব্বলতা ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতিদ্বারা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। "বিলম্বিতগতিবৃত্ত" ॥ ১৬ ॥

দশমগৃহগতে সমং মহীজে বিবিধধনাপ্তিরুপান্ত্যগে জয়শ্চ। জনপদমুপরিস্থিতশ্চ ভুঙ্‌ক্তে বনমিব ষট্‌চরণঃ সুপুষ্পিতাগ্রম্ ॥ ১৭ ॥

মঙ্গল দশমস্থানস্থিত হইলে অধিক সুখ বা অধিক দুঃখ হয় না, অর্থাৎ মধ্যমরূপ অবস্থায় থাকে কিন্তু অধিক ধনলাভ হইয়া থাকে। মঙ্গল একাদশস্থানস্থ হইলে নানাপ্রকার দ্রব্য লাভ এবং জয়লাভ হয়, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের মস্তকের উপর বাসযোগ্য হয় এবং ভ্রমর যেরূপ অরণ্যস্থ সমস্ত পুষ্পের মধু উপভোগ করে, সেইরূপ সমস্ত দেশ উপভোগ করিয়া থাকে। "পুষ্পিতাগ্রবৃত্ত" ॥ ১৭ ॥

নানাব্যয়ৈর্দ্বাদশগে মহীসুতে সন্তাপ্যতেঽনর্থশতৈশ্চ মানবঃ। স্ত্রীকোপপিত্তৈশ্চ সনেত্রবেদনৈর্য্যোঽপীন্দ্র-বংশাভিজনেন গর্ব্বিতঃ ॥ ১৮ ॥

মঙ্গল দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে মানব নানাপ্রকার ব্যয় ও বহুবিধ উপদ্রবদ্বারা সন্তাপযুক্ত হয়, আর ইন্দ্র বংশসম্ভূত হইলেও ক্রোধান্বিতা স্ত্রী, পিত্ত এবং নেত্রপীড়াদিদ্বারা দুঃখিত হইয়া থাকে। "ইন্দ্রবংশবৃত্ত" ॥ ১৮ ॥

দুষ্টবাক্যপিশুনাহিতভেদৈর্ব্বন্ধনৈঃ সকলহৈশ্চ হৃতস্বঃ। জন্মগে শশিসুতে পথি গচ্ছন্ স্বাগতেঽপি কুশলং ন শৃণোতি ॥ ১৯ ॥

বুধ জন্মরাশিতে থাকিলে দুষ্টবাক্য, দুর্জ্জন, শত্রু, ভেদ, বন্ধন ও কলহ, এইসকল দ্বারা নির্ধন হয় এবং পথভ্রমণ কালে অসন্তোষকর সংবাদ শ্রবণ করে। "স্বাগতাবৃত্ত" ॥ ১৯ ॥

পরিভবো ধনগতে ধনলব্ধিঃ সহজগে শশিসুতে সুহৃদাপ্তিঃ। নৃপতিশত্রুভয়শঙ্কিতচিত্তো দ্রুতপদং ব্রজতি দুশ্চরিতৈঃ স্বৈঃ ॥ ২০ ॥

বুধ দ্বিতীয়স্থানগত হইলে পরাজয় ও ধনলাভ হইয়া থাকে। বুধ তৃতীয়স্থানগত হইলে মিত্রপ্রাপ্তি, আর নৃপতিও শত্রু হইতে ভয় এবং স্বকীয় দুশ্চরিত্রাবশতঃ স্থানত্যাগ করিয়া থাকে। "দ্রুতপদবৃত্ত" ॥ ২০ ॥

চতুর্থগে স্বজনকুটুম্ববৃদ্ধয়ো ধনাগমো ভবতি চ শীতরশ্মিজে। সুতস্থিতে তনয়কলত্রবিগ্রহো নিষেবতে ন চ রুচিরামপি স্ত্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

বুধ চতুর্থস্থানস্থিত হইলে স্বজন ও কুটুম্বের বৃদ্ধি এবং ধনলাভ হইয়া থাকে। বুধ পঞ্চমস্থানস্থিত হইলে পুত্র ও স্ত্রীর সহিত কলহ হয় এবং স্ত্রী সুন্দরী হইলেও ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়। "রুচিরাবৃত্ত" ॥ ২১ ॥

সৌভাগ্যং বিজয়মথোন্নতিঞ্চ ষষ্ঠে বৈবর্ণ্যঃ কলহমতীব সপ্তমে জ্ঞঃ। মৃত্যুস্থে সুতজয়বস্ত্রবিত্তলাভা নৈপুণ্যং ভবতি মতিপ্রহর্ষণীয়ম্ ॥ ২২ ॥

বুধ ষষ্ঠস্থানস্থিত হইলে সৌভাগ্য, জয়লাভ এবং উন্নতি হইয়া থাকে। বুধ সপ্তমস্থান স্থিত হইলে বিবর্ণ ও কলহ অতিশয় হইয়া থাকে। বুধ অষ্টমস্থানস্থিত হইলে পুত্র, জয়লাভ, বস্ত্র, ধনলাভ হয় এবং সুখি ও ক্ষমবান হইবে। বুদ্ধির "প্রহর্ষনীয়বৃত্ত" ॥ ২২ ॥

বিঘ্নকরো নবমঃ শশিপুত্রঃ কর্ম্মগতো রিপুহা ধনদশ্চ। সপ্রমদং শয়নঞ্চ বিধত্তে তদ্‌গৃহদোঽথ কুথাস্তরণঞ্চ ॥ ২৩ ॥

বুধ নবমস্থানস্থিত হইলে সকল কার্য্যের বিঘ্ন জন্মায়, বুধ দশমস্থানস্থ হইলে শত্রু বিনাশক ও ধনদাতা হয়, আর স্ত্রীযুক্ত শয্যা ও স্ত্রীযুক্ত গৃহ এবং নানাবিধ রঙ্গের কম্বলাদিদ্বারা আস্তরণযুক্ত শয্যাপ্রদান করে। "দোধকবৃত্ত" ॥ ২৩ ॥

ধন-সুখ-সুতযোষিন্মিত্রবাহাপ্তিতুষ্টিস্তুহিনকিরণপুত্রে লাভগে মৃষ্টবাক্যঃ। রিপুপরিভবরোগৈঃ পীড়িতো দ্বাদশস্থে ন সহতি পরিভোক্তুং মালিনীযোগসৌখ্যম্ ॥ ২৪

বুধ একাদশস্থান স্থিত হইলে ধন, সুখ, পুত্র, স্ত্রী, মিত্র এবং অশ্বাদিযান, এইসকল লাভহেতু সন্তুষ্ট থাকে এবং সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়। বুধ দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে শত্রু হইতে পরাজয় ও পীড়িত হয় এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। "মালিনীবৃত্ত" ॥ ২৪ ॥

জীবে জন্মন্যপগতধনধীঃ স্থানভ্রষ্টো বহুকলহযুতঃ। প্রাপ্যার্থেঽর্থান্ ব্যয়িরপি কুরুতে কান্তাস্যাব্জে ভ্রমরবিলসিতম্ ॥ ২৫ ॥

বৃহস্পতি জন্মরাশি গত হইলে ধন ও বুদ্ধিলোপ এবং স্থানচ্যুত হয় ও কলহ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দ্বিতীয়স্থানস্থিত হইলে ধন ও স্ত্রীসম্ভোগ হয়। "ভ্রমরবিলসিতবৃত্ত" ॥ ২৫ ॥

স্থানভ্রংশাৎ কার্য্যবিঘাতাচ্চ তৃতীয়ে নৈকৈঃ ক্লেশৈর্ব্বন্ধুজনোত্থৈশ্চ চতুর্থে। জীবে শান্তিং পীড়িতচিত্তশ্চ স বিন্দেন্ নৈব গ্রামে নাপি বনে মত্তময়ূরে ॥ ২৬ ॥

বৃহস্পতি তৃতীয়স্থানস্থিত হইলে স্থানভ্রষ্ট, কার্য্যনাশাদিদ্বারা দুঃখিত চিত্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি চতুর্থস্থানস্থিত হইলে বন্ধুজনদ্বারা পীড়িত হওয়ায় গ্রামে বা অরণ্যে শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। "মত্তময়ূরবৃত্ত" ॥ ২৬ ॥

জনয়তি চ তনয়ভবনমুপগতঃ পরিজনশুভসুতকরিতুরগবৃষান্। সকনকপুরগৃহযুবতিবসনকৃন্ মণিগুণনিকরকৃদপি বিবুধগুরুঃ ॥ ২৭ ॥

বৃহস্পতি পঞ্চমস্থানস্থিত হইলে ভৃত্য, ধর্ম্মাদি শুভকর্ম্ম, পুত্র, গজ, অশ্ব এবং বলদ এইসকল লাভ হইয়া থাকে। আর সুবর্ণযুক্ত নগর, গৃহ, স্ত্রী ও বস্ত্র এইসকল প্রাপ্ত হয় এবং রত্ন ও বিদ্যালাভ করে। "মণিগুণনিকরবৃত্ত" ॥ ২৭ ॥

ন সখীবদনং তিলকোজ্জ্বলং ন ভবনং শিখিকোকিলনাদিতম্। হরিণপ্লুতশাববিচিত্রিতং রিপুগতে মনসঃ সুখদং গুরৌ ॥ ২৮ ॥

বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানস্থিত হইলে তিলকদ্বারা উজ্জ্বল সখীর মুখ এবং ময়ূর ও কোকিলদ্বারা শব্দিত ও উল্লম্ফনকারী হরিণশাবকশোভিত বনও মনের সুখকর হয় না। "হরিণপ্লুতবৃত্ত" ॥ ২৮ ॥

ত্রিদশগুরুঃ শয়নং রতিভোগং ধনমশনং কুসুমান্যুপবাহ্যম্। জনয়তি সপ্তমরাশিমুপেতো ললিতপদাঞ্চ গিরং ধিষণাঞ্চ ॥ ২৯ ॥

বৃহস্পতি সপ্তমস্থানস্থিত হইলে শয্যা, রতিসুখ, ধন, ভোজন, পুষ্প, অশ্বাদিবাহন, সুন্দরপদযুক্ত বাক্য এবং বুদ্ধি এইসকল লাভ হইয়া থাকে। "ললিতপদবৃত্ত" ॥ ২৯ ॥

বন্ধং ব্যাধিঞ্চাষ্টমে শোকমুগ্রং মার্গক্লেশং মৃত্যুতুল্যাংশ্চ রোগান্। নৈপুণ্যাজ্ঞাপুত্রকর্ম্মার্থসিদ্ধিং ধর্ম্মে জীবঃ শালিনীনাঞ্চ লাভম্ ॥ ৩০ ॥

বৃহস্পতি অষ্টমস্থানস্থিত হইলে বন্ধন, পীড়া, অধিক শোক, পথে ক্লেশ এবং মৃত্যুতুল্য রোগ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি নবমস্থানস্থিত হইলে সকল কার্য্যে নিপুণত্ব, প্রভুত্ব, পুত্র, কর্ম্ম এবং অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। আর ধান্যযুক্ত উত্তম ভূমিলাভ হয়। "শালিনীবৃত্ত" ॥ ৩০ ॥

স্থানকল্যধনহা দশর্ক্ষগস্তৎপ্রদো ভবতি লাভগো গুরুঃ। দ্বাদশেঽধ্বনি বিলোমদুঃখভাগ্ যাতি যদ্যপি নরো রথোদ্ধতঃ ॥ ৩১ ॥

বৃহস্পতি দশমস্থানস্থিত হইলে স্থানত্যাগ, আরোগ্য এবং ধন বিনাশ করিয়া থাকে। একাদশস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে স্থানলাভ, আরোগ্য এবং ধন পুনঃপ্রাপ্ত হয়, আর দ্বাদশস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মানব বেগবান রথে আরোহনপূর্ব্বক গমন করিলেও দুঃখপ্রাপ্ত হইবে। "রথোদ্ধতবৃত্ত" ॥ ৩১ ॥

প্রথমগৃহোপগো ভৃগুসুতঃ স্মরোপকরণৈঃ সুরভিমনোজ্ঞগন্ধকুসুমাম্বরৈরুপচয়ম্। শয়নগৃহাসনাশনযুতস্য চানু কুরুতে সমদবিলাসিনীমুখসরোজষট্চরণতাম্ ॥ ৩২ ॥

শুক্র জন্মরাশিস্থ হইলে কামোদ্দীপন, সুগন্ধদ্রব্য, মনের আনন্দজনক গন্ধদ্রব্য, পুষ্প ও বস্ত্রলাভ হয় এবং শয্যা, গৃহ, আসন ও ভোজন এই সকলযুক্ত পুরুষ মদ্যপানোন্মত্তা স্ত্রীর মুখকমলে ভ্রমরের ন্যায় আসক্ত থাকে। "বিলাসিনীত্বিপদীবৃত্ত" ॥ ৩২ ॥

শুক্রে দ্বিতীয়গৃহগে প্রসবার্থধান্যভূপালসন্নতিকুটুম্বহিতান্যবাপ্য। সংসেবতে কুসুমরত্নবিভূষিতশ্চ কামং বসন্ততিলকদ্যুতিমূর্দ্ধজোঽপি ॥ ৩৩ ॥

শুক্র দ্বিতীয়স্থান গত হইলে অপত্য, (পুত্র ও কন্যা) ধন, ধান্য, রাজার প্রীতি এবং কুটুম্বের কল্যাণ হয় এবং পুষ্প ও রত্নদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। আর বসন্তকালের তিলপুষ্পের কান্তির ন্যায় শ্বেতবর্ণ কেশযুক্ত হইলেও স্ত্রীসম্ভোগে রত থাকে। "বসন্ততিলকাবৃত্ত" ॥ ৩৩ ॥

আজ্ঞার্থমানাস্পদভূতিবস্ত্রশত্রুক্ষয়ান্ দৈত্যগুরুস্তৃতীয়ে। ধত্তে চতুর্থশ্চ সুহৃৎসমাজং রুদ্রেন্দ্রবজ্রপ্রতিমাঞ্চ শক্তিম্ ॥ ৩৪

শুক্র তৃতীয়স্থানে থাকিলে প্রভুত্ব, ধন, মান, স্থান, ঐশ্বর্য্য, বস্ত্রলাভ ও শত্রুনাশ হইয়া থাকে। শুক্র চতুর্থস্থানস্থিত হইলে মিত্রলাভ এবং রুদ্র, ইন্দ্র ও বজ্রসদৃশ শক্তিসম্পন্ন হয়। "ইন্দ্রবজ্রবৃত্ত" ॥ ৩৪ ॥

জনয়তি শুক্রঃ পঞ্চমসংস্থো গুরুপরিতোষং বন্ধুজনাপ্তিম্। সুতধনলব্ধিং মিত্রসহায়ান্ অনবসিতত্বঞ্চারিবলেষু ॥ ৩৫ ॥

শুক্র পঞ্চমস্থানস্থিত হইলে অতিশয় সন্তোষ, বন্ধুজনপ্রাপ্তি, পুত্র ও ধনলাভ হয়। আর মিত্র সহায় ও শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হয় না। "অনবশিতবৃত্ত" ॥ ৩৫ ॥

ষষ্ঠো ভৃগুঃ পরিভবরোগতাপদঃ স্ত্রীহেতুকং জনয়তি সপ্তমোঽশুভম্। যাতোঽষ্টমং ভবনপরিচ্ছদপ্রদো লক্ষ্মীবতীমুপনয়তি স্ত্রিয়ঞ্চ সঃ ॥ ৩৬ ॥

শুক্র ষষ্ঠস্থানস্থিত হইলে পরাজয়, রোগ এবং সন্তাপপ্রদান করে। শুক্র সপ্তমস্থানস্থিত হইলে স্ত্রীর নিমিত্ত অনিষ্ট হয়। আর শুক্র অষ্টমস্থানস্থিত হইলে গৃহ ও পরিবার এবং লক্ষ্মীযুক্ত স্ত্রীপ্রদান করে। "লক্ষ্মীবৃত্ত" ॥ ৩৬ ॥

নবমে তু ধর্ম্মবনিতাসুখভাগ্ ভৃগুজেঽর্থবস্ত্রনিচয়শ্চ ভবেৎ। দশমেঽবমানকলহান্নিয়মাৎ প্রমিতাক্ষরাণ্যপি বদন্ লভতে ॥ ৩৭ ॥

শুক্র নবমস্থানস্থিত হইলে ধর্ম্ম, স্ত্রী ও সুখ উপভোগ হইয়া থাকে। আর দন ও বস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হয়, শুক্র দশমস্থানস্থিত হইলে অতি অল্প বাক্য বলিলেও অপমান ও কলহ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। "প্রমিত অক্ষরবৃত্ত" ॥ ৩৭ ॥

উপান্ত্যগো ভৃগোঃ সুতঃ সুহৃদ্ধনান্নগন্ধদঃ। ধনাম্বরাগমোঽন্ত্যগে স্থিরস্তু নাম্বরাগমঃ ॥ ৩৮ ॥

শুক্র একাদশস্থানস্থিত হইলে মিত্র, ধন, অন্ন এবং সুগন্ধদ্রব্য এই সকল প্রাপ্ত হয়। শুক্র দ্বাদশস্থানস্থিত হইলে ধন ও বস্ত্রলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বস্ত্রলাভের স্থিরতা নাই। "স্থিরবৃত্ত" ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে রবিজে বিষবহ্নিহতঃ স্বজনৈর্ব্বিযুতঃ কৃতবন্ধবধঃ। পরদেশমুপৈত্যসুহৃদ্ভবনো বিমুখার্থসুতোঽটকদীনমুখঃ ॥ ৩৯

শনি জন্মরাশিস্থ হইলে বিষ ও অগ্নিদ্বারা পীড়িত, স্বজনরহিত, বন্ধ ও বধযুক্ত, মিত্র ও গৃহরহিত এবং পুত্র ও ধননাশ হয়। আর পরিভ্রমণ করতঃ ক্লান্তমুখ হইয়া বিদেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "তোটকবৃত্ত" ॥ ৩৯ ॥

চারবশাদ্দ্বিতীয়গৃহগে দিনকরতনয়ে রূপসুখাববর্জ্জিত-তনুর্ব্বিগতমদবলঃ। অন্যগুণৈঃ কৃতং বসুচয়ং তদপি খলু ভবত্যশ্বিব বংশপত্রপতিতং ন বহু ন চ চিরম্ ॥ ৪০ ॥

শনি দ্বিতীয়স্থানস্থিত হইলে রূপ ও সুখ শূন্যশরীর হয় এবং অহঙ্কার ও বলরহিত হইয়া থাকে, আর বিদ্যাদি গুণদ্বারা সঞ্চিত অর্থ ও বংশ, পত্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল হয়, অর্থাৎ হস্তে অর্থ অতি অল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে। "বংশপত্রপতিতবৃত্ত" ॥ ৪০ ॥

সূর্য্যসুতে তৃতীয়গৃহগে ধনানি লভতে দাসপরি-চ্ছদোষ্ট্রমহিষাশ্বকুঞ্জরখরান্। সদ্মবিভূতিসৌখ্যমমিতং গদব্যুপরমং ভীরুরপি প্রশাস্ত্যধি রিপুংশ্চ বীরললিতৈঃ ॥৪১॥

শনি তৃতীয়স্থানস্থিত হইলে ধন, দাস, পরিবার, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব, হস্তী, গর্দ্দভ, গৃহ ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বহুসুখ এবং রোগবিনাশ এইসকল হইয়া থাকে। আর ভীরু হইলেও বীরপুরুষের সহায়তায় প্রধান শত্রুকেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। "ললিতবৃত্ত" ॥ ৪১ ॥

চতুর্থং গৃহং সূর্য্যপুত্রেঽভ্যুপেতে সুহৃদ্বিত্তভার্য্যাদিভি-র্ব্বিপ্রযুক্তঃ। ভবত্যস্য সর্ব্বত্র চাসাধুত্তুষ্টং ভুজঙ্গপ্রযা-তানুকারঞ্চ চিত্তম্ ॥ ৪২ ॥

শনি চতুর্থস্থানস্থিত হইলে মিত্র, ধন, স্ত্রী ও পুত্ররহিত হইয়া থাকে। আর এই মানবের মন সর্ব্বদাই অসাধুভাবযুক্ত ও পাপকার্য্যে রত থাকে। আর তাহার গতি সর্পবৎ কুটিল হয় অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর হইয়া থাকে। "ভুজঙ্গপ্রয়াতবৃত্ত" ॥ ৪২ ॥

সুতধনপরিহীনঃ পঞ্চমস্থে প্রচুরকলহযুক্তশ্চার্কপুত্রে। বিনিহতরিপুরোগঃ ষষ্ঠযাতে পিবতি চ বনিতাশ্চ শ্রীপুটৌষ্ঠম্ ॥ ৪৩ ॥

শনি পঞ্চমস্থানে থাকিলে পুত্র ও ধনরহিত হয় এবং বহু কলহ হইয়া থাকে। শনি ষষ্ঠস্থানস্থ হইলে শত্রু ও রোগনাশ হয়, আর সুন্দরী স্ত্রী উপভোগ হইয়া থাকে। "পুটবৃত্ত" ॥ ৪৩ ॥

গচ্ছত্যধ্বানং সপ্তমে চাষ্টমে চ হীনঃ স্ত্রীপুত্রৈঃ সূর্য্যজে দীনচেষ্টঃ। তদ্বদ্ধর্ম্মস্থে বৈরহৃদ্রোগবন্ধৈর্ধর্ম্মো-ঽপ্যুচ্ছিদ্যেদ্বৈশ্বদেবীক্রিয়াদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

শনি সপ্তমস্থানস্থিত হইলে লোক পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। শনি অষ্টমস্থানস্থিত হইলে পুত্র ও স্ত্রীরহিত এবং দীনচেষ্ট হইয়া থাকে। শনি নবমস্থানস্থিত হইলে গমন, স্ত্রীপুত্রহীন, দীনচেষ্ট হয়। আর শত্রু, হৃদ্রোগ ও বন্ধনবশত ধর্ম্মকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। "বৈশ্বদেবীবৃত্ত" ॥ ৪৪ ॥

কর্ম্মপ্রাপ্তির্দ্দশমেঽর্থক্ষয়শ্চ বিদ্যাকীর্ত্ত্যোঃ পরিহানিশ্চ সৌরে। তৈক্ষ্ণ্যং লাভে পরযোষার্থলাভশ্চান্তে প্রাপ্নো-ত্যপি শোকোর্ম্মিমালাম্ ॥ ৪৫ ॥

শনি দশমস্থানস্থিত হইলে কর্ম্মপ্রাপ্তি, দ্রব্যনাশ, বিদ্যা ও কীর্ত্তির হানি হয়। শনি একাদশস্থানস্থ হইলে উগ্রস্বভাব, অপরের স্ত্রী ও ধনলাভ হইয়া থাকে। শনি দ্বাদশস্থানে থাকিলে উপর্য্যুপরি বহু শোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "ঊর্ম্মিমালাবৃত্ত" ॥ ৪৫ ॥

অপি কালমপেক্ষ্য চ পাত্রং শুভকৃদ্বিদধাত্যনুরূপম্। ন মধৌ বহু কং কুড়বে চ বিসৃজত্যপি মেঘবিতানঃ ॥৪৬॥

শুভকারক গ্রহ, শুভদশাদিকাল ও মানবের অবস্থা এইসকল বিবেচনায় গোচরের শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে। বসন্তকালে বহুতর বৃষ্টি বরিষণ হইলেও ছোটপাত্রে যে জল ধরে, তাহার অধিক ধরিতে পারে না। "মেঘবিতানবৃত্ত" ॥ ৪৬ ॥

রক্তৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈস্তাম্রৈঃ কনকবৃষবকুলকুসুমৈর্দ্দিবা-করভূমৌ ভক্ত্যা পূজ্যাবিন্দুর্ধেন্বা সিতকুসুমরজতমধুরৈঃ সিতশ্চ মদপ্রদৈঃ। কৃষ্ণদ্রব্যৈঃ সৌরিঃ সৌম্যো মণি-রজততিলককুসুমৈর্গুরুঃ পরিপীতকৈঃ প্রীতৈঃ পীড়া ন স্যাদুচ্চাদ্যদি পততি বিশতি যদি বা ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতম্ ॥৪৭॥

রবি ও মঙ্গলের শান্তির নিমিত্ত লালপুষ্প, সুগন্ধ দ্রব্য, রক্তচন্দনাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট চন্দন, তামা, সুবর্ণ, বৃষভ এবং বকুলপুষ্প, এই সকলদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। চন্দ্রের শান্তির নিমিত্ত ধেনু, শ্বেতপুষ্প, রৌপ্য, দধি, মধু, ঘৃত, শর্করাদি মধুর দ্রব্যদ্বারা পূজা করিবে। কামো-দ্দীপক দ্রব্যদ্বারা শুক্রের পূজা করিবে। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা শনির পূজা করিবে। মণি, রৌপ্য, তিলের পুষ্প এই সকলদ্বারা বুধ গ্রহের পূজা করিবে। অশ্ব ও পীতবর্ণ গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা বৃহস্পতির পূজা করিবে। এই প্রকারে গ্রহ সমুদায়ের শান্তির জন্য পূজা করিলে মানব উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে বা সর্পের মধ্যে প্রবেশ করিলেও গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার কোনরূপ ক্লেশ হয় না। "ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতবৃত্ত" ॥ ৪৭ ॥

শময়োদ্গতামশুভদৃষ্টিমপি বিবুধবিপ্রপূজয়া। শান্তিজপনিয়মদানদমৈঃ সুজনাভিভাষণসমাগমৈস্তথা ॥৪৮॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্যালাপ ও সাধু-সমাগম, এইসকলদ্বারা পাপগ্রহদিগের অশুভদৃষ্টির শান্তি হইয়া থাকে। "উদ্গতবৃত্ত" ॥ ৪৮ ॥

রবিভৌমৌ পূর্ব্বার্দ্ধে শশিসৌরৌ কথয়তোঽন্ত্যগৌ রাশেঃ। সদসল্লক্ষণমার্য্যা গীত্যুপগীত্যোর্যথাসংখ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

পণ্ডিতগণ বলেন রবি ও মঙ্গল রাশির পূর্ব্বার্দ্ধে (রাশিপ্রবেশকালে) এবং চন্দ্র ও শনি রাশির শেষার্দ্ধে থাকাকালে শুভাশুভ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। যেমন আর্য্যা ছন্দোন্তর্গত গীতি ও উপগীতি ছন্দ। "গীতিবৃত্ত" ॥ ৪৯ ॥

আদৌ যাদৃক্ সৌম্যঃ পশ্চাদপি তাদৃশো ভবতি। উপগীতের্ম্মাত্রাণাং গণবৎসংসম্প্রয়োগো বা ॥ ৫০ ॥

বুধ রাশিতে প্রবেশকাল হইতে শেষপর্য্যন্ত যতক্ষণ উক্ত রাশিতে অবস্থিতি করে, সেই সমস্তকালেই শুভাশুভ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। "উপগীতিছন্দ" ॥৫০॥

আর্য্যাণামপি কুরুতে বিনাশমন্তগুরুর্ব্বিষমসংস্থঃ।
গণ ইব ষষ্ঠে দৃষ্টশ্চ সর্ব্বলঘুতাং গতো নয়তি ॥ ৫১ ॥

গণনামক দেবতার পূজা না করিলে সাধুজনকে যেরূপ নাশ করে, সেইরূপ বৃহস্পতি অশুভ হইয়া রাশির মধ্যভাগে থাকিলে সাধুব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আর উক্ত বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানে থাকিলে মানব সর্ব্বত্র গৌরবহীন হইয়া থাকে। আর্য্যাছন্দের গণের মধ্যভাগে গুরু অক্ষর থাকিলে যেরূপ আর্য্যা ছন্দকে নাশ করে সেইরূপ জানিবে। "আর্য্যাবৃত্ত" ॥ ৫১ ॥

অশুভনিরীক্ষিতঃ শুভফলো বলিনা বলবান্ অশুভফলপ্রদশ্চ শুভদৃষ্টিয়োপগতঃ। অশুভশুভাবপি স্বফলয়োর্ব্রজতঃ সমতাম্ ইদমপি গীতকঞ্চ খলু নর্কুটকঞ্চ যথা ॥ ৫২ ॥

শুভফলদাতা বলবান্ গ্রহ ও অশুভ ফলদাতা বলিষ্ঠ গ্রহদ্বারা দৃষ্ট হইলে অথবা অশুভ ফলবান গ্রহ ও শুভফলপ্রদ বলিষ্ঠ গ্রহদ্বারা দৃষ্ট হইলে এবং শুভগ্রহ একত্রে থাকিলে তাহাদিগের ফল একরূপই হয়। যেরূপ নর্কুটকবৃত্ত প্রাকৃত ও সংস্কৃতে সমান হইয়া থাকে সেইরূপ হয়। "নর্কুটকবৃত্ত" ॥ ৫২ ॥

নীচেঽরিভেঽস্তে চারিদৃষ্টস্য সর্ব্বং বৃথা যৎ পরিকীর্ত্তিতম্। পুরতোঽন্ধস্যেব ভামিন্যাঃ সবিলাসকটাক্ষনিরীক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥

নীচস্থানে, শত্রুগৃহে, সপ্তমস্থানে শত্রু গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার ফল ব্যর্থ হইয়া থাকে। যেরূপ অন্ধের নিকট সুন্দরী স্ত্রীর বিলাসযুক্ত কটাক্ষদৃষ্টি ব্যর্থ হয়, সেইরূপ জানিবে। "বিলাসবৃত্ত" ॥ ৫৩ ॥

সূর্য্যসুতোঽর্কফলসমশ্চন্দ্রসুতশ্ছন্দতঃ সমনুযাতি।
যথা স্কন্ধকমার্য্যগীতির্বৈতালীয়ঞ্চ মাগধী গাথার্য্যাম্ ॥৫৪

শনি সূর্য্যের সমানই শুভাশুভ ফলপ্রদান করে; আর শনি ৩।৬।১০।১১ স্থানে শুভ হয়, বুধসমীপস্থ গ্রহের অনুসারে শুভাশুভ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। যেরূপ সংস্কৃতের আর্য্যাগীতিবৃত্তই প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ বালভাষায় স্কন্ধকবৃত্ত, সেইরূপ বৈতালীয় বৃত্তমাগধী গাথা আর্য্যাছন্দের অনুগমন করে, আর সংস্কৃতের বৈতালীয়বৃত্ত সংস্কৃতছন্দ হইতে প্রাকৃত মাগধীগাথা আর্য্যাছন্দের অনুগমন করিয়া থাকে। ॥ ৫৪ ॥

সৌরোঽর্করশ্মিরাগাৎ সবিকারো লব্ধবৃদ্ধিরধিকতরম্।
পিত্তবদাচরতি নৃণাং পথ্যকৃতাং ন তু তথার্য্যাণাম্ ॥৫৫॥

শনি সূর্য্যকিরণে অস্তগত হইলে অশুভ ফলপ্রদান করেন, কিন্তু সাধুব্যক্তির অশুভ করেন না। "পথ্যা আর্য্যাবৃত্ত" ॥ ৫৫ ॥

যাদৃশেন গ্রহেণেন্দুর্যুক্তস্তাদৃগ্ ভবেৎ সোঽপি।
মনোবৃত্তিসমাযোগাদ্বিকার ইব বক্তৃস্য ॥ ৫৬ ॥

চন্দ্র শুভাশুভ গ্রহের যোগে শুভাশুভ ফলপ্রদান করে, যেরূপ মনঃবৃত্তি হইতে সুখ হইয়া থাকে। "বক্তৃবৃত্ত" ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চমং সর্ব্বপাদেষু সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
যদ্বৎশ্লোকাক্ষরং তদ্বল্লঘুতাং যাতি দুঃস্থিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকছন্দতে সকল চরণের পঞ্চম অক্ষর আর দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদের সপ্তম অক্ষর যেরূপ লঘু হয়, সেইরূপ অশুভস্থানে গ্রহ থাকিলে পুরুষ লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। "শ্লোকবৃত্ত" ॥ ৫৭ ॥

প্রকৃত্যাপি লঘুর্যশ্চ বৃত্তবাহ্যে ব্যবস্থিতঃ।
স যাতি গুরুতাং লোকে যদা স্যুঃ সুস্থিতা গ্রহাঃ ॥৫৮॥

স্বভাবত লঘু অর্থাৎ অসৎকুলোৎপন্ন ও দুঃখশীল মানবের যদি শুভস্থানে গ্রহ আসে, তাহাহইলে শ্রেষ্ঠলোক হইয়া থাকে। যেরূপ প্রকৃত লঘু অক্ষরও শ্লোকের চরণের শেষে থাকিলে গুরু হয় সেইরূপ জানিবে ॥ ৫৮ ॥

প্রারব্ধমসুস্থিতৈর্গ্রহৈর্যৎ কর্ম্মাত্মবিবৃদ্ধয়েঽবুধৈঃ।
বিনিহন্তি তদেব কর্ম্ম তান্ বৈতালীয়মিবাযথাকৃতম্ ॥৫৯॥

মূর্খ মানব স্বকীয় বৃদ্ধির নিমিত্ত অশুভস্থানে গ্রহ থাকিলেও যে কার্য্য আরম্ভ করে, সেই কার্য্যই উক্ত মানবের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ বৈতালীয় পূজা কার্য্য (ভূতপ্রেতসাধন কার্য্য) যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান না করিলে সেই ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সেইরূপ জানিবে। "বৈতালীয়বৃত্ত" ॥ ৫৯ ॥

সৌস্থিত্যমবেক্ষ্য যো গ্রহেভ্যঃ কালে প্রক্রমণং করোতি রাজা। অণুনাপি স পৌরুষেণ বৃত্তস্যৌপচ্ছন্দসিকস্য যাতি পারম্ ॥ ৬০ ॥

যে রাজা গ্রহ সকলের শুভস্থানে স্থিতি দেখিয়া আক্রমণ করেন, তিনি অল্প ক্ষমতা থাকিলেও বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

উপচয়ভবনোপযাতস্য ভানোর্দ্দিনে কারয়েদ্ধেমতাম্রাশ্বকাষ্ঠাস্থি-চর্ম্মোর্ণিকাদ্রিদ্রুম-ত্বগ্নখব্যাল-চৌরাযুধীয়াটবীক্রূররাজোপসেবাভিষেকৌষধক্ষৌমপণ্যাদিগোপালকান্তারবৈদ্যাশ্মকূটাবদাতাভিবিখ্যাতশূরাহবশ্লাঘ্যযাজ্যাগ্নিকার্য্যাণি সিধ্যন্তি লগ্নস্থিতে বা রবৌ। শিশিরকিরণবাসরে তস্য বাপ্যুদ্গমে কেন্দ্রসংস্থেঽথবা ভূষণং শঙ্খমুক্তাজরূপ্যাম্বুযজ্ঞেক্ষুভোজ্যাঙ্গনাক্ষীরসুস্নিগ্ধবৃক্ষক্ষুপানূপধান্যদ্রবদ্রব্যবিপ্রাশ্বশীতক্রিয়াশৃঙ্গিকৃষ্যাদিসেনাধিপাক্রন্দভূপালসৌভাগ্যনক্তঞ্চরশ্লৈষ্মিকদ্রব্যগাতঙ্গপুষ্পাম্বরারম্ভসিদ্ধির্ভবেৎ। ক্ষিতিতনয়দিনে প্রসিধ্যন্তি ধাত্বাকরাদীনি

সর্ব্বাণি কার্য্যাণি চামীকরাগ্নিপ্রবালায়ুধক্রৌর্য্যচৌর্য্যাভিঘাতাটবীদুর্গসেনাধিকারাস্তথা রক্তপুষ্পদ্রুমা রক্তমন্যচ্চ তিক্তং কটুদ্রব্যকূটহিপাশার্জ্জিতস্বাঃ কুমারা ভিষক্ছাক্যভিক্ষুক্ষপাবৃত্তিকৌশেয়শাঠ্যানি সিধ্যন্তি দম্ভাস্তথা। হরিতমণিমহীসুগন্ধীনি বস্ত্রাণি সাধারণং নাটকং শাস্ত্রবিজ্ঞানকাব্যানি সর্ব্বাঃ কলা যুক্তয়ো মন্ত্রধাতুক্রিয়াবাদনৈপুণ্যপণ্যব্রতযোগদূতাস্তায়ুষ্যমায়ানৃতস্নানহ্রস্বানি দীর্ঘাণি মধ্যানি চ চ্ছন্দনশ্চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াতানুকারীণি কার্য্যাণি সিধ্যন্তি সৌম্যস্য লগ্নেঽহ্নি বা ॥ ৬১ ॥

সূর্য্য উপচয় অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশস্থানে থাকিলে, রবিবারে অথবা রবি লগ্নস্থ হইলে সুবর্ণ, তাম্র, অশ্ব, কাষ্ঠ, অস্থি, চর্ম্ম, কম্বলাদি ঊর্ণাবস্ত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, ত্বক (ছাল) নখ, ব্যাল (সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, উন্মত্ত হস্তী. হিংস্র পশু), চোর ও শস্ত্র, অরণ্য, ক্রূর, রাজসেবা, অভিষেক, ঔষধ, ক্ষৌমবস্ত্র, (ছাল ও শণের বস্ত্র), রাজকীয় কার্য্য, অহির. দুর্গমবন, বৈদ্য, অশ্মকূট (প্রস্তর ভস্ম), শ্লাঘ্য, প্রসিদ্ধ বীর, যুদ্ধ, স্তব, যজ্ঞীয় কার্য্য এবং অগ্নিকার্য্য এই সকল সম্বন্ধীয় কার্য্য করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সোমবারে বা কর্কট লগ্নে অথবা চন্দ্রকেন্দ্রস্থ অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ স্থানে থাকিলে অলঙ্কার, শঙ্খ, মণি, পদ্ম, রৌপ্য, যজ্ঞ, ভোজন, স্ত্রী, ক্ষীর, সজীব বৃক্ষ, জলস্থান, ধান্য, দ্রবদ্রব্য, ব্রাহ্মণ, অশ্ব, শীতদ্রব্য সেবন, বলদ, কৃষিকার্য্য, সেনাপতি, বীরশব্দ, রাজা, সৌভাগ্যকরণ, চোর, শ্লৈষ্মিকপদার্থ, পুষ্প এবং বস্ত্র, এই সকল সম্বন্ধীয় কার্য্য আরম্ভ করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গলবারে ধাতুর আকরসম্বন্ধীয় কার্য্য, সুবর্ণ. অগ্নি, প্রবাল. অস্ত্র, ক্রূরত্ব, চৌর্য্য, উপদ্রব, অরণ্য, পর্ব্বতাদি দুর্গ, সেনাধিকার, লালপুষ্পের বৃক্ষ, অপর লালদ্রব্য, নিম্বাদি তিক্তদ্রব্য, মরিচাদি কটুদ্রব্য, দম্ভ, সর্পচ্ছেদনের নিমিত্ত অস্ত্র, কুমার, বৈদ্য, জৈনমতাবলম্বী কার্য্য, রাত্রিকালে বিচরণ, পট্টবস্ত্র, পরকার্য্যবিমুখত্ব ও অহঙ্কার এই সকল সম্বন্ধে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। বুধলগ্নেও বুধবারে হরিৎমণি, ভূমি, সুগন্ধিদ্রব্য, বস্ত্র, সাধারণ নাটকশাস্ত্র, আধ্যাত্মিককাব্য (বেদান্তশাস্ত্র), সকলপ্রকার কলা, যুক্তি, মন্ত্র ও ধাতুর কার্য্য, বাদ, নিপুণতা, পুণ্যধর্ম্ম, ব্রতগ্রহণ, দূত, আয়ুস্কর কার্য্য, ছলব্যবহার, অসত্য, স্নান, হ্রস্ব, দীর্ঘ, মধ্য, পরচিত্তগ্রহণ, অতি বৃষ্টি এবং আগমন এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। "চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াতদণ্ডকবৃত্ত" ॥ ৬১ ॥

সুরগুরুদিবসে কনকং রজতং তুরগাঃ করিণো বৃষভা ভিষগোষধয়ঃ। দ্বিজপিতৃসুরকার্য্যপুরঃস্থিতধর্ম্মনিবারণচামরভূষণভূপতয়ঃ। বিবুধভবনধর্ম্মসমাশ্রয়মঙ্গলশাস্ত্রমনোজ্জ্বলপ্রদসত্যগিরঃ। ব্রতহবনধনানি চ সিদ্ধিকরাণি তথা রুচিরাণি চ বর্ণকদণ্ডকবৎ ॥ ৬২ ॥

বৃহস্পতিবারে সুবর্ণ, রৌপ্য, অশ্ব, হস্তী, বলদ. বৈদ্য, ঔষধী, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ এবং দেবতা; এই সকলের কার্য্য ও সিপাহী, ছত্রাদি আতপবারণ, চামর, অলঙ্কার, রাজা, দেবগৃহ, ধর্ম্মাশ্রয়, শুভকার্য্য, শাস্ত্র, মনোজ্ঞ, বলপ্রদ, সত্যবাণী, ব্রত, হোম ও ধন এই সকল কার্য্য আর রঞ্জিত পতাকার যষ্টি এইসকল সিদ্ধি হইয়া থাকে। "বর্ণকদণ্ডকবৃত্ত" ॥ ৬২

ভৃগুসুতদিবসে চ চিত্রবস্ত্রবৃষ্যবেশ্যাকামিনীবিলাসহাসযৌবনোপভোগরম্যভূময়ঃ। স্ফটিকরজতমন্মথোপচারবাহনেক্ষুশারদপ্রকারগোবণিক্কৃষীবলৌষধাম্বুজানি চ। সবিতৃসুতদিনে চ কারয়েন্মহিষ্যজোষ্ট্রকৃষ্ণলোহদাসবৃদ্ধনীচকর্ম্মপক্ষিচৌরপাশিকান্। চ্যুতবিনয়বিশীর্ণভাণ্ডহস্ত্যপেক্ষবিঘ্নকারণানি চান্যথা ন সাধয়েৎ সমুদ্রগোঽপ্যপাং কণম্ ॥ ৬৩ ॥

শুক্রবারে চিত্রকর্ম্ম, বস্ত্র, বৃষ্যকারক অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ ব্যবহার, বেশ্যা, স্ত্রী, ক্রীড়া, হাস্য, সুরতকার্য্য, যৌবনোপভোগজন্য মনোহর ভূমি, অর্থাৎ বাগান ইত্যাদি, স্ফটিক, রৌপ্য, কামোপকরণদ্রব্য, বাহন, শরৎঋতুসম্বন্ধীয় কার্য্য, গো, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, ঔষধ এবং পদ্ম এই সকল কার্য্য করিবে। শনিবারে মহিষ, ছাগ, উষ্ট্র, শস্ত্র, দাস, বৃদ্ধ, নীচকর্ম্ম, পক্ষী. চোর, পাশব্যবসায়ীর কার্য্য, বিনয়চ্যুতি. ভগ্নভাণ্ড, হস্তীসম্বন্ধীয় কার্য্য এবং বিঘ্নকারণ; এইসকল কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। অপর কার্য্য সিদ্ধি হয় না, সমুদ্রতীরগামী ব্যক্তি যেরূপ সমুদ্রের জল উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সকল কার্য্যভিন্ন অন্য কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না। "সমুদ্রদণ্ডকবৃত্ত" ॥ ৬৩ ॥

বিপুলামপি বুদ্ধ্বা ছন্দোবিচিতিং ভবতি কার্য্যমেতাবৎ। শ্রুতিসুখদবৃত্তসংগ্রহমিমমাহ বরাহমিহিরোঽতঃ ॥ ৬৪ ॥

আমি শ্রীবরাহমিহির নানাপ্রকার ছন্দ শাস্ত্র অবগত হইয়া শ্রুতিসুখকরবৃত্ত সংগ্রহকরতঃ এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করিয়াছি। "বিপুলার্য্যাবৃত্ত" ॥ ৬৪

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং গ্রহগোচরাধ্যায়ো নাম চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ নক্ষত্রপুরুষব্রতং।

পাদৌ মূলং জঙ্ঘে চ রোহিণী তথাশ্বিন্যঃ।
ঊরূ চাষাঢ়াদ্বয়ম্ অথ গুহ্যং ফল্গুনীযুগ্মম্ ॥ ১ ॥

নক্ষত্র পুরুষের পাদ মূলানক্ষত্র, জঙ্ঘাদ্বয় রোহিণী, ঠাং অশ্বিনী, ঊরুদ্বয় পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া, গুহ্য পূর্ব্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনী ॥ ১ ॥

কটিরপি চ কৃত্তিকা পার্শ্বয়োশ্চ যমলা ভবন্তি ভদ্রপদাঃ।
কুক্ষিস্থা রেবত্যো বিজ্ঞেয়মুরোঽনুরাধা চ ॥ ২ ॥

কটীদেশ কৃত্তিকা, পার্শ্বভাগ পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ, কুক্ষিদেশ রেবতী, বক্ষস্থলের প্রশস্ততা অনুরাধানক্ষত্র ॥ ২ ॥

পৃষ্ঠং বিদ্ধি ধনিষ্ঠা ভুজৌ বিশাখাং স্মৃতৌ করৌ হস্তঃ।
অঙ্গুল্যশ্চ পুনর্ব্বসুরাশ্লেষাসংজ্ঞিতাশ্চ নখাঃ ॥ ৩ ॥

পৃষ্ঠদেশ ধনিষ্ঠানক্ষত্র, ভুজদ্বয় বিশাখানক্ষত্র, হস্ত ও হস্তাঙ্গুলী পুনর্ব্বসুনক্ষত্র এবং নখ সকল অশ্লেষানক্ষত্র ॥ ৩ ॥

গ্রীবা জ্যেষ্ঠা শ্রবণৌ শ্রবণঃ পুষ্যো মুখং দ্বিজা স্বাতিঃ।
হসিতং শতভিষগথ নাসিকা মঘা মৃগশিরো নেত্রে ॥ ৪ ॥

কণ্ঠদেশ ও মস্তাদেশ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র, কর্ণদ্বয় শ্রবণা, মুখ পুষ্যা, দন্ত স্বাতী, হাস্য শতভিষা, নাসিকা মঘা এবং চক্ষুর্দ্বয় মৃগশিরানক্ষত্র ॥ ৪ ॥

চিত্রা ললাটসংস্থা শিরো ভরণ্যঃ শিরোরুহাশ্চার্দ্রা।
নক্ষত্রপুরুষকোঽয়ং কর্ত্তব্যো রূপমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৫ ॥

ললাটদেশ চিত্রানক্ষত্র, মস্তক ভরণীনক্ষত্র, কেশ আর্দ্রানক্ষত্র, এইরূপে নক্ষত্র পুরুষের মূর্ত্তি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিবে ॥ ৫ ॥

চৈত্রস্য বহুলপক্ষে হ্যষ্টম্যাং মূলসংযুতে চন্দ্রে।
উপবাসঃ কর্ত্তব্যো বিষ্ণুং সম্পূজ্য ধিষ্ণ্যঞ্চ ॥ ৬ ॥

চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে মূলানক্ষত্র ও সোমবারে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর ও নক্ষত্রের পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

দদ্যাদ্ব্রতে সমাপ্তে ঘৃতপূর্ণং ভাজনং সুবর্ণযুতম্।
বিপ্রায় কালবিদুষে সরত্নবস্ত্রং স্বশক্ত্যা বা ॥ ৭ ॥

উক্ত ব্রত সমাপ্ত হইলে পর, জ্যোতিষী ব্রাহ্মণকে সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র এবং হীরকাদি রত্নযুক্ত বস্ত্র, স্বীয় শক্তি অনুসারে প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥

অন্নৈঃ ক্ষীরঘৃতোৎকটৈঃ সগুড়ৈর্দ্বিপ্রান্ সমভ্যর্চ্চয়েদ্ দদ্যাত্তেষু তথৈব বস্ত্ররজতং লাবণ্যমিচ্ছন্নরঃ।
পাদর্ক্ষাৎপ্রভৃতি ক্রমাদুপবসন্নঙ্গর্ক্ষনামস্বপি কুর্য্যাৎ কেশবপূজনং স্ববিধিনা ধিষ্ণ্যস্য পূজাং তথা ॥ ৮ ॥

বহু দুগ্ধ, ঘৃত, গুড় এই সকলের সহিত অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণের পূজা করিবে এবং বস্ত্রপ্রদান করিবে, সুন্দর আকৃতি অভিলাষী ব্যক্তি মূলানক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র পুরুষের সমস্ত অঙ্গের নক্ষত্রে উপবাস করতঃ স্বকীয় শক্তি অনুসারে নারায়ণের পূজা ও নক্ষত্রদেবতার পূজা করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে পুরুষ অন্য জন্মে যেরূপ ফল হইবে, তাহা নিম্নশ্লোকে বলা যাইতেছে ॥ ৮ ॥

প্রলম্ববাহুঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ ক্ষপাকরাস্যঃ সিতচারুদন্তঃ।
গজেন্দ্রগামী কমলায়তাক্ষঃ স্ত্রীচিত্তহারী স্মরতুল্যমূর্ত্তিঃ ॥৯॥

নক্ষত্রব্রতকারী পুরুষ আজানুলম্বিত বাহু, মাংসল বক্ষস্থল, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালী মুখ, শ্বেত ও সুন্দর দন্ত, গজসদৃশ গমনকারী, পদ্মসদৃশ বিস্তীর্ণ নেত্র, রমণীদিগের মনহরণকারী এবং কামদেবসদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্য জন্মে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শরদমলপূর্ণচন্দ্রদ্যুতিসদৃশমুখী সরোদলনেত্রা।
রুচিররশনা সকর্ণা ভ্রমরোদরসন্নিভৈঃ কেশৈঃ ॥ ১০ ॥

আর উক্ত পুরুষের স্ত্রীর শরৎচন্দ্রসদৃশ নির্ম্মল মুখ, কান্তি, পদ্মপত্রসদৃশ নেত্র, সুন্দর দন্ত, উত্তম কর্ণ, ভ্রমরের উদরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্টা হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পুংস্কোকিলসমবাণী তাম্রোষ্ঠী পদ্মপত্রকরচরণা।
স্তনভারাতনমধ্যা প্রদক্ষিণাবর্ত্তয়া নাভ্যা ॥ ১১ ॥

আর কোকিলের ন্যায় স্বর, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, কমলপত্রসদৃশ হস্ত ও পদ, স্তনভারে ঈষৎ নত মধ্যভাগ এবং দক্ষিণাবর্ত্ত নাভিবিশিষ্টা ॥ ১১ ॥

কদলীকাণ্ডনিভোরুঃ সুশ্রোণী বরকুকুন্দরা সুভগা।
সুশ্লিষ্টাঙ্গুলিপাদা ভবতি প্রমদা মনুষ্যো বা ॥ ১২ ॥

আর কদলীতরুর ন্যায় জঙ্ঘাদ্বয়, কটীদেশ, নিতম্ব ও জননেন্দ্রিয় মনোহর এবং অঙ্গুলী সকল লাভ করিয়া থাকে। যদি কোন রমণী এই নক্ষত্র পুরুষব্রত করে, তাহাহইলে সেই রমণী পরজন্মে উক্তরূপ সুন্দর দেহবিশিষ্টা হইয়া জন্মিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যাবন্নক্ষত্রমালা বিচরতি গগনে ভূষয়ন্তীহ ভাষা তাবন্নক্ষত্রভূতো বিচরতি সহ তৈর্ব্রহ্মণোঽহ্ন্যোঽবশেষম্।
কল্পাদৌ চক্রবর্ত্তী ভবতি হি মতিমাংস্তৎক্ষণাচ্চাপি ভূয়ঃ সংসারে জায়মানো ভবতি নরপতির্ব্রাহ্মণো বা ধনাঢ্যঃ ॥১৩

যে ব্যক্তি বা যে রমণী নক্ষত্রপুরুষব্রত ধারণ করে, সেই ব্যক্তি বা রমণী যতকাল নক্ষত্রগণ আকাশমণ্ডলে থাকে, ততকাল অর্থাৎ কল্পপর্য্যন্ত নক্ষত্রলোকে বাসকরতঃ কল্পের আরম্ভে সার্ব্বভৌম ও বুদ্ধিমান্ রাজা হয়। পরে যদি পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তবে রাজা কিম্বা ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মৃগশীর্ষাদ্যাঃ কেশবনারায়ণমাধবাঃ সগোবিন্দাঃ।
বিষ্ণুমধুসূদনাখ্যৌ ত্রিবিক্রমো বামনশ্চৈব ॥ ১৪ ॥
শ্রীধরনামা তস্মাৎ সহৃষিকেশশ্চ পদ্মনাভশ্চ।
দামোদর ইত্যেতে মাসাঃ প্রোক্তা যথাসংখ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অগ্রহায়ণাদি মাসের অধিপতি কেশবাদি নাম ক্রমে হইয়া থাকে যথা— অগ্রহায়ণমাসের অধিপতি কেশব, পৌষমাসের নারায়ণ, মাঘের মাধব, ফাল্গুনের গোবিন্দ, চৈত্রের বিষ্ণু, বৈশাখের মধুসূদন, জ্যৈষ্ঠের ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ের বামন, শ্রাবণের শ্রীধর, ভাদ্রের হৃষীকেশ, আশ্বিনের পদ্মনাভ এবং কার্ত্তিকমাসের অধিপতি দামোদর হইয়া থাকেন ॥১৪-১৫॥

মাসনাম্ন সমুপোষিতো নরো দ্বাদশীষু বিধিবৎ প্রকী-

র্ত্তয়েৎ। কেশবং সমভিপূজ্য তৎপদং যাতি যত্র নহি জন্মজং ভয়ম্ ॥ ১৬ ॥

পুরুষ উপবাসকরত উপরিউক্ত মাস সকলের দ্বাদশীতিথিতে মাস-স্বামীর নাম কীর্ত্তন করিলেও মাসাধিপতি দেবতার পূজা করিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না অর্থাৎ ঈশ্বরের পদে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ বৃহৎসংহিতায়াং নক্ষত্র-পুরুষব্রতং নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

উপসংহারাধ্যায়ঃ।

জ্যোতিঃশাস্ত্রসমুদ্রং প্রমথ্য মতিমন্দরাদ্রিণাথ ময়া।
লোকস্যালোককরঃ শাস্ত্রশশাঙ্কঃ সমুৎক্ষিপ্তঃ ॥ ১ ॥

আমি জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ সমুদ্রকে বুদ্ধিরূপ মন্দরপর্ব্বতদ্বারা মন্থনকরত লোক প্রকাশ কর জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ চন্দ্র উত্তোলন করিয়াছি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাচার্য্যগ্রন্থা নোৎসৃষ্টাঃ কুর্ব্বতা ময়া শাস্ত্রম্।
তানবলোক্যেদঞ্চ প্রযতধ্বং কামতঃ সুজনাঃ ॥ ২ ॥

আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়া প্রাচীন কোন গ্রন্থই পরিত্যাগ করি নাই, পরন্তু ঐ সকল গ্রন্থ দেখিয়াই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, অতএব হে সুজনগণ! যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ হয়, সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন কর ॥ ২ ॥

অথবা ভৃশমপি সুজনঃ প্রথয়তি দোষার্ণবাদ্গুণং দৃষ্ট্বা।
নীচস্তদ্বিপরীতঃ প্রকৃতিরিয়ং সাধ্বসাধুনাম্ ॥ ৩ ॥

অথবা সুজনব্যক্তি দোষ সমুদ্র হইতে অল্পমাত্র গুণও গ্রহণ করেন, আর দুর্জ্জন ব্যক্তির গুণ সমুদ্র হইতে অল্পমাত্র দোষও গ্রহণপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া থাকেন। সাধু ও অসাধুদিগের এইরূপই স্বভাব ॥ ৩ ॥

দুর্জ্জনহুতাশতপ্তং কাব্যসুবর্ণং বিশুদ্ধিমায়াতি।
শ্রাবয়িতব্যং তস্মাদ্ দুষ্টজনস্য প্রযত্নেন ॥ ৪ ॥

কাব্যরূপ সুবর্ণ, দুর্জ্জনরূপ অগ্নিদ্বারা শোধিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত দুর্জ্জন ব্যক্তিকে যত্নসহকারে শ্রবণ করাইবে ॥ ৪ ॥

গ্রন্থস্য যৎ প্রচরতোঽস্য বিনাশমেতি লেখ্যাদ্বহুশ্রুত-মুখাধিগমক্রমেণ। যদ্বা ময়া কুকৃতমল্পমিহাকৃতং বা কার্য্যং তদত্র বিদুষা পরিহৃত্য রাগম্ ॥ ৫ ॥

মৎপ্রকাশিত এই গ্রন্থের যে যে স্থানে লিপিকর প্রমাদবশতঃ অশুদ্ধ লক্ষিত হইবে, তাহা পণ্ডিতদিগের মুখে অবগত হইয়া পাঠ সঙ্গতি করি-বেন। অথবা ভ্রমবশতঃ যদি কোন বিষয় পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে বা আমি ভুল লি[illegible] থাকি, [illegible] করত: ঐ অংশ পূ[illegible]

দিনকরমুনিগু[illegible]
শাস্ত্রমুপসংগৃ[illegible] ॥ ৬ ॥

সূর্য্যাদিগ্রহ, ব[illegible] পিতা, ইহাদিগের [illegible] দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র [illegible] দিগকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহমিহিরকৃতৌ [illegible] নাম ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রন্থানুক্রমণিকা।

শাস্ত্রোপনয়ঃ পূর্ব্বঃ [illegible]
শশিরাহুভৌমবুধ[illegible] ॥ ১ ॥
চারশ্চাগস্ত্যমুনেঃ [illegible]
নক্ষত্রাণাং ব্যূহো [illegible]
গ্রহশশিযোগঃ স[illegible]
শৃঙ্গাটসংস্থিনাং মে[illegible] ॥ ৩ ॥

এই গ্রন্থে যে কোন [illegible] লিখিত হইতেছে, যথা—[illegible] রাহুচার, ভৌমাচার, বু[illegible] অগস্ত্যচার, সপ্তর্ষিচার, কূ[illegible] গ্রহসমাগম, গ্রহবর্ষফল, [illegible] ধারণ ॥ ১—৩ ॥

ধারণবর্ষণরোহিণিব[illegible]
ক্ষণবৃষ্টিঃ কুসুমলতা[illegible] ॥ ৪ ॥
ভূকম্পোল্কাপরিবেষ[illegible]
প্রতিসূর্য্যো নির্ঘাতঃ [illegible]
ইন্দ্রধ্বজনীরাজনখঞ্জন[illegible]
পুষ্পাভিষেকপট্টপ্রমা[illegible] ॥ ৬ ॥

ধারণা, প্রবর্ষণ, রোহিণীযোগ, স্বাতী[illegible] যোগ, বাতচক্র, সদ্যোবৃষ্টি, কুসুমলতা, স[illegible] উল্কালক্ষণ, পরিবেষলক্ষণ, ইন্দ্রায়ুধ, গন্ধর্ব্বনগ[illegible] নির্ঘাতলক্ষণ, শস্যজাতক, দ্রব্যনিশ্চয়, অর্ঘকাণ্ড, ইন্দ্রধ্ব[illegible] খঞ্জন, উৎপাতলক্ষণ, ময়ূরচিত্রক, পুষ্যস্নান, পট্টপ্রমাণ, খড়্গ[illegible] অঙ্গবিদ্যা, পিটকলক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা ॥ ১—৬ ॥